সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—৩৪

ভারত-শাস্ত্র-পিটক
সম্পাদক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

প্রবর্ত্তক—
শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

বঙ্গানুবাদ

অনুবাদক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীরামকমল সিংহকর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা

১৩১৮

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কলিকাতা

২১।৩ শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট্, বাগ্‌বাজার

বিশ্বকোষ-প্রেসে

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩১৮

ভারতীয় শাস্ত্রে পরমশ্রদ্ধাবান্

স্বধর্ম্মানুরক্ত

দীঘাপতিয়া-রাজকুলভূষণ

পরমক্ষেমাস্পদ

শ্রীমৎ কুমার বসন্তকুমার রায় এম্ এ

মহোদয়ের করকমলে

ভারতশাস্ত্র-পিটকের অন্তর্ভুক্ত এই প্রথম গ্রন্থ

সাদরে অর্পণ করিলাম।

নিবেদন

দীঘাপতিয়া রাজবংশের উজ্জ্বল প্রদীপ শ্রীমান্ কুমার শরৎকুমার রায় যখন আমার নিকট পদার্থবিদ্যা পড়িয়া এম্ এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন আমি তখন মাঝে মাঝে পদার্থবিদ্যার সীমা ছাড়াইয়া অন্যান্য কথা পাড়িতাম। আমাদের দেশের পুরাতন কথা যে আমরা জানি না বা জানিবার যত্নও করি না এবং ইহার অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না, এই বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হইত। এমন কি আমাদের জাতীয় জীবনের যে কিছু বিশিষ্টতা, তাহার মূল ভিত্তিরও আমরা সন্ধান রাখি না, এই জন্য বসিয়া বসিয়া আক্ষেপ করিতাম ও আমাদের শিক্ষাকে ধিক্কার দিতাম। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া এই সন্ধানকার্য্যে সাহায্য করা উচিত, এই কল্পনা সেই সময়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তাহার ফলে শ্রীমান্ শরৎকুমার ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির অনুবাদ প্রচারের ভারগ্রহণে উৎসুক হন। সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মে শ্রীমানের ঐকান্তিক আগ্রহ এই উৎসুক্যের প্রবর্ত্তক। এইরূপে তাঁহারই প্রবর্ত্তনায় ও ব্যয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদকার্য্য আরব্ধ হয়।

ব্রাহ্মণগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের আবশ্যকতা স্থির হইলে, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বন্ধুবর্গের পরামর্শে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদে নিযুক্ত করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম দুই অধ্যায়মাত্র অনুবাদ করিয়া, পণ্ডিতমহাশয় এ কার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। পণ্ডিত মহাশয় অনুবাদ করিতেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহা মুদ্রিত হইতেছিল। তাঁহার বিদায়গ্রহণে হঠাৎ আরব্ধ কার্য্য স্থগিত হইবার উপক্রম হইয়া পড়িল।

এই সময়ে কুমার বাহাদুরের অনুরোধে আমার উপর অকস্মাৎ অনুবাদ-কার্য্যের ভার পড়ে। তিনি যে কেন আমার উপর এই ভার অর্পণ করিলেন, আর আমিই বা কেন এই ভার গ্রহণ করিলাম, তাহার কোন সঙ্গত উত্তর দিতে পারিব না। এখন তাহা মনে করিয়া বিস্মিত হই। বেদবিদ্যা অনভিজ্ঞকে

গ্রহ করেন ; কিন্তু আমার মত অজ্ঞের হাতে পড়িয়া তাঁহার কিরূপ শোচনীয় দশা হইয়াছিল, তাহা জানি না। বেদবিদ্যায় আমি তখন সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞ ছিলাম। সম্ভবতঃ এই অজ্ঞতাই আমাকে এই ভারগ্রহণে প্রোৎসাহিত ও প্রেরিত করিয়াছিল। ভারতবর্ষে বেদপন্থী সমাজে জন্মিয়া ভারতবর্ষের পুরাতনী বিদ্যায় অজ্ঞতা নিতান্ত ভাগ্যহীনতার লক্ষণ বলিয়া আমি বোধ করিতাম। এই সুযোগ অবলম্বনে সেই মহতী বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতে পারিব, এই প্রলোভন ত্যাগ করিতে আমি সমর্থ হই নাই। এই প্রাংশুলভ্য ফলের লোভেই আমি উদ্বাহু বামনের বৃত্তি আশ্রয় করিয়াছিলাম। বামনের চেষ্টায় যাহা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা এখন সুধী-সমাজে উপস্থাপিত হইল। সুধীসমাজ এখন মন খুলিয়া উপহাস করুন।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ বৈদিক যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের উপদেশে পূর্ণ। ঐ সকল অনুষ্ঠান এত জটিল, যে যাজ্ঞিকের হস্তে এই সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না দেখিলে, উহা হৃদ্‌গত করা প্রায় অসাধ্য। কেবল গ্রন্থের অধ্যয়নে ঐ সকল জটিল বিষয় আয়ত্ত করা কঠিন। পদে পদে ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা থাকে। বর্ত্তমান অনুবাদেও কত ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, তাহা আমি জানি না। ভরসা এই, সুধীগণ শ্যামিকাটুকু বর্জ্জন করিয়া বিশুদ্ধ অংশ গ্রহণ করিবেন।

আমার অবসর অল্প ; নানাবিধ অধিকারের ও অনধিকারের চর্চ্চায় আমার জীবনের ক্ষয় ও অপব্যয় চলিতেছে। অনুবাদ আরম্ভের পর দুই মাস কাজ করিয়া চারি মাস বিশ্রাম লইয়াছি। ১৩১০ সালের আরম্ভে কাজ আরম্ভ করি, ১৩১৮ সালে অনুবাদ প্রচারিত হইল। আট বৎসরের চেষ্টার পর এই গ্রন্থ বাহির হইল। একপক্ষে ভালই হইয়াছে। এই দীর্ঘ সময় মধ্যে অনেক গ্রন্থের সাহায্য লইতে পারিয়াছি, যাহা না পারিলে না জানি আরও কত ভ্রমপ্রমাদ ঘটিতে পারিত।

আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত মূলগ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়াছি। অনুবাদে সর্ব্বতোভাবে সায়ণের ব্যাখ্যার অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছি। বহুদিন পূর্ব্বে মার্টিন হোগ যে মূলগ্রন্থ ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সাহায্য লই নাই, বলিলেই চলে। যেখানে সায়ণের ব্যাখ্যায় সংশয় বোধ হইয়াছে, সেখানে ইংরেজি অনুবাদ খুলিয়াছি বটে ; কিন্তু সাধারণতঃ সায়ণের ব্যাখ্যায় সন্দেহ হইলেও সায়ণের অনুসরণই কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি।

সৌভাগ্যক্রমে সায়ণাচার্য্য আমার মত অজ্ঞের জন্যই বেদের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার সুস্পষ্ট ভাষার ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার সাহায্য না পাইলে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই অনুবাদ বাহির হইত না।

বেদের কিয়দংশের নাম মন্ত্র; অপরাংশের নাম ব্রাহ্মণ। মুখ্যতঃ যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মন্ত্রের প্রয়োগ। কোন না কোন দেবতার উদ্দেশে কোন না কোন দ্রব্য ত্যাগের নাম যজ্ঞ। যজমানের হিতার্থ যজমানকর্তৃক যাহারা যজ্ঞে বৃত ও নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদের নাম ঋত্বিক্। ঋত্বিক্দিগকে বিবিধ কর্ম্ম মন্ত্রসহকারে সম্পাদন করিতে হইত। কেহবা উচ্চস্বরে ঋক্মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতার আহ্বান বা প্রশংসাদি করিতেন; কেহবা অনুচ্চস্বরে যজুর্মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুরোডাশাদি যজ্ঞিয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন বা দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতেন; কেহ বা সামমন্ত্র গান করিয়া দেবতার স্তুতি করিতেন। পদ্যে বা ছন্দে গ্রথিত মন্ত্রের নাম ঋক্মন্ত্র, গদ্য-ময় মন্ত্রের নাম যজুর্মন্ত্র; আর যাহাতে সুর বসাইয়া গান করা হইত, তাহা সামমন্ত্র। ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণগ্রন্থে এই সকল মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কোন্ মন্ত্র কোন্ ঋত্বিক্কর্তৃক কোন্ কর্ম্মে কিরূপে বিনিযুক্ত হইবে তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, কোন্ কারণে কোন্ মন্ত্র কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের উপযোগী, তাহার হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং প্রসঙ্গক্রমে নানা আখ্যায়িকাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

হোতা ও তাঁহার সহকারী ঋত্বিক্গণ মুখ্যতঃ ঋক্মন্ত্রের বিনিয়োগ দ্বারা দেবতাহ্বানাদি কর্ম্ম করিতেন। অধ্বর্য্যু ও তাঁহার সহকারীরা যজুর্মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা আহুতিদানাদি কর্ম্ম করিতেন; উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারীরা সামমন্ত্র গান করিতেন। অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে এই তিন শ্রেণির ঋত্বিকের প্রয়োজন হইত। তাঁহারা একযোগে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে প্রধানতঃ হোতা ও তাঁহার সহকারীদিগের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের উপদেশ আছে; কাজেই এই ব্রাহ্মণগ্রন্থ ঋগ্বেদানুসারী বলিয়া প্রসিদ্ধ; অন্যান্য বেদের অনুযায়ী কর্ম্মের উল্লেখ এই ব্রাহ্মণে প্রসঙ্গতঃ মাত্র আছে। যজুর্বেদী বা সামবেদী ঋত্বিক্দিগের কর্ম্মের সম্পূর্ণ উপদেশ না থাকায় যজ্ঞের একদেশমাত্র এই ব্রাহ্মণে বিবৃত হইয়াছে। সম্পূর্ণভাবে কোন যজ্ঞকে জানিতে হইলে অন্যান্য ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন আবশ্যক।

এই অনুবাদগ্রন্থ কতকটা বোধগম্য করিবার উদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে টীকার

সন্নিবেশ করিয়াছি। গ্রন্থের পরিশিষ্টে পারিভাষিক শব্দগুলির তাৎপর্য্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। টীকা ও পরিশিষ্ট প্রস্তুত করিবার জন্য অন্যান্য ব্রাহ্মণগ্রন্থ এবং সেই সেই ব্রাহ্মণগ্রন্থের অনুযায়ী সূত্রগ্রন্থের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। প্রধানতঃ শতপথ ব্রাহ্মণগ্রন্থের এবং তদনুযায়ী কাত্যায়নীয় শ্রৌতসূত্রের অবলম্বনে এই পরিশিষ্ট প্রস্তুত করিয়াছি। বহু বৎসর হইল, বার্লিন নগর হইতে বিখ্যাত আচার্য্য বেবারকর্ত্তৃক শতপথ ব্রাহ্মণের এবং যাজ্ঞিকদেবাদিকৃত-ব্যাখ্যাসমন্বিত কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, প্রধানতঃ তাহারই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। বেদের শাখাভেদে ঋত্বিক্‌দের অনুষ্ঠানে অল্পবিস্তর ভেদ থাকায় স্থলবিশেষে বোধায়ন এবং আপস্তম্ব প্রণীত শ্রৌতসূত্রেরও সাহায্য লইতে হইয়াছে। কিন্তু যজ্ঞকর্ম্ম এমন জটিল যে, এই টীকা ও পরিশিষ্ট সত্ত্বেও কেবল এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকেরা বৈদিক যাগ-যজ্ঞের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা অল্প। এই গ্রন্থের ভূমিকায় প্রধান যজ্ঞগুলির বিস্তৃত বিবরণ দিয়া মূলগ্রন্থকে স্পষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল। ভূমিকা লেখাও প্রায় শেষ হইয়াছে। কিন্তু সেই বৃহৎ ভূমিকা ছাপিয়া ফেলিতে শীঘ্র সমর্থ হইব, আশা করি না। জীবনের ভঙ্গুরতা স্মরণ করিয়া অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম। ভূমিকা যাহা লিখিয়াছি, তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ প্রথম দুই অধ্যায় অনুবাদ করেন। সেই অংশের সমুদায় কৃতিত্ব তাঁহার। তিনি অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমিও তাঁহার অনুসরণে সেইরূপই করিয়াছি। তজ্জন্য কতক দোষ ঘটিয়াছে। অনুবাদ সমাপ্ত করিয়া ছাপিতে দিলে বোধ হয় গ্রন্থের এই দোষগুলি ঘটিত না। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ দয়া করিয়া ভ্রমপ্রমাদ দেখাইয়া দিলে অনুগৃহীত হইব। এই অনুবাদের সংস্করণ যদি কখনও প্রকাশিত হয়, তাহাতে তদনুসারে বিশুদ্ধি সাধন করিব।

অন্যান্য ব্রাহ্মণের মধ্যে শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণের অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে এবং উহার প্রথম খণ্ড ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। সুখের বিষয়, ঐ গ্রন্থের অনুবাদ যোগ্যতর পাত্রে অর্পিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী শতপথব্রাহ্মণের অনুবাদ করিতেছেন এবং আশা করা যায়, তাঁহার অনুবাদ সাধারণে সাদরে গ্রহণ করিবেন।

শ্রীমান্ কুমার শরৎকুমার রায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একান্ত হিতার্থী বন্ধু; সাহিত্য-পরিষদের সাহায্য জন্য তাঁহার ধনভাণ্ডার সর্ব্বদা উন্মুক্ত আছে বলিলেই হয়। তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই অনুবাদগ্রন্থগুলিকে সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। পরিষদের অন্যতম পরমানুগ্রাহক লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর—সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে যাঁহার নাম অক্ষয় থাকিবে—তিনিও এই শাস্ত্র-প্রকাশকার্য্যে পরমোৎসাহে যোগ দিয়াছেন। উভয়ের প্রবর্ত্তনায় পরিষৎ-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এই "ভারত-শাস্ত্র-পিটক" স্বতন্ত্রভাবে স্থানলাভ করিয়াছে এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই অনুবাদ উক্ত ভারত-শাস্ত্র-পিটক মধ্যে প্রথম সংখ্যক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইবে।

কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩১৮ } শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সূচী

ওঁ তৎ সৎ

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

প্রথম পঞ্চিকা

প্রথম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

দীক্ষণীয়েষ্টি-বিধান

ঋগ্বেদান্তর্গত ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ চল্লিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। সকল সোমযজ্ঞের প্রকৃতি স্বরূপ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের বিবরণ লইয়া ইহার আরম্ভ। গোষ্টোম আয়ুষ্টোম প্রভৃতি বিবিধ সোমযাগের মধ্যে জ্যোতিষ্টোমের স্থান প্রথমে[১]। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের সাতটী সংস্থা[২]; তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী ও অতিরাত্র এই চারিটি সংস্থা পর পর বর্ণিত হইবে। এই চারিটির মধ্যে অগ্নিষ্টোম প্রকৃতি,[৩] অর্থাৎ সকল অনুষ্ঠান অগ্নিষ্টোমে উপদিষ্ট হইয়াছে। উক্থ্য, ষোড়শী ও অতিরাত্র বিকৃতি,[৪] অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম-সাধারণ অনুষ্ঠান ব্যতীত কয়েকটি বিশেষ অনুষ্ঠান হাতে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই জন্য অগ্নিষ্টোম যজ্ঞই প্রথমে বর্ণিত হইল। গ্নিষ্টোমের আরম্ভে ঋত্বিক্ বরণ প্রথম অনুষ্ঠেয়; কিন্তু ঋত্বিক্[৫] বরণ হৌত্র

---

(১) "এষ বাব প্রথমো যজ্ঞো যজ্ঞানাং যজ্জ্যোতিষ্টোমঃ।"

(২) সংস্থা—সংস্কার, (গৌতম সং ৮)

(৩) প্রকৃতি—যে যজ্ঞের সকল অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ শ্রুতি দ্বারা উপদিষ্ট হয়, তাহার নাম প্রকৃতি।

(৪) বিকৃতি—যে যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানমাত্র প্রত্যক্ষ শ্রুতি দ্বারা উপদিষ্ট হয়, হ... [illegible]

(৫) ঋত্বিক—পুরোহিত।

বিষ্ণু তাঁহাদের আদিতে ও অন্তে রক্ষকবৎ বর্ত্তমান। এজন্য প্রথমে উঁহাদেরই ইষ্টিবিধান হইতেছে, যথা—"আগ্নাবৈষ্ণবং···একাদশকপালম্"

একাদশ কপালে সংস্কৃত ও দীক্ষণীয় পুরোডাশ অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে নির্ব্বপণ (হবন) করিবে।

সোমযাগে প্রবৃত্ত যজমানের সংস্কারের নাম দীক্ষা বা দীক্ষণ; দীক্ষণার্থ অনুষ্ঠানের নাম দীক্ষণীয়া। দীক্ষণীয়া কর্ম্মে ব্যবহার্য্য বলিয়া পুরোডাশের[১২] বিশেষণ দীক্ষণীয়। হবিঃস্বরূপে দেয় পক্ক পিষ্টকের নাম পুরোডাশ। সেই পুরোডাশ একাদশ সংখ্যক কপালে (মৃৎপাত্রে, খোলায়) পাক করিয়া অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে নির্ব্বপণ[১৩] করিবে। এই পুরোডাশ প্রদান প্রভৃতি কর্ম্ম-কলাপের নাম দীক্ষণীয়া ইষ্টি। অগ্নি ও বিষ্ণুকে পুরোডাশদানের ফল, যথা—"সর্ব্বাভ্য এবৈনং······নির্ব্বপন্তি।"

এতদ্দ্বারা সকল দেবতার উদ্দেশেই নিরবশেষে নির্ব্বপণ (পুরোডাশ প্রদান) করা হইবে।

প্রথম দেবতা অগ্নি ও অন্তিম দেবতা বিষ্ণুর উদ্দেশে হোম করিলে মধ্যবর্ত্তী অন্য দেবতারাও তৃপ্ত হইবেন,[১৪] কেহ বাদ পড়িবেন না; এইরূপ বুঝিতে হইবে। একের তৃপ্তিতে অন্যের তৃপ্তি কিরূপে হইবে, তাহার উত্তর, যথা—"অগ্নির্বৈ······ সর্ব্বা দেবতাঃ"

অগ্নিই সকল দেবতা, বিষ্ণুও সকল দেবতা।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আছে, সকল দেবতা অগ্নিতে শরীর রাখিয়াছিলেন; সেই

(১২) পুরোডাশ—ইষ্টিকর্ম্মে দেবতাকে যে পিষ্টক হবন করা যায়, উহার নাম পুরোডাশ। চাউলকে চূর্ণ (পিষ্ট) করিয়া মদন্তীনামক তাম্রপাত্রে রাখিয়া জলে ভিজাইয়া পিণ্ডের মত করা হয়; পরে আহবনীয় অগ্নিতে উহাকে অর্দ্ধ পক্ক করিয়া কূর্ম্মাকৃতি করা হয়, তৎপরে উহা একাদশ কপালে, (এগারখানা খোলায়) রক্ষিত হয়, পরে সমিধ্ দর্ভাগ্নিতে পাক করিয়া তাহার উপর ঘৃত সেক করা হয়। তৎপরে হোমের জন্য ইড়াপাত্রে করিয়া বেদীর উপর রাখা হয়।

(১৩) নির্বপণ—শকটস্থিত ধান্যরাশি হইতে চারি মুষ্টি ধান্য লইয়া শূর্পে (কুলায়) রাখার নাম নির্বপণ। এই অনুষ্ঠানের পর যে আহুতি দেওয়া হয়, এস্থলে তাহাকেই নির্বপণ বলা হইয়াছে। (সায়ণ)

(১৪) এ বিষয়ে ন্যায়—"তন্মধ্যপতিতন্যায়দগ্রহণেন গৃহ্যন্তে।"

জন্য অগ্নিই সকল দেবতা[১৫]; অন্যত্র শ্রুতি আছে, দেবাসুরযুদ্ধে দেবগণ ভীত হইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য অগ্নিকেই সর্ব্বদেবতার স্বরূপ বলা হয়[১৬]। আর বিষ্ণু সকল জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, এই জন্য বিষ্ণুও সর্ব্ব-দেবতাত্মক[১৭]। প্রকারান্তরে অগ্নি ও বিষ্ণুর প্রশংসা, যথা—"এতে.........ঋধ্নুবন্তি।"

অগ্নি ও বিষ্ণু ইঁহাদের যে দুইটি শরীর আছে, তাহা যজ্ঞের (সোমযাগের) আদিতে ও অন্তে অবস্থিত; তাহা হইলে অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে যে পুরোডাশ নির্বপণ হইবে, তাহাতে সকল দেবতারই পরিচর্য্যা (সিদ্ধ) হইবে[১৮]।

অগ্নি ও বিষ্ণুর মধ্যে পুরোডাশের বিভাগ-সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদীরা[১৯] প্রশ্ন করেন, যথা—"তদাহুঃ......বিভক্তিরিতি।"

[ব্রহ্মবাদীরা] এ বিষয়ে বলেন, একাদশ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ [একই দ্রব্য], [কিন্তু] অগ্নি ও বিষ্ণু দুই [দেবতা]; সেই [এক] দ্রব্যে উভয়ের কিরূপ ভাগকল্পনা হইবে? সেইরূপ বিভাগ কেনই বা হইবে?

অন্য ব্রহ্মবাদীরা ইহার উত্তর দেন, যথা—"অষ্টাকপাল......বিভক্তিঃ"

অষ্ট কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ অগ্নির অংশ, [কেন না] গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা ও গায়ত্রী অগ্নির ছন্দঃ[২০]; আর কপালত্রয়ে

---

(১৫) "তে দেবা অগ্নৌ তনূঃ সংন্যদধত তস্মাদাহুরগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতাঃ।"

(১৬) "দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসংস্তে দেবা বিভ্যতোঽগ্নিং প্রাবিশন্তস্মাদাহুরগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতাঃ।

(১৭) অত্র স্মৃতি—"ভূতানি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণুঃ।" ব্যাপ্ত্যর্থক বিষ্ ধাতু হইতে বিষ্ণু।

(১৮) তৈত্তিরীয় শ্রুতিও এ বিষয়ে প্রমাণ যথা—"আগ্নাবৈষ্ণবং একাদশকপালং নির্বপেদ্দীক্ষিষ্যমাণঃ অগ্নিঃ সর্ব্বা দেবতাঃ বিষ্ণুর্যজ্ঞো দেবতাশ্চৈব যজ্ঞঞ্চারভতে অগ্নিরবমো দেবানাং বিষ্ণুঃ পরমো যদাগ্নাবৈষ্ণবমেকাদশকপালং নির্বপতি দেবতা এবোভয়তঃ পরিগৃহ্য যজমানোঽবরুন্ধে।" (৫।৫।৪-৫)

(১৯) ব্রহ্মবাদী—বেদবক্তা। (জটাধর)

(২০) অগ্নি ও গায়ত্রী উভয়েই প্রজাপতির মুখ হইতে উৎপন্ন, সে হেতু উভয়ের সাম্যপ্রযুক্ত

সংস্কৃত পুরোডাশ বিষ্ণুর অংশ, [কেন না] বিষ্ণু ত্রি [পাদ] দ্বারা এই (জগৎ) আক্রমণ করিয়াছিলেন[২১]। সেই দেবতা-দ্বয়ের সেই (পুরোডাশে) এইরূপ বিভাগকল্পনার এই কারণ ও [তজ্জন্য] এইরূপ বিভাগ।

এইরূপে দীক্ষণীয় ইষ্টির বিধান করিয়া পুরোডাশ ব্যতীত অন্য দ্রব্যের দ্বারাও হোমের বিধান হইতেছে, যথা—"ঘৃতে……মন্যেত"

যে (যজমান) আপনাকে অপ্রতিষ্ঠিত মনে করে, সে ঘৃত-পক্ক চরু নির্বপণ করিবে।

অপ্রতিষ্ঠিত অর্থে পুত্রাদি-রহিত ও গবাদি-রহিত। সে ব্যক্তি ঘৃতপক্ক তণ্ডুলের দ্বারা চরু হোম করিবে। এইরূপ অপ্রতিষ্ঠার দোষ-প্রদর্শন হইতেছে, যথা—"অস্যাং বাব……প্রতিতিষ্ঠতি"

হে বৎস, যে এইরূপ প্রতিষ্ঠারহিত, সে ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত (শ্লাঘ্য) হয় না।

ঘৃতচরু দ্বারা সেই অপ্রতিষ্ঠার পরিহার হয় যথা—"তদ্ যৎ……প্রজাত্যৈ।"

তাহাতে (সেই ঘৃতপক্ক চরুতে) যে ঘৃত আছে, তাহা স্ত্রীর পয়ঃ (শোণিতস্বরূপ), আর যে তণ্ডুল আছে, তাহা পুরুষের [রেতঃস্বরূপ]; সেই ঘৃততণ্ডুল মিথুন সদৃশ; [সেই জন্য এই] মিথুন দ্বারাই (ঘৃততণ্ডুলময় চরু প্রদান দ্বারা) ইহাকে (যজমানকে) সন্ততি দ্বারা ও পশু দ্বারা বর্দ্ধিত করা হয়। (সেই হেতু এই চরু) প্রতিষ্ঠারই হেতু।

এই জ্ঞানের প্রশংসা যথা—"প্রজায়তে…… বেদ"

গায়ত্রী অগ্নির ছন্দঃ। যথা—"প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয়েতি স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত তমগ্নি-র্দেবতান্বসৃজ্যত গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।"

(২১) "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্" ঋ-সং ১।২২।১৭।
"ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ" ঋ-সং ১।২২।১৮।

যে ইহা জানে, সে সন্ততি দ্বারা ও পশু দ্বারা বর্দ্ধিত হয়।

তৎপরে দীক্ষণীয় ইষ্টির কাল-নির্দ্দেশ হইতেছে যথা—"আরব্ধযজ্ঞো বা...... দীক্ষা।"

যে (যজমান) দর্শযাগ ও পূর্ণমাস যাগ করিয়াছে, সে সকল যজ্ঞই আরম্ভ করিয়াছে ও সকল দেবতা [-পূজা] আরম্ভ করিয়াছে ; অমাবস্যায় কর্ত্তব্য বা পূর্ণিমায় কর্ত্তব্য যজ্ঞের পর দীক্ষণীয় ইষ্টি করিবে ; সেই হবিঃ (আমাবাস্য যজ্ঞ) ও সেই বর্হিঃ (পৌর্ণমাস যজ্ঞ) অনুষ্ঠিত হইলে পর দীক্ষিত হইবে (দীক্ষণীয় ইষ্টি সম্পাদন করিবে)। ইহাই একবিধ দীক্ষা।

এই অগ্নিষ্টোম সোমযাগ প্রকৃতপক্ষে দর্শপূর্ণমাসের[২২] বিকৃতি নহে, কিন্তু ইহার অঙ্গীভূত দীক্ষণীয়াদি দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি। অগ্নিহোত্র দর্শপূর্ণমাসের অপেক্ষা করে না ; কিন্তু অগ্নিহোত্র আহবনীয়াদি অগ্নিসাপেক্ষ, সেই অগ্নি সকল পবমানেষ্টি-সাপেক্ষ, পবমানেষ্টি আবার দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি। এইরূপে পরম্পরাক্রমে সোমযাগও দর্শপূর্ণমাসের অপেক্ষা করে। এই জন্য দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠানে অন্য যজ্ঞেরও আরম্ভ হয় ; যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সেই যজ্ঞিয় দেবতাপূজারও আরম্ভ হয়। সেই জন্য বলা হইল, দর্শপূর্ণমাসের পর দীক্ষণীয় ইষ্টি করিবে। "ইহা একবিধ দীক্ষা" বলায় সূচিত হইল, অন্যবিধ দীক্ষাও আছে। যজ্ঞিয় দ্রব্যের আহরণ হইলে দর্শপূর্ণমাসের পূর্ব্বেই সোমযাগ করিবে, এইরূপ অন্য মত আছে[২৩]।

তৎপরে প্রকৃতিযজ্ঞে পঞ্চদশ সামিধেনীপাঠের বিধান থাকিতেও এস্থলে অন্য সংখ্যার বিধান হইতেছে, যথা "সপ্তদশ...অনুব্রূয়াৎ।"

সপ্তদশ সামিধেনী পাঠ করিবে।

অধ্বর্য্যুর আদেশানুসারে হোতা সপ্তদশ সামিধেনী (অগ্নিসমিন্ধনের অর্থাৎ

(২২) দর্শ পূর্ণমাস—অমাবস্যা বা পূর্ণমাসীতে অন্বাধান করিয়া প্রতিপত্তিথি হইতে আরব্ধ যাসসাধ্য যাগবিশেষ। (রঘুনন্দন)

২৩) যথা আশ্বলায়ন—"উর্দ্ধং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যথোপপত্ত্যেকে প্রাগপি সোমেনৈকে।"

অগ্নিপ্রজ্বালনের[২৪] ; ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করিবে। প্রকৃতি-যজ্ঞে প্রযুক্ত পঞ্চদশ সামিধেনী ঋকের মধ্যে ধায্যানামক আরও দুইটি ঋক্ বসাইয়া সপ্তদশ মন্ত্র হইবে।

সপ্তদশ সংখ্যাক সামিধেনীর প্রশংসা যথা "সপ্তদশো···প্রজাপতিঃ"

প্রজাপতি সপ্তদশ [-অবয়বাত্মক] ; [কেন না] মাস বারটি ; হেমন্ত ও শিশির ঋতুকে সমান (এক ঋতু বলিয়া) ধরিলে ঋতু পাঁচটি ; [দ্বাদশ মাস ও পঞ্চ ঋতুর যোগে উৎপন্ন] সেই সমগ্র কাল সংবৎসর ; এবং সংবৎসর প্রজাপতি।

সপ্তদশ সংখ্যাজ্ঞানের প্রশংসা যথা "প্রজাপত্যায়তনাভিঃ···বেদ"

প্রজাপতি ইহাদের [এই সামিধেনীসমূহের] আয়তন

---

(২৪) সামিধেনী—অগ্নি-সমিন্ধন (প্রজ্বালন) কালে ব্যবহৃত ঋক্‌মন্ত্রের নাম সামিধেনী।

১। প্র বো বাজা অভিদ্যবো হবিষ্মন্তো ঘৃতাচ্যা। দেবান্ জিগাতি সুম্নযুঃ। ঋ ৩।২৭।১

২। সমিধ্যমানো অধ্বরে অগ্নিঃ পাবক ঈড্যঃ। শোচিষ্কেশস্তমীমহে। ৩।২৭।৪

৩। ঈড়েন্যো নমস্যস্তিরস্তমাংসি দর্শতঃ। সমগ্নিঃ ইধ্যতে বৃষা। ৩।২৭।১৩

৪। বৃষো অগ্নিঃ সমিধ্যতে অশ্বো ন দেববাহনঃ। তং হবিষ্মন্ত ঈড়তে। ৩।২৭।১৪

৫। বৃষণং ত্বা বয়ং বৃষন্ বৃষণঃ সমিধীমহি। অগ্নে দীদ্যতং বৃহৎ। ৩।২৭।১৫

৬। অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি। ৬।১৬।১০

৭। তং ত্বা সমিদ্‌ভিরঙ্গিরো ঘৃতেন বর্দ্ধয়ামসি। বৃহৎ শোচাযবিষ্ঠ্য। ৬।১৬।১১

৮। স নঃ পৃথু শ্রবায্যং অচ্ছা দেব বিবাসসি। বৃহদগ্নে সুবীর্যাম্। ৩।১৬।১২

৯। অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্। ১।১২।১

১০। সমিদ্ধো অগ্ন আহুত দেবান্ যক্ষি স্ব অধ্বর। ত্বং হি হব্যবাড়সি। ৫।২৮।৫

১১। আজুহোতা দুবস্যত অগ্নিং প্রয়তি অধ্বরে। বৃণীধ্বং হব্যবাহনম্। ৫।২৮।৬

আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (১।২) অনুসারে এই একাদশটী ঋক্‌মন্ত্র অগ্নিসমিন্ধনে প্রযুক্ত হয়। ইহার মধ্যে প্রথমটি ও শেষটি তিনবার করিয়া পঠিত হওয়ায় সামিধেনী মন্ত্রসংখ্যা পঞ্চদশ। প্রকৃতিযজ্ঞে পঞ্চদশ সামিধেনী-পাঠের বিধান থাকিলেও এস্থলে দীক্ষণীয় ইষ্টিতে সপ্তদশের বিধান হইতেছে। এ জন্য আর দুইটি ঋক্‌মন্ত্র ঐ পঞ্চদশের মধ্যে বসান হয়। এই দুইটির নাম ধায্যা মন্ত্র, যথা—

১। পৃথুপাজা অমর্ত্যো ঘৃতনির্ণিক্‌স্বাহুতঃ। অগ্নির্যজ্ঞস্য হব্যবাট্। ৩।২৭।৫

২। তং সবাধো যতস্রুচ ইত্থা ধিয়া যজ্ঞবন্তঃ। আ চক্রুরগ্নিমূতয়ে। ৩।২৭।৬ (আশ্বলায়ন ৪।২)

(আশ্রয়); এই জন্য যে ইহা (সপ্তদশ মন্ত্রের ব্যবহার) জানে, সে ইহাদের (এই মন্ত্রের) দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

সংবৎসররূপী প্রজাপতির সপ্তদশ অবয়ব, সামিধেনীর সংখ্যাও সপ্তদশ ; এই হেতু প্রজাপতি সামিধেনীর আশ্রয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

ইষ্টি-আহুতি-উতি-হোতা

দীক্ষণীয় ইষ্টি নিরূপণের পর ইষ্টিশব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেছে যথা "যজ্ঞো বৈ... তমন্ববিন্দন্"।

যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন; [দেবগণ] তাঁহাকে ইষ্টিসমূহ দ্বারা অন্বেষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যে হেতু ইষ্টি দ্বারা অন্বেষণ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই ইষ্টির ইষ্টিত্ব। [পরে দেবগণ] যজ্ঞকে পাইয়াছিলেন।

যজ্ঞ অর্থে জ্যোতিষ্টোমাভিমানী যজ্ঞপুরুষ (সায়ণ)। ইষ্টি শব্দ[1] যজনার্থ যজ্‌ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। কিন্তু এস্থলে দেবগণ ইষ্টি দ্বারা যজ্ঞকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়া ইচ্ছার্থক ইষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা হইল।

যজ্ঞলাভ-জ্ঞানের প্রশংসা যথা—"অনুবিত্ত...এবং বেদ"

যে ইহা জানে, সে [ইষ্টি দ্বারা] যজ্ঞ লাভ করিয়া সমৃদ্ধ হয়।

তৎপরে ইষ্টিবিধানে প্রযুক্ত আহুতি[2] শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখান হইতেছে... "আহূতয়ো......আহূতিত্বম্।"

এই যে সকল আহুতি, ইহাদের নাম [বস্তুতঃ] আহূতি;

(১,২) ইষ্টি ও আহুতি—ইষ্টিশব্দ যজ্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন, যদ্দারা যজন করা যায়; ইন্দ্রাদি কতিপয় দেবতাকে যথাবিধি পুরোডাশদানের নাম ইষ্টি। আহুতি—হু ধাতু হইতে উৎপন্ন, যথাবিধি মন্ত্রকরণক বহ্ন্যধিকরণক দেবতোদ্দেশে হবিঃপ্রদানের নাম আহুতি।

[কেন না] যজমান ইহা দ্বারা (আহুতি দ্বারা) দেবগণকে আহ্বান করেন। এই জন্য আহুতি সকলের আহূতিত্ব।

হ্রস্ব উকারযুক্ত আহুতি শব্দ হবনার্থক হু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; অর্থ—অগ্নিতে ঘৃতাদি হবনীয় দ্রব্যের প্রদান। এস্থলে আহুতি দ্বারা দেবগণ আহূত হয়েন বলিয়া, আহ্বানার্থক হ্বেধাতু হইতে নিষ্পন্ন আহূতির সহিত আহুতিকে সমানার্থক করা হইল।

তৎপরে ইষ্টি ও তদঙ্গ আহুতির ঊতিনাম নির্দ্দেশ করা হইতেছে, যথা—"ঊতয়ঃ···ভবন্তি।"

যদ্দ্বারা (যে ইষ্টি ও আহুতি দ্বারা) দেবগণ যজমানের হবে[৩] (যজ্ঞে) আগমন করেন, তাহারই নাম বস্তুতঃ ঊতি। অথবা যাহা পথ ও যাহা স্রুতি (পথের অবয়ব), তাহাই ঊতি; [কেন না] তাহারা (ইষ্টি ও আহুতি) উভয়েই যজমানের স্বর্গপ্রাপক (পথ স্বরূপ) হয়।

ঊতি শব্দ প্রকৃতপক্ষে রক্ষার্থক অব্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; যাহা দেবগণকে রক্ষা করে, তাহা উতি, অর্থাৎ যজ্ঞ বা তদঙ্গ আহুতি। এস্থলে যদ্দ্বারা দেবগণ যজ্ঞে আসেন, অথবা যে পথে যজমান স্বর্গে যান, এই অর্থ করিয়া ঊতি শব্দ গমনার্থক আঙ্-পূর্ব্বক অয় ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা হইল। "আয়ন্তি যাভিঃ ইতি আঙ্ পূর্ব্বস্যায়তি-ধাতোর্বর্ণবিকারেণ ঊতি শব্দঃ।"

পরে ইষ্টির অঙ্গভূত যাজ্যা ও অনুবাক্যা[৪] পাঠকের নামকরণ সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদীর প্রশ্ন যথা—"তদাহুঃ···আচক্ষত ইতি।"

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যখন [হোতা ভিন্ন] অন্য লোকে (অর্থাৎ অধ্বর্য্যু) আহুতি দান করেন, [তখন

---

(৩) হব—যজ্ঞ—"হূয়ন্তে দেবা অস্মিন্নিতি হবঃ।"

(৪) আগূঃ (স্থানবিশেষে "যজামহে" এই তিঙন্ত রেফান্ত) পূর্ব্বক বষট্কারান্ত অর্দ্ধ ঋকে অবসান, একটা ঋক্‌কে "যাজ্যা" কহে। যে ঋকের প্রথমার্দ্ধে এক বিরাম, চতুর্মাত্র প্রণবান্ত দ্বিতীয়ার্দ্ধে দ্বিতীয় বিরাম, দেবতার আনুকূল্যকারী সেই ঋক্‌কে "পুরোঽনুবাক্যা" বা "অনুবাক্যা" কহে।

তাঁহাকে হোতা না বলিয়া] যিনি অনুবাক্যা বলেন ও যিনি যাজ্যা পাঠ করেন, তাঁহাকে কেন হোতা বলা হয় ?

ইহার উত্তর—"যদ্বাব···ভবতি।"

হে বৎস, যেহেতু সেই (যাজ্যা ও অনুবাক্যার পাঠক) সেই [যজ্ঞে] দেবতাগণকে যথাস্থানে, উঁহাকে আবাহন করি, উঁহাকে আবাহন করি, এইরূপে আবাহন করিয়া থাকেন, সেই জন্যই হোতার হোতৃত্ব; [এই জন্য] তিনিই হোতা হয়েন।

ইষ্টিবিধানে আহুতিদানের সময় দুইটি মন্ত্র পঠিত হয়; একটি অনুবাক্যা বা পুরোনুবাক্যা, আর একটি যাজ্যা। অধ্বর্য্যু আহুতি দেন ও হোতা ঐ মন্ত্র পাঠ করেন। হোতৃ শব্দ হবনার্থ হু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, কাজেই আহুতিদাতার নামই হোতা হওয়া উচিত, অথচ তাঁহার নাম অধ্বর্য্যু ও মন্ত্রপাঠকের নাম হোতা হইল কেন ? ইহার উত্তরে বলা হইল, আঙ্‌পূর্ব্বক বহ্‌ ধাতু হইতে হোতা (অর্থাৎ আবাহনকর্ত্তা) নিষ্পন্ন করা চলিতে পারে; তাহা হইলে যিনি যাজ্যা ও অনুবাক্যা মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে আবাহন করেন, তিনিই হোতা, ইহা বলিলে দোষ হয় না।

হোতৃত্বজ্ঞান প্রশংসা যথা—"হোতেতি···বেদ"

যিনি ইহা (উপর্য্যুক্ত উত্তরের প্রতিপাদ্য অর্থ) জানেন, তাঁহাকে হোতা বলা হয়।

অর্থাৎ তিনি হোতৃকর্ম্মে কুশল হয়েন।

তৃতীয় খণ্ড

দীক্ষিতের বিবিধ সংস্কার

এইরূপে ইষ্টি, আহুতি, উতি ও হোতৃ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দীক্ষিত যজমানের বিবিধ সংস্কারের প্রস্তাব হইতেছে,—"পুনর্বা···দীক্ষয়ন্তি।"

যাঁহাকে দীক্ষিত করা হইল, তাঁহাকে পুনরায় ঋত্বিকেরা গর্ভস্বরূপ করিবেন।

গর্ভ শব্দে ভ্রূণ বুঝায়। যজমান একবার জন্মকালে মাতৃকুক্ষিতে বাস করিয়াছিলেন; পুনরায় তাঁহাকে ভ্রূণরূপে ব্যবহার করিয়া বিবিধরূপে সংস্কৃত করিতে হয়। তন্মধ্যে প্রথম সংস্কার যথা—"অদ্ভিরভিষিঞ্চন্তি।"

জল দ্বারা অভিষেক (স্নান) করান হয়।[1]

সেই জলের প্রশংসা যথা "রেতো বা…দীক্ষয়ন্তি।"

জলই রেতঃ। সেইজন্য ইঁহাকে (দীক্ষিত যজমানকে) সরেতস্ক (রেতোযুক্ত) করিয়া দীক্ষিত করা হয়।

শ্রুতিমতে রেতঃ হইতে জল উৎপন্ন, এজন্য জলকে রেতঃস্বরূপ বলা যাইতে পারে[2]। তৎপরে অন্যবিধ সংস্কার যথা—"নবনীতেনাভ্যঞ্জন্তি।"

নবনীত দ্বারা অভ্যক্ত করা হয়।

নবনীত ব্যবহারের কারণ, যথা—"আজ্যং…সমর্দ্ধয়ন্তি।"

আজ্য দেবগণের, সুরভি-ঘৃত মনুষ্যগণের, আয়ুত পিতৃগণের, নবনীত গর্ভের (ভ্রূণগণের); অতএব নবনীত দ্বারা যে অভ্যঙ্গ করা হয়, তাহাতে তাঁহাকে (যজমানকে) আপনার [উচিত, প্রাপ্য] ভাগের দ্বারাই সমৃদ্ধ করা হয়।

আজ্য অর্থে গলিতঘৃত; ঘনীভূত অবস্থায় ঘৃত; ঈষদ্‌গলিত অবস্থায় আয়ুত[3]।
পরে অন্য সংস্কার যথা "আঞ্জন্ত্যেনম্।"

ইঁহাকে [চক্ষুতে] অঞ্জন দেওয়া হয়।

অঞ্জনপ্রশংসা যথা "তেজো বা…দীক্ষয়ন্তি।"

এই যে অঞ্জন, ইহা অক্ষিদ্বয়ের তেজঃস্বরূপ; সেই হেতু এতদ্দ্বারা ইঁহাকে (যজমানকে) তেজস্বী করিয়া দীক্ষিত করা হয়।

---

(১) তৈত্তিরীয় মতে বপনের পর অভিষেক। "অঙ্গিরসঃ সুবর্গং লোকং যন্তোঽপ্সু দীক্ষাতপসী প্রাবেশয়ন্। অপ্সু স্নাতি সাক্ষাদেব দীক্ষাতপসী অবরুন্ধে।" (৬।১।১।২)

(২) "শিশ্নাদ্রেতো রেতস আপঃ" (আরণ্যক ২।৪।১।৬) "অস্মিন্ পঞ্চাত্মকে শরীরে যৎ কঠিনং সা পৃথিবী যদ্দ্রবং তদাপঃ"—(গর্ভোপনিষৎ।)

(৩) "সর্পির্বিলীনমাজ্যং স্যাদ্ঘনীভূতং ঘৃতং বিদুঃ।" এ বিষয়ে তৈত্তিরীয় মত—'ঘৃতং দেবানাং মস্তু পিতৃণাং নিষ্পক্কং মনুষ্যাণাম্।' "ঈষদ্বিলীনং মস্তু নিঃশেষেণ বিলীনং নিষ্পক্কম্।" (সায়ণ)

পরে অন্য সংস্কার—"একবিংশত্যা···পাবয়ন্তি।"

একবিংশতি দর্ভপিঞ্জূল (কুশসমষ্টি) দ্বারা পবিত্র করা হয়।

শুদ্ধির প্রয়োজন প্রদর্শন যথা—"শুদ্ধং······দীক্ষয়ন্তি।"

ইনি [অভিষেকাদি সংস্কার দ্বারা] শুদ্ধ হইলেও তদ্দ্বারা (কুশ দ্বারা পুনরায়) পবিত্র করিয়া দীক্ষিত করা হয়।

তৎপরে দীক্ষিতকে প্রাচীনবংশ গৃহে[৪] প্রবেশের বিধান যথা "দীক্ষিত-বিমিতং প্রপাদয়ন্তি।"

দীক্ষিতের জন্য নির্ম্মিত [প্রাচীন বংশগৃহে তাঁহাকে] প্রবেশ করাইবে।

সেই গৃহের যোনিস্বরূপত্ব-প্রদর্শন যথা—"যোনির্ব্বা···স্বাম্প্রপাদয়ন্তি"

এই যে দীক্ষিতের জন্য নির্ম্মিত, ইহা দীক্ষিতের [পক্ষে] যোনিস্বরূপই; তজ্জন্য ইঁহাকে (ভ্রূণস্বরূপ যজমানকে) আপনার যোনিতেই (গর্ভবাসস্থানে) প্রবেশ করান হয়।[৫]

দীক্ষিত পক্ষে তৎপরে নিয়ম যথা—"তস্মাদ্······চরতি চ"

[যজমান] সেই ধ্রুব (স্থির) যোনি মধ্যে উপবেশন করিবে ও বিচরণ করিবে।

তাহার কারণ-প্রদর্শন যথা—"তস্মাদ্······জায়ন্তে"

[কেন না] সেইরূপ ধ্রুব যোনিমধ্যে গর্ভ অবস্থান করে ও [তাহা হইতে] জাত হয়।

---

(৪) দেবযজনার্থ নির্ম্মিত গৃহকে প্রাচীনবংশ (প্রাগ্বংশ) শালা বলে। যথা আপস্তম্ব—"আবো দেবাস ঈমহ ইতি পূর্ব্বয়া দ্বারা প্রাগ্বংশং প্রবিশ্য॥" (১০।৮১)

(৫) শাখান্তরেও যজমানের দেবযজনগৃহপ্রবেশকে ভ্রূণের যোনিপ্রবেশের সহিত তুলিত করা হইয়াছে—তৈত্তিরীয়শ্রুতি "বহিঃ পাবয়িত্বান্তঃ প্রপাদয়তি, মনুষ্য লোকএবৈনং পাবয়িত্বা পূতং দেবলোকং প্রণয়তি" (৬।১।২।১)

"গর্ভো বা এষ যদ্দীক্ষিতো যোনির্দীক্ষিতবিমিতং যদ্দীক্ষিতবিমিতমভোক্তা প্রবসেদ্ যথা যোনের্গর্ভঃ স্কন্দতি তাদৃগেব তত্র প্রবস্তব্যমাত্মনো গোপীথায়।" (শতপথ)

সেই স্থান হইতে বহির্গমন-নিষেধ যথা—"তস্মাদ্……অভ্যাশ্রাবয়েয়ুঃ।"

সেই জন্য দীক্ষিতের জন্য নির্ম্মিত [স্থান] ভিন্ন অন্য স্থানে দীক্ষিতকে দর্শন করিয়া আদিত্য (সূর্য্য) যেন উদিত না হয়েন, বা অস্তগত না হয়েন, অথবা [ঋত্বিকেরা যেন দীক্ষিতকে লক্ষ্য করিয়া] আশ্রাবণা[৬] না করেন।

দীক্ষিত সর্ব্বদা প্রাচীন বংশশালাতেই অবস্থান করিবে; যদি নিতান্তই বাধ্য হইয়া বাহিরে যাইতে হয়, সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তগমন-কালে বা আশ্রাবণার সময়ে যেন বাহিরে না থাকেন।

তৎপরে অন্য সংস্কার—"বাসসা…প্রোর্ণুবন্তি"

বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করিবে; [কেন না] এই যে বস্ত্র ইহা দীক্ষিতের পক্ষে উল্বস্বরূপ; তজ্জন্য ইহাতে তাঁহাকে উল্ব দ্বারাই আচ্ছাদন করা হয়।[৭]

দীক্ষিত ভ্রূণস্বরূপ; উল্ব অর্থে ভ্রূণবেষ্টক চর্ম্ম; এই বস্ত্র ভ্রূণের উল্বস্বরূপ হয়। পরে অন্য সংস্কার যথা—"কৃষ্ণাজিনং……ভবতি"

কৃষ্ণাজিন উত্তর (বহির্বেষ্টন) হইবে।

অর্থাৎ কৃষ্ণাজিন দ্বারা আবার বেষ্টন করিবে। এই বেষ্টন ভ্রূণরূপী দীক্ষিতের পক্ষে জরায়ু স্বরূপ হইবে। যথা—"উত্তরং… …প্রোর্ণুবন্তি।"

উল্বের উপরে (বাহিরে) জরায়ু থাকে; ইহাতে তাঁহাকে জরায়ু দ্বারা আচ্ছাদন করা হয়।

পুনশ্চ অপর সংস্কার—"মুষ্টীকুরুতে"

[যজমান দুই হস্ত] মুষ্টিবদ্ধ করিবে।[৮]

---

(৬) আশ্রাবণা জুহূ উপভৃত ধরিয়া অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক প্লুত স্বরে মন্ত্রশ্রবণ করান।

(৭) তৈত্তিরীয় শাখায়—"গর্ভো বা এষ যদ্দীক্ষিত উল্বং বাসঃ প্রোর্ণুতে তস্মাদ্গর্ভাঃ প্রাবৃতা জায়ন্তে।" (৬।১।৩।২)

(৮) আপস্তম্ব—"অথাঙ্গুলীর্ন্যঞ্চতি। স্বাহা যজ্ঞং মনসেতি দ্বে স্বাহা দিব ইতি দ্বে স্বাহা পৃথিব্যা ইতি দ্বে স্বাহোরোরন্তরিক্ষাদিতি দ্বে স্বাহা যজ্ঞং বাতাদারভ ইতি মুষ্টীকরোতি।"(১০।১১।৩।৪)

তৎপ্রশংসা যথা—“মুষ্টী……কুরুতে”

গর্ভ মুষ্টি করিয়া অভ্যন্তরে শয়ান থাকে ; কুমার (নবপ্রসূত শিশু) মুষ্টি করিয়া জন্মগ্রহণ করে ; অতএব এই যে (যজমান) মুষ্টি করিবে, ইহাতে যজ্ঞকে ও সকল দেবতাকে মুষ্টিমধ্যে ধরা হয়।[৯]

প্রকারান্তরে মুষ্টিদ্বয়ের প্রশংসা যথা—“তদাহু……তথেতি”।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যে পূর্ব্বে দীক্ষিত, তাহার সংসব দোষ হয় না, [কেন না] তৎকর্ত্তৃক [মুষ্টিমধ্যে] যজ্ঞ ধৃত হইয়া রহিয়াছে ও দেবতাও ধৃত হইয়া রহিয়াছেন ; যে পরে দীক্ষিত, তাঁহার যেরূপ আর্ত্তি (অনিষ্ট) হয়, ইঁহার (পূর্ব্বদীক্ষিতের) সেরূপ হয় না।

দুইজন ব্যক্তি একসঙ্গে পরস্পর নিকটে থাকিয়া সোমযোগ করিলে উহা পরস্পর ঈর্ষ্যাপ্রকাশক বলিয়া দূষ্য হয় ; উহাকে সংসব দোষ বলে[১০]। এরূপ স্থলে যে ব্যক্তি পূর্ব্বে দীক্ষিত হয়, তাহার দোষ ঘটে না, কেন না সে পূর্ব্বেই যজ্ঞকে ও দেবতাগণকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়াছে। যিনি পরে দীক্ষিত, তাঁহারই অনিষ্ট ঘটে ; তাঁহাকেই তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

তৎপরে কৃষ্ণাজিন পরিত্যাগ-বিধান যথা—“উন্মুচ্য……জায়ন্তে”

কৃষ্ণাজিন উন্মোচন করিয়া অবভৃথ (স্নানদেশ) গমন করিবে ; [কেননা] সেই জরায়ু হইতে মুক্ত হইয়া গর্ভ জন্মগ্রহণ করে।

কিন্তু বেষ্টনবস্ত্র পরিত্যাগ করিবে না, তাহার কারণ-প্রদর্শন যথা—“সহৈব……জায়তে।”

(৯) শাখান্তরে—“মুষ্টীকরোতি বাচং যচ্ছতি যজ্ঞস্য ধৃত্যৈ।” (তৈং ৬।১।৪।৩)

(১০) দুইজনের মধ্যে নদী বা পর্ব্বত ব্যবধান থাকিলে সংসব দোষ হয় না—‘সংসবোঽহনন্তর্হিতেষু নদ্যা বা পর্ব্বতেন বা।’

বস্ত্রের সহিতই [অবভৃথ স্নানে] যাইবে ; [কেন না] কুমার উল্ব[11] সমেত জন্মগ্রহণ করে।

প্রাচীন বংশ-শালা হইতে বাহিরে আসিয়া স্নানদেশে গমন ভ্রূণের জন্মগ্রহণ স্বরূপ ; তাহাতে জরায়ু হইতে মোক্ষণ হয়। কিন্তু ভ্রূণ উল্ব সমেত ভূমিষ্ঠ হয়।

চতুর্থ খণ্ড

যাজ্যা ও অনুবাক্যা

দীক্ষণীয় ইষ্টিবিধানের ও আনুষঙ্গিক সংস্কারাদি বিধানের পর এক্ষণে ঋগ্বেদ-প্রতিপাদ্য হৌত্র-কর্ম্ম (হোতার কর্ত্তব্য) বিধান হইতেছে,যথা—"ত্বমগ্নে···তস্মৈ।"

যে যজমান ইতঃপূর্ব্বে [সোম] যাগ করে নাই, তাহার জন্য "ত্বমগ্নে সপ্রথা অসি[1]" এবং "সোম যাস্তে ময়োভুবঃ[2]" [এই দুইটি ঋক্ মন্ত্র] আজ্যভাগদ্বয়ের পুরোঽনুবাক্যা রূপে পাঠ করিবে।

ঘৃতাহুতি-দানের সময়ে অধ্বর্য্যুর আদেশানুসারে হোতা এই দুইটি মন্ত্র পাঠ করিবে। প্রথম আহুতির একটি মন্ত্র, দ্বিতীয় আহুতির অপর মন্ত্র। এই মন্ত্র পাঠের নাম পুরোঽনুবাক্যা পাঠ।

প্রথম মন্ত্রটির প্রয়োগের কারণ প্রদর্শন যথা—"ত্বয়া······বিতনোতি।"

[হে অগ্নে! ঋত্বিক্‌গণ] তোমার [প্রসাদে] যজ্ঞ বিস্তার করিতেছেন—এই বাক্য দ্বারা ইঁহার (যজমানের) জন্য যজ্ঞকে বিস্তৃত করা হয়।

অন্য যজমানের জন্য অন্য মন্ত্রের বিধান যথা—"অগ্নিঃ······তস্মৈ।"

---

(১১) উল্ব—ক্লেদাকার জরায়ু অপেক্ষা অতিশয় সূক্ষ্ম চর্ম্ম।

(১) ত্বমগ্নে সপ্রথা অসি জুষ্টো হোতা বরেণ্যঃ। ত্বয়া যজ্ঞং বিতন্বতে। (ঋক্ ৫।১৩।৪)

(২) সোম যাস্তে ময়োভুব ঊতয়ঃ সন্তি দাশুষে। তাভির্নো অবিতা ভব। (১।৯১।৯)

যে (যজমান) পূর্ব্বে যাগ করিয়াছে, তাহার জন্য "অগ্নিঃ প্রত্নেন মন্মনা[৩]" এবং "সোম গীর্ভিষ্ট্বা বয়ম্[৪]" এই দুই মন্ত্র।

দ্বিতীয় বার অনুষ্ঠিত যাগের সময় উভয় আহুতির জন্য এই দুই মন্ত্র পুরোহনুবাক্যা হইবে।

প্রথম মন্ত্রপ্রয়োগের আনুকূল্য দেখান হইতেছে যথা "প্রত্নমিতি...... অভিবদতি।"

প্রত্ন (পুরাতন) এই পদ দ্বারা (পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত সোম-যাগের কথা) বলা হইল।

কিন্তু অন্যরূপ মন্ত্রেরও বিধান আছে; পূর্ব্বোক্ত মত সকলে আদর করেন না। যথা—"তং তৎ নাদৃত্যম্।

এ বিষয়ে [যাহা বিহিত হইল] তাহা আদরণীয় নহে।

দীক্ষণীয় ইষ্টিতে দুইটী আজ্যভাগ সম্বন্ধে "ত্বমগ্নে" ইত্যাদি যে অনুবাক্যা পাঠ করিবে, এই মত গ্রাহ্য নহে।

"অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনৎ[৫]" এবং "ত্বং সোমাসি সৎপতিঃ[৬]" এই দুই বার্ত্রঘ্ন (বৃত্রহা দেবতা-সম্বন্ধীয়) মন্ত্র পাঠ করিবে।

দুই আহুতিতে এই দুইটি পুরোহনুবাক্যা হইতে পারে। যে পূর্ব্বে যাগ করে নাই বা করিয়াছে, উভয় যজমানের পক্ষেই এই বিধান চলিতে পারে।

এই দুই মন্ত্রের প্রয়োজ্যতা-প্রদর্শন যথা—"বৃত্রং......কর্ত্তব্যৌ"

যাহাকে (যে যজমানকে) যজ্ঞে প্রেরণ করা (দীক্ষিত করা) হয়, সে বৃত্রকে (পাপরূপ শত্রুকে) হত্যা করে; এই জন্য বার্ত্রঘ্ন (বৃত্রহত্যা-সম্বন্ধীয়) মন্ত্রদ্বয় পাঠ করা কর্ত্তব্য।

আজ্যভাগ-দান কর্ম্মাঙ্গ, ইহাতে পুরোহনুবাক্যা পাঠ হয়। তৎপরে হবিঃ-

---

(৩) অগ্নিঃ প্রত্নেন মন্মনা শুংভানস্তন্বং স্বাং। কবিঃ বিপ্রেণ বাবৃধে। (৮।৪৪।১২)

(৪) সোম গীর্ভিষ্ট্বা বয়ং বর্দ্ধয়ামো বচো বিদঃ। সুমৃড়ীকো ন আ বিশ। (১।৯১।১১)

(৫) অগ্নির্বৃত্রাণি জংঘনদ্ দ্রবিণস্যুঃ বিপন্যয়া। সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ। (৬।১৬।৩৪)

(৬) ত্বং [illegible]মাসি সৎপতিস্ত্বং রাজোত বৃত্রহা। ত্বং ভদ্রো অসি ক্রতুঃ। (১।৯১।৫)

কর্ম্ম প্রধান কর্ম্ম ; তাহাতে যাজ্যা ও অনুবাক্যা পাঠ হয়। এক্ষণে তাহার বিধান হইতেছে যথা—"অগ্নির্মুখং······ভবতঃ"

"অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাম্"[৭] এবং "অগ্নিশ্চ বিষ্ণো তপ উত্তমং মহঃ"[৮] এই দুইটি অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে হবিঃ-প্রদানের জন্য অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

প্রথম মন্ত্রটি অনুবাক্যা, দ্বিতীয়টি যাজ্যা। এই দুই মন্ত্রের প্রয়োজ্যতা যথা—"আগ্নাবৈষ্ণব্যৌ······অভিবদতি"

অগ্নি ও বিষ্ণুর সম্বন্ধী এই দুই ঋক্ রূপ-সমৃদ্ধ; [কেন না] এই দুই ঋক্, যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাকেই পূর্ণভাবে উল্লেখ করিতেছে; এবং যাহা [নিজে] রূপসমৃদ্ধ, তাহা যজ্ঞকেও সমৃদ্ধ (সম্পূর্ণ) করে।

ঐ দুই ঋকে যজমানকে দীক্ষাদানের জন্যই অগ্নি ও বিষ্ণুকে আহ্বান করা হইয়াছে। তজ্জন্য এই দীক্ষাকার্য্যে এই দুই মন্ত্রই সর্ব্বতোভাবে অনুকূল ; তজ্জন্য ঐ ঋক্ পাঠ করিলে কর্ম্মের কোনরূপ বিঘ্ন বা বৈকল্য ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না।

পুনশ্চ মন্ত্রদ্বয়ের প্রশংসা—"অগ্নিশ্চ······দীক্ষয়েতামিতি।"

এই যে অগ্নি আর যে বিষ্ণু, ইঁহারা দেবগণের মধ্যে দীক্ষার পালনকর্ত্তা; ইঁহারাই দীক্ষাকর্ম্মের ঈশ্বর (প্রভু); অতএব অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দিষ্ট যে হবিঃ, তদ্দ্বারা যাঁহারা দীক্ষার ঈশ্বর,

(৭,৮) এই ঋক্ দুইটি প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদ-সংহিতার শাকলশাখায় নাই। আশ্বলায়ন-শ্রৌত-সূত্র ৪।২ মধ্যে ইহা অন্য শাখা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে—

"অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাং সংগতানামুত্তমো বিষ্ণুরাসীৎ।
যজমানায় পরিগৃহ্য দেবান্ দীক্ষয়েদং হবিরাগচ্ছতং নঃ॥
অগ্নিশ্চ বিষ্ণো তপ উত্তমং মহো দীক্ষাপালায় বনতং হি শক্রা।
বিশ্বৈর্দেবৈর্যজ্ঞিয়ৈঃ সংবিদানৌ দীক্ষামস্মৈ যজমানায় ধত্তম্॥"

তাঁহারাই প্রীত হইয়া [যজমানকে] দীক্ষা দান করেন। যাঁহারা দীক্ষয়িতা, তাঁহারাই দীক্ষিত করেন।

উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের ছন্দঃপ্রশংসা যথা—"ত্রিষ্টুভৌ······সেন্দ্রিয়ত্বায়"

ত্রিষ্টুপ্ দুইটী [যজমানকে] সেন্দ্রিয়ত্ব (ইন্দ্রিয়যুক্তত্ব অর্থাৎ বলবীর্য্য) প্রদান করে।

পঞ্চম খণ্ড

বিবিধ কাম্য সংযাজ্যা

প্রধান হবিঃপ্রদানের যাজ্যা ও অনুবাক্যা উক্ত হইল ; এক্ষণে স্বিষ্টকৃৎ যাগে বিবিধ ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিশেষরূপ যাজ্যা ও অনুবাক্যার বিধান করা হইতেছে— "গায়ত্র্যৌ······ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ।"

তেজস্কাম [ও] ব্রহ্মবর্চ্চসকাম [যজমান] গায়ত্রীদ্বয়কে স্বিষ্টকৃতের সংযাজ্যা করিবে।

"স হব্যবাড়মর্ত্ত্যঃ" (সং ৩।১১।২) "অগ্নির্হোতা পুরোহিতঃ" (সং৩।১১।১) এই দুইটী গায়ত্রীকে সংযাজ্যারূপে পাঠ করিলে যজমানের তেজঃ (শরীরকান্তি) ও ব্রহ্মবর্চ্চস (বেদাধ্যয়নসম্পত্তি) জন্মে। স্বিষ্টকৃৎ যাগে বিহিত যাজ্যা ও অনুবাক্যাকে সংযাজ্যা বলা হয়।

উক্ত ফলপ্রদানে গায়ত্রীর ক্ষমতা আছে—"তেজো বৈ······গায়ত্রী"

গায়ত্রীই তেজ এবং ব্রহ্মবর্চ্চস।

ইহা জানার ফল—"তেজস্বী···কুরুতে"

যে (যজমান) এই প্রকার জানিয়া গায়ত্রী দুইটি [সংযাজ্যা] করে, [সে] তেজস্বী ও ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠান দ্বারাই ফললাভ হয়, কিন্তু উক্তরূপ ফলবত্তা জানিয়া অনুষ্ঠান

করিলে অধিক ফল হয়। ফলান্তরের নিমিত্ত অপর ছন্দের বিধান—
"উষ্ণিহা… ..কুর্ব্বীত"

অথবা আয়ুষ্কাম দুইটি উষ্ণিক্‌কে [সংযাজ্যা] করিবে।

"অগ্নে বাজস্য গোমতঃ" (সং ১।৭৯।৪) "স ইধানো বসুষ্কবিঃ" (সং ১।৭৯।৫) এই দুইটি উষ্ণিক্‌ছন্দের জপ করিলে শত বৎসর আয়ু হয়। যে হেতু উষ্ণিক্ ছন্দকেই আয়ু বলা হইতেছে——"আয়ুর্ব্বা উষ্ণিক্"

উষ্ণিক্ ছন্দই আয়ুঃ।

এইরূপ অবগতির প্রশংসা "সর্ব্বমায়ুঃ……কুরুতে"

যে এই প্রকার জানিয়া উষ্ণিক্ দুইটি [সংযাজ্যা] করে, [সে] সম্পূর্ণ আয়ু পায়।

ফলান্তরের জন্য অপর ছন্দের বিধান—"অনুষ্টুভৌ….. কুর্ব্বীত"

স্বর্গকামী দুইটি অনুষ্টুপ্‌কে [সংযাজ্যা] করিবে।

"ত্বমগ্নে বসূন্" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় অনুষ্টুপ্‌ছন্দ (সং ১।৪৫।১,২)। অনুষ্টুপ্‌ছন্দ স্বর্গের কারণ, যথা "দ্বয়োর্ব্বা……প্রতিতিষ্ঠতি।"

দুই অনুষ্টুপের চতুঃষষ্টি অক্ষর ; [ক্রমশঃ] ঊর্দ্ধে অবস্থিত এই তিন লোক (পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ প্রত্যেকে) একবিংশতি-অবয়বযুক্ত ; [যজমান] একবিংশতি একবিংশতি অক্ষর দ্বারা [ক্রমশঃ] এই সকল লোকে আরোহণ করেন, [আর] চতুঃষষ্টিতম [অক্ষর] দ্বারা স্বর্গলোকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় উক্ত আছে, দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরে একটি অনুষ্টুপ্ ছন্দ হয় ; তবেই দুইটী অনুষ্টুপ্ মিলিয়া চৌষট্টি অক্ষর হইবে ; তাহাতে প্রথম একবিংশতি অক্ষরে একবিংশতি অবয়ববিশিষ্ট ভূলোক, দ্বিতীয় একবিংশতিতে তথাবিধ অন্তরিক্ষ, তৃতীয় একবিংশতি অক্ষরে তথাবিধ স্বর্গলোক, এইরূপ উপর্য্যুপরিভাবে তিনলোক অতিক্রম করিলে স্বর্গে আরোহণমাত্র হইল ; অবশিষ্ট চতুঃষষ্টিতম অক্ষর দ্বারা যজমান সেই স্বর্গলোকেই অবস্থিত থাকে। উক্তরূপ জ্ঞানের প্রশংসা—
"প্রতিতিষ্ঠতি…কুরুতে"

যে এই প্রকার জানিয়া দুইটি অনুষ্টুপ্ [সংযাজ্যা] করে, [সে] প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফলান্তরের জন্য অপর ছন্দের বিধান—"বৃহত্যৌ······কুর্ব্বীত"

শ্রীকামী ও যশস্কামী দুইটি বৃহতীকে [সংযাজ্যা] করিবে।

"এনা বো অগ্নিং" (সং ৭।১৬।১) "উদস্য শোচিরস্থাৎ" (৭।১৬।৩) এই দুইটি বৃহতী ছন্দ। বৃহতীচ্ছন্দের শ্রী ও যশের কারণত্ব—"শ্রীর্বৈ·· ···বৃহতী"

ছন্দঃসমূহের মধ্যে বৃহতী শ্রী [ও] যশঃ [-স্বরূপ]।

পশুসম্পত্তি প্রদানে সকল ছন্দের মাৎসর্য্য হইয়াছিল; তন্মধ্যে বৃহতী জয়লাভ করেন। অন্যান্য ছন্দ বৃহতীকে আশ্রয় করিয়াছিলেন; এই জন্য বৃহতী শ্রীস্বরূপ। (তৈত্তিরীয় মত)।[১] ইহা জানার প্রশংসা "শ্রিয়মেব······কুরুতে"

যে এই রূপ জানিয়া বৃহতী দুইটি [সংযাজ্যা] করে, [সে] আপনাতে শ্রী এবং যশ ধারণ করে।

অহীনসত্রাদি[২] পরবর্ত্তী যজ্ঞকাম যজমানের জন্য অপর ছন্দের বিধান হইতেছে, "পঙ্‌ক্তী······কুর্ব্বীত"

যজ্ঞকামী দুইটি পঙ্‌ক্তিকে [সংযাজ্যা] করিবে।

"অগ্নিং তং মন্যে" ইত্যাদি দুইটি মন্ত্র পঙ্‌ক্তি (সং ৫।৬।১,২); যজ্ঞের সহিত পঙ্‌ক্তি ছন্দের সম্বন্ধ—"পাঙ্‌ক্তো বৈ যজ্ঞঃ"

যজ্ঞ পঙ্‌ক্তি (ছন্দঃ)-সম্বন্ধী।

ইহা জানা আবশ্যক—"উপৈনং······কুরুতে"

যে (যজমান) এই প্রকার জানিয়া পঙ্‌ক্তি দুইটি [সংযাজ্যা] করে, যজ্ঞ তাহাকে সমীপে [আসিয়া] প্রণাম করে।

বীর্য্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত অপর ছন্দের বিধান—"ত্রিষ্টুভৌ······কুর্ব্বীত"

বীর্য্যকাম [যজমান] ত্রিষ্টুপ্ দুইটিকে [সংযাজ্যা] করিবে।

---

(১) "ছন্দাংসি পশুষ্বাজিমযুস্তান্ বৃহত্যুদজয়ৎ তস্মাদ্বার্হতাঃ পশব উচ্যন্তে" (৫।৩।২।৩।৪)

(২) যজ্ঞবিশেষ।

"যে বিরূপে চরতঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় ত্রিষ্টুভ্ ছন্দ (সং ১।৯৫।১,২)। ত্রিষ্টুপ্-ছন্দের বীর্য্যজনকত্বে প্রমাণ—"ওজো……ত্রিষ্টুপ"।

ত্রিষ্টুপ্ (ছন্দ) বীর্য্য, ওজঃ এবং ইন্দ্রিয় [-স্বরূপ]।

বীর্য্য শরীর-বল; ওজঃ বলবর্দ্ধক অষ্টম ধাতু; ইন্দ্রিয় নেত্রাদির পটুত্ব।

ইহা জানা আবশ্যক—"ওজস্বী……কুরুতে"

যে এইরূপ জানিয়া ত্রিষ্টুপ্ দুইটি [সংযাজ্যা] করে, [সে] ওজস্বী ইন্দ্রিয়বান্ এবং বীর্য্যবান্ হয়।

গবাদি পশুলাভের নিমিত্ত অপর ছন্দের বিধান—"জগত্যৌ……কুর্ব্বীত"

পশুকাম দুইটি জগতীকে [সংযাজ্যা] করিবে।

"জনস্য গোপা" ইত্যাদি মন্ত্র দুইটি জগতীচ্ছন্দ। (সং ৫।১১।১,২) পশুলাভ জগতীচ্ছন্দের সাধ্য—"জাগতা বৈ পশবঃ"

পশুগণ জগতীচ্ছন্দঃ-সম্বন্ধী।

ইহা জানা আবশ্যক—"পশুমান্…· কুরুতে"

যে এইরূপ জানিয়া জগতীদ্বয় [সংযাজ্যা] করে, [সে] পশুমান্ হয়।

অন্নার্থীর জন্য অপর ছন্দের বিধান—"বিরাজৌ……কুর্ব্বীত"

ভোজনযোগ্য অন্নার্থী দুইটি বিরাট্‌কে [সংযাজ্যা] করিবে।

"প্রেদ্ধোহগ্নে," "ইমো অগ্নে" এই দুইটি বিরাট্ ছন্দ। (সং ৭।১।৩,১৮) অন্ন বিরাজনের কারণ বিধায় বিরাট্ স্বরূপ যথা—"অন্নং বৈ বিরাট্"

অন্নই বিরাট্।

ইহাই স্পষ্ট করা হইতেছে—"তস্মাদ্……বিরাট্ত্বম্"

সেই হেতু ইহ [লোকে] যাহারই ভূরি অন্ন থাকে, সেই ব্যক্তি লোকে ভূরিপরিমাণে বিরাজমান (শোভমান) হয়; সেই জন্য বিরাট্ ছন্দের বিরাট্ত্ব।

ইহা জানা আবশ্যক—"বি স্বেষু……বেদ"

যে ইহা জানে, [সে] আপনার লোকের (জ্ঞাতিগণের) মধ্যে বিশেষরূপে শোভমান হয় [এবং] আপনার লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড

নিত্য সংযাজ্যা ও সত্যোক্তি

নানাবিধ বিশেষ ফলপ্রদ কাম্য সংযাজ্যার পরে নিত্য সংযাজ্যার বিধান হইতেছে ; তদর্থ বিরাট্ ছন্দের প্রশংসা—"অথো……যদ্বিরাট্"

অনন্তর, যে বিরাট্ (ছন্দ) [আছে], এই ছন্দ পঞ্চ-বীর্য্য [-বিশিষ্ট]

তাহা স্পষ্ট করিতেছে—যত্রিপদা……তৎ পঞ্চমং"

যে হেতু [এই বিরাট্ ছন্দ] ত্রিপাদবিশিষ্ট, সেই হেতু [ইহা] উষ্ণিক্স্বরূপা ও গায়ত্রীস্বরূপা ; যে হেতু ইহার (বিরাট্ ছন্দের) পাদসকল একাদশাক্ষরবিশিষ্ট, সেই হেতু [ইহা] ত্রিষ্টুপ্স্বরূপা ; যে হেতু [এই বিরাট্ ছন্দ] ত্রয়স্ত্রিংশদক্ষরা, সেই হেতু [ইহা] অনুষ্টুপ্, [কেননা] এক অক্ষর দ্বারা বা দুই [অক্ষর] দ্বারা ছন্দ বিগত হয় না ; যে হেতু ইহা বিরাট্, সেই হেতু [ইহার] পঞ্চম [বীর্য্য আছে]

বিরাট্ ছন্দে উষ্ণিক্, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ও বিরাট্ এই পঞ্চবিধ ছন্দের বীর্য্য বা সামর্থ্য আছে, একে একে তাহার কারণ প্রদর্শিত হইল। অনুষ্টুভের বত্রিশ অক্ষর; তবে বিরাট্ ছন্দ কিরূপে অনুষ্টুভের সমান হইল, এই আপত্তি খণ্ডনার্থ বলা হইল, দুই এক অক্ষরের কম বেশীতে ছন্দ নষ্ট হয় না। আবার

"প্রেদ্ধো অগ্নে" এই ঋকে [১] উনত্রিশ অক্ষর" ও "ইমো অগ্নে" [২] এই ঋকে বত্রিশ অক্ষর, ইহাতেও উহাদের বিরাট্ত্ব নষ্ট হয় না, কেননা এক বা দুই অক্ষরের ন্যূনতাতিরেক ধর্ত্তব্য নহে।

এইরূপ জ্ঞানের প্রশংসা—"সর্ব্বেষাং......কুরুতে।"

যে এই প্রকার জানিয়া বিরাট্ (ছন্দ) দুইটিকে [সংযাজ্যা] করে, [সে] সকল ছন্দের বীর্য্য (সামর্থ্য) অবরোধ (আকর্ষণ) করে, সকল ছন্দের বীর্য্য ভোগ করে, সকল ছন্দের সাযুজ্য, সারূপ্য [ও] সালোক্য লাভ করে, অন্নভক্ষণসমর্থ (নীরোগ) ও অন্নপতি (বহুবিধ ভক্ষ্য বস্তুর অধীশ্বর) হয়, [ও] প্রজার (পুত্রাদির) সহিত অন্ন ভোগ করে।

সকল ছন্দ অর্থে এস্থলে উষ্ণিক্, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, ও বিরাট্ ছন্দ। যে উক্ত বিরাট্ ছন্দের সামর্থ্য জানে, সে সেই সকল ছন্দের অভিমানী দেবতার সহিত সহচরত্ব, তুল্যরূপত্ব ও এক স্থানে নিবাস লাভ করে। এই হেতু বিরাট্ ছন্দকে সংযাজ্যা করিলে অন্যান্য ছন্দের ফল পাওয়া যায়—"তস্মাদ্বিরাজাবেব ......ইত্যেতে।"

সেই হেতু "প্রেদ্ধো অগ্নে" "ইমো অগ্নে" এই বিরাট্ ছন্দ দুইটিকে [সংযাজ্যা] করিবে।

স্বিষ্টকৃতের সংযাজ্যা বিধানের পর দীক্ষিতকে সত্যকথা বলিতে উপদেশ হইতেছে—"ঋতং......বদিতব্যং"

বৎস, দীক্ষা ঋত, দীক্ষা সত্য, সেই হেতু দীক্ষিত সত্যই বলিবে।

ঋত অর্থে সত্যচিন্তা, সত্য অর্থে সত্যকথা। কিন্তু সকলে ইহাতে সমর্থ হয় না যথা—"অথো......ইতি"

পক্ষান্তরে [ব্রহ্মবাদীরা] নিশ্চয়ই বলেন, কোন্ মনুষ্য সকল

(১) "প্রেদ্ধো অগ্নে দীদিহি পুরো নোঽজস্রয়া সূর্ম্ম্যা যবিষ্ঠ। ত্বাং শশ্বন্ত উপযন্তি বাজাঃ॥" ৭।১।৩

(২) "ইমো অগ্নে বীততমানি হব্যাজস্রো বক্ষি দেবতাতিমচ্ছ। প্রতি ন ঈং সুরভীণি ব্যন্তু॥" ৭।১।১৮

[কথা] সত্য বলিতে সমর্থ? দেবগণই সত্যতৎপর, মনুষ্যগণ অনৃততৎপর।

তৎপক্ষে ব্যবস্থা—"বিচক্ষণবতীং...বদেৎ"

বিচক্ষণ [এই চতুরক্ষর মন্ত্র]-বিশিষ্ট বাক্য বলিবে।

দেবদত্ত বিচক্ষণ! জল আন, রামচন্দ্র বিচক্ষণ! চন্দ্র দেখ, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবে। বিচক্ষণ এই মন্ত্র দ্বারা সত্য কথনের ফল কিরূপে হয় দেখান হইতেছে যথা—"চক্ষুর্বৈ···পশ্যতি"

চক্ষুই বিচক্ষণ, যে হেতু ইহাদ্বারা বিশেষরূপে দেখা যায়।

দর্শনার্থক চক্ষিঙ্ ধাতু হইতে "বিচক্ষণ" এই শব্দটি উৎপন্ন; বিশেষরূপে বস্তুনির্ণয় ইহার দ্বারা হয়; "বি পশ্যতীতি বিচক্ষণম্"—অর্থ নেত্র; অতএব চক্ষু ও বিচক্ষণ এই দুইটি শব্দ এক পর্য্যায়। হউক এক পর্য্যায় শব্দ, তথাপি তদ্দ্বারা সত্য প্রপূরণ কেন হইবে? তদুত্তর "এতদ্ধ······যচ্চক্ষুঃ"

[এই] যে চক্ষু, ইহাই মনুষ্যগণে সত্য [রূপে] নিহিত।

প্রমাণ [৩] সমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ; প্রত্যক্ষ প্রমাণের ও সত্যজ্ঞানের সাধন চক্ষু; এই হেতুতেই চক্ষুর সমপর্য্যায় বিচক্ষণ শব্দপ্রয়োগে বক্তার সত্যে প্রবৃত্তি হইবে। চক্ষুরই যথাবদ্বস্তুদর্শনের কারণতা—"তস্মাদ্······শ্রদ্দধাতি"

[যে হেতু চক্ষু দর্শনের কারণ] সেই হেতু [লোকে] আচক্ষাণকে (বক্তাকে) জিজ্ঞাসা করে—তুমি [কি এইরূপ] দেখিয়াছ? সে যদি বলে, আমি দেখিয়াছি, তখন তাহার [বাক্য] বিশ্বাস করে। যদি [কেহ স্বচক্ষে] স্বয়ং দেখে, [তবে সে] অপর অনেকের [কথাও] বিশ্বাস করে না।

দূর হইতে স্থাণুতে মানুষ ভ্রম হয়; যে নিকট হইতে দেখে, সে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করে, পরের কথায় স্থাণুকে মানুষ বলে না। তৈত্তিরীয়গণও তাহাই বলিয়াছেন। এই জন্য চক্ষুর পর্য্যায় বিচক্ষণ শব্দ ব্যবহারে সত্য কথনের ফল হয়;—সেই বিধানের উপসংহার যথা—"তস্মাৎ······ভবতি"

---

(৩) গৌতম প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। (১।১।২)

সেহেতু বিচক্ষণবতী (এই শব্দবিশিষ্ট) বাক্যই বলিবে ; ইহার (বিচক্ষণ-শব্দযুক্ত বাক্যবক্তার) [যে] বাক্য, [তাহা] মিথ্যা হইলেও অত্যন্ত সত্য হয়, অত্যন্ত সত্য হয়।

অর্থাৎ ফলতঃ মিথ্যা হইলেও বিচক্ষণ এই মন্ত্রশক্তিতে উহা প্রচুর সত্য হয়, মিথ্যাদোষে দূষিত হয় না ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

প্রায়ণীয়েষ্টি বিধান

প্রথমাধ্যায়ে দীক্ষণীয় ইষ্টি, তাহার প্রশংসা, যজমানের সংস্কার, তাহার যাজ্যা, অনুবাক্যা, সংযাজ্যা ও সত্যকথন বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর প্রায়ণীয়াদি' বিধানের নিমিত্ত দ্বিতীয়াধ্যায়ের আরম্ভ। সর্ব্বাগ্রে প্রায়ণীয় শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেছে—"স্বর্গং.....প্রায়ণীয়ত্বম্"

এই যে প্রায়ণীয় [নামক কর্ম্ম], ইহার দ্বারা [যজমান] স্বর্গলোকের সমীপে যায় ; সেই হেতু প্রায়ণীয়ের প্রায়ণীয়ত্ব।

প্রপূর্ব্বক ই ধাতু হইতে "প্রায়ণীয়" শব্দ নিষ্পন্ন ; প্রায়ন্তি অনেন—প্রকৃষ্টরূপে গমন করে (স্বর্গে) যদ্দারা, তাহার নাম প্রায়ণীয়। অনন্তর প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয় উভয় কর্ম্মের প্রশংসা—"প্রাণো......প্রতিপ্রজ্ঞাত্যৈ"

---

(১) দীক্ষার পরে সোমলতাক্রয় করিবে, এবং সেই দিবসেই প্রায়ণীয়েষ্টি করিবে। ইহা আশ্বলায়ন বলেন—"দীক্ষান্তে রাজক্রয়ঃ" (৪।২।১৮), "তদন্তঃ প্রায়ণীয়েষ্টিঃ" (৪।৩।২) অর্থাৎ দীক্ষা-দিবস শেষ হইলে, তৎপরবর্ত্তী দ্বিতীয় দিবসে সোমক্রয় করিবে। (গার্গ্যনারায়ণ)

প্রাণ (বায়ু) প্রায়ণীয়, উদান উদয়নীয়, সমান (বায়ু) হোতা; প্রাণ ও উদান উভয়ে সমান (অভিন্ন); [উক্ত কর্ম্মদ্বয় দ্বারা] প্রাণের সামর্থ্য জন্মে, [এবং] প্রাণের [বিষয়ে] জ্ঞান জন্মে।

প্র-শব্দ সাম্য হেতু প্রাণ বায়ু প্রায়ণীয়; উৎ-শব্দ সাম্য হেতু উদান বায়ু উদয়নীয়; একই দেহে অবস্থিতি হেতু উভয় বায়ু সমান (অভিন্ন); আবার প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় উভয় কর্ম্মে একই ব্যক্তি যাজ্যা ও অনুবাক্যা পাঠ করিয়া হোতার কার্য্য করেন, বলিয়া উভয় কর্ম্মও সমান; হোতা ও সমান (একই ব্যক্তি); এই হেতু সমান বায়ুই হোতা। উভয় কর্ম্ম দ্বারা দেহস্থ বায়ুসকল কার্য্যক্ষম হয়; ও কোন্‌টা প্রাণ, কোন্‌টা উদান এইরূপ জ্ঞান জন্মে। যজ্ঞে দেবতা-বিশেষের আখ্যায়িকা—"যজ্ঞো……হৃন্তাঃ"

যজ্ঞ (সোমযাগাভিমানি-দেবতা) দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন; [তখন] সেই দেবগণ কোনও (যজ্ঞাদি) করিতে পারিতেন না এবং জানিতে পারিতেন না। [তৎপরে] তাঁহারা অদিতিকে বলিলেন, তোমার প্রসাদে আমরা এই যজ্ঞকে প্রকৃষ্টরূপে জানিব; তিনি (অদিতি) বলিলেন, তাহাই হউক; [কিন্তু] সেই [আমি অদিতি], তোমাদের নিকটে বরপ্রার্থনা করিতেছি। [দেবগণ কহিলেন] প্রার্থনা কর; তিনি (অদিতি) এই বর চাহিলেন—যজ্ঞ সকল (সোমযাগাদি) মৎপ্রায়ণ (আমাকে লইয়া আরব্ধ) হউক এবং মদুদয়ন (আমাকে লইয়া অবসান) হউক। [দেবগণ কহিলেন] তাহাই হইবে। যে হেতু [চরু] ইঁহার (অদিতির) বর দ্বারা প্রার্থিত হইয়াছিল, সেই হেতু প্রায়ণীয় চরু (যজ্ঞারম্ভের ইষ্টিতে প্রদত্ত চরু) ও উদয়নীয় চরু (যজ্ঞসমাপ্তির ইষ্টিতে প্রদত্ত চরু) অদিতি * দেবতার (অংশ)।

* নিরুক্তে (৪।৪।২,১১।৩।২) ব্যাখ্যাত হইয়াছে—অদিতি দেবমাতা অদীনা; অদিতি

"মৎপ্রায়ণ"—অর্থ মদুপক্রম, "মদুদয়ন" অর্থ—মদবসান। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে এই উপাখ্যান সমর্থিত হইয়াছে।[২] সোমযাগের প্রারম্ভে প্রায়ণীয়া ইষ্টি ও সমাপ্তিতে উদয়নীয়া ইষ্টি কর্ত্তব্য। অদিতির অপর বর—"অথো……সবিত্রোদীচী-মিতি"

পুনশ্চ [অদিতি] এই বর চাহিয়াছিলেন, [হে দেবগণ] আমা দ্বারা পূর্ব্বদিক্, অগ্নি দ্বারা দক্ষিণ, সোম দ্বারা পশ্চিম ও সবিতা দ্বারা উত্তরদিক্ প্রকৃষ্টরূপে জান।

যজ্ঞের অনুসন্ধানে বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া দেবগণের দিগ্‌ভ্রম ঘটিলে অদিতি বলেন, অদিত্যাদি চারি দেবতার অধিষ্ঠান দ্বারা চারি দিক্ জানিতে পারিবে; প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় চরুদ্বারা সেই সেই নির্দ্দিষ্ট দিকে সেই সেই দিনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার হোম কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে প্রথম যজ্ঞবিধান "পথ্যাং যজতি"।

পথ্যাকে যজন করিবে।

অদিতির অন্য মূর্ত্তি "পথ্যা"; তজ্জন্য প্রথমে পূর্ব্বদিক্ জ্ঞানের জন্য সেই দিকে অবস্থিত পথ্যার যজন বিধেয়। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ইহা সমর্থিত হইয়াছে।[৩] উক্ত বিধির প্রশংসা—"যৎপথ্যাং……অনুসঞ্চরতি"

যে হেতু পথ্যাকে যজন করা হয়, সে হেতু এই (আদিত্য) পূর্ব্বদিকে উদিত হন, পশ্চিমে অস্তগত হন; এই (আদিত্য) পথ্যারই অনুসরণ করেন।

দাক্ষায়ণী; অদিতি অগ্নি; অদিতি দ্যৌ, আকাশ। অদিতি সম্বন্ধে কেহ কেহ এরূপ বলেন—ঐশী শক্তিই অদিতি, ইনিই জগজ্জননী, অতএব সমস্ত দৃশ্য পদার্থই আদিত্য—অর্থাৎ অদিতি হইতে জাত; তন্মধ্যে সূর্য্যই প্রধান, এ হেতু "আদিত্য" শব্দটি সূর্য্যতেই যোগরূঢ়। আর কশ্যপ অর্থ—ঈশ্বর, "যঃ সর্ব্বং পশ্যতি" যে সকল দেখে সে কশ্যপ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক); এ জন্যই কশ্যপ প্রজাপতির পত্নী অদিতি।

(২) "দেবা বৈ দেবযজনমধ্যবসায় দিশো ন প্রাজানন্ তেঽন্যোঽন্যমুপাধাবন্ ত্বয়া প্রজানাম ত্বয়েতি তেঽদিত্যাং সমধ্রিয়ন্ত ত্বয়া প্রজানামেতি সাব্রবীদ্বরং বৃণৈ মৎপ্রায়ণা এব বো যজ্ঞা মদুদয়না অসন্নিতি তস্মাদাদিত্যঃ প্রায়ণীয়ো যজ্ঞানামাদিত্য উদয়নীয়ঃ" (৬।১।৫।১)

(৩) "পথ্যাং স্বস্তিময়জন্ প্রাচীমেব তয়া দিশং প্রাজানন্" (৬।১।৫।২)

প্রায়ণীয় হোমদ্বারা পথ্যা দেবতার পূর্ব্বদিকের সহিত সম্বন্ধ আছে, উদয়নীয় হোমদ্বারা সেই পথ্যা দেবতার পশ্চিমদিকের সহিতও সম্বন্ধ আছে; সুতরাং আদিত্য, পূর্ব্বপশ্চিম উভয়তঃ পথ্যার অনুসরণ করে ইহা যুক্ত। দক্ষিণদিকে অবস্থিত অগ্নির যাগ বিধান…"অগ্নিং যজতি"

অগ্নিকে যজন করিবে।

ইহার প্রশংসা—"যদগ্নিং……হোষধয়ঃ"

যে হেতু [দক্ষিণদিকে] অগ্নিকে যজন করা হয়, সেই হেতু দক্ষিণদেশে অগ্রে ওষধি সকল পরিপক্ক হইয়া [স্বামীর গৃহে] আসে ; কারণ ওষধিসকল অগ্নিরই অধীন।

[এই শ্রুতিটি যজ্ঞিয় দেশ আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভাগেই যেন বিহিত রহিয়াছে] বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে ধান্যাদি ওষধির সর্ব্বাগ্রে পাক জন্মে, অর্থাৎ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে পাকে ; আর বিন্ধ্যাচলের উত্তরে যব গোধূম চণকাদি মাঘফাল্গুনে পাকে। যেমন অন্নপাক অগ্নিসাধ্য, তেমন বীজপাকও ওষধির অন্তর্নিহিত অগ্নিসাধ্য, এজন্যই ওষধি সকলকে আগ্নেয় বা অগ্নির অধীন বলা হইল। সোমের যাগ—"সোমং যজতি"

সোমের যজন করিবে।

তৎপ্রশংসা—"যৎসোমং……হ্যাপঃ"

যে হেতু সোমকে [পশ্চিম দিকে] যজন করে, সেই হেতু বহু জল পশ্চিমাভিমুখ হইয়াও প্রবাহিত হয় ; কেননা, জল সোমসম্বন্ধী।

সোম অমৃতকিরণ, এই জন্য সোমের সহিত জলের সম্বন্ধ। পশ্চিম-সমুদ্র সমীপে প্রবাহিত নদীর গতি পশ্চিমাভিমুখেই দেখা যায়, কেননা সোম পশ্চিমে অবস্থিত ; সেজন্য সোম দেবতার সম্পর্কযুক্ত জলও তদভিমুখে আকৃষ্ট হয়। উত্তরে অবস্থিত সবিতার যাগ বিধান—"সবিতারং যজতি"

সবিতার যাগ করিবে।

তৎ প্রশংসা—"যৎ সবিতারং……এতৎ পবতে"

যে হেতু [উত্তরদিকে] সবিতার যাগ করা হয়, সেই হেতু উত্তরপশ্চিম (কোণে) সমধিকভাবে এই পবন সঞ্চরণ করে ; এই বায়ু সবিতার প্রসূত (প্রেরিত) হইয়াই এই দিকে প্রবাহিত হয় ।

সবিতা অর্থ প্রেরক দেবতা। সবিতার প্রেরণাতেই বায়ু বহে। ঊর্দ্ধদিকে অদিতির যাগবিধান—"উত্তমামদিতিং যজতি"

ঊর্দ্ধে অবস্থিত অদিতির যাগ করিবে।[৪]

উক্ত বিধির অনুবাদপূর্ব্বক প্রশংসা—"যদুত্তমাং······জিঘ্রতি"

যে হেতু ঊর্দ্ধদিগ্‌বর্ত্তিনী অদিতির যাগ করা হয়, সেই হেতু ইনি (অদিতি) ইহাঁকে (অধোবর্ত্তিনী পৃথিবীকে) বৃষ্টিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে ক্লিন্ন করেন, [আবার গ্রীষ্মকালে ভূমিগত রস] নিজের দিকে (ঊর্দ্ধদিকে) আকর্ষণ করেন।

আপস্তম্ব বলেন—পথ্যাদি দেবতাচতুষ্টয়ের আজ্য দ্বারা হোম করিবে, আর অদিতির হোম চরুদ্বারা করিবে।[৫]

উক্ত দেবতাগত সংখ্যার প্রশংসা—"পঞ্চ······যজ্ঞোঽপি"

[প্রাগুক্ত] পঞ্চ দেবতার যাগ করা হয় ; [পঞ্চ দেবতার যোগে] যজ্ঞ পঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট (পঞ্চসংখ্যাযুক্ত) হয়, দিক্‌সকলও (পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও ঊর্দ্ধ এই পাঁচটি) জানা যায়, যজ্ঞও কল্পিত (প্রয়োজনসমর্থ) হয়।

এতদ্‌জ্ঞানের প্রশংসা—"তস্মৈ······ভবতি"

---

(৪) ইহা তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আছে—"পথ্যাং স্বস্তিময়জন্ প্রাচীমেব, তয়া দিশং প্রাজানন্ অগ্নিনা দক্ষিণা সোমেন প্রতীচীং সবিত্রোদীচীমদিত্যোর্দ্ধাম্" (৬।১।৫।২)

(৫) "চতুর আজ্যভাগান্ প্রতিদিশং যজতি পথ্যাং স্বস্তিং পুরস্তাৎ, অগ্নিং দক্ষিণতঃ, সোমং পশ্চাৎ, সবিতারমুত্তরতো মধ্যে অদিতিং হবিষা" (১০।২১।১১) হবিঃ—অর্থ চরু (?)

যে জনতাতে (যাজ্ঞিকসমূহ মধ্যে) হোতা এই প্রকার [প্রায়ণীয় দেবতাগণকে] জানে, সেই স্থানে [হোতা স্বকার্য্যে] সমর্থ হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রযাজাহুতি ও দেবতাপ্রশংসা

প্রায়ণীয়েষ্টির পরে বিবিধ ফলকামনায় বিবিধ 'প্রযাজ' যজ্ঞ বিধান—"যস্তেজো......দিক্"

যে (যজমান) তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস ইচ্ছা করিবে, সে প্রযাজ (নামক) আহুতিসমূহ দ্বারা প্রাগপবর্গ (পূর্ব্বদিকে যজন) করিবে, [যে হেতু] পূর্ব্ব দিক্ই তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস।

আপস্তম্ব মতে—"সমিধো যজতি" ইত্যাদি বিধান দ্বারা পাঁচটি প্রযাজ নামক আহুতির প্রকৃতি যজ্ঞে বিহিত আছে, তদ্ব্যতীত অন্যবিধ কাম্য প্রযাজাহুতির এস্থলে বিধান হইতেছে। আদিত্য পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, সে জন্য পূর্ব্বদিক্ তেজোবিশিষ্ট। আর গায়ত্রী জপ পূর্ব্বাভিমুখে করা হয়, সে জন্য পূর্ব্বদিক্ ব্রহ্মবর্চ্চস।

ইহা জানার ফল যথা "তেজস্বী...এতি"

যে ইহা জানিয়া পূর্ব্বদিকে যজন করে, সে তেজস্বী ও ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত হয়।

অন্নাদিকামীর দক্ষিণাপবর্গত্ব বিধান "যো......অন্নপতির্যদগ্নিঃ"

যে অন্নাদি ইচ্ছা করিবে, সে প্রযাজ আহুতি দক্ষিণদিকে প্রদান করিবে, কেননা এই যে [দক্ষিণে অবস্থিত] অগ্নি তিনি অন্নপতি ও অন্নাদ (অন্নভক্ষক)।

---

(১) অহীনসত্র—যজ্ঞবিশেষ। (আপস্তম্ব, উঃ ৪।১।১১)

অন্ন উদরাগ্নিতে জীর্ণ হয়, শস্য ওষধির অন্তঃস্থ অগ্নিদ্বারা পাকে, তণ্ডুলাদি অগ্নিদ্বারা পাক করা হয়, অতএব অগ্নি অন্নপতি। এতজ্জ্ঞান-প্রশংসা—"অন্নাদো ......দক্ষিণৈতি"

যে ইহা জানিয়া দক্ষিণদিকে আহুতি দেয়, [সে] অন্নাদ [ও] অন্নপতি হয় এবং প্রজার (পুত্রাদির) সহিত অন্নাদি ভোগ করে।

পশুকামীর প্রত্যগপবর্গত্ব বিধান—"যঃ......যদাপঃ"

যে পশু ইচ্ছা করিবে, সে প্রযাজ আহুতি পশ্চিমদিকে প্রদান করিবে ; এই যে জল তাহা পশু।

পশ্চিম দিকে অবস্থিত সোম হইতে জল উৎপন্ন হয়, সেই জলপানে ও জলপরিপুষ্ট তৃণভক্ষণে পশুকুল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এজন্য জলকে পশু বলা হইল। ইহা জানার প্রশংসা—"পশুমান্......প্রত্যঙেতি"

যে ইহা জানিয়া পশ্চিমে আহুতি দেয়, সে পশুমান্ হয়।

অহীন যজ্ঞের পর সোমপানকামীর উত্তরাপবর্গত্ব বিধান—"যঃ......রাজা"

যে সোমপান ইচ্ছা করিবে, সে প্রযাজা আহুতি উত্তরদিকে প্রদান করিবে ; রাজা সোমই উত্তরদিক্।

বল্লীরূপে রাজমান বা শোভমান বিধায় সোমের নাম রাজা। সোমলতা উত্তরদিকে জন্মে বলিয়া উহা উত্তরদিক্‌রূপী। স্বর্গকামীর আহবনীয় যজ্ঞে প্রযাজ হোম বিধি—"স্বর্গ্যোবোর্দ্ধা......রাধ্নোতি"

ঊর্দ্ধদিক্ স্বর্গ্য (স্বর্গের পক্ষে হিতকর) ; [এই জন্য সে] সকল দিকেই সমৃদ্ধিযুক্ত হইবে।

স্বর্গকামী ঊর্দ্ধদিকের ধ্যান করিয়া আহবনীয় অগ্নিতে প্রযাজ আহুতি দিবে ; স্বর্গলাভ ঘটিলে সকল দিকেই তাহার সমৃদ্ধি ঘটিবে। ইহা জানা আব-শ্যক—"সম্যঞ্চো......বেদ"

এই লোকসকল (ভূ প্রভৃতি তিনলোক) স্বানুরূপ ভোগ-প্রদ ; যে ইহা জানে (আহবনীয়মধ্যে হোম জানে), তাহার

জন্য এই লোকসকল স্বানুরূপ ভোগপ্রদ হইয়া শ্রীর (ধনধান্যাদি সম্পত্তির) জন্য প্রকাশিত হয়।

এইরূপে বিবিধ কাম্য প্রযাজাহুতির বিধান করিয়া প্রায়ণীয় দেবতাগণের প্রশংসা হইতেছে—"পথ্যাং......সন্তরতি"

[পূর্ব্বে বলা হইয়াছে] পথ্যার যাগ করা হয়। পথ্যার যে যাগ হয়, তাহাতে যাগের প্রারম্ভে [মন্ত্ররূপ] বাক্যই সম্পাদিত হইয়া থাকে।

অগ্ন্যাদি অপর দেবতা চতুষ্টয়ের প্রশংসা "প্রাণাপানা......অদিতিঃ"

প্রাণ ও অপান (বায়ু) [যথাক্রমে] অগ্নি ও সোম; সবিতা প্রসবের (যজ্ঞকর্ম্মে প্রেরণের) জন্য, অদিতি প্রতিষ্ঠার (স্থির অবস্থানের) জন্য [উপযোগী]।

মুখ নাসিকার বাহিরে সঞ্চারিত উচ্ছ্বাস-রূপী প্রাণবায়ু শরীরে উষ্ণতা জন্মায়, এ জন্য অগ্নি প্রাণস্বরূপ; আর মুখ নাসিকা দ্বারা আকৃষ্ট শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত অপান বায়ু শরীরে শীতলতা জন্মায়, এ হেতু উহার সোমত্ব। পুনর্ব্বার পথ্যা দেবতার প্রশংসা—"পথ্যাং......নয়তি"

[অন্য দেবতা ত্যাগ করিয়া প্রথমে] পথ্যারই যাগ করিবে, যে হেতু পথ্যারই যে যাগ হয়, তাহাতে [মন্ত্ররূপ] বাক্যদ্বারা [ক্রিয়মাণ] যজ্ঞকে পথ পাওয়ায়।

অর্থাৎ তদ্দ্বারা যজ্ঞ যথাবিহিত মার্গে অনুষ্ঠিত হয়। পুনরায় অন্য দেবতাগণের প্রশংসা—"চক্ষুষী......অদিতিঃ"

অগ্নি ও সোম দুই চক্ষুঃ [-স্বরূপ]; সবিতা প্রসবের (যজ্ঞকর্ম্মে নিয়োগের) জন্য, অদিতি প্রতিষ্ঠার জন্য [উপযোগী]।

তেজোময়ত্ব হেতুই অগ্নি ও সোম চক্ষুঃস্বরূপ। অগ্নি ও সোম চক্ষুঃস্বরূপ, ইহাতে কি বিশেষ বুঝা যায়?—"চক্ষুষা......প্রজানাতি"

দেবগণ [অন্তর্হিত] যজ্ঞকে চক্ষুদ্বারাই জানিয়াছিলেন;

যাহা দুর্জ্ঞেয়, তাহা চক্ষুদ্বারাই জানা যায় ; এবং সেই হেতু মুগ্ধ (দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তি) [ইতস্ততঃ] বিচরণ করিয়া যখনই কোন ক্রমে চক্ষুদ্বারা জানিতে পায় (কোন চিহ্ন দেখিতে পায়), তখনই [পথ] জানিতে পারে।

এজন্যই চক্ষুঃস্বরূপ অগ্নি ও সোমদ্বারা দিক্‌নির্ণয় উচিত। ভূমিস্বরূপা অদিতি প্রতিষ্ঠার কারণ, ইহার বিস্তার—"যদ্বৈ......লোকস্যানুখ্যাত্যৈ"

বৎস, দেবগণ যে যজ্ঞকে জানিয়াছিলেন, তখন ইহাতেই (এই ভূমিতেই) [যজ্ঞকে] জানিয়াছিলেন, [তৎপরে] ইহাতেই যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন ; ইহাতেই যজ্ঞ বিস্তার করা হয়, ইহাতেই কর্ম্ম করা হয় এবং [উপকরণাদি] ইহাতেই সংগৃহীত হয়। ইনিই (এই ভূমিই) অদিতি। সেই জন্য উত্তমা, (অন্তিম দেবতা) অদিতির যজন হয়। উত্তমা অদিতির যে যজন হয়, তদ্দ্বারা যজ্ঞেরই জ্ঞান জন্মায় ও স্বর্গলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

তৃতীয় খণ্ড

প্রায়ণীয়েষ্টির যাজ্যানুবাক্যা

প্রায়ণীয় ইষ্টির দেবতাগণের যাজ্যা ও অনুবাক্যা-বিধানের প্রস্তাব—"দেব-বশঃ......যজ্ঞোঽপি"

দেববৈশ্যগণ [এই যজ্ঞে] কল্পনীয়, ইহা [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন ; কল্পিত দেববৈশ্যগণকে অনুসরণ করিয়া মনুষ্যবৈশ্যেরা সম্পন্ন (সম্পত্তিযুক্ত) হয় ; এই রূপে সকল বৈশ্য (দেববৈশ্য ও মনুষ্যবৈশ্য) [যজমানের যজ্ঞ সম্বন্ধে] সম্পন্ন হয়, যজ্ঞও স্বপ্রয়োজনসমর্থ হয়।

মনুষ্যের ন্যায় দেবগণও চারি বর্ণে বিভক্ত, দেবগণের মধ্যে অগ্নি বৃহস্পতি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ,[১] ইন্দ্র বরুণ সোম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়,[২] বসু রুদ্র আদিত্য বিশ্বেদেব ও মরুৎ প্রভৃতি বৈশ্য,[৩] পূষা প্রভৃতি শূদ্র।[৪] যজ্ঞে দেববৈশ্যের পূজা হইলে তদনুগ্রহে মনুষ্যবৈশ্য সমৃদ্ধ হয়; তাহাদের নিকট ধনলাভ করিয়া যজ্ঞকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। ইহা জানা আবশ্যক—"তস্মৈ......ভবতি"

যেখানে হোতা ইহা জানে, সেই [যাজ্ঞিক-] জনসমূহ-মধ্যে [সেই] হোতা স্বকর্ম্মকুশল হয়।

প্রথম দেবতার অনুবাক্যা—"স্বস্তি নঃ পথ্যাসু ধন্বস্বিত্যন্বাহ"

স্বস্তি নঃ পথ্যাসু ধন্বসু, এই অনুবাক্যা বলিবে।

মরুদেশীয় পথে [জল প্রদান দ্বারা] আমাদের মঙ্গল কর, এই প্রথম পাদটি মাত্র এস্থলে ধৃত হইল। উক্ত ঋকে দেববৈশ্য মরুতের নাম আছে, তাহা দেখাইবার জন্য অবশিষ্ট পাদত্রয় উদ্ধৃত হইল যথা;—

স্বস্ত্যপ্সু বৃজনে স্বর্বতি। স্বস্তি নঃ পুত্রকৃথেষু যোনিষু স্বস্তি রায়ে মরুতো দধাতন।[৫]

এই তিন চরণের অর্থ—জল হইলেও জলরহিত স্বর্গের পথে মঙ্গল বিধান কর,

(১) "অগ্নে মহান্ অসি ব্রাহ্মণ ভারত" (তৈং ব্রাং ৩।৫।৩) "ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতিঃ।" (তৈং, সং, ২।২।৯।১)

(২) "তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবতাক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশানঃ।"

(৩) "স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে, বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুতঃ।"

(৪) "স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিতি।" (শতপথ ১৪।৪।২।২৩-২৫)

(৫) এই ঐতরেয়ভাষ্য ও ঋক্‌সংহিতাভাষ্য উভয় ভাষ্যই সায়ণাচার্য্য-বিরচিত। কিন্তু "স্বস্তি নঃ পথ্যাসু" ইত্যাদি ঋকের অর্থ ঋগ্‌ভাষ্যে অন্তবিধ দেওয়া হইয়াছে; ইহা ঋগ্‌ভাষ্য হইতে জ্ঞাতব্য।

"স্বস্তি নঃ পথ্যাসু ধন্বসু স্বস্ত্যপ্সু বৃজনে স্বর্বতি।
স্বস্তি নঃ পুত্রকৃথেষু যোনিষু স্বস্তি রায়ে মরুতো দধাতন" (১০। ৬৩। ১৫)

এবং পুত্রোৎপত্তিযোগ্য যোনিতে (ভার্য্যাতে) আমাদের মঙ্গল বিধান কর, [এবং] হে মরুদ্গণ, ধনের মঙ্গল বিধান কর।

উক্ত ঋকে কিরূপে বৈশ্যের কল্পনা হয়? উত্তর "মরুতো……অচীকৢপৎ"

মরুতেরা দেবগণের বৈশ্য; ইহা দ্বারা (এই মরুচ্ছব্দযুক্ত মন্ত্রপাঠে) যজ্ঞারম্ভে তাঁহারাই কল্পিত হইতেছেন।

ছন্দোবাহুল্যের প্রশংসা "সর্বৈঃ……জয়তি"

সকল ছন্দ দ্বারা যাগ করিবে, ইহা [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন; দেবগণ সকল ছন্দদ্বারা যাগ করিয়া স্বর্গলোক জয় (অর্জ্জন) করিয়াছেন, সেই রূপ যজমানও সকল ছন্দ দ্বারা যাগ করিয়া স্বর্গলোক জয় করেন।

প্রায়ণীয়েষ্টির পঞ্চ দেবতার মন্ত্র ও ছন্দ ক্রমশঃ কথিত হইতেছে—"স্বস্তি ………ইত্যাদিভির্জগত্যৌ"

"স্বস্তি নঃ পথ্যাসু ধন্বসু" ও "স্বস্তিরিদ্ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠা" এই দুই ত্রিষ্টুপ্ পথ্যার বা স্বস্তির; [৬] "অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্" [৭] ও "আদেবানামপি পন্থামগন্ম" [৮] এই দুই ত্রিষ্টুপ্ অগ্নির; "ত্বং সোম প্রচিকিতো মনীষা"[৯] ও "যা তে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যাং"[১০] এই দুই ত্রিষ্টুপ্ সোমের; "আবিশ্বদেবং সৎ-

---

(৬) "স্বস্তিরিদ্ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠা রেক্ণস্বত্যভি যা বামমেতি। সা নো অমা সো অরণে নি পাতু স্বাবেশা ভবতু দেবগোপা ॥" (১০। ৬৩। ১৬)

(৭) "অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥" (১। ১৮৯। ১)

(৮) "আ দেবানামপি পন্থামগন্ম যচ্ছক্নবাম তদনু প্রবোঢ়ুম্। অগ্নির্বিদ্বান্ স যজাৎ সেদু হোতা সোঽধ্বরান্ স ঋতূন্ কল্পয়াতি ॥" (১০। ২। ৩)

(৯) "ত্বং সোম প্রচিকিতো মনীষা ত্বং রজিষ্ঠমনু নেষি পন্থাং। তব প্রণীতী পিতরো ন ইন্দো দেবেষু রত্নমভজন্ত ধীরাঃ ॥" (১। ৯১। ১)

(১০) "যা তে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যাং যা পর্বতেষ্বোষধীষ্বপ্সু। তেভির্নো বিশ্বৈঃ সুমনা অহেলন্ রাজন্ সোম প্রতি হব্যা গৃভায় ॥" (১। ৯১। ৪)

পতিং"[১১] ও "য ইমা বিশ্বা জাতানি"[১২] এই দুই গায়ত্রী সবিতার; "সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং"[১৩] ও "মহীমূ ষু মাতরং সু-ব্রতানাং"[১৪] এই দুই জগতী অদিতির।

প্রত্যেক দেবতার উদ্দিষ্ট মন্ত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটি অনুবাক্যা ও দ্বিতীয়টি যাজ্যা। সকল ছন্দ দ্বারা যাগ করিবে বলিয়া কেবল তিনটি ছন্দের নাম হইল কেন? উত্তর—"এতানি······ক্রিয়ন্তে"

বৎস, গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ইহারাই সকল ছন্দ, যে হেতু ইহারাই যজ্ঞে প্রচুরভাবে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ছন্দ ইহাদিগকেই অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান।

এই জ্ঞানের প্রশংসা—এতৈর্হ······বেদা"

যে ইহা জানিয়া ঐ কয়টি ছন্দ দ্বারা যাগ করে, তাহার সকল ছন্দের দ্বারাই যাগ করা হয়।

চতুর্থ খণ্ড

যাজ্যানুবাক্যার প্রশংসা—সংযাজ্যাবিধান

কথিত যাজ্যা অনুবাক্যার প্রশংসা—"তা বা······জয়তি"

ঐ সকল [ঋক্] প্রশব্দবিশিষ্ট, নেতৃশব্দবিশিষ্ট, পথি-শব্দবিশিষ্ট ও স্বস্তিশব্দবিশিষ্ট; [এই জন্যই ইহারা প্রায়ণীয় ইষ্টিগত] এই হবির যাজ্যা ও অনুবাক্যা; এই সকল ঋক্

---

(১১) "আ বিশ্বদেবং সৎপতিং সূক্তৈরদ্যা বৃণীমহে। সত্যসবং সবিতারং॥" (৫।৮২।৭)

(১২) য ইমা বিশ্বা জাতান্যাশ্রাবয়তি শ্লোকেন। প্র চ সুবাতি সবিতা॥" (৫।৮২।৯)

(১৩) "সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্ম্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিং।
দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তীমারুহেমা স্বস্তয়ে॥" ১০।৬৩।১০।

(১৪) মহীমূষু মাতরং সুব্রতানামৃতস্য পত্নীমবসে হুবেম।
তুবিক্ষত্রামজরন্তী সুরূচীং সুশর্ম্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্॥ (বাজসনেয়ী সং ২১।৫।৪)

দ্বারা যজ্ঞ করিয়া দেবগণ স্বর্গলোক অর্জ্জন করিয়াছিলেন; সেই রূপ যজমানও ইহাদের দ্বারা যাগ করিয়া স্বর্গলোক অর্জ্জন করে।

"স্বস্তি রিদ্ধি প্রপথে" এবং "ত্বং সোম প্রচিকিতঃ" এই দুই ঋকে প্র শব্দ আছে; "অগ্নেনয়" এ স্থলে নী ধাতু হইতে উৎপন্ন "নেতৃ"-বাচক নয় শব্দ আছে; "অগ্নে নয় সু-পথা" এবং "আদেবানামপি পন্থাং" এই দুই ঋকে পথি শব্দ আছে; "স্বস্তি নঃ পথ্যাসু" "স্বস্তিরিদ্ধি" এই দুই ঋকে স্বস্তি শব্দ আছে; অন্য কয়টি ঋকে ঐ ঐ শব্দ না থাকিলেও তাহাও ছত্রিন্যায়ে [1] প্র ইত্যাদি শব্দবিশিষ্ট ধরিয়া লইতে হইবে। সুতরাং এই মন্ত্রগুলি যাজ্যা অনুবাক্যা-স্বরূপে প্রশস্ত। প্রথম ঋকের চতুর্থ চরণে মরুৎ শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ—"তাসু……বিমথ্নতে"

ঐ সকল ঋক্ মধ্যে [প্রথম ঋকে] "স্বস্তি রায়ে মরুতো দধাতন" এই চরণ আছে। মরুদ্‌গণ দেববৈশ্য ও অন্তরিক্ষ-নিবাসী; যে (যজমান) তাঁহাদের উদ্দেশে নিবেদিত (বিজ্ঞাপিত) হয়, সে স্বর্গলোকে যায়; [আবার মরুদ্‌গণ] ইহাকে (যজমানকে) [স্বর্গগমনে] নিরোধ করিতে বা বিনাশ করিতেও সমর্থ। হোতা যখন "স্বস্তি রায়ে মরুতো দধাতন" ইহা পাঠ করেন, তখন দেববৈশ্য মরুদ্‌গণের উদ্দেশে যজমানকে নিবেদন করা হয় (জানান হয়); [তখন আর] স্বর্গলোকগামী যজমানকে দেববৈশ্য মরুদ্‌গণ নিরোধ করেন না বা বিনাশ করেন না।

যজমান মরুদ্‌গণের নিকটে বিজ্ঞাপিত হইলে স্বর্গে যাইতে পারে, না হইলে যাইতে পারে না, এই হেতু উক্ত মন্ত্র দ্বারা বিজ্ঞাপন করা হয়। ইহা জানার প্রশংসা—"স্বস্তি……বেদ"

---

(১) ন্যায়—"ছত্রিণো গচ্ছন্তি"—ছাতিওয়ালা মানুষ যায়; অনেক ছাতিওয়ালার মধ্যে দুই এক জনের ছাতি না থাকিলেও যেমন সে ছত্রীর অন্তর্নিবিষ্ট হয়, এস্থলেও সেইরূপ।

যে (যজমান) ইহা জানে, তাহাকে [মরুদ্গণ] সুখে স্বর্গলোকের অভিমুখে লইয়া যান।

প্রধান হবির যাজ্যানুবাক্যা প্রশংসার পর স্বিষ্টকৃতের সংযাজ্যা-বিধান—"বিরাজা-বেতস্য..... ত্রয়স্ত্রিংশদক্ষরে"

তেত্রিশ অক্ষরযুক্ত যে দুইটি বিরাট্ (ছন্দ), [তাহাই] এই স্বিষ্টকৃৎ হবির সংযাজ্যা হইবে।

সেই দুইটি ঋকের প্রথম পাদ—

"সেদগ্নিরগ্নীঁরত্যস্ত্বন্যান্" [২] [এবং] "সেদগ্নির্যো বনুষ্যতো নিপাতী" [৩] এই দুইটি।

বিরাট্ ছন্দের প্রশংসা—"বিরাড্ভ্যাং......জয়তি"

বিরাট্ দ্বয় দ্বারা যাগ করিয়া দেবগণ স্বর্গলোক জয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই যজমানও দুই বিরাট্ দ্বারা যাগ করিয়া স্বর্গলোক জয় করে।

ঐ দুই ঋকের অক্ষরসংখ্যার প্রশংসা—"তে......দেবতাস্তর্পয়তি"

এই ঋক্ দুইটি তেত্রিশঅক্ষরযুক্ত; দেবতাও তেত্রিশ জন, [যথা] অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ও প্রজাপতি, ও বষট্কার; এই জন্য প্রথম যজ্ঞারম্ভে ঐ দেবগণকে অক্ষরভাগী করা হয়; এক এক অক্ষরে এক এক দেবতাকে প্রীত করা হয়; দেবতার পাত্র দ্বারা (ফল-স্বরূপ অক্ষর দ্বারা) তখন দেবতাগণকেই প্রীত করা হয়।

(২) "সেদগ্নিরগ্নীরত্যস্ত্বন্যান্যত্র বাজী তনয়ো বীলুপাণিঃ। সহস্রপাথা অক্ষরা সমেতি ॥"
(৭ । ১ । ১৪)

(৩) "সেদগ্নির্যো বনুষ্যতো নিপাতি সমেদ্ধারমংহস উরুষ্যাৎ। সুজাতাসঃ পরিচরন্তি বীরাঃ ॥"
(৭ । ১ । ১৫)

পঞ্চম খণ্ড

প্রায়ণীয়েষ্টি সম্বন্ধে অন্যান্য বিধান

প্রযাজ ও অনুযাজ-বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন "প্রযাজবৎ......অনুযাজা ইতি"

প্রায়ণীয় কর্ম্ম প্রযাজান্বিত[১] [কিন্তু] অনুযাজবর্জ্জিত কর্ত্তব্য, ইহা [অপর শাখাধ্যায়ীরা] বলেন ; [তাঁহাদের যুক্তি এই] প্রায়ণীয়ের যে অনুযাজ[২] [বিহিত আছে] ইহা যেন হীন,—ইহা যেন বিলম্বহেতু।

প্রায়ণীয় ইষ্টি দর্শপূর্ণমাস যাগেরই বিকৃত কর্ম্ম, সুতরাং ইহাতেও প্রযাজ ও অনুযাজ[৩] বিধান আছে ;[৪] কিন্তু অপরশাখীরা (তৈত্তিরীয়গণ) বলেন, প্রায়ণীয়ে প্রযাজ বিধান করিবে, অনুযাজ বিধান করিবে না, কেন না—অনুযাজ করিলে কার্য্যে বিলম্ব হয়। [তাঁহারা উদয়নীয় কর্ম্মেও প্রযাজ বর্জ্জন করিতে বলেন।] ইহাই পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস—"তত্তন্নাদৃত্যং...... কর্ত্তব্যম্।"

তাহা (অনুযাজবর্জ্জন) সেই কর্ম্মে আদরণীয় নহে। [প্রায়ণীয়কর্ম্ম] প্রযাজযুক্ত ও অনুযাজযুক্তই করিবে।

হেতু প্রদর্শন যথা—প্রাণা বৈ......ইয়াৎ"

প্রযাজ [যজমানের] প্রাণস্বরূপ, অনুযাজ প্রজা (অপত্য)-স্বরূপ ; যদি প্রযাজ বর্জ্জন কর, [তবে] যজমানের প্রাণের অন্তরায় হইবে, [আর] যদি অনুযাজ বর্জ্জন কর, [তবে] যজমানের প্রজার অন্তরায় হইবে।

(১) প্রধান যাগের পূর্ব্বে মন্ত্র দ্বারা যে যজ্ঞ করা হয় তাহাকে "প্রযাজ" কহে।

(২) প্রধান যাগের পরে 'অনুযাজ" বিহিত হয়।

(৩) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩ । ৫ । ৫ । ১—৫ ।)

(৪) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩ । ৫ । ৯ । ১—৬ ।)

ইহা তৈত্তিরীয়েরাও সমর্থন করিয়াছেন।[৫] উক্ত পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত—"তস্মাৎ ...কর্ত্তব্যং"

সেই হেতু [প্রায়ণীয় কর্ম্ম] প্রযাজযুক্ত এবং অনুযাজ-যুক্তই কর্ত্তব্য।

তৈত্তিরীয়েরা ইহা সমর্থন করেন [৬]। এতদ্বিষয়ে সকল স্থানেই ঐতরেয় পাঠে অনুযাজ শব্দে হ্রস্ব উকার, তৈত্তিরীয় পাঠে অনূযাজে দীর্ঘ উকার। বিধিপ্রাপ্ত পত্নীসংযাজ [৭] ও সমিষ্ট যজুর [৮] নিষেধ—"পত্নীঃ......জুহুয়াৎ"

পত্নীদের সংযাজ করিবে না, [এবং] সংস্থিত (সমিষ্ট) যজুর হোম করিবে না।

তাহার হেতুপ্রদর্শন—"তাবতৈব যজ্ঞোঽসংস্থিতঃ"

এতদ্দ্বারাই (উহা না করিলেই) যজ্ঞ অসমাপ্ত থাকে।

পত্নী সংযাজাদি যজ্ঞের সমাপ্তিতে অনুষ্ঠেয়; এ স্থলে অন্যান্য অনুষ্ঠান বর্ত্তমান থাকায় পত্নীসংযাজাদি করিবে না। কিঞ্চিৎ বিশেষ বিধান—"প্রায়ণীয়স্য...... অব্যবচ্ছেদায়"

[সোম-] যজ্ঞের সন্ততির নিমিত্ত, যজ্ঞের অবিচ্ছেদে নমিত্ত প্রায়ণীয় কর্ম্মের নিষ্কাস [৯] (পাত্রান্তরে) স্থাপন করিবে; (তৎপরে যাগের অবসানে সুত্যাদিনে[১০]) উদয়নীয় ইষ্টির হবির সহিত সেই নিষ্কাস নির্ব্বপণ করিবে।

---

(৫) "তত্তথা ন কার্য্যমাত্মা বৈ প্রযাজাঃ প্রজানূযাজা যৎপ্রযাজানন্তরিয়াদাত্মানমন্তরিয়াদ্ যদনূযাজানন্তরিয়াৎ প্রজামন্তরিয়াৎ" (৬।১।৫।৪)

(৬) "প্রযাজবদেবানূযাজবৎ প্রায়ণীয়ং কার্য্যং প্রযাজবদনূযাজবদুদয়নীয়ম্" (৬।১।৫।৫)

(৭) দধিভক্ষণ ও বেদীতে আরোহণের পর পত্নীর অনুষ্ঠেয় যাগ চতুষ্টয়ের নাম "পত্নীসংযাজ"।

(৮) বেদী হইতে উঠিয়া দক্ষিণচরণ বেদীতে রাখিয়া "ধ্রুবা" মন্ত্র দ্বারা হোম করাকে "সমিষ্ট যজুর্হোম" কহে।

(৯) "পাত্রলগ্ন হবিঃশেষকে "নিষ্কাস" কহে!

(১০) সোমলতাকে জল সহ কোটার—ছেঁচো করার নাম "সুত্যা"

ইহা তৈত্তিরীয়েরা সমর্থন করেন[১১]। প্রকারান্তর কথন—"অথো……ভবতি"

অনন্তর যে স্থালীতে প্রায়ণীয় হবির নির্ব্বপণ করিবে, তাহাতেই উদয়নীয় হবির নির্ব্বপণ করিবে; তাহাতেই (আদ্যন্তে একই পাত্রের ব্যবহার হেতু) যজ্ঞ সন্তত ও অবিচ্ছিন্ন হইবে।

অনন্তর প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় ইষ্টিতে যাজ্যা অনুবাক্যার বিপর্য্যয় বিধানের প্রস্তাব—"অমুষ্মিন্ বা……ইতি।"

[ব্রহ্মবাদীরা] এইরূপ বলেন,—এই যে প্রায়ণীয় কর্ম্ম, ইহা দ্বারা যজমান পরলোকেই সমৃদ্ধি লাভ করে, ইহলোকে করেনা; [কেননা] প্রায়ণীয় এই [নাম মনে] করিয়া নির্ব্বপণ করা হয়, প্রায়ণীয় এই [নাম মনে] করিয়া চরণ (আহুতি প্রক্ষেপ) করা হয়, [ইহা দ্বারা] যজমান ইহলোক হইতে প্রয়াণই করে।

প্রয়াণ করে বলিয়া ইহার নাম "প্রায়ণীয়" বলা হইল। উক্ত আপত্তির উত্তর—"অবিদ্বয়া……অনুবাক্যা"

না জানিয়াই [ব্রহ্মবাদিগণ] তাহা বলেন; [উক্ত দোষ পরিহারের জন্য] যাজ্যা ও অনুবাক্যাসমূহের ব্যতিষঙ্গ করা হয়।

পূর্ব্বোক্ত "স্বস্তিনঃ পথ্যাসু" হইতে "মহীমূ ষু মাতরং" পর্য্যন্ত প্রায়ণীয়ের যাজ্যানুবাক্যা। তাহাদের ব্যতিষঙ্গের অর্থ বুঝান হইতেছে যথা—"যাঃ…… প্রতিতিষ্ঠতি"

যাহা প্রায়ণীয়ের পুরোঽনুবাক্যা (অনুবাক্যা), তাহাকে উদয়নীয়ের যাজ্যা করিবে; যাহা উদয়নীয়ের পুরোঽনুবাক্যা, তাহাকে প্রায়ণীয়ের যাজ্যা করিবে; এইরূপে (ইহ এবং পর)

(১১) "প্রায়ণীয়স্য নিষ্কাস উদয়নীয়মভিনির্ব্বপতি সৈব সা যজ্ঞস্য সন্ততিঃ।" [৬।১।৫।৫]

উভয় লোকে সমৃদ্ধির জন্য, উভয় লোকে প্রতিষ্ঠার জন্য, ব্যতিষঙ্গ করা হয়; [তদ্দ্বারা যজমান] উভয় লোকে সমৃদ্ধিমান্ হয়, উভয় লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৈত্তিরীয়দেরও ঐ মত।[১২] ব্যতিষঙ্গ জ্ঞানের প্রশংসা—"প্রতিতিষ্ঠতি য এবং বেদ"

যে ইহা জানে [সে] প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথমখণ্ডোক্ত প্রায়ণীয়-উদয়নীয়-চরুর প্রশংসা—"আদিত্যশ্চরু⋯অপ্রস্রংসায়"

প্রায়ণীয় চরু অদিতির উদ্দিষ্ট, উদয়নীয় চরু অদিতির উদ্দিষ্ট; [এই দুই চরু] যজ্ঞকে ধরিবার জন্য, যজ্ঞকে অস্রস্ত (অশিথিল) করিবার জন্য, যজ্ঞে গ্রন্থিবন্ধনের জন্য।[১২]

দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝান হইতেছে যথা—"তদ্ যথৈব⋯⋯উদয়নীয়ঃ"

[কোন কোন ব্রহ্মবাদী] এই (দৃষ্টান্ত) যেরূপ বলেন, তাহা এই,—রজ্জুর উভয় প্রান্তে খুলিয়া পড়া নিবারণের জন্য যেমন গ্রন্থি দেয়, সেইরূপ [যজ্ঞের আদিতে] যে অদিতির উদ্দিষ্ট প্রায়ণীয় চরু আছে এবং [যজ্ঞের অন্তে] যে অদিতির উদ্দিষ্ট উদয়নীয় চরু আছে, তদ্দ্বারা যজ্ঞের উভয় অন্তকে আঁটিয়া ধরিবার জন্য গ্রন্থি দেওয়া হয়।

প্রায়ণীয়ে যে পথ্যানামিকা প্রথম দেবতা আছে, উদয়নীয়ে তাহার উত্তমাত্ব দর্শন—"পথ্যয়ৈবেতঃ⋯⋯স্বস্ত্যন্তি"

ইঁহাদের (দেবতাদের) মধ্যে "পথ্যা" ও "স্বস্তি" [নাম্নী

(১২) "যাঃ প্রায়ণীয়স্য যাজ্যাঃ তা উদয়নীয়স্য যাজ্যাঃ কুর্য্যাৎ, পরাঙমুং লোকমারোহেৎ প্রমায়ুকঃ স্যাৎ। যাঃ প্রায়ণীয়স্য পুরোঽনুবাক্যাস্তাঃ উদয়নীয়স্য যাজ্যাঃ করোত্যস্মিন্নেব লোকে প্রতিতিষ্ঠতি"। [৬। ১। ৫। ৫]

দেবতা] দ্বারা [যজমান যজ্ঞ] আরম্ভ করে ; পথ্যা ও স্বস্তিকে লক্ষ্য করিয়া উদ্‌যাপন (সমাপন) করে; [এতদ্দ্বারা] এই কর্ম্ম স্বস্তিতেই (মঙ্গলেই) আরম্ভ করা হয়, এবং স্বস্তিতে সমাপন করা হয়, স্বস্তিতে সমাপন করা হয়।

পথ্যার নামই স্বস্তি। প্রায়ণীয় কর্ম্মে পথ্যা বা স্বস্তি দেবতার প্রথমে যাগ করা হয়, উদয়নীয় কর্ম্মে উক্ত দেবতার শেষে যাগ করা হয় ; স্বস্তি দেবতার আদ্যন্তে যাগ করায় যজমানের যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

সোমপ্রবহণ

পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রায়ণীয় ইষ্টি ও উদয়নীয় ইষ্টি ও তাহার দেবতাদি বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর সোম আনয়নের দিক্ নির্ণয় হইতেছে—"প্রাচ্যাং……ক্রীয়তে"

পূর্ব্বদিকেই দেবগণ রাজা সোমকে ক্রয় করিয়াছিলেন ; সেই হেতু [ঋত্বিকেরাও প্রাচীনবংশের] পূর্ব্বদিকেই [সোম] ক্রয় করিবে।

সোমবিক্রেতার দোষ কথন—"তং……সোমবিক্রয়ী"

[দেবগণ] ত্রয়োদশ মাস (তদভিমানি-দেবতা) হইতে তাহা (সোম) ক্রয় করিয়াছিলেন ; সেই হেতু ত্রয়োদশ মাস

[শুভকর্ম্মের] অনুকূল নহে, সোমবিক্রেতাও [সদাচারের] অনুকূল নহে ; বস্তুতঃ সোমবিক্রয়ী পাপী ।[1]

মেষাদিরাশির সংক্রান্তিরহিত মলমাস শুভকর্ম্মে বর্জ্জনীয়। ঐ বিষয়ে তৈত্তিরীয়-শ্রুতির প্রমাণ আছে।[2] ক্রয়ের পর প্রাচীনবংশে সোম আনয়নকালে পাঠ্য অষ্টমন্ত্রপ্রশংসা [3] "তস্য......তদষ্টানামষ্টম্"

মনুষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া আসিবার সময় সেই ক্রীত সোমের দিক্ (অধিষ্ঠানস্থল), বীর্য্য (সোমের বলদানশক্তি), ইন্দ্রিয় (চক্ষুরাদির বলাধানক্ষমতা) নষ্ট হইয়া গিয়াছিল ; [মনুষ্যেরা] একটি ঋক্ দ্বারা ঐ সকলকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে পারে নাই ; [ক্রমে] তাহা দুই ঋক্ দ্বারা, তাহা তিন ঋক্ দ্বারা, তাহা চারি ঋক্ দ্বারা, তাহা পাঁচ ঋক্ দ্বারা, তাহা ছয় ঋক্ দ্বারা, তাহা সাত ঋক্ দ্বারাও রক্ষা করিতে পারে নাই ; [অবশেষে] তাহা আট ঋক্ দ্বারা রক্ষা করিয়াছিল, তাহা আটটি ঋক্ দ্বারা পাইয়াছিল ; যেহেতু অষ্ট [ঋক্] দ্বারা রক্ষা করিয়াছিল, অষ্ট [ঋক্] দ্বারা পাইয়াছিল, সেই জন্য অষ্টের অষ্টত্ব।

এতদ্দ্বারা পাইয়াছিল, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা প্রাপ্ত্যর্থক অশ্ ধাতু হইতে এস্থলে অষ্ট শব্দ নিষ্পন্ন করা হইল। এই জ্ঞানের প্রশংসা—"অশ্নুতে......বেদ"

---

(১) "ভৃতকাধ্যাপকঃ ক্লীবঃ কন্যাদূষ্যভিশস্তকঃ।
মিত্রধ্রুক্ পিশুনঃ সোমবিক্রয়ী চ বিনিন্দকঃ ॥" [যাজ্ঞবল্ক্য ১। ২২৩]
সোমবিক্রয়িণে বিষ্ঠা ভিষজে পূয়শোণিতং।
নষ্টং দেবলকে দত্তমপ্রতিষ্ঠন্তু বার্দ্ধুষৌ ॥ [মনু ৩। ১৮০]

(২) "অগ্নে জ্যোতিঃ সোমবিক্রয়িণিতম ইত্যাহ, জ্যোতিরেব যজমানে দধাতি তমসা সোমবিক্রয়িণমর্পয়তি" [৬। ১। ১০। ৪]

(৩) পরবর্ত্তী দ্বিতীয় খণ্ডে অষ্ট ঋক্‌বিধান দেখ।

যে ইহা জানে, সে যাহা যাহা কামনা করে, তাহা প্রাপ্ত হয়।

উক্ত অষ্ট সংখ্যার বিধান—"তস্মাদেতেষু……অবরুদ্ধ্যৈ"

সেইজন্য ইন্দ্রিয় ও বীর্য্য রক্ষা করিবার জন্য এই সকল কর্ম্মে (সোমানয়নাদি কর্ম্মে) আটটি আটটি [ঋক্] পাঠ করা হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

সোমপ্রবহণ মন্ত্র

পূর্ব্বোক্ত অষ্টসংখ্যক মন্ত্রের অবতারণার জন্য "প্রৈষ" মন্ত্রের[১] বিধান "সোমায়……অধ্বর্য্যুঃ"

অধ্বর্য্যু [হোতাকে] কহেন—তুমি [প্রাচীনবংশে] নীয়মান ক্রীত সোমের উদ্দেশে ক্রমানুসারে মন্ত্র বল।

ইহাই অধ্বর্য্যুপাঠ্য প্রৈষ মন্ত্রের অর্থ। অনন্তর হোতৃপাঠ্য প্রথম ঋক্ "ভদ্রাদভিশ্রেয়ঃ প্রেহীত্যন্বাহ"

"ভদ্রাদভিশ্রেয়ঃ প্রেহি" এই (ঋক্) [হোতা] পাঠ করিবে।

অধ্বর্য্যু কর্তৃক প্রেষিত হোতা সোমানয়নে উক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। এই ঋক্ তৈত্তিরীয়-সংহিতায় আছে[২]। উক্ত ঋকের প্রথম পাদের ব্যাখ্যা—"অয়ং…… গময়তি"

---

(১) "যজ" "ব্রূহি" ইত্যাদি লোট্ বিভক্তির মধ্যম পুরুষান্ত পদ ঘটিত যে বাক্য দ্বারা অধ্বর্য্যু হোতাকে কর্ম্মে প্রেষণ (নিয়োগ) করে সেই বাক্যকে প্রৈষ কহে; উক্ত প্রৈষবাক্যবিশিষ্ট মন্ত্রকে প্রৈষ-মন্ত্র কহে।

(২) "ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুর এতা তে অস্তু।
অথে মবস্য বর আ পৃথিব্যা আরে শত্রূন্ কৃণুহি সর্ব্ববীরঃ॥ [১।২।৩।৩]

হে বৎস (সোম), এই লোক (ভূলোকরূপী সোমক্রয়-স্থান) ভদ্র (উত্তম); তদপেক্ষায় এই লোক (স্বর্গরূপী প্রাচীনবংশগৃহ) শ্রেষ্ঠ ;—তাহা [এই অর্থযুক্ত ঐ মন্ত্রের প্রথম চরণ] যজমানকে সেই স্বর্গ লোকেই গমন করায়।

দ্বিতীয় পাদের অনুবাদপূর্ব্বক ব্যাখ্যা—"বৃহস্পতিঃ……ব্রহ্মধদ্রিষ্যতি"

বৃহস্পতি তোমার পুরোগামী হউন ;—ইহাদ্বারা (এই অর্থবিশিষ্ট দ্বিতীয়চরণ পাঠদ্বারা) ইহার (যজমানের) নিমিত্ত ব্রাহ্মণকেই অগ্রগামী করা হয় ; যে হেতু বৃহস্পতিই ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ-সহায় কর্ম্ম নষ্ট হয় না।

তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের অনুবাদপূর্ব্বক ব্যাখ্যা—"অথেমবস্য……পাদয়তি"

অনন্তর পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই [দেবযজন] স্থান তোমার অবস্থানযোগ্য মনে কর,—ইহাদ্বারা (তৃতীয়চরণের পাঠদ্বারা) পৃথিবীমধ্যে যে দেবযজন স্থান শ্রেষ্ঠ, সেই দেবযজন স্থানে সোমকে স্থাপন করা হয়। সর্ব্বাপেক্ষা বীর [তুমি] শত্রুগণকে দূর কর,—ইহাদ্বারা (চতুর্থচরণ পাঠদ্বারা) ইঁহার (যজমানের) দ্বেষকারী পাপরূপ শত্রুকে বাধিত করা হয় ও নিকৃষ্ট দেশে দূর করা হয়।

হোতার পাঠ্য দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ ঋকের বিধান "সোম……সমর্দ্ধয়তি"

রাজা সোমের আনয়নকালে "সোম যাস্তে ময়োভুবঃ" ইত্যাদি তিনটি ঋক্ [৩] পাঠ করিবে ; এই তিন ঋকের দেবতা

উক্ত মন্ত্রটি ঋগ্বেদে দেখা যায় না, কিন্তু অথর্ব্ববেদে আছে [১ । ৯ । ২২৪]; এই মন্ত্রদ্বারা হোম বা জপ করিলে প্রবাসে আপন হইতে ধন উপস্থিত হয়। সায়ণাচার্য্য অথর্ব্ববেদের ভাষ্যে ইহার অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন।

(৩) "সোম যাস্তে ময়োভুব ঊতয়ঃ সন্তি দাশুষে। তাভির্নোঽবিতা ভব॥" (১।৯১।৯)

সোম, ছন্দ গায়ত্রী ; এই জন্য আপনারই দেবতা ও আপনারই ছন্দ দ্বারা ইঁহাকে (সোমকে) সমৃদ্ধ করা হয়।

যে দ্রব্য আনিবে তাহার নাম "সোম" এবং মন্ত্র তিনটির দেবতাও "সোম" ; গায়ত্রী স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে সোম আনিয়াছিলেন, অতএব সোমের গায়ত্রী ছন্দ ; এজন্যই দেবতা ও ছন্দকে সোমের আপনার বলা হইল। ইহা তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ব্যক্ত আছে [৪]। পঞ্চম ঋকের বিধান "সর্ব্বে......গতেনেত্যন্বাহ"

"সর্ব্বে নন্দন্তি যশসাগতেন"[৫] এই ঋক্ পাঠ করিবে।

এই ঋকের প্রথম পাদের ব্যাখ্যা—"যশো বৈ......যশ্চ ন"

রাজা সোম যশঃস্বরূপ ; যে ব্যক্তি যজ্ঞে লাভার্থী ও যে [লাভার্থী] নহে, তাহারা সকলেই ক্রীয়মাণ সোমকে দেখিয়া আনন্দিত হয়।

দ্বিতীয় পাদের ব্যাখ্যা—"সভাসাহেন......রাজা"

"সভাসাহেন সখ্যা সখায়ঃ" ইহার অর্থ—এই যে রাজা সোম, ইনি [ব্রাহ্মণগণের] সখা এবং ব্রাহ্মণগণের সভার পরাভবকর্ত্তা।

তৃতীয়পাদের প্রথম পদের ব্যাখ্যা—"কিল্বিষস্পৃদিত্যেষ উ এব কিল্বিষস্পৃৎ"

"কিল্বিষস্পৃৎ" ইহার অর্থ যে এই যে সোম, ইনি কিল্বিষ (পাপ) হইতে রক্ষাকর্ত্তা।

"ইমং যজ্ঞমিদং বচো জুজুষাণ উপাগহি। সোম ত্বং নো বৃধে ভব॥" (১।৯১।১০)
"সোম গীর্ভিষ্ট্বা বয়ং বর্দ্ধয়ামো বচোবিদঃ। সুমৃলীকো ন আবিশ॥" (১।৯১।১১)

(৪) "কদ্রুশ্চ বৈ সুপর্ণী চাত্মরূপয়োরস্পর্দ্ধেতাং সা কদ্রুঃ সুপর্ণী মজয়ৎ সাব্রবীত্‌ তৃতীয়স্যামিতো-দিবি সোমস্তমাহরতেনাত্মানং নিষ্ক্রীণীষেতীয়ং বৈ কদ্রুরসৌ সুপর্ণী ছন্দাংসি সৌপর্ণেয়াঃ সাব্র-বীদস্মৈ বৈ পিতরৌ পুত্রান্‌বিভৃতস্তৃতীয়স্যামিতোদিবি সোমস্তমাহরতে নাত্মানং নিষ্ক্রীণীষ"
[৬।১।৬।১]

(৫) "সর্ব্বে নন্দন্তি যশসাগতেন সভাসাহেন সখ্যা সখায়ঃ
কিল্বিষস্পৃৎ পিতুষণির্হ্যেষামরং হিতো ভবতি বাজিনায়॥" (১০।৭১।১০)

পাপের কারণ প্রদর্শন—যো বৈ······ভবতি"

যে [যজ্ঞে] প্রবৃত্ত হয় এবং যে [যজ্ঞকর্ম্মে] শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, সে পাপ লাভ করে।

কর্ম্মসমাপ্তির ব্যগ্রতা ও কর্ম্মপটুত্বগর্ব্ব ঋত্বিকের পাপের কারণ; যথা—"তস্মাদাহুঃ······যাতয়ন্নিতি"

সেই হেতু (ঋত্বিকের পাপের সম্ভাবনা থাকায়) [যজমান] এইরূপ বলে—[অহে হোতা, তুমি অন্যমনস্ক হইয়া] পুরোঽনুবাক্যা পাঠ করিও না; [অহে অধ্বর্য্যু, তুমি ব্যগ্রতাপ্রযুক্ত] অন্যথা অনুষ্ঠান করিবে না; অহে ক্ষিপ্রকারিগণ, তোমাদিগকে যেন] পাপ আশ্রয় না করিতে হয়।

তৃতীয় পাদে দ্বিতীয় পদানুবাদব্যাখ্যা—"পিতুষণিঃ······তৎ করোতি"

"পিতুষণি" এস্থলে অন্নই পিতু, দক্ষিণাই পিতু; সেই (দক্ষিণা) ইহাদ্বারা [ঋত্বিক্‌দিগকে] দান করা হয়; এতদ্দ্বারা এই সোমকেই অন্নসনি [অন্নের নিমিত্ত] করা হয়।

চতুর্থ পদস্থ বাজিন শব্দ ব্যাখ্যা—"অরং······বাজিনং"

"অরং হিতো ভবতি বাজিনায়" এস্থলে বাজিন অর্থে ইন্দ্রিয় ও বীর্য্য।

ইহা জানার প্রশংসা—"আজরসং······বেদ"

যে ইহা জানে, জরা (বার্দ্ধক্য) শেষ পর্য্যন্ত তাহার ইন্দ্রিয় ও বীর্য্য বিচ্ছিন্ন হয় না।

ষষ্ঠ ঋকের বিধান "আগন্দেব ইত্যন্বাহ"

"আগন্ দেব" এই মন্ত্র [৬] পাঠ করিবে।

(৬) "আগন্ দেব ঋতুভির্বর্দ্ধতু ক্ষয়ং দধাতু নঃ সবিতা সুপ্রজামিষম্।
স নঃ ক্ষপাভিরহভিশ্চ জিন্বতু প্রজাবন্তং রয়িমস্মে সমিন্বতু॥" (৪।৫৩।৭)

উক্ত ঋকের প্রথম পাদের পূর্ব্বভাগের ব্যাখ্যা—"আগতো……ভবতি"

সেই সময়ে (ক্রয়ের পর) তিনি (সোম) আগত হন।

উত্তর ভাগের সানুবাদ ব্যাখ্যা—"ঋতুভিঃ……আগময়তি"

যেমন মনুষ্যের [ভ্রাতা মনুষ্য], সেইরূপ ঋতুগণ রাজা সোমের রাজভ্রাতা; 'ঋতুভির্ব্বর্দ্ধতু ক্ষয়ম্'—এই বাক্য সেই ঋতুগণসহ এই সোমকে [এই যজ্ঞে] আগমন করায়।

দ্বিতীয় পাদের সানুবাদ ব্যাখ্যা—"দধাতু……আশাস্তে"

"দধাতু নঃ সবিতা সুপ্রজামিষম্" এই পাদপাঠ দ্বারা আশীষ (প্রার্থনীয় প্রজাদি) প্রার্থনা করা হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের সানুবাদ ব্যাখ্যা—"স নঃ…আশাস্তে"

"স নঃ ক্ষপাভিরহভিশ্চ জিন্বতু"—এই বাক্যে অহঃ শব্দে দিন ও ক্ষপা শব্দে রাত্রি; উহাতে অহোরাত্র দ্বারাই ইঁহার নিমিত্ত এই আশীষ প্রার্থনা করা হয়। "প্রজাবন্তং রয়িমস্মে সমিন্বতু"—ইহা দ্বারাও আশীষ প্রার্থনাই হয়।

সপ্তম ঋকের বিধান "যা তে……ইত্যন্বাহ"

"যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি" এই ঋক্ পাঠ করিবে।[৭]

ঐ ঋকের দ্বিতীয় পাদ—

"তা তে বিশ্বা পরিভূরস্তু যজ্ঞম্।"

উভয় চরণের অর্থ—[হে সোম] তোমার যে সকল [উত্তরবেদি-প্রভৃতি] স্থানের হবির দ্বারা যাগ হয়, তোমার সেই সকল স্থান ব্যাপিয়া তুমি যজ্ঞের নিকটে অবস্থান কর।

তৃতীয় পাদের সানুবাদ ব্যাখ্যা—"গয়স্ফানঃ……তদাহ"

(৭) "যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিশ্বা পরিভূরস্তু যজ্ঞম্।
গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরোঽবীরহা প্রচরা সোম দুর্য্যান্॥" (১।৯১।১৯)

"গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরঃ"—এতদ্দ্বারা, আমাদিগের গাভীসকলের বৃদ্ধিকর্ত্তা ও উদ্ধারকর্ত্তা হও, ইহাই বলা হয়।

চতুর্থ পাদের সানুবাদ ব্যাখ্যা—অবীরহা......হিনস্তি"

"অবীরহা প্রচরা সোম দুর্য্যান্" এস্থলে দুর্য্য অর্থে গৃহ; [পরিচর্য্যার ত্রুটির আশঙ্কায়] সমাগত সোমরাজ হইতে যজমানের গৃহ (গৃহস্থিত লোকেরা) ভয় পায়; তখন যদি হোতা এই মন্ত্র পাঠ করে, তাহা হইলে শান্তির কারণ [এই মন্ত্র] দ্বারা সোমকে শান্ত করা হয়; সোম শান্ত হইলে যজমানের প্রজার ও পশুর হিংসা করেন না।

অষ্টম ঋক্ বিধান—"ইমাং......পরিদধাতি"

"ইমাং ধিয়ং শিক্ষমাণস্য দেব" এই বরুণদেবতাক ঋকের দ্বারা [অনুবচন পাঠ] সমাপ্ত করিবে।[৮]

বারুণ ঋক্দ্বারা সমাপনের কারণ "বরুণদেবত্যো......সমর্দ্ধয়তি"

যতক্ষণ এই সোম [বস্ত্রাদি দ্বারা] আবদ্ধ থাকেন, ও যতক্ষণে প্রাচীনবংশ গৃহে উপস্থিত হন, ততক্ষণ ইঁহার দেবতা বরুণ; তাহা হইলে [উক্ত বারুণ ঋক্ পাঠে] আপনারই দেবতা দ্বারা ও আপনারই ছন্দ দ্বারা ইঁহাকে সমৃদ্ধ করা হয়।

বন্ধন-ক্রিয়া বরুণ-পাশের অধীন এবং আবরণ-ক্রিয়াও বরুণের অধীন; সেই হেতু সোমের দেবতা বরুণ। উক্ত ঋক্‌টির ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ; এই ত্রিষ্টুপ্ সোম আহরণ করিবার জন্য স্বর্গে যাইয়া দক্ষিণা ও তপস্যা আনিয়াছিলেন[৯]; সেই জন্য

(৮) "ইমাং ধিয়ং শিক্ষমাণস্য দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ সংশিশাধি।
বয়াতি বিশ্বা দুরিতা তরেম সুতর্ম্মাণমধি নাবং রুহেম ॥" (৮। ৪২। ৩)

(৯) "সা দক্ষিণাভিশ্চ তপসা চাগচ্ছতি" (৩। ১। ৩। ২)

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দও সোমের স্বকীয়। ইহা শাখান্তরে তৈত্তিরীয় সংহিতায় কথিত আছে।

প্রথম পাদের ব্যাখ্যা—"শিক্ষমাণস্ত······যজতে"

"শিক্ষমাণস্য দেব" এস্থলে [শিক্ষমাণের অর্থ], যে যজন করে, [কেন না] সে শিক্ষা [যজ্ঞ অভ্যাস] করে।

দ্বিতীয় পাদের সানুবাদ ব্যাখ্যা—"ক্রতুং······তদাহ"

"ক্রতুং দক্ষং বরুণ সংশিশাধি" এতদ্দ্বারা হে বরুণ, [তুমি] বীর্য্য ও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের সম্যক্ উপদেশ প্রদান কর, ইহাই বলা হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের সানুবাদ ব্যাখ্যা—"যয়াতি······সন্তরতি"

"যয়াতি বিশ্বা দুরিতা তরেম সুতর্ম্মাণমধি নাবং রুহেম" এস্থলে যজ্ঞই সুখে তরণকারী নৌকা—কৃষ্ণাজিনই সুখতরণকারী নৌকা—[মন্ত্রাত্মক] বাক্যই সুখতরণকারী নৌকা; [সেই মন্ত্র পাঠে] সেই বাক্যরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া তদ্দ্বারাই স্বর্গলোকের উদ্দেশে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

উক্ত সকল ঋকের প্রশংসা—"তা এতা ·····সমৃদ্ধ্যৈ"

সেই এই আটটি রূপসমৃদ্ধ মন্ত্র পাঠ করিবে।

উক্ত রূপ-সমৃদ্ধির কারণ—"এতদ্বৈ······বদতি"

যাহা রূপসমৃদ্ধ, [অর্থাৎ] যে ঋক্ ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে পূর্ণভাবে উল্লেখ করে, তাহা যজ্ঞকেও সমৃদ্ধ (সম্পূর্ণ) করে।

আদ্যন্তে দুইটি ঋকের আবৃত্তি বিধান—"তাসাং······ত্রিরুত্তমাং"

তন্মধ্যে (উক্ত আটটী ঋকের মধ্যে) প্রথম ঋক্ তিনবার, [আর] শেষ ঋক্ তিন বার পাঠ করিবে।

উক্ত রূপে আবৃত্ত ঋকের সংখ্যার প্রশংসা—"তাঃ···প্রজাপতিঃ"

[উক্তরূপে আবৃত্ত] সেই (অষ্টসংখ্যক) ঋক্ দ্বাদশ-

সংখ্যক হইবে; দ্বাদশ মাসেই সংবৎসর, সংবৎসরই প্রজাপতি।

উক্তরূপ জ্ঞানের প্রশংসা—"প্রজাপত্যা......বেদ"

যে ইহা জানে, সে প্রজাপতি যাহাদের আয়তন (আশ্রয়), সেই [ঋক্] সকলের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

আবৃত্তির প্রশংসা—"ত্রিঃ......অবিস্রংসায়"

প্রথম ঋক্ তিনবার, শেষ ঋক্ তিনবার পাঠ করিবে; তদ্দ্বারা [যজ্ঞের] স্থিরতার জন্য, দৃঢ়তার জন্য, শিথিলতা নিবারণের জন্য [রজ্জুরূপী] যজ্ঞের [প্রান্তদ্বয়ে] গ্রন্থি দেওয়া হয়।

তৃতীয় খণ্ড

সোমের উপাবহরণ

সোম আনয়নের ঋক্ বলা হইয়াছে, এখন আনীত সোমকে শকট হইতে নামাইবার ঋক্ বিধান—"অন্যতরো......হরেয়ুঃ"

একটি বলদ [শকটে] যোড়া থাকিবে, অপর আর একটি খুলিয়া দিবে; অনন্তর রাজাকে (সোমকে) নামাইবে।

শকট হইতে দুই বলীবর্দ্দ-মোচনে দোষ-প্রদর্শন "যদুভয়োঃ......কুর্য্যুঃ"

যদি দুইটি বলদই [শকট হইতে] খুলিয়া [সোম] নামান হয়, [তবে] সোমকে পিতৃদৈবত করা হয়।

পিতৃদৈবত অর্থাৎ পিতৃলোককর্তৃক স্বীকৃত সোম দেবযজ্ঞের অযোগ্য; উভয় বলীবর্দ্দ শকটে যুক্ত থাকাও দোষাবহ—"যদ্......প্লবেরন্"

যদি দুইটিই যুক্ত থাকে, [তাহা হইলে] যোগক্ষেমের

অভাব প্রজাকে (পুত্রাদিকে) আক্রমণ করে ; [তাহাতে] প্রজা পরিপ্লুত হইয়া (ভাসিয়া) যায়।

অপ্রাপ্ত ধনের লাভকে যোগ কহে, আর লব্ধ ধনের রক্ষা করাকে ক্ষেম কহে।

যে বলদ খোলা যায়, সে গৃহস্থিত প্রজাস্বরূপ, [আর] যে যোড়া থাকে, সে [লৌকিক ও বৈদিক] ক্রিয়াস্বরূপ ; [অতএব] যাহারা একটি যোড়া রাখিয়া ও অন্যটিকে খুলিয়া [সোমকে] নামায়, তাহারা যোগ ও ক্ষেম উভয়ই সম্পাদন করে। [১]

অনন্তর আখ্যায়িকা দ্বারা সোম-নামাইবার জন্য ঈশান কোণের বিধান "দেবাসুরা……কর্ত্তোঃ"

দেবগণ ও অসুরগণ এই সকল লোকে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; তাঁহারা [প্রথমে] এই পূর্ব্বদিকে যুদ্ধ করেন, তাহাতে অসুরেরা তাঁহাদিগকে (দেবগণকে) পরাজয় করে ; [পরে] তাঁহারা দক্ষিণদিকে যুদ্ধ করেন, তাহাতে অসুরেরা তাঁহাদিগকে পরাজয় করে ; তাঁহারা পশ্চিমদিকে যুদ্ধ করেন, তাহাতে অসুরেরা তাঁহাদিগকে পরাজয় করে ; তাঁহারা উত্তরদিকে যুদ্ধ করেন, তাহাতে অসুরেরা তাঁহাদিগকে পরাজয় করে ; [শেষে] তাঁহারা উত্তর-পূর্ব্বদিকে (ঈশান কোণে) যুদ্ধ করেন, তাঁহারা তখন পরাজিত হন নাই ; এই সেই (ঈশান) দিক্ অপরাজিত ; সেই হেতু এই দিকে [সোম নামাইতে] যত্ন করিবে বা যত্ন করাইবে ; তবে [যজ্ঞকে] সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে।

---

(১) "যদ্যুভৌ বিমুচ্যাতিথ্যং গৃহ্নীয়াদ্ যজ্ঞং বিচ্ছিন্দ্যাৎ যদ্যুভাববিমুচ্য যথানাগতায়াতিথ্যং ক্রিয়েত তাদৃগেব তদ্বিমুক্তোঽন্যোঽনড্বান্ ভবতি অবিমুক্তোঽন্যোঽথাতিথ্যং গৃহ্ণাতি যজ্ঞস্য সন্তত্যৈ" (৬।২।১[illegible]

সোমই জয়ের হেতু ইহা দেখান হইতেছে—"তে……রাজা"

সেই দেবগণ বলিয়াছিলেন,—আমাদের রাজার অভাবে জয় হইল না, আমরা রাজা করিব; তাহাই হউক, এই বলিয়া তাঁহারা সোমকে রাজা করিয়াছিলেন; তাঁহারা রাজা সোমদ্বারা সকল দিক্ জয় করিয়াছিলেন। যে (যজমান) [সোম-] যাগ করে, সোমই তাহার রাজা। [শকট] পূর্ব্বদিকে অবস্থিত থাকিতে [সোম] চাপাইবে, তাহাতে পূর্ব্বদিক্ জয় করা হয়; [তৎপরে] তাহাকে (শকটস্থ সোমকে) দক্ষিণে বহন করিবে, তাহাতে দক্ষিণদিক্ জয় হয়; তাহাকে পশ্চিমে ফিরাইবে, তাহাতে পশ্চিম দিক্ জয় হয়; তাহাকে উত্তরে রাখিয়া [শকট হইতে] নামাইবে, তাহাতে রাজা সোমের দ্বারা উত্তর দিক্ জয় হয়।

আপস্তম্বও সোমের শকটবহন সম্বন্ধে এইরূপ বলেন।[২] ইহা জানার প্রশংসা—"সর্ব্বা……বেদ"

যে ইহা জানে, সে সকল দিক্ জয় করে।

চতুর্থ খণ্ড

আতিথ্যেষ্টি-বিধান

আতিথ্যেষ্টি-বিধান—"হবিরাতিথ্যং……রাজন্যাগতে"

[প্রাচীনবংশ সমীপে] রাজা সোম উপস্থিত হইলে আতিথ্য হবিঃ নির্বপণ হয়।

---

(২) "স্বংজগ্রাহ প্রত্যবস্তমুবস্তত ইতি প্রাঞ্চোঽভিপ্রবায় দক্ষিণমাবর্ত্তত ইত্যগ্রেণ প্রাগ্বংশং প্রাগীষং উদগীষং বা শকটমবস্থাপ্য" (১০।২৯।১।১১)

আতিথ্যেষ্টির নামের কারণ —"সোমো……আতিথ্যং"

রাজা সোম যজমানের গৃহে আসিতেছেন, [সেই জন্য] তাঁহার উদ্দেশে আতিথ্য হবিঃ নির্বপণ করা হয় ; তাহাতেই আতিথ্যের আতিথ্যত্ব।

আতিথ্যেষ্টিতে পুরোডাশ-বিধান—"নবকপালো……প্রতিপ্রজ্ঞাত্যৈ"

প্রাণ নয়টি ; [ঐ সকল] প্রাণের স্ব-ব্যাপার-সামর্থ্যের জন্য ও প্রাণের স্বরূপ জানিবার জন্য পুরোডাশও নয়খানি কপালে সংস্কৃত হয়।

মনুষ্যের মস্তকে সপ্তদ্বার, অধোদেশে দুই দ্বার, এই নবদ্বারে নবপ্রাণ[১]।

দ্রব্য-বিধানানন্তর দেবতা-বিধান—"বৈষ্ণবো……সমর্দ্ধয়তি"

[সেই পুরোডাশ] বিষ্ণুর উদ্দিষ্ট; বিষ্ণুই যজ্ঞ; [অতএব] আপনারই দেবতা দ্বারা [ও] আপনারই ছন্দোদ্বারা যজ্ঞকে সমৃদ্ধ করা হয়।

এই পুরোডাশ প্রদানের যাজ্যা ও অনুবাক্যার ছন্দ গায়ত্রী ও ত্রিষ্টুপ্ ; তাহাকেই এস্থলে আপনার ছন্দ বলা হইল। সোমের অনুচরবর্গের হোম যথা— "সর্ব্বাণি……ক্রিয়তে"

সকল ছন্দ ও সকল পৃষ্ঠ ক্রীত সোমরাজের অনুগমন করেন ; যাঁহারা রাজার অনুগমন করেন, তাঁহাদের সকলেরই প্রতি আতিথ্য করিবে।

পৃষ্ঠ-অর্থে বৃহদ্রথন্তরাদি-সামসাধ্য স্তোত্র। "অগ্নেরাতিথ্যমসি" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা হোম করিয়া সকল অনুচরবর্গকে তৃপ্ত করিবে। ইহা তৈত্তিরীয়েরাও বলেন[২]।

আতিথ্যেষ্টির অন্তর্গত অগ্নিমন্থন-কর্ম্ম-বিধান—"অগ্নিং ……পশুঃ"

---

(১) "সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণা দ্বাববাঞ্চৌ।"

(২) "যাবন্তির্বৈ রাজানুচরৈরাগচ্ছতি, সর্ব্বেভ্যো বৈ তেভ্য আতিথ্যং ক্রিয়তে, ছন্দাংসি খলু বৈ সোমস্য রাজ্ঞোহনুচরাণ্যগ্নেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বেত্যাহ গায়ত্র্যা এবৈতেন করোতি, সোমস্যাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বেত্যাহ ত্রিষ্টুভ এবৈতেন করোতি (তৈত্তিরীয়সং ৬।২।১।১)

সোমরাজ আগত হইলে অগ্নিমন্থন করিবে; তাহা এইরূপ। যেমন নররাজ অথবা অন্য পূজ্য ব্যক্তি উপস্থিত হইলে বৃষ অথবা বেহৎ (গর্ভনাশিনী বৃদ্ধা গাভী) হত্যা করে,[৩] সেইরূপ অগ্নির যে মন্থন হয়, তাহাতেই সোমের উদ্দেশে অগ্নির হত্যা করা হয়; কেননা অগ্নিই দেবগণের পশু।

বৃষ যজ্ঞিয় দ্রব্যাদি বহন করে, অগ্নিও দেবগণের নিকটে হব্য বহিয়া লইয়া যান, এজন্য অগ্নিতে পশুর সাদৃশ্য।

পঞ্চম খণ্ড

অগ্নিমন্থন-মন্ত্র

অগ্নিমন্থনের পর তত্রত্য ঋক্-বিধানার্থ প্রৈষ-মন্ত্রের বিধান—"অগ্নয়ে ······অধ্বর্য্যুঃ"

অধ্বর্য্যু [হোতাকে] বলেন—তুমি মথ্যমান অগ্নির উদ্দেশে অনুবাক্যা পাঠ কর।

তদ্বিষয়ে প্রথম ঋকের বিধান "অভি······অন্বাহ"

"অভি ত্বা দেব সবিতঃ"[১] এই সাবিত্রী [সবিতৃদৈবত] ঋক্ পাঠ করিবে।

এ স্থলে ব্রহ্মবাদীদের আপত্তি যথা—"তদাহ······সন্বাহেতি"

তদ্বিষয়ে [ব্রহ্মবাদিগণ] বলেন, যখন [অধ্বর্য্যু] "অগ্নয়ে মথ্যমানায়" এই [অগ্নির অনুকূল] বাক্য [প্রৈষমন্ত্ররূপে]

---

(৩) ইহা যাজ্ঞবল্ক্যেরও মত—"মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ" (১ । ১০৯)

(১) "অভি ত্বা দেব সবিতরীশানং বার্য্যাণাং। সদাবন্ ভাগমীমহে ॥" (১।২৪।৩)

বলেন, তখন পরে [আগ্নেয়ী ঋক্ পাঠ না করিয়া] কেন সাবিত্রী ঋক্ পাঠ করা হয় ?

তাহার উত্তর—"সবিতা……অন্বাহ"

সবিতাই প্রসবের (যজ্ঞকর্ম্মে প্রেরণের) প্রভু ; ঐ মন্ত্র দ্বারা সবিতৃ-প্রেরিত হইয়াই এই অগ্নিকে মন্থন করা হয় ; সেই জন্য সাবিত্রী ঋকৃই পাঠ করিবে।

দ্বিতীয় ঋক্ বিধান—"মহী……অন্বাহ"

"মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন"[২] এই দ্যাবাপৃথিবীয়া ঋক্ পাঠ করিবে।

দ্যাবাপৃথিবীয়া অর্থে যাহার দেবতা দ্যৌ এবং পৃথিবী। এস্থলেও পূর্ব্বমত আপত্তি ও তাহার উত্তর "তদাহুঃ……অন্বাহ"

সে বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন—যখন "অগ্নয়ে মথ্যমানায়" এই [অগ্নির অনুকূল] বাক্য [প্রৈষমন্ত্র] বলা হয়, তখন পরে কেন দ্যাবাপৃথিবীয়া ঋক্ পাঠ করা হয় ? [উত্তর], [পুরাকালে] উৎপন্ন এই অগ্নিকে দেবতারা দ্যৌ এবং পৃথিবী দ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এখনও তাঁহাদের দ্বারাই অগ্নি গৃহীত হন। সেই জন্য দ্যাবাপৃথিবীয়া ঋকৃই পাঠ করা হয়।

পাবক নামক অগ্নি পৃথিবীতে আছেন, সূর্য্যরূপ অগ্নি আকাশে আছেন। তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম ঋক্ বিধান—"ত্বামগ্নে……সমর্দ্ধয়তি"

"ত্বামগ্নে পুষ্করাদধি"[৩] ইত্যাদি অগ্নিদৈবত ও গায়ত্রী-

---

(২) "মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাং পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ।" (১।২২।১৩)

(৩) "ত্বামগ্নে পুষ্করাদধি অথর্ব্বা নিরমন্থত। মূর্দ্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ॥" (৬।১৬।১৩)

"তং উং ত্বা দধ্যঙ্ ঋষিঃ পুত্র ঈধে অথর্ব্বণঃ বৃত্রহণং পুরন্দরম্।" (৬।১৬।১৪)

"তং উং ত্বা পাথ্যো বৃষা সমীধে দস্যুহন্তমং ধনঞ্জয়ং রণে রণে" (৬।১৬।১৫)

ছন্দোযুক্ত তিনটি ঋক্ পাঠ করা হয়; তাহাতে মন্থনকালে অগ্নিকে আপনারই দেবতা ও আপনারই ছন্দোদ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়।

উহার মধ্যে প্রথম ঋকের দ্বিতীয় পাদের প্রশংসা—"অথর্ব্বা······অভিবদতি"

অথর্ব্বা নির্মন্থন করিয়াছিলেন—এই বাক্য রূপসমৃদ্ধ; যাহা রূপসমৃদ্ধ, তাহা যজ্ঞের পক্ষে সমৃদ্ধ, যেহেতু সেই ঋক্ ক্রিয়মাণ কর্ম্মকেই সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করে।

পঞ্চম ঋকের পরে ও ষষ্ঠ ঋকের পূর্ব্বে অগ্নি উৎপন্ন না হইলে অতিরিক্ত কতিপয় ঋক্ বিধান—"স······অনূচ্যাঃ"

ঐ পাঁচটি ঋক্ পাঠ করিলেও যদি তিনি (অগ্নি) উৎপন্ন না হন, অথবা বিলম্বে উৎপন্ন হন, [তবে] রক্ষোঘ্ন-গায়ত্রী-সকল পাঠ করিবে।

সে কোন্ কোন্ ঋক্?

"অগ্নে হংসিন্যত্রিণম্" ইত্যাদি কয়েকটি।[৪]

সেই নয়টি ঋক্ পাঠ কি জন্য?—"রক্ষসামপহত্যৈ"

রাক্ষসগণের অপহতির (দূরীকরণের) জন্য।

ইহাতে রাক্ষসের প্রসঙ্গ কেন? তাহার উত্তর—"রক্ষাংসি······জায়তে"

---

(৪) "অগ্নে হংসি ন্যত্রিণং দীদ্যন্মর্ত্ত্যেষ্বা। স্বে ক্ষয়ে শুচিব্রত॥
উত্তিষ্ঠসি স্বাহুতো ঘৃতানি প্রতি মোদসে। যত্বা স্রুচঃ সমস্থিরন্॥
স আহুতো বি রোচতে ঽগ্নিরীড়েন্যো গিরা। স্রুচা প্রতীকমজ্যতে॥
ঘৃতেনাগ্নিঃ সমজ্যতে মধু প্রতীক আহুতঃ। রোচমানো বিভাবসুঃ॥
জরমাণঃ সমিধ্যসে দেবেভ্যো হব্যবাহন। তং ত্বা হবন্ত মর্ত্ত্যাঃ॥
তং মর্ত্তা অমর্ত্ত্যং ঘৃতেনাগ্নিং সপর্য্যত। অদাভ্যং গৃহপতিং॥
অদাভ্যেন শোচিষাগ্নে রক্ষস্ত্বং দহ। গোপা ঋতস্য দীদিহি॥
স ত্বমগ্নে প্রতীকেন প্রত্যোষ যাতুধান্যঃ। উরুক্ষয়েষু দীদ্যৎ॥
তং ত্বা গীর্ভিরুরুক্ষয়া হব্যবাহং সমীধিরে। যজিষ্ঠং মানুষে জনে॥" (১০।১১৮।১—৯)

[মন্থন করিলেও] যখন উৎপন্ন না হন অথবা যখন বিলম্বে উৎপন্ন হন, তখন ইঁহাকে রাক্ষসেরাই প্রতিবন্ধ করিতেছে।

তৎপরে ষষ্ঠ ঋক্-বিধান "স……অনুব্রূয়াৎ"

[রক্ষোঘ্নী ঋকের মধ্যে] যদি একটি ঋক্ পাঠ করিলেই বা দুইটি পাঠ করিলেই তিনি উৎপন্ন হন, তবে তখন জাতশব্দযুক্ত, [অতএব] জাত (উৎপন্ন) অগ্নির অনুকূল, "উত ব্রুবন্তু জন্তবঃ"[৫] এই ঋক্ পাঠ করিবে।

ঐ ঋকের দ্বিতীয় পাদে জাত অর্থাৎ জন্মবাচক "অজনি" পদ আছে ; এই জন্য ইহা জাত অগ্নির অনুকূল ; উহার প্রশংসা "যদ্ যজ্ঞে……তৎ সমৃদ্ধং"

যাহা যজ্ঞের অনুকূল, তাহাই সমৃদ্ধ।

সপ্তম ঋক্-বিধান,—

"আ যং হস্তেন খাদিনং"[৬] এইটি [পাঠ করিবে]।

এই ঋকের প্রথম পাদের তাৎপর্য্য "হস্তাভ্যাং…… মন্থন্তি"

ইহাকে (অগ্নিকে) হস্তদ্বারাই মন্থন করা হয়।

ঐ ঋকে মন্থনজাত অগ্নিকে হস্তধৃত সদ্যোজাত শিশুর সহিত উপমিত করা হইয়াছে ; তজ্জন্য বলা হইল ঋত্বিকেরাও অগ্নিকে হস্তদ্বারাই মন্থন করেন।

দ্বিতীয় পাদের পূর্ব্বার্দ্ধের তাৎপর্য্য "শিশুং…যদগ্নিঃ"

"শিশুং জাতং" ইহার অর্থ, এই প্রথমজাত যে অগ্নি, তিনি শিশুর মত।

তৎপরে তৃতীয় চরণ—

"ন বিভ্রতি বিশামগ্নিং স্বধ্বরম্"।

এই বাক্যে যে "ন" আছে, উক্ত "ন"র ব্যাখ্যা—"যদ্বৈ……ওঁ ইতি"

(৫) "উত ব্রুবন্তু জন্তব উদগ্নির্ব্বৃত্রহাজ নি। ধনঞ্জয়ো রণে রণে ॥" (১।৭৪।৩)

(৬) "আ যং হস্তেন খাদিনং শিশুং জাতং ন বিভ্রতি। বিশামগ্নিং স্বধ্বরম্ ॥" (৬।১৬।৪০)

দেবতাদের (দেবসম্বন্ধি মন্ত্রে) এই যে "ন" [শব্দ], তাহা ঐ সকল (মন্ত্রে) "ও" অর্থবাচী।

বেদে ওঙ্কারের অর্থ অঙ্গীকার, "ন"কারও ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেই জন্য এই স্থলে "ন"শব্দ সদৃশার্থে ব্যবহার করিয়া উক্ত মন্ত্রের "শিশুং জাতং ন"—অর্থে "শিশুং জাতমিব" করা যাইতে পারে।

সমগ্র ঋকের অর্থ—প্রজাগণের যজ্ঞনিষ্পাদক ও [হবিরাদির] ভক্ষক এই [মন্থনজাত] অগ্নিকে [ঋত্বিকেরা] যেন [সদ্যোজাত] শিশুর মতই হস্তে ধারণ করেন।

অষ্টম ঋক্ বিধান—"প্র দেবং…অভিরূপা"

"প্র দেবং দেববীতয়ে ভরতা বসুবিত্তমম্" ' এই ঋক্ প্রহ্রিয়মাণ অগ্নির অনুকূল; [ইহা পাঠ করিবে]।

ঐ মন্ত্রের অর্থ—[হে ঋত্বিক্‌গণ], দেবগণের অভিলাষার্থ বসুবিত্তম (হব্যরূপ ধনের অভিজ্ঞ) দেবকে (মন্থনজাত অগ্নিকে) [আহবনীয়ে] প্রক্ষেপ কর।

প্রহ্রিয়মাণ অর্থ আহবনীয়ে প্রক্ষিপ্যমাণ। মন্থনে উৎপন্ন অগ্নিকে আহবনীয় অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। অষ্টম হইতে দ্বাদশ ঋক্ পর্য্যন্ত মন্ত্রগুলি ঐ অনুষ্ঠানকে লক্ষ্য করিতেছে। উক্ত ঋকের প্রযোজ্যতা—"যদ্‌যজ্ঞে…সমৃদ্ধং।"

যাহা যজ্ঞে অনুকূল, তাহাই সমৃদ্ধ।

উক্ত ঋকের তৃতীয় চরণ এই—

"আ স্বে যোনৌ নিষীদতু।"

এস্থলে যোনি শব্দের ব্যাখ্যা—"এষ…অগ্নেঃ"

[আহবনীয় নামক] এই যে অগ্নি, ইনিই এই (মন্থনজাত) অগ্নির স্বকীয় যোনি (আপনরই স্থান)।

নবম ঋক্ বিধান,—

"আজাতং জাতবেদসি" এই ঋক্ [পাঠ করিবে]।[৮]

---

(৭) "প্র দেবং দেববীতয়ে ভরতা বসুবিত্তমং। আ স্বে যোনৌ নি ষীদতু।" (৬।১৬।৪১)

(৮) "আজাতং জাতবেদসি প্রিয়ং শিশীতাতিথিং। স্যোন আ গৃহপতিম্।" (৬।১৬।৪২)

এই ঋকের প্রথম পাদস্থিত জাত ও জাতবেদা শব্দের অর্থ—"জাত···ইতরঃ"

এই (মন্থনোৎপন্ন) অগ্নি জাত [সদ্য উৎপন্ন], আর ঐ [আহবনীয়] অগ্নি জাতবেদা (এই জাত অগ্নির জ্ঞাতা)।

দ্বিতীয় পাদের সানুবাদ ব্যাখ্যা—"প্রিয়ং···অগ্নেঃ"

"প্রিয়ং শিশীতাতিথিম্" ইহার অর্থ,—(মন্থনোৎপন্ন) এই অগ্নি, ইনি ঐ (আহবনীয়নামক) অগ্নির প্রিয় অতিথি।

তৃতীয় পাদের সানুবাদ ব্যাখ্যা—"স্যোন···তদ্দধাতি"

"স্যোন আ গৃহপতিম্" এই উক্তিদ্বারা ইঁহাকে (মন্থনজাত অগ্নিকে) শান্তিতেই স্থাপন করা হয়।

স্যোন শব্দ অর্থে সুখকর; সুখকর আহবনীয়ে স্থাপন করা হয়, বলিয়া শান্তিতেই স্থাপন করা হইল।

দশম ঋক্ বিধান—"অগ্নিনা······তৎ সমৃদ্ধম্"

"অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্যুবা হব্যবাড়্ জুহ্বাস্যঃ"—এই ঋক্ [অগ্নির] অনুকূল; যাহা যজ্ঞে অনুকূল, তাহাই সমৃদ্ধ।

[আধারভূত আহবনীয়] অগ্নিদ্বারা [মন্থনজাত ও আহবনীয়ে প্রক্ষিপ্ত] অগ্নি সম্যক্ দীপ্ত হয়; [এই অগ্নি] কবি (বিদ্বান্), গৃহপতি (যজমানের গৃহপালক), যুবা (নূতন), হব্যবাট্ (দেবগণকে হব্যবহনকর্ত্তা) এবং জুহ্বাস্য (জুহূই এই অগ্নির মুখ)। (১।১২।৬) এই মন্ত্র প্রহ্রিয়মাণ অগ্নিরই গুণ কীর্ত্তন করিতেছে, বলিয়া এই কর্ম্মে অনুকূল। একাদশ ঋক্ বিধান (৮।৪৩।১৪) "ত্বং······সন্নিতরঃ"

"ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা বিপ্রো বিপ্রেণ সন্ সতা" এই মন্ত্রে ইনি (মথিতাগ্নি) বিপ্র, উনি (আহবনীয়াগ্নি) বিপ্র; ইনি সৎ, উনিও সৎ।

"অগ্নে মহানসি ব্রাহ্মণ ভারত" এই শ্রুতিমতে অগ্নির ব্রাহ্মণত্ব (বিপ্রত্ব)। ঐ মন্ত্রের তৃতীয় পাদের ব্যাখ্যা—"সখা······অগ্নেঃ"

"সখা সখ্যা সমিধ্যসে" ইহার অর্থ এই যে [আহবনীয়] অগ্নি, ইনি [মন্থনজাত] অগ্নির আপনারই সখা।

দ্বাদশ ঋক্ বিধান (৮।৮৫।৮)—"তং...অগ্নিরগ্নেঃ"

"তং মর্জ্জয়ন্ত সুক্রতুং পুরো যাবানমাজিষু স্বেষু ক্ষয়েষু বাজিনম্", [ইহার ক্ষয় শব্দের অর্থ], এই যে [আহবনীয়] অগ্নি, ইনি ঐ [মন্থনজাত] অগ্নির আপনারই গৃহস্বরূপ।

ঐ মন্ত্রের অর্থ—[হে ঋত্বিক্‌গণ] সুক্রতু (যজ্ঞনির্ব্বাহক), যুদ্ধে পুরোগামী নিজগৃহে গমনশীল সেই নূতন অগ্নিকে শোধন কর। ত্রয়োদশ ঋক্ বিধান (১০।৯০।১৬)—"যজ্ঞেন......পরিদধাতি"

"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা" এই শেষ ঋক্‌দ্বারা [অনুবাক্যা] সমাপন করিবে।

ইহা আশ্বলায়ন বলেন[১]। উক্ত ঋকের প্রথম পাদের ব্যাখ্যা—"যজ্ঞেন ......আয়ন্"

[মন্থনজাত] অগ্নিদ্বারা [আহবনীয়] অগ্নিকে যজন করিয়াছিলেন; [এতদ্দ্বারা] দেবগণ যজ্ঞদ্বারাই যজ্ঞকে যজন করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এ স্থলে অগ্নিকেই যজ্ঞস্বরূপ বলা হইল।

অবশিষ্ট তিন চরণের পাঠ—

তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হি নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।

ঐ ঋকের অর্থ—দেবগণ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞের যজন করিয়াছিলেন; তদনুষ্ঠিত সেই সকল কর্ম্মই প্রাচীন ধর্ম্ম ছিল। তাঁহারা (সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ) মাহাত্ম্যযুক্ত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই লোকে পূর্ব্বতন যাগকর্ত্তৃগণ কর্ম্মবলে দেবতা হইয়া বর্ত্তমান আছেন।

ঐ ঋকের তাৎপর্য্য—"ছন্দাংসি......আয়ন্"

---

(১) "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা ইতি পরিদধ্যাৎ। সর্ব্বত্রোত্তমাং পরিধানীয়েতি বিদ্যাৎ" (২।১৬।৭।৮)

ছন্দঃসমূহ (গায়ত্র্যাদির অভিমানিদেবগণ) [ইদানীং] সাধ্য (পূজনীয়) দেবতা হইয়াছেন। তাঁহারা অগ্রে [মন্থনজাত] অগ্নিদ্বারা [আহবনীয়] অগ্নিকে পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কেবল ছন্দের অভিমানী দেবতাকেই চতুর্থপাদে বুঝাইতেছে না, অন্যকেও বুঝাইতেছে—"আদিত্যা......আয়ন্"

আদিত্যগণ এবং অঙ্গিরোগণও ইহলোকেই (ভূলোকেই) ছিলেন ; তাঁহারাও অগ্রে (মথিত) অগ্নিদ্বারা (আহবনীয়) অগ্নিকে পূজা করিয়াছিলেন ; [এইরূপে] তাঁহারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন।

আহবনীয়াগ্নিতে মথিতাগ্নি প্রক্ষেপের প্রশংসা—"সৈষা......সংসৃজ্যতে"

এই যে অগ্নির আহুতি (মথিতাগ্নির আহবনীয়ে প্রক্ষেপ), সেই আহুতি স্বর্গ্য (স্বর্গলাভে অনুকূল) ; যদি [যজমান] ব্রাহ্মণোক্ত (বেদবিধিপ্রেরিত) না হইয়াও অথবা দুরুক্তোক্ত (ভ্রান্তবিধিপ্রেরিত) হইয়াও যাগ করে, তথাপি এই আহুতি দেবগণের নিকটে উপস্থিত হয় ; [সেই আহুতি] পাপে লিপ্ত হয় না।

ইহা জানার প্রশংসা—"গচ্ছত্যস্য......বেদ"

যে ইহা জানে, তাহার আহুতি দেবগণের নিকটে যায়, তাহার আহুতি পাপসংসৃষ্ট হয় না।

অর্থাৎ যথাবিধি সম্পন্ন না হইলেও বা অঙ্গহীন হইলেও উক্ত অর্থ জানিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণাঙ্গ হয়।

উক্ত ঋকের সংখ্যাপ্রদর্শন—"তা......রূপসমৃদ্ধাঃ"

রূপসমৃদ্ধ সেই এই ত্রয়োদশ ঋক্ পাঠ করিবে।

আগন্তুক রক্ষোঘ্নী ঋক্ ছাড়িয়া দিলে অপর ঋক্ তেরটি। উক্ত সমৃদ্ধির প্রশংসা "এতদ্বৈ……বদতি"

যাহা রূপসমৃদ্ধ, তাহা যজ্ঞের পক্ষে সমৃদ্ধ, [কেন না] সেই ঋক্ ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে পূর্ণভাবে উল্লেখ করে।

প্রথম ও শেষ ঋকের তিনবার আবৃত্তি-বিধান—"তাসাং……অবিস্রংসায়"

তাহাদের মধ্যে প্রথম [ঋক্] তিনবার ও শেষ [ঋক্] তিনবার পাঠ করিবে। [তাহা হইলে] তাহারা সতেরটি হইবে। প্রজাপতিই সপ্তদশ [-অবয়বাত্মক]; [কেননা] মাস বারটি, ঋতু পাঁচটি; তাহাদিগকে লইয়া সংবৎসর এবং সংবৎসরই প্রজাপতি। যে ইহা জানে, সে প্রজাপতি যাহাদের আশ্রয়, সেই ঋক্‌সকল দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। প্রথমটিকে তিনবার ও শেষটিকে তিনবার পাঠ করা হয়; এতদ্দ্বারা স্থিরতা, দৃঢ়তা ও অশিথিলতা প্রাপ্তির জন্য [রজ্জুরূপী] যজ্ঞের [উভয় প্রান্তে] গ্রন্থি দেওয়া হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড

আতিথ্যেষ্টি-মন্ত্রবিধান

অগ্নিমন্থনের পর আতিথ্যেষ্টির অবশিষ্ট কর্ম্ম-বিধান—"সমিধা…অভিবদতি"

"সমিধাগ্নিং দুবস্যত" এবং "আপ্যায়স্ব সমেতু তে" এই দুইটি মন্ত্র [1] আজ্যভাগদ্বয়ের পুরোনুবাক্যা হইবে। ইহারা আতিথ্যশব্দযুক্ত ও [তজ্জন্য] রূপসমৃদ্ধ; এবং যাহা রূপসমৃদ্ধ, তাহা যজ্ঞের পক্ষে সমৃদ্ধ; [কেন না] সেই ঋক্ ক্রিয়মাণ কর্ম্মকেই পূর্ণভাবে উল্লেখ করে।

---

(১) "সমিধাগ্নিং দুবস্যত ঘৃতৈর্বোধয়তাতিথিং। আস্মিন্ হব্যা জুহোতন॥" (৮।৪৪।১)

"আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যং। ভবা বাজস্য সংগথে॥" (১।৯১।১৬)

প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদে অতিথি শব্দ থাকায় মন্ত্রদ্বয়কেই আতিথ্য-শব্দযুক্ত বলা হইল।

দ্বিতীয় মন্ত্রে আতিথ্যবাচক শব্দ না থাকায় আপত্তি যথা—"সৈষা……স্যাৎ"

এই অগ্নিদৈবত [প্রথম] ঋক্ অতিথি-শব্দ-যুক্ত ; কিন্তু সোমদৈবত [দ্বিতীয়] ঋক্ অতিথি-শব্দ-যুক্ত নহে। যদি সোমের ঋক্ অতিথি-[শব্দ]-যুক্ত হইত, তাহা হইলে উহা অবশ্য [পুরোঽনুবাক্যা] হইতে পারিত।

এই আপত্তির উত্তর "এতৎ……আপীনবতী"

কিন্তু ঐ ঋক্ যে আপীন-[বাচক-পদ]-যুক্ত, তাহাতেই উহা অতিথি-[শব্দ]-যুক্ত।

দ্বিতীয় ঋকে আপীনবাচক (বৃদ্ধ্যর্থক) আপ্যায়স্ব পদ আছে ; তাহাতেই উহা অতিথিকে বুঝাইতেছে। তাহার কারণ—"যদা……ভবতি"

যখন অতিথিকে [ভোজনার্থ] পরিবেষণ করা হয়, তখন তিনি যেন আপীন (স্থূল) হইয়া থাকেন।

ভোজনের পর উদরপূর্ত্তি দ্বারা স্থূল হন ; কাজেই আপীন শব্দে অতিথিকে বুঝায়। তৎপরে আজ্যভাগদ্বয়ের যাজ্যামন্ত্রবিধান—"তয়োঃ……যজতি"

"জুষাণ" দ্বারাই উভয়ের (অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট আজ্য-ভাগদ্বয়ের) যাজ্যাবিধান করা হয়।

"জুষাণোঽগ্নিরাজ্যস্য বেতু" (অগ্নি তুষ্ট হইয়া আজ্য ভোজন করুন), "জুষাণঃ সোম আজ্যস্য হবিষো রেতু" (সোম তুষ্ট হইয়া আজ্য হবিঃ ভোজন করুন), এই জুষাণাদি মন্ত্র দুইটিকে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে আজ্যভাগ প্রদানের যাজ্যামন্ত্র করিবে।

আজ্যভাগদানের পর আতিথ্যেষ্টির প্রধান হবিঃ প্রদানের যাজ্যা ও অনুবাক্যা-বিধান—"ইদং বিষ্ণুঃ……বৈষ্ণব্যৌ"

"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" ও "তদস্য প্রিয়মভি পাথোঽশ্যাম্" এই দুই বিষ্ণুদৈবত মন্ত্র।[২]

আতিথ্যেষ্টির প্রধান দেবতা বিষ্ণু; তাঁহার উদ্দেশেই প্রধান হবিঃ পুরোডাশ দিতে হয়। কোন্‌টি যাজ্যা আর কোন্‌টি অনুবাক্যা? উত্তর—"ত্রিপদাং……যজতি"

ত্রিপাদ মন্ত্রকে (প্রথমটিকে) অনুবাক্যা করিয়া চতুষ্পাদ মন্ত্রকে (দ্বিতীয়টিকে) যাজ্যা করিবে।

উভয় মন্ত্রের পাদসংখ্যার প্রশংসা—"সপ্ত পদানি… ..দধাতি"

[ঐ দুই মন্ত্রে] পাদসংখ্যা সাতটি হইল; এই যে আতিথ্য [ইষ্টি], ইহা যজ্ঞের শিরোদেশ। মস্তকেও সাতটি প্রাণ [আছে]; এতদ্দ্বারা (ঐ দুই মন্ত্র দ্বারা) [যজ্ঞের] শিরোদেশেই প্রাণ কয়টিকে স্থাপন করা হয়।

তৎপরে স্বিষ্টকৃৎযাগের সংযাজ্যামন্ত্রবিধান—"হোতারং……অভিবদতি"

"হোতারং চিত্ররথমধ্বরস্য" এবং "প্র প্রায়মগ্নির্ভরতস্য শৃণ্বে" এই দুইটি স্বিষ্টকৃতের সংযাজ্যা হয়।[৩] আতিথ্য-[শব্দ]-যুক্ত বলিয়া ইহারা রূপসমৃদ্ধ; এবং যাহা রূপসমৃদ্ধ, তাহা যজ্ঞের পক্ষে সমৃদ্ধ, কেন না ঐ ঋক্ ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে পূর্ণভাবে উল্লেখ করে।

উভয় মন্ত্রেরই শেষ চরণে অতিথি শব্দ আছে। তজ্জন্য ইহারা রূপসমৃদ্ধ। মন্ত্রদ্বয়ের ছন্দঃপ্রশংসা—"ত্রিষ্টুভৌ ভবতঃ সেন্দ্রিয়ত্বায়"

---

(২) "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংসুরে॥" (১।২২।১৭)

"তদস্য প্রিয়মভিপাথোঽশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ॥" (১।১৫৪।৫)

(৩) "হোতারং চিত্ররথমধ্বরস্য যজ্ঞস্য যজ্ঞস্য কেতুং রুশন্তম্।
প্রত্যর্দ্ধিং দেবস্য দেবস্য মহ্না শ্রিয়া তু অগ্নিমতিথিং জনানাম্॥" (১০।১।৫)

"প্র প্রায়মগ্নির্ভরতস্য শৃণ্বে বি যৎ সূর্য্যো ন রোচতে বৃহদ্ ভাঃ।
অভি যঃ পূরুং পৃতনাসু তস্থৌ দ্যুতানো দৈব্যো অতিথিঃ শুশোচ॥" (৭।৮।৪)

ত্রিষ্টপ্ ছুইটি সেন্দ্রিয়ত্ব (বলবীর্য্য) প্রদান করে।

তৎপরে ইড়াভক্ষণ দ্বারাই আতিথ্যেষ্টি সমাপ্ত করিবে ;[৪] ইড়াভক্ষণের পরে বিহিত অন্য কর্ম্ম এস্থলে আবশ্যক নাই। তদ্বিষয়ে বিধান—"ইড়ান্তং……কর্ত্তব্যম্"

[এই আতিথ্যেষ্টি] ইড়ান্ত করা হয় ; এই যে আতিথ্য ইষ্টি, দেবগণ ইহাকে ইড়ান্ত করিয়া সমৃদ্ধি পাইয়াছিলেন, অতএব ইহাকে ইড়ান্তই করিবে।

ইড়াভক্ষণে কর্ম্ম সমাপ্ত হইলেই উহা ইড়ান্ত হইবে। অনুযাজ যাগের পূর্ব্বে ও পরে দুইবার ইড়াভক্ষণ বিহিত। এস্থলে প্রথমবার ইড়াভক্ষণেই আতিথ্যেষ্টি সমাপ্ত হওয়ায় অনুযাজ করিতে হইবে না। যথা—"প্রযাজান্……নানুযাজান্"

এস্থলে প্রযাজ যজনই করিবে, অনুযাজ করিবে না।

অনুযাজযজনের দোষ—"প্রাণা……তাদৃক্ তৎ"

প্রযাজ প্রাণের স্বরূপ, অনুযাজও তাহাই ; মস্তকে যে সকল প্রাণ আছে, তাহা প্রযাজ ; অধোদেশে যাহারা আছে, তাহা অনুযাজ। এই [অধোবর্ত্তী] প্রাণ সকলকে [অধোদেশ হইতে] লোপ করিয়া মাথায় তুলিতে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, যে এই আতিথ্যেষ্টিতে অনুযাজ যজন করে, সেও সেই ব্যক্তির সদৃশ হয়।

শীর্ষস্থ প্রাণবায়ুসকল অধঃস্থ অপানাদি বায়ুর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই হেতু পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত প্রযাজের তুলনায় পরে অনুষ্ঠিত অনুযাজের নিকর্ষ দেখান হইল। অন্যরূপেও দোষপ্রদর্শন—"অতিরিক্তং…চেমে"

এই যে সকল [ঊর্দ্ধস্থ] প্রাণ ও এই যে সকল [অধঃস্থ]

---

(৪) অশ্বত্থকাষ্ঠের পাত্রবিশেষের নাম ইড়া পাত্র ; হোমের পর হবিঃশেষ ঐ পাত্রে রাখিতে হয় ; সেই হবিঃশেষের নাম ইড়া। যজমান ও ঋত্বিকেরা ঐ ইড়া ভক্ষণ করেন। ইড়াভক্ষণের পর সকল ইষ্টিতেই অনুযাজ, সূক্তবাক, পত্নীসংযাজ ও সংস্থিত জপ অনুষ্ঠিত হয়। এস্থলে আতিথ্যেষ্টিতে বিশেষ বিধি দ্বারা সে সকল নিষিদ্ধ হইল।

প্রাণ, এই সকল প্রাণ একত্র হইয়া [একই মস্তকে] অবস্থান করিবে, ইহা অতিরিক্ত (অসঙ্গত ও অযোগ্য)।

যজ্ঞের শীর্ষরূপ আতিথ্যেষ্টিতে উৎকৃষ্ট প্রযাজের অবস্থানই যুক্ত; অপকৃষ্ট অনুযাজও সেস্থলে থাকিবে, ইহা অনুচিত। অনুযাজ না করিলে কোন ক্ষতি নাই যথা—"তদ্‌ যদ্‌······অনুযাজেষু"

যদিও এস্থলে প্রযাজ যজন হয়, আর অনুযাজ হয় না, তথাপি অনুযাজসমূহের যে ফল, তাহা সেই [প্রযাজ] কর্ম্মেই প্রাপ্ত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

প্রবর্গ্য-কর্ম্ম

আতিথ্যেষ্টির পর প্রবর্গ্যকর্ম্ম[১]। তদ্বিষয়ে আখ্যায়িকা—"যজ্ঞো······সংজভ্রুঃ"

যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে, আমি তোমাদের অন্ন হইব না, ইহা বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। দেবতারা বলিলেন,—না, তুমি আমাদের অন্নই হইবে। দেবতারা তাঁহাকে (যজ্ঞকে) হিংসা করিয়াছিলেন। হিংসিত হইয়াও তিনি দেবগণের নিকট [অন্নরূপে] প্রভূত হন নাই। তখন দেবগণ বলিলেন,

(১) প্রবর্গ্যকর্ম্ম প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে প্রত্যহ দুইবার অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে তিন দিন প্রবর্গ্যানুষ্ঠান বিহিত। এই কর্ম্মে মহাবীর নামক মৃৎপাত্রে দুগ্ধ পাক করিয়া ঐ হবিঃ আহবনীয়ে আহুতি দেওয়া হয়। ঐ হবির নাম ঘর্ম্ম।

এইরূপে হিংসিত হইয়াও ইনি যখন আমাদের অন্ন হইলেন না, অহো, তখন আমরা এই (প্রবর্গ্য) যজ্ঞের সম্ভার (আয়োজন) করিব। তাহাই হউক বলিয়া, তাঁহারা যজ্ঞের সম্ভার করিয়াছিলেন।

সেই যজ্ঞের সাধনার্থ বিধান "তং…সম্ভবতঃ"

সেই যজ্ঞের সম্ভার করিয়া [দেবতারা] বলিলেন, হে অশ্বিদ্বয়, [আমাদের কর্ত্তৃক পীড়িত] এই যজ্ঞের চিকিৎসা কর। [কেন না] অশ্বিদ্বয়ই দেবগণের ভিষক্। [আবার] অশ্বিদ্বয়ই অধ্বর্য্যু; সেই জন্য অধ্বর্য্যুদ্বয় ঘর্ম্মের (প্রবর্গ্যের) সম্ভার (আয়োজন) করেন।[২]

তৎপরে অনুজ্ঞামন্ত্র ও প্রৈষ মন্ত্র বিধান—"তং……অভিষ্টুহীতি"

যজ্ঞের আয়োজন করিয়া [অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা উভয়ে] বলিবেন,—অহে ব্রহ্মান্[৩], আমরা প্রবর্গ্য দ্বারা [কর্ম্ম] অনুষ্ঠান করিব; অহে হোতা, তুমি অভিষ্টব [স্তুতিমন্ত্র] পাঠ কর।

ব্রহ্মাকে যাহা বলা হয়, উহাই অনুজ্ঞামন্ত্র; হোতাকে যাহা বলা হয়, উহা প্রৈষ মন্ত্র।

(২) অধ্বর্য্যুদ্বয় বলিতে অধ্বর্য্যু ও তাঁহার সহায় প্রতিপ্রস্থাতাকে বুঝাইতেছে। ইঁহাদিগকে মহাবীর ও মহাবীরে হবিঃপাকের জন্য যাবতীয় উপকরণ (সম্ভার) সংগ্রহ করিতে হয়। এই যজ্ঞে ঘর্ম্ম শব্দে মহাবীরে পক্ব উত্তপ্ত হবিঃ; তদ্ভিন্ন তপ্ত মহাবীর পাত্র, অথবা প্রবর্গ্য কর্ম্মও স্থলবিশেষে ঘর্ম্ম শব্দের লক্ষ্য হইয়াছে।

(৩) যজ্ঞের মুখ্য ঋত্বিক্ চারিজন, হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা। তদ্ভিন্ন প্রত্যেকের সহকারী অন্যান্য ঋত্বিক্ থাকেন। ব্রহ্মা যজ্ঞের সমগ্র ভাগ পরিদর্শন করেন। এখানে তাঁহাকেই সম্বোধন হইতেছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

অভিষ্টবমন্ত্র—প্রথম পটল

হোতার পাঠ্য প্রথম স্তুতিমন্ত্র "ব্রহ্মজ……ভিষজ্যতি"

"ব্রহ্মজজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাৎ"[১] ইহা দ্বারা আরম্ভ করা হয়। [এই মন্ত্রে] বৃহস্পতিই ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ); তজ্জন্য ব্রহ্ম দ্বারাই এই (প্রবর্গ্য) যজ্ঞের চিকিৎসা হয়।

দ্বিতীয় মন্ত্র—"ইয়ং……দধাতি"

"ইয়ং পিত্রে রাষ্ট্র্যেত্যগ্রে"[২] এই মন্ত্রে রাষ্ট্রী অর্থে বাক্য; এতদ্দ্বারা এই (প্রবর্গ্য) যজ্ঞে বাক্যকেই স্থাপন করা হয়।

তৃতীয় মন্ত্র—"মহান্……ভিষজ্যতি"

"মহান্ মহী অস্তভায় দ্বিজাতঃ"[৩] এই মন্ত্রের দেবতা ব্রহ্মণস্পতি, কেন না বৃহস্পতিই ব্রহ্ম। তজ্জন্য ব্রহ্ম দ্বারাই এই যজ্ঞের চিকিৎসা হয়।

ইহার চতুর্থ চরণে বৃহস্পতির নাম থাকায় উহার দেবতা ব্রহ্মণস্পতি। চতুর্থ মন্ত্র—"অভিত্যং……দধাতি।"

"অভিত্যং দেবং সবিতারমোণ্যোঃ"[৪] এই মন্ত্র সবিতার। সবিতাই প্রাণ; এই মন্ত্র দ্বারা এই যজ্ঞে প্রাণেরই স্থাপনা হয়।

প্রথম চরণে সবিতার নাম থাকায় ইহার দেবতা সবিতা। উক্ত চারিটি মন্ত্র

---

(১) এই মন্ত্র শাকলসংহিতায় নাই। বাজসনেয়িসংহিতা ১৩।৫ মধ্যে আছে। আশ্বলায়ন ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রৌতসূত্র ৪।৬

(২) শাকলসংহিতায় নাই। আশ্ব০ শ্রৌ০ সূ০ ৪।৬।

(৩) আশ্ব০ শ্রৌ০ সূ০ ৪।৬।

(৪) বাজস০ সং ৪।২৫; আশ্ব০ শ্রৌ০ সূ০ ৪।৬।

শাকল শাখায় নাই। অন্য শাখা হইতে আশ্বলায়ন উদ্ধৃত করিয়াছেন। পঞ্চম ঋক্—"সংসীদস্ব……সমসাদয়ন্"

"সংসীদস্ব মহাঁ অসি"[৫] এই মন্ত্র দ্বারা ইঁহাকে (মহাবীরকে) [খরনামক সন্তাপন স্থানে] স্থাপন করিবে।

ষষ্ঠ মন্ত্র—"অঞ্জন্তি……সমৃদ্ধম্"

"অঞ্জন্তি যং প্রথয়ন্তো ন বিপ্রাঃ"[৬] এই মন্ত্র অজ্যমান (ঘৃত মাখান) [মহাবীরের] পক্ষে অভিরূপ (অনুকূল); যাহা যজ্ঞে অভিরূপ, তাহাই সমৃদ্ধ।

প্রথম চরণে 'অঞ্জন্তি' শব্দ থাকায় অজ্যমান পক্ষে অনুকূল। অঞ্জন্তি অর্থে মাখান হয়; অজ্যমান অর্থে যাহাতে মাখান হইতেছে। সপ্তম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত ছয়টি মন্ত্র "পতঙ্গম্……সমৃদ্ধম্"

"পতঙ্গমক্তমসুরস্য মায়য়া"[৭] ইত্যাদি, "যো নঃ স নুত্যো অভিদাসদগ্নে"[৮] ইত্যাদি, "ভবা নো অগ্নে সুমনা উপেতৌ"[৯] ইত্যাদি, দুই দুই মন্ত্র [যজ্ঞে] অভিরূপ; যাহা যজ্ঞে অভিরূপ, তাহাই সমৃদ্ধ।

দুই দুই মন্ত্র, অর্থাৎ ঐ ঋক্ ও সূক্তমধ্যগত তৎপরবর্ত্তী ঋক্। ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত পাঁচটি মন্ত্র—"কৃণুষ্ব……অপহত্যৈ"

"কৃণুষ্ব পাজঃ প্রসিতিং ন পৃথ্বীম্" ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্র[১০] রাক্ষসগণের দূরীকরণের জন্য রক্ষোঘ্ন মন্ত্র।

অষ্টাদশ হইতে একবিংশ পর্য্যন্ত চারিটি মন্ত্র—"পরি ত্বা…… একপাতিন্যঃ"

"পরি ত্বা গির্বণো গিরঃ,"[১১] "অধি দ্বয়োরদধা উক্‌থ্যং

(৫) ঋগ্বেদসং, ১।৩৬।৯, (৬) ৫।৪৩।৭, (৭) ১০।১৭৭।১, তথা ১০।১৭৭।২, (৮) ৬।৫।৪, তথা ৬।৫।৫, (৯) ৩।১৮।১, তথা ৩।১৮।২, (১০) ৪।৪।১—৫, (১১) ১।১০।১২।

বচঃ,"[১২] "শুক্রং তে অন্যদ্ যজতং তে অন্যৎ"[১৩] "অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানম্,"[১৪] এই চারিটি একপাতিনী ঋক্।

ইহারা একপাতিনী অর্থাৎ এস্থলে "পরি ত্বা গির্বণো গিরঃ" এই প্রথম চরণ উদ্ধারের দ্বারা কেবল সেই একটিমাত্র ঋক্‌কে বুঝাইতেছে; সূক্তান্তর্গত তৎপরবর্ত্তী কোন ঋক্‌কে বুঝাইতেছে না। অর্থাৎ এস্থলে পূর্ব্বের মত প্রত্যেক ঋকের পরবর্ত্তী কতিপয় ঋক্‌ও গ্রহণ করিতে হইবে না। সমস্ত মন্ত্রসংখ্যার প্রশংসা—"তাঃ……সংস্কুরুতে"

ইহারা (সকলে) একুশটি হইল। পুরুষও (মনুষ্যদেহও) একবিংশ (একবিংশতি-অবয়বযুক্ত);—হাতের অঙ্গুলি দশ; পায়ের অঙ্গুলি দশ; আর আত্মা একবিংশস্থানীয়; এইজন্য [ঐ একুশ মন্ত্রপাঠে] সেই এই একবিংশস্থানীয় আত্মারই সংস্কার করা হয়।

তৃতীয় খণ্ড

অভিষ্টব মন্ত্র—প্রথম পটল

একই সূক্তের অন্তর্গত নয়টি মন্ত্রের বিধান—"স্রক্কে……দধাতি"

"স্রক্কে দ্রপ্সস্য ধমতঃ সমস্বরন্"[১] ইত্যাদি নয়টি মন্ত্রের পবমান দেবতা। প্রাণও নয়টি; এই (নয়) মন্ত্র দ্বারা এই যজ্ঞে প্রাণ কয়টিকেই স্থাপন করা হয়।

আর একটি মন্ত্র "অয়ং……দধাতি"

---

(১২) ১।৮৩।৩, (১৩) ৬।৫৮।১, (১৪) ১০।১৭৭।৩।

(১) ঋ, সং ৯।৭৩।১—৯।

"অয়ং বেনশ্চোদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভাঃ"[২] এই মন্ত্রে যে বেন (নাভি) শব্দ আছে, সেই (নাভি) হইতে ঊর্দ্ধে কতিপয় প্রাণ (বায়ু) এবং অধোদিকে অন্য কতিপয় প্রাণ (বায়ু) বেনন (বিচরণ) করে ; এই জন্য [ইহার নাম] বেন। এই নাভি আবার প্রাণস্বরূপ হইয়া [ঊর্দ্ধবর্ত্তী ও অধোবর্ত্তী অন্য প্রাণ-সকলকে] 'নাভেঃ' (নাভৈষীঃ—ভয় করিও না) বলে ; এই জন্য ইহা নাভি; ইহাই নাভির নাভিত্ব। এই হেতু উক্ত (বেনশব্দ-যুক্ত) মন্ত্র দ্বারা এই প্রবর্গ্যে প্রাণকেই স্থাপন করা হয়।

ঐ মন্ত্র পাঠকালে "ইহাই বেন" ইত্যাদি বলিয়া নাভি দেখান হয়। ঐ কর্ম্মের তাৎপর্য্য ও মন্ত্রের আনুকূল্য বুঝান হইল। আর তিনটি মন্ত্র—"পবিত্রং ......দধাতি"

"পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে"[৩] "তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পদে"[৪] "বিয়ৎ পবিত্রং ধিষণা অতন্বত"[৫] এই পূত-(পবিত্রশব্দ)-যুক্ত মন্ত্র (তিনটি) [যজ্ঞের] প্রাণস্বরূপ। এই সেই অধোবর্ত্তী প্রাণের [একটি] রেতঃপক্ষে, [একটি] মূত্রের পক্ষে, [একটি] পুরীষের পক্ষে হিতকর ; এই হেতু ঐ (মন্ত্র তিনটি) দ্বারা ইহাদিগকেই (অধোবর্ত্তী প্রাণবায়ু তিনটি-কেই) এই প্রবর্গ্যে স্থাপন করা হয়।

পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্র কয়টি দ্বারা ঊর্দ্ধস্থ প্রাণবায়ুর এবং এই তিন মন্ত্রের দ্বারা অধঃস্থ তিনটি প্রাণবায়ুর স্থাপনা হয়।

(২) ঋ, সং, ১০।১২৩।১ (৩) ৯।৮৩।১ (৪) ৯।৮৩।২ (৫) শাখান্তরগত ; আশ্ব, শ্রৌ, সূ, ৪।৬

চতুর্থ খণ্ড

অভিষ্টবমন্ত্র—প্রথম পটল

তৎপরে কতিপয় সমগ্র সূক্তের বিধান হইতেছে—"গণানাং···ভিষজ্যতি"

"গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে"[১] এই সূক্তের দেবতা ব্রহ্মণস্পতি। বৃহস্পতিই ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ), এই জন্য এই সূক্ত-পাঠে ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) দ্বারাই এই প্রবর্গ্যের চিকিৎসা হয়।

ঋগ্বেদসংহিতার দ্বিতীয়মণ্ডলান্তর্গত ত্রয়োবিংশ সূক্তটির বিধান হইল। ঐ সূক্তে উনিশটি মন্ত্র আছে; তন্মধ্যে প্রথম ঋকের তৃতীয় চরণে ব্রহ্মণস্পতির নাম থাকায় এই সূক্তের দেবতা ব্রহ্মণস্পতি। তৎপরে—অন্য সূক্ত "প্রথশ্চ···করোতি"

"প্রথশ্চ যস্য সপ্রথশ্চ নাম"[২] ইত্যাদি সূক্ত ঘর্ম্মের[৩] (প্রবর্গ্যের) তনুস্বরূপ; এতদ্দ্বারা এই প্রবর্গ্যকে সতনু (শরীরযুক্ত) ও শোভনরূপযুক্ত করা হয়।

এতদ্দ্বারা তিনটি ঋক্‌যুক্ত ১০ মণ্ডল ১৮ সূক্তের বিধান হইল। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ঋকের চতুর্থ চরণের অনুবাদপূর্ব্বক প্রশংসা—"রথন্তরং···করোতি"

"রথন্তরমাজভারা বসিষ্ঠঃ" এবং "ভরদ্বাজো বৃহদাচক্রে অগ্নেঃ" এই দুই চরণ এই প্রবর্গ্যকে বৃহদ্রথন্তরযুক্ত (তন্নামক-সামদ্বয়যুক্ত) করে।

একটিতে রথন্তর শব্দ ও অন্যটিতে বৃহৎ শব্দ তন্নামক সামদ্বয়কে লক্ষ্য করিতেছে।[৪] অন্য সূক্তের বিধান—"অপশ্যং···দধাতি"

---

(১) ঋ, সং ২।২৩।১—১৯। (২) ১০।১৮।১—৩।

(৩) ঘর্ম্মশব্দের অর্থ পূর্ব্বে দেখ।

(৪) রথন্তর সাম—

"অভি ত্বা শূর নোনুমঃ অদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশং ঈশানমিন্দ্র তস্থুষঃ॥" (ঋ, সং, ৭।৩২।২২)

"অপশ্যং ত্বা মনসা চেকিতানম্" [৫] ইত্যাদি [সূক্তের ঋষি] প্রজাপতিপুত্র প্রজাবান্। এতদ্দ্বারা এই প্রবর্গ্যে প্রজারই স্থাপনা হয়।

ঐ সূক্তে (১০ মণ্ডলের ১৮৪ সূক্তে) তিন ঋক্। ঐ সূক্তের ঋষি প্রজাপতি-পুত্র প্রজাবান্। অন্য সূক্তের বিধান—"কা...ভবন্তি"

"কা রাধদ্ধোত্রাশ্বিনা বাম্" [৬] ইত্যাদি নয়টি মন্ত্র বিবিধ ছন্দোযুক্ত; তজ্জন্য ইহা (এই সূক্ত) [প্রবর্গ্য] যজ্ঞের উদরগত। [মনুষ্যেরও] উদরগত [নাড়ীপ্রভৃতি] বিবিধ-রূপে ছোট বড়; কিছু বা সূক্ষ্ম, কিছু বা স্থূল। সেই হেতু (যজ্ঞের উদরস্থিত হওয়াতে) এই মন্ত্রগুলিও বিবিধ ছন্দোযুক্ত।

১ মণ্ডলের ১২০ সূক্তের ১২টি ঋকের মধ্যে এখানে প্রথম নয়টির প্রয়োগ হই-তেছে। এই দ্বাদশ ঋক্—প্রথমটি গায়ত্রী, দ্বিতীয়টি ককুপ্, ইত্যাদি ক্রমে বিবিধ ছন্দোযুক্ত। ঐ সকল ঋক্পাঠের ফল—"এতাভিঃ...অজয়ৎ"

এই সকল মন্ত্র দ্বারা কক্ষীবান্ [ঋষি] অশ্বিদ্বয়ের প্রিয় ধামে গমন করিয়াছিলেন; [পরে] আরও উত্তম লোক অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ইহা জানার ফল—"উপাশ্বিনোঃ...বেদ"

যে ইহা জানে, সে অশ্বিদ্বয়ের প্রিয়ধামের নিকটে যায় ও আরও উত্তম লোক অর্জ্জন করে।

অন্য সূক্তের বিধান—

বৃহৎ সাম—

"ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতা বাজস্য কারবঃ।
ত্বাং বৃত্রেষু ইন্দ্র সৎপতিং নরস্ত্বাং কাষ্ঠাস্বর্বতঃ॥" (ঋ, সং, ৬।৪৬।১)

(৫) ১০।১৮৩।১-৩ (৬) ১।১২০।১-৯

"আভাত্যগ্নিরুষসামনীকম্" ইত্যাদি সূক্ত।[৭]

৫ মণ্ডল ৭৬ সূক্ত, ইহার মধ্যে পাঁচটি মন্ত্র আছে। তন্মধ্যে প্রথম ঋকের চতুর্থ পাদ দ্বারা সূক্তের প্রশংসা—"পীপিবাংসং...সমৃদ্ধম্"

"পীপিবাংসং অশ্বিনা ঘর্ম্মমচ্ছ" এই চরণ [ঘর্ম্ম শব্দে প্রবর্গ্যকে লক্ষ্য করায়] [যজ্ঞে] অভিরূপ ; যাহা যজ্ঞে অভি-রূপ, তাহাই সমৃদ্ধ।

ঐ সূক্তের ছন্দের প্রশংসা—"তদ্ব...দধাতি"

ঐ সূক্তের ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ; ত্রিষ্টুপ্ই বীর্য্য ; এতদ্দ্বারা এই প্রবর্গ্যে বীর্য্যেরই স্থাপনা হয়।

অষ্ট ঋকৃযুক্ত অন্য সূক্তের বিধান—"গ্রাবাণেব...দধাতি"

"গ্রাবাণেব তদিদর্থং জরেথে"[৮] ইত্যাদি সূক্তে "অক্ষী ইব" "কর্ণাবিব" "নাসেব" এই এই পদে [পুনঃপুনঃ] অঙ্গের নাম করায় এতদ্দ্বারা এই প্রবর্গ্যে ইন্দ্রিয় সকলের স্থাপনা হয়।

২ মণ্ডল ৩৯ সূক্তের অন্তর্গত পঞ্চম ও ষষ্ঠ ঋকে ঐ সকল পদ আছে। ঐ সূক্তের ছন্দঃপ্রশংসা—"তদ্ব...দধাতি"

ঐ সূক্তের ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ; ত্রিষ্টুপ্ই বীর্য্য ; এতদ্দ্বারা ঐ প্রবর্গ্যে বীর্য্যেরই আধান হয়।

পঁচিশ ঋকৃযুক্ত অন্য সূক্তের বিধান—"ঈড়ে...সমৃদ্ধম্"

"ঈড়ে দ্যাবাপৃথিবী পূর্ব্বচিত্তয়ে"[৯] ইত্যাদি সূক্তে "অগ্নিং ঘর্ম্মং সুরুচং যামন্নিষ্টয়ে" এই পাদ [যজ্ঞে] অভিরূপ ; যাহা যজ্ঞে অভিরূপ, তাহাই সমৃদ্ধ।

ঐ প্রথম ঋকের পাদে 'সুরুচং ঘর্ম্মং' এই পদ প্রবর্গ্যকে বুঝাইতেছে। এই জন্য উহা যজ্ঞে অভিরূপ। সূক্তের ছন্দঃপ্রশংসা "তদ্ব...দধাতি"

(৭) ঋ, সং, ৫।৭৬।১- ২।৩৯।১—৮ (৯) ১।১১২।১—২৫

ঐ সূক্তের জগতী ছন্দঃ ; পশুগণ জগতীচ্ছন্দঃ-সম্বন্ধী ; এতদ্দ্বারা এই প্রবর্গ্যে পশুগণকেই স্থাপন করা হয়।

জগতীচ্ছন্দঃ সোম আনিতে স্বর্গে যাইয়া তৎপরিবর্ত্তে পশু ও দীক্ষা আনিয়াছিলেন (তৈত্তিরীয়)। সেই হেতু জগতীর সহিত পশুর সম্বন্ধ। সূক্তের প্রশংসা—"যাভিঃ…সমর্দ্ধয়তি"

[ঐ সূক্তস্থ মন্ত্রসকলে] "যে সকল [ঊতি] দ্বারা ইঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলে" "যে সকল [ঊতি] দ্বারা ইঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলে" এই [পুনঃ পুনঃ] উক্তির অর্থ এই যে, অশ্বিদ্বয়ই ঐ সকল (রক্ষণরূপ) ফল অনুগ্রহপূর্ব্বক দিয়াছিলেন ; এই জন্য ঐ সূক্তদ্বারা এই প্রবর্গ্যে সেই সকল ফলেরই স্থাপনা হয় এবং এতদ্দ্বারা সেই সকল ফলকেই সমৃদ্ধ করা হয়।

অন্য সূক্তান্তর্গত একটি ঋকের বিধান—"অরূরুচৎ…দধাতি"

"অরূরুচদুষসঃ পৃশ্নিরগ্রিয়ঃ" [১০] এই ঋক্ রুচিত-[শব্দ]-যুক্ত ; এতদ্দ্বারা এই প্রবর্গ্যে রুচির (কান্তির) স্থাপনা হয়।

অরূরুচৎ পদ রুচ্যর্থক রুচ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। রুচি অর্থে কান্তি, শোভা।

অভিষ্টব স্তুতির পূর্ব্বভাগের সমাপন-বিধানার্থ মন্ত্র—দ্যুভিঃ…পরিদধাতি"

"দ্যুভিরক্তুভিঃ পরিপাতমস্মান্" [১১] এই [পূর্ব্বোক্ত সূক্তের] শেষ ঋক্ দ্বারা সমাপ্ত করা হয়।

ঐ মন্ত্রের অবশিষ্ট তিন চরণ—"অরিষ্টেভিঃ…সমর্দ্ধয়তি"

"অরিষ্টেভিরশ্বিনা সৌভগেভিঃ তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তাং অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ" এতদ্দ্বারা ইঁহাকে (যজমানকে) ঐ সকল (মন্ত্রোক্ত) ফল দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়।

সমগ্র ঋকের অর্থ,—হে অশ্বিদ্বয়, দীপ্তি দ্বারা, (ঘৃতাদি) অঞ্জন দ্বারা, অরিষ্ট (হিংসাপরিহার) দ্বারা, সৌভাগ্য দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর ; তাহা হইলে

(১০) ঋ, সং, ৯।৮৩।৩ (১১) ঋ, সং, ১।১১২।২৫

মিত্র, বরুণ, অদিতি, সমুদ্র, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদিগকে অত্যন্ত মহনীয় (পূজ্য) করিবেন। ঐ মন্ত্রপাঠে ঐ মন্ত্রোক্ত সকল ফল লব্ধ হয়। অভিষ্টবস্তুতির প্রথম ভাগের উপসংহার "ইতি……পটলম্"

ইহাই [অভিষ্টবস্তুতির] প্রথম পটল (প্রথম ভাগ)।

পটল অর্থে সমূহ। এই প্রথম পটলের অন্তর্গত মন্ত্রগুলি মহাবীরকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবার সময় হোতৃকর্ত্তৃক পঠিত হয়।

পঞ্চম খণ্ড

অভিষ্টব মন্ত্র—উত্তর পটল

"অথোত্তরম্"

অনন্তর উত্তর [পটল]।

এই দ্বিতীয় পটলের অন্তর্গত মন্ত্রগুলি ঘর্ম্মদুঘা গাভী দোহনের সময় এবং উত্তপ্ত মহাবীরে দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি ঢালিবার সময় ব্যবহৃত হয়। আরম্ভে একুশটি মন্ত্রের বিধান—"উপহ্বয়ে…তৎসমৃদ্ধম্"

"উপহ্বয়ে সুদুঘাং ধেনুমেতাম্"[১] "হিংকৃণ্বতী বসুপত্নী বসূনাম্"[২] "অভি ত্বা দেব সবিতঃ"[৩] "সমীং বৎসং ন মাতৃভিঃ"[৪] "সংবৎস ইব মাতৃভিঃ"[৫] "যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূঃ"[৬] "গৌরমীমেদনু বৎসং মিষন্তম্"[৭] "নমসেদুপসীদত"[৮] "সংজানানা উপসীদন্নভিজ্ঞু"[৯] "আ দশভির্বিবস্বতঃ"[১০] "দুহন্তি সপ্তৈকাম্"[১১] সমিদ্ধো অগ্নিরশ্বিনা"[১২] "সমিদ্ধো অগ্নির্বৃষণা রতির্দিবঃ"[১৩] "তদু প্রযক্ষতমমস্য কর্ম্ম"[১৪] "আত্মন্বন্নভো দুহ্যতে ঘৃতং পয়ঃ"[১৫] "উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে"[১৬] "অধুক্ষৎ পিপ্যুষী-

(১) ঋ, সং, ১।১৬৪।২৬ (২) ১।১৬৪।২৭ (৩) ১।২৪।৩ (৪) ৯।১০৪।২ (৫) ৯।১০৫।২ (৬) ১।১৬৪।৪৯ (৭) ১।১৬৪।২৮ (৮) ৯।১১।৬ (৯) ১।৭২।৫ (১০) ৮।৭২।৮ (১১) ৮।৭২।৭ (১২) আশ্ব শ্রৌঃ সূঃ ৪।৭ (১৩) আশ্বঃ শ্রৌঃ সূঃ ৪।৭ (১৪) ঋ, সং, ১।৬২।৬ (১৫) ৯।৭৪।৪ (১৬) ১।৪০।১

মিষম্” [১৭] “উপদ্রব পয়সা গোধুগোষম্” [১৮] “আসুতে সিঞ্চত শ্রিয়ম্” [১৯] “আনূনমশ্বিনোর্ঋষিঃ” [২০] “সমুত্যে মহতীরপঃ” [২১] এই একুশ ঋক্ অভিরূপ (অনুকূল); যাহা যজ্ঞে অভিরূপ, তাহা সমৃদ্ধ।

ঘর্ম্মদুঘা নামক গাভীর অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক দোহন কালে হোতা এই একুশ মন্ত্র পাঠ করেন। আর ছয়টি মন্ত্র—“উদুষ্য…যজতি”

“উদুষ্য দেবঃ সবিতা হিরণ্যয়া” [২২] এই মন্ত্রে [মহাবীর গ্রহণ করিয়া অন্য ঋত্বিকেরা উত্থান করিলে হোতা] তৎপশ্চাৎ উত্থান করিবে। “প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ” [২৩] এই মন্ত্রে [তাহাদের] অনুগমন করিবে। “গন্ধর্ব্ব ইত্থা পদমস্য রক্ষতি” [২৪] এই মন্ত্রে খর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবে। “নাকে সুপর্ণমুপ যৎপতন্তম্” [২৫] এই মন্ত্রে উপবেশন করিবে। “তপ্তো বাং ঘর্ম্মো নক্ষতিঃ স্বহোত” [২৬] ও “উভা পিবতমশ্বিনা” [২৭] এই মন্ত্রদ্বয়কে পূর্ব্বাহ্নে [অনুষ্ঠিত প্রবর্গ্য হবিঃপ্রদানের] যাজ্যামন্ত্র করিবে।[২৮]

মহাবীরকে যেখানে উত্তপ্ত করা হয়, তাহার নাম খর। অন্য মন্ত্র—“অগ্নে… ভাজনম্”

“অগ্নে বীহি” (অগ্নি, ভক্ষণ কর) এই মন্ত্রের পর অনুবষট্কার করিবে। ইহা স্বিষ্টকৃতের স্থানীয়।

পূর্ব্বোক্ত যাজ্যা মন্ত্রদ্বয়ের পর বৌষট্ উচ্চারণে প্রথম বষট্কার হয়। তৎপরে

---

(১৭) ৮।৭২।১৬　(১৮) আশ্বঃ শ্রৌঃ সূঃ ৪।৭　(১৯) ঋ, সং, ৮।৭২।১৩　(২০) ৮।৯।৭
(২১) ৮।৭।২২　(২২) ঋক্ ৬।৭১।১　(২৩) ১।৪০।৩　(২৪) ৯।৮৩।৪　(২৫) ১০।১২৩।৬
(২৬) অথর্ব্বসং ৭।৭৩।৫, আশ্বঃ শ্রৌঃ সূঃ ৪।৭　(২৭) ১।৪৬।১৫

(২৮) কোন দেবতাকে আহুতিপ্রদানের সময় হোতা অনুবাক্যা পাঠ করিয়া পরে যাজ্যা পাঠ করেন। যাজ্যা মন্ত্রের চারি অংশ। প্রথমে “যে যজামহে” বলিয়া উদ্দিষ্ট দেবতার নাম উল্লেখ হয়। এই অংশের নাম আগূঃ। তারপর দ্বিতীয় অংশ ঋক্মন্ত্র। তার পর বষট্কার অর্থাৎ বৌষট্ উচ্চারণ; বৌষট্ উচ্চারণের সময় অধ্বর্য্যু অগ্নিতে আহুতি নিক্ষেপ করেন। তৎপরে “অগ্নে বীহি” বলিয়া দ্বিতীয়বার বৌষট্ উচ্চারণ, ইহাই অনুবষট্কার।

"অগ্নে বীহি" মন্ত্রের পর দ্বিতীয় বার বৌষট্ উচ্চারণে অনুবষট্‌কার হয়। প্রবর্গ্য-কর্ম্মে অনুবষট্‌কার করিলে আর স্বিষ্টকৃতের সংযাজ্যা পাঠ বা স্বিষ্টকৃতের আহুতি আবশ্যক হয় না। পূর্ব্বাহ্নের যাজ্যাবিধান হইয়াছে, অপরাহ্নের অনুষ্ঠানের যাজ্যাবিধান—"যদুস্রিয়াস্থ……ভাজনম্"

"যদুস্রিয়াস্বাহুতং ঘৃতং পয়ঃ"[২৯] ও "অস্য পিবতমশ্বিনা"[৩০] এই দুইটি অপরাহ্নের যাজ্যা করিবে। "অগ্নে বীহি" এই মন্ত্রে অনুবষট্‌কার করিবে ; উহা স্বিষ্টকৃতের স্থানীয়।

প্রবর্গ্যকর্ম্মে প্রধান হবিঃ প্রদানের পর স্বিষ্টকৃতের প্রয়োজন নাই ; তাহাতে কোন দোষ হইবে না ; যথা—"ত্রয়াণাং……অনন্তরিত্যৈ"

"সোম (সোমরস), ঘর্ম্ম (প্রবর্গ্যের হবিঃ), ও বাজিন (ঘোল) এই তিন হবিঃ স্বিষ্টকৃতের উদ্দেশে দেওয়া হয়। [কিন্তু এস্থলে] সেই হোতা যে অনুবষট্‌কার করেন, তাহাতেই স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির অন্তরায় (লোপ) হয় না।

পরে ব্রহ্মা জপ করিবেন—"বিশ্বা…জপতি"

"বিশ্বা আশা দক্ষিণসাৎ"[৩১] এই মন্ত্র ব্রহ্মা জপ করিবেন।

ব্রহ্মজপের পর হোমান্তে হোতার পাঠ্য আর সাতটি ঋক্—"স্বাহাকৃতঃ……সমৃদ্ধম্"

"স্বাহাকৃতঃ শুচির্দেবেষু ঘর্ম্মঃ"[৩২] "সমুদ্রাদূর্ম্মিমুদিয়র্ত্তি বেন"[৩৩] "দ্রপ্সঃ সমুদ্রমভি যজ্জিগাতি"[৩৪] "সখে সখায়মভ্যাববৃৎস্ব"[৩৫] "ঊর্দ্ধ ঊ ষু ণ ঊতয়ে"[৩৬] "ঊর্দ্ধো নঃ পাহ্যংহসঃ"[৩৭] "তং ঘেমিত্থা নমস্বিনঃ"[৩৮] এই সাতটি মন্ত্র অভিরূপ ; যাহা যজ্ঞে অভিরূপ, তাহাই সমৃদ্ধ।

---

(২৯) অথর্ব্বসং ৭।৭৩।৪, আশ্ব শ্রৌঃ ৪।৭ (৩০) ঋ, সং, ৮।৫।১৪ (৩১) আশ্ব, শ্রৌ, সূ, ৪।৭ (৩২) অথর্ব্বসং, ৭।৭৩।৩, আশ্ব০ শ্রৌ, সূ০ ৪।৭ (৩৩) ঋ, সং, ১০।১২৩।২ (৩৪) ১০।১২৩।৮ (৩৫) ৪।১।৩ (৩৬) ১।৩৬।১৩ (৩৭) ১।৩৬।১৪ (৩৮) ১।৩৬।৭

তৎপরে প্রবর্গ্যের হবিঃশেষভক্ষণের পূর্ব্বে আর এক মন্ত্র—"পাবকশোচে… আকাঙ্ক্ষতে"

"পাবকশোচে তব হি ক্ষয়ং পরি"[৩৯] এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভক্ষণের অপেক্ষা করিবে।

পরে ভক্ষণ-মন্ত্র—"হুতং…ভক্ষয়তি"

ইন্দ্রতম (অত্যৈশ্বর্য্যশালী) অগ্নিতে হবির আহুতি হইয়াছে ; হে দেব ঘর্ম্ম (প্রবর্গ্যদেব), তোমার সেই মধু (মধুর) হবিঃ আমরা ভক্ষণ করিব। তুমি মধুমান্ (মাধুর্য্যযুক্ত), পিতুমান্ (অন্নযুক্ত), বাজবান্ (গতিযুক্ত), অঙ্গিরস্বান্ (অঙ্গিরা ঋষি কর্ত্তৃক পুরাকালে ভক্ষিত হওয়ায় তদ্‌যুক্ত), তোমাকে প্রণাম ; [তুমি] আমাকে হিংসা করিও না। ইত্যর্থক মন্ত্র দ্বারা ঘর্ম্ম (প্রবর্গ্য হবির শেষভাগ) ভক্ষণ করা হয়।

পরে প্রবর্গ্যপাত্র সংসাদন-কালে হোতার পাঠ্য মন্ত্রদ্বয়—

"শ্যেনো ন যোনিং সদনং ধিয়া কৃতম্"[৪০] ও "আ যস্মিন্ সপ্ত বাসবাঃ"[৪১] এই দুই মন্ত্র [প্রবর্গ্যপাত্রের] সংসাদনকালে (নামাইবার সময়) পাঠ করিবে।

প্রবর্গ্য কর্ম্ম কয়েকদিন ধরিয়া পূর্ব্বাহ্নে অনুষ্ঠিত হয়। শেষদিনের অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত প্রবর্গ্যযজ্ঞে একটি অতিরিক্ত ঋক্ বিহিত হয় যথা—"হবিঃ…ভবন্তি"

"হবির্হবিষ্মো মহি সদ্ম দৈব্যম্"[৪২] এই মন্ত্র যে দিন [প্রবর্গ্যের] উৎসাদন হয়, [সেই দিন ঐ মন্ত্র পাঠ করিবে]

অভিষ্টবসমাপ্তিমন্ত্র—"সূয়বসাৎ……পরিদধাতি"

"সূয়বসাৎ ভগবতী হি ভূয়াঃ"[৪৩] এই শেষ মন্ত্রে [প্রবর্গ্য] সমাপ্ত করিবে।

---

(৩৯) ঋ, সং ৩।২।৬ (৪০) ঋ, সং ৯।৭১।৬ (৪১) আশ্ব, শ্রৌ, সূ, ৪।৭ (৪২) ঋ, সং ৯।৮৩।৫ (৪৩) ১।১৬৪।৪০।

প্রবর্গ্যকর্ম্মের প্রশংসা—"তদেতৎ......সম্ভবতি"

এই যে ঘর্ম্ম (প্রবর্গ্যকর্ম্ম), ইহা দেবগণের মৈথুনস্বরূপ ; সেই যে ঘর্ম্ম (মহাবীরপাত্র), তাহা শিশ্নস্বরূপ ; এই যে দুইখানি শফ (মহাবীরধারণের কাষ্ঠ), ইহাই শফদ্বয়স্বরূপ ; এই যে উপযমনী (উডুম্বর-নির্ম্মিত দর্বী), তাহাই শ্রোণি-কপাল (শ্রোণিমধ্যস্থ অস্থি) ; এই যে দুগ্ধ (মহাবীরস্থ তপ্ত ঘৃতে যাহা প্রক্ষিপ্ত হয়), তাহাই রেতঃ ;[৪৪] এই সেই রেতঃ দেবযোনি জননস্থান অগ্নিতে সিক্ত হয়, [যে হেতু] অগ্নিই দেবযোনি ; সেই (যজমান) দেবযোনি অগ্নি হইতে ও আহুতি-সমূহ হইতে [দেবতারূপে] উৎপন্ন হন।

ইহা জ্ঞানের প্রশংসা—"ঋঙ্ময়ো......যজতে"

যে ইহা জানে, এবং যে ইহা জানিয়া এই যজ্ঞক্রতু দ্বারা যজন করে, সে ঋঙ্ময়, যজুর্ময়, সামময়, বেদময়, ব্রহ্মময়, অমৃতময় হইয়া, সকল দেবতাকে একযোগে প্রাপ্ত হয়।

---

(৪৪) প্রবর্গ্যকর্ম্মে বিবিধ সম্ভার বা উপকরণ আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে ঐ কয়টি প্রধান। যে মৃন্ময় পাত্রে ঘর্ম্ম (দুগ্ধ ও ঘৃত পাক করিয়া প্রস্তুত প্রবর্গ্যের প্রধান হবিঃ) প্রস্তুত হয়, তাহার নাম মহাবীর ; তপ্ত মহাবীর ধরিবার জন্য দুইখানি ডুমুরের কাঠ থাকে, তাহার নাম শফ ; দুগ্ধ গ্রহণের জন্য একখানি ডুমুর কাঠের দর্ব্বী (হাতা) থাকে, তাহাই উপযমনী। অধ্বর্য্যু এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ ও যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। প্রথমে খর-নামক বালুকানির্ম্মিত মণ্ডলের মধ্যে ঘৃতাক্ত মহাবীর স্থাপিত করিয়া নীচে উপরে জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়া মহাবীরকে উত্তপ্ত করিতে হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে হোতা অভিষ্টবমন্ত্রের প্রথম পটল পাঠ করেন। তৎপরে অধ্বর্য্যু ঘর্ম্মদুঘা গাভী দোহন করেন ও প্রতিপ্রস্থাতা ছাগী দোহন করেন। এই সময়ে হোতা অভিষ্টবের দ্বিতীয় পটলের প্রথমাংশ পাঠ করেন। তৎপরে ঐ গোদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ মহাবীরে ঢালিয়া ঘর্ম্মপাক করিতে হয়। এই সময়ে হোতা আর কয়েকটি অভিষ্টব পাঠ করেন। তৎপরে শফদ্বারা মহাবীর নামাইয়া আহবনীয়ে ঐ ঘর্ম্মের আহুতি দেওয়া হয়। পরে যজমান ও ঋত্বিকেরা হুতাবশিষ্ট ঘর্ম্ম ভক্ষণ করেন। তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত হোমের পর যজ্ঞিয় পাত্র সকল যথাস্থানে স্থাপন করা হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড

উপসদিষ্টি

প্রবর্গ্যকর্ম্মবিধানের পর উপসদিষ্টিবিধান বিষয়ে আখ্যায়িকা—"দেবাসুরাঃ.. প্রত্যকুর্ব্বত"

দেবগণ ও অসুরগণ এই লোকসকলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তখন সেই অসুরেরা এই (তিন) লোককে পুরীতে (প্রাকার-বেষ্টিত নগরে) পরিণত করিয়াছিল। যেমন ওজস্বী (বীর্য্য-বান্) ও বলযুক্ত (সেনাসমন্বিত) লোকে [করিয়া থাকে], সেইরূপ তাহারাও (অসুরেরাও) এই ভূলোককে লৌহ-(প্রাকার)-যুক্ত, অন্তরিক্ষকে রজত-(প্রাকার)-যুক্ত, ও দ্যু-লোককে স্বর্ণ-(প্রাকার)-যুক্ত করিয়াছিল। তাহারা এইরূপে এই লোকত্রয়কে পুরীতে পরিণত করিয়াছিল। দেবগণ বলিলেন, অসুরেরা যেমন লোকত্রয়কে পুরীতে পরিণত করি-য়াছে, আমরাও এই লোকত্রয়কে তাহাদের বিরুদ্ধে পুরীতে পরিণত করিব। তাহাই হউক, এই বলিয়া তাঁহারা এই ভূমি হইতে সদঃ (প্রাচীনবংশের পূর্ব্বস্থ মণ্ডপ)[১] প্রস্তুত করিলেন, অন্তরিক্ষের নিকট হইতে আগ্নীধ্র[২] প্রস্তুত করিলেন, দ্যুলোক হইতে হবির্ধান[৩]-(নামক-শকট)-দ্বয় প্রস্তুত করিলেন। এই-রূপে তাঁহারা অসুরদিগের বিরুদ্ধে এই লোকসকলকে পুরীতে পরিণত করিলেন।

---

(১) প্রাচীনবংশশালায় ইষ্টিকর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীনবংশের বাহিরে উত্তরবেদি, তাহার নিকটে সদঃ। এই সদঃস্থানে প্রাচীনবংশ হইতে সোম আনিয়া রাখিতে হয়।

(২) আগ্নীধ্র—তন্নামক ধিষ্ণ্য বা অগ্নিশালা।

(৩) হবির্ধান—৫ অধ্যায় ৩ খণ্ড দেখ।

দেবগণের বিজয় যথা—"তে দেবা...অন্থুদন্ত"

সেই দেবগণ বলিলেন, [আমরা] উপসৎ (তন্নামক হোম) অনুষ্ঠান করিব ; [কেন না] উপসদ্ (সমীপে অবস্থান বা দুর্গের অবরোধ) দ্বারাই [লোকে] মহাপুরী জয় করে; তাহাই হউক, এই বলিয়া তাঁহারা যে প্রথম (প্রথম দিনে বিহিত) উপসৎ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা এই [ভূ] লোক হইতে অসুরদিগকে অপসারিত করিয়াছিলেন ; যে দ্বিতীয় (দ্বিতীয় দিনে বিহিত) উপসৎ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা অন্তরিক্ষ হইতে, যে তৃতীয় (তৃতীয় দিনে বিহিত) উপসৎ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা দ্যুলোক হইতে, এইরূপে তাহাদিগকে এই সকল লোক হইতেই অপসারিত করিয়াছিলেন।

তৎপরে—"তে বা.. অনুদন্ত"

এই লোকত্রয় হইতে অপসারিত হইয়া সেই অসুরেরা [বসন্তাদি] ঋতুগণকে আশ্রয় করিয়াছিল। [তখন] দেবগণ বলিলেন, [আমরা] উপসৎ অনুষ্ঠান করিব ; তাহাই হউক, বলিয়া তাঁহারা ঐ তিনসংখ্যক উপসদের প্রত্যেককে দুই দুই বার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এইরূপে তাহা (উপসৎ) ছয়টি হইল ; ঋতুও ছয়টি ; তখন তাহাদিগকে ঋতুর নিকট হইতে অপসারিত করিলেন।

তৎপরে—"তে বা...অনুদন্ত"

ঋতুর নিকট হইতে অপসারিত হইয়া সেই অসুরেরা মাসসমূহের আশ্রয় লইল। সেই দেবগণ বলিলেন, [আমরা] উপসৎ অনুষ্ঠান করিব ; তাহাই হউক, বলিয়া তাঁহারা সেই ষট সংখ্যক উপসদের প্রত্যেককে দুই দুই বার অনুষ্ঠান করি-

লেন। এইরূপে তাহা দ্বাদশসংখ্যক হইল; মাসও দ্বাদশ; তখন তাহাদিগকে মাসসমূহের আশ্রয় হইতে অপসারিত করিলেন।

পরে—"তে বৈ…অনুদন্ত"

মাসসমূহ হইতে অপসারিত হইয়া সেই অসুরেরা অৰ্দ্ধ-মাস সকলের আশ্রয় লইল। সেই দেবগণ বলিলেন, আমরা উপসৎ অনুষ্ঠান করিব; তাহাই হউক, বলিয়া সেই দ্বাদশ-সংখ্যক উপসদের প্রত্যেককে দুই দুইবার অনুষ্ঠান করিলেন। তাহাতে তাহারা চব্বিশটি হইল; অৰ্দ্ধমাসও চব্বিশটি; তখন তাহাদিগকে অৰ্দ্ধমাস হইতে অপসারিত করিলেন।

পরে—"তে বৈ…অন্তরায়ন্"

অৰ্দ্ধমাস হইতে অপসারিত হইয়া সেই অসুরেরা অহো-রাত্রের আশ্রয় লইল। সেই দেবগণ বলিলেন, আমরা উপসৎ অনুষ্ঠান করিব; তাহাই হউক, বলিয়া তাঁহারা পূর্ব্বাহ্ণে যে উপসৎ অনুষ্ঠান করিলেন, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে দিবস হইতে এবং অপরাহ্ণে যে (উপসৎ) অনুষ্ঠান করিলেন, তদ্দ্বারা রাত্রি হইতে অপসারিত করিলেন। এইরূপে তাহাদিগকে অহোরাত্র উভয় হইতেই অপসারিত করিলেন।

উপসদনুষ্ঠানের কাল—"তস্মাৎ…পরিশিনষ্টি"

সেইজন্য পূর্ব্বাহ্ণেই প্রথম উপসৎ ও অপরাহ্ণে অপর উপ-সৎ অনুষ্ঠেয়। এতদ্দ্বারা সেই (দিবারাত্রির মধ্যগত সন্ধ্যা) কালই শত্রুর অবস্থানের জন্য অবশিষ্ট থাকে।

পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে অনুষ্ঠান দ্বারা শত্রুগণ (দেবপক্ষে অসুর ও যজমানপক্ষে শত্রু) দিনরাত্রি হইতে তাড়িত হইয়া কেবল সন্ধ্যাকালকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

সপ্তম খণ্ড

তানূনপ্‌ত্র

উপসদের প্রশংসা—"জিতয়ো…ব্যজয়ন্ত"

এই যে উপসৎ, ইহাদের নাম জিতি (জয়); ইহাদের দ্বারাই দেবগণ অসপত্ন (শত্রুরহিত) বিজয় পাইয়াছিলেন।

ইহা জানার প্রশংসা – "অসপত্নাং…বেদ"

যে ইহা জানে, সে শত্রুরহিত বিজয় লাভ করে।

পুনঃপ্রশংসা—"যাং…বেদ"

দেবগণ এই লোকসকলে, ঋতুসকলে, মাসসকলে, অর্দ্ধমাসসকলে এবং অহোরাত্রে যে যে বিজয় লাভ করিয়াছিলেন, যে (যজমান) ইহা জানে, সে সেই সেই বিজয়ই লাভ করে।

অনন্তর তানূনপ্‌ত্র' প্রস্তাবের জন্য আখ্যায়িকা—"তে দেবাঃ…বিশ্বৈর্দেবৈঃ"

সেই দেবগণ ভয় করিয়াছিলেন, আমাদের প্রেমের অভাব (পরস্পর বিরোধ) দেখিয়া অসুরেরা প্রবল হইবে। এই ভয়ে তাঁহারা বিভক্ত হইয়া (ভিন্ন ভিন্ন দল বাঁধিয়া) চলিয়া গিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অগ্নি বসুগণের সহিত, ইন্দ্র রুদ্রগণের সহিত, বরুণ আদিত্যগণের সহিত, বৃহস্পতি বিশ্বদেবগণের সহিত বিভক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

তৎপরে—"তে তথা…সংন্যদধত"

---

(১) তানূনপ্‌ত্র উপসদের অঙ্গ নহে। আতিথ্যেষ্টির পর যজমান ও ঋত্বিকেরা পরস্পর অবিরোধের জন্য যে কর্ম্মদ্বারা শপথ গ্রহণ করেন, তাহার নাম তানূনপ্‌ত্র। অধ্বর্য্যু ধ্রুবা নামক দর্ব্বী হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া কাংস্যপাত্রে রাখেন। পরে যজমান ও ঋত্বিকেরা সকলে মিলিয়া ঐ আজ্য স্পর্শ করেন। তৎপরে হোতৃগণ জলপূর্ণ মদন্তী পাত্র স্পর্শ করিলে তাঁহাদের "তনু" "বরুণের গৃহে" (জলে) রাখা হয়। তৎপরে মদন্তীজল দ্বারা সোমের আপ্যায়ন করা হয়। (৯২ পৃঃ দেখ)

তাঁহারা সেইরূপে চলিয়া গিয়া মন্ত্রণা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমাদের এই যে সকল প্রিয়তম তনু (পুত্রকলত্রাদি) আছে, তাহাদিগকে এই রাজা বরুণের গৃহে [গুপ্তভাবে] রাখিয়া দিব। যিনি এই [নিয়ম] লঙ্ঘন করিবেন, অথবা যিনি লোভ দেখাইবেন (লোভ দেখাইয়া পুত্রাদিকে বাহিরে আনিবেন), আমাদের মধ্যে তিনি তাহাদের (পুত্রাদির) সহিত সঙ্গত (মিলিত) হইতে পারিবেন না। তাহাই হউক, বলিয়া তাঁহারা রাজা বরুণের গৃহে তনুসকল রাখিয়াছিলেন।

তানূনপ্ত্র শব্দের ব্যাখ্যা—"তে যদ্ ....তানূনপ্ত্রত্বম্"

তাঁহারা যে রাজা বরুণের গৃহে তনু রাখিয়াছিলেন, তাহাই তানূনপ্ত্র হইয়াছিল ; তাহাতেই তানূনপ্ত্রের তানূনপ্ত্রত্ব।

পুত্রাদিকে বরুণগৃহে রাখিয়া দেবগণ আজ্যস্পর্শ দ্বারা পরস্পর বন্ধুত্ব বিষয়ে শপথ করিয়াছিলেন। তানূনপ্ত্র নামক কর্ম্মেও যজমান ও ঋত্বিক্‌গণকে ঐরূপে আজ্যস্পর্শ করিতে হয়।

উহার সমর্থন—"তস্মাৎ......ইতি"

সেই জন্য [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, সতানূনপ্ত্রীকে (এক যোগে শপথকারীকে) দ্রোহ করিবে না।

তানূনপ্ত্র শব্দে শপথ বুঝায়। পাঁচজনে মিলিয়া শপথবদ্ধ হইলে পরস্পর বিরোধ অকর্ত্তব্য। দেবগণের শপথের ফল—"তস্মাৎ...অবাভবন্তি"

সেই জন্যই (দেবগণের শপথপূর্ব্বক সন্ধিবন্ধনহেতু) অসুরেরা এই লোকে প্রবল হয় নাই।

অষ্টম খণ্ড

উপসদিষ্টি

আতিথ্যকর্ম্মে আস্তীর্ণ বর্হিঃ (কুশ) উপসদে ব্যবহৃত হয়। ইড়াভক্ষণের পর আতিথ্য সমাপ্ত হওয়ায় ঐ বর্হিঃ অগ্নিতে দেওয়া হয় না ; উহা উপসদে ব্যবহৃত হয়। তাহার কারণপ্রদর্শন—"শিরো বৈ ·····শিরোগ্রাবম্"

এই যে আতিথ্য, ইহা যজ্ঞের শিরোদেশ, এবং উপসৎ গ্রীবা। মস্তক ও গ্রীবা সমান (সন্নিহিত) ; এইজন্য উভয় কর্ম্ম এক বর্হিঃ দ্বারাই সম্পাদন করিবে।

অসুরগণের পুরীভেদে উপসৎ বাণস্বরূপ হইয়াছিল, যথা—"ইষুং বা······ আয়ন্"

এই যে উপসৎ ইহাকে দেবগণ ইষু-(বাণ)-স্বরূপে সংস্কৃত করিয়াছিলেন। অগ্নি সেই বাণের অনীক (সম্মুখভাগ), সোম শল্য, বিষ্ণু তেজন (শল্যাগ্র) ও বরুণ পর্ণ (পত্র) হইয়াছিলেন। [দেবগণ] আজ্যস্বরূপ ধনু ধারণ করিয়া সেই বাণ মোচন করিয়াছিলেন ; এই বাণ দ্বারা তাঁহারা [অসুরদিগের] পুরী ভেদ করিয়া আসিয়াছিলেন।

আজ্য ধনুঃস্বরূপ হওয়াতে উপসদে কেবল ঘৃতদ্বারা হোম হয়,—"তস্মাৎ··· ভবন্তি"

সেইজন্য এই সকল দেবতাদের আজ্যই হবিঃ হয়।

উপসদের অঙ্গভূত ব্রতোপায়নের বিধান—"চতুরোঽগ্রে······পর্ণানি"

উপসৎসমূহের অগ্রে (প্রথমদিনে সন্ধ্যাকালে) [গাভীর] চারিটি স্তন হইতে ব্রত (যজমান কর্ত্তৃক দুগ্ধপান) করান হয়। কেন না বাণের চারিটি সন্ধি,—অনীক, শল্য, তেজন ও পর্ণ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয়দিনের স্তনসংখ্যাবিধান—"ত্রীন্‌…ক্রিয়তে"

উপসৎসমূহে [দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকালে] তিনটি স্তনে ব্রত করান হয় ; কেন না বাণের তিনটি সন্ধি—অনীক, শল্য ও তেজন। উপসৎসমূহে [দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায়] দুইটি স্তনে ব্রত করান হয়, কেন না বাণের দুইটি সন্ধি,—শল্য ও তেজন। উপসৎসমূহে [তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে] একটি স্তনে ব্রত করান হয় ; কেন না বাণকে একটিই বলা হয় ; এক (অখণ্ড বস্তু) দ্বারাই বীর্য্য সম্পাদিত হয়।

উক্ত সংখ্যার প্রশংসা—"পরোবরীয়াংসো…অভিজিত্যৈ"

এই লোকসকল ঊর্দ্ধভাগে [ক্রমশঃ] বিস্তৃত ও অধোভাগে [ক্রমশঃ] সঙ্কুচিত। উপসদেরাও ঊর্দ্ধ হইতে (প্রথম দিন হইতে) অধোদিকে (শেষ দিন পর্য্যন্ত) [ক্রমশঃ স্তনসংখ্যা হ্রাস দ্বারা] অনুষ্ঠিত হয় ; ইহাতে ঐ সকল লোকই জয় করা হয়।

সত্যলোক হইতে দ্যুলোক ছোট, দ্যুলোক হইতে অন্তরিক্ষ ছোট, অন্তরিক্ষ হইতে ভূলোক ছোট। সেইরূপ উপসদের প্রথম দিনে চারিটি স্তন হইতে গোদুগ্ধ পান হয়, পরে স্তনসংখ্যা ক্রমশঃ কমান হয়। এই জন্য এই অনুষ্ঠানে স্বর্গাদিলোক জয় করা হয়।

উপসৎকর্ম্মের প্রশংসার পর হোতৃপাঠ্য সামিধেনী-বিধান—"উপসদ্যায়… …অভিবদতি"

"উপসদ্যায় মীঢুষে" ইত্যাদি[1] তিনটি এবং "ইমাং মে অগ্নে-সমিধমিমামুপসদং বনেঃ" ইত্যাদি[2] তিনটি মন্ত্র সামিধেনী করিবে। উহারা রূপসমৃদ্ধ, এবং যাহা রূপসমৃদ্ধ, তাহা যজ্ঞের

(১) ৭।১৫।১-৩　(২) ২।৬।১-৩

পক্ষে সমৃদ্ধ, কেন না ঐ ঋক্ ক্রিয়মাণ কর্ম্মকেই পূর্ণভাবে উল্লেখ করে।

পূর্ব্বাহ্ণে প্রথম তিনটি ও অপরাহ্ণে অপর তিনটি মন্ত্রে সামিধেনী হইবে। উক্ত মন্ত্রে "উপসদ্যায়' এবং "উপসদং বনেঃ" এই দুই পদ থাকায় উহারা রূপ-সমৃদ্ধ হইল। পরে যাজ্যানুবাক্যা-বিধান—"জঘ্নিবতীঃ......কুর্য্যাৎ"

হনন-[বাচক-শব্দ]-যুক্ত ঋক্‌কে যাজ্যা ও অনুবাক্যা করিবে।

তাদৃশ ঋকের উল্লেখ—"অগ্নিঃ...ইত্যেতাঃ"

"অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনৎ" [অনুবাক্যা], "য উগ্র ইব শর্য্যহা" [যাজ্যা] "ত্বং সোমাসি সৎপতিঃ" [অনুবাক্যা], "গয়স্ফানো অমীবহ" [যাজ্যা] "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" [অনুবাক্যা] "ত্রীণি পদা বিচক্রমে" [যাজ্যা] এই সকল মন্ত্র।

ঐ ছয় মন্ত্র যথাক্রমে অগ্নি সোম ও বিষ্ণু এই তিন দেবতার উদ্দিষ্ট অনুবাক্যা ও যাজ্যা হইবে। পূর্ব্বাহ্ণের অনুষ্ঠানের যাজ্যা অপরাহ্ণের অনুবাক্যা এবং পূর্ব্বাহ্ণের অনুবাক্যা অপরাহ্ণে যাজ্যা হইবে যথা—"বিপর্য্যস্তাভিরপরাহ্ণে যজতি"

অপরাহ্ণে বিপর্য্যস্ত (উলটান) মন্ত্র দ্বারা যজন করা হয়।

যাজ্যানুবাক্যার প্রশংসা—"ঘ্নন্তো...উপসদঃ"

এই যে (পূর্ব্বোক্ত যাজ্যানুবাক্যাযুক্ত) উপসৎসকল, এতদ্দ্বারা দেবগণ [অসুরগণের] পুরী ভেদ করিয়া ও [অসুর-দিগকে] হনন করিয়া আসিয়াছিলেন।

যাজ্যানুবাক্যাগুলি সকলেরই এক ছন্দঃ, যথা—"সচ্ছন্দসঃ...বিচ্ছন্দসঃ"

[যাজ্যানুবাক্যা মন্ত্রগুলি] সমানছন্দোযুক্ত করিবে; বিভিন্নছন্দোযুক্ত করিবে না।

তাহার হেতু—"যৎ...জনিতোঃ"

যদি বিভিন্নছন্দোযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে গ্রীবাতে

(গ্রীবাস্বরূপ উপসদে) গণ্ড (গণ্ডমালা রোগ) উৎপাদন করা হয় ও [তদ্দ্বারা হোতা যজমানের] গ্লানি উৎপাদনে সমর্থ হন।

সেই জন্য বিধান—"তস্মাৎ…বিচ্ছন্দসঃ"

সেই জন্য সমানছন্দোযুক্তই করিবে; বিভিন্নছন্দোযুক্ত করিবে না।

আজ্য দ্বারাই উপসদের হবিঃ প্রদান হয়, তাহার প্রশংসা—"তদু…তদাহ"

এ বিষয়ে একটি কথা আছে। জনশ্রুতার পুত্র উপাবি (নামক ঋষি) উপসৎ-সম্বন্ধীয় ব্রাহ্মণে (বেদবাক্যে) ইহা বলিয়াছিলেন যে, শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ) ব্যক্তি অশ্লীল (কুরূপ) হইলেও তাহার মুখ [বেদপাঠহেতু] যেন তৃপ্ত (শোভমান) বলিয়াই বোধ হয়। সেইরূপ [গ্রীবাস্থানীয়] উপসৎও আজ্য-হবির্যুক্ত [অতএব শোভমান], এবং [শোভমান] গ্রীবার উপরে স্থাপিত মুখও (ঐ বেদজ্ঞের মুখের মত শোভমান দেখা যায়];—ইহাই তিনি ঐ উক্তি দ্বারা বলিয়াছিলেন।

নবম খণ্ড

উপসৎ—সোমাপ্যায়ন—নিহ্নব

উপসদে প্রযাজানুযাজ নিষেধ……"দেববর্ম্ম… ..অপ্রতিশবায়"

এই যে প্রযাজ ও অনুযাজ, উহা দেবগণের বর্ম্ম-(কবচ)-স্বরূপ; এইজন্য [উপসদ্‌রূপী] বাণের তীক্ষ্ণতার জন্য ও বিরুদ্ধ (শত্রুনিক্ষিপ্ত) বাণের পরিহারার্থ উপসৎ কর্ম্ম প্রযাজরহিত ও অনুযাজরহিত হয়।

শত্রুর বাণ হইতে আত্মরক্ষার্থ বর্ম্ম ধারণ করিতে হয়; নিজের বাণ যেখানে তীক্ষ্ণ, অতএব এক বাণেই শত্রুনিপাত সম্ভব, সেখানে পরের বাণের আশঙ্কাই নাই। সে স্থলে বর্ম্মধারণ অনাবশ্যক। সেইরূপ উপসদ্‌রূপী শরক্ষেপে যেখানে শত্রুনিপাত অবশ্যম্ভাবী, সেখানে প্রযাজানুযাজরূপ বর্ম্মের প্রয়োজন নাই।

পুনঃ পুনঃ দক্ষিণে যাওয়ার নিষেধ……"সকৃৎ……অনপক্রমায়"

[হোতা] একবার মাত্র [বেদি ও আহবনীয়ের সীমা] অতিক্রম করিয়া (পার হইয়া) আশ্রাবণ করিবে; তাহাতেই যজ্ঞের (উপসদের) সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি হয় ও যজ্ঞ অপক্রম করিতে (পলায়ন করিতে) পারেন না।

উপসদের তিন দেবতা, অগ্নি, সোম ও বিষ্ণু, ইহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশে আশ্রাবণ পূর্ব্বক আহুতিদানের জন্য আহবনীয়াগ্নির দক্ষিণে গমন নিষিদ্ধ হইল। একবার গিয়া সেখানে স্থির হইয়া তিন দেবতার উদ্দেশে আশ্রাবণ[১] করিলেই যজ্ঞ সিদ্ধ হইবে।

অনন্তর সোমাপ্যায়নের প্রস্তাব—"তদাহুঃ……বৃত্রমহন্"

[ব্রহ্মবাদীরা] এ বিষয়ে বলেন—রাজা সোমের সমীপে যে [তানূনপত্র কর্ম্ম] অনুষ্ঠিত হয়, এবং উহা যে তাঁহার (সোমের) নিকটে ঘৃতদ্বারা (আজ্যস্পর্শ দ্বারা)[২] অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ক্রূর; কেন না [ঘৃতরূপী] বজ্র দ্বারাই ইন্দ্র বৃত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন।

শাখান্তরেও ঐরূপ সোমের নিকটে তানূনপত্র বিধান আছে।[৩] ঐ ক্রূর কর্ম্ম পরিহারের উপায় বিধান—"তদ যদ্……বর্দ্ধয়ন্ত্যেব"

---

(১) কোন দেবতার উদ্দেশে আহুতিদানের সময় অধ্বর্যু উত্তর হইতে আহবনীয়ের দক্ষিণে গমন করেন ও সেইখানে থাকিয়া 'ও শ্রাবয়' এই বাক্য উচ্চারণ করেন। ইহার নাম আশ্রাবণ। আগ্নীধ্র নামক ঋত্বিক তাহার প্রত্যুত্তরে "অস্তু শ্রৌষট্" বলেন।

(২) তানূনপত্র দেখ; পৃঃ ৮৬; তানূনপত্রের পর সোমাপ্যায়ন ও নিহ্নবানুষ্ঠান।

(৩) "ঘৃতং খলু বৈ দেবা বজ্রং কৃত্বা সোমমঘ্নন্ অন্তিকমিব খলু বা অস্যৈতচ্চরন্তি যত্তানূনপত্রেণ চরন্তি।"

যেহেতু সেই ক্রূর কর্ম্ম ইঁহার (সোমের) সমীপে অনুষ্ঠিত হয়, সেই হেতু এই [পশ্চাদুক্ত-মন্ত্রযুক্ত অনুষ্ঠান] দ্বারা ইঁহাকে আপ্যায়িত (জলপ্রোক্ষণ দ্বারা শান্ত) করা হয় ও অনন্তর ইঁহাকে সমৃদ্ধ করা হয়। [মন্ত্র যথা] হে দেব সোম, একধনবিৎ (এক সোমই যাঁহার ধন সেই) ইন্দ্রের জন্য তোমার অংশু (অবয়ব) বর্দ্ধিত হউক; তোমার জন্য ইন্দ্র বর্দ্ধিত হউন; ইন্দ্রের জন্য তুমি বর্দ্ধিত হও; বন্ধুস্বরূপ আমাদিগকে মঙ্গল দ্বারা ও মেধা দ্বারা বর্দ্ধিত কর। হে দেব সোম, তোমার স্বস্তি (মঙ্গল) হউক; শেষ-ঋক্‌যুক্ত সুত্যা (অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের শেষে সোমাভিষব) প্রাপ্ত হও। এই মন্ত্রদ্বারা [সোম] রাজার আপ্যায়ন (জলপ্রোক্ষণ দ্বারা তৃপ্তি বিধান) হয়।

তৎপরে যজমান ও ঋত্বিক্‌গণ বেদির উপর প্রস্তর নামক কুশমুষ্টিতে উভয় হস্ত রাখিয়া দ্যাবাপৃথিবীকে নমস্কার করেন; ইহার নাম নিহ্নব। নিহ্নব মন্ত্র—"দ্যাবাপৃথিব্যোঃ······বর্দ্ধয়ন্তোব"

এই যে রাজা সোম, ইনি দ্যৌঃ ও পৃথিবীর গর্ভ; এই জন্য অভ্যুদয়দাতা তুমি অন্নের জন্য ও সৌভাগ্যের জন্য ধন প্রদান কর; অভ্যুদয়দাতা তুমি অন্য (ফলও) প্রদান কর; সত্যই ঋতবাদীদিগকে (সত্যবাদীদিগকে) প্রণাম; দ্যুলোককে প্রণাম, পৃথিবীকে প্রণাম। এই মন্ত্র দ্বারা প্রস্তরে (প্রস্তরনামক কুশ-গুচ্ছে) যে নিহ্নব করা হয়, তাহাতে দ্যুলোকদ্বারা ও পৃথিবী দ্বারা তাঁহাকেই (সোমকেই) প্রণাম করা হয়; অপিচ [এত-দ্দ্বারা] তাঁহাদিগকেও (দ্যাবাপৃথিবীকেও) বর্দ্ধন করা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

সোমক্রয়

পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রবর্গ্যের অভিষ্টব, উপসৎ, তানূনপত্র, সোমাপ্যায়ন, নিহ্নব ও ব্রতোপায়ন অনুষ্ঠান কথিত হইয়াছে। এক্ষণে সোমক্রয়ের প্রস্তাব ; তদ্বিষয়ে আখ্যায়িকা—"সোমো বৈ......অক্রীণন্"

রাজা সোম গন্ধর্ব্বগণের নিকটে ছিলেন। তাঁহার বিষয়ে দেবগণ ও ঋষিগণ চিন্তা করিলেন, এই রাজা সোম কিরূপে আমাদের নিকট আসিবেন। [তখন] সেই বাগ্‌দেবী বাক্ (দেবী) বলিলেন, গন্ধর্ব্বেরা স্ত্রীকামুক ; আমাকেই স্ত্রী করিয়া [সোমের] মূল্যস্বরূপ কর। দেবগণ কহিলেন, না, তোমাকে ছাড়িয়া আমরা কিরূপে থাকিব। তিনি (বাগ্‌দেবী) বলিলেন, [আমাদ্বারা সোমকে] ক্রয় কর ; যখনই তোমাদের আমাকে প্রয়োজন হইবে, তখনই আমি তোমাদের নিকট পুনরায় আগত হইব। তাহাই হউক বলিয়া [দেবগণ] মহতী নগ্ন-(উলঙ্গ)-রূপ ধারিণী সেই [বাগ্‌দেবী] দ্বারা রাজা সোমকে ক্রয় করিয়াছিলেন।[১]

সোমক্রয় বিধান "তাম্......ক্রীণন্তি"

---

(১) নগ্ন শব্দে, বাগ্‌দেবী বালিকারূপ ধরিলেন, ইহাই বুঝাইতেছে। যথা শাখান্তরে "তে দেবা অব্রুবন্ স্ত্রীকামা বৈ গন্ধর্ব্বাঃ স্ত্রিয়া নিষ্ক্রীণামেতি। তে বাচং স্ত্রিয়মেকহায়নীং কৃত্বা তয় নিরক্রীণন্।"

তাঁহার (বালিকা বাগ্‌দেবীর) অনুকরণে অস্কন্ন (পুংসংসর্গরহিত) বৎসতরীকে (ছোট গাভীকে) সোমের মূল্য করা হয়, ও তদ্দ্বারা রাজা সোমকে ক্রয় করা হয়।

সেই বাছুরের পুনর্গ্রহণ—"তাং……আগচ্ছৎ"

তাহাকে (বৎসতরীকে) পুনরায় ক্রয় করিবে; কেন না তিনি (বাগ্‌দেবী) পুনরায় তাঁহাদের (দেবগণের) নিকট আসিয়াছিলেন।

সোমক্রয়ের পর অগ্নিপ্রণয়নের পূর্ব্বে অনুচ্চ স্বরে মন্ত্রপাঠ কর্ত্তব্য—"তস্মাৎ……আগচ্ছতি।"

সেই জন্য রাজা সোমের ক্রয়ের পর উপাংশু বাক্য দ্বারা (অনুচ্চস্বরে মন্ত্রপাঠ দ্বারা) অনুষ্ঠান করিবে ; কেন না তখন বাগ্‌দেবী গন্ধর্ব্বদিগের নিকট থাকেন, এবং তিনি অগ্নিপ্রণয়নের সময় পুনরায় (ফিরিয়া) আসেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্নিপ্রণয়ন

অগ্নিপ্রণয়নের প্রৈষ মন্ত্র [১]—"অগ্নয়ে……অধ্বর্য্যঃ"

অধ্বর্য্যু [হোতাকে] বলিবেন, প্রণীয়মান অগ্নির অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর।

হোতৃপাঠ্য মন্ত্র—"প্রদেবং…অদ্রুহ্যাং"

"প্রদেবং দেব্যা ধিয়া ভরতা জাতবেদসম্। হব্যা নো

(১) অগ্নি এতক্ষণ প্রাচীনবংশশালায় আহবনীয় মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে উত্তর বেদিতে আনয়নের নাম অগ্নিপ্রণয়ন। প্রাচীনবংশে ইষ্টিকর্ম্ম ও উত্তর বেদিতে পশুযাগ ও সোমযাগ অনুষ্ঠিত হয়।

বক্ষদানুষক্।[২]" এই গায়ত্রী ঋক্ ব্রাহ্মণ [যজমানের পক্ষে] হোতা পাঠ করিবেন।

ঐ ঋকের অর্থ—[হে ঋত্বিক্গণ], দেব জাতবেদাকে (অগ্নিকে) তাঁহার স্বরূপপ্রকাশক বুদ্ধিদ্বারা [উত্তরবেদি-অভিমুখে] লইয়া চল ; তিনি উত্তর-বেদিতে অবস্থিত হইয়া আমাদের হব্যসকল [দেবগণের নিকট] বহন করুন। ঐ মন্ত্রের ছন্দ গায়ত্রী ; যজমান ব্রাহ্মণ হইলে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ঐ মন্ত্রের প্রযোজ্যতা "গায়ত্রো বৈ……সমর্দ্ধয়তি"

ব্রাহ্মণ গায়ত্রীর সম্বন্ধযুক্ত ; [এবং] গায়ত্রীই তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস ; এই হেতু ঐ মন্ত্রদ্বারা ইঁহাকে (যজমানকে) তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়।

ক্ষত্রিয় যজমানপক্ষে মন্ত্র—"ইমং ·····অনুব্রূয়াৎ"

"ইমং মহে বিদথ্যায় শূষম্"[৩] এই ত্রিষ্টুপ্‌টি রাজন্য (ক্ষত্রিয়) পক্ষে পাঠ করিবে।

মন্ত্রের প্রযোজ্যতা—"ত্রৈষ্টুভো……সমর্দ্ধয়তি"

রাজন্য ত্রিষ্টুভের সম্বন্ধযুক্ত ; ত্রিষ্টুপ্‌ই ওজঃ, ইন্দ্রিয় ও বীর্য্যস্বরূপ ; এইহেতু এতদ্দ্বারা ইঁহাকে ওজোদ্বারা ও ইন্দ্রিয় দ্বারা ও বীর্য্যদ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়।

ঐ মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রযোজ্যতা "শশ্বৎকৃত্বঃ……গময়তি"

"শশ্বৎকৃত্ব ঈড্যায় প্রজভ্রুঃ"—এই মন্ত্র আপনার [আত্মীয় স্বজন] মধ্যে তাঁহাকে (ক্ষত্রিয় যজমানকে) শ্রেষ্ঠতা পাওয়ায়।

প্রথম দুই চরণের অর্থ—সুখোৎপাদক অগ্নিকে মহৎ লাভের জন্য বহুবার পূজনীয় যজমানের পক্ষ হইতে (উত্তর বেদিতে) আনা হইয়াছিল। এ স্থলে দ্বিতী চরণে যজমানের "শশ্বৎকৃত্ব ঈড্যঃ" (বহুশঃ পূজনীয়) বিশেষণ থাকায় যজমানে শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইল। ঐ ঋকের শেষ দুই চরণের প্রযোজ্যতা—

---

(২) ১০।১৭৬।২ (৩) ৩।৫৪।১

"শৃণোতু নো দম্যেভিরনীকৈঃ শৃণোত্বগ্নিঃ দিব্যৈরজস্রঃ" এই মন্ত্রের পাঠ দ্বারা, যে ইহা জানে, তাহার জরা (বার্দ্ধক্য) পর্য্যন্ত [অগ্নি] সেখানে (তাঁহার গৃহে) অজস্র (নিরন্তর) দীপ্ত থাকেন।

দুই চরণের অর্থ—দম্য (গৃহযোগ্য অর্থাৎ যজমানের গৃহরক্ষার্থ স্থাপিত) সৈন্যগণের সহিত অগ্নি আমাদিগকে (আমাদের স্তবস্তুতি) শ্রবণ করুন; দিব্য (দেবলোকযোগ্য) সৈন্যের সহিত অজস্র (নিরন্তর) শ্রবণ করুন। অগ্নিকে ঐরূপ প্রার্থনা করায় তিনি যজমানের গৃহে স্থির থাকেন।

বৈশ্যযজমান পক্ষে মন্ত্র—"অয়মিহ······অনুব্রূয়াৎ"

"অয়মিহ প্রথমো ধায়ি ধাতৃভিঃ"[৪] এই জগতীকে বৈশ্যের পক্ষে পাঠ করিবে।

তাহার প্রযোজ্যতা—"জাগতো বৈ······সমর্দ্ধয়তি"

বৈশ্য জগতীর সম্বন্ধযুক্ত, এবং পশুগণ জগতীর সম্বন্ধ যুক্ত;[৫] এই হেতু এতদ্দ্বারা ইঁহাকে পশুদ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়।

ঐ মন্ত্রের চতুর্থপাদের প্রযোজ্যতা—"বনেষু·· ···সমৃদ্ধম্"

"বনেষু চিত্রং বিশ্বং বিশে বিশে" এই চরণ অভিরূপ এবং যাহা যজ্ঞে অভিরূপ, তাহাই সমৃদ্ধ।

বৈশ্যবাচক বিশ্ শব্দ দুইবার থাকায় বৈশ্যপক্ষে অনুকূল হইল। তৎপরে বিভিন্ন জাতির অনুকূল প্রথম ঋক্ বিধানের পর সকল জাতির অনুকূল দ্বিতীয় ঋক্ বিধান—

"অয়মু ষ্য প্র দেবযুঃ"[৬] এই অনুষ্টুভে বাক্য ত্যাগ করিবে।

সোমক্রয়ের সময় বাক্যকে (মন্ত্রকে) উপাংশু পাঠের বা লুকাইবার ব্যবস্থা

---

(৪) ৪।৭।১

(৫) পশুর সহিত জগতীর সম্বন্ধ পূর্ব্বে দেখ।

(৬) ১০।১৭৬।৩

হইয়াছিল। এখন অগ্নিপ্রণয়নের সময় বাক্যকে স্পষ্ট উচ্চারণ দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া হইল।

এ বিষয়ে ঐ মন্ত্রের প্রযোজ্যতা—"বাগ্বা······বিসৃজতে"

অনুষ্টুপ্‌ই বাক্ (বাক্য); এতদ্দ্বারা [অনুষ্টুভ্‌রূপী] বাক্যেই [উপাংশু রক্ষিত] বাক্যকে ত্যাগ করা হয়।

ঐ মন্ত্রের প্রথমচরণের প্রথমাংশের প্রযোজ্যতা—"অয়মু······প্রব্রূতে"

"অয়মু ষ্য" এই যে বলা হয়, ইহাতে যে পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বগণের নিকটে ছিল, সেই আমি [দেবগণের নিকট] আসিয়াছি, এই অর্থ দ্বারা সেই বাক্ [দেবতারই] উল্লেখ হয়।

তৃতীয় ঋকের বিধান "অয়মগ্নিঃ ·····উরুষ্যতি"

"অয়মগ্নিরুরুষ্যতি" [৭] এই মন্ত্রে এই [প্রণীয়মান] অগ্নিই [যজমানকে] রক্ষা করেন, ইহা বলা হয়।

উরুষ্যতি অর্থে রক্ষতি। মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রযোজ্যতা "অমৃতাদিব······দধাতি"

"অমৃতাদিব জন্মনঃ" এতদ্দ্বারা এই যজমানে অমৃতত্ব (অমরতা বা দেবত্ব) স্থাপন করা হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধের তাৎপর্য্য—"সহসশ্চিৎ ·····যদগ্নিঃ"

"সহসশ্চিৎ সহীয়ান্ দেবো জীবাতবে কৃতঃ" এতদ্দ্বারা এই যে অগ্নি, এই দেবকেই জীবনের ঔষধস্বরূপ করা হইল।

ঐ মন্ত্রভাগের অর্থ—দেবকে (অগ্নিকে) আমাদের জীবনের ঔষধার্থ প্রবল হইতেও প্রবল করা হইয়াছে।

চতুর্থ ঋক্—"ইড়ায়াস্ত্বা······ন্নাভিঃ"

"ইড়ায়াস্ত্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি" [৮] এই মন্ত্রে এই

---

(৭) ১০।১১৭৬।৪ (৮) ৩।২৯।৪

যে উত্তরবেদির [অন্তর্গত] নাভি [নামক স্থান], [৯] তাহাকেই ইড়ার (গাভীর) পদ (স্থান) বলা হইল।

ঐ মন্ত্রাংশের ঐ অর্থ—[হে অগ্নি,] ইড়ার পদ (গাভীর স্থান) স্বরূপ পৃথিবীর (ভূমিস্থানের) পূর্ব্বে নাভিনামক স্থানে তোমাকে [স্থাপন করি]। সোমক্রয়ণী গাভীর পদধূলি ঐ স্থানে দেওয়া হয়, তজ্জন্য গাভীর পদ বলা হইল।

তৃতীয় চরণের প্রশংসা—"জাতবেদো…ভবন্তি"

"জাতবেদো নিধীমহি" এই মন্ত্রদ্বারা ইঁহাকে (প্রণীয়মান জাতবেদা অগ্নিকে) [উত্তর বেদির নাভিতে] নিধান (স্থাপন) করা হয়।

চতুর্থচরণের প্রযোজ্যতা—"অগ্নে…ভবতি"

"অগ্নে হব্যায় বোঢ়বে" এতদ্দ্বারা [অগ্নি] হব্যবহনে উদ্যত হন।

পঞ্চম ঋকের পূর্ব্বার্দ্ধ—"অগ্নে বিশ্বেভিঃ…আসাদয়তি"

"অগ্নে বিশ্বেভিঃ স্বনীক দেবৈরূর্ণাবন্তং প্রথমঃ সীদ যোনিম্" [১০] এতদ্দ্বারা বিশ্বদেবগণ সহ ইঁহাকে (অগ্নিকে) [সেই নাভি নামক স্থানে] স্থাপিত করা হয়।

ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ—হে স্বনীক (শোভনসৈন্যযুক্ত) অগ্নি, বিশ্বদেবগণের সহিত প্রথম (প্রধান) হইয়া ঊর্ণাযুক্ত স্থানে (মেষলোকযুক্ত নাভিস্থানে) অধিষ্ঠিত হও।

তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের প্রযোজ্যতা "কুলায়িনং…প্রতিষ্ঠাপয়তি"

"কুলায়িনং ঘৃতবন্তং সবিত্রে" এই (তৃতীয় চরণ) দ্বারা এই যে সকল পিতুদারু-(খদিরবৃক্ষ)-নির্ম্মিত পরিধি, গুগ্‌গুল, ঊর্ণা (মেষলোম) এবং সুগন্ধি তৃণ (খস্‌খস্), এই সকলকেই যজ্ঞে

---

(৯) প্রাচীনবংশের পূর্ব্বদিকে উত্তর বেদি। ঐ উত্তর বেদির অন্তর্গত নাভি নামক স্থানে কুশ আস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি আহবনীয় হইতে আনীত অগ্নিকে স্থাপন করা হয়।

(১০) ৬।১৫।১৬

কুলায়-(পক্ষীর বাস জন্য নির্ম্মিত নীড়)-স্বরূপ করা হয়। এবং "যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু" এই (চতুর্থচরণ) দ্বারা যজ্ঞকেই সেখানে সরলভাবে স্থাপন করা হয়।

উভয় চরণের অর্থ—সবিতা (প্রেরক অর্থাৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা) যজমানের জন্য কুলায়যুক্ত ও ঘৃতযুক্ত যজ্ঞকে সাধুভাবে আনয়ন (সম্পাদন) কর। এস্থলে যজ্ঞকে কুলায়যুক্ত বলা হইয়াছে। পক্ষী কাষ্ঠতৃণাদি আহরণ করিয়া কুলায় নির্ম্মাণ করে। উত্তরবেদির নাভিতেও কাষ্ঠনির্ম্মিত পরিধি, তৃণ, মেষলোমাদি আস্তীর্ণ করায় উহা যজ্ঞরূপী অগ্নির কুলায়স্বরূপ হইল। অগ্নিকে ঐ খানে স্থাপন করায় ঐ মন্ত্রের সার্থকতা। আহবনীয় স্থানে রক্ষিত কাষ্ঠখণ্ডের নাম পরিধি।

ষষ্ঠ ঋকের প্রথম চরণ—"সীদ হোতঃ···নাভিঃ"

"সীদ হোতঃ স্ব উ লোকে চিকিত্বান্"[১১] এস্থলে অগ্নিই দেবগণের হোতা, এবং এই যে উত্তর বেদির নাভি, ইহাই তাঁহার স্ব (স্বকীয়) লোক (স্থান)।

মন্ত্রাংশের অর্থ, অহে হোতা (অগ্নি), বিজ্ঞানবান্ তুমি স্বকীয় লোকে অবস্থান কর।

দ্বিতীয় চরণের যজ্ঞ শব্দের তাৎপর্য্য—"সাদয়া···আশাস্তে"

"সাদয়া যজ্ঞং সুকৃতস্য যোনৌ" এই চরণে যজমানই যজ্ঞ; যজমানের জন্যই এই আশীষ প্রার্থনা হয়।

ঐ চরণের অর্থ—যজ্ঞকে (যজমানকে) সুকৃতগণের (পুণ্যকর্ম্মাদের) যোনিতে (স্থানে) স্থাপন কর।

মন্ত্রের উত্তরার্দ্ধে বয়ঃ শব্দের তাৎপর্য্য···"দেবাবীঃ · দধাতি"

"দেবাবীর্দেবান্ হবিষা যজাস্যগ্নে বৃহদ্‌যজমানে বয়োধাঃ" এস্থলে প্রাণই বয়ঃ [শব্দের লক্ষ্য]; এতদ্দারা যজমানে প্রাণকেই স্থাপন করা হয়।

---

(১১) ৩।২৯।৮

উহার অর্থ—হে দেবপ্রিয় অগ্নি, তুমি দেবগণকে হবিঃ দ্বারা যজন কর, এবং যজমানে অধিকপরিমাণে বয়ঃ (প্রাণ) আধান (স্থাপন) কর।

সপ্তম ঋকের প্রথম চরণ—"নি হোতা…নাভিঃ"

"নি হোতা হোতৃষদনে বিদানঃ"[১২] এস্থলে অগ্নিই দেবগণের হোতা; এবং এই যে উত্তরবেদির নাভি, ইহাই তাঁহার হোতৃ-সদন (হোতার বাসস্থান)।

দ্বিতীয় চরণের "অসদৎ" পদের অর্থ—

"ত্বেষো দীদিবাং অসদৎ সুদক্ষঃ" এতদ্দ্বারা সেই (অগ্নি) তখন (প্রণয়নকালে) [উত্তর বেদির নাভিতে] আসন্ন (উপস্থিত) হন।

উভয় চরণের অর্থ (স্বয়ং) দীপ্তিমান্ ও (অন্যের) দীপক, সুদক্ষ, হোতা (অগ্নি) হোতৃসদনে (আপনার বাসস্থানে অর্থাৎ উত্তরবেদির নাভিতে) আসন্ন হন।

তৃতীয় চরণে বসিষ্ঠ শব্দের অর্থ—"অদব্ধব্রত…বসিষ্ঠঃ"

"অদব্ধব্রতপ্রমতির্বসিষ্ঠঃ" এস্থলে অগ্নিই দেবগণের বসিষ্ঠ (উৎকৃষ্ট বাসস্থান)।

অদব্ধ (হিংসারহিত) ব্রতে (কর্ম্মে) যাঁহার মতি আছে, এবং যিনি বসিষ্ঠ—এই দুইটি পূর্ব্বোক্ত অগ্নির বিশেষণ। বসিষ্ঠ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ [দেবগণের] উৎকৃষ্ট বাসস্থান।

চতুর্থ চরণের ব্যাখ্যা—"সহস্রম্ভরঃ…বিহরন্তি"

"সহস্রম্ভরঃ শুচিজিহ্বো অগ্নিঃ" এস্থলে ইনি (অগ্নি) এক হইলেও [ঋত্বিকেরা] ইঁহাকে বহুস্থলে (বহু ধিষ্ণ্যে)[১৩] লইয়া যায়, ইহাই তাঁহার সহস্রম্ভরতা (সহস্ররূপধারিতা)।

---

(১২) ২।৯।১

(১৩) ধিষ্ণ্য শব্দের অর্থ অগ্নিস্থান।

শুচিজিহ্ব ও সহস্রম্ভর এ দুইটিও অগ্নির বিশেষণ। অগ্নি এক হইলেও বহু-ধিষ্ণ্যে নীয়মান হওয়ায় সহস্ররূপধর।

এই জ্ঞানের প্রশংসা—"প্র হ···বেদ"

যে ইহা জানে, সে সহস্রসংখ্যক পুষ্টি (গোসুবর্ণাদি ধনের লাভ) প্রাপ্ত হয়।

অষ্টম ঋক্ বিধান—"ত্বং···পরিদধাতি"

"ত্বং দূতস্ত্বমু নঃ পরস্পা"··· এই শেষ ঋক্ দ্বারা [অগ্নি-প্রণয়ন] সমাপ্ত করা হয়।

অবশিষ্ট তিন চরণ উল্লেখপূর্ব্বক মন্ত্রের প্রশংসা—"ত্বং বস্য···কুরুতে"

"ত্বং বস্য আ বৃষভ প্রণেতা। অগ্নে তোকস্য নস্তনে তনূনামপ্রযুচ্ছন্দীদ্যদ্ বোধি গোপা" এই স্থলে অগ্নিই দেবগণের গোপা (রক্ষক); এতদ্দ্বারা অগ্নিকেই সকলের জন্য, আপনার জন্য ও যজমানের জন্য, রক্ষাকর্ত্তা করা হয়। যেখানে ইহা জানিয়া এই মন্ত্রে [অগ্নিপ্রণয়ন] সমাপ্ত করা হয়, [সেখানে] সংবৎসরব্যাপী স্বস্তি (মঙ্গল সম্পাদন) করা হয়।

ঐ সমগ্র ঋকের অর্থ—হে অগ্নি, তুমি [দেবগণের] দূত, তুমিই আমাদের পালয়িতা; হে বৃষভ (শ্রেষ্ঠ), তুমি সর্ব্বত্র নিবাসহেতু ও [কর্ম্মে] প্রেরক; আমাদের অপত্যের ও শরীরের বিস্তার বিষয়ে অপ্রমত্ত হইয়া এবং প্রকাশক ও গোপা (রক্ষক) হইয়া প্রবুদ্ধ থাক।

অগ্নিপ্রণয়নে বিহিত ঋক্ সংখ্যার প্রশংসা—"তা এতাঃ···অভিবদতি"

এই সেই আটটি রূপসমৃদ্ধ ঋক্ পাঠ করিবে। [যেহেতু] যাহা রূপসমৃদ্ধ, তাহা যজ্ঞের পক্ষে সমৃদ্ধ; কেননা ঐ ঋক্ ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে পূর্ণভাবে উল্লেখ করে।

প্রথম ও শেষ ঋকের তিনবার আবৃত্তি বিধান···"তাসাং···অবিস্রংসায়"

তাহাদের মধ্যে প্রথমটিকে তিনবার ও শেষটিকে তিনবার পাঠ করিবে। [তাহা হইলে] তাহারা দ্বাদশটি হইবে। দ্বাদশ মাসেই সংবৎসর; সংবৎসরই প্রজাপতি; যে ইহা জানে, সে প্রজাপতি যাহাদের আয়তন (আশ্রয়), তাহাদের (সেই ঋক্ সকলের) দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। প্রথমটিকে তিনবার ও শেষটিকে তিনবার পাঠ করা হয়; এতদ্বারা স্থিরতার জন্য, দৃঢ়তার জন্য ও শিথিলতা নিবারণের জন্য [রজ্জুরূপী] যজ্ঞের [উভয় প্রান্তে] গ্রন্থি বন্ধন করা হয়।

হবির্দ্ধান প্রবর্ত্তন

তৎপরে হবির্দ্ধান প্রবর্ত্তন কর্ম্মের প্রৈষ মন্ত্র—"হবির্ধানাভ্যাং...অধ্বর্য্যঃ"

অধ্বর্য্যু [হোতাকে] বলেন—প্রোহ্যমাণ (উত্তর বেদির অভিমুখে নীয়মান) হবির্ধানদ্বয়ের অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর।

হোতৃপাঠ্য প্রথম ঋক্—"যুজে...রিষ্যতি"

"যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভিঃ"[২] এই মন্ত্র পাঠ করা হয়, কেন না এই যে হবির্ধানদ্বয়, দেবগণ উহাকে ব্রহ্মদ্বারা (ব্রাহ্মণ দ্বারা) যুক্ত করিয়াছিলেন; এতদ্দারা (ঐ মন্ত্রপাঠে) ব্রহ্মদ্বারাই হবির্ধানদ্বয় যুক্ত হয়, এবং ব্রহ্মযুক্ত [কর্ম্ম] বিনষ্ট হয় না।

---

(১) হবির্ধান শব্দের অর্থ যাহাতে হবিঃ সোম ও অন্যান্য হব্য রাখা যায়। দুইখানি শকটে সোম চাপাইয়া "ছদি" দ্বারা ঢাকিয়া প্রাচীন বংশ হইতে উত্তর বেদিতে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ শকটদ্বয়ের নাম হবির্ধান ও ঐ শকট বহন ক্রিয়া হবির্ধান প্রবর্ত্তন।

(২) ১০।১৩।১

(ঐ মন্ত্রপাঠে) ব্রহ্মদ্বারাই হবির্ধানদ্বয় যুক্ত হয়, এবং ব্রহ্মযুক্ত [কর্ম্ম] বিনষ্ট হয় না।

দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ ঋক্—"প্রেতাং...অন্বাহ"

"প্রেতাং যজ্ঞস্য শংভুবা"[৩] ইত্যাদি তিনটি দ্যাবাপৃথিবীর ঋক্ পাঠ করিবে।

উহার মধ্যে দ্বিতীয় ঋকে "দ্যাবা নঃ পৃথিবী ইমম্' এই বচন থাকায় ঐ তিন ঋকের দ্যাবাপৃথিবী দেবতা।

ঐ তিন ঋকের এইস্থলে প্রযোজ্যতা প্রদর্শন—"তদাহুঃ...অন্বাহ"

এ বিষয়ে [আপত্তি] বলা হয়,—যখন, প্রোহ্যমাণ হবির্ধান-দ্বয়ের অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর, এই [প্রৈষ মন্ত্র] বলা হইল, তখন [হবির্ধানের অনুকূল মন্ত্রের পরিবর্ত্তে] দ্যাবাপৃথিবীর ঋক্ তিনটি কেন পাঠ হয়? [উত্তর], দ্যৌঃ এবং পৃথিবীই দেবগণের হবির্ধান ছিলেন, তাঁহারাই অদ্যাপি হবির্ধান আছেন; কেন না [লোকে] এই যে কিছু হবিঃ [দেওয়া হয়], তাহা সমস্তই তাঁহাদের (দ্যৌঃ ও পৃথিবীর) মধ্যেই বর্ত্তমান আছে; এইজন্য দ্যাবাপৃথিবীর ঋক্ তিনটিই পাঠ করা হয়।

পঞ্চম ঋক্—"যমে ইব ....ইতঃ"

"যমে ইম যতমানে যদৈতম্"[৪] এই মন্ত্র পাঠে ইহারা (শকটদ্বয়) পরস্পর সদৃশ যমজ কন্যাদ্বয়ের মত [একই কর্ম্মের উদ্দেশে] যত্নপূর্ব্বক চলিতে থাকে।

দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা "প্র বাং...প্রভয়ন্তি"

"প্র বাং ভরন্মানুষা দেবয়ন্তঃ" এই বাক্য দ্বারা দেবযজনেচ্ছু মানুষেরা এতদ্দ্বয়কে (শকটদ্বয়কে) আনয়ন করে।

(৩) ২।৪১।১৯-২১ (৪) ১০।১৩।২

তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের ব্যাখ্যা—"আসীদতং অচীক্ৢপৎ"

"আসীদতং স্বমু লোকং বিদানে স্বাসস্থে ভবতমিন্দবে নঃ" এ স্থলে সোমই রাজা ইন্দু; এতদ্দারা রাজা সোমেরই অবস্থানের জন্য এই [শকট-] দ্বয় কল্পিত হয়।

সমস্ত ঋকের অর্থ—যে হেতু ইঁহারা (এই শকটদ্বয়) যমজ কন্যাদ্বয়ের মত [জগতের উপকারের জন্য] যত্ন করিতে করিতে আসিয়াছেন, সেই নিমিত্ত হে হবির্ধান শকটদ্বয়, দেবযজনেচ্ছু মানুষেরা তোমাদিগকে আনিয়াছেন। তোমরা স্বকীয় বাসস্থান জানিয়া সেইখানে অবস্থান কর ও আমাদের ইন্দুর (সোমের) জন্য সুশোভন আসনে অবস্থিত হও।

ষষ্ঠ ঋক্—"অধি দ্বয়োঃ নিধীয়তে"

"অধি দ্বয়োরদধা উক্থ্যং বচঃ" [৫] এই বাক্য দ্বারা দুইখানি [ছদির] উপরে তৃতীয় ছদিঃ স্থাপন করা হয়। [৬]

ঐ চরণের "উকথ্যং বচঃ" পদের প্রযোজ্যতা—"উকৃথ্যং বচঃ…সমর্দ্ধয়তি"

"উক্থ্যং বচঃ" এই যাহা বলা হইল, এস্থলে 'উক্থ্যং বচঃ' অর্থে যজ্ঞিয় কর্ম্ম; এতদ্দ্বারা যজ্ঞকেই সমৃদ্ধ করা হয়।

উক্থ্য-শব্দের অর্থ উক্থ্যশস্ত্র নামক মন্ত্র। উক্থ্যবচঃ অর্থে সেই শস্ত্রপাঠরূপ অনুষ্ঠান।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণ—"যতস্রুচা…শময়তি"

"যতস্রুচা মিথুনা যা সপর্য্যতঃ। অসংযত্তো ব্রতে তে ক্ষেতি পুষ্যতি" এস্থলে [ব্রতপদের] পূর্ব্বে যে যত্ত-[শব্দ]-যুক্ত পদ (যুদ্ধবাচক অতএব ক্রূরতাবাচক 'সংযত্ত' পদ)

(৫) ১।৮৩।৩।

(৬) হবির্ধান শকটের উপরে সোম রাখিবার জন্য গৃহাকার আচ্ছাদন দেওয়া হয়, তাহার নাম ছদিঃ। এইরূপ দুইখানি ছদিঃ স্থাপন করিয়া তাহার উপর আর একখানি তৃতীয় ছদিঃ স্থাপন করিতে হয়।

আছে, তাহাকে এইবাক্যে ('অসংযত্তঃ পুষ্যতি' এই বচন প্রয়োগে) শান্তি দ্বারাই শান্ত করা হয়।

চতুর্থ চরণের ব্যাখ্যা—"ভদ্রা...আশাস্তে"

"ভদ্রা শক্তির্যজমানায় সুন্বতে" এতদ্দ্বারা আশিষ প্রার্থনা করা হয়।

সমস্ত ঋকের অর্থ—দুইখানি (ছদির) উপরে যে (তৃতীয় ছদি) রাখা হয়, ইহা উক্‌থ্যবাক্য সদৃশ (ফলদায়ক); [এইরূপে ছদিস্থাপন হইলে] হবির্ধানদ্বয় [বিবাহের পর] কৃতহোম (স্ত্রী-পুরুষ) মিথুনের মত পূজিত হয়। [হে ইন্দ্র] অসংযত্ত (অক্রূর) [অধ্বর্য্যু] তোমার ব্রতে (কর্ম্মে) নিযুক্ত থাকিয়া পুষ্ট হন। সোমাভিষবকারী যজমানের ভদ্র (কল্যাণরূপ) শক্তি হউক।

সপ্তম ঋক্—"বিশ্বা অম্বাহ"

"বিশ্বা রূপাণি প্রতিমুঞ্চতে কবিঃ"[৭] এই বিশ্বরূপ ঋক্ পাঠ করিবে।

বিশ্ব ও রূপ এই দুই শব্দ থাকায় ঐ ঋক্ বিশ্বরূপ হইল। ঐ ঋক্ পাঠকালে হোতার কর্ত্তব্য—"স...অনুব্রূয়াৎ"

তিনি (হোতা) ররাটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উহা পাঠ করিবেন।

হবির্ধান-মণ্ডপের পূর্ব্বদ্বারে যে কুশের মালা দেওয়া হয়, তাহার নাম ররাটী। তদ্বিষয়ে এই মন্ত্রের উপযোগিতা—"বিশ্বমিব...ইব চ"

ররাটীর রূপ শুক্লেরও মত, কৃষ্ণেরও মত, [অতএব] উহার বিশ্ব (বহু) রূপ।

কুশমালার যে খানটা শুষ্ক, সেখানটা সাদা ও যেখানটা অশুষ্ক, সেখানটা কাল দেখায়, এইজন্য উহার বহুরূপত্ব। উহা জ্ঞানের প্রশংসা—"বিশ্বং রূপং...অম্বাহ"

যেখানে ইহাই জানিয়া এই ররাটীতে দৃষ্টি রাখিয়া ঐ মন্ত্র

(৭) ৫।৮১।২।

পাঠ হয়, সেখানে আপনার জন্য ও যজমানের জন্য বিশ্ব (সকল) রূপ রক্ষা করা হয়।

অষ্টম ও শেষ ঋক্—"পরি ত্বা…পরিদধাতি"

"পরি ত্বা গির্বণো গিরঃ"[৮] এই শেষ ঋক্ দ্বারা [এই কর্ম্মের অনুবচন পাঠ] সমাপ্ত করা হয়।

সমাপনের কালবিধান—"স…পরিদধ্যাৎ"

হবির্ধানদ্বয় যখনই [স্বস্থানে স্থাপিত হইয়া] সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত হইয়াছে, হোতা ইহা বুঝিতে পারিবেন, তখনই [অনুবচন] সমাপ্ত করিবেন।

ইহা জানার প্রশংসা "অনগ্নম্ভাবুক…পরিদধাতি"

যে স্থলে এইরূপ জানিয়া হবির্ধানদ্বয় সম্যক্ আচ্ছাদিত হইলে ঐ মন্ত্র দ্বারা [অনুবচন] সমাপ্ত করা হয়, [সেস্থলে] হোতার এবং যজমানের ভার্য্যা (স্ত্রী) অনগ্ন (বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত) হইয়া থাকে।

সেই কাল কিরূপে জানিবে—"যজুষা…পরিশ্রয়ন্তি"

এই যে হবির্ধানদ্বয়, ইহারা যজুর্মন্ত্র দ্বারা সম্যগাচ্ছাদিত হয়; এইজন্য এস্থলে যজুর্মন্ত্র দ্বারাই [অধ্বর্য্যগণ] ইহাদিগকে আচ্ছাদিত করেন [৯]।

অধ্বর্য্যু যজুর্মন্ত্র প্রয়োগে আচ্ছাদন করিলে হোতা অনুবচন-সমাপ্তির কাল হইয়াছে বুঝিবেন। পুনশ্চ কালবিধান—"তৌ ··পরিদধ্যাৎ"

অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা ইহাঁরা দুইজনে যখন উভয়দিকে মেথী স্থাপন করিবে, তখনই [হোতা অনুবচনপাঠ] সমাপ্ত করিবে।

---

(৮) ১।১০।১২। (৯) "বিষ্ণোঃ পৃষ্ঠমসি" তৈঃ সং ৬।২।৯।

শকটের ঈষায় অগ্রভাগ স্থাপনের কাষ্ঠকে মেথী বলে। অধ্বর্য্যু দক্ষিণদিকের হবির্ধান শকটে ও প্রতিপ্রস্থাতা (অধ্বর্য্যুর সহকারী) উত্তর দিকের শকটে মেথী স্থাপন করেন।

এই বিধান পূর্ব্বোক্ত বিধানের বিরোধী নহে। যথা—"অত্র হি……ভবতঃ"

এই সময়েই (মেথীস্থাপনকালেই) তাহারা (শকটদ্বয়) সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত হয়।

উভয় অনুষ্ঠান এক সময়েই সম্পন্ন হওয়ায় সেই সময়েই অনুবচন সমাপ্ত করিবে। ঋক্ সংখ্যা প্রশংসা—"তা এতা……অবিস্রংসায়"।

এই সেই আটটি রূপসমৃদ্ধ ঋক্ পাঠ করিবে; যাহা রূপসমৃদ্ধ তাহা যজ্ঞের পক্ষে সমৃদ্ধ, কেন না ঐ ঋক্ ক্রিয়মাণ কর্ম্মকেই পূর্ণভাবে উল্লেখ করে। তাহাদের মধ্যে প্রথমটিকে তিনবার ও শেষটিকে তিনবার পাঠ করিবে। [তাহা হইলে] তাহারা দ্বাদশটি হইবে। দ্বাদশ মাসেই সংবৎসর ও সংবৎসরই প্রজাপতি। যে ইহা জানে, সে প্রজাপতি যাহাদের আয়তন (আশ্রয়), সেই ঋক্‌সকলের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। প্রথমটিকে তিনবার ও শেষটিকে তিনবার পাঠ করা হয়; ইহাতে স্থিরতার জন্য, দৃঢ়তার জন্য ও শিথিলতা নিবারণের জন্য [রজ্জুরূপী] যজ্ঞের [উভয় প্রান্তে] গ্রন্থি বন্ধন হয়।

চতুর্থ খণ্ড

অগ্নীষোমপ্রণয়ন

তদনন্তর অগ্নীষোমপ্রণয়নের [1] প্রৈষ মন্ত্র "অগ্নীষোমাভ্যাং……অধ্বর্য্যুঃ"

অধ্বর্য্যু [হোতাকে] বলেন, প্রণীয়মান অগ্নির ও সোমের অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর।

হোতৃপাঠ্য প্রথম ঋক্—"সাবীঃ……অন্বাহ"

সাবীর্হি দেব প্রথমায় পিত্রে [2] এই সাবিত্রী ঋক্ পাঠ করিবে।

এই ঋকের তৃতীয় চরণে "অস্মভ্যং সবিতঃ" এই বচন থাকায় উহার দেবতা সবিতা। ঐ ঋক্ প্রয়োগের আপত্তিখণ্ডন—"তদাহুঃ…অন্বাহ"

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, প্রণীয়মান অগ্নির ও সোমের অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর, এই (প্রৈষমন্ত্র) যখন বলা হইল, তখন সাবিত্রী ঋক্ কেন পাঠ করা হয়? [উত্তর] সবিতাই প্রসবের [যজ্ঞকর্ম্মে প্রেরণের] প্রভু; সবিতৃ-প্রেরিত হইয়াই অগ্নি ও সোমকে প্রণয়ন করা হয়। সেই-জন্য সাবিত্রী ঋক্ই পাঠ করিবে।

দ্বিতীয় ঋক্—"প্রৈতু……অন্বাহ"

"প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ" [3] এই ব্রহ্মণস্পতি দেবতার ঋক্ পাঠ করিবে।

---

(১) প্রাচীনবংশের দ্বারভাগে রক্ষিত আহবনীয় অগ্নি হইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া আগ্নীধ্র নামক ধিষ্ণ্যে লইয়া যাইতে হয়। সোমকেও সেই স্থান হইতে অগ্নির সহিত আনিয়া পরে হবির্ধান-মণ্ডপে রাখিতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম অগ্নীষোমপ্রণয়ন।

(২) আশ্ব, শ্রৌ, সূ, ৪।১০ অথর্ব্ব সং ৭।১৪।৩ (৩) ১।৪০।৩।

এ বিষয়ে আপত্তিখণ্ডন—"তদাহুঃ……রিষ্যতি"

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, প্রণীয়মান অগ্নির ও সোমের অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর, এই (প্রৈষমন্ত্র) যখন বলা হইল, তখন কেন ব্রহ্মণস্পতির ঋক্ পাঠ করা হয় ? [উত্তর] বৃহস্পতিই ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ); এতদ্দারা ব্রহ্মকেই (ব্রাহ্মণকেই) ইঁহাদের (অগ্নির ও সোমের) সহিত পুরোগামী করা হয়, এবং ব্রাহ্মণযুক্ত কর্ম্ম বিনষ্ট হয় না।

ঐ ঋকের দ্বিতীয় চরণের প্রশংসা—"প্র দেব্যেতু……অন্বাহ"

"প্র দেব্যেতু সূনৃতা"—সূনৃতা (প্রিয়বচনরূপা) দেবী (বাগ্‌দেবী) [ব্রহ্মার সহিত] সম্মুখে যাউন—এই বাক্যে যজ্ঞকে সূনৃত-(প্রিয়বচন)-যুক্ত করা হয় ; সেইজন্য [ঐ] ব্রহ্মণস্পতি দেবতার ঋক্ পাঠ করিবে।

তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম ঋক্—"হোতা দেবো……প্রণীয়মানে"

রাজা সোম প্রণীয়মান হইবার সময় "হোতা দেবো অমর্ত্ত্যঃ" [৪] ইত্যাদি অগ্নি দেবতার গায়ত্রী তিনটি পাঠ করিবে।

আগ্নেয় ঋকের প্রযোজ্যতা—"সোমং……অত্যনয়ৎ"

সদো (-নামক মণ্ডপ) ও হবির্ধান (-নামক মণ্ডপ) এতদ্দ্বয়ের মধ্যে নীয়মান রাজা সোমকে অসুরেরা ও রাক্ষসেরা হত্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। অগ্নি মায়া দ্বারা তাঁহাকে (সোমকে) [সেই পথ] অতিক্রম করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

ঐ তিন ঋকের প্রথমটির দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা—"পুরস্তাৎ…হরন্তি"

"পুরস্তাদেতি মায়য়া"—[অগ্নি] মায়ার সহিত সম্মুখে

(৪) ৩।২৭।৭-৯।

যাইতেছেন—এই বাক্যের অর্থ তিনি (অগ্নি) মায়ার সহিত তাঁহাকে (সোমকে) [সেই অসুরাদিভীতি স্থান] অতিক্রম করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ; সেইজন্যই [ঋত্বিকেরা] অগ্নিকে ইঁহার (সোমের) সম্মুখে [আগ্নীধ্র দেশ পর্য্যন্ত] লইয়া যান।[৫]

ষষ্ঠ হইতে নবম ঋক্—"উপ ত্বা…অব্রাহ"

"উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে" ইত্যাদি তিনটি[৬] ও "উপ প্রিয়ং পনিপ্নতম্"[৭] এই একটি ঋক্ পাঠ করিবে।

উহাদের প্রশংসা—"ঈশ্বরৌ…অহিংসায়ৈ"

এই যে অগ্নি পূর্ব্বে উদ্ধৃত (অগ্নিপ্রণয়নানুষ্ঠানে আহবনীয় হইতে আনিয়া উত্তর বেদিতে স্থাপিত) হইয়াছেন, ও এই যে অপর অগ্নিকে এখন [আগ্নীধ্রে] আনা হইতেছে, ইঁহারা উভয়ে যুদ্ধ করিয়া (পরস্পর বিরোধ করিয়া) যজমানকে হিংসা করিতে সমর্থ। সেইজন্য এই যে [পূর্ব্বোক্ত] তিনটি ঋক্ ও একটি ঋক্ বলা হইল, তদ্দ্বারা ইঁহাদের উভয়কে [পরস্পরের মনোভাব] জ্ঞাত করাইয়া [বিরোধত্যাগ দ্বারা] মিলিত করা হয়; ইঁহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে (উত্তরবেদিতে ও আগ্নীধ্রে) স্থাপিত করা হয় ; তাহা হইলে (হোতার) নিজের এবং যজমানের [অগ্নিদ্বয় কর্ত্তৃক] হিংসা ঘটে না।

দশম ঋক্ বিধান—"অগ্নে…অব্রাহ"

"অগ্নে জুষস্ব প্রতিহর্য্য তদ্বচঃ"[৮] এই মন্ত্র [আগ্নীধ্রে অগ্নি স্থাপনার পর সেই আগ্নীধ্রে] আহুতি-হবনকালে পাঠ করিবে।

(৫) উত্তরবেদির পশ্চিমে সদোমণ্ডপ ও হবির্ধানমণ্ডপ, সদোমণ্ডপের নিকটে আগ্নীধ্র।

(৬) ১।১।৭-১১ (৭) ৯।৬৭।২৯ (৮) ১।১৪৪।৭।

ঐ মন্ত্রের প্রশংসা—"অগ্নয়ে···গময়তি"

["জুষস্ব" এই পদ থাকায়] এতদ্দ্বারা আহুতিকে অগ্নির জুষ্টি (প্রাতি) লাভ করায়।

অগ্নিপ্রণয়নের পর সোমপ্রণয়নে একাদশ হইতে ত্রয়োদশ ঋক্—"সোমো··· সমর্দ্ধয়ন্তি"

রাজা সোমের প্রণীয়মান হইবার সময় "সোমো জিগাতি গাতুবিৎ"[৯] ইত্যাদি সোমদৈবত তিনটি গায়ত্রী ঋক্ পাঠ করিবে। এতদ্দ্বারা ইঁহাকে (সোমকে) আপনারই দেবতা দ্বারা ও আপনারই ছন্দোদ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়।

গায়ত্রী সোমের ছন্দ[১০]। তন্মধ্যে শেষ ঋকের শেষ চরণের ব্যাখ্যা— "সোমঃ···ভবতি"

"সোমঃ সধস্থমাসদৎ"—সোম সধস্থ (হবির্ধানদ্বয়ের সহিত অবস্থানপ্রদেশ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—এই বাক্যে তিনি (সোম) সেই সময় (ঐ চরণ পাঠকালে) [হবির্ধান মণ্ড-পের] আসন্ন হন।

এই তিন ঋক্ কোথায় পাঠ করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা—"তদতিক্রম্য··· কৃত্বা"

সেই [আগ্নীধ্র স্থান] অতিক্রম করিয়া আগ্নীধ্রকে পৃষ্ঠে করিয়া [ঐ শেষ চরণ] পাঠ করিবে।

অধ্বর্য্যু যখন আগ্নীধ্রে অগ্নিপ্রণয়নের পর আহুতি দেন, সেই সময়ে হোতা সোমপ্রণয়নের এই তিন ঋক্ পাঠ আরম্ভ করিয়া, আগ্নীধ্র অতিক্রমপূর্ব্বক আগ্নীধ্রকে পশ্চাতে রাখিয়া মন্ত্রপাঠ শেষ করিবেন।

চতুর্দ্দশ ঋক্—"তমস্ত রাজা······অব্রাহ"

(৯) ৩৬২।১৩-১৫ (১০) গায়ত্রীর সহিত সোমের সম্বন্ধ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

"তমস্য রাজাবরুণস্তমশ্বিনা"[১১] এই বিষ্ণুদৈবত ঋক্ পাঠ করিবে।

এই ঋকের চতুর্থ চরণে বিষ্ণুর নাম থাকায় উহার দেবতা বিষ্ণু। অবশিষ্ট তিন চরণ—"ক্রতুং……বিবৃণোতি"

"ক্রতুং সচন্ত মারুতস্য বেধসঃ। দাধার দক্ষমুত্তমমহর্বিদং ব্রজং চ বিষ্ণুঃ সখিবাঁ অপোর্ণুত" ইহার তাৎপর্য্য—বিষ্ণুই দেবগণের দ্বারপাল, তিনিই ইঁহার (সোমের) জন্য ঐ মন্ত্রদ্বারা দ্বার খুলিয়া দেন।

সমস্ত ঋকের অর্থ—রাজা বরুণ এই ক্রতুকে (যাগকে) সমৃদ্ধ করেন; মারুত (বায়ু) ও বেধাঃ (ব্রহ্মা) ক্রতুকে সমৃদ্ধ করেন। বিষ্ণু দক্ষ (দেবগণের তৃপ্তিবিষয়ে কুশল) এবং উত্তম এবং অহর্বিৎ (দিনাভিজ্ঞ) সোমকে [প্রণয়নকালে] ধরিয়াছিলেন; এবং [সোমরূপী] বন্ধুকর্ত্তৃক যুক্ত হইয়া ব্রজকে (সোমের স্থান হবির্ধানকে) আচ্ছাদনহীন করিয়াছিলেন (অর্থাৎ সোমের প্রবেশের জন্য দ্বার খুলিয়াছিলেন)।

পঞ্চদশ ও যোড়শ ঋক্—"অন্তশ্চ…আসন্নে"

"অন্তশ্চ প্রাগা আদিতির্ভবাসি"[১২] এই মন্ত্র [সোম হবির্ধান] প্রাপ্ত হইলে পাঠ করিবে। [সোম হবির্ধানে] আসন্ন (সমীপবর্ত্তী) হইলে "শ্যেনো ন যোনিং সদনং ধিয়া কৃতম্"[১৩] [এই মন্ত্র পাঠ করিবে]।

উহার দ্বিতীয় চরণের হিরণ্ময় শব্দের অর্থ "হিরণ্ময়ং…কৃষ্ণাজিনম্"

"হিরণ্ময়মাসদং দেব এষতি"—দেব (সোম) হিরণ্ময় আসন প্রাপ্ত হন—এই বাক্যে এই যে কৃষ্ণাজিন (কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম), যাহা দেব সোমের জন্য [হবির্ধান শকটে] আস্তীর্ণ করা হয়, উহাই যেন হিরণ্ময়।

মন্ত্রের প্রযোজ্যতা—"তস্মাদেতামন্বাহ"

---

(১১) ১।১৫৬।৪। (১২) ৮।৪৮।২। (১৩) ৯।৭১।৬।

সেই জন্যই এই ঋক্ পাঠ করিবে।

সপ্তদশ ও শেষ ঋক্—"অস্তভ্নাস্তাং... পরিদধাতি"

"অস্তভ্নাদ্যামসুরো বিশ্ববেদাঃ"[১৪] এই বরুণদৈবত ঋক্ দ্বারা [সোমপ্রণয়নের অনুবচন পাঠ] সমাপ্ত করিবে।

সোমের সহিত এই বরুণ-দৈবত ঋকের সম্বন্ধ—"বরুণদেবত্যো···সমর্দ্ধয়তি,"

[সোম] যতক্ষণ উপনদ্ধ (বস্ত্রাবৃত) ও যতক্ষণ পরিশ্রিত (আচ্ছাদিত) থাকেন, ততক্ষণ ইঁহার দেবতা বরুণ; সেই জন্য এতদ্দ্বারা আপনারই দেবতা ও আপনারই ছন্দোদ্বারা ইঁহাকে সমৃদ্ধ করা হয়।

এইখানে নৈমিত্তিক অন্য ঋকের বিধান—"তং যদ্যুপ···পরিদধ্যাৎ"

যদি [বন্ধুগণ] সেই যজমানের নিকট ধাবমান (উপস্থিত) হয় বা তাঁহার অভয় ইচ্ছা করে, তখন "এবা বন্দস্ব বরুণং বৃহন্তম্" [১৫] এই ঋক্দ্বারা সমাপ্ত করিবে।

ইহা জানার ফল—"যাবন্তো···পরিদধ্যাৎ"

যেস্থলে ইহা জানিয়া এই মন্ত্র দ্বারা সমাপন করা হয়, যেস্থলে যাহাদের হইতে অভয় ইচ্ছা করে এবং যাহাদের হইতে অভয় চিন্তা করে, তাহাদের হইতে অভয় হয়। সেই জন্য ইহা জানিয়া এই মন্ত্র দ্বারা সমাপ্ত করিবে।

মন্ত্রের সংখ্যা প্রশংসা—"তা এতাঃ······একবিংশঃ"

এই সেই সপ্তদশ রূপসমৃদ্ধ মন্ত্র পাঠ করিবে; যাহা রূপসমৃদ্ধ, তাহা যজ্ঞের পক্ষে সমৃদ্ধ, কেন না ঐ ঋক্ ক্রিয়মাণ কর্ম্মকেই পূর্ণভাবে উল্লেখ করে। তাহাদের মধ্যে প্রথমটিকে তিনবার ও শেষটিকে তিনবার পাঠ করিবে। তাহা হইলে

(১৪) ৮।৪২।১। (১৫) ৮।৪২।২।

উহারা একবিংশতিসংখ্যক হইবে। প্রজাপতি একবিংশ (একুশ অবয়ববিশিষ্ট); [কেননা] মাস বারটি, ঋতু পাঁচটি, এই লোক সকল (স্বর্গ অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী) তিনটি, এবং এই আদিত্য [একটি], ইঁহারা [একত্র যোগে] একবিংশতি-সংখ্যক।

এতন্মধ্যে একবিংশতি সংখ্যা পূরণের জন্য যে আদিত্যের উল্লেখ হইল, তাঁহার গুণপ্রদর্শন—"উত্তমা…স্বারাজ্যম্"

[এই যে আদিত্য], তিনি উত্তমা প্রতিষ্ঠা; তিনি দেবগণের ক্ষত্রিয়; তাহাই শ্রী ; তাহাই আধিপত্য; তাহাই ব্রধ্নের (আদিত্যের) বিষ্টপ (আশ্রয়স্থান); তাহাই প্রজাপতির আয়তন (আশ্রয়স্থান); তাহাই স্বরাজ্য (স্বাধীন দেশ)।

উপসংহার—"ঋগ্ভোতি…একবিংশত্যা"

এই একবিংশতি ঋকৃসমূহ দ্বারা ইঁহাকেই (যজমানকেই) সমৃদ্ধ করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চিকা

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

যূপনির্ম্মাণ

অনন্তর অগ্নিষোমীয় পশু প্রকরণ। যূপবিষয়ে আখ্যায়িকা—"যজ্ঞেন...... লোকম্"

[পুরাকালে] দেবগণ যজ্ঞদ্বারা ঊর্দ্ধস্থ হইয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভয় করিলেন, আমাদের এই যজ্ঞ দেখিয়া মনুষ্যগণ ও ঋষিগণ পশ্চাৎ [আমাদিগকে] জানিতে পারিবে। এই হেতু তাঁহারা যজ্ঞকে যূপের সহিত যোপন করিয়াছিলেন (যূপের চিহ্নে মিশাইয়া মনুষ্যাদির ভ্রমোৎপাদন করিয়াছিলেন)। সেই যজ্ঞকে যে যূপের সহিত যোপন করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই যূপের যূপত্ব। তাঁহারা সেই যূপকে অধোমুখে প্রোথিত করিয়া ঊর্দ্ধে (স্বর্গলোকে) চলিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর মনুষ্যগণ ও ঋষিগণ যজ্ঞের কোন [চিহ্ন] দেখিয়া [দেবগণের অনুষ্ঠান] জানিতে পারিব, এই অভিপ্রায়ে দেবগণের যজ্ঞভূমির নিকট আসিয়াছিলেন। [সেখানে] তাঁহারা অধোমুখে প্রোথিত যূপটিকেই [দেখিতে] পাইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, দেবগণ এই যূপ দ্বারা যজ্ঞকে

গোপন করিয়াছেন। তখন তাঁহারা সেই যূপকে উৎপাটন করিয়া ঊর্দ্ধমুখে প্রোথিত করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা যজ্ঞকে বিশেষরূপে জানিলেন ও স্বর্গ লোককেও বিশেষরূপে জানিলেন।

উত্তরবেদির সম্মুখে প্রোথিত পশুবন্ধনস্তম্ভের নাম যূপ। এস্থলে যোপন ক্রিয়াসম্পাদক বলিয়া উহার নাম যূপ। এ বিষয় শাখান্তরেও উক্ত হইয়াছে।[১]

যূপ-নিখননের ব্যবস্থা—"তদ্‌যদ্‌···অনুখ্যাত্যৈ"

এই কারণেই যজ্ঞকে বিশেষরূপে জানিবার জন্য ও স্বর্গলোক দেখিবার জন্য যূপ ঊর্দ্ধমুখে প্রোথিত হয়।

যূপ-গঠনের ব্যবস্থা—"বজ্রো বা···স্তৰ্ত্তবৈ"

এই যে যূপ, ইহা বজ্রস্বরূপ।[২] ইহাকে অষ্টকোণ করিবে; কেননা বজ্রও অষ্টকোণ। শত্রুর ও দ্বেষকর্ত্তার বধের জন্য সেই বজ্র ও সেই যূপ প্রহার করা হয়। যে ব্যক্তি এই যজমানের হিংসাযোগ্য, ইহাদ্বারা তাহার হিংসা হয়।

পুনশ্চ—"বজ্রো...দৃষ্ট্বা।"

যূপ বজ্রস্বরূপ; ইহা শত্রুর বধে উদ্যত হইয়া অবস্থিত; সেই জন্য এখনও যে ব্যক্তি [যজমানকে] দ্বেষ করে, এই যূপ অমুকের, ঐ যূপ অমুকের, ইহা দেখিয়া [সেই যূপ-দর্শনে] সেই ব্যক্তির অপ্রিয় ঘটে।

যূপনির্ম্মাণের জন্য বিবিধ কাষ্ঠের বিধান—"খাদিরং...জয়তি"

স্বর্গকাম ব্যক্তি খদিরনির্ম্মিত যূপ করিবে। দেবগণ খদিরের

---

(১) "যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ সুবর্গং লোকমায়ংস্তেঽমন্যন্ত মনুষ্যা নোঽন্বাভবিষ্যন্তীতি তে যূপেন যোপয়িত্বা সুবর্গং লোকমায়ংস্তমৃষয়ো যূপেনৈবানু প্রাজানংস্তদ্ যূপস্য যূপত্বম্"।

(২) শাখান্তরে "ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রং প্রাহরৎ স ত্রেধা ব্যভবৎ স্ফ্যস্তৃতীয়ং রথস্তৃতীয়ং যূপস্তৃতীয়ম্।"

যূপ দ্বারা স্বর্গলোক জয় করিয়াছিলেন। সেইরূপ যজমানও খদিরের যূপ দ্বারা স্বর্গ লোক জয় করে।

পুনশ্চ—"বৈল্বং...পুষ্টৈঃ"

অন্নকাম ও পুষ্টিকাম ব্যক্তি বিল্বের যূপ করিবে। বিল্ব [বৃক্ষ] বৎসর বৎসর ফল ধারণ করে; ঐ ফলধারণ ভক্ষণীয় অন্নের স্বরূপ; এবং [ঐ বৃক্ষ] মূল হইতে শাখা পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, এই জন্য উহা পুষ্টির স্বরূপ।

ইহা জানার ফল—"পুষ্যতি...কুরুতে"

যে ইহা জানিয়া বিল্বের যূপ করে, সে প্রজাকে ও পশুগণকে পুষ্ট করে।

অন্তরূপে বিল্বের প্রশংসা—"যদেব...বেদ"

[অহে অধ্বর্য্যু] বিল্বের যূপ কেন? না, [ব্রহ্মবাদীরা] বিল্বকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলেন। যে ইহা জানে, সে স্বজন মধ্যে জ্যোতিস্বরূপ হয় ও স্বজন মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়।

অন্য বৃক্ষের বিধান—"পালাশং...পলাশমিতি"

তেজস্কাম ও ব্রহ্মবর্চ্চসকাম পলাশের যূপ করিবে। [কেননা] পলাশই বনস্পতিগণের মধ্যে তেজঃস্বরূপ ও ব্রহ্মবর্চ্চসস্বরূপ। যে ইহা জানিয়া পলাশের যূপ করে, সে তেজস্বী ও ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত হয়। [অহে অধ্বর্য্যু] এই পলাশের যূপ কেন? না, এই যে পলাশ, ইহা সকল বনস্পতির যোনিস্বরূপ। সেই জন্য অমুক বৃক্ষের পলাশ (পত্র), অমুক বৃক্ষের পলাশ (পত্র), বলিয়া [সকল বৃক্ষের পত্রকেই] পলাশ বৃক্ষের পলাশ নামে অভিহিত করা হয়। যে ইহা জানে, সকল বনস্পতিরই ফল তৎকর্ত্তৃক লব্ধ হয়।

পলাশ শব্দে পলাশ গাছ বুঝায়, আবার পলাশ শব্দে সকল গাছেরই পাতা বুঝায়। পলাশের নামে অন্যান্য বৃক্ষের পাতার নামকরণ হওয়ায় পলাশকে সর্ব্ব বৃক্ষের যোনিস্বরূপ বলা হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

যূপসংস্কার

যূপকে ঘৃতাক্ত করিবার প্রৈষমন্ত্র—"অগ্ন্যো...অধ্বর্য্যুঃ"

অধ্বর্য্যু বলিবেন, যূপের অঞ্জন করিব, [তদনুযায়ী] মন্ত্র পাঠ কর।

হোতৃপাঠ্য প্রথম ঋক্—"অঞ্জন্তি...অঞ্জন্তি"

"অঞ্জন্তি ত্বামধ্বরে দেবয়ন্তঃ"[১] এই মন্ত্র পাঠ করিবে; [কেননা] দেবপূজেচ্ছুরা অধ্বরে (যজ্ঞে) ইঁহাকে (এই যূপকে) অঞ্জন করে (ঘৃতাক্ত করে)।

দ্বিতীয় চরণ—"বনস্পতে...আজ্যম্"

"বনস্পতে মধুনা দৈব্যেন" এই চরণে এই যে আজ্য (ঘৃত), ইহাকেই মধু (মধুর) ও দৈব্য (দেবযোগ্য) বলা হইল।

তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ—"যদূর্দ্ধঃ...তদাহ"

"যদূর্দ্ধস্তিষ্ঠা দ্রবিণেহ ধত্তাদ্ যদ্বা ক্ষয়ো মাতুরস্যা উপস্থে" এতদ্দ্বারা, [হে যূপ] যদিও তুমি স্থিরভাবে আছ ও শুইয়া আছ, [তথাপি] আমাদিগের দ্রবিণ (ধনসম্পত্তি) সম্পাদন কর, ইহাই বলা হইল।

(১) ৩।৮।১।

সমস্ত ঋকের অর্থ, হে বনস্পতি (যূপ), দেবযজনেচ্ছুরা তোমাকে যজ্ঞে দেবযোগ্য মধুর [আজ্য] দ্বারা অঞ্জন করে। তুমি যদি ঊর্দ্ধমুখে স্থির থাক, অথবা এই মাতা পৃথিবীর উপরে তোমার ক্ষয় (শয়ন) হয়, তুমি তথাপি আমাদিগকে দ্রবিণ (ধনসম্পত্তি) দান কর।

দ্বিতীয় ঋক্—"উচ্ছ্রয়স্ব…সমৃদ্ধম্"

"উচ্ছ্রয়স্ব বনস্পতে"[২] এই মন্ত্র উচ্ছ্রীয়মাণ (উত্তোল্যমান) যূপের পক্ষে অভিরূপ, এবং যাহা যজ্ঞে অভিরূপ, তাহাই সমৃদ্ধ।

ঐ ঋকের দ্বিতীয় চরণ—"বর্ষ্মন্…উন্মিন্বস্তি"

"বর্ষ্মন্ পৃথিব্যা অধি" এই চরণে যেখানে যূপকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া প্রোথিত করা হয়, সেই স্থানকেই পৃথিবীর বর্ষ্ম (শরীর) বলা হইল।

বেদি ও তাহার পূর্ব্বদেশের মধ্যে যূপ বসান হয়। সেই স্থানকেই পৃথিবীর শরীর বলা হইল।

তৃতীয় চরণ—"সুমিতী…আশাস্তে"

"সুমিতী মীয়মানো বর্চ্চোধা যজ্ঞবাহসে" এতদ্দ্বারা [যজ্ঞসম্পাদক যজমানের প্রতি বর্চ্চঃস্বরূপ (দীপ্তিস্বরূপ)] আশিষ প্রার্থনা করা হয়।

তৃতীয় ঋক্—"সমিদ্ধস্য…শ্রয়তে"

"সমিদ্ধস্য শ্রয়মাণঃ পুরস্তাৎ"[৩] এতদ্দ্বারা যূপকে সমিদ্ধ (প্রদীপ্ত) [আহবনীয়াগ্নির] পূর্ব্বদিক্ আশ্রয় করান হয়।

দ্বিতীয় চরণ—"ব্রহ্ম…আশাস্তে"

"ব্রহ্ম বন্বানো অজরং সুবীরম্" এতদ্দ্বারা [অজরত্বাদিরূপ] আশিষ প্রার্থনা হয়

(২) ৩।৮।৩। (৩) ৩।৮।২

তৃতীয় চরণ—"আরে··· যজমানাচ্চ"

"আরে অস্মদমতিং বাধমানঃ" এস্থলে অমতি শব্দে ক্ষুধা অথবা পাপ ; এতদ্দ্বারা যজ্ঞ হইতে ও যজমান হইতে সেই অমতিকে দূরে নিরাকৃত করা হয়।

অমতি অর্থে বুদ্ধিভ্রংশ ; ক্ষুধা ও পাপ উভয়ই বুদ্ধিভ্রংশের কারণ। এই মন্ত্রে তাহা দূরীকৃত হয়।

চতুর্থ চরণ—"উচ্ছ্রয়স্ব...আশাস্তে"

"উচ্ছ্রয়স্ব মহতে সৌভগায়" এতদ্দ্বারা [সৌভাগ্যরূপ] আশিষ প্রার্থনা হয়।

সমস্ত ঋকের অর্থ—সমিদ্ধ (প্রদীপ্ত) আহবনীয়ের পূর্ব্বদিক্ আশ্রয়কারী, অজর (অবিনাশ) ও সুবীর (পুত্রাদিসমৃদ্ধিকারণ) ও ব্রহ্ম (বৃহৎ) কর্ম্মের সম্পাদনকারী, আমাদের অমতির (ক্ষুধার বা পাপের) দূরে অপসারণকারী, অহে যুপ, তুমি মহৎ সৌভাগ্যের জন্য উচ্ছ্রিত (ঊর্দ্ধে উত্তোলিত) হও।

চতুর্থ ঋক্—"ঊর্দ্ধ...তদাহ"

"ঊর্দ্ধ ঊষু ণ ঊতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা"[৪] এস্থলে ('দেবো ন সবিতা' এই মন্ত্রাংশে) দেবগণের (দেবপ্রতিপাদক বেদবাক্যের) যে "ন" [শব্দ] আছে, তাহা ঐ স্থলে "ওঁ" এই অর্থবাচক। এতদ্দ্বারা দেব সবিতারই মত অবস্থিত হও, ইহাই বলা হইল।

বেদে ন শব্দ কখন কখন অঙ্গীকারার্থক ওঁ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তজ্জন্য "দেবো ন সবিতা" ইহার অর্থ "দেবঃ সবিতা ইব।" এ স্থলে যূপকে বলা হইতেছে, তুমি সবিতাদেবের মত ঊর্দ্ধে অবস্থান কর।[৫]

তৃতীয় চরণ—"ঊর্দ্ধো···সনোতি"

(৪) ১।৩৬।১৩।

৫ ন শব্দের এইরূপ অর্থে প্রয়োগের উদাহরণ পূর্ব্বে ৬০ পৃষ্ঠে দেখ।

"ঊর্দ্ধো বাজস্য সনিতা" এই চরণ দ্বারা এই যূপকে বাজ-সনি (অন্নদাতা) করিয়া ধনদাতাও করা হয়।

চতুর্থ চরণ—"যদঞ্জিভিঃ......যজ্ঞমিতি"

"যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে" এস্থলে "অঞ্জি" শব্দে ও "বাঘৎ" শব্দে ছন্দ সকলকে বুঝাইতেছে। এই চরণে যজমান-গণ, আমার যজ্ঞে আইস, আমার যজ্ঞে [আইস], এই বলিয়া সেই ছন্দঃসকল (মন্ত্রসকল) দ্বারা দেবগণকে বিশেষরূপে আহ্বান করেন।

অঞ্জি শব্দের অর্থ ক্রতুর অভিব্যক্তিকারী, বাঘৎ শব্দের অর্থ যজ্ঞভার বহনকারী; উভয় বিশেষণ দ্বারা এস্থলে ছন্দ বা মন্ত্র বুঝাইতেছে। উক্ত অর্থজ্ঞানের প্রশংসা—"যদি হ......অন্বাহ"।

যদ্যপি বহু জনেই [একসঙ্গে] যাগ করে, তথাপি যেখানে ইহা জানিয়া এই মন্ত্র পাঠ করা হয়, সেখানে দেবগণ এই (মন্ত্রার্থজ্ঞ) যজমানের যজ্ঞেই গমন করেন।

পঞ্চম ঋক্—"ঊর্দ্ধো নঃ......তদাহ"

"ঊর্দ্ধো নঃ পাহ্যংহসো নি কেতুনা বিশ্বং সমত্রিণং দহ" এস্থলে (দ্বিতীয় চরণে) অত্রি শব্দের লক্ষ্য রাক্ষসগণ এবং পাপ; এতদ্দ্বারা, রাক্ষসগণকে ও পাপকে দহন কর, ইহাই বলা হয়।

তৃতীয় চরণ—"কৃধী ন...তদাহ"

"কৃধী ন ঊর্দ্ধাং চরথায় জীবসে" এই যাহা বলা হয়, এত-দ্দ্বারা "কৃধী ন ঊর্দ্ধাং চরণায় জীবসে" ইহাই কথিত হয়।

উহার অর্থ,—[হে যূপ] তুমি চরণের (আচারের) জন্য ও জীবনের জন্য আমাদিগকে ঊর্দ্ধগত কর। মন্ত্রের "চরথ" শব্দ "চরণ" বাচক, তাহাই বলা হইল।

(৬) ১।৩৬।১৪।

"চরথায়" পদের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া "জীবসে" (অর্থাৎ 'জীবনায়') পদের তাৎপর্য্য বুঝান হইতেছে যথা—"যদি হ……দদাতি"

যদিও এই যজমান [মৃত্যু কর্তৃক] নীত এইরূপই হয়, তথাপি এতদ্দ্বারা (ঐ মন্ত্রাংশপাঠে) তাহাকে [আয়ুঃপ্রদাতা কালরূপী] সংবৎসরের নিকট অর্পণ করা হয়।

চতুর্থ চরণ—"বিদা……আশাস্তে"

"বিদা দেবেষু নো দুবঃ" (আমাদের পরিচর্য্যা দেবগণে নিবেদন কর) এতদ্দ্বারা [দেবগণের নিকট] আশিষ প্রার্থনাই হয়।

ষষ্ঠ ঋক্—"জাতো……জায়তে"[১]

"জাতো জায়তে সুদিনত্বে অহ্নাম্" এই চরণ পাঠে এই যূপ জাত (সর্ব্বদা প্রাদুর্ভূত) থাকিয়া [যজ্ঞদিবসের সুদিনতার জন্য] জাত (অবস্থিত) হয়।

দ্বিতীয় চরণ—"সমর্যে…তৎ"

"সমর্য্য আ বিদথে বর্দ্ধমানঃ" এই চরণ দ্বারা ইহাকে (যূপকে) বর্দ্ধন করা হয়।

তৃতীয় চরণ—"পুনন্তি…তৎ"

"পুনন্তি ধীরা অপসো মনীষা" এতদ্দ্বারা ইহাকে পবিত্র করা হয়।

চতুর্থ চরণ—"দেবয়া…নিবেদয়তি"

"দেবয়া বিপ্র উদিয়র্ত্তি বাচম্" এই চরণ দ্বারা ইহাকে দেবগণের নিকটেই নিবেদিত (বিজ্ঞাপিত) করা হয়।

সমস্ত ঋকের অর্থ, [এই যূপ] জাত (নিত্য প্রাদুর্ভূত) থাকিয়া এবং সকল

---

(১) ৩।৮।৫।

দিনের মধ্যে যজ্ঞ দিনের সুদিনতা (মঙ্গলজনকতা) সম্পাদনের জন্য সমর্য্য (মনুষ্যযুক্ত) বিদথে (যজ্ঞদেশে) বর্দ্ধমান থাকিয়া জাত হয় (বর্ত্তমান থাকে); ধীর (ধীমান্) ব্যক্তিরা ইহাকে (কর্ম্মের নিমিত্তভূত এই যূপকে) মনীষা (বুদ্ধি) দ্বারা পবিত্র করেন এবং বিপ্রগণ (ব্রাহ্মণ ঋত্বিকেরা) দেবোদ্দিষ্ট বাক্য উচ্চারণ করেন।

সপ্তম ঋক্ দ্বারা অনুবচন সমাপ্তি—"যুবা……পরিদধাতি"

"যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ"[৮] এই শেষ ঋক্ দ্বারা [অনুবচন পাঠ] সমাপ্ত করা হয়।

এই প্রথম চরণে যূপকে যুবা ও সুবাসাঃ বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য "প্রাণো বৈ……পরিবৃতঃ

প্রাণই যুবা ও [প্রাণই] সুন্দর-বস্ত্রধারী; কেননা এই সেই প্রাণ শরীর দ্বারা পরিবৃত (বেষ্টিত)।

প্রাণের বার্দ্ধক্য নাই, এইজন্য প্রাণ যুবা; এবং শরীর বস্ত্রের মত উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, এইজন্য উহা বস্ত্রধারী। ঐ মন্ত্রে যূপের ঐ দুই বিশেষণ থাকায় যূপকে প্রাণস্বরূপ বলা হইল। দ্বিতীয় চরণ—"স উ…জায়মানঃ"

"স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ" এতদ্দ্বারা সেই যূপ জাত (স্থাপিত) হইয়া ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট হয়।

অর্থাৎ ঘৃতাঞ্জনাদি দ্বারা ক্রমশঃ কর্ম্মানুষ্ঠানপক্ষে উৎকর্ষ লাভ করে।

তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ—"তং ধীরাসঃ……উন্নয়ন্তি"

"তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ" এই স্থলে যাহারা অনূচান(পণ্ডিত), তাঁহারাই কবি; তাঁহারাই এই যূপের উন্নয়ন করেন।

সমস্ত ঋকের অর্থ—এই যূপ পরিবীত (রশনা বেষ্টিত হইয়া) সুন্দর বস্ত্রধারী যুবার মত আসিয়াছেন। তিনি জাত হইয়া ক্রমশঃ (কর্ম্ম সাধন বিষয়ে) উৎকৃষ্ট হইয়াছেন। মনের দ্বারা দেবযজনেচ্ছু সুধী ও ধীর কবিগণ তাঁহাকে উন্নয়ন করেন।

(৮) ৩।৮।৪।

উক্ত সাতটি মন্ত্রের প্রথম মন্ত্র যূপকে ঘৃত মাথাইবার সময়, পরের পাঁচটি যূপকে উত্তোলনের সময় ও শেষ মন্ত্রটি যূপে রশনাবেষ্টনের সময় পাঠ করা হয়। উক্ত মন্ত্রসংখ্যার প্রশংসা—"তা এতাঃ...অবিস্রংসায়"

এই সেই রূপসমৃদ্ধ সাতটি ঋক্ পাঠ করিবে। যাহা রূপসমৃদ্ধ, তাহা যজ্ঞের পক্ষে সমৃদ্ধ, কেননা ঐ ঋক্ ক্রিয়মাণ কর্ম্মকেই পূর্ণভাবে উল্লেখ করে। তন্মধ্যে প্রথম ঋক্ তিনবার ও শেষ ঋক্ তিনবার পাঠ করিবে। তাহা হইলে তাহারা এগারটি হইবে। ত্রিষ্টুভের অক্ষর এগারটি এবং ত্রিষ্টুপ্ই ইন্দ্রের বজ্র। যে ইহা জানে, সে ইন্দ্র যাহাদের আশ্রয়, সেই ঋক্ সকলের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। প্রথমটিকে তিনবার ও শেষটিকে তিনবার পাঠ করা হয়; তদ্দ্বারা যজ্ঞের [উভয়-প্রান্তে] স্থিরতার জন্য, দৃঢ়তার জন্য ও শিথিলতা নিবারণের জন্য গ্রন্থি বন্ধন হয়।

তৃতীয় খণ্ড

অগ্নীষোমীয় পশু

যূপসম্বন্ধে প্রশ্ন—"তিষ্ঠেদ্...আহুঃ"

[ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, [কর্ম্মসমাপ্তির পর] যূপ [স্বস্থানে] থাকিবে, না উহাকে [অগ্নিতে] নিক্ষেপ করিবে?

তাহার উত্তর—"তিষ্ঠেৎ...তিষ্ঠতি"

পশুকামী যজমানের যূপ [স্বস্থানে] থাকিবে। [পুরা-কালে] পশুগণ অন্নভক্ষণের নিমিত্ত ও আলম্ভনের (বধের) নিমিত্ত দেবগণের নিকট উপস্থিত হয় নাই। তাহারা দূরে সরিয়া গিয়া

পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল, তোমরা আমাদিগকে বধ করিতে পাইবে না, আমাদিগকে [বধ করিতে পাইবে না]। তদনন্তর দেবগণ সেই বজ্রস্বরূপ যূপকে দেখিতে পাইলেন। সেই যূপকে ইহাদের জন্য উত্থাপিত করিলেন। সেই যূপ হইতে [পশুগণ] ভয় পাইল ও [দেবগণের] সমীপে ফিরিয়া আসিল। অদ্যাপি [সেইজন্য পশুগণ] সেই যূপের নিকটই ফিরিয়া আইসে। তদবধি পশুগণ অন্নভক্ষণ নিমিত্ত ও বধনিমিত্ত দেবগণের নিকট উপস্থিত হয়। যে যজমান ইহা জানে, এবং যে ইহা জানিয়া যূপ স্থাপন করে, তাহার নিকট পশুগণ অন্নভক্ষণ নিমিত্ত ও বধের নিমিত্ত উপস্থিত থাকে।

অন্যবিধ উত্তর—"অনু প্রহরেৎ……এষ্যতীতি"

স্বর্গকামী [যূপকে অগ্নিতে] নিক্ষেপ করিবে। পুরাকালীন যজমানগণ সেই যূপকে [কর্ম্মসমাপ্তির] পরে [অগ্নিতেই] নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। [কেননা] যজমান যূপস্বরূপ, যজমানই প্রস্তরস্বরূপ; [১] অগ্নি আবার দেবযোনি। [অতএব যূপকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে] সেই যজমান আহুতির সহিত দেবযোনি অগ্নি হইতে [দেবতারূপে] উৎপন্ন হইয়া হিরণ্ময় শরীর লাভ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে স্বর্গলোকে গমন করিবে।

ইদানীন্তন যজমানের পক্ষে যূপের পরিবর্ত্তে স্বরুনিক্ষেপ ব্যবস্থা—"অথ…স্থানে"

---

(১) প্রস্তর—বেদির উপরে উত্তরমুখী দুইগাছি কুশের উপর পূর্ব্বমুখী করিয়া যে কুশমুষ্টি রাখা হয়, তাহার নাম প্রস্তর। এতদ্ভিন্ন পাত্রাদি রাখিবার জন্য বেদির উপর আরও তিনটি কুশমুষ্টি থাকে, তাহার নাম বর্হিঃ।

কিন্তু যে যজমানেরা সেই [পুরাকালীন] যজমানগণের অপেক্ষা অর্ব্বাচীন (আধুনিক), তাঁহারা যূপের খণ্ডস্বরূপ স্বরু (তন্নামক কাষ্ঠ)[২] দেখিয়াছিলেন ; তাঁহারা সেই সময়ে [যূপ নিক্ষেপ পরিবর্ত্তে] সেই স্বরু নিক্ষেপ করিবেন। [যূপের] নিক্ষেপে যে ফল হয়, তদ্দ্বারা (স্বরু নিক্ষেপেও) সেই ফল লব্ধ হয় ; সেই স্থানে (যূপের স্থানে) [পশুপ্রাপ্তিরূপ] যে ফল হয়, তদ্দ্বারা সেই ফলও লব্ধ হয়।

অনন্তর অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে পশুবধের বিধান—

"সর্ব্বাভ্যো বা……নিষ্ক্রীণীতে"

যে (যজমান) [সোমযাগে] দীক্ষিত হয়, সে সকল দেবতার নিকটে আপনাকে [পশুরূপে] আলম্ভনে প্রবৃত্ত হয়। অগ্নিই সকল দেবতা, সোমও সকল দেবতা; সেই যজমান যে অগ্নির ও সোমের উদ্দিষ্ট পশু আলম্ভন করে, তদ্দ্বারা সে সকল দেবতার নিকটেই আপনাকে নিষ্ক্রয় করে।

এতদ্দ্বারা আত্মপ্রতিনিধিরূপে বা মূল্যস্বরূপে পশু আলম্ভনের ব্যবস্থা হইল।[৩]

পশু স্থূল হওয়া আবশ্যক যথা—"তদাহুঃ…… সমর্দ্ধয়তি"

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, এই অগ্নিষোমীয় পশু দুই-রূপ-যুক্ত (বর্ণদ্বয়বিশিষ্ট) কর্ত্তব্য ; কেননা, ইহা দুই দেবতার উদ্দিষ্ট। কিন্তু ইহা (ব্রহ্মবাদীদের এই উক্তি) আদরণীয় নহে। [তবে পশু] পীবর (স্থূল) হওয়া কর্ত্তব্য। কেননা, পশুগণ [মেদোবৃদ্ধি হেতু] স্থূলই হইয়া থাকে, আর

(২) স্বরু—যূপ গঠনের সময় যে কাষ্ঠখণ্ড পতিত হয়, তাহার নাম স্বরু।

(৩) এ বিষয়ে শাখান্তরে প্রমাণ—"পুরা খলু বাবৈব মেধায়াত্মানমারভ্য চরতি যো দীক্ষতে যদগ্নীষোমীয়ং পশুমালভত আত্মনিষ্ক্রয়ণমেবাস্য।"

যজমানও [যজ্ঞদিনে স্বল্পাহার হেতু] কৃশ হইয়াই থাকেন। সেইজন্য পশু যদি স্থূল হয়, তাহা হইলে সে নিজের পুষ্টিদ্বারা যজমানকেই সমৃদ্ধ করে।

সে বিষয়ে পুনরায় বিচার—"তদাহুঃ…লীপ্সিতব্যং"

[ব্রহ্মবাদীরা আবার] এ বিষয়ে বলেন, অগ্নীষোমীয় পশুর [মাংস] ভক্ষণ করিবে না; যে অগ্নীষোমীয় পশুর [মাংস] ভক্ষণ করে, সে পুরুষের (মনুষ্যের) [মাংসই] ভক্ষণ করে; কেননা যজমানই ঐ পশুদ্বারা আপনাকে নিষ্ক্রয় (প্রতিনিধি রূপে অর্পণ) করে। কিন্তু [ব্রহ্মবাদীদের] এই মত আদরণীয় নহে। এই যে অগ্নীষোমীয় [পশু], ইহা বৃত্রহত্যানিমিত্তক আহুতিমাত্র। কেননা ইন্দ্র অগ্নির ও সোমের সাহায্যেই বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা (অগ্নি ও সোম) ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, আমাদের সাহায্যেই তুমি বৃত্রকে বধ করিয়াছ; তোমার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছি। [ইন্দ্র বলিলেন] প্রার্থনা কর। তাঁহারা সুত্যার (সোমযাগের শেষ কর্ম্ম সোমাভিষবের) পূর্ব্ব দিনে [প্রদত্ত] সেই পশুকেই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। [এই কারণে] সেই পশু ইঁহা-দের (অগ্নি ও সোমের) বর স্বরূপে প্রার্থিত হওয়ায় ইঁহাদের উদ্দেশেই দত্ত হয়। সেইজন্য ইহার [মাংস] ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য এবং [সেই মাংস] লাভের ইচ্ছাও কর্ত্তব্য।[৪]

———

(৪) শাখান্তরে প্রমাণ—"তস্মান্নাশ্যং পুরুষনিষ্ক্রয়ণমথো খল্বাহুঃ অগ্নীষোমাভ্যাং বা ইন্দ্রো বৃত্রমহন্নিতি যদগ্নীষোমীয়ং পশুমালভতে বার্ত্রঘ্ন এবাস্য স তস্মাদ্বাশ্যম্।"

চতুর্থ খণ্ড

আপ্রীসূক্ত

অগ্নীষোমীয় পশুযাগে একাদশটি প্রযাজ বিহিত হয়; সেই একাদশ প্রযাজের যাজ্যামন্ত্রসমূহের নাম আপ্রীসূক্ত; [১] যথা—"আপ্রীভিরাপ্রীণাতি"

আপ্রীসমূহের দ্বারা [দেবতাগণের] প্রীতি জন্মান হয়।

আপ্রীমন্ত্রের প্রশংসা—"তেজো বৈ......সমর্দ্ধয়তি"

আপ্রীসমূহই তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস; তদ্দ্বারা যজমানকে তেজ দ্বারা ও ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়।

প্রথম প্রযাজ—"সমিধো...যজতি"

সমিধের (তন্নামক দেবতার) যজন হয় (সমিধের উদ্দেশে যাজ্যাপাঠ হয়)।

সমিৎ বলিতে অগ্নি ইন্ধনের কাষ্ঠ বুঝায়; এ স্থলে এই যাগের দেবতাই সমিৎ অথবা সমিদ্ধ অগ্নি। এই অনুষ্ঠানে অধ্বর্য্যু "সমিদ্ভ্যঃ প্রেষ্য" এই মন্ত্রে মৈত্রাবরুণ নামক ঋত্বিক্‌কে আহ্বান করেন। অধ্বর্য্যুপ্রেষিত মৈত্রাবরুণ "হোতা-

---

(১) দশপূর্ণমাসাদি সাধারণ প্রকৃতি যজ্ঞে পাঁচটি প্রযাজ প্রধান যাগের পূর্ব্বে বিহিত হয়। প্রত্যেকবার হোমের সময় যাজ্যামন্ত্র পঠিত হয়। এই যাজ্যামন্ত্র সাধারণতঃ যজুর্মন্ত্র।

"যে যজামহে" বলিয়া আরম্ভ করিয়া যাজ্যাপাঠের পর বষট্‌কার উচ্চারণ সময়ে অধ্বর্য্যু আহুতি দেন।

চাতুর্মাস্য ইষ্টিতে নয়টি প্রযাজের বিধান আছে। পশুযাগে পাঁচটির স্থানে এগারটি প্রযাজের বিধান হয়। ইহার যাজ্যামন্ত্রগুলি ঋক্‌মন্ত্র। যে যে সূক্তে ঐ সকল ঋক্‌মন্ত্র আছে, তাহাদের নাম আপ্রীসূক্ত। যজমানের গোত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন আপ্রীসূক্তের ব্যবস্থা আছে। ঋক্ সংহিতায় সমুদয়ে দশটি আপ্রীসূক্ত আছে। আশ্বলায়নমতে শুনকগোত্রে আপ্রীসূক্ত "সমিদ্ধো অগ্নির্নিহিতঃ পৃথিব্যাম্" ইত্যাদি; বসিষ্ঠ গোত্রের আপ্রীসূক্ত "জুষস্ব নঃ সমিধম্" ইত্যাদি; অন্য সকলের আপ্রীসূক্ত "সমিদ্ধো অদ্য মনুষো দুরোণে" (আশ্ব০ শ্রৌ০ সূঃ ৩।২)। আশ্বলায়নোক্ত মত ব্যতীত অন্য মতও আছে। তাহা পরে লিখিত হইয়াছে, ১৪৩ পৃষ্ঠে ১৬ টীকা দেখ।

যক্ষদগ্নিং সমিধা” ইত্যাদি মন্ত্রে[২] হোতাকে আহ্বান করিলে পর হোতা সমিৎ দেবতার উদ্দেশে আপ্রীসূক্তের প্রথম মন্ত্র (“সমিদ্ধো অদ্য মনুষো” এই মন্ত্র) যাজ্যাস্বরূপ পাঠ করেন।[৩]

সমিৎ দেবতার প্রশংসা—“প্রাণা বৈ…দধাতি”

সমিৎ-সকলই প্রাণ; এই যাহা কিছু আছে, প্রাণই সেই সকলকে (শরীরজাত পদার্থকে) সমিন্ধন (প্রকাশ) করে। [সেই হেতু] এতদ্দ্বারা (সমিধের যজন দ্বারা) প্রাণসকলকেই প্রীত করা হয় ও যজমানে প্রাণেরই স্থাপনা হয়।

দ্বিতীয় প্রযাজের যাজ্যাবিধান—“তনূনপাতং……দধাতি”

তনূনপাতের (তন্নামক দেবতার উদ্দেশে যাজ্যাপাঠ দ্বারা) যজন হয়। প্রাণই তনূনপাৎ; সে (প্রাণ) তনু সকলকে (শরীরকে) পালন করে। এতদ্দ্বারা (এই যাজ্যা-দ্বারা) প্রাণকেই প্রীত করা হয় ও যজমানে প্রাণেরই স্থাপনা হয়।

এবারও পূর্ব্বের মত অধ্বর্য্যুপ্রেষিত মৈত্রাবরুণ “হোতা যক্ষৎ তনূনপাতম্” ইত্যাদি প্রৈষমন্ত্র[৪] পাঠ করিলে হোতা আপ্রীসূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র[৫] যাজ্যাস্বরূপে পাঠ

(২) মৈত্রাবরুণপাঠ্য সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্র “হোতা যক্ষদগ্নিং সমিধা সুষমিধা সমিদ্ধং নাভা পৃথিব্যাঃ সঙ্গথেবামস্য বর্ষ্মন্ দিব ইড়স্পদে বেতু আজ্যস্য হোতর্যজ”।

(৩) এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদসংহিতার ১০ মণ্ডলের ১১০ সূক্তের প্রথম মন্ত্র। উহার ঋষি জমদগ্নি বা তৎপুত্র রাম। আশ্বলায়নমতে শৌনক ও বাসিষ্ঠ এই দুই গোত্র ব্যতীত অন্য সকলের পক্ষে এই সূক্তই আপ্রীসূক্ত। ইহাতে যে এগারটি মন্ত্র আছে, তাহাই ক্রমান্বয়ে এগার প্রযাজের যাজ্যা হইবে। ঐ সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি এই—

“সমিদ্ধো অদ্য মনুষো দুরোণে দেবো দেবান্ যজসি জাতবেদঃ।
আ চ বহ মিত্রমহশ্চিকিত্বান্ ত্বং দূতঃ কবিরসি প্রচেতাঃ॥” (১০।১১০।১)

(৪) সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্র—

“হোতা যক্ষত্তনূনপাতমদিতের্গর্ভং ভুবনস্য গোপাম্।
মধ্বাদ্য দেবো দেবেভ্যো দেবযানান্ পথো অনক্তু বেতু আজ্যস্য হোতর্যজ॥”

এইরূপ অন্যান্য পরবর্ত্তী প্রযাজের ও প্রৈষমন্ত্র আছে। বাহুল্যভয়ে যে সকল টীকায় দেওয়া হইল না। কেবল সাধারণ পক্ষে প্রযোজ্য আপ্রীমন্ত্র (যাজ্যামন্ত্র) গুলি নিম্নে দেওয়া গেল।

(৫) আপ্রীসূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র—

করেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় যাজ্যা বিষয়ে যজমানভেদে মতভেদ আছে। বসিষ্ঠ, শুনক, অত্রি, বধ্র্যশ্ব, এই চারি গোত্রে উৎপন্ন যজমানের পক্ষে ও ক্ষত্রিয় যজমানের পক্ষে দ্বিতীয় প্রযাজের দেবতা নরাশংস ও তজ্জন্য তাঁহাদের যাজ্যামন্ত্রও ভিন্ন; অন্য সকলের পক্ষে দেবতা তনূনপাৎ। এক্ষণে সেই মতান্তরের উল্লেখ হইতেছে—

"নরাশংসং……দধাতি"

নরাশংসের যজন হয়। প্রজাই নর ও বাক্যই শংস (প্রশংসা বা স্তুতি); এতদ্দ্বারা প্রজাকে ও বাক্যকে প্রীত করা হয় ও যজমানে প্রজার ও বাক্যের স্থাপনা হয়।

নরাশংস যজনপক্ষে প্রৈষমন্ত্র ও যাজ্যামন্ত্র[৬] ভিন্ন। তৃতীয় প্রযাজের দেবতা—

"ইড়ো……দধাতি"

ইড়ের যজন হয়। অন্নই ইড়ঃ; এতদ্দ্বারা অন্নকেই প্রীত করা হয় ও যজমানে অন্নের স্থাপনা হয়।[৭]

চতুর্থ প্রযাজের দেবতা—"বর্হিঃ…দধাতি"

বর্হির যজন হয়। পশুগণই বর্হির স্বরূপ; এতদ্দ্বারা পশুগণকে প্রীত করা হয় ও যজমানে পশুগণের স্থাপনা হয়।[৮]

পঞ্চম প্রযাজের দেবতা—"দুরো…দধাতি"

দুরো-(দ্বার)-দেবতার যজন হয়। বৃষ্টিই দুরঃ-স্বরূপ; এত-

তনূনপাৎ পথ ঋতস্য যানান্ মধ্বা সমঞ্জন্ স্বদয়া সুজিহ্ব।
মন্মানি ধীভিরুত যজ্ঞমৃন্ধন্ দেবত্রা চ কৃণুহ্যধ্বরং নঃ॥ (১০।১১০।২)

(৬) বাসিষ্ঠাদির পক্ষে বিহিত দ্বিতীয় যাজ্যামন্ত্র—
"নরাশংসমিহ প্রিয়মস্মিন্ যজ্ঞ উপহ্বয়ে।
মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতম্॥" (১।১৩।৩)

(৭) যাজ্যার উদাহরণ—
"আজুহ্বান ঈড্যো বন্দ্যশ্চ আয়াহি অগ্নে বসুভিঃ সজোষাঃ।
ত্বং দেবানামসি যহ্ব হোতা স এনান্ যক্ষীষিতো যজীয়ান্॥" (১০।১১০।৩)

(৮) "প্রাচীনং বর্হিঃ প্রদিশা পৃথিব্যা বস্তোরস্যা বৃজ্যতে অগ্রে অহ্নাম্।
ব্যু প্রথতে বিতরং বরীয়ো দেবেভ্যো অদিতয়ে স্যোনম্॥" (১০।১১০।৪)

দ্দ্বারা বৃষ্টিকে প্রীত করা হয় এবং যজমানে বৃষ্টির ও অন্নের স্থাপনা হয়।[৯]

ষষ্ঠ প্রযাজের দেবতা—"উষাসানক্তা…দধাতি"

উষাসানক্তার যজন হয়। অহোরাত্রই উষাসানক্তা (উষা ও নক্ত অর্থাৎ রাত্রি); এতদ্দ্বারা অহোরাত্রকে প্রীত করা হয় ও যজমানকে অহোরাত্রে স্থাপন করা হয়।[১০]

সপ্তম প্রযাজের দেবতা—"দৈব্যা হোতারা……দধাতি"

দৈব্য হোতার নামক দেবদ্বয়ের যজন হয়। প্রাণ ও অপানই দৈব্য হোতার; এতদ্দ্বারা প্রাণকে ও অপানকেই প্রীত করা হয় ও যজমানে প্রাণের ও অপানের স্থাপনা হয়।"

অগ্নি, বরুণ, আদিত্য এই তিনের মধ্যে কোন দুইজন দৈব্য হোতার। অষ্টম প্রযাজের দেবতা—"তিস্রো দেবীঃ……দধাতি"

তিন দেবীর যজন হয়। প্রাণ, অপান এবং ব্যানই তিন দেবী; এতদ্দ্বারা তাহাদিগকেই প্রীত করা হয় ও যজমানে তাহাদেরই স্থাপনা হয়।[১২]

ইড়া, সরস্বতী ও ভারতী এই তিন দেবী। নবম প্রযাজের দেবতা—"ত্বষ্টারং …দধাতি"

ত্বষ্টার যজন হয়। বাক্যই ত্বষ্টা; বাক্যই এই সমস্ত

---

(৯) "ব্যচস্বতীরুর্বিয়া বিশ্রয়ন্তাং পতিভ্যো ন জনয়ঃ শুম্ভমানাঃ।
দেবীর্দ্বারো বৃহতীর্বিশ্বমিন্বা দেবেভ্যো ভবত সুপ্রায়ণাঃ ॥" (১০।১১০।৫)

(১০) "আ সুষয়ন্তী যজতে উপাকে উষাসানক্তা সদতাং নি যোনৌ।
দিব্যে যোষণে বৃহতী সুরুক্মে অধিশ্রিয়ং শুক্রপিশং দধানে ॥" (১০।১১০।৬)

(১১) "দৈব্যা হোতারা প্রথমা সুবাচা মিমানা যজ্ঞং মনুষো যজধ্যৈ।
প্রচোদয়ন্তা বিদথেষু কারূ প্রাচীনং জ্যোতিঃ প্রদিশা দিশন্তা ॥" (১০।১১০।৭)

(১২) "আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেতু ইড়ামনুষদিহ চেতয়ন্তী।
তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং স্যোনং সরস্বতী স্বপসঃ সদন্তু ॥" (১০।১১০।৮)

[জগৎ] গঠন করে; এতদ্দ্বারা বাক্যকেই প্রীত করা হয় এবং যজমানে বাক্যেরই স্থাপনা হয়[১৩]।

দশম প্রযাজের দেবতা—"বনস্পতিং…দধাতি"

বনস্পতির যজন হয়। প্রাণই বনস্পতি; এতদ্দ্বারা প্রাণকেই প্রীত করা হয় ও যজমানে প্রাণেরই স্থাপনা হয়।[১৪]

একাদশ প্রযাজের দেবতা "স্বাহাকৃতীঃ……প্রতিষ্ঠাপয়তি"

স্বাহাকৃতিগণের যজন হয়। প্রতিষ্ঠাই স্বাহাকৃতি; এতদ্দ্বারা যজ্ঞকে শেষকালে প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়।[১৫]

শেষ প্রযাজের আহুতিসমাপ্তির পর সকল প্রযাজের উদ্দিষ্ট দেবগণের নাম করিয়া স্বাহাকার (স্বাহা উচ্চারণ) হয়। এই হেতু স্বাহাকৃতিগণ বলিতে বিশ্বদেবগণ বুঝাইতে পারে। এতদ্দ্বারা যজ্ঞের শেষকালে প্রতিষ্ঠা সম্পাদিত হয়।

অধিকারিভেদে অন্য আপ্রীসূক্তেরও বিধান আছে যথা "তাভিঃ…নোৎসৃজতি"

[গোত্রপ্রবর্ত্তক] ঋষি অনুসারে সেই সকল (আপ্রীমন্ত্র) দ্বারা প্রীত করিবে। ঋষি অনুসারে যে আপ্রী পাঠ হয়, এতদ্দ্বারা যজমানকে [সেই সেই ঋষির] বন্ধুতা (গোত্রগত সম্বন্ধ) হইতে বাহির করা হয় না।

যজমান আপন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদে বিভিন্ন আপ্রী ব্যবহার করিতে পারেন; এরূপ করিলে সেই ঋষির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন থাকে।[১৬]

---

(১৩) "য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী রূপৈরপিংশদ্ ভুবনানি বিশ্বা।
তমদ্য হোতরিষিতো যজীয়ান্ দেবং ত্বষ্টারমিহ যক্ষি বিদ্বান্ ॥" (১০।১১০।৯)

(১৪) "উপাবসৃজ ত্মন্যা সমঞ্জন্ দেবানাং পাথ ঋতুথা হবীংষি।
বনস্পতিঃ শমিতা দেবো অগ্নিঃ স্বদন্তু হব্যং মধুনা ঘৃতেন।" (১০।১১০।১০)

(১৫) "সদ্যো জাতো ব্যমিমীত যজ্ঞমগ্নির্দেবানামভবৎ পুরোগাঃ।
অস্য হোতুঃ প্রদিশি ঋতস্য বাচি স্বাহাকৃতং হবিরদন্তু দেবাঃ।" (১০।১১০।১১)

(১৬) আশ্বলায়নোক্ত উক্ত মত ব্যতীত যজমানের গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদে অন্যান্য আপ্রীসূক্তপ্রয়োগের বিধান আছে। যথা কণ্বপক্ষে "সুসমিদ্ধো ন আবহ" (১।১৩), অঙ্গিরার পক্ষে "সমিদ্ধো

পঞ্চম খণ্ড

পর্য্যগ্নিকরণ

আপ্রী মন্ত্র দ্বারা প্রযাজবিধানের পর পর্য্যগ্নিকরণ। এই কর্ম্মে আগ্নীধ্র নামক ঋত্বিক্ আহবনীয় হইতে অগ্নি লইয়া তিনবার অগ্নীষোমীয় পশুকে প্রদক্ষিণ করেন। তদ্বিষয়ে প্রৈষমন্ত্র—"পর্য্যগ্নয়ে......অধ্বর্য্যুঃ"

পরিক্রিয়মাণ অগ্নির অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর, অধ্বর্য্যু [মৈত্রাবরুণকে] এই প্রৈষমন্ত্র বলেন।

হোতার সহকারী মৈত্রাবরুণ পর্য্যগ্নিকরণের অনুবচন পাঠ করেন। মৈত্রাবরুণ পাঠ্য ঋক্‌ত্রয়—"অগ্নির্হোতা......সমর্দ্ধয়তি"

"অগ্নির্হোতা নো অধ্বরত"[1] ইত্যাদি অগ্নিদৈবত গায়ত্রী ঋক্ তিনটি পর্য্যগ্নিকরণ কর্ম্মে (পশুর চারিদিকে অগ্নিভ্রামণ কালে) পাঠ করিবে। এতদ্দ্বারা আপনারই দেবতা ও আপনারই ছন্দ দ্বারা ইঁহাকে সমৃদ্ধ করা হয়।

গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ, এ বিষয়ে পূর্ব্বে দেখ।

প্রথম ঋকের দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা—"বাজী... ..পরিণয়ন্তি"

"বাজী সন্ পরিণীয়তে"—এতদ্দ্বারা ইঁহাকে (অগ্নিকে) বাজী (অন্নযুক্ত) করিয়া পরিণয়ন (পশুর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করান) হয়।

দ্বিতীয় ঋকের পূর্ব্বার্দ্ধের ব্যাখ্যা—"পরিত্রিবিষ্ট্যধ্বরং......পরিযাতি"

অগ্ন আবহ" (১।১৪২), অগস্ত্যপক্ষে "সমিদ্ধো অদ্য রাজসি" (১।১৮৮), শুনকপক্ষে "সমিদ্ধো অগ্নির্নিহিতঃ" (২।৩), বিশ্বামিত্রপক্ষে "সমিৎ সমিৎ সুমনা" (৩।৪), অত্রিপক্ষে "সুসমিদ্ধায় শোচিষে" (৫।৫), বসিষ্ঠপক্ষে "জুষস্ব নঃ সমিধম্" (৭।২), কশ্যপপক্ষে "সমিদ্ধো বিশ্বতস্পতিঃ" (৯।৫), বধ্র্যশ্বপক্ষে "ইমাং মে অগ্নে সমিধং জুষস্ব" (১০।৭০) জমদগ্নিপক্ষে "সমিদ্ধো অদ্য মনুষো দুরোণে" (১০।১১০) ; (গার্গ্যনারায়ণ-কৃত আঃ শ্রৌঃ সূত্রবৃত্তি)।

(১) ৪।১৫।১—৩।

"পরিত্রিবিষ্ট্যধ্বরং যাত্যগ্নী রথীরিব"—ইহার অর্থ এই যে অগ্নি রথীর মত অধ্বরের (যজ্ঞের) চতুর্দ্দিকে গমন করেন।

তৃতীয় ঋকের প্রথম চরণের ব্যাখ্যা—"পরি বাজপতিঃ······পতিঃ"

"পরি বাজপতিঃ কবিঃ" এ স্থলে এই অগ্নিই বাজপতি (অন্নপতি)।

তৎপরে অধ্বর্য্যু পুনরায় মৈত্রাবরুণকে প্রৈষমন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিবেন এবং অধ্বর্য্যুপ্রেষিত মৈত্রাবরুণ হোতাকে প্রৈষমন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিবেন। অধ্বর্য্যুপঠিত মৈত্রাবরুণোদ্দিষ্ট প্রৈষমন্ত্র—"অতঃ······অধ্বর্য্যুঃ"

অনন্তর (পর্য্যগ্নিকরণে অনুবচন পাঠের পর), অহে হোতা, তুমি দেবগণের উদ্দেশে হবিব প্রেরণ কর,—এই [প্রৈষমন্ত্র] অধ্বর্য্যু [মৈত্রাবরুণকে] বলিবেন।

মৈত্রাবরুণ হোতার সহকারী; এজন্য এস্থলে তাঁহাকে হোতা বলিয়া সম্বোধনে দোষ হইল না। এ বিষয়ে ব্রহ্মবাদীদের আপত্তি পরে দেখ। অনন্তর অধ্বর্য্যু-প্রেষিত মৈত্রাবরুণ হোতাকে লক্ষ্য করিয়া যে প্রৈষমন্ত্র বলিবেন, তাহার নাম উপপ্রৈষ, যথা—"অজৈৎ······প্রতিপন্থতে"

"অজৈদগ্নিরসনদ্বাজম্"—অগ্নির জয় হউক, তিনি বাজ (অন্ন) দান করুন—মৈত্রাবরুণ [হোতাকে] এই উপপ্রৈষ বলিবেন।

অধ্বর্য্যুপঠিত মন্ত্রে হোতাকেই সম্বোধন হইয়াছে; এ বিষয়ে ব্রহ্মবাদীদের আপত্তি—"তদাহুঃ······ইতি"

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যখন অধ্বর্য্যু হোতাকেই উপপ্রেষণ করেন, তবে মৈত্রাবরুণকে কেন উপপ্রৈষ মন্ত্র বলিতে হয়?

ইহার উত্তর—"মনো বৈ······সম্পাদয়তি"

মৈত্রাবরুণই যজ্ঞের মনের স্বরূপ; হোতা যজ্ঞের বাক্ [-ইন্দ্রিয়-] স্বরূপ; বাগিন্দ্রিয় মন কর্তৃক প্রেষিত (প্রেরিত) হই-

য়াই কথা কহে। [লোকে] অন্যমনস্ক হইয়া যে বাক্য বলে, সেই বাক্য অসুরগণের প্রিয়, দেবগণের প্রিয় নহে। সেই নিমিত্ত মৈত্রাবরুণ যে উপপ্রৈষ পাঠ করেন, তাহাতে মনের দ্বারা [প্রেরিত হইয়াই] বাক্য বলা হয়; মন কর্ত্তৃক প্রেরিত সেই বাক্যদ্বারা দেবগণের উদ্দেশে আহুতি সম্পাদন করা হয়।

খণ্ড

অধ্রিগুপ্রৈষ

অধ্বর্য্যু-প্রেষিত মৈত্রাবরুণ উক্ত প্রৈষমন্ত্র দ্বারা হোতাকে অনুজ্ঞা করিলে, মৈত্রাবরুণ-প্রেষিত হোতা আবার অধ্রিগু-প্রৈষদ্বারা পশুবধকর্ত্তাকে অনুজ্ঞা করেন। অধ্রিগু শব্দের অর্থ পশুবিশসন-(বধ)-কর্ত্তা দেবতা। এস্থলে পশু-হত্যাকারী মনুষ্যের প্রতি উক্ত প্রৈষমন্ত্র প্রযুক্ত হয়। উক্ত অধ্রিগু-প্রৈষমন্ত্রের প্রথমাংশ, যথা—"দৈব্যাঃ......ইত্যাহ"

"অহে দেবরূপী শমিতৃগণ (পশুহত্যাকারিগণ), [পশু-বধ] আরম্ভ কর; আর মনুষ্যরূপী [শমিতৃগণ, তোমরাও আরম্ভ কর]"—এই মন্ত্র [হোতা] পাঠ করিবেন।

ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা—"যে চৈব......সংশাস্তি"

যাঁহারা দেবগণমধ্যে শমিতা (পশুঘাতক) ও যাঁহারা মনুষ্যগণ মধ্যে শমিতা, তাঁহাদের উভয়কেই এতদ্দ্বারা [বধ কর্ম্মে] প্রেরণ করা হয়।

ঐ মন্ত্রের পরবর্ত্তী অংশ—"উপনয়ত... ..সমর্দ্ধয়ন্তি"

মেধপতিদ্বয়ের (যজ্ঞস্বামী যজমানের ও তৎপত্নীর) জন্য যজ্ঞকে প্রার্থনা করিয়া "মেধ্য (যজ্ঞে ব্যবহার্য্য) দ্বার (উপায় অর্থাৎ পশুহত্যার অস্ত্রাদি [যূপের নিকট] লইয়া আইস"—এই বাক্যে পশুই মেধ ও যজমানই মেধপতি ; এতদ্দ্বারা যজমানকেই আপনার মেধদ্বারা (যজ্ঞভাগ দ্বারা) সমৃদ্ধ করা হয়।

এস্থলে মেধপতি শব্দে যজমানকে না বুঝাইয়া যজ্ঞপতি দেবতাকেও বুঝাইতে পারে, যথা—"অথো খলু······স্থিতম্"

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যে দেবতার উদ্দেশে পশুর হত্যা হয়, তিনিই মেধপতি। তাহা হইলে সেই পশু যদি এক দেবতার উদ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে [ঐ মন্ত্রে "মেধপতিভ্যাং" না বলিয়া] "মেধপতয়ে" ইহাই বলিবে ; যদি দুই দেবতার উদ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে "মেধপতিভ্যাং" বলিবে; যদি বহুদেবতার উদ্দিষ্ট হয়, তবে "মেধপতিভ্যঃ" বলিবে ; ইহাই স্থির।

মন্ত্রের পরবর্ত্তী অংশ বিষয়ে আখ্যায়িকা—"প্রাস্মা······পুরস্তাদ্ধরন্তি"

["হে শমিতৃগণ] এই পশুর জন্য অগ্নিকে প্রথমে লইয়া যাও"—এই বাক্যের তাৎপর্য্য—[পুরাকালে বধদেশে] নীয়মান পশু মৃত্যু সম্মুখে দেখিয়াছিল ; সেই পশু দেবগণের পশ্চাৎ যাইতে চাহে নাই ; [তখন] দেবগণ তাহাকে বলিলেন, আইস, তোমার সহিত আমরা স্বর্গেই যাইব ; সে বলিয়াছিল, তাহাই হউক, (তবে) তোমাদের মধ্যে একজন আমার সম্মুখে (অগ্রে) চল ; তাহাই হউক, বলিয়া অগ্নি তাহার অগ্রে গমন করিয়াছিলেন ; সেও তাঁহার পশ্চাৎ চলিয়াছিল। এইজন্য

বলা হয়, পশুগণ অগ্নিসম্বন্ধী, কেন না পশু অগ্নির পশ্চাৎই চলিয়াছিল। এইজন্য [এইকর্ম্মে] ইহার (বধ্য পশুর) সম্মুখে অগ্নিকে লইয়া যাওয়া হয়।

মন্ত্রের পরবর্ত্তী অংশের ব্যাখ্যা—"স্তৃণীত......করোতি"

["বধস্থানে নীত পশুর নিম্নে] বর্হিঃ (কুশ) আস্তীর্ণ কর"—এই বাক্যে পশুকে সমস্ত-ওষধি-আত্মক করা হয়, কেন না পশু ওষধি-আত্মক।

ওষধি (কুশাদি তৃণ) খাইয়া বর্দ্ধিত হয় বলিয়া, পশু ওষধি-আত্মক। মন্ত্রের পরবর্ত্তী অংশের ব্যাখ্যা—"অন্বেনং......আলভন্তে"

"এই পশুকে (ইহার বধে) [ইহার] মাতা অনুমতি দিক, পিতা অনুমতি দিক, সহোদর ভ্রাতা অনুমতি দিক, সখা ও একযূথবর্ত্তী [অন্য পশু] অনুমতি দিক"—এই বাক্যে তাহার জন্মসম্পর্কযুক্ত-[অন্য পশু]-গণেরও অনুমতি লইয়া ইহার আলম্ভন (বধ) হয়।

তৎপরবর্ত্তী ভাগের ব্যাখ্যা—"উদীচীনাঁ অস্য......আদধাতি"

"ইহার পা উত্তরদিক্ আশ্রয় করুক, চক্ষু সূর্য্যকে প্রাপ্ত হউক, প্রাণ বায়ুকে, জীবন অন্তরিক্ষকে, শ্রোত্র দিক্‌সমূহকে, ও শরীর পৃথিবীকে আশ্রয় করুক"—এই বাক্যে ইহাকে ঐ সকল স্থানে স্থাপন করা হয়।

তৎপরভাগের ব্যাখ্যা—"একধা...... দধাতি"

"ইহার ত্বক্ একভাবে [অবিচ্ছিন্নভাবে] ছিন্ন কর, ছেদনের পূর্ব্বে নাভি হইতে বপা (মেদ) পৃথক্ কর, প্রশ্বাসকে ভিতরেই নিবারণ কর (শ্বাসরোধ করিয়া বধ কর)"—এই বাক্যে পশুসমূহেই প্রাণসকলের স্থাপনা হয়।

তৎপরভাগের ব্যাখ্যা—"শ্যেনমস্য......প্রীণাতি"

"ইহার বক্ষ শ্যেনের (পক্ষীর) আকৃতিযুক্ত কর (সেইরূপে ছিন্ন কর), বাহুদ্বয় উত্তমরূপে ছিন্ন কর, প্রকোষ্ঠদ্বয় শলাকাকার কর, অংসদ্বয় কচ্ছপাকার কর, শ্রোণিদ্বয় অচ্ছিদ্র কর, উরুদ্বয় কবষের (ঢালের) মত, ও উরুমূল করবীর পত্রের মত কর ; ইহার পার্শ্বাস্থি ছাব্বিশখানি, সে গুলি পর পর পৃথক্ কর ; সমস্ত গাত্র অবিকল [ছিন্ন] কর"—এই বাক্যে ইহার সমস্ত অঙ্গ ও গাত্রকে প্রীত করা হয় ।

শেষভাগের ব্যাখ্যা—"ঊবধ্যগোহং......প্রতিষ্ঠাপয়তি"

"ইহার পুরীষ গোপনের জন্য স্থান (গর্ত্ত) পৃথিবীতে (ভূমিতে) খনন কর"—এই বাক্যে এই ঊবধ্য (পুরীষ) ওষধিসম্বন্ধী (ভক্ষিত তৃণাদির বিকার), এবং এই পৃথিবী ওষধিসকলের স্থান ; অতএব এতদ্দ্বারা এই পুরীষকে শেষে (পশুবধান্তে) আপনার স্থানেই স্থাপিত করা হয় ।

সপ্তম খণ্ড

অধ্রিগু-প্রৈষমন্ত্র

অধ্রিগু-প্রৈষমন্ত্রের পরবর্ত্তিভাগের ব্যাখ্যা—"অস্না রক্ষঃ...নিরবদয়তে"

"রুধিরের সহিত রাক্ষসগণের যোজনা কর"—ইহা [হোতা] বলিবেন । [পুরাকালে] দেবগণ তুষ দ্বারা ও তণ্ডুলাংশ দ্বারা (ক্ষুদ দ্বারা) [তৃপ্ত করিয়া] রাক্ষসগণকে [দশপূর্ণমাসাদি] যজ্ঞসমূহ হইতে (যজ্ঞের হবির্ভাগ হইতে) ও রুধির দ্বারা

মহাযজ্ঞ (জ্যোতিষ্টোম) হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন ; সেই হোতা যখন "রুধিরের সহিত রাক্ষসগণের যোজনা কর" এই [মন্ত্রাংশ] পাঠ করেন, তখন রাক্ষসদিগকে তাহাদের নিজোচিত যজ্ঞভাগ দ্বারাই যজ্ঞ হইতে অপসারিত করা হয়।

রাক্ষসেরা তুষ ও ক্ষুদ এবং পশুরক্ত পাইয়াই চলিয়া গিয়াছিল, পুরোডাশের বা পশুমাংসের অপেক্ষা করে নাই। সেইজন্য ঐ মন্ত্র পাঠ করিলে রাক্ষসেরা এস্থলেও রুধিরতৃপ্ত হইয়াই চলিয়া যাইবে ; পশুমাংসের লোভে যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মাইবে না।

ঐ মন্ত্র সম্বন্ধে আপত্তি ও তাহার খণ্ডন—"তদাহুঃ......এনমিতি"

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন (আপত্তি করেন), যজ্ঞে রাক্ষসের নাম করিবে না, কোন রাক্ষসেরই (রাক্ষসজাতীয় অসুর-পিশাচাদিরও) নাম করিবে না ; কেন না যজ্ঞে রাক্ষসেরা বর্জ্জিত (রাক্ষসাদির যজ্ঞে ভাগ নাই, দেবতাদেরই ভাগ আছে)। সেই [আপত্তি] সম্বন্ধে [অন্য ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, [এ স্থলে রাক্ষসের] নাম করিতেই হইবে; কেন না যে ব্যক্তি ভাগীকে ভাগ হইতে বঞ্চিত করে, সেই [বঞ্চিত ব্যক্তি] তাহাকে (বঞ্চনাকারীকে) বিনাশ করে ; যদি বা তাহাকে বিনাশ না করিতে পারে, তবে পরে তাহার পুত্রকে বিনাশ করে, অথবা [পুত্রকে না পারিলে] পৌত্রকে বিনাশ করে ; [কোন না কোনরূপে] তাহাকে নষ্ট করেই।

মৃদুস্বরে ঐ মন্ত্রাংশ উচ্চারণ করা উচিত যথা—"স যদি · এবং বেদ"

সেই [হোতাকে] যদি [রাক্ষসের] নাম করিতেই হয়, তবে উপাংশুভাবেই (মৃদুস্বরেই) নাম করিবে ; কেন না যে বাক্য উপাংশু (মৃদু উচ্চারিত), তাহা প্রচ্ছন্ন (অন্যের অশ্রুত)

থাকে ; আর এই যে [যজ্ঞস্থলবিহারী] রাক্ষসগণ, ইহারাও প্রচ্ছন্ন [-বিচরণশীল]। অপিচ যদি উচ্চৈঃস্বরে নাম করা হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি এই রাক্ষসোচিত (উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত) বাক্য বলে, সে রাক্ষসী ভাষা উৎপাদনে সমর্থ হয় ; কেন না দৃপ্ত লোকে যে [উচ্চ] বাক্য বলে, উন্মত্ত লোকে যে [উচ্চ] বাক্য বলে, তাহা রাক্ষসোচিত বাক্য। যে ইহা জানে, সে স্বয়ং দৃপ্ত হয় না, এবং তাহার পুত্রাদিও কেহ দৃপ্ত হয় না।

মন্ত্রের পরবর্ত্তী ভাগ—"বনিষ্টু মস্য······পরিদদাতি"

"অহে শমিতৃগণ, বপার সমীপবর্ত্তী মাংসখণ্ডকে উলুকাকৃতি (পেচকাকৃতি) জানিয়া [অন্য আকারে] ছেদন করিও না (উলূকাকারেই ছেদন কর); [এরূপ করিলে] তোমার পুত্র পৌত্র কাহাকেও রোদন করিতে হইবে না"—এই বাক্যে দেবগণ মধ্যে ও মনুষ্যগণ মধ্যে যাহারা শমিতা (পশুহন্তা), তাহাদের উদ্দেশেই সেই মাংসখণ্ড দান করা হয়।

মন্ত্রের শেষভাগ—"অধ্রিগো······সংপ্রযচ্ছতি"

"অধ্রিগু, তোমরা পশুকে হনন কর—সুষ্ঠুভাবে (যথাশাস্ত্র) হনন কর,—অহে অধ্রিগু, হনন কর"—এই বাক্য তিনবার বলিবে। [তৎপরে তিনবার] "অপাপ" বলিবে। যিনি দেবগণের মধ্যে শমিতা (পশুহন্তা), তিনিই অধ্রিগু ; ও যিনি নিগ্রহকর্ত্তা, তিনি অপাপ। এই বাক্যে শমিতৃগণের উদ্দেশে ও নিগ্রহকর্ত্তাদের উদ্দেশে সেই পশুকে (হননের জন্য) দেওয়া হয়।

অধ্রিগু প্রৈষপাঠান্তর জপমন্ত্রপাঠ—"শমিতারো······য এবং বেদ"

"হে শমিতৃগণ, এই কর্ম্মে যে সুকৃত হইল, তাহা আমাদিগের উপরে ও যে দুষ্কৃত হইল, তাহা অন্যের উপরে [অর্পিত হউক]" এই মন্ত্র বলিবে। অগ্নিই দেবগণের হোতা ছিলেন—তিনি এই বাক্য (অধ্রিগু-প্রৈষমন্ত্র) দ্বারা এই পশুকে বধ করিয়াছিলেন, এইজন্য হোতাও সেই বাক্যদ্বারা ইহাকে বধ করেন। এতদ্দ্বারা [পশুর] সম্মুখভাগে যে ছেদন করা হয় ও পশ্চাদ্ভাগে যে ছেদন করা হয়, যাহা [শাস্ত্রবিধান অপেক্ষা] অতিরিক্ত করা হয় বা যাহা [তদপেক্ষা] অল্প করা হয়, তাহা সমস্তই শমিতাদিগকে ও নিগ্রহকর্ত্তাদিগকেই জানান হয়। [এই মন্ত্রপাঠে] হোতাও মঙ্গল দ্বারা [পাপ হইতে] মুক্ত হন ও পূর্ণ আয়ুঃ লাভ করেন, ও [যজমানেরও] পূর্ণায়ুষ্কতালাভ ঘটে। যে ইহা জানে, সে পূর্ণ আয়ু লাভ করে।

অষ্টম খণ্ড

পশুসম্বন্ধে আখ্যায়িকা

অধ্রিগুপ্রৈষের পর পুরোডাশবিধানের পূর্ব্বে আখ্যায়িকা—"পুরুষং বৈ……নাশ্নীয়াৎ"

[পুরাকালে] দেবগণ পুরুষকে (মনুষ্যকে) পশুরূপে আলম্ভন (যজ্ঞে হনন) করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই হননোদ্যুক্ত পুরুষ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল ও অশ্বে প্রবেশ করিল। সেইজন্য অশ্ব যজ্ঞযোগ্য হইল। অনন্তর

যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই পুরুষকে দেবগণ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিলেন ; সেই পুরুষ [তখন] কিম্পুরুষ হইল।

তাঁহারা অশ্বের আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। সেই হননোদ্যুক্ত অশ্ব হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল ও গরুতে প্রবেশ করিল। সেই হইতে গরু যজ্ঞের যোগ্য হইল। দেবগণ সেই যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অশ্বকে বর্জ্জন করিলেন ; সেই অশ্ব [তখন] গৌর-মৃগ হইল।

তাঁহারা গরুর আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। সেই বধোদ্যুক্ত গরু হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল ও অবিতে (মেষে) প্রবেশ করিল। সেই হইতে অবি যজ্ঞের যোগ্য হইল। তখন দেবগণ যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত গরুকে বর্জ্জন করিলেন ; সে গবয় হইল।

তাঁহারা অবির আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। সেই বধোদ্যুক্ত অবি হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল ও অজে (ছাগে) প্রবেশ করিল। সেই হইতে অজ যজ্ঞের যোগ্য হইল। দেবগণ যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অবিকে বর্জ্জন করিলেন ; সে উষ্ট্র হইল।

এই যজ্ঞভাগ অজে বহুকাল ধরিয়া ক্রীড়া করিয়াছিল। সেই হেতু এই যে অজ, সে পশুগণ মধ্যে [যজ্ঞে] সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত।

তাঁহারা অজের আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। সেই বধোদ্যুক্ত অজ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল ও এই [পৃথিবীতে] প্রবেশ করিল। সেই হইতে এই [পৃথিবী] যজ্ঞের যোগ্য

হইল। তখন দেবগণ যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অজকে বর্জ্জন করিলেন; সে শরভ হইল।

এই সেই পশুগণ (যজ্ঞভাগ) মেধ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় অমেধ্য (যজ্ঞের অনুপযুক্ত বা অপবিত্র); সেইজন্য ইহাদের [মাংস] ভোজন করিবে না।[১]

পরে পুরোডাশের বিধান—"তমস্যাং…য এবং বেদ"

এই পৃথিবীতে [প্রবিষ্ট] যজ্ঞভাগকে দেবগণ অনুগমন করিয়াছিলেন। অনুসৃত হইয়া সে ব্রীহি (ধান্য) হইল। সেইজন্য যখন পশুর (হননের) পর [ধান্য হইতে প্রস্তুত] পুরোডাশ নির্বপণ (আহুতিদান) করা হয়, তখন আমাদিগের যজ্ঞভাগযুক্ত পশু দ্বারাই ইষ্ট ঘটে, কেবল পশু দ্বারাই ইষ্ট ঘটে। যে ইহা জানে, তাহারও যজ্ঞভাগযুক্ত পশু দ্বারাই ইষ্ট ঘটে, কেবল পশু দ্বারাই ইষ্ট ঘটে।

নবম খণ্ড

পুরোডাশহোম—বপাহোম

পুরোডাশের প্রশংসা—"স বা এষঃ……লোক্যমিতি"

এই যে পুরোডাশ [প্রদান] এতদ্দারা পশুরই আলম্ভন হয়। তাহার (পুরোডাশের অর্থাৎ তাহার উপকরণরূপ ধান্যের) যে কিংশারু (খড়), তাহাই [পশুর] লোম; যে তুষ, তাহাই চর্ম্ম; যে ক্ষুদ, তাহাই রক্ত, যে (তণ্ডুল হইতে প্রস্তুত)

(১) অর্থাৎ যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যাগের পর মনুষ্যাদি যে যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল, সেই কিম্পুরুষাদি শরভপর্য্যন্ত পশুগণ অমেধ্য ও উহাদের মাংস বর্জ্জনীয়।

পিষ্টক ও পিষ্টকের অবয়বসকল, তাহাই মাংস; আর যে কিছু সার (তণ্ডুলের কঠিন ভাগ), তাহাই অস্থি। [অতএব] যে পুরোডাশ দ্বারা যাগ করে, সে পশুগণের সকল যজ্ঞভাগ দ্বারাই যাগ করে। সেইজন্য [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, পুরোডাশ যাগ [সকলের] দর্শনীয়।

তৎপরে বপাহোমের যাজ্যা—"যুবমেতানি......ভবতীতি"

"যুবমেতানি দিবি রোচনানি অগ্নিশ্চ সোম সক্রতূ অধত্তম্। যুবং সিন্ধূঁরভিশস্তেরবদ্যাদ্ অগ্নীষোমাবমুঞ্চতং গৃভীতান্" ॥[১]— হে সোম, তুমি এবং অগ্নি, তোমরা উভয়ে স্বর্গে প্রকাশমান [এই নক্ষত্রগণকে] ধরিয়া আছ; হে অগ্নি ও সোম, সক্রতু (সমানকর্ম্মা) তোমরা তোমাদের আপনার সিন্ধুগণকে (সমুদ্রবৎ প্রৌঢ় যজমানদিগকে) অপবাদ হইতে ও পাপ হইতে মুক্ত কর—এই মন্ত্রকে বপার জন্য (বপা-হোমের জন্য) যাজ্যা করিবে। যে ব্যক্তি দীক্ষিত হয়, সে সকল দেবতাকর্ত্তৃকই আলব্ধ (আহুতিরূপে স্বীকৃত) হয়; সেইজন্য [ব্রহ্মবাদীরা কেহ কেহ] বলেন, দীক্ষিতের [গৃহে] ভোজন করিবে না। [ইহার উত্তর] সেই হোতা যখন "অগ্নীষোমাবমুঞ্চতং গৃভীতান্" বলিয়া বপার যাগ করেন, তখন যজমানকে সকল দেবতার নিকটেই মুক্ত করেন। সেইজন্য [অন্য ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, [দীক্ষিতের গৃহে] ভোজন করিবে, কেন না বপাহোমের পর সেই দীক্ষিত [দেবগণের নিকট মুক্ত হইয়া] যজমানে পরিণত হয়।

(১) ১।৯৩।৫।

অনন্তর পুরোডাশহোমের যাজ্যা—"আন্যং···যজতি"

"আন্যং দিবো মাতরিশ্বা জভার"[২] এই মন্ত্র পুরোডাশ-দানের যাজ্যা করিবে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণ—"অমথ্নাৎ...ভবতি"

"অমথ্নাদন্যং পরি শ্যেনো অদ্রেঃ" এতদ্দ্বারা এই যজ্ঞভাগ (পুরোডাশ) এখান হইতে (মনুষ্য হইতে) লব্ধ, ওখান হইতে (অশ্বাদি হইতে) লব্ধ, ইহাই বুঝায়।

উভয় চরণের অর্থ—মাতরিশ্বা (বায়ু) [উভয় দেবতার মধ্যে] অন্যতরকে (সোমকে) স্বর্গ হইতে আনিয়াছিলেন; শ্যেন (পক্ষী) অন্য দেবকে (অগ্নিকে) অদ্রি (পর্ব্বত) হইতে মন্থন করিয়াছিলেন। সেইরূপ পুরোডাশও মনুষ্য, অশ্ব, গো, অবি প্রভৃতি পশু হইতে লব্ধ বলিয়া ঐ মন্ত্রের এই কর্ম্মে প্রযোজ্যতা।

পুরোডাশহোমের পর তাহার স্বিষ্টকৃতের যাজ্যা—"স্বদস্ব হব্যা......যজতি"

"স্বদস্ব হব্যা সমিষো দিদীহি"—[হে অগ্নি] হব্যসকল স্বাদু কর ও অন্নসকল সম্প্রদান কর—[৩] এই মন্ত্রকে পুরোডাশ-হোমে স্বিষ্টকৃতের যাজ্যা করিবে।

ঐ যাজ্যার প্রশংসা—"হবিরেবাস্মা···ধত্তে"

ঐ মন্ত্রদ্বারা এই কর্ম্মে (স্বিষ্টকৃতে) আহুতিকেই স্বাদু করা হয় এবং অন্নকে ও ঊর্জ্জকে (ক্ষীরাদিকে) আপনাতে স্থাপন করা হয়।

তৎপরে স্বিষ্টকৃৎযাগের পর পশুপুরোডাশসম্বন্ধী ইড়ার আহ্বান—"ইড়াং···দধাতি"

ইড়াদেবতাকে[৪] আহ্বান করা হয়। পশুগণই ইড়া;

(২) ১।৯৩।৬। (৩) ৩।৫৪।২২।

(৪) ইড়া শব্দের অর্থ যাগের পর পুরোডাশের যে অংশ যজমান ও ঋত্বিকেরা ভক্ষণ করেন। ইড়াভক্ষণের পূর্ব্বে ইড়ার আহ্বান হয়। পূর্ব্বে দেখ।

এতদ্দ্বারা পশুগণকেই আহ্বান করা হয় ও যজমানে পশু-গণেরই স্থাপনা হয়।

দশম খণ্ড

পশ্বাঙ্গহোম

পশুর হৃদয়াদি একাদশ অঙ্গ আহুতির জন্য মৈত্রাবরুণের প্রতি প্রৈষবিধান—"মনোতায়ৈ...অধ্বর্য্যুঃ"

"মনোতার (তন্নামক দেবতার) উদ্দেশে অবদীয়মান (খণ্ডশঃ গৃহীত) আহুতির (পশ্বাঙ্গের) অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর"—অধ্বর্য্যু এই প্রৈষমন্ত্র বলিবেন।

তৎপরে পশ্বাঙ্গহোমকালে মৈত্রাবরুণপাঠ্য সূক্ত—"ত্বং হ্যগ্নে...অব্যাহ"

"ত্বং হ্যগ্নে প্রথমো মনোতা" ইত্যাদি সূক্ত [১] [মৈত্রাবরুণ] পাঠ করিবে।

ঐ সূক্ত সম্বন্ধে আপত্তি ও তাহার খণ্ডন—"তদাহ...অন্বাহ"

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] আপত্তি করেন, পশু যখন অন্য দেবতার (অগ্নি ও সোম এতদুভয়ের) উদ্দিষ্ট, তবে কেন মনো-তার উদ্দেশে অবদীয়মান আহুতির অনুকূলে কেবল একমাত্র অগ্নিদেবতার উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করা হয়? [উত্তর] তিনজন দেবতা (বাক্য, গাভী এবং অগ্নি) দেবগণের মনোতা (মনে প্রবিষ্ট দেবতা); সেই তিন দেবতাতেই দেবগণের মন আসক্ত রহিয়াছে। বাক্যই দেবগণের মনোতা, তাঁহাতেই তাঁহাদের

(১) ৬।১।

মন আসক্ত রহিয়াছে। গাভীই দেবগণের মনোতা, তাঁহাতেই তাঁহাদের মন আসক্ত রহিয়াছে। অগ্নিই দেবগণের মনোতা; তাঁহাতেই তাঁহাদের মন আসক্ত রহিয়াছে। অগ্নিই সকল মনোতার স্বরূপ, অগ্নিতেই সকল মনোতা মিলিত আছেন, সেইজন্য অগ্নির উদ্দিষ্ট ঋক্‌সকলকেই মনোতার উদ্দেশে অব-দীয়মান আহুতির অনুকূল মন্ত্ররূপে পাঠ করিবে।

তৎপরে হৃদয়াদি একাদশ অঙ্গহোমের যাজ্যা ও তাহার প্রশংসা—"অগ্নীষোমা ...য এবং বেদ"

"অগ্নাষোমা হবিষঃ প্রস্থিতস্য" [২] এই মন্ত্রকে [প্রধান] আহুতির যাজ্যা করিবে। ঐ মন্ত্রে "হবিষঃ" এই পদ রূপসমৃদ্ধ ও "প্রস্থিতস্য" ইহাও রূপসমৃদ্ধ। যে ইহা জানে, তাহার প্রদত্ত আহুতি সকলসমৃদ্ধি দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া দেবগণকে প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর বনস্পতিযাগ—"বনস্পতিং...যজতি"

বনস্পতির যাগ করিবে। কেন না প্রাণই বনস্পতি। যে কর্ম্মে ইহা জানিয়া বনস্পতির যাগ হয়, সেখানে তদ্দত্ত এই আহুতি জীবনস্বরূপ হইয়া দেবগণকে প্রাপ্ত হয়।

পরে স্বিষ্টকৃতের যাগ—"স্বিষ্টকৃতং...প্রতিষ্ঠাপয়তি"

স্বিষ্টকৃতের যাগ করিবে। প্রতিষ্ঠাই স্বিষ্টকৃৎ। এতদ্দ্বারা যজ্ঞান্তে যজ্ঞকে প্রতিষ্ঠাতেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

পরে ইড়ার আহ্বান—"ইড়াম্...দধাতি"

ইড়ার আহ্বান হয়। পশুগণই ইড়া, এতদ্দ্বারা পশুগণ-

কেই আহ্বান করা হয় এবং পশুগণকেই যজমানে স্থাপিত করা হয়।

পূর্ব্বে পুরোডাশহোমের পর ইড়াহ্বান হইয়াছে। এখন পশ্বাঙ্গহোমের পর ইড়াহ্বান।

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

পশুযাগ

পর্য্যগ্নিকরণবিষয়ে[১] আখ্যায়িকা—"দেবা বৈ… ..পশ্চাৎ"।

পুরাকালে দেবগণ যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের যজ্ঞের বিঘ্ন করিব, এই অভিপ্রায়ে অসুরেরা তাঁহাদের নিকট আসিয়াছিল। পশু আপ্রীত হইলে পর (পশুযাগের অন্তর্গত প্রযাজ-যজনের পর) ও পর্য্যগ্নিকরণের পূর্ব্বে যূপের অভিমুখে পূর্ব্বদিকে তাহারা আসিয়াছিল। সেই দেবগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া যজ্ঞরক্ষার্থ ও আত্মরক্ষার্থ [পশুর সম্মুখে] পর পর তিনটি অগ্নিময় প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই অগ্নিময় প্রাকারগুলি [পশুর] সম্মুখে দীপ্যমান থাকিয়া উজ্জ্বল-ভাবে অবস্থিত ছিল। অসুরেরা সেই প্রাকার আক্রমণ না

(১) আগ্নীধ্র নামক ঋত্বিক্ আহবনীয় হইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া "পরি বাজপতিঃ কবিঃ" (৪।১৫।৩) এই মন্ত্রে তিনবার পশুর চারিদিকে সেই অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করান। এই পর্য্যগ্নিকরণ-অনুষ্ঠান পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, ষষ্ঠ অধ্যায় পঞ্চম খণ্ড দেখ।

করিয়াই পলায়ন করিয়াছিল। তখন দেবগণ [প্রাকারগত] অগ্নি দ্বারাই পূর্ব্বদিকে ও [সেই] অগ্নি দ্বারাই পশ্চিমদিকে অসুর গণকে ও রাক্ষসগণকে বধ করিয়াছিলেন।

পর্য্যগ্নিকরণের তাৎপর্য্য—"তথৈব……অগ্নাহ"

যজমানেরা এই যে পর্য্যগ্নিকরণ [কর্ম্ম] করেন, তদ্দারাও সেইরূপই (দেবগণকৃত কর্ম্মের মত) যজ্ঞরক্ষার্থ ও আত্মরক্ষার্থ তিনটি অগ্নিময় প্রাকার নির্ম্মাণই করা হয়। সেই জন্যই পর্য্যগ্নিকরণ অনুষ্ঠিত হয় ও সেই জন্যই পর্য্যগ্নিকরণের অনুকূল মন্ত্র পাঠ হয়[২]।

পর্য্যগ্নিকরণের পর সেই অগ্নি অগ্রবর্ত্তী করিয়া পশুকে বধস্থানে আনিতে হয়, যথা—"তং……লোকমেতি"।

সেই পশুকে আপ্রীত হইলে পর (অর্থাৎ প্রযাজের পর) ও পর্য্যগ্নিকরণের পর উত্তরমুখে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার সম্মুখে [আগ্নীধ্র] উল্মুক (আহবনীয় হইতে গৃহীত অগ্নির উল্কা) বহন করেন। এই যে পশু, ইনি মূলতঃ যজমানের স্বরূপ।[৩] ঐ [সম্মুখে নীয়মান] অগ্নি দ্বারা যজমান সম্মুখে আলোক রাখিয়া স্বর্গলোকে গমন করিবেন, এই অভিপ্রায়হেতু, সেই অগ্নি দ্বারা যজমান সম্মুখে আলোক রাখিয়াই স্বর্গলোকে গমন করেন।

শামিত্রদেশে উপস্থিত হইয়া বর্হিঃ প্রক্ষেপ করিবে, যথা—"তং…কুর্ব্বন্তি"

সেই পশুকে যেখানে হত্যা করিতে ইচ্ছা করা হয়, সেই

---

(২) পর্য্যগ্নিকরণের-অনুবচন মন্ত্র—"অগ্নির্হোতা নোঽধ্বরে" (৪।১৫।১) পূর্ব্বে দেখ।

(৩) পশু যজমানের প্রতিনিধি, পশুকে যজমান আত্মনিষ্ক্রয়রূপে অর্পণ করেন। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

খানে অধোভূমিতে অধ্বর্য্যু বর্হিঃ (কুশ) নিক্ষেপ করিবেন। [প্রযাজ যজন দ্বারা] আপ্রীত হইলে পর ও পর্য্যগ্নিকরণের পর, এই পশুকে [হননার্থ] বেদির বাহিরে (শামিত্রদেশে) এই যে আনা হয়, এতদ্দ্বারা সেই পশুকে বর্হিষদ (কুশাসনে উপবিষ্ট) করা হয়।

পশুর পুরীষ ফেলাইবার জন্য গর্ত্ত খনন,[৪] যথা—"তস্ত......প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি"।

তাহার পুরীষগোপনের স্থান খনন করা হয়। পুরীষ ওষধি হইতে উৎপন্ন; এই [ভূমি] ওষধিগণের স্থান; এই হেতু ইহাকে স্বস্থানেই শেষ পর্য্যন্ত স্থাপন করা হয়।

পশু-পুরোডাশের প্রশংসা[৫]—"তদাহুঃ...বেদ"।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, এই যে পশু, ইহা [সমস্তই] আহুতিরূপে দেয়; কিন্তু ইহার লোম, চর্ম্ম, রক্ত, অন্ত্রগত তৃণাদি, খুর, শৃঙ্গদ্বয় এবং যে কিছু মাংস [ভূমিতে] পড়িয়া যায় তাহা, ইত্যাদি ইহার বহু অবয়ব [আহুতি] দেওয়া হয় না; তবে ঐ সকলের অভাব কিরূপে পূর্ণ করা হয়? [উত্তর] পশুর [আলম্ভনের] পরে ঐ যে পুরোডাশ দেওয়া হয়, এতদ্দ্বারাই সেই সকলের অভাবের পূরণ হয়। [কেন না] [পূর্ব্বোক্ত মনুষ্যাশ্বাদি] পশুগণের নিকট হইতে যজ্ঞভাগ চলিয়া গিয়াছিল; তাহাই [ভূমিপ্রবেশ করিয়া] ব্রীহি ও যব রূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। সেইজন্য এই যে পশুর [আলম্ভনের] পর পুরোডাশ দেওয়া হয়, ইহাতে আমাদের যজ্ঞভাগযুক্ত পশু দ্বারাই ইষ্ট লাভ হয়, কেবল পশু দ্বারাই

---

(৪) পূর্ব্বে দেখ। (৫) পূর্ব্বে দেখ।

আমাদের ইষ্ট লাভ হয়। যে ইহা জানে, তাহার যজ্ঞভাগ-যুক্ত পশু দ্বারাই ইষ্ট লাভ হয়—কেবল পশু দ্বারাই তাহার ইষ্ট লাভ হয়।

পুরোডাশদানে পশুদানেরই ফল পাওয়া যায়। পর্য্যগ্নিকরণ হইতে পুরোডাশ-দান পর্য্যন্ত কর্ম্ম ষষ্ঠ অধ্যায়েই পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

বপাস্তোক-হোম

বপাস্তোকহোমের প্রৈষ মন্ত্র—"তস্য বপাং…গচ্ছানিতি"

সেই পশুর বপা [১] [উদরের উপর হইতে] ছিন্ন করিয়া [অগ্নিতে পাকার্থ] আনা হয়। অধ্বর্য্যু তাহার উপর স্রুব [২] হইতে ঘৃতধারা নিক্ষেপ করিয়া, "স্তোকের (বপা হইতে ক্ষরিত জলবিন্দুর) অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর" [হোতাকে] এই [প্রৈষ মন্ত্র] বলেন। [বপা হইতে] এই যে বিন্দুসকল ক্ষরিত হয়, ঐ বিন্দুসকল সকল দেবতার প্রিয়; ইহারা অসন্তুষ্ট হইয়া যেন দেবগণের নিকট না যায়, এই উদ্দেশেই [উহাদের অনুকূল মন্ত্রপাঠার্থ মৈত্রাবরুণকে আহ্বান হয়]।

মৈত্রাবরুণপাঠ্য অনুবচন—"জুষস্ব…জুহোতি"

"জুষস্ব সপ্রথস্তমম্" [৩] এই মন্ত্র পাঠ করিবে। "বচো

---

(১) উদরের উপরে শ্বেতবর্ণ যে মেদ, তাহার নাম বপা। ঘৃতাক্ত ও অগ্নিতপ্ত বপা হইতে ক্ষরিত বিন্দুসকলের দ্বারা হোম বপাস্তোকহোম।

(২) আজ্যাদির হোমে ব্যবহৃত খদিরকাষ্ঠের হাতাকে স্রুব বলে।

(৩) ১।৭৫।১।

দেবপ্সরস্তমম্। হব্যা জুহ্বান আসনি” এতদ্দ্বারা [দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণ পাঠ দ্বারা] ঐ বিন্দুসকলকে অগ্নির মুখেই আহুতি দেওয়া হয়।

মন্ত্রের অর্থ—অহে অগ্নি, এই হব্য আস্যে (মুখে) নিক্ষেপ করিয়া অতিশয় বিস্তৃত ও দেবগণের প্রীতিজনক এই স্তুতিবাক্যে প্রীত হও।

তৎপরে পঞ্চঋগ্‌যুক্ত সূক্তের বিধান—“ইমং…অন্বাহ”

“ইমং নো যজ্ঞমমৃতেষু ধেহি” ইত্যাদি সূক্ত[৪] পাঠ করিবে।

ঐ অগ্নিসূক্তের প্রথম ঋকের ব্যাখ্যা—“ইমা…তদাহ”

“ইমা হব্যা জাতবেদো জুষস্ব”—এই [দ্বিতীয় চরণে] হব্য দ্বারা [জাতবেদা অগ্নির] প্রীতি প্রার্থনা হয়। “স্তোকানামগ্নে মেদসো ঘৃতস্য” এই [তৃতীয়] চরণে [ঐ বিন্দুসকলকে] মেদের (বপার) ও ঘৃতের [বিন্দুই] বলা হইল। “হোতঃ প্রাশান প্রথমো নিষদ্য” এই [চতুর্থ] চরণে অগ্নিই দেবগণের হোতা; সেই অগ্নি, তুমিই প্রথমে উপবিষ্ট হইয়া [বিন্দুসকল] ভক্ষণ কর—ইহাই বলা হইল।

সমস্ত মন্ত্রের অর্থ—অহে জাতবেদা অগ্নি, তুমি আমাদের যজ্ঞকে অমরগণের নিকট রাখ; এই হব্যসকলে প্রীত হও; অহে হোতা, প্রথমে উপবিষ্ট হইয়া মেদের ও ঘৃতের এই বিন্দুসকলকে ভক্ষণ কর।

সূক্তগত দ্বিতীয় ঋক্—“ ঘৃতবন্তঃ…আশাস্তে”

“ঘৃতবন্তঃ পাবক তে স্তোকাশ্চোতন্তি মেদসঃ”[৫]—এই বাক্যে উহাদিগকে মেদেরই (বপার) এবং ঘৃতেরই [বিন্দু]

(৪) ৩।২১।১। তৃতীয় মণ্ডলের একবিংশ সূক্তের বিধান হইল।

(৫) ৩।২১।২।

বলা হইল। "স্বধর্ম্মং দেববীতয়ে শ্রেষ্ঠং নো ধেহি বার্য্যম্"—এতদ্দ্বারা [স্বধর্ম্মে নিধানরূপ] আশিষ প্রার্থনাই হইল।

ঋকের অর্থ—হে পাবক, তোমার জন্য মেদের বিন্দুসকল ঘৃতযুক্ত হইয়া ক্ষরিত হইতেছে, দেবগণের ভক্ষণার্থ তুমি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্মে নিধান কর।

তৃতীয় ঋক্—[৬] "তুভ্যং...আশাস্তে"

"তুভ্যং স্তোকা ঘৃতশ্চুতোঽগ্নে বিপ্রায় সন্ত্য"—এই বাক্যেও উহাদিগকে ঘৃতশ্চুত (ঘৃতস্রাবী) বলা হইল। "ঋষিঃ শ্রেষ্ঠঃ সমিধ্যসে যজ্ঞস্য প্রাবিতা ভব"—এতদ্দ্বারা যজ্ঞের সমৃদ্ধি প্রার্থনা হইল।

ঋকের অর্থ—হে দানকুশল অগ্নি, এই ঘৃতস্রাবী বিন্দুসকল বিপ্ররূপী তোমার জন্যই বর্ত্তমান। তুমি ঋষি ও শ্রেষ্ঠ, তোমাকে প্রজ্বলিত করিতেছি, তুমি যজ্ঞের রক্ষক হও।

চতুর্থ ঋক্—[৭] "তুভ্যং শ্চোতন্তি...আশাস্তে"

"তুভ্যং শ্চোতন্ত্যধ্রিগো শচীব স্তোকাসো অগ্নে মেদসো ঘৃতস্য"—এতদ্দ্বারা উহাদিগকে মেদেরই এবং ঘৃতেরই [বিন্দু] বলা হইল। "কবিশস্তো বৃহতা ভানুনাগা হব্যা জুষস্ব মেধির" এতদ্দ্বারাও হব্যে প্রীতি প্রার্থনা হইল।

ঋকের অর্থ—অহে অধ্রিগু, অহে শক্তিমান্ অগ্নি, বপাবিন্দুসকল ও ঘৃত-বিন্দুসকল তোমার জন্য ক্ষরিত হইতেছে। তুমি কবিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া মহৎ তেজের সহিত আগমন কর। যে মেধাবী, তুমি আমাদের হব্যে প্রীত হও।

পঞ্চম ঋক্—[৮] "ওজিষ্ঠং...বীহীতি"

"ওজিষ্ঠং তে মধ্যতো মেদ উদ্ভৃতং প্র তে বয়ং দদামহে। শ্চোতন্তি তে বসো স্তোকা অধিত্বচি প্রতি তান্ দেবশো

(৬) ৩।২১।৩। (৭) ৩।২১।৪। (৮) ৩।২১।৫।

বিহি”—এতদ্দ্বারা যেমন “সোমস্য অগ্নে বীহি”—অগ্নি তুমি সোম ভক্ষণ কর—[ইহা বলিয়া বষট্‌কার উচ্চারণ হয়], সেই-রূপ ঐ মন্ত্রের পর ইহাদের (ঐ বিন্দুসকলের) উদ্দেশে বষট্‌-কার উচ্চারণ হয়।

ঋকের অর্থ—অহে অগ্নি, পশুর মধ্য হইতে বলিষ্ঠ মেদ উদ্ধৃত করিয়া আমরা তোমার জন্য প্রদান করিতেছি; অহে বসু, বপার উপরিস্থিত বিন্দুসকল তোমার জন্য ক্ষরিত হইতেছে; দেবগণের তুষ্টির জন্য সেই প্রত্যেক বিন্দু ভক্ষণ কর। এই শেষ মন্ত্রের পর বষট্‌কার উচ্চারণ করিয়া আহুতি দেওয়া হয়।

তৎপরে বিন্দুসকলের প্রশংসা—“তদ্ যদ্...উপাচরতি”

এই যে বিন্দুসকল বপা হইতে ক্ষরিত হয়, ঐ বিন্দুসকল সকল দেবতারই প্রিয়; এই হেতু বৃষ্টিও (মেঘ হইতে জল-বৃষ্টিও) বিন্দু বিন্দু বিভক্ত হইয়া [ভূমিতে] পতিত হয়।

তৃতীয় খণ্ড

বপাহোম

বপাহোম সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর, যথা—“তদাহুঃ...যজন্তীতি”

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, [এ স্থলে] স্বাহাকৃতিগণের (অন্তিম প্রযাজ দেবতাগণের) পুরোঽনুবাক্যা কি হইবে? প্রৈষ কি হইবে ও যাজ্যাই বা কি হইবে? [উত্তর] [বপাবিন্দুর অনুকূলে মৈত্রাবরুণ] যে যে [অনুবচন] পাঠ করেন,[১] তাহাই [স্বাহাকৃতি-যাগের] পুরোঽনুবাক্যা হয়;

---

(১) “জুষস্ব সপ্রথস্তমম্” (১। ৭৫। ১)—পূর্ব্বে ১৫২ পৃষ্ঠ দেখ

[প্রৈষসূক্তে] যে [পশুপ্রযাজের অন্তিম] প্রৈষ, [২] তাহাই [স্বাহা-কৃতিযাগে] প্রৈষ হয় ; [আপ্রীসূক্তে] যে [অন্তিম] যাজ্যা, [৩] তাহাই [স্বাহাকৃতির] যাজ্যা হয়।

আবার [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, স্বাহাকৃতির দেবতা কাহারা? [উত্তর] বিশ্বদেবগণই [স্বাহাকৃতির দেবতা], ইহাই বলিবে। সেই জন্যই "স্বাহাকৃতং হবিরদন্তু দেবাঃ"—দেবগণ স্বাহাকার-সংস্কৃত হব্য ভক্ষণ করুন—এতদ্দ্বারা [এই মন্ত্রাংশ দ্বারা] যাগ করা হয় (অর্থাৎ উহাই যাজ্যারূপে পাঠ করা হয়)।

বপাহোম-প্রশংসার্থ আখ্যায়িকা—"দেবা বৈ…বপা"

দেবগণ যজ্ঞদ্বারা, শ্রমদ্বারা, তপস্যাদ্বারা ও আহুতিসমূহদ্বারা স্বর্গলোক জয় করিয়াছিলেন। বপাহোমের পরই তাঁহাদের নিকট স্বর্গলোক আবির্ভূত হইল। তাঁহারা বপাহোম করিয়াই অন্য কর্ম্মসকল সম্পন্ন না করিয়াও ঊর্দ্ধমুখে স্বর্গলোকে গিয়াছিলেন। তদনন্তর মনুষ্যগণ ও ঋষিগণ যজ্ঞ জানিবার উদ্দেশে যজ্ঞের কোন চিহ্ন দেখিব বলিয়া দেবগণের যজ্ঞভূমিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা [যজ্ঞভূমির] নিকটে বিচরণ করিতে করিতে অঙ্গহীন (বপাহীন) পশুকে শয়ান (যজ্ঞভূমিতে পতিত) অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন ও বুঝিলেন, এই যে বপাটুকু, তাহাই পশু। সেই জন্য এই যে বপাটুকু, তাহাই পশু।

দেবগণ পশুর বপামাত্র আহুতি দিয়া পশুর অন্য অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াও স্বর্গলোকে গিয়াছেন, অতএব বপাই পশুর প্রধান অঙ্গ, বপাহোমেই পশুহোম সিদ্ধ হয়। সুত্যাদিনে (সোমাভিষবের শেষদিনে) প্রাতঃসবনে পশুর বপা-

(২) "হোতা যক্ষদগ্নিং স্বাহাজ্যস্য" ইত্যাদি একাদশ প্রযাজ যাগের প্রৈষ। পূর্ব্বে দেখ।

(৩) "সদ্যোজাতঃ" ইত্যাদি একাদশ প্রযাজের যাজ্যা। পূর্ব্বে ১৩৩ পৃষ্ঠ দেখ।

হোম হয় ও তৃতীয় সবনে পশুর হৃদয়াদি অন্য অঙ্গের হোম হয়। বপাহোমেই যদি সমস্ত পশুর হোম সিদ্ধ হইল, তবে ঐ তৃতীয় সবনে অন্যান্য অঙ্গের হোমের প্রয়োজন কি, এই প্রশ্নের মীমাংসা—"অথ যদেনং...বেদ"

অনন্তর, তৃতীয় সবনে এই পশুকে পাক করিয়া যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, বহুল আহুতিদ্বারাই আমাদের ইষ্ট লাভ হউক, কেবলমাত্র পশুদ্বারাই আমাদের ইষ্ট লাভ হউক। যে ইহা জানে, তাহার বহুল আহুতিদ্বারাই ইষ্ট লাভ হয় ; কেবল পশুদ্বারাই তাহার ইষ্ট লাভ হয়।

বপাহোমের পর অন্য অঙ্গের হোম স্বর্গলাভপক্ষে আবশ্যক না হইলেও আহুতির বাহুল্যে কোন দোষ হয় না। "অধিকং নৈব দোষায়"

চতুর্থ খণ্ড

বপাহোমপ্রশংসা

বপাহোমপ্রশংসা—"সা বা···জয়তি"

এই যে বপাহুতি, ইহা বস্তুতঃ অমৃতাহুতি। [সেইরূপ] অগ্ন্যাহুতিও [১] অমৃতাহুতি ; ঘৃতাহুতিও অমৃতাহুতি ; সোমাহুতিও অমৃতাহুতি। এ সকলই অশরীর (অমরত্ব দান করে বলিয়া শরীরনাশক) আহুতি। যে কিছু অশরীর আহুতি আছে, তদ্দ্বারা যজমান অমৃতত্ব (অমরত্ব বা অশরীরিত্ব) লাভ করে।

---

(১) অগ্নিও কখন কখন আহুতিস্বরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা—অগ্নিমন্থনে মথিত অগ্নিকে আহবনীয়ে আহুতি দেওয়া হয়। পূর্ব্বে ৬২ পৃষ্ঠ দেখ।

পুনঃপ্রশংসা—"সা বা…পরিবাসয়েতি"

এই যে বপা, ইহা রেতঃস্বরূপ। রেতঃ যেমন [নিষেকান্তে] লীন হয়, বপাও সেইরূপ [আহুতির পর] লীন হয়; রেতঃ শুক্লবর্ণ; বপাও শুক্লবর্ণ; রেতঃ অশরীর; বপাও অশরীর। এই যে রক্ত ও যে মাংস, তাহাই শরীর; সেই জন্যই [ঋত্বিক্ পশুর অঙ্গচ্ছেদনকর্ত্তাকে] বলেন, যতক্ষণ অলোহিত (রক্তশূন্য) না হয়, ততক্ষণ বপা ছেদন কর।

হোমের জন্য বপাকে কয়টি অবদানে বা ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে, তাহার বিধান—"সা…লোকমেতি"

বপা পাঁচ অবদানে বিভক্ত হয়। যদি যজমান চতুরবত্তী হয়,[২] তাহা হইলেও বপা পাঁচ অবদানে ভাগ করিবে। প্রথমে ঘৃত [জুহূর] উপরে রাখিবে, [তাহার উপর] হিরণ্যখণ্ড, [তাহার উপর] বপা, [তাহার উপর] হিরণ্যখণ্ড, পরে [সকলের উপর] ঘৃতধারা দিবে।

(২) বিকঙ্কত (বৈঁচি) কাষ্ঠের পাত্র যাহাতে হোমার্থ ঘৃত রক্ষিত হয়, উহার নাম ধ্রুবা। যে পলাশনির্ম্মিত হাতাতে হব্য গ্রহণ করিয়া অধ্বর্য্যু হোম করেন, তাহার নাম জুহূ। ডানি হাতে জুহূ ধরিয়া বাম হাতে অশ্বত্থ কাষ্ঠের আর একখান হাতা ধরা থাকে, তাহার নাম উপভৃৎ। আর ঘৃতহোমের জন্য খদিরকাষ্ঠের ছোট একখানি হাতা থাকে, তাহার নাম স্রুব। হোমের পূর্ব্বে স্রুবদ্বারা ধ্রুবা হইতে ঘৃত গ্রহণ করিয়া জুহূতে রাখিয়া পরে অধ্বর্য্যু হোতাকে অনুবাক্যা পাঠার্থ প্রৈষ দ্বারা আহ্বান করে। পরে আবার তিনবার ঐরূপ ঘৃত গ্রহণ করেন। এইরূপে চারিবারে হোমার্থ ঘৃত গ্রহণের নাম চতুরবত্ত। যে যজমানের পক্ষে এই ব্যবস্থা, সেই যজমান চতুরবত্তী। গোত্রভেদে কোন কোন যজমানের পক্ষে পাঁচবারে ঘৃত গ্রহণ বিহিত। সেই যজমান পঞ্চাবত্তী। সমস্ত হব্য হইতে এক একবার হোমের জন্য কিয়দংশ গ্রহণের নাম অবদান। এস্থলে যথাক্রমে ঘৃত, স্বর্ণখণ্ড, বপা, স্বর্ণখণ্ড ও ঘৃত এই পাঁচটি যথাক্রমে আহুতিরূপে গৃহীত হওয়ায় পাঁচ অবদান হইল। হিরণ্যখণ্ডের পরিবর্ত্তে ঘৃত লইলেও চলিতে পারে, তাহারও বিধান হইল। হিরণ্যখণ্ডে হোম করিলেও যে ফল, অভাবে ঘৃত দ্বারা হোমেও সেই ফল হয়।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যদি হিরণ্য না থাকে, তবে কি হইবে? [উত্তর] দুইবার ঘৃত রাখিয়া তৎপরে বপা অবদান করিয়া উপরে আর দুইবার ঘৃতধারা দিবে। ঘৃতই অমৃত ও হিরণ্যও অমৃত। সেই হেতু ঘৃতে যে ফল, তাহা তাহাতেই লব্ধ হয়। হিরণ্যে যে ফল, তাহাও তাহাতেই লব্ধ হয়। এইরূপে (হিরণ্যযুক্ত ও ঘৃতযুক্ত হইয়া) সেই বপা পাঁচ-অবদানযুক্ত হয়।

এই পুরুষও (মনুষ্যদেহও) লোম, ত্বক্, মাংস, অস্থি ও মজ্জা এই পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া পঞ্চ [-অবয়ব-] বিশিষ্ট। সেই পুরুষ যেরূপ (পঞ্চ-অবয়ববিশিষ্ট), যজমানকেও সেইরূপ [পাঁচ অবদানে] সংস্কৃত করিয়া [বপাহোমদ্বারা] দেবযোনি অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। অগ্নিই দেবযোনি। সেই যজমান দেবযোনি অগ্নি হইতে আহুতিসমূহের সহিত মিলিত হইয়া হিরণ্যশরীর হইয়া ঊর্দ্ধমুখে স্বর্গলোকে গমন করে।

পঞ্চম খণ্ড

প্রাতরনুবাক

প্রাতরনুবাক [1] বিষয়ে প্রৈষ মন্ত্র —"দেবেভ্যঃ......অধ্বর্য্যঃ"

অহে হোতা, [সুত্যাদিনের] প্রাতঃকালে আগমনকারী

---

(১) সোমযাগের শেষদিনকে সুত্যাদিন বলে। সেই দিন সোমের অভিষব হয়। ঐ দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অগ্নি, উষা ও অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে হোতা অধ্বর্য্যুপ্রেষিত হইয়া ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানের নাম প্রাতরনুবাক। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অনুবচনসমাপ্তির কারণ পরে দেখান হইতেছে।

দেবগণের অনুকূল মন্ত্র পাঠ কর—অধ্বর্য্যু এই [প্রৈষমন্ত্র] বলেন।

উহার ব্যাখ্যা—"এতে বাব...এবং বেদ"

এই যে অগ্নি, ঊষা ও অশ্বিদ্বয়, এই দেবতারাই [সেই দিন] প্রাতঃকালে আগমন করেন। ইহাঁরা প্রত্যেকে সাত সাত ছন্দোযুক্ত মন্ত্রদ্বারা আগমন করেন।[২] যে ইহা জানে, ঐ প্রাতঃকালে আগমনকারী দেবতাগণ তাহার যজ্ঞে আগমন করেন।

প্রাতরনুবাকের দেবসম্বন্ধবিচার—প্রজাপতৌ...এবং বেদ"

পুরাকালে [কোন যজ্ঞে] প্রজাপতি স্বয়ং হোতা হইয়া প্রাতরনুবাক পাঠে উদ্যত হইলে দেবগণ ও অসুরগণ, উনি আমাদের উদ্দেশে [অনুবচন পাঠ করিতেছেন], উনি আমাদের উদ্দেশে অনুবচন পাঠ করিতেছেন, এই বলিয়া যজ্ঞের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি (প্রজাপতি) কিন্তু দেবগণের উদ্দেশেই অনুবচন পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবগণেরই জয় হইল; অসুরেরা পরাভূত হইল। যে ইহা জানে, সে স্বয়ং জয় লাভ করে; তাহার দ্বেষকর্ত্তা পাপী শত্রুও পরাভূত হয়।

প্রাতরনুবাক শব্দের ব্যুৎপত্তি—"প্রাতর্বৈ...প্রাতরনুবাকত্বম্"

সেই প্রজাপতি প্রাতঃকালেই দেবগণের উদ্দেশে অনুবচন পাঠ করিয়াছিলেন; তাহাই প্রাতরনুবাকের প্রাতরনুবাকত্ব।

---

(২) প্রত্যেকের পক্ষে যথাক্রমে এই সাত ছন্দের ঋক্ পঠিত হয়;—গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী ও পঙ্‌ক্তি। প্রত্যেকের পক্ষে ছন্দ এক, কিন্তু মন্ত্র স্বতন্ত্র; মন্ত্রগুলির জন্য আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র দেখ।

প্রাতরনুবাকের কালনির্দ্দেশ—"মহতি রাত্র্যা…ব্রহ্মণি চ"

রাত্রির[৩] অধিক [অবশিষ্ট] থাকিতে (অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের অধিক পূর্ব্বেই) অনুবচন পাঠ কর্ত্তব্য ; তাহা হইলে সমস্ত [লৌকিক] বাক্যের ও সমস্ত ব্রহ্মবাক্যের ([illegible]ক্যের) পরিগ্রহ ঘটে। যে ব্যক্তি [লোকসমাজে] উৎকৃষ্ট এই সকল [illegible]তা লাভ করে, সে পূর্ব্বে কথা কহিলে [অন্য ইতরলোকে] ইহার পরে কথা কহে। এই জন্য রাত্রি অধিক থাকিতেই অনুবচন পাঠ কর্ত্তব্য। [নিদ্রিত লোকে জাগরণের পর] কথা কহিবার পূর্ব্বেই অনুবচন পাঠ কর্ত্তব্য। যদি [সেই সকল লোক] পূর্ব্বে কথা কহিলে, তৎপরে অনুবচন পাঠ করা হয়, তাহা হইলে এতদ্দ্বারা অন্য লোকের (ইতর লোকের বা নীচ লোকের) কথার পর কথা কহা হয়।[৪] সেই জন্য রাত্রি অধিক থাকিতেই অনুবচন পাঠ কর্ত্তব্য। পাখী ডাকিবার পূর্ব্বে অনুবচন পাঠ করিবে। এই যে পক্ষিসকল ও এই যে শকুনিসকল,[৫] ইহারা [মৃত্যুদেবতা] নির্ঋতির মুখস্বরূপ। সেই জন্য পাখী ডাকিবার পূর্ব্বে অনুবচন পাঠ করিবে ; ইহার উদ্দেশ্য এই যে, অযজ্ঞিয় বাক্য (পক্ষ্যাদির ধ্বনি) পূর্ব্বে কথিত হওয়ার পরে যেন

(৩) সুত্যাদিনের পূর্ব্বদিবসে অগ্নীষোমীয় পশু অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। সেই দিনের নাম উপবসথ। ঐ দিবস শেষরাত্রিতে সুত্যাদিনের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রাতরনুবাক পাঠ বিহিত। অপর লোক জাগিবার পূর্ব্বে ও পাখী ডাকিবার পূর্ব্বেই যেন পাঠ সমাপ্ত হয়, এমন সময়ে পাঠ আরম্ভ করিবে।

(৪) বড় লোকে কথা কহিলে পরে নীচ লোকে কথা কহিবে, ইহাই সামাজিক নিয়ম। প্রাতরনুবাক পাঠ বড়লোকের কথার স্বরূপ। অন্য লোকে যেন তৎপূর্ব্বে কথা কহিতে না পায়, ইহাই তাৎপর্য্য।

(৫) শকুনি শব্দে অশুভ-নিমিত্ত-সূচক পক্ষী বুঝাইতেছে (সায়ণ)।

[প্রাতরনুবাক] পঠিত না হয়। সেই জন্য রাত্রি অধিক থাকিতেই অনুবচন পাঠ কর্ত্তব্য।

অথবা যখনই অধ্বর্য্যু প্রৈষমন্ত্র[৬] বলিবেন, তখনই অনুবচন পাঠ [illegible] । [illegible] অধ্বর্য্যু প্রৈষমন্ত্র পড়েন, তখন [বৈদিক] বাক্যদ্বা[illegible]য অ[illegible] উ[illegible]াঠ করেন ; [পরে] হোতাও [বৈদিক] বাক্যদ্বা[illegible]লে [illegible]চন পাঠ করেন। এই বাক্যই ব্রহ্ম (বেদ-স্বরূপ) ; সেই জন্য বাক্যে ও ব্রহ্মে যে ফল, এতদ্দ্বারা সেই ফলই লব্ধ হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রাতরনুবাক

প্রাতরনুবাকের প্রথম ঋক্ সম্বন্ধে আখ্যায়িকা—"প্রজাপতৌ…য এবং বেদ"

প্রজাপতি স্বয়ং হোতা হইয়া প্রাতরনুবাক পাঠে উদ্যত হইলে সকল দেবতাই, আমার উদ্দেশেই [উনি] প্রথমে অনুবচন আরম্ভ করিবেন, আমার উদ্দেশেই [করিবেন], এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। সেই প্রজাপতি দেখিলেন, যদি [ইঁহাদের মধ্যে কোন] একজন দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া প্রথমে আরম্ভ করি, তাহা হইলে অন্য দেবতাগণ কিরূপ ক্রমানুসারে আমার লব্ধ হইবেন;—ইহা ভাবিয়া (অর্থাৎ অপক্ষপাত

---

(৬) অধ্বর্য্যু হোতাকে প্রাতরনুবাক পাঠার্থ ও অন্য ঋত্বিক্‌গণকে অন্য কর্ম্মের জন্য অনুজ্ঞা করেন।

দেখাইবার জন্য) তিনি "আপো রেবতীঃ" [১] এই ঋক্ দর্শন [২] করিলেন। কেন না, অপ্‌সমূহই (জলই) সকল দেবতার স্বরূপ; রেবতীসমূহও সকল দেবতার স্বরূপ। তিনি এই ঋক্‌দ্বারা প্রাতরনুবাক আরম্ভ করিলেন; তাহাতে সেই সকল দেবতাই আমার উদ্দেশেই আরম্ভ হইয়াছে, আমার উদ্দেশেই হইয়াছে, ভাবিয়া আনন্দিত হইলেন। সেই জন্য এই ঋকে প্রাতরনুবাক আরম্ভ করিলে সকল দেবতাই আনন্দিত হন। যে ইহা জানে, তাহার প্রাতরনুবাক সকল দেবতার উদ্দেশেই আরব্ধ হয়।

ঐ ঋকের আখ্যায়িকা দ্বারা প্রশংসা—"তে⋯দেবাঃ"

সেই দেবগণ ভয় করিয়াছিলেন, যেমন ওজস্বী (দৈহিক সামর্থ্যযুক্ত) ও বলবান্ (সৈন্যসহায়) ব্যক্তিরা [দুর্ব্বলের ধন হরণ করে], সেইরূপ এই অসুরেরা আমাদের এই প্রাতঃ-কালের যজ্ঞ (প্রাতরনুবাক) অপহরণ করিবে। তখন ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ভয় করিও না, আমি প্রাতঃ-কালেই উহাদের (অসুরদের) প্রতি তিন কারণে সমৃদ্ধ বজ্র প্রহার করিব। ইহা বলিয়া সেই ["আপো রেবতীঃ" ইত্যাদি] ঋক্ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ ঋকের দেবতা 'অপো নপ্তা',— সেই কারণে উহা বজ্রস্বরূপ; উহার ছন্দ ত্রিষ্টুপ্, সেই [দ্বিতীয়] কারণে উহা বজ্রস্বরূপ; উহা বাক্য, এই [তৃতীয়]

(১) আপো রেবতীঃ ক্ষয়থা হি বস্বঃ ক্রতুং চ ভদ্রং বিভৃথামৃতঞ্চ। রায়শ্চ স্থ স্বপত্যস্য পত্নীঃ সরস্বতী তদ্ গৃণতে বয়োধাৎ ॥ (১০।৩০।১২) ঐ মন্ত্রে প্রাতরনুবাক আরম্ভ করিতে হয়। তার পর বিভিন্ন দেবতার উদ্দিষ্ট বিহিত ছন্দের মন্ত্র পাঠ হয়। রায়ো ধনানি যাসাং সন্তীতি রেবত্যঃ (সায়ণ)। ধনবত্তাহেতু সকল দেবতাই রেবতী।

(২) প্রজাপতি স্বয়ংও বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা। কেন না বেদ অপৌরুষেয়।

কারণে উহা বজ্রস্বরূপ। [তৎপরে ইন্দ্র] উহাদের প্রতি তাহা প্রহার করিলেন ও তদ্দ্বারা উহাদিগকে হত্যা করিলেন। তাহাতে দেবগণ জয়লাভ করিল ও অসুরেরা পরাভূত হইল। যে ইহা জানে, সে স্বয়ং জয়লাভ করে ও তাহার দ্বেষকর্ত্তা পাপী শত্রু পরাভূত হয়।

সেই জন্য ঐ ঋক্ তিনবার পাঠ করিবে—"তদাহুঃ···প্রজাতিঃ"

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যে এই ঋকে সকল ছন্দ জন্মাইতে পারে, সেই [উৎকৃষ্ট] হোতা হয়। ইহা তিনবার পঠিত হইলেই সকল ছন্দের স্বরূপ হয়; এইরূপেই সকল ছন্দ জন্মে।

সপ্তম খণ্ড

প্রাতরনুবাক

বিশিষ্ট ফলকামনায় প্রাতরনুবাকে অন্যবিধ ঋক্‌সংখ্যার বিধান—"শতমনূচ্যং··· অপরিমিতমেবানূচ্যম্"

আয়ুষ্কামীর জন্য শত মন্ত্র পাঠ করিবে। পুরুষ শতায়ুঃ, শতবীর্য্য, শতেন্দ্রিয়; এতদ্দ্বারা তাহাকে আয়ুতে, বীর্য্যে ও ইন্দ্রিয়ে স্থাপন করা হয়।

যজ্ঞকামীর জন্য তিনশত ষাটি মন্ত্র পাঠ করিবে। সংবৎসরের দিন তিনশত ষাটি; তাহা লইয়াই সংবৎসর; সংবৎসরই প্রজাপতি, প্রজাপতিই যজ্ঞ। ইহা জানিয়া যাহার জন্য তিনশত ষাটি মন্ত্র [হোতা] পাঠ করেন, যজ্ঞ তাঁহার নিকট প্রণত হয়।

প্রজাকামীর ও পশুকামীর জন্য সাত শত বিশ মন্ত্র পাঠ করিবে। সংবৎসরে সাত শত বিশ অহোরাত্র; তাহাদের লইয়া সংবৎসর; সংবৎসরই প্রজাপতি; আর যিনি অগ্রে জাত হইলে তৎপরে এই বিশ্বরূপ (প্রজাপশ্বাদিযুক্ত অখিল বস্তু) জন্মগ্রহণ করে, এতদ্দ্বারা (উক্ত-সংখ্যক মন্ত্র পাঠে) [যজমান] সেই অগ্রজন্মা প্রজাপতির পরই প্রজাদ্বারা ও পশুদ্বারা [সমৃদ্ধ হইয়া] জাত (উৎপন্ন) হয়। যে ইহা জানে, সে প্রজাদ্বারা ও পশুদ্বারা [সমৃদ্ধ হইয়া] জাত হয়।

অব্রাহ্মণরূপে কথিতের জন্য,* বা যে দুরুক্ত (অপবাদগ্রস্ত) রূপে কথিত ও মলিনরূপে স্বীকৃত হইয়া যাগ করে, তাহার জন্য, আট শত মন্ত্র পাঠ করিবে। গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা; দেবগণ গায়ত্রীদ্বারাই মলিন পাপকে বিনাশ করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা গায়ত্রীদ্বারাই যজমানের মলিন পাপকে বিনাশ করা হয়। যে ইহা জানে, সে পাপকে বিনাশ করে।

স্বর্গকামীর জন্য সহস্র মন্ত্র পাঠ করিবে। একদিনে অশ্ব যতদূর যায়, স্বর্গলোক এখান হইতে তাহার সহস্র গুণ দূরে; এতদ্দ্বারা স্বর্গলোকপ্রাপ্তি, [সেখানে] সম্পত্তি (ঐশ্বর্য্যলাভ) ও [দেবগণসহ] সঙ্গতি (মিলন) ঘটে।

[সর্ব্বকামসিদ্ধির জন্য] অপরিমিত (শেষ রাত্রিতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যত পারা যায় তত) মন্ত্র পাঠ করিবে। প্রজাপতি অপরিমিত; এই যে প্রাতরনুবাক, তাহা প্রজাপতির উক্থ (প্রিয় স্তুতি); সেই [হোতা] যদি সর্ব্বকামপ্রাপ্তির জন্য অপরিমিত মন্ত্র পাঠ করে, তবে সেই [যজমানের] সর্ব্ব-

কামনা লব্ধ হয়। যে ইহা জানে, সে সকল কামনা লাভ করে। সেই জন্য অপরিমিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

প্রাতরনুবাকের উদ্দিষ্ট দেবতা তিন; অগ্নি, উষা ও অশ্বিদ্বয়; তদনুসারে উহার তিন ভাগ। প্রত্যেক ভাগে পাঠ্য অনুবচন মন্ত্রের ছন্দের সংখ্যা বিধান—"সপ্তাগ্নেয়ানি...অভিজিত্যৈ"

সাতটি ছন্দে অগ্নির উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করিবে।[১] কেন না, দেবলোকের সংখ্যা সাতটি। যে ইহা জানে, সে সকল দেবলোকেই সমৃদ্ধ হয়। সাতটি ছন্দে উষার উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করিবে; কেন না গ্রাম্য পশুর সংখ্যা সাতটি।[২] যে ইহা জানে, সে গ্রাম্য পশুসকল লাভ করে। সাতটি ছন্দে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করিবে; কেন না, [লৌকিক সপ্তস্বরযুক্ত গানরূপ] বাক্য সাত প্রকারে (সাত স্বরে) কথিত হয়; [বৈদিক সামরূপী] বাক্যও তত প্রকারেই কথিত হয়। ইহাতে সমস্ত [লৌকিক] বাক্যের ও সমস্ত ব্রহ্মের (বৈদিক বাক্যের) পরিগ্রহ ঘটে।

তিন দেবতার উদ্দেশেই মন্ত্র পাঠ করিবে। এই লোকত্রয় (স্বর্গ, অন্তরিক্ষ ও ভূমি) ত্রিবৃত (তিনগাছি সূত্রে প্রস্তুত রজ্জুর মত মিলিত); ইহাতে এই লোকসকলের জয় ঘটে।

(১) তিন দেবতার পক্ষেই সাতটি ছন্দ যথাক্রমে—গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী ও পঙ্‌ক্তি। (পূর্ব্বে দেখ)

(২) গ্রাম্য পশু সাতটি বৌধায়ন মতে—অজ, অশ্ব, গো, মহিষী, বরাহ, হস্তী, অশ্বতরী। আপস্তম্ব মতে—অজ, অবি (মেষ), গো, অশ্ব, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, নর।

অষ্টম খণ্ড

প্রাতরনুবাক

প্রাতরনুবাকে মন্ত্রপাঠের নিয়ম নির্দ্দেশ—"তদাহুঃ...তেনেতি"

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, প্রাতরনুবাক কিরূপে পাঠ করিবে ? [উত্তর] প্রাতরনুবাক ছন্দের ক্রমানুসারে পাঠ করিবে।[১] এই যে ছন্দ সকল, ইহারা প্রজাপতির অঙ্গস্বরূপ; এবং এই যিনি যাগ করেন, তিনিও প্রজাপতির স্বরূপ। এই জন্য ঐরূপ পাঠ যজমানের পক্ষে হিতকর।

[কাহারও মতে] প্রাতরনুবাক [প্রতি মন্ত্রে] পাদশঃ (প্রত্যেক চরণের পর) [বিরাম দিয়া] পাঠ করিবে। কেন না পশুগণ চতুষ্পাদ ; ইহাতে পশুলাভ ঘটে।

[ঐ মতের খণ্ডন] অর্দ্ধ ঋক্ ক্রমেই (প্রতি চরণে বিরাম না দিয়া অর্দ্ধঋক্ পাঠান্তে বিরাম দিয়া) পাঠ করিবে। যেমন [অধ্যয়ন কালে] পাঠ করা হয়, সেইরূপেই পাঠ করিলে প্রতিষ্ঠা ঘটিবে। কেন না পুরুষ (মনুষ্য) দ্বিপ্রতিষ্ঠ (দুই পায়ে প্রতিষ্ঠিত); আর পশুগণ চতুষ্পাদ। এতদ্দ্বারা যজমানকে দ্বিপ্রতিষ্ঠ করিয়া চতুষ্পাদ পশুতে স্থাপনা করা হয়। এই জন্য অর্দ্ধ ঋক্ ক্রমেই পাঠ করিবে।

এ বিষয়ে আবার [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, এই যে [পূর্ব্বোক্ত ক্রমানুসারে ছন্দ পাঠ] ইহা [অক্ষরসংখ্যানুযায়ী ক্রমের] বিপরীত হইয়াও কেন বিপরীত হইল না ?

---

(১) ছন্দের ক্রম পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। ১৬৩ পৃষ্ঠে পাদটীকা (১) দেখ।

[উত্তর] উহার মধ্য হইতে বৃহতী ছন্দ অপগত হয় নাই; তজ্জন্য সেই মতেই (উক্ত ক্রমানুসারেই) পাঠ করিবে।

প্রাতরনুবাকের মন্ত্র কয়টিতে অক্ষর সংখ্যানুসারে ছন্দের ক্রম এইরূপ হওয়া উচিত; গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী। তাহা হইলে গায়ত্রীতে চব্বিশ অক্ষর হয় ও পরের ছন্দগুলিতে অক্ষরসংখ্যা ক্রমশঃ চারিটি করিয়া বাড়ে। কিন্তু প্রাতরনুবাকে বিহিত ছন্দের ক্রম বিপরীত, অর্থাৎ ঠিক্ ঐরূপ নহে; যথা—গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, পঙ্ক্তি উভয়ত্রই বৃহতী ছন্দ মধ্যে অর্থাৎ চতুর্থ স্থানে থাকাতে এই ক্রমবিপর্য্যায়ে দোষ হইল না, ইহাই তাৎপর্য্য। (সায়ণ)

প্রাতরনুবাকের প্রশংসা—"আহুতিভাগা······এবং বেদ"

কোন কোন দেবতা [যজুর্বেদবিহিত] আহুতির ভাগী, অন্য দেবতারা [সামবেদগত] স্তোমের ভাগী অথবা [ঋঙ্‌-মন্ত্রময়] ছন্দের ভাগী; অগ্নিতে যে সকল আহুতি দেওয়া হয়, তাহাতে আহুতিভাগীরা প্রীত হন, আর [স্তোম দ্বারা] যে স্তব করা হয় এবং [ঋক্ দ্বারা] যে প্রশংসা করা হয়, তাহাতে স্তোমভাগীরা ও ছন্দোভাগীরা প্রীত হন। যে ইহা জানে, তাহার প্রতি এই উভয়বিধ (আহুতিভাগী এবং স্তোম-ছন্দোভাগী) দেবতারা প্রীত হইয়া অভীষ্টপ্রদ হন।

তেত্রিশজন দেবতা সোমপায়ী, আর তেত্রিশজন সোমপায়ী নহেন। অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি, বষট্‌কার, ইঁহারা সোমপায়ী; আর একাদশ প্রযাজ, একাদশ অনুযাজ, একাদশ উপযাজ, ইঁহারা সোমপায়ী নহেন, ইহাঁরা পশুভাগী। অতএব সোমদ্বারা সোমপায়ীদিগকে ও পশু দ্বারা অসোমপদিগকে প্রীত করা হয়। যে ইহা জানে তাহার প্রতি উভয়বিধ দেবতা প্রীত ও অভীষ্টপ্রদ হন।

এস্থলে প্রযাজ অনুযাজ ও উপযাজ বলিতে পশুকর্ম্মে বিহিত তত্তৎ যাগের উদ্দিষ্ট দেবতাকে বুঝাইতেছে।

প্রাতরনুবাক সমাপ্তির জন্য শেষ ঋক্,—"অভূদুষা...ভবন্তি"।

"অভূদুষা রুশৎপশুঃ[২] এই অন্তিম ঋকে [প্রাতরনুবাক পাঠ] সমাপ্ত করিবে। এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, এই যে অগ্নির ঊষার ও অশ্বিদ্বয়ের উদ্দিষ্ট ক্রতুর (প্রাতরনুবাকের ভাগত্রয়ের) পাঠ হইল, কিরূপে একটি ঋকে [প্রাতরনুবাক] সমাপ্ত করায় ইহাতে তিনটি ক্রতুর সমাপ্তি হয়? [উত্তর] "অভূদুষা রুশৎপশুঃ" —ঊষাতে পশুগণ পরস্পরের প্রতি চাহিয়া শব্দ করে—এই [প্রথম চরণ] ঊষার অনুকূল। "আগ্নিরধায়ি ঋত্বিয়ঃ"—ঋতুতে উৎপন্ন অগ্নির আধান হইল—এই [দ্বিতীয় চরণ] অগ্নির অনুকূল। "অযোজি বাং বৃষণ্বসূ রথো দস্রাবমর্ত্ত্যো মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্"—অহে বহুধনশালী অশ্বিদ্বয়, তোমাদের অমর্ত্ত্য রথ যোজিত হইয়াছে, আমার মধুর আহ্বান শ্রবণ কর—এই [শেষার্দ্ধ] অশ্বিদ্বয়ের অনুকূল। এইজন্য এই একমাত্র ঋকে সমাপ্ত করিলেও সেই তিন ক্রতু সমস্তই সমাপ্ত হয়।

(২) ৫।৭৫।৯।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

অপোনপ্ত্রীয় সূক্ত

পশুযাগের পর বসতীবরী নামক জল নদী বা অন্য জলাশয় হইতে আনিয়া রাখা হয়। পরদিন উহার সহিত একধনা নামক জল কলসে করিয়া আনিয়া উভয় জল মিশান হয়। এই জল সোমাভিষবের জন্য অর্থাৎ সোম ছেঁচিয়া রস নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। একধনা আনিয়া বসতীবরীর সহিত মিশাইবার সময় অপোনপ্-ত্রীয় সূক্ত পাঠ করিতে হয়। ঐ সূক্ত সম্বন্ধে আখ্যায়িকা—"ঋষয়ো বৈ······কুরুতে"

পুরাকালে ঋষিগণ সরস্বতীতীরে সত্রে[১] উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইলূষপুত্র কবষকে, এই দাসীপুত্র কিতব

(১) দ্বাদশদিনের অধিকদিনব্যাপী বহু যজমানের পক্ষে অনুষ্ঠিত যাগকে সত্র বলে। কৌষীতকিব্রাহ্মণে উক্ত সত্রসম্বন্ধে নিম্নোক্ত আখ্যায়িকা আছে—

"মাধ্যমাঃ সরস্বত্যাং সত্রমাসত তদ্ধাপি কবষো মধ্যে নিষসাদ। তং হেম উপোদুর্দাস্যা বৈ ত্বং পুত্রোঽসি ন বয়ং ত্বয়া সহ ভক্ষয়িষ্যাম ইতি। স হ ক্রুদ্ধঃ প্রদ্রবন্ সরস্বতীমেতেন সূক্তেন তুষ্টাব। তং হেয়মন্বেয়ায়। ত উ হেমে নিরাগা ইব মনিরে তং হান্বাবৃত্যোচুর্‌ঋষে নমস্তে অস্তু মা নো হিংসীস্ত্বং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি যং ত্বেয়মন্বেতীতি। তং হ যজ্ঞপরাং চক্রুস্তস্য হ ক্রোধং বিনিন্যুঃ। স এষ কবষস্যৈষ মহিমা সূক্তস্য চানুবেদিতা।" (কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ১২।৩)

মধ্যম ঋষিগণ (গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ [আশ্ব-গৃহ্য-সূ-৩।৪]) সরস্বতীতীরে সত্রানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কবষ আসীন ছিলেন। সেই ঋষিগণ তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন, "তুমি ত দাসীর পুত্র, আমরা তোমার সহিত ভোজন করিব না"। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন এবং ঐ সূক্ত দ্বারা সরস্বতীকে তুষ্ট করিলেন। সেই সরস্বতী তাঁহার অনুগমন করিলেন। তখন তাঁহারা (ঋষিগণ) তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া বুঝিলেন ও তাঁহার পশ্চাতে গমন করিয়া বলিলেন, অহে ঋষি, তোমাকে প্রণাম; তুমি আমাদের হিংসা করিও না;

(দ্যূতাসক্ত) অব্রাহ্মণ কিরূপে আমাদের মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ করিল, এই বলিয়া সোমযাগ হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন; এবং পিপাসা ইহাকে বিনাশ করুক, সরস্বতীর জল যেন এ পান করিতে না পায়, ইহা বলিয়া তাঁহাকে [সরস্বতীর] বাহিরে জলহীন দেশে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেই কবষ বাহিরে জল-হীনদেশে অপসারিত হইয়া পিপাসায় আক্রান্ত হইয়া "প্র দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেতু" ইত্যাদি অপোনপ্‌ত্রীয় (অপোনপ্‌তৃ-দৈবত) সূক্ত[২] দর্শন করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা (ঐ সূক্তজপে) তিনি অপ্‌দেবতার প্রিয় ধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সরস্বতী [নদীও] তাঁহার চারিদিকে আসিয়া ধাবিত (প্রবাহিত) হইয়াছিলেন। সেই হেতু, সরস্বতী যেখানে ইহাঁর চারিদিকে পরিস্থত (প্রবাহিত) হইয়াছিলেন, সেই স্থানকে এখনও 'পরিসারক' [এই নামে] ডাকা হয়।

সেই ঋষিগণ তখন [পরস্পর] বলিলেন, দেবগণ এই কবষকে জানিয়াছেন, [অতএব] ইহাঁকে আমরা নিকটে

তুমি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এই সরস্বতী তোমার অনুগমন করিতেছেন।" তখন তাঁহারা তাঁহাকে যজ্ঞের অধ্যক্ষ করিয়া তাঁহার ক্রোধ অপনোদন করিলেন। ইহাই কবষের মহিমা এবং তিনিই সেই সূক্তের প্রকাশক। পুনশ্চ—

"তদ্ধ স্ম পুরা যজ্ঞমুহো রক্ষাংসি তীর্থেষপো গোপায়ন্তি। তদেকেঽপোঽচ্ছ জগ্মুস্তত এব তান্ সর্ব্বান্ জঘ্নুস্ত এব তৎ কবষঃ সূক্তমপশ্যৎ পঞ্চদশর্চং প্র দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেতু ইতি তদন্বব্রবীত্তেন যজ্ঞমুহো রক্ষাংসি তীর্থেভ্যোঽপাহন্" (কৌষীতকিব্রাহ্মণ ১২।১)।

পুরাকালে যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসেরা তীর্থ সকলের জল রক্ষা করিত। তখন কেহ কেহ জল লইতে আসিলে সেই রাক্ষসেরা তাহাদের সকলকে হত্যা করিত। তখন কবষ "প্র দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেতু" ইত্যাদি পঞ্চদশ ঋক্‌যুক্ত সূক্ত দর্শন করিলেন ও সেই সূক্ত পাঠ করিলেন। তদ্দ্বারা তিনি সেই যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগকে তীর্থ হইতে অপসারিত করিলেন।

(২) দশমমণ্ডল, ৩০ সূক্ত। ঐ সূক্তের ঋষি কবষ ঐলূষ। দেবতা আপঃ অথবা অপাং নপাৎ।

আহ্বান করিব। তাহাই হউক, বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে সমীপে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সমীপে আহ্বান করিয়া "প্র দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেতু" ইত্যাদি অপোনপ্‌ত্রীয় সূক্ত প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা অপ্‌দেবতাগণের প্রিয় ধামের ও দেবগণের সামীপ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যে ইহা জানে ও যে ইহা জানিয়া এই অপোনপ্‌ত্রীয় সূক্ত প্রয়োগ করে, সে অপ্‌দেবতাগণের প্রিয় ধামের ও দেবগণের সামীপ্য প্রাপ্ত হয় ও পরম লোক জয় করে।

ঐ সূক্তপাঠের নিয়ম—"তৎ সন্ততং...ভবতি"।

ঐ সূক্ত অবিচ্ছেদে (বিনা বিরামে[৩]) পাঠ করিবে। যে স্থানে ইহা জানিয়া এই সূক্ত অবিচ্ছেদে পাঠ করা হয়, সেখানে পর্জ্জন্য (মেঘ) প্রজাগণের উদ্দেশে অবিচ্ছেদে বর্ষণ করেন। যদি [প্রত্যেক চরণের পর বা অর্দ্ধ ঋকের পর] বিরাম দিয়া পাঠ করা হয়, তাহা হইলে পর্জ্জন্য প্রজাদিগের উদ্দেশে [ভূমিতে বর্ষণ না করিয়া] পর্ব্বতে বর্ষণ করেন। সেই জন্য অবিচ্ছেদেই পাঠ করিবে। এই সূক্তের প্রথম মন্ত্র তিনবার অবিচ্ছেদে পাঠ করিবে। তাহা হইলে ঐ সমস্ত সূক্তই অবিচ্ছেদে পাঠ করা হইবে।

---

(৩) পূর্ব্বোক্ত প্রাতরনুবাক অর্দ্ধ ঋকের পর অবসান দিয়া পাঠ করিতে হয়। এস্থলে সেইরূপ অবসানের বা বিরামের নিষেধ হইল

দ্বিতীয় খণ্ড

অপোনপ্‌ত্রীয় সূক্ত

সূক্তগত মন্ত্রপাঠের নিয়ম—"তা এতা ....দশমীম্‌"

এই সেই (সূক্তমধ্যে প্রথম হইতে নবম পর্য্যন্ত) নয়টি ঋক্‌ অবিচ্ছেদে (কোন দুই মন্ত্রের মধ্যে বিরাম না দিয়া) পাঠ করিবে। "হিনোতা নো অধ্বরং দেবযজ্যা" [১] এই মন্ত্রকে দশম করিবে।

অর্থাৎ নবম ঋক্‌ পাঠের পর "আবর্ব্ব‍ৃততীরধ" ইত্যাদি দশম ঋক্‌টিকে পরিত্যাগ করিয়া তৎপরবর্ত্তী "হিনোতা নো অধ্বরং" ইত্যাদি একাদশ ঋক্‌কেই দশমের স্থানে পড়িবে। পরিত্যক্ত ঋক্‌পাঠের সময়-বিধান "আবর্ব্ব‍ৃততীঃ... একধনাসু"।

"আবর্ব্ব‍ৃততীরধ নু দ্বিধারা" [২] এই [পরিত্যক্ত দশম] ঋক্‌ একধনা [জল] লইয়া আসিবার সময়ে [পাঠ করিবে]।

হোতা প্রাতরনুবাক পাঠ করিলে পর অধ্বর্য্যু হোম করেন ও হোতাকে অপোনপ্‌ত্রীয় সূক্তপাঠার্থ অনুজ্ঞা করেন। হোতা ঐ সূক্তের প্রথম নয় মন্ত্র ও একাদশ মন্ত্র পাঠ করিলে কয়েকজন লোকে অধ্বর্য্যুর আদেশে নদী বা পুষ্করিণী হইতে কলসে করিয়া জল আনয়ন করেন। ঐ জলের নাম একধনা। যাহারা একধনা লইয়া আসে, তাহাদের নাম একধনী। একধনা লইয়া আসিবার সময়ে হোতা ঐ সূক্তের দশম ঋক্‌ ("আবর্ব্ব‍ৃততীরধ" ইত্যাদি) পাঠ করেন। তৎপরে ঐ জল লইয়া নিকটে আসিলে হোতা যখন তাহা দেখিতে পান, তখন ঐ সূক্তের ত্রয়োদশ মন্ত্র পাঠ করেন, যথা—"প্রতি যদাপো......প্রতিদৃশ্যমানাসু"

"প্রতি যদাপো অদৃশ্রমায়তীঃ" [৩] এই মন্ত্র হোতা যখন [ঐ একধনা] দেখিতে পান, তখন পাঠ করিবে।

(১) ১০।৩০।১১। (২) ১০।৩০।১০। (৩) ১০।৩০।১৩।

তৎপরে অন্য সূক্তের অন্তর্গত অন্যান্য মন্ত্রপাঠের সময়নির্দ্দেশ—"আ ধেনবঃ ......সমায়তীষু"

"আ ধেনবঃ পয়সা তূর্ণ্যর্থাঃ"[৪] এই মন্ত্র [ঐ জল চাত্বালের[৫] নিকট] আনিবার সময় [পাঠ করিবে]। "সমন্যা যন্ত্যুপ যন্ত্যন্যাঃ"[৬] এই মন্ত্র [ঐ জল হোতৃচমসে] সংযুক্ত করিবার সময় পাঠ করিবে।

পূর্ব্বদিন পশুযাগের পর বসতীবরী নামক জল আনিয়া বেদির উপর রাখা হইয়াছিল। পরদিন উন্নেতা নামক ঋত্বিক্[৭] সেই বসতীবরী জল ও হোতার চমস[৮] চাত্বালে লইয়া আসেন। মৈত্রাবরুণের পরিচারক চমসাধ্বর্য্যু, একধনী পুরুষগণ কর্ত্তৃক আনীত একধনা জল ও মৈত্রাবরুণের চমস আনেন। হোতার চমসে বসতীবরী ও মৈত্রাবরুণের চমসে একধনা রাখা হয়। তৎপরে অধ্বর্য্যু উভয় চমস পরস্পর সংযুক্ত করেন। সেই সময়ে হোতা ঐ মন্ত্র ("সমন্যা যন্তি" ইত্যাদি) পাঠ করেন। তৎপরে পরবর্ত্তী মন্ত্রপাঠকালে দুই জল মিশান হয়।

ঐ মন্ত্রের প্রশংসার্থ আখ্যায়িকা—"আপো বা......এবং বেদ"

এই যে বসতীবরী যাহা [সুত্যার] পূর্ব্বদিনে আর এই যে একধনা যাহা [সেই দিন] প্রাতঃকালে সংগৃহীত হয়, এই [উভয়বিধ] জল, আমরাই আগে যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিব, আমরাই [আগে করিব], এই বলিয়া [পরস্পর] স্পর্দ্ধা (বিবাদ)

---

(৪) ৫।৪৩।১।

(৫) বেদির পার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানবিশেষের নাম চাত্বাল।

(৬) ২।৩৫।৩।

(৭) অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে ষোল জন ঋত্বিক্ থাকেন। হোতা, ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা এই চারি জন প্রধান। তদ্ভিন্ন বারজন সহকারী ঋত্বিকের নাম যথাক্রমে—মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, প্রতিপ্রস্থাতা, প্রস্তোতা, অচ্ছাবাক, আগ্নীধ্র, নেষ্টা, প্রতিহর্ত্তা, গ্রাবস্তুৎ, পোতা, উন্নেতা, সুব্রহ্মণ্য। এই ষোল জন ঋত্বিক্ ব্যতীত দশ জন চমসাধ্বর্য্যু ও কতিপয় পরিকর্ম্মী (পরিচারক) আবশ্যক হয়।

(৮) চমস—চামচা। চমস দ্বারা সোমরসাদি গ্রহণ করা হয়।

করিয়াছিল। ভৃগু (তন্নামক ঋষি) দেখিলেন, সেই জলেরা [পরস্পর] স্পর্দ্ধা করিতেছে ; তাহা দেখিয়া তিনি "সমন্যা যন্ত্যপ যন্ত্যন্যাঃ" এই ঋক্ দ্বারা তাহাদিগের মিলন করিয়া দিলেন। তখন তাহারা [বিবাদ ত্যাগ করিয়া] মিলিত হইল। যে ইহা জানে, তাহাদের [উভয়বিধ] জল মিলিত হইয়া যজ্ঞ নির্ব্বাহ করে।

এইজন্য উভয় জল চমসদ্বয়ে আনিয়া চমসদ্বয় সংযোগের সময় ঐ মন্ত্রপাঠের প্রযোজ্যতা। তৎপরে উভয় জল হোতার চমসে মিশান হয়। যথা—"আপো ন··· তদাহ"

"আপো ন দেবী উপয়ন্তি হোত্রিয়ম্" এই মন্ত্র বসতীবরী ও একধনা [উভয়] জল হোতার চমসে সেচনের সময় [পাঠ করিবে]। সেই সময়ে "অবেরপোঽধ্বর্য্যা উ"—অহে অধ্বর্য্যু, [উভয়] জল পাইয়াছ কি ?—এই মন্ত্রে হোতা অধ্বর্য্যুকে প্রশ্ন করেন। [ঐ উভয়] জলই যজ্ঞস্বরূপ ; [সেই হেতু] ঐ প্রশ্নে "যজ্ঞকে পাইয়াছ কি ?" ইহাই জিজ্ঞাসা করা হয়। [অনন্তর] "উতেমনন্নমুঃ"—উহা ঠিকই পাইয়াছি —অধ্বর্য্যু এই উত্তর দেন। এই উত্তরে, "[অহে হোতা] উহাই (ঐ উভয়বিধ জলই) তুমি দেখ," ইহাই বলা হয়।

তৎপরে হোতা একটি নিগদ মন্ত্র অধ্বর্য্যুর উদ্দেশে পাঠ করিয়া আসন হইতে উত্থান করেন। সেই নিগদ মন্ত্র—"তাসু··· ···প্রত্যুত্তিষ্ঠতি"।

"অহে অধ্বর্য্যু, বসুমান্ রুদ্রবান্ আদিত্যবান্ ঋভুমান্ বিভুমান্ বাজবান্ (অন্নযুক্ত) বৃহস্পতিবান্ বিশ্বদেব্যবান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে, ঐ [উভয়বিধ] জলে মধুমান্ (মধুর) বৃষ্টিপ্রদ তীব্র-(অবশ্যম্ভাবী)-ফলপ্রদ বহুল-অনুষ্ঠানযুক্ত সোমের অভিষব কর ;

যে সোম পান করিয়া ইন্দ্র বৃত্রগণকে (শত্রুগণকে) হত্যা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা সেই যজমান উৎপন্ন পাপসমূহ হইতে উত্তীর্ণ হউন; "ওঁ" এই মন্ত্র দ্বারা [হোতা] [সেই উভয় জলের] প্রত্যুত্থান করিবে।

উভয়বিধ জলের অভ্যর্থনার জন্য এইরূপ প্রত্যুত্থান বিধেয়, যথা—"প্রত্যুত্থেয়া বৈ……প্রত্যুত্থেয়াঃ"।

[এই উভয়] জলের প্রত্যুত্থান কর্ত্তব্য। কোন পূজ্য ব্যক্তি আগত হইলে [লোকে তাহার সম্মানার্থ] প্রত্যুত্থান করে; এই জন্য উহাদেরও প্রত্যুত্থান কর্ত্তব্য।

প্রত্যুত্থানের পর উহার অনুগমন কর্ত্তব্য, যথা—"অনুপর্য্যাবৃত্যাঃ…… অনুপ্রপত্তব্যম্"।

উহাদের পশ্চাতে অনুগমনও কর্ত্তব্য। পূজ্য ব্যক্তির পশ্চাতে অনুগমন করা হয়; সেই জন্য উহাদের অনুগমন কর্ত্তব্য। [উক্ত নিগদ] পাঠ করিতে করিতেই অনুগমন কর্ত্তব্য। যদিও অন্য ব্যক্তি যাগ করে (অর্থাৎ হোতা স্বয়ং যাগ করেন না, যজমানই যাগকর্ত্তা), তথাপি [এরূপ করিলে] হোতা যশোলাভে সমর্থ হন; সেই জন্য [ঐ মন্ত্র] পাঠ করিতে করিতেই অনুগমন কর্ত্তব্য।

অনুগমনকালে পাঠ্য অন্য ঋকের বিধান—"অম্বয়ো……বুভূষেৎ"

"অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভিঃ" [১] এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অনুগমন করিবে। [ঐ ঋকে] "জাময়ো অধ্বরীয়তাম্ পৃঞ্চতীর্মধুনা পয়ঃ" এই [শেষাংশ] যে ব্যক্তি মধুলাভের (সোমলাভের) অযোগ্য, সেও যশোলাভ ইচ্ছা করিলে [পাঠ করিবে]।

---

(১) ১।২৩।১৬।

ঐ ঋকের অর্থ—[ঐ উভয় জল] যজ্ঞ-সম্পাদনেচ্ছুগণের ভ্রাতৃস্থানীয় ও মাতৃসদৃশ হইয়া আপনার জল মধুর (সোমরসের) সহিত মিশ্রিত করিয়া পথে গমন করে। বিশেষ ফলকামনায় অন্যান্য ঋকের বিধান, যথা—"অসূর্য্যাঃ... পশুকামঃ"।

তেজস্কামী ও ব্রহ্মবর্চ্চসকামী "অসূর্য্যা উপসূর্য্যে যাভির্বা সূর্য্যঃ সহ"[১০] এই মন্ত্র, এবং পশুকামী "অপো দেবীরুপহ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ"[১১] এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

পূর্ব্বোক্ত তিন মন্ত্রপাঠের ফল—"তা এতাঃ......এবং বেদ"।

ঐ সকল কামনাপ্রাপ্তির জন্য ঐ সকল মন্ত্র (ঐ তিনটি মন্ত্র) পাঠ করিতে করিতে অনুগমন করিবে। যে ইহা জানে, সে ঐ সকল কামনাই প্রাপ্ত হয়।

অন্য দুই মন্ত্রের কালনির্দ্দেশ—"এমা......পরিদধাতি"।

"এমা অগ্মন্ রেবতীর্জীব ধন্যা"[১২] এই মন্ত্র বসতীবরী ও একধনা [বেদিতে] রাখিবার সময় পাঠ করিবে। [বেদিতে] স্থাপিত হইলে পর "আগ্মন্নাপ উশতীর্বর্হিরেদম্"[১৩] এই মন্ত্র দ্বারা অনুবচন সমাপ্ত করিবে।

তৃতীয় খণ্ড

উপাংশুগ্রহ—অন্তর্যামগ্রহ

অপোনপ্ত্রীয় পাঠের পর অধ্বর্য্যু উপাংশুগ্রহ ও অন্তর্যামগ্রহ হইতে সোমরস লইয়া হোম করেন ; তখন হোতা অনুচ্চস্বরে মন্ত্র পড়িবেন, যথা—"শিরো বা ......বিসৃজেত"।

এই যে প্রাতরনুবাক, ইহা যজ্ঞের মস্তকস্বরূপ ; উপাংশু

(১০) ১।২৩।১৭। (১১) ১।২৩।১৮। (১২) ১০।৩০।১৪। (১৩) ১০।৩০।১৫।

ও অন্তর্যাম (তন্নামক গ্রহদ্বয়) প্রাণস্বরূপ ও অপানস্বরূপ; এবং বাক্য বজ্রস্বরূপ। এইজন্য উপাংশু ও অন্তর্যাম আহুতি না হওয়া পর্যন্ত [হোতা] বাক্য ত্যাগ করিবে না (মৃদু-স্বরে মন্ত্র পাঠ করিবে)।

উপাংশু ও অন্তর্যাম নামক গ্রহদ্বয়[১] হইতে আহবনীয়ে আহুতি দেওয়া হয়। ঐ সময়ে হোতা উচ্চে মন্ত্র পাঠ করিবেন না।

এ বিষয়ে হেতুপ্রদর্শন—"যদহুতয়ো......বিসৃজেত"

যদি উপাংশু ও অন্তর্যামের আহুতি না হইতেই বাক্য ত্যাগ করেন, তাহা হইলে [হোতা] বাক্যরূপ বজ্র দ্বারা যজমানের প্রাণ বহির্গত করেন। যদি সেই সময়ে কেহ হোতাকে বলে, ইনি বাক্যরূপ বজ্রদ্বারা যজমানের প্রাণ বহি-র্গত করিয়াছেন, অতএব প্রাণ ইহাকে (যজমানকে) পরিত্যাগ করিবে;—তাহা হইলে অবশ্যই তাহা (যজমানের প্রাণহানি) ঘটে। অতএব উপাংশু ও অন্তর্যামের আহুতি না হইলে বাক্য ত্যাগ করিবে না।

উপাংশুহোম ও অন্তর্যামহোমের পর বাক্যত্যাগের বিধান—"প্রাণং যচ্ছ ......বেদ"।

"প্রাণং যচ্ছ স্বাহা ত্বা সুহব সূর্য্যায়"—হে শোভনহোম-সম্পাদক [উপাংশুগ্রহ], সূর্যের উদ্দেশে সম্যক্‌ভাবে তোমার

---

(১) সোমযাগের শেষ দিনে সোমলতা হইতে সোমরস নিষ্ক্রান্ত করিয়া ঐ রস আহুতি দেওয়া হয় ও উহা ঋত্বিকেরা ও যজমান পান করেন। ইহাই সোমযাগের প্রধান অনুষ্ঠান। ইহার নাম সবন। দিবসের মধ্যে তিনবার সবন হয়—প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন ও তৃতীয় সবন। অভিষুত সোমরসের নাম গ্রহ। যে পাত্রে সোমরস রক্ষিত হয়, তাহাকেও গ্রহ বলে। যে পাত্রে সোমরস লইয়া পান করা হয়, উহা চমস। প্রাতঃসবনে নিম্নোক্ত গ্রহের ব্যবহার আছে। উপাংশু, অন্তর্যাম, ঐন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরুণ, আশ্বিন, শুক্র, মন্থী, আগ্রয়ণ, উক্থ, ধ্রুব, দ্বাদশ ঋতুগ্রহ, ঐন্দ্রাগ্ন ও বৈশ্বদেব।

হোম করিতেছি, তুমি [যজমানে] প্রাণ দান কর—এই বলিয়া উপাংশুগ্রহের উদ্দেশে মন্ত্র [অনুচ্চস্বরে] পাঠ করিবে ও "প্রাণ প্রাণং মে যচ্ছ"—হে প্রাণ, আমাকে প্রাণ দাও—এই মন্ত্রে তাহার উদ্দেশে শ্বাস গ্রহণ করিবে। "অপানং যচ্ছ স্বাহা ত্বা স্বহব সূর্য্যায়"—এই বলিয়া অন্তর্যামের উদ্দেশে মন্ত্র [অনুচ্চস্বরে] পাঠ করিবে ও "অপানাপানং মে যচ্ছ" এই মন্ত্রে তাহার উদ্দেশে শ্বাস ত্যাগ করিবে। [তদনন্তর] "ব্যানায় ত্বা"—ব্যানবায়ুর জন্য তোমাকে [স্পর্শ করিতেছি]—এই বলিয়া উপাংশু-সবন[২] (তন্নামক) পাষাণকে স্পর্শ করিয়া বাক্য ত্যাগ করিবে (উচ্চস্বরে কথা কহিবে)। এই উপাংশুসবনই আত্মা। এতদ্দ্বারা (ঐ পাষাণ স্পর্শ দ্বারা) হোতা আত্মাতেই (শরীরেই) প্রাণ স্থাপিত করিয়া পূর্ণায়ু লাভ করিয়া বাক্য ত্যাগ করেন। তাহাতে পূর্ণ আয়ু লাভ ঘটে। যে ইহা জানে সে পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হয়।

চতুর্থ খণ্ড

বহিষ্পবমান স্তোত্র

উপাংশুহোম ও অন্তর্যামহোমের পর অভিষুত সোমরস ঐন্দ্রবায়বাদি গ্রহে হোমের জন্য রাখা হয়। তৎপরে অধ্বর্য্যু, প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা এই পাঁচজন ঋত্বিক্ ও তৎপরে যজমান ক্রমান্বয়ে হাত ধরাধরি করিয়া চাত্বাল

(২) সোমভিষবের জন্য অর্থাৎ জলসিক্ত সোম কুটিয়া তাহা হইতে রস নিষ্কাশনের জন্য যে পাষাণ-খণ্ড ব্যবহার হয়, সেই পাষাণের উল্লেখ হইতেছে। উপাংশুহোমের অর্থাৎ উপাংশুগ্রহ হইতে আহুতির নিমিত্ত সোমরস নিষ্কাশনের জন্য যে পাষাণখণ্ড ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম উপাংশুসবনপাষাণ।

অভিমুখে বহিষ্পবমান স্তোত্র[১] গানের জন্য প্রসর্পণ (গমন) করেন ; সকলে উপবেশন করিলে হোতা তাঁহাদের অনুমন্ত্রণ করেন। হোতা ঐ সময়ে অন্যান্য ঋত্বিকের সহিত যাইবেন কি না, তৎসম্বন্ধে বিচার—"তদাহুঃ......তথা স্যাৎ"

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, [হোতাও ঐ সঙ্গে] যাইবেন, কি যাইবেন না ? কেহ কেহ বলেন, যে [হোতাও] যাইবেন। এই যে বহিষ্পবমান, ইহা দেবগণের ও মনুষ্যগণের ভক্ষ্য, সেইজন্য ইহার উদ্দেশে সকলেই যাইবেন, ইহাই তাঁহারা বলেন। কিন্তু [ঐ ব্রহ্মবাদীদের] এই মত এই [প্রসর্পণ] বিষয়ে আদরণীয় নহে। [কেন না] যদি হোতা [প্রসর্পণকারী উদ্গাতার পশ্চাৎ] গমন করেন, তাহা হইলে ঋক্‌কে সামের অনুগামী করা হইবে।[২]

এই সময়ে যদি কেহ সেই হোতাকে বলে, এই হোতা সামগানকারীর (উদ্গাতার) পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছে ও উদ্গাতাতেই [নিজের] যশ স্থাপন করিয়াছে ও [আপনার উচ্চতর] পদবী হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, এখন এই ব্যক্তি [আপনার] পদবী হইতে ভ্রষ্ট হইবে ;—তাহা হইলে অবশ্যই তাহা [স্বপদ হইতে ভ্রংশ] ঘটিবে। এই জন্য [হোতা] সেইখানে

(১) "উপাস্মৈ গায়তা নরঃ" ইত্যাদি নয়টি মন্ত্রান্বিত নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্ত সামগায়ী ঋত্বিক্‌গণ গান করেন। যাহা গান করা যায়, তাহার নাম স্তোত্র। ঐ সূক্তটি যখন গীত হয়, তখন তাহার নাম বহিষ্পবমান স্তোত্র। প্রস্তোতা উদ্গাতা ও প্রতিহর্ত্তা এই তিনজন সামগায়ী ঋত্বিকে উহা গান করেন। গানের পূর্ব্বে সামগায়ীরা বহিষ্পবমানের উদ্দেশে চরু ভক্ষণ করেন। হোতা উহা ভক্ষণ করেন না। সেই বহিষ্পবমান চরুকেই দেবগণের ও মনুষ্যগণের ভক্ষ্য বলা হইল।

(২) হোতার কর্ত্তব্য ঋক্‌পাঠ, উদ্গাতার কর্ত্তব্য সামগান। ঋক্ মন্ত্রেরই গান করিলে তাহা সাম হয়। এজন্য সাম ঋকের পশ্চাদ্‌গামী। যে পশ্চাদ্‌গামী সে নিকৃষ্ট, যে পুরোগামী সে উৎকৃষ্ট।

(স্বস্থানে) উপবিষ্ট হইয়াই [অন্য ঋত্বিক্‌গণের দিকে চাহিয়া] মন্ত্রপাঠ করিবে।

হোতৃপাঠ্য মন্ত্র যথা—"যো দেবানাং……এবং বেদ"

"যো দেবানামিহ সোমপীথো যজ্ঞে বর্হিষি বেদ্যাম্। তস্যাপি ভক্ষয়ামসি"—এই যজ্ঞে যে বেদি ও যে বর্হিঃ আছে, তাহাতে দেবগণের যে সোমপীথ (সোমযাগে ভক্ষণীয় বহিষ্পবমান চরু) আছে, তাহার অংশ আমরা ভক্ষণ করিব—এই মন্ত্র পাঠ করিলে হোতার আত্মা সোমপীথ (সোমপান) হইতে বঞ্চিত হয় না। তৎপরে "মুখমসি মুখং ভূয়াসম্"—[হে বহিষ্পবমান], তুমি [যজ্ঞের] মুখ, আমিও মুখ (মুখ্য বা প্রধান) হইব—এই মন্ত্রে এই যে বহিষ্পবমান, ইহাকেই যজ্ঞের মুখস্বরূপ বলা হয়। যে ইহা জানে, সে আত্মীয় মধ্যে মুখ (প্রধান) হয় ও আত্মীয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়।

মিত্রাবরুণের উদ্দেশে সবনীয় সোমরসে পয়স্যা (দধি) মিশাইতে হয় ; তৎসম্বন্ধে আখ্যায়িকা—"আসুরী……নিরকুরুতাম্"

অসুরজাতীয়া দীর্ঘজিহ্বী দেবগণের উদ্দিষ্ট প্রাতঃসবন [জিহ্বাদ্বারা] লেহন করিয়াছিল ; তদ্দ্বারা ঐ [সোমরস] আরও মত্ততাজনক হইয়াছিল। সেই দেবগণ [মাদকতা নিবারণের উপায়] জানিতে ইচ্ছা করিয়া মিত্র ও বরুণকে বলিলেন, এই প্রাতঃসবনকে নির্দ্দোষ কর। তাঁহারা (মিত্র ও বরুণ) বলিলেন, "তাহাই করিব ; তবে আমরা বরপ্রার্থনা করিতেছি।" [দেবগণ বলিলেন] "প্রার্থনা কর"। তখন তাঁহারা প্রাতঃসবনে পয়স্যাকেই বরস্বরূপে প্রার্থনা করিলেন। সেইজন্য এই সেই পয়স্যা (দধি) ইহাঁদের বরস্বরূপে প্রার্থিত হওয়ায় কখনও ইহা-

দিগকে ত্যাগ করে না। এই হেতু সেই প্রাতঃসবনে সেই [দীর্ঘজিহ্বী] যাহাকে মাদকতাজনক করিয়াছিল, তাহা এই পয়স্যা দ্বারা সমৃদ্ধই হইল। কেন না মিত্র ও বরুণ সেই মাদক দ্রব্যকে সেই দধি দ্বারা নির্দ্দোষ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম খণ্ড

সবনীয় পুরোডাশবিধান

সবনকর্ম্মে পুরোডাশবিধান—"দেবানাং বৈ······অভ্রিয়ন্ত"

দেবগণ সবনসমূহ[1] ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহারা এই [পশ্চাদুক্ত পাঁচটি] পুরোডাশকে দেখিয়াছিলেন এবং সবনসমূহকে ধরিবার জন্য প্রত্যেক সবনে [আহুতিরূপে] ঐ পুরোডাশ সকল নির্ব্বপণ করিয়াছিলেন। তখন সেই সবনসমূহ তাঁহাদের জন্য ধৃত হইল। সেই সবনসমূহ ধরিবার জন্য প্রত্যেক সবনে যে পুরোডাশ নির্ব্বপণ হয়, তাহাতেই সবনসমূহ দেবগণের উদ্দেশে ধৃত হইয়া থাকে।

পুরোডাশ শব্দের ব্যুৎপত্তি—"পুরো বা···পুরোডাশত্বম্"

এই যে সকল পুরোডাশ, ইহাদিগকে দেবগণ [সোমাহুতির] পুরোবর্ত্তী করিয়াছিলেন, ইহাই পুরোডাশের পুরোডাশত্ব।[2]

---

(১) সুত্যাদিনে তিনবার সোমাভিষব সোমাহুতি ও সোমপান হয়। এই তিন অনুষ্ঠান যথাক্রমে প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন ও তৃতীয়সবন। সবনকর্ম্মে যে পুরোডাশের আহুতি হয়, তাহার নাম সবনীয় পুরোডাশ। পাঁচ পুরোডাশের বিষয় পরে ষষ্ঠ খণ্ডে দেখ।

(২) পুরস্তো দীয়মানং হবিঃ এই অর্থে দানার্থক দাশ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা হইল।

পুরোডাশদানের নিয়ম—"তদাহুঃ……নির্ব্বপেৎ"

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন—প্রাতঃসবনে আটখানি কপালে, মাধ্যন্দিনসবনে এগারখানি কপালে ও তৃতীয়সবনে বারখানি কপালে—এইরূপে প্রতিসবনে পুরোডাশ আহুতি দিবে; কেন না সবনগুলিরও ঐ রূপ; কেন না [সবনে বিহিত মন্ত্রের] ছন্দসকলও ঐরূপে (ঐ সংখ্যাক্রমে) বিহিত হয়।[৩] কিন্তু [ব্রহ্মবাদীদের] ঐ মত আদরণীয় নহে। [কেন না] প্রতিসবনে যে পুরোডাশসমূহ, ইহারা সকলেই ইন্দ্রের উদ্দেশে আহুত হয়। সেইজন্য [তিন সবনেই] পুরোডাশসমূহ এগারখানি কপালেই আহুতি দিবে।[৪]

পুরোডাশাহুতির পর তাহার অবশেষ ভক্ষণবিধি "তদাহুঃ……এবং বেদ"

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যেটুকু ঘৃতাক্ত নহে, সেই পুরোডাশই ভক্ষণ করিবে; তাহাতে সোমপানের রক্ষা ঘটিবে; কেন না ইন্দ্র ঘৃতরূপ বজ্র দ্বারা[৫] বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত আদরণীয় নহে। [কেননা] এই যে [ঘৃত] উৎপূত হয়, তাহাই হব্য (আহুতি রূপে দেয়) এবং যাহা উৎপূত হয়, তাহাই সোমপীথ-(পেয় সোমরস)-স্বরূপ; সেই জন্য সেই পুরোডাশের যেখান সেখান হইতেই (ঘৃতাক্ত

(৩) প্রাতঃসবনে গায়ত্রীচ্ছন্দের মন্ত্র বিহিত, উহার প্রত্যেক চরণে আট অক্ষর; মাধ্যন্দিন সবনে বিহিত ত্রিষ্টুভের প্রতিচরণে এগার অক্ষর, ও তৃতীয় সবনে বিহিত জগতীর প্রতিচরণে বার অক্ষর।

(৪) ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট পুরোডাশ একাদশ কপালেই বিহিত। ইন্দ্রের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্; উহার প্রতিচরণে এগার অক্ষর।

(৫) ঘৃতের বজ্রস্বরূপত্ব ও তদ্দ্বারা বৃত্রহত্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বে ৯২ পৃষ্ঠে দেখ। হত্যারূপ ক্রূর কর্ম্মে সংস্পৃষ্ট বলিয়া ঘৃতাক্ত পুরোডাশভক্ষণ নিষিদ্ধ হইল।

বা ঘৃতবর্জ্জিত অংশ হইতেই) ভক্ষণ করিবে। এই যে আজ্য (ঘৃত), ধানা,[৬] করম্ভ,[৭] পরিবাপ,[৮] পুরোডাশ, পয়স্যা, এই সকল হব্য আছে, ইহারা সকলেই স্বধা-(অন্ন)-স্বরূপ হইয়া যজমানের উদ্দেশে ক্ষরিত হয়। যে ইহা জানে, তাহার উদ্দেশে এই সমস্ত [হব্য] হইতেই স্বধা (অন্ন) ক্ষরিত হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড

হবিষ্পঙ্‌ক্তি—অক্ষরপঙ্‌ক্তি—নরাশংসপঙ্‌ক্তি—সবনপঙ্‌ক্তি

ধানাদির “প্রশংসা......যো য এবং বেদ”

যে ব্যক্তি হবিষ্পঙ্‌ক্তি (পঞ্চ-হব্যযুক্ত) যজ্ঞকে জানে, সে হবিষ্পঙ্‌ক্তি যজ্ঞ কর্ত্তৃক সমৃদ্ধ হয়। ধানা, করম্ভ, পরিবাপ, পুরোডাশ ও পয়স্যা[৯] (এই পাঁচটি হব্যযুক্ত) যজ্ঞই হবিষ্পঙ্‌ক্তি; যে ইহা জানে, সে হবিষ্পঙ্‌ক্তি যজ্ঞ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

হবিষ্পঙ্‌ক্তির পর হোতা পঞ্চাক্ষরযুক্ত মন্ত্রজপ করিবেন, তাহার প্রশংসা—“যো বৈ......এবং বেদ”।

যে ব্যক্তি অক্ষরপঙ্‌ক্তি (পঞ্চাক্ষর যুক্ত) যজ্ঞকে জানে,

---

(৬) (৭) (৮) নিম্নে দেখ। ধানা, করম্ভ, পরিবাপ, পুরোডাশ ও পয়স্যা এই পাঁচটি দ্রব্যই আহুতি দেওয়া যায়। পুরোডাশের সঙ্গে ধানাদি চারিটি দ্রব্যও আহুতি দেওয়া যায় বলিয়া উহাদেরও সাধারণ নাম এস্থলে পুরোডাশ।

(৯) যব ভাজিয়া ঘৃতে পাক করিয়া ধানা প্রস্তুত হয়। ঐ ভাজা যবের ছাতু ঘৃতে পাক করিয়া করম্ভ প্রস্তুত হয়। চাউল ভাজিয়া উহার খই ঘৃতে পাক করিয়া পরিবাপ প্রস্তুত হয়। দুগ্ধে দধি মিশাইয়া পয়স্যা প্রস্তুত হয়। চাউলের পিষ্টকের নাম পুরোডাশ। এই পঞ্চহব্য-সমন্বিত যজ্ঞের নাম হবিষ্পঙ্‌ক্তি যজ্ঞ।

সে অক্ষরপঙ্‌ক্তি যজ্ঞ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। সু, মৎ, পৎ, বক্ ও দে এই [পাঁচ-অক্ষর-যুক্ত] যজ্ঞই অক্ষরপঙ্‌ক্তি ; যে ইহা জানে, সে অক্ষরপঙ্‌ক্তি যজ্ঞদ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

তৎপরে নরাশংস-পঙ্‌ক্তির প্রশংসা—"যো বৈ...য এবং বেদ"

যে ব্যক্তি নরাশংসপঙ্‌ক্তি (পঞ্চনরাশংসযুক্ত) যজ্ঞকে জানে, সে নরাশংসপঙ্‌ক্তি যজ্ঞ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। প্রাতঃসবনে দুইটি নারাশংস, মাধ্যন্দিনসবনে দুইটি নারাশংস, তৃতীয় সবনে একটি নারাশংস থাকে। এইরূপ [পঞ্চ-নরাশংসযুক্ত] যজ্ঞই নরাশংসপঙ্‌ক্তি। যে ইহা জানে, সে নরাশংসপঙ্‌ক্তি যজ্ঞ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।[২]

চমস হইতে সোমপানের পর পুনরায় ঐ চমস সোমরসপূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিলে ঐ চমস নরাশংসনামক দেবতার উদ্দিষ্ট হয়। তখন ঐ চমসকে নারাশংস বলে। প্রাতঃসবনে ও মাধ্যন্দিনসবনে ঐ অনুষ্ঠান দুইবার করিয়া ও তৃতীয় সবনে একবার মাত্র অনুষ্ঠিত হয়। এজন্য যজ্ঞকে পঞ্চনরাশংসযুক্ত বলা হইল।

তৎপরে পঞ্চ সবনের প্রশংসা—"যো বৈ······এবং বেদ"।

যে ব্যক্তি পঞ্চসবনবিশিষ্ট যজ্ঞকে জানে, সে সবনপঙ্‌ক্তি যজ্ঞ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। উপবসথ দিবসে পশুকর্ম্ম, [সুত্যাদিনে] তিন সবন ও [সবনের পরবর্ত্তী] অনুবন্ধ্য পশুকর্ম্ম, এই [পাঁচটির একত্র যোগে] যজ্ঞ পঞ্চসবনবিশিষ্ট। যে ইহা জানে সে সবনপঙ্‌ক্তি যজ্ঞ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

---

(২) হবিষ্পঙ্‌ক্তির (পঞ্চ হব্যদানের) পর হোতা মন্ত্র জপ করেন ; সেই জপের আরম্ভে ঐ পাঁচটি অক্ষর উচ্চারণ করিতে হয়। সম্প্রদায়বিদ্‌গণের মতে এক একটি অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ। সু দ্বারা ব্রহ্মের পূজিতত্ব, মৎ দ্বারা প্রহৃষ্টত্ব, পৎ দ্বারা সর্ব্বব্যাপিত্ব, বক্ দ্বারা সর্ব্ববক্তৃত্ব ও দে দ্বারা ফলদাতৃত্ব বুঝায়। সায়ণোদ্ধৃত বচন—

"এতদ্ধোতৃজপাখ্যস্য চাদিতোঽক্ষরপঞ্চকম্। একৈকমক্ষরং চাত্র পরস্য ব্রহ্মণো বপুঃ॥
সু পূজিতং মৎ প্রহৃষ্টং পৎ সর্ব্বব্যাপি তচ্চ বক্। সর্ব্বস্য বক্তৃ ব্রহ্মৈব দে ফলানাং প্রদাতৃ তৎ॥"

সুত্যাদিনে প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে তিন সবন বিহিত। তদ্ব্যতীত পূর্ব্বদিনে যে পশুযাগ হইয়াছে ও সবনের পরে যে অনুবন্ধ্য নামক পশুযাগ হয়, ঐ দুইকেও সবনের স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিলে সোমযাগে সর্ব্বসমেত পাঁচটি সবন হয়। সেই হেতু যজ্ঞকে পঞ্চসবনযুক্ত বলা হইল। অনন্তর পুরোডাশ আহুতির যাজ্যাবিধান ও তৎপ্রশংসা—"হরিবান্......এবং বেদ"।

"হরিবাঁ ইন্দ্রো ধানা অত্তু পূষণ্বান্ করম্ভং সরস্বতীবান্ ভারতীবান্ পরিবাপ ইন্দ্রস্যাপূপঃ"—হরিবান্ (হরি-নামক-অশ্ব-দ্বয়যুক্ত) ইন্দ্র ধানা ভক্ষণ করুন; পূষণ্বান্ (পশুযুক্ত দেব) করম্ভ ভক্ষণ করুন; সরস্বতীবান্ ভারতীবান্ দেব পরিবাপ ভক্ষণ করুন; অপূপ (পুরোডাশ) ইন্দ্রের [প্রিয়]—এই মন্ত্র হবিষ্পঙ্‌ক্তির (পঞ্চ হব্যপ্রদানের) যাজ্যা করিবে।[৩] [ঐ সকল মন্ত্রে] ঋক্ ও সামই ইন্দ্রের হরিদ্বয় (অশ্বদ্বয়); পশুগণই পূষা (দেহপোষক অন্নস্বরূপ), এইজন্য করম্ভই [পূষণ্বানের] অন্ন; "সরস্বতীবান্" ও "ভারতীবান্" এস্থলে বাক্যই সরস্বতী এবং প্রাণই ভরত[৪] (শরীরভরণহেতু) ; "পরিবাপ ইন্দ্রস্যাপূপঃ" এস্থলে অন্নই পরিবাপ ও অপূপই (পুরোডাশই) ইন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য)। যে ইহা জানে, সে যজমানকে ঐ সকল দেবতার সাযুজ্য, সামীপ্য ও সালোক্য প্রাপ্ত করায় ও শ্রেষ্ঠ [দেবতার] সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় ও শ্রেষ্ঠতাপ্রাপ্ত হয়।

পুরোডাশযাগের পর তৎসম্বন্ধী স্বিষ্টকৃৎ যাগের যাজ্যা—"হবিরগ্নে...... যন্নতীতি"

(৩) এস্থলে চারিটি হব্যের জন্য চারিটি মন্ত্রমাত্র বলা হইল। পয়স্যাদানের জন্য পঞ্চম মন্ত্র বলা হইল না। ঐ মন্ত্র শাখান্তরে আছে।

(৪) শরীরের ভরণহেতু বলিয়া প্রাণকে ভরত বলা হইল। ভরতের বৃত্তি ভারতী। বাগ্‌দেবতার ও ভারতী দেবতার উদ্দেশে পরিবাপ দেওয়া হইল।

"হবিরগ্নে বীহি"—অহে অগ্নি, হব্য ভক্ষণ কর—এই মন্ত্রকে প্রত্যেক সবনে (তিন সবনেই) পুরোডাশসম্বন্ধী স্বিষ্টকৃতের যাজ্যা করিবে। অবৎসার (তন্নামক ঋষি) এই মন্ত্র দ্বারা অগ্নির প্রিয় ধামের সমীপে গিয়াছিলেন ও তিনি পরম লোক জয় করিয়াছিলেন। যে ইহা জানে এবং যে ইহা জানিয়া উক্ত পঞ্চ হব্য দ্বারা নিজের জন্য যাগ করে ও [পরের অর্থাৎ যজমানের জন্য] যাগ করে, সে অগ্নির প্রিয় ধামের সমীপে গমন করে ও পরমলোক প্রাপ্ত হয়।

নবম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

দ্বিদেবত্যগ্রহ

তৎপরে প্রাতঃসবনে ঐন্দ্রবায়বাদি অন্যান্য গ্রহ লইয়া সোমাহুতি হয়। তন্মধ্যে ঐন্দ্রবায়বাদি তিনটি দ্বিদেবত্য গ্রহ সম্বন্ধে' আখ্যায়িকা—"দেবা বৈ·· উদজয়ৎ"

পুরাকালে দেবগণ আমি প্রথমে পান করিব, আমি প্রথমে [পান করিব], এইরূপ ইচ্ছা করিয়া রাজা সোমকে কে অগ্রে

(১) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উপাংশুগ্রহ হইতে ও সূর্য্যোদয়ের পর অন্তর্যামগ্রহ হইতে সোমাহুতি হয়। তৎপরে অন্য কতিপয় অনুষ্ঠানের পর ঐন্দ্রবায়বাদি গ্রহ হইতে আহুতি হয়। প্রথমে ঐন্দ্রবায়ব, পরে মৈত্রাবরুণ, পরে আশ্বিন গ্রহের হোম। এই তিনটি গ্রহ প্রত্যেকে দুই দুই দেবতার উদ্দিষ্ট বলিয়া ইহাদিগকে দ্বিদেবত্য গ্রহ বলে।

পান করিবে, তাহা নিরূপণে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা [প্রথম পান] সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, আমরা [কোন নির্দ্দিষ্ট] লক্ষ্য-অভিমুখে দৌড়িব; যে আমাদের মধ্যে জয় লাভ করিবে, সেই প্রথমে সোম পান করিবে। তাহাই হউক, বলিয়া তাঁহারা লক্ষ্যাভিমুখে দৌড়িয়াছিলেন। লক্ষ্যমুখে ধাবনে প্রবৃত্ত তাঁহাদের মধ্যে প্রথমে বায়ু, তৎপরে ইন্দ্র, তৎপরে মিত্র ও বরুণ, তৎপরে অশ্বিদ্বয়, সেই লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সেই ইন্দ্র যখন বুঝিলেন, বায়ুই সকলকে জয় করিলেন, তখন তিনি বায়ুর পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া বলিলেন, আমরা উভয়েই একসঙ্গে জয় লাভ করিলাম; [অতএব আমাদের সমান ভাগ হউক]; তখন সেই বায়ু বলিলেন—না, আমিই জয় লাভ করিয়াছি। [ইন্দ্র বলিলেন] আমার তৃতীয় ভাগ হউক, তাহা হইলেই আমাদের [একসঙ্গে] জয়লাভ হইবে। সেই বায়ু বলিলেন—না, আমিই জয় লাভ করিয়াছি। [ইন্দ্র বলিলেন] আমার চতুর্থ ভাগ হউক, তাহা হইলেই আমাদের এক সঙ্গে জয়লাভ হইবে। তাহাই হউক, বলিয়া বায়ু ইন্দ্রকে চতুর্থ ভাগে স্থাপন করিলেন। সেই হেতু বায়ু তিন অংশের ও ইন্দ্র চতুর্থাংশের ভাগী হইয়াছেন। [২]

এইরূপে ইন্দ্র ও বায়ু উভয়ে একসঙ্গে, [তৎপরে] মিত্র ও বরুণ একসঙ্গে, ও [তৎপরে] অশ্বিদ্বয় একসঙ্গে

(২) ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ হইতে সোমরসের অর্দ্ধ অংশ লইয়া অধ্বর্য্যু প্রথমে কেবল বায়ুর উদ্দেশে হোম করেন। পরে অন্য অর্দ্ধাংশ বায়ু ও ইন্দ্র উভয়ের উদ্দেশে হোম করেন। কাজেই ইন্দ্রের ভাগ একচতুর্থাংশ মাত্র।

জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জয়লাভের [ক্রম-] অনু-সারে এই [সোম] প্রথমে ইন্দ্র ও বায়ুর, পরে মিত্রাবরুণের, পরে অশ্বিদ্বয়ের ভক্ষণীয় হইয়াছিল।

সেই জন্য [প্রথমে] ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ গ্রহণ করা হয়; তাহাতে ইন্দ্রের ভাগ চতুর্থাংশ। ঋষি তাহাই দেখিতে পাইয়া "নিযুত্বাঁ ইন্দ্রসারথিঃ" [৩] এই মন্ত্র বলিয়াছিলেন।

সেই জন্যই আবার ঐ যে ইন্দ্র, তিনি যেন [বায়ুর] সারথি হইয়াই [সোমের চতুর্থাংশমাত্র] পাইয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্ত-ক্রমেই একালেও ভরতগণ (যোদ্ধারা) [৪] সত্বগণের (সারথি-দের) বেতন ব্যবস্থা করেন ও সারথিরাও [জয়লব্ধ ধনের] চতুর্থ ভাগই [নিজের প্রাপ্য] কহিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিদেবত্যগ্রহহোম

দ্বিদেবত্য-গ্রহগুলির প্রশংসা—"তে বৈ......চাশ্বিনঃ"

এই যে সকল দ্বিদেবত্য (দুই দুই দেবতার উদ্দিষ্ট) গ্রহ, ইহারা প্রাণস্বরূপ। ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ বাক্য ও প্রাণ; মৈত্রা-বরুণ গ্রহ মন ও চক্ষুঃ, আশ্বিন [১] গ্রহ শ্রোত্র ও আত্মা।

---

(৩) "শতেনা নো অভিষ্টিভিঃ নিযুত্বাঁ ইন্দ্রসারথিঃ বায়োঃ সুতস্য ত্রিংপতম্।" [৪।৪৬।২] এই মন্ত্র ঐন্দ্রবায়বগ্রহহোমে দ্বিতীয় যাজ্যাস্বরূপে ব্যবহৃত হয় (নিম্নে দেখ)। ঐ মন্ত্রের ঋষি বামদেব। "নিযুত্বান্" পদ বায়ুর বিশেষণ, এতদ্দারা বায়ুকে ইন্দ্রসারথি—ইন্দ্র যাহার সারথি—এইরূপ বলিয়া বায়ুর উৎকর্ষ স্থাপনা হইল।

(৪) সায়ণ ভরত শব্দে যোদ্ধা বুঝিয়াছেন, "ভরঃ সংগ্রামস্তং তন্বন্তি বিস্তারয়ন্তীতি ভরতা যোদ্ধারঃ।" কিন্তু ভরত অর্থে ভরতবংশীয় বীর বুঝাইতেও পারে।

(১) অশ্বিদ্বয়ের উদ্দিষ্ট গ্রহ আশ্বিন গ্রহ।

ঐন্দ্রবায়বগ্রহ হোমের যাজ্যানুবাক্যা যথা—তস্ত......বিষমং করোতি"।

এই সেই ঐন্দ্রবায়বের জন্য কেহ কেহ দুইটি অনুষ্টুপ্‌কে পুরোঽনুবাক্যা ও দুইটি গায়ত্রীকে যাজ্যা করেন। এই যে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ, উহা বাক্যস্বরূপ এবং প্রাণস্বরূপ; এই জন্য ঐ দুই ছন্দই উহার পক্ষে যথাযথ।[২]

কিন্তু এইমত আদরণীয় নহে। যে যজ্ঞে পুরোঽনুবাক্যাকে যাজ্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (অধিকাক্ষরবিশিষ্ট) করা হয়,[৩] সেখানে কর্ম্ম সমৃদ্ধ হয় না; যেখানে যাজ্যাই উৎকৃষ্ট হয়, অথবা যেখানে উভয়ই সমান (সমাক্ষরযুক্ত) হয়, সেখানে কর্ম্ম সমৃদ্ধ হয়। প্রাণের ও বাক্যের মধ্যে যাহার কামনার জন্য ঐরূপ (অনুষ্টুপের ও গায়ত্রীর বিধান) করা হয়, ঐরূপ করিলে সে কামনা বিফল হয়। ইহাতেই (অর্থাৎ সমান করিলেই) সেই কামনা লব্ধ হয়।

[পুনশ্চ] যেটি প্রথম পুরোঽনুবাক্যা,[৪] তাহা বায়ুদৈবত, আর যেটি দ্বিতীয়,[৫] তাহা ইন্দ্র-বায়ু-দৈবত। যাজ্যা দুইটির পক্ষেও সেইরূপ।[৬] অতএব যাহা (যে পুরোনুবাক্যা ও

---

(২) কেন না শ্রুত্যন্তরে আছে—"বাগ্বা অনুষ্টুপ্" "প্রাণো বা গায়ত্রী" [সায়ণ]

(৩) অনুষ্টুভের বত্রিশ অক্ষর ও গায়ত্রীর চব্বিশ অক্ষর। পুরোঽনুবাক্যাকে যাজ্যার অপেক্ষা অধিক অক্ষরবিশিষ্ট করা উচিত নহে, ইহাই তাৎপর্য্য।

(৪) "বায়বা যাহি দর্শত" এই ঋক্ [১।২।১] প্রথম পুরোনুবাক্যা; উহার দেবতা বায়ু, ছন্দ গায়ত্রী।

(৫) "ইন্দ্রবায়ূ ইমে সুতাঃ" এই ঋক্ [১।২।৪] দ্বিতীয় পুরোনুবাক্যা; উহার দেবতা ইন্দ্র ও বায়ু, ছন্দ গায়ত্রী।

(৬) "অগ্রং পিবা মধুনাং [৪।৪৬।১] প্রথম যাজ্যা; উহার দেবতা বায়ু, ছন্দ গায়ত্রী। "শতেনা নো অভিষ্টিভিঃ" [৪।৪৬।২] দ্বিতীয় যাজ্যা; উহার দেবতা ইন্দ্র ও বায়ু, ছন্দ গায়ত্রী।

যে যাজ্যা) বায়ু-দৈবত, তদ্দ্বারা প্রাণই কল্পিত (স্বব্যাপারসমর্থ) হয়; কেন না বায়ুই প্রাণ। আর যাহা (যে পুরোঽনুবাক্যা ও যে যাজ্যা) ইন্দ্র-বায়ু-দৈবত, তাহাতে যে ইন্দ্র-সম্বন্ধী পদ আছে, তদ্দ্বারা বাক্যই কল্পিত (সমর্থ) হয়; কেননা বাক্য ইন্দ্রসম্বন্ধী। যে ব্যক্তি যজ্ঞে [অনুবাক্যাকে ও যাজ্যাকে] বিষম (বিষমাক্ষরযুক্ত) না করে, [৭] সে প্রাণে ও বাক্যে যে ফল, সেই ফলই প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় খণ্ড

সোমপান

দ্বিদেবত্য সোমরস একটি পাত্রে গৃহীত হয়, কিন্তু দুই পাত্রে আহুত হয় যথা—"প্রাণা বৈ......দ্বন্দ্বম্"।

দ্বিদেবত্য গ্রহগুলি প্রাণস্বরূপ [১] ও তাহারা এক এক পাত্রে গৃহীত হয়, এই জন্য প্রাণসকলের একই নাম (শ্রোত্রাদির সাধারণ নাম প্রাণ)। আর দুই দুই পাত্রে উহাদের আহুতি হয়, সেই জন্য প্রাণসকল দ্বন্দ্বরূপে অবস্থিত। [২]

ঐন্দ্রবায়ব মৈত্রাবরুণ ও আশ্বিনগ্রহের প্রত্যেকটি দুই দুই দেবতার উদ্দিষ্ট। দেবতাযুগলের উদ্দিষ্ট সোমরস প্রথমে একই পাত্রে গৃহীত হয়। পরে তাহা

---

(৭) যাজ্যা ও অনুবাক্যা উভয়ত্রই গায়ত্রী বিহিত হইল।

(১) এস্থলে বাক্য শ্রোত্র চক্ষুঃ প্রভৃতিকেও প্রাণ বলা হইয়াছে। পূর্ব্বখণ্ড দেখ।

(২) চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যাহাকে এখানে প্রাণ বলা হইতেছে, তাহা জোড়া জোড়া; যেমন দুই চোখ দুই কাণ ইত্যাদি।

দুই ভাগ করিয়া দুই পাত্রে রাখিয়া আহুতি দেওয়া হয়। যে পাত্রে প্রথমে গৃহীত হইয়াছিল, অধ্বর্য্যু সেই পাত্র হইতেই আহুতি দেন। প্রতিপ্রস্থাতা দ্বিতীয় পাত্র হইতে লইয়া আহুতি দেন। গ্রহণকালে একটি পাত্রের ও হোমকালে দুইটি পাত্রের ব্যবহারের তাৎপর্য্য বুঝান হইল।[৩]

তৎপরে হোতা হুতাবশিষ্ট গ্রহ হইতে সোমপান করিবেন, তদ্বিষয়ে মন্ত্র "যেনৈব······তদুপহ্বয়তে"।

অধ্বর্য্যু যে যজুর্ম্মন্ত্র দ্বারা[৪] [হুতাবশিষ্ট গ্রহ] হোতাকে প্রদান করেন, হোতাও সেই মন্ত্রে উহা গ্রহণ করেন।

"এষ বসুঃ পুরুবসুরিহ বসুঃ পুরুবসুর্ম্ময়ি বসুঃ পুরুবসুর্ব্বাক্‌পা বাচং মে পাহি"[৫] এই মন্ত্রে ঐন্দ্রবায়ব [গ্রহশেষ] হোতা ভক্ষণ করেন।

[মন্ত্রের অবশিষ্ট ভাগ] "আমি প্রাণের সহিত বাক্যকে আহ্বান করিয়াছি; বাক্য প্রাণের সহিত আমাকে অনুজ্ঞা করুক। দেবোৎপন্ন, তনুপালক, তনুসম্বন্ধী, তপোজাত ঋষিগণকে আমি আহ্বান করিয়াছি। দেবোৎপন্ন, তনুপালক, তনুসম্বন্ধী, তপোজাত ঋষিগণ আমাকে অনুজ্ঞা করুন।"

এই মন্ত্রে প্রাণসকলই দেবোৎপন্ন, তনুপালক, তনুসম্বন্ধী, তপোজাত ঋষি; এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগকেই অনুজ্ঞা করা হয়।

(৩) শ্রুত্যন্তরে—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাৎ একপাত্রা দ্বিদেবত্যা গৃহ্যন্তে দ্বিপাত্রা হূয়ন্তে ইতি। যদেকপাত্রা গৃহ্যন্তে তস্মাদেকোঽন্তরতঃ প্রাণঃ, দ্বিপাত্রা হূয়ন্তে তস্মাদ্দ্বৌ দ্বৌ বহিষ্ঠাঃ প্রাণাঃ;"

(৪) অধ্বর্য্যু গ্রহ গ্রহণ করিয়া "ময়ি বসুঃ পুরুবসুঃ" এই মন্ত্রে হোতাকে দান করেন। হোতা ঐ মন্ত্রে উহা দক্ষিণ উরুতে রাখিয়া দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রে পান করেন।

(৫) এষ ঐন্দ্রবায়ব গ্রহঃ। বসুঃ নিবাসহেতুঃ। পুরুবসুঃ প্রভূতনিবাসহেতুঃ। ইহ অস্মিন্ লোকে। বাক্‌পা বাচঃ পালয়িতা। (সায়ণ) এই পদগুলি ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের বিশেষণ।

তৎপরে মৈত্রাবরুণ গ্রহের হুতশেষপান মন্ত্র—"এষ…উপহ্বয়তে"।

"এষ বসুর্বিদ্বদ্বসুরিহ বসুর্বিদ্বদ্বসুর্ময়ি বসুর্বিদ্বদ্বসুশ্চক্ষুষ্পাশ্চক্ষুর্মে পাহি" [৬] এই মন্ত্রে হোতা মৈত্রাবরুণ [-গ্রহশেষ] ভক্ষণ করেন। [মন্ত্রের পরভাগ] "আমি মনের সহিত চক্ষুকে আহ্বান করিয়াছি। চক্ষু মনের সহিত আমাকে আহ্বান করুক। দেবোৎপন্ন, তনুপালক, তনুসম্বন্ধী, তপোজাত ঋষিগণকে আমি আহ্বান করিয়াছি। দেবোৎপন্ন, তনুপালক, তনুসম্বন্ধী, তপোজাত ঋষিগণ আমাকে অনুজ্ঞা করুন।" এই মন্ত্রে প্রাণসকলই (চক্ষু ও মনই) দেবোৎপন্ন, তনুপালক, তনুসম্বন্ধী, তপোজাত ঋষি; তাহাদিগকেই এতদ্দ্বারা আহ্বান করা হয়।

তৎপরে আশ্বিনগ্রহশেষপানমন্ত্র—এষ বসু……উপবেয়তে"

"এষ বসুঃ সংযদ্বসুরিহ বসুঃ সংযদ্বসুর্ম্ময়ি বসুঃ সংযদ্বসুঃ শ্রোত্রপাঃ শ্রোত্রং মে পাহি" [৭] এই মন্ত্রে হোতা আশ্বিন (অশ্বিদ্বয়ের উদ্দিষ্ট) [-গ্রহশেষ] ভক্ষণ করেন। [মন্ত্রের শেষভাগ] "আমি আত্মার সহিত শ্রোত্রকে আহ্বান করিয়াছি। শ্রোত্র আত্মার সহিত আমাকে অনুজ্ঞা করুক। আমি দেবোৎপন্ন, তনুরক্ষক, তনুসম্বন্ধী, তপোজাত ঋষিগণকে আহ্বান করিয়াছি। দেবোৎপন্ন, তনুরক্ষক, তনুসম্বন্ধী তপোজাত ঋষিগণ আমাকে অনুজ্ঞা করুন।" এস্থলে প্রাণসকলই (অর্থাৎ শ্রোত্র ও আত্মা) দেবোৎপন্ন, তনুরক্ষক,

(৬) বিদ্বদ্বসুঃ জ্ঞানপূর্ব্বকনিবাসহেতুঃ। মৈত্রাবরুণ গ্রহের বিশেষণ।

(৭) সংযদ্বসুঃ নিয়তনিবাসহেতুঃ। আশ্বিনগ্রহের বিশেষণ।

তনুসম্বন্ধী, তপোজাত ঋষি। এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগকেই আহ্বান করা হয়।

গ্রহ-শেষপানের নিয়ম—"পুরস্তাৎ......শৃণ্বন্তি"

[হোতা] পূর্ব্বমুখী হইয়া ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ সম্মুখে রাখিয়া ভক্ষণ করেন; সেই জন্য প্রাণ ও অপান সম্মুখে থাকে। [সেই-রূপ] পূর্ব্বমুখী হইয়া মৈত্রাবরুণ গ্রহ সম্মুখে রাখিয়া ভক্ষণ করেন; সেইজন্য চক্ষু দুইটিও সম্মুখে থাকে। আর আশ্বিন গ্রহকে সকল দিকে ঘুরাইয়া (শিরঃ প্রদক্ষিণ করিয়া) গ্রহণের পর ভক্ষণ করেন; সেইজন্য মনুষ্যগণ ও পশুগণ [শ্রোত্রদ্বারা] সকলদিক্ হইতেই কথিত বাক্য শুনিয়া থাকে।[৭]

চতুর্থ খণ্ড

দ্বিদেবত্যগ্রহহোমমন্ত্র

দ্বিদেবত্যগ্রহহোমে যাজ্যাপাঠের সময় হোতা নিশ্বাস গ্রহণ করিবেন না যথা—"প্রাণা......অব্যবচ্ছেদায়"।

দ্বিদেবত্য গ্রহগুলি প্রাণস্বরূপ; এজন্য শ্বাস না লইয়াই দ্বিদেবত্যহোমে যাজ্যাপাঠ করিবে; তাহাতে প্রাণসকলের সন্ততি ঘটে ও প্রাণসকলের অবিচ্ছেদ ঘটে।

যাজ্যার পর অনুবষট্কারনিষেধ—"প্রাণা বৈ...অনুবষট্ কুর্য্যাৎ"

দ্বিদেবত্যগ্রহগুলি প্রাণস্বরূপ; দ্বিদেবত্যসকলের [হোমে]

---

(৭) শাখান্তরে—"বাগ্বা ঐন্দ্রবায়বশ্চক্ষুর্মৈত্রাবরুণঃ শ্রোত্রমাশ্বিনঃ পুরস্তাদৈন্দ্রবায়বং ভক্ষয়তি তস্মাৎ পুরস্তাদ্বাচা বদতি পুরস্তান্মৈত্রাবরুণং তস্মাৎ পুরস্তাচ্চক্ষুষা পশ্যতি সর্ব্বতঃ পরিহার-মাশ্বিনং তস্মাৎ সর্ব্বতঃ শ্রোত্রেণ শৃণোতি"।

অনুবষট্কার করিবে না। যদি দ্বিদেবত্যসকলের [হোমে] অনুবষট্‌কার করা হয়, তাহা হইলে অসমাপ্ত প্রাণসকলের সমাপ্তি করা হয় ; কেন না এই যে অনুবষট্‌কার, ইহাই সমাপ্তি ; সে সময়ে যদি কেহ ঐ [অনুবষট্‌কারী] হোতাকে বলে, এ ব্যক্তি অসমাপ্ত প্রাণসকলের সমাপ্তি করিয়াছে, প্রাণ ইহাকে ত্যাগ করিবে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই ঘটে। সেই জন্য দ্বিদেবত্যগণের [হোমে] অনুবষট্‌কার করিবে না।

ঐন্দ্রবায়ব গ্রহহোমে আগূঃ সম্বন্ধে বিধান—"তদাহুঃ…আগূঃ"

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, মৈত্রাবরুণ (হোতার সহকারী) দুইবার আগূঃ উচ্চারণ করিয়া [হোতাকে] দুই-বার [যাজ্যাপাঠার্থ] প্রেষণা (অনুজ্ঞা) করেন, কিন্তু হোতা একবারমাত্র আগূঃ উচ্চারণ করিয়া দুইবার বষট্‌কার করেন ; এস্থলে হোতার [দ্বিতীয় যাজ্যাপাঠে] কোন্ মন্ত্র আগূঃ হয় ? [১]

(১) মৈত্রাবরুণ প্রৈষমন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিলে হোতা যাজ্যা পাঠ করেন। "হোতা যক্ষৎ" এই আগূঃ দ্বারা প্রৈষমন্ত্রের আরম্ভ হয় ও "হোতর্যজ"—হোতা, তুমি যাজ্যা পাঠ কর—বলিয়া শেষ হয়। ঐন্দ্রবায়বহোমে দুই যাজ্যা। দুই যাজ্যার জন্য প্রৈষমন্ত্রও দুইটি। মৈত্রাবরুণ দুইবারই "হোতা যক্ষৎ" বলিয়া প্রৈষ আরম্ভ করেন। উহাই তাঁহার পক্ষে আগূঃ উচ্চারণ। হোতা "যে যজামহে" এই আগূঃ উচ্চারণ করিয়া যাজ্যা পাঠ করেন ও পরে "বৌষট্" উচ্চারণ করিয়া বষট্‌কার দ্বারা যাজ্যা শেষ করেন। এইস্থলে বিশেষ বিধি দ্বারা দুই যাজ্যার পূর্ব্বে একবারমাত্র "যে যজামহে" (আগূঃ) বলা হয়, কিন্তু "বৌষট্" উচ্চারণ দুই যাজ্যার পর দুইবারই হয়। দ্বিতীয় যাজ্যার পূর্ব্বে "যে যজামহে" বলা হয় না, তবে দ্বিতীয় যাজ্যার আগূঃ কি হইল, তাহাই জিজ্ঞাস্য। মৈত্রাবরুণপাঠ্য প্রৈষমন্ত্রদ্বয় "হোতা যক্ষদ্‌বায়ুমগ্রেগাং" ইত্যাদি ও "হোতা যক্ষদিন্দ্রবায়ু অর্হন্তা" ইত্যাদি—এই দুই মন্ত্রেই "হোতা যক্ষৎ" এই আগূঃ দ্বারা প্রৈষ আরম্ভ হইয়াছে। "অগ্রং পিব মধুনাম্" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় হোতৃপাঠ্য যাজ্যা। ঐ দুই যাজ্যা পাঠকালে হোতা শ্বাসগ্রহণ করিতে পান না, এইজন্য কেবল আরম্ভে একবার মাত্র যে যজামহে এই আগূরুচ্চারণ বিহিত। উক্তরূপ বিধান কেবল ঐন্দ্রাবরুণ হোমেই আছে। মৈত্রাবরুণ ও আশ্বিনগ্রহের পক্ষে একটি প্রৈষ, একটি যাজ্যা ও একটি বষট্‌কার বিহিত। (আশ্ব॰ শ্রৌ॰ সূ॰ ৫।৫)

[তাহার উত্তর]—দ্বিদেবত্য গ্রহগুলি প্রাণস্বরূপ; এবং আগূঃ ("যে যজামহে" এই বাক্য) বজ্রস্বরূপ; সেই জন্য এস্থলে হোতা যদি [দুই যাজ্যার] মধ্যস্থলে আগূঃ উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে আগূঃস্বরূপ বজ্রদ্বারা যজমানের প্রাণনাশ করা হয়। যদি কেহ সেস্থলে সেই হোতাকে বলে, এই ব্যক্তি আগূঃস্বরূপ বজ্রদ্বারা যজমানের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে, অতএব প্রাণ ইহাকে পরিত্যাগ করিবে; তাহা হইলে অবশ্যই তাহা ঘটে। সেই জন্য হোতা এস্থলে [দুই যাজ্যার] মধ্যস্থলে আগূঃ উচ্চারণ করিবে না।

আবার মৈত্রাবরুণ যজ্ঞের মন, হোতা যজ্ঞের বাক্য; মন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই বাক্য কথিত হয়। অন্যমনস্ক হইয়া যে বাক্য বলা হয়, উহা অসুরোচিত; সেই বাক্য দেবগণের প্রিয় নহে। সেই জন্য এ স্থলে মৈত্রাবরুণ যে দুইবার আগূঃ ("হোতা যক্ষৎ" এই বাক্য) উচ্চারণ করেন, তাহাই হোতারও [দ্বিতীয়] আগূঃ হইয়া থাকে।

পঞ্চম খণ্ড

ঋতুগ্রহহোম

ঐন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরুণ, আশ্বিন এই তিনটি দ্বিদেবত্য গ্রহ। উহাদের আহুতির পর শুক্র, মন্থী, আগ্রয়ণ, উক্থ এই চারিটি গ্রহ হইতে হোম হয়। তৎপরে দ্বাদশ ঋতুগ্রহ হইতে সোমাহুতি হয়। তৎকালে প্রযুক্ত মন্ত্রের নাম ঋতুযাজ্য। এস্থলে দ্বাদশঋতুগ্রহযাগের প্রস্তাব হইতেছে যথা—"প্রাণা বৈ... অব্যবচ্ছেদায়"।

ঋতুযাজসকল প্রাণস্বরূপ; সেইজন্য এই যে ঋতু-যাজ দ্বারা অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে যজমানে প্রাণ সকলেরই স্থাপনা হয়।

"ঋতুনা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা [প্রথম] ছয়টি যজন হয়।[১] তাহাতে যজমানে প্রাণকেই স্থাপন করা হয়। "ঋতুভিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা [তৎপরবর্ত্তী] চারিটি যাগ হয়; তাহাতে যজমানে অপানকেই স্থাপন করা হয়। "ঋতুনা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা

(১) চৈত্রমাস হইতে আরম্ভ করিয়া ফাল্গুন পর্য্যন্ত বারমাসের উদ্দেশে বারটি ঋতুগ্রহ বিহিত (ঐ বারটি ঋতুগ্রহ ব্যতীত অধিমাস বা মলমাসের উদ্দেশে আরও একটি ঋতুগ্রহ লওয়া ইচ্ছাধীন।) ঋতুযাজের সময় মৈত্রাবরুণ একাকী দ্বাদশাক্ষর প্রৈষমন্ত্র দ্বারা অন্যান্য ঋত্বিক্‌দিগকে যাজ্যাপাঠে আহ্বান করেন। যাজ্যাপাঠকারী ঋত্বিক্‌দিগের ও যাজ্যার উদ্দিষ্ট দেবতার নাম যথাক্রমে দেওয়া গেল—

১ম	ঋতুযাজ	হোতা	ইন্দ্র
২য়	"	পোতা	মরুদ্গণ
৩য়	"	নেষ্টা	ত্বষ্টা ও দেবপত্নীগণ
৪র্থ	"	আগ্নীধ্র	অগ্নি
৫ম	"	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	ইন্দ্র ব্রহ্মা
৬ষ্ঠ	"	মৈত্রাবরুণ	মিত্রাবরুণ
৭ম	"	হোতা	দেব দ্রবিণোদাঃ
৮ম	"	পোতা	ঐ
৯ম	"	নেষ্টা	ঐ
১০ম	"	অচ্ছাবাক	ঐ
১১শ	"	হোতা	অশ্বিদ্বয়
১২শ	"	হোতা	অগ্নি গৃহপতি

প্রথম ঋতুযাজে হোতৃপাঠ্য যাজ্যামন্ত্র "যে যজামহে ইন্দ্রং হোত্রাৎসজূর্দিব আ পৃথিব্যা ঋতুনা সোমং পিবতু।" এই মন্ত্রে ও পরবর্ত্তী পাঁচটি মন্ত্রে "ঋতুনা সোমং পিবতু" এই বাক্য আছে। তৎপর-বর্ত্তী (৭ হইতে ১০) চারিটি মন্ত্রে "ঋতুভিঃ সোমং পিবতু" এই বাক্য আছে ও তৎপরবর্ত্তী (১১—১২) দুইটি মন্ত্রে পুনরায় "ঋতুনা সোমং পিবতু" এই বাক্য আছে।

[তৎপরবর্ত্তী] শেষে যে দুইটি যাগ হয়, তাহাতে যজমানে ব্যানকেই স্থাপন করা হয়। এই সেই প্রাণ, প্রাণ অপান ব্যান এই তিন রূপেই বর্ত্তমান। সেইজন্য "ঋতুনা" "ঋতুভিঃ" "ঋতুনা" ইত্যাদি [তিনটি পদে আরব্ধ] মন্ত্রদ্বারা যে যাগ হয়, ইহাতে প্রাণসকলেরই সন্ততি ঘটে ও প্রাণ সকলেরই অবিচ্ছেদ ঘটে।

ঋতুযাগে অনুবষট্‌কার নিষেধ যথা—প্রাণা বৈ……অনুবষট্ কুর্য্যাৎ"

ঋতুযাজসকল প্রাণস্বরূপ, ঋতুযাজে অনুবষট্‌কার করিবে না। কেন না ঋতুসকল একের পর একটি বর্ত্তমান বলিয়া সমাপ্তিরহিত। যদি ঋতু যাগে অনুবষট্‌কার করা হয়, তাহা হইলে সমাপ্তিরহিত ঋতুগণকে সমাপ্তিযুক্ত করা হয়। কেন না, এই যে অনুবষট্‌কার, ইহাই সমাপ্তি। যদি কেহ এস্থলে সেই হোতাকে বলে, এই ব্যক্তি সমাপ্তিরহিত ঋতুগণকে সমাপ্তিযুক্ত করিয়াছে, এ ব্যক্তি দুঃষম (সাম্যাবস্থাচ্যুত বা অসুস্থ) হইবে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই ঘটে। সেই জন্য ঋতুযাজে অনুবষট্‌কার করিবে না।

ষষ্ঠ খণ্ড

পুরোডাশভক্ষণ—দ্বিদেবত্যগ্রহ

সবনীয় পুরোডাশ অনুষ্ঠানের পর ইড়ার আহ্বান বিহিত হইয়াছে। তৎপরে দ্বিদেবত্য গ্রহহোম ও তদবশেষ ভক্ষণ বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ ইড়াহ্বান ও গ্রহভক্ষণের পৌর্ব্বাপর্য্যবিচার¹—"প্রাণা……দধাতি"

(১) প্রকৃতিযজ্ঞে স্বিষ্টকৃৎ যাগের পর যজমান ও ঋত্বিক্‌গণ ইড়াভক্ষণ করেন। আহুতির

দ্বিদেবত্য গ্রহগুলি প্রাণস্বরূপ ও পশুগণই ইড়া। দ্বিদেবত্যগুলি ভক্ষণ করিয়া ইড়ার আহ্বান করা হয়। পশুগণই ইড়া; পশুগণকেই তদ্দ্বারা আহ্বান করা হয়, এবং যজমানে পশুগণেরই স্থাপনা হয়।

তৎপরে অবান্তরেড়া ও হোতৃচমস উভয় ভক্ষণের পৌর্ব্বাপর্য্য—"তদাহুঃ... য এবং বেদ"

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, পূর্ব্বে অবান্তরেড়া ভক্ষণ করিবে, না হোতৃচমস (তৎস্থিত সোমরস) ভক্ষণ করিবে? [উত্তর] প্রথমে অবান্তরেড়াই ভক্ষণ করিবে; তৎপরে হোতৃচমস ভক্ষণ করিবে।

যদি দ্বিদেবত্যসকল পূর্ব্বে ভক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে পেয় সোমকে পূর্ব্বেই ভক্ষণ করা হয়; সেই জন্য পূর্ব্বে অবান্তরেড়া ভক্ষণ করিবে, পরে হোতৃচমস ভক্ষণ করিবে। তাহা হইলে [ইড়ার] উভয়দিক্ হইতেই সোমপানদ্বারা[২] ভক্ষণীয় অন্ন গ্রহণ করা হয় ও ভক্ষণীয় অন্ন গ্রহণ ঘটে।

পর পুরোডাশাদির যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সকলে ভাগ করিয়া ভক্ষণ করেন। হোতা নিজের জন্য দুই ভাগ হাতে লইয়া মন্ত্র দ্বারা ইড়ার আহ্বান করেন। হোতৃহস্তগৃহীত ঐ দুই ভাগের নাম অবান্তরেড়া। ইড়ার আহ্বানের পর হোতা অবান্তরেড়া ভক্ষণ করেন ও পরে যজমান ও ঋত্বিকেরা সকলে আপন আপন ইড়াভাগ ভক্ষণ করেন। এস্থলে সোমযাগের দ্বিদেবত্য গ্রহের অবশেষ, সবনীয় পুরোডাশের অবশেষ (ইড়া) ও চমসস্থিত সোম, এই তিন দ্রব্য ভক্ষণ বিহিত। ঋত্বিকেরা ঐন্দ্রবায়ব মৈত্রাবরুণ ও আশ্বিন, এই তিন দ্বিদেবত্য গ্রহভক্ষণ করিলে পর ইড়ার আহ্বান হয়। তৎপরে হোতা অবান্তরেড়া ভক্ষণ করিলে যজমান ও ঋত্বিকেরা ইড়া ভক্ষণ করেন। এই ইড়া ভক্ষণের পর অন্য কতিপয় অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইলে পর হোতা নিজের চমস (হোতৃ-চমস) হইতে সোমরস ভক্ষণ করেন; পরে তিনি অন্যের চমস হইতে ভক্ষণ করেন এবং যজমান ও অন্য ঋত্বিকেরাও চমস হইতে ভক্ষণ করেন।

(২) ইড়াভক্ষণের পূর্ব্বেই দ্বিদেবত্যগ্রহ হইতে সোমপান হইয়াছে, এবং ইড়াভক্ষণের পরেও চমস হইতে সোমপান হইল। অতএব ইড়ার উভয়দিক্ হইতেই সোমপান করা হইল।

দ্বিদেবত্যগুলি প্রাণস্বরূপ ও হোতৃচমস আত্মার স্বরূপ। দ্বিদেবত্যগ্রহের [সোম-] বিন্দুসকল হোতৃচমসে নিক্ষেপ করা হয়। এতদ্দ্বারা প্রাণসকলকেই আত্মাতে নিক্ষিপ্ত করা হয় ; সে (হোতা স্বয়ং) পূর্ণায়ু হয় ও [যজমানেরও] পূর্ণায়ুষ্কতা ঘটে। যে ইহা জানে, সে পূর্ণ আয়ু লাভ করে।

সপ্তম খণ্ড

তূষ্ণীংশংস

তূষ্ণীংশংসসম্বন্ধে আখ্যায়িকা[১] দেবা বৈ......এবং বেদ"

পুরাকালে দেবগণ যজ্ঞে যে যে [অনুষ্ঠান] করিয়াছিলেন, অসুরেরাও তাহাই করিয়াছিল। তাঁহারা (উভয়েই)

---

(১) ঋতুগ্রহ হইতে সোমাহুতির ও সোমপানের পর হোতার সম্মুখে উপবিষ্ট অধ্বর্য্যু পরাঙ্মুখ হইয়া বসেন। তখন হোতা "স্থ মং পদ্ বগ্ দে (১৮৫ পৃষ্ঠ দেখ) পিতা মাতরিশ্বা চ্ছিদ্রাপদাধাদচ্ছিদ্রোক্‌থা কবয়ঃ শংসন্ সোমো বিশ্ববিন্নীথা নিনেষদ্ বৃহস্পতিরুক্‌থামদানি শংসিষদ্বাগায়ুর্বিশ্বায়ুর্বিশ্বমায়ুঃ ক ইদং শংসিষ্যতি স ইদং শংসিষ্যতি" এই মন্ত্র জপান্তে অভিহিঙ্কার (হুঁ এই শব্দ উচ্চারণ) না করিয়াই "শোংসাবোম্" এই বাক্যে অধ্বর্য্যুকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেন। তৎপরে "ওঁ ভূরগ্নির্জ্যোতিঃ জ্যোতিরগ্নিঃ" এই মন্ত্র মনে মনে অবিরাম জপ করেন। ইহার নাম তূষ্ণীং শংস। শংস শব্দের অর্থ প্রশংসা; শংসনশব্দে তদর্থ মন্ত্রপাঠ। শস্ত্র শব্দের অর্থ, যদ্দ্বারা শংসন হয়, সেই ঋক্। "শোংসাবোম্" এই বাক্য দ্বারা অধ্বর্য্যুকে আহ্বান হয় বলিয়া উহার নাম আহাব। আহাবের পর ওঁ ভূরগ্নিঃ" ইত্যাদি তূষ্ণীংশংস জপ প্রাতঃসবনে বিহিত। মাধ্যন্দিন ও তৃতীয়সবনেও এরূপ আহাবান্তে তূষ্ণীংশংস জপ বিহিত আছে। সেস্থলে "ওঁ ভূরগ্নিঃ" ইত্যাদির পরিবর্ত্তে "ওঁ ইন্দ্রো জ্যোতির্ভুবো জ্যোতিরিন্দ্রঃ" এবং "ওঁ সূর্য্যোজ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বঃ সূর্য্যঃ" এই দুই মন্ত্র যথাক্রমে উপাংশু (মনে মনে) জপ করা হয়। হোতা "শোংসাবোম্" এই আহাবমন্ত্রে অধ্বর্য্যুকে আহ্বান করিলে অধ্বর্য্যু "শোংসামো দেব" এই উত্তর দেন ; অধ্বর্য্যুকথিত এই প্রত্যুক্তিমন্ত্রের নাম প্রতিগর। প্রাতঃসবন মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন, ঐ তিন অনুষ্ঠানেই কতিপয় শস্ত্র পাঠ বিহিত। কোনস্থলে হোতা, কোথাও বা মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী অথবা অচ্ছাবাক শস্ত্র পাঠ করেন। প্রত্যেক শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বেই আহাবোচ্চারণ বিহিত। (আশ্ব০ শ্রৌ০ সূ০ ৫।৯)

সমানবীর্য্য হইলেন ; কেহ [অন্যের অপেক্ষা] নিকৃষ্ট হইলেন না। তদনন্তর দেবগণ এই তূষ্ণীংশংস (তন্নামক মন্ত্র) দর্শন করিলেন। ইঁহাদিগের সেই তূষ্ণীংশংস [উচ্চস্বরে পঠিত না হওয়ায়] অসুরেরা তাহার অনুসরণ করিতে পারে নাই। কেন না এই যে তূষ্ণীংশংস, ইহা তূষ্ণীম্ভাবেই (মনে মনেই) পঠিত হয়।

দেবগণ অসুরগণের প্রতি যে যে বজ্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সেই বজ্রেরই অসুরেরা প্রতীকার করিয়াছিল। তদনন্তর দেবগণ এই তূষ্ণীংশংসরূপ বজ্র দর্শন করিয়াছিলেন ও তাহাই উহাদের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অসুরেরা তাহার প্রতীকার করিতে পারে নাই। দেবগণ তাহাই উহাদিগের প্রতি প্রহার করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রতীকার না হওয়ায় তদ্দ্বারা উহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন। তখন দেবগণ জয় লাভ করিলেন এবং অসুরেরা পরাভূত হইল।

যে ইহা জানে, তাহার দ্বেষকারী ও অনিষ্টকারী শত্রু পরাভূত হয়।

সেই দেবগণ, আমরা জয়ী হইয়াছি, মনে করিয়া যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের যজ্ঞের বিঘ্ন করিব, এই বলিয়া অসুরেরা সেই যজ্ঞের নিকট আসিয়াছিল। দেবগণ তাহাদিগকে চারিদিক্ হইতে উদ্ধতভাবে সমীপস্থ হইতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমরা এই যজ্ঞ শীঘ্র সমাপ্ত করিব, [তাহা হইলে] অসুরেরা আমাদের যজ্ঞ নষ্ট করিতে পারিবে না। তাহাই হউক বলিয়া, তাঁহারা সেই যজ্ঞকে তূষ্ণীংশংসে

শীঘ্র সমাপ্ত করিয়াছিলেন। "ভূরগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ" এই মন্ত্রে (তূষ্ণীংশংসের এই ভাগে) আজ্য শস্ত্র ও প্রউগ শস্ত্রকে[২] সমাপ্ত করিয়াছিলেন। "ইন্দ্রো জ্যোতির্ভুবো জ্যোতিরিন্দ্রঃ" এই মন্ত্রে নিষ্কেবল্য ও মরুত্বতীয় শস্ত্র সমাপ্ত করিয়াছিলেন। "সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বঃ সূর্য্যঃ" এই মন্ত্রে বৈশ্বদেব ও আগ্নিমারুত শস্ত্র সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই [ষট্‌শস্ত্রাত্মক] যজ্ঞকে তূষ্ণীংশংসে সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞকে এইরূপে তূষ্ণীংশংসে সমাপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞসমাপ্তি পাইয়াছিলেন। সেই জন্য হোতা যখন তূষ্ণীংশংস জপ করেন, তখনই যজ্ঞ [নির্বিঘ্নে] সমাপ্ত হয়। তূষ্ণীংশংসজপ হইলে, যদি কেহ এই হোতাকে নিন্দা করে বা শাপ দেয়, তাহা হইলে হোতা তাহাকে বলিবেন—ঐ [শাপ বা নিন্দা] উহাকেই (নিন্দাকারীকে বা শাপদাতাকেই) বিনষ্ট করিবে ; কেন না আমরা অদ্য প্রাতঃকালেই এই যজ্ঞকে তূষ্ণীংশংসে সমাপ্ত করিব ; গৃহাগত ব্যক্তিকে লোকে যেমন [আতিথ্য-] কর্ম্ম-দ্বারা অভ্যর্থনা করে, আমরাও তেমনই এই [মন্ত্রজপ] দ্বারা এই যজ্ঞকে অভ্যর্থনা করিব। যে ব্যক্তি ইহা জানিয়া তূষ্ণীংশংস জপের পর হোতাকে নিন্দা করে বা শাপ দেয়, সে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য ইহা জানিয়া তূষ্ণীংশংস জপের পর [হোতাকে] নিন্দা করিবে না বা শাপ দিবে না।

---

(২) প্রাতঃসবনে পাঠ্য আজ্য শস্ত্র ও প্রউগ শস্ত্র, মাধ্যন্দিন সবনে পাঠ্য নিষ্কেবল্য ও মরুত্বতীয় শস্ত্র এবং তৃতীয় সবনে পাঠ্য বৈশ্বদেব শস্ত্র ও আগ্নিমারুত শস্ত্র। এতৎসম্বন্ধে পরে দেখ।

অষ্টম খণ্ড

তূষ্ণীংশংস

তূষ্ণীংশংসের পুনঃপ্রশংসা—"চক্ষূংষি......শংস্তব্যঃ"

এই যে তূষ্ণীংশংস, ইহা সবনসকলের চক্ষুঃস্বরূপ। "ভূরগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ" ইহা প্রাতঃসবনের চক্ষুর্দ্বয়; "ইন্দ্রো জ্যোতির্ভুবো জ্যোতিরিন্দ্রঃ" ইহা মাধ্যন্দিনসবনের চক্ষুর্দ্বয়; "সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বঃ সূর্য্যঃ" ইহা তৃতীয় সবনের চক্ষুর্দ্বয়। যে ইহা জানে, সে চক্ষুর্যুক্ত সবনসকল দ্বারা সমৃদ্ধ হয় এবং চক্ষুর্যুক্ত সবনসকল দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

এই যে তূষ্ণীংশংস, ইহা যজ্ঞের চক্ষুঃস্বরূপ। ব্যাহৃতি[১] এক হইয়াও এস্থলে দুইবার উক্ত হইয়াছে; সেইজন্য চক্ষু (দর্শনেন্দ্রিয়) এক হইয়াও দুইটি (এক জোড়া)।

এই যে তূষ্ণীংশংস, ইহা যজ্ঞের মূলস্বরূপ। এই যজমান আশ্রয়হীন হউক, ইহা যদি [হোতা] ইচ্ছা করেন, তবে তাহার যজ্ঞে তূষ্ণীংশংস জপ করিবেন না। তাহা হইলে যজ্ঞও মূলহীন হইয়া পরাভূত হইবে ও পরে যজমানকেও পরাভব করিবে।

[সেইজন্য] সে বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, উহা জপ করাই উচিত। কেন না হোতা যদি তূষ্ণীংশংস জপ না করেন, তাহা হইলে ঋত্বিকের পক্ষেই অহিত হয়। সমস্ত যজ্ঞ ঋত্বিকেই প্রতিষ্ঠিত এবং যজমান যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত; সেইজন্য উহা জপ করাই উচিত।

---

(১) ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিনটির নাম ব্যাহৃতি। এস্থলে ব্যাহৃতি সঙ্গে থাকায় "অগ্নির্জ্যোতিঃ" ইত্যাদি অংশকেও ব্যাহৃতি বলা হইল। প্রতিমন্ত্রে ঐ ঐ অংশেরও দুইবার আবৃত্তি হইয়াছে।

দশম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

আজ্যশস্ত্র

প্রাতঃসবনে আজ্যশস্ত্রের শংসন হয়; ঐ আজ্যশস্ত্রের তিন পর্ব্ব, প্রথমে আহাবযুক্ত তূষ্ণীংশংস, পরে নিবিৎ, তৎপরে সূক্ত। এই তিন পর্ব্বের প্রশংসা যথা—"ব্রহ্ম বৈ··· ···কৢপ্তিঃ"

আহাবই[1] ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ), নিবিৎ[2] ক্ষত্র (ক্ষত্রিয়) ও সূক্ত[3] বৈশ্য। [প্রথমে আহাব দ্বারা] আহ্বান করা হয় ও তৎপরে নিবিদের স্থাপনা হয়; এতদ্দ্বারা ব্রহ্মেরই (ব্রাহ্মণ-জাতিরই) পশ্চাতে ক্ষত্রিয়কে নিযুক্ত করা হয়। নিবিৎপাঠের পর সূক্তের পাঠ হয়। নিবিৎ ক্ষত্রিয় ও সূক্ত বৈশ্য; এতদ্দ্বারা ক্ষত্রিয়েরই পশ্চাতে বৈশ্যকে নিযুক্ত করা হয়।

এই যজমানকে ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে বিযুক্ত করিব, এইরূপ যদি হোতা ইচ্ছা করেন, তবে তাহার পক্ষে নিবিদের মধ্যে সূক্ত পাঠ করিবেন। নিবিদ্ই ক্ষত্রিয় ও সূক্তই বৈশ্য। এতদ্দ্বারা ঐ যজমানকে ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে বিযুক্ত করা হয়।

---

(১) তূষ্ণীংশংস জপের পূর্ব্বে হোতা "শোংসাবোম্" এই মন্ত্রদ্বারা অধ্বর্য্যুকে আহ্বান করেন, ঐ মন্ত্রের নাম আহাব। ২০০ পৃঃ দেখ।

(২) "অগ্নির্দেবেদ্ধঃ" ইত্যাদি দ্বাদশপদযুক্ত মন্ত্রের নাম নিবিৎ। নিম্নে ২য় খণ্ড দেখ।

(৩) "প্র বো দেবায়াগ্নয়ে" ইত্যাদি (৩। ১৩। ১-৭) সাতটি ঋক্‌যুক্ত সূক্ত আজ্যশস্ত্রে পঠিত হয়; এ স্থলে উহাকেই সূক্ত বলা হইল। নিম্নে ৮ম খণ্ড দেখ।

এই যজমানকে বৈশ্যত্ব হইতে বিযুক্ত করিব, হোতা যদি এইরূপ ইচ্ছা করেন, তবে তাহার পক্ষে সূক্তের মধ্যে নিবিদ্ পাঠ করিবেন। নিবিদ্ই ক্ষত্রিয় ও সূক্তই বৈশ্য। এতদ্দ্বারা ঐ যজমানকে বৈশ্যত্ব হইতে বিযুক্ত করা হয়।[৪]

এই যজমানের সমস্ত [অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব] যথাক্রমে সুরক্ষিত হউক, হোতা যদি এইরূপ ইচ্ছা করেন, তবে তাহার পক্ষে প্রথমে [আহাব দ্বারা] আহ্বান করিবেন, তৎপরে নিবিদ্ আধান করিবেন, তৎপরে সূক্ত পাঠ করিবেন ; তাহা হইলে সমস্ত [জাতি] রক্ষিত হইবে।

অনন্তর নিবিদের প্রশংসা—"প্রজাপতির্বৈ······এবং বেদ"

প্রজাপতিই এই জগতের অগ্রে একাকী বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি প্রজারূপে উৎপন্ন হইব ও বহু হইব। এই ইচ্ছা করিয়া তিনি তপস্যা করিলেন। তিনি বাক্য সংযম করিলেন। সংবৎসর পরে তিনি দ্বাদশবার [বাক্য] উচ্চারণ করিলেন। সেই বাক্যই এই দ্বাদশপদযুক্ত নিবিদ্ হইল। এই সেই নিবিদ্কেই তিনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাহার পরে সমস্ত ভূতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঋষি[৫] তাহা দেখিয়া "স পূর্ব্বয়া নিবিদা কব্যতায়োরিমা প্রজা অজনয়ন্ মনূনাম্"[৬]—সেই প্রজাপতি প্রথমে আবির্ভূত নিবিদ্ দ্বারা কবিত্ব

(৪) নিবিদের মধ্যে সূক্ত বসাইলে নিবিদ্ খণ্ডিত হয় ; তাহাতে ক্ষত্রিয়ত্বের হানি হয়। তদ্রূপ সূক্তের মধ্যে নিবিদ্ বসাইলে উহা খণ্ডিত হয় ও তাহাতে বৈশ্যত্বের হানি হয়। হোতা যজমানের অনিষ্ট ইচ্ছা করিলে ঐরূপ করিতে পারেন।

(৫) কুৎস নামক ঋষি। (৬) ১।৯৬।২

(কবি-পদ) পাইয়াছিলেন ও তৎপরে মনুগণের [৭] এই সকল প্রজা উৎপাদন করিয়াছিলেন—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

সেই হেতু যদি সূক্তের পূর্ব্বে নিবিদের আধান হয়, তাহা হইতে প্রজালাভ ঘটে। যে ইহা জানে, সে প্রজাদ্বারা ও পশুদ্বারা [সমৃদ্ধ হইয়া] উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

আজ্যশস্ত্র—নিবিৎ

তৎপরে আজ্যশস্ত্রের অন্তর্গত নিবিদের ব্যাখ্যা।[১] ঐ নিবিদের দ্বাদশ পদের এক একটি পদ ক্রমশঃ ব্যাখ্যাত হইতেছে। যথা—"অগ্নির্দেবেদ্ধঃ...আয়াতয়তি"

[প্রথম পদ] "অগ্নির্দেবেদ্ধঃ" এই [পদ] পাঠ করিবে। ঐ (স্বর্গে অবস্থিত আদিত্যরূপী) অগ্নি দেবগণকর্ত্তৃক ইদ্ধ (প্রদীপ্ত) ; দেবগণ তাঁহাকে প্রদীপ্ত করেন। এতদ্দ্বারা (ঐ পদের পাঠ দ্বারা) তাঁহাকেই ঐ [স্বর্গ-] লোকে প্রসারিত করা হয়।

[দ্বিতীয় পদ] "অগ্নির্মন্বিদ্ধঃ" এই পদ পাঠ করিবে। এই [ভূলোকস্থ] অগ্নি মনুগণ (মনুষ্যগণ) কর্ত্তৃক ইদ্ধ ; মনুষ্যেরা উঁহাকে প্রদীপ্ত করেন। এতদ্দ্বারা এই অগ্নিকেই এই [ভূ-] লোকে প্রসারিত করা হয়।

[তৃতীয় পদ] "অগ্নিঃ সুষমিৎ" এই পদ পাঠ করিবে। বায়ুই সুষমিৎ (সুপ্রকাশ) অগ্নি ; বায়ু স্বয়ং আপনাকে ও

---

(৭) মনু অর্থে বৈবস্বতাদি মানবজাতির আদিপুরুষ। তাঁহাদের প্রজা অর্থাৎ সন্তান ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য।

(১) দ্বাদশপদযুক্ত এই নিবিদ্ মন্ত্রের অপর নাম পুরোরুক্। পরে ১০ অধ্যায় ৭ খণ্ড দেখ।

স্বয়ং এই যাহা কিছু [জগতে] আছে, সেই সমস্তকে প্রদীপ্ত করেন। এতদ্দ্বারা বায়ুকেই অন্তরিক্ষলোকে প্রসারিত করা হয়।

[চতুর্থ পদ] "হোতা দেববৃতঃ" এই পদ পাঠ করিবে। ঐ [আদিত্য] দেবগণের বৃত হোতা; উনিই সর্ব্বত্র দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত। এতদ্দ্বারা তাঁহাকেই সেই [স্বর্গ-] লোকে প্রসারিত করা হয়।

[পঞ্চম পদ] "হোতা মনুবৃতঃ" এই পদ পাঠ করিবে। এই [ভূলোকস্থ] অগ্নিই মনুগণের (মনুষ্যগণের) বৃত হোতা; ইনি সর্ব্বত্র মনুষ্যগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত। এতদ্দ্বারা এই অগ্নিকেই এই [ভূ-] লোকে প্রসারিত করা হয়।

[ষষ্ঠ পদ] "প্রণীর্যজ্ঞানাম্" এই পদ পাঠ করিবে। বায়ুই যজ্ঞ সকলের প্রণী (প্রণয়নকারী); যখন প্রাণ (নিশ্বাস) গ্রহণ করা হয়, তখনই যজ্ঞ ও অগ্নিহোত্র সম্পন্ন হয়। এতদ্দ্বারা বায়ুকেই অন্তরিক্ষলোকে প্রসারিত করা হয়।

[সপ্তম পদ] "রথীরধ্বরাণাম্" এই পদ পাঠ করিবে। ঐ [আদিত্য] অধ্বরসকলের (যজ্ঞসকলের) রথী; উনি রথীর মতই ঐখানে (দ্যুলোকে) বিচরণ করেন। এতদ্দ্বারা তাঁহাকেই ঐ [স্বর্গ-] লোকেই প্রসারিত করা হয়।

[অষ্টম পদ] "অতূর্ত্তো হোতা" এই পদ পাঠ করিবে। অগ্নিই অতূর্ত্ত (অনতিক্রমণীয়) হোতা; কেহই [পথমধ্যে] তির্য্যগ্‌রূপে অবস্থিত অগ্নিকে অতিক্রম করিতে পারে না। এতদ্দ্বারা ইঁহাকে এই [ভূ-] লোকেই প্রসারিত করা হয়।

[নবম পদ] "তূর্ণির্হব্যবাট্" এই পদ পাঠ করিবে। বায়ুই তূর্ণি (তরণক্ষম বা অতিক্রমণক্ষম) ও হব্যবাট্ (হব্য-বহনকারী) ; বায়ুই, এই যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তকে সদ্য অতিক্রম করেন ; বায়ুই দেবগণের উদ্দেশে হব্য বহন করেন। এতদ্দ্বারা বায়ুকেই অন্তরিক্ষলোকে প্রসারিত করা হয়।

[দশম পদ] "আ দেবো দেবান্ বক্ষৎ" এই পদ পাঠ করিবে। ঐ আদিত্য দেবই দেবগণকে [হোমার্থ] আহ্বান করেন। এতদ্দ্বারা তাঁহাকেই ঐ [স্বর্গ-] লোকে প্রসারিত করা হয়।

[একাদশ পদ] "যক্ষদগ্নির্দেবো দেবান্" এই পদ পাঠ করিবে। এই অগ্নিদেবই দেবগণের যজন করেন। এতদ্দ্বারা অগ্নিকেই এই [ভূ-] লোকে প্রসারিত করা হয়।

[দ্বাদশ পদ] "সো অধ্বরা করতি জাতবেদাঃ" এই পদ পাঠ করিবে। বায়ুই জাতবেদাঃ ; এখানে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত বায়ুই করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা বায়ুকেই অন্তরিক্ষে প্রসারিত করা হয়।

তৃতীয় খণ্ড

আজ্যশস্ত্র—সূক্ত

নিবিদের পর সূক্তপাঠের প্রশংসা[১] যথা—"প্রবো দেবায়......র্ত্তবৈ"

"প্রবো দেবায় অগ্নয়ে" ইত্যাদি [সাতটি] অনুষ্টুপ্

(১) তৃতীয় মণ্ডলের অন্তর্গত ত্রয়োদশ সূক্ত আজ্যশস্ত্রে পঠিত হয়। ঐ সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্র, ছন্দ অনুষ্টুপ, দেবতা অগ্নি। উহার মধ্যে সাতটি মন্ত্র আছে।

[পাঠ করিবে]। [প্রথম ঋকে] প্রথম দুই চরণের মধ্যে বিচ্ছেদ (বিরাম) দিবে; সেই জন্য [পুংসঙ্গমকালে] স্ত্রীলোকে উরুদ্বয় বিচ্ছিন্ন করে। [সেই প্রথম ঋকে] শেষ দুই চরণ সংযুক্ত করিবে। সেইজন্য [স্ত্রীসঙ্গমকালে] পুরুষে উরুদ্বয় যুক্ত করে। তাহারা (উভয়ে মিলিয়া) মিথুন হয়। এই জন্য উক্‌থের (আজ্যশস্ত্রের) আরম্ভে এইরূপ মিথুন করা হয়। ইহাতে যজমানের জনন (উৎপত্তি) ঘটে। যে ইহা জানে, সে প্রজা-দ্বারা ও পশুদ্বারা [সমৃদ্ধ হইয়া] উৎপন্ন হয়।

"প্র বো দেবায়াগ্নয়ে" ইত্যাদি অনুষ্টুভের প্রথম দুই চরণ বিচ্ছিন্ন করিবে। এতদ্দ্বারা ইহাকে উত্তরভাগে স্থূল বজ্রের সদৃশ করা হয়। শেষ দুই চরণ সংযুক্ত করিবে। বজ্রের[২] মূলভাগ সূক্ষ্ম; দণ্ডেরও সেইরূপ; পরশুরও সেইরূপ। এতদ্দ্বারা দ্বেষকারী শত্রুর বধের উদ্দেশে বজ্র প্রহার করা হয়। যে তাহার (যজমানের) হন্তব্য, এতদ্দ্বারা তাহার হত্যা ঘটে।

চতুর্থ খণ্ড

আজ্যশস্ত্র

শস্ত্রপাঠকালে ঋত্বিকেরা সদোমণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়া আগ্নীধ্রে উপস্থিত হন ও তত্রত্য অগ্নি ধিষ্ণ্যে স্থাপন করেন; তৎসম্বন্ধে আখ্যায়িকা ও আগ্নীধ্রনামের ব্যুৎপত্তি যথা—"দেবাসুরা বৈ···তদপঘ্নতে"

---

(২) বজ্র বলিতে এ স্থলে খড়্গাকার অস্ত্র বুঝাইতেছে। (সায়ণ)। উহার মুষ্টিদেশ সরু, পরে মোটা। দণ্ড অর্থে গদা। পরশু অর্থে কুঠার। উহাদেরও মুষ্টিদেশ সূক্ষ্ম।

পুরাকালে দেবগণ ও অসুরগণ এই লোকসমূহে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই দেবগণ সদোনামক মণ্ডপে[১] আশ্রয় লইয়াছিলেন। অসুরেরা তাঁহাদিগকে সেই সদোনামক মণ্ডপ হইতে পরাজয় করিয়াছিল। তখন তাঁহারা আগ্নীধ্রে[২] উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে তাঁহারা পরাজিত হয়েন নাই। সেইজন্য [উপবসথ দিনে যজমানেরা] আগ্নীধ্রেই উপস্থিত থাকেন, সদোমণ্ডপে থাকেন না। [দেবগণ] আগ্নীধ্রেই [আপনাদিগকে] ধৃত রাখিয়াছিলেন (সেখান হইতে চলিয়া যান নাই); যেহেতু আগ্নীধ্রেই [আপনাদিগকে] ধৃত রাখিয়াছিলেন, সেইহেতু আগ্নীধ্রের আগ্নীধ্রত্ব।

অসুরেরা সেই দেবগণের সদঃস্থিত অগ্নিসকল নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছিল। সেই দেবগণ আগ্নীধ্র হইতেই সদঃস্থ অগ্নিসকল আহরণ করিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই অগ্নিদ্বারা অসুরগণকে ও রাক্ষসগণকে বধ করিয়াছেন। সেইরূপ এখনও যজমানেরা আগ্নীধ্র হইতেই সদঃস্থ অগ্নি আহরণ করেন। তদ্দ্বারা অসুরগণের ও রাক্ষসগণের নিধন হয়[৩]।

---

(১) প্রাচীনবংশের পূর্ব্বে যে যজ্ঞশালা বা মণ্ডপ, তাহার নাম সদঃ। ঐ মণ্ডপের দক্ষিণপ্রান্তে মার্জ্জালীয় ও উত্তরপ্রান্তে আগ্নীধ্রীয় অগ্নিকুণ্ড অবস্থিত থাকে। উভয় অগ্নির মধ্যে সাতজন ঋত্বিকের জন্য নির্দ্দিষ্ট সাতটি ধিষ্ণ্য (অগ্নিকুণ্ড) থাকে। ঐ সাতটি ধিষ্ণ্য দক্ষিণ হইতে উত্তরে যথাক্রমে মৈত্রাবরুণ, হোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, অচ্ছাবাক ও আগ্নীধ্র এই সাতজন ঋগ্বেদী ঋত্বিকের জন্য নির্দ্দিষ্ট। সবনত্রয়ে শস্ত্র পাঠের সময় ঐ ঋত্বিকেরা আগ্নীধ্র হইতে অগ্নি আহরণ করিয়া স্ব স্ব ধিষ্ণ্যে উপস্থিত হন।

(২) আগ্নীধ্র—তন্নামক অগ্নিকুণ্ড ; এই আগ্নীধ্র অগ্নির দক্ষিণে ধিষ্ণ্যগুলি অবস্থিত।

(৩) শাখান্তরে—"দেবা বৈ যজ্ঞং পরাজয়ন্ত তমাগ্নীধ্রাৎ পুনরপাজয়ন্নেতদ্বৈ যজ্ঞস্যাপরাজিতং যদাগ্নীধ্রং যদাগ্নীধ্রাদৃত্বিজো বিহরন্তি যদেব যজ্ঞস্যাপরাজিতং তত এবৈনং পুনস্তনুতে"।

তৎপরে আজ্যশস্ত্র নামের ব্যুৎপত্তি যথা—"তে বৈ......আজ্যত্বম্"

তাঁহারা (দেবগণ) প্রাতঃকালে (প্রাতঃসবনে) আজ্য-সমূহদ্বারা (তন্নামক শস্ত্রদ্বারা) চতুর্দ্দিকে জয় লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। যে হেতু আজ্যদ্বারা চতুর্দ্দিকে জয় লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই আজ্যসমূহের আজ্যত্ব।

"আ সামস্ত্যাৎ জয়ন্তি এভিঃ" এই অর্থে আজ্যনাম সিদ্ধ হইল (সায়ণ)।

তৎপরে প্রাতঃসবনে ইন্দ্রাগ্নির উদ্দিষ্ট অচ্ছাবাকপাঠ্য শস্ত্রবিধান, যথা—"তাসাং......ভবতি"

জয়লাভ করিয়া [সদঃস্থ ধিষ্ণ্যের অভিমুখে] আগমনকারী হোতাদিগের [৪] মধ্যে অচ্ছাবাকের শরীর হীন (নিকৃষ্ট অর্থাৎ সদঃপ্রবেশে অসমর্থ) হইয়াছিল ; তখন ইন্দ্র ও অগ্নি তাঁহার (অচ্ছাবাকের) শরীরে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। কেন না ইন্দ্র এবং অগ্নিই দেবগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ওজস্বী, বলবান্, সহিষ্ণু, সাধু ও পারগ। সেইজন্য অচ্ছাবাক প্রাতঃসবনে ঐন্দ্রাগ্ন শস্ত্র পাঠ করেন ; কেন না, ইন্দ্র ও অগ্নি তাঁহার শরীরে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন।

সেইজন্যই [অচ্ছাবাকব্যতীত] অপর হোত্রকগণ পূর্ব্বে সদঃপ্রবেশ করেন, অচ্ছাবাক পশ্চাৎ প্রবেশ করেন। যে ব্যক্তি হীন (অশক্ত), সে [সমর্থ ব্যক্তির] পশ্চাতে যাইতেই ইচ্ছা করে।

---

(৪) এ স্থলে হোতা বলিতে শস্ত্রপাঠার্থ সদঃপ্রবেশকারী সাতজন ঋত্বিক্‌কেই বুঝাইতেছে। ঋগ্বেদানুষ্ঠায়ী হোতা সাতজন ; তন্মধ্যে প্রধানের নাম হোতা ; মৈত্রাবরুণ (প্রশাস্তা), ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক এই তিন জন হোত্রক ; আর পোতা, নেষ্টা, আগ্নীধ্র (আগ্নীৎ), এই তিন জন হোত্রাচ্ছংসী। ঐ সাত জনের জন্য সদঃশালাতে সাতটি ধিষ্ণ্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। তন্মধ্যে অচ্ছাবাক সকলের পশ্চাতে সদঃপ্রবেশ করিয়া ঐন্দ্রাগ্ন শস্ত্র পাঠ করেন।

সেইজন্য যে বহ্বৃচ (ঋগ্বেদাধ্যায়ী) ব্রাহ্মণ বীর্য্যবান্ (বেদ-শাস্ত্রে কুশল) হইবে, সেই সেই যজমানের পক্ষে অচ্ছাবাকীয় শস্ত্র পাঠ করিবে। তাহাতেই তাহার শরীর অহীন (সমর্থ) হইবে।

পঞ্চম খণ্ড

আজ্যশস্ত্র

বহিষ্পবমানস্তোত্র গীত হইলে পর হোতৃগণ আজ্যশস্ত্র পাঠ করেন এবং আজ্যস্তোত্রের পর প্রউগ শস্ত্র' পঠিত হয়। যথা—"দেবরথো বৈ…এবং বেদ"

এই যে যজ্ঞ, ইহা দেবগণের রথস্বরূপ। আর এই যে আজ্য ও প্রউগ (তন্নামক শস্ত্রদ্বয়), তাহা [রথের] অভ্যন্তর রশ্মি-(অশ্ববন্ধন-রজ্জু)-স্বরূপ। সেইহেতু এই যে পবমানের পর আজ্যশস্ত্রের পাঠ হয় ও আজ্যস্তোত্রের পর প্রউগ-শস্ত্রের পাঠ হয়, তদ্দ্বারা দেবগণের রথের অভ্যন্তররশ্মি সম্পাদিত হয়; তাহাতে সেই রথের (অর্থাৎ যজ্ঞের) চালনায় কোন বিঘ্ন ঘটে না। ঐ কর্ম্ম করিলে মনুষ্যের রথেরও অভ্যন্তররশ্মি সম্পাদিত হয় ও [যজমানের রথেরও] কোন বিঘ্ন ঘটে না। যে ইহা জানে, তাহার দেবরথ ও মনুষ্যরথ উভয়েরই বিঘ্ন ঘটে না।

বহিষ্পবমান স্তোত্র ও আজ্যশস্ত্র এতদুভয়ের দেবতা পৃথক্ ও ছন্দও পৃথক্। তথাপি ঐ স্তোত্রের পর ঐ শস্ত্র পাঠ কিরূপে বিহিত হইল, তৎসম্বন্ধে বিচার যথা—"তদাহুঃ……ভবন্তি"

---

(১) সামগায়ীরা স্তোত্র গান করিলে পর হোতা শস্ত্র পাঠ করেন। প্রত্যেক শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে একবার স্তোত্র গীত হয়। হরিষ্পবমান স্তোত্র গীত হইলে আজ্যশস্ত্র এবং আজ্যস্তোত্র (৬।১৬।১০) গীত হইলে প্রউগ শস্ত্র পঠিত হয়।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন,—স্তোত্র যেরূপ, শস্ত্রও তদনুসারী [হওয়া উচিত]; কিন্তু সামগায়ীরা পবমানদৈবত স্তোত্রে স্তব করেন, আর হোতা অগ্নিদৈবত আজ্য শস্ত্র পাঠ করেন; তাহা হইলে হোতৃকর্ত্তৃক পবমান-দৈবত স্তোত্রের অনুসরণ কিরূপে সিদ্ধ হয়? [উত্তর] যিনি অগ্নি, তিনিই পবমান। ঋষিও এ বিষয়ে বলিয়া-ছেন, অগ্নিই ঋষি পবমান।[২] অতএব অগ্নিদৈবত মন্ত্র দ্বারা হোতা [শস্ত্রপাঠ] আরম্ভ করিলে পবমানদৈবত স্তোত্রের অনুসরণই সিদ্ধ হয়।

[আবার] এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন,—স্তোত্র যেরূপ, শস্ত্র তদনুসারী [হওয়া উচিত]; কিন্তু সামগায়ীরা গায়ত্রী দ্বারা স্তব করেন, আর হোতা অনুষ্টুপ্‌ দ্বারা আজ্যপাঠ করেন। তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক গায়ত্রীর অনুসরণ কিরূপে সিদ্ধ হয়?

[উত্তর] [অনুষ্টুপ্‌ দ্বারাই গায়ত্রী] সম্পাদিত হয়, এই [উত্তর] বলিবে। কেন না [আজ্যশস্ত্রে] এই সাতটি অনু-ষ্টুপ্‌; উহার প্রথমটি তিনবার ও শেষটি তিনবার পাঠ করিলে, উহা এগারটি হয়। [তদ্ব্যতীত] বিরাট্‌ ছন্দের যাজ্যাটি দ্বাদশস্থানীয়; কেন না একটি অক্ষরে বা দুইটি অক্ষরে ছন্দের ব্যত্যয় হয় না।[৩] এইরূপে উহারা (ঐ বারটি

(২) "অগ্নিঋ´ষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ম্‌॥" (৯।৬৬।২০) এই মন্ত্রের ঋষি বৈখানস।

(৩) অনুষ্টুভের অক্ষর বত্রিশটি, বিরাটের তেত্রিশটি। একটি অক্ষরের আধিক্য ধর্ত্তব্য

অনুষ্টুপ্) ষোলটি গায়ত্রীর সমান হয়।[৪] এইরূপেই অনুষ্টুভ্ দ্বারা [শস্ত্রপাঠ] আরম্ভ করিলেও হোতৃকর্ত্তৃক গায়ত্রীর অনুসরণ সিদ্ধ হয়।

তৎপরে ঐন্দ্রাগ্নগ্রহহোমের যাজ্যাবিধান—"অগ্ন ইন্দ্রশ্চ…যজতি"

"অগ্ন ইন্দ্রশ্চ দাশুষো দুরোণে"[৫]—এই অগ্নি ও ইন্দ্র উভয় দেবতার উদ্দিষ্ট মন্ত্রকে যাজ্যা করিবে।

ঐন্দ্রাগ্নগ্রহে প্রথমে ইন্দ্রের পরে অগ্নির নাম আছে, কিন্তু ঐ যাজ্যামন্ত্রের দেবতামধ্যে পূর্ব্বে অগ্নির পরে, ইন্দ্রের নাম দেখা যাইতেছে। এই আপত্তির খণ্ডন—"ন বৈ…এব"

[অসুরদিগের সহিত যুদ্ধে] [পূর্ব্বে] ইন্দ্র ও [পরে] অগ্নি যাইয়া জয় লাভ করেন নাই, [পূর্ব্বে] অগ্নি ও [পরে] ইন্দ্র যাইয়া জয় লাভ করিয়াছিলেন ; সেইজন্য এই যে অগ্নি ও ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট মন্ত্রকে যাজ্যা করা হয়, ইহাতে বিজয়লাভই ঘটে।

যাজ্যার অক্ষরসংখ্যাপ্রশংসা—"সা বিরাট্……তৃপ্যন্তি"

সেই বিরাটের তেত্রিশটি অক্ষর। দেবগণও তেত্রিশ জন ; অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি এবং বষট্কার। এতদ্দ্বারা [প্রাতঃসবনে বিহিত] প্রথম শস্ত্রে (অর্থাৎ আজ্যশস্ত্রে) দেবতাদিগকে অক্ষরের ভাগী করা হয়। তদ্দ্বারা

নহে। এইজন্য বিরাট্কেও অনুষ্টুপ্ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে আজ্যশস্ত্রে সমুদয়ে বারটি অনুষ্টুপ্ হয়।

(৪) অনুষ্টুপের প্রতিমন্ত্রে চারি চরণ ; গায়ত্রীর তিন চরণ। অতএব বারটি অনুষ্টুপ্ ষোলটি গায়ত্রীর সমান। কাজেই অনুষ্টুপ্ ছন্দের আজ্যশস্ত্র গায়ত্রীচ্ছন্দের পবমান স্তোত্রের অনুসারী হইল।

(৫) ৩।২৫।৪

দেবতারা [তেত্রিশ জনে] এক এক অক্ষর অনুসরণ করিয়া [সকলেই] উত্তমরূপে [সোমরস] পান করেন। তাহাতে [অক্ষররূপী] দেবপাত্র দ্বারাই [সোমপান করিয়া] দেবতাগণ তৃপ্ত হন। [৬]

শস্ত্রের ও যাজ্যার দেবতা পৃথক্, সে বিষয়ে আপত্তিখণ্ডন "তদাহুঃ…যাজ্যা"

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন,—যেরূপ শস্ত্র, যাজ্যা তদনুসারী হওয়া উচিত; কিন্তু হোতা অগ্নিদৈবত শস্ত্র পাঠ করেন; তবে কেন অগ্নি ও ইন্দ্র দেবতার উদ্দিষ্ট মন্ত্রকে যাজ্যা করা হয়? [উত্তর] যাহার দেবতা অগ্নি ও ইন্দ্র, তাহার দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি [এরূপ বলাও চলে]; আর এই যে শস্ত্র, ইহা গ্রহের সহিত ও তূষ্ণীংশংসের সহিত [একযোগে] ইন্দ্র ও অগ্নি ইঁহাদেরই উদ্দিষ্ট। কেন না "ইন্দ্রাগ্নী আগতং সুতং গীর্ভির্নভো বরেণ্যম্। অস্য পাতং ধিয়েষিতা" [৭]—অহে ইন্দ্র, অহে অগ্নি, তোমরা স্তুতি দ্বারা অভিষুত এবং আকাশের মত বরেণ্য এই সোমের নিকট আগমন কর এবং আপন ধীশক্তিপ্রেরিত হইয়া ইহা পান কর—এই মন্ত্রে অধ্বর্য্যু ঐন্দ্রাগ্ন গ্রহ গ্রহণ করেন; অপিচ, "ভূরগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিরিন্দ্রো জ্যোতির্ভুবো জ্যোতিরিন্দ্রঃ সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বঃ সূর্য্যঃ" এই মন্ত্রে হোতা তূষ্ণীংশংস পাঠ করেন। এই হেতু শস্ত্রও যেরূপ, যাজ্যাও তদনুসারী (অর্থাৎ অভিন্ন দেবতার উদ্দিষ্ট)।

(৬) এক এক অক্ষর এক এক দেবতার ভাজন অর্থাৎ পাত্রস্বরূপ।

(৭) ৩।১২।১

ষষ্ঠ খণ্ড

আজ্যশস্ত্র

হোতৃজপের বিধান[1] —"হোতৃজপং...এবতৎ"

হোতৃজপ জপ করা হয়। এতদ্দ্বারা রেতঃসেক হয়। উপাংশু (নীরবে) জপ করা হয়; কেন না রেতঃসেকও উপাংশু সম্পাদিত হয়। আহাবের পূর্ব্বেই জপ করা হয়; কেন না আহাবের পর যাহা কিছু [অনুষ্ঠিত হয়], তাহা শস্ত্রেরই [অন্তর্গত]।

আহাবপাঠের নিয়ম যথা—"পরাঞ্চং...সিঞ্চন্তি"

পরাঙ্মুখ (হোতার প্রতি বিমুখ) ও চতুষ্পদের মত (দুই হাত ও দুই পায়ে ভর দিয়া) উপবিষ্ট অধ্বর্য্যুর উদ্দেশে [হোতা] আহাব পাঠ করিবেন। সেই হেতু চতুষ্পদেরাও (পশুরাও) পরাঙ্মুখ হইয়া রেতঃসেক করে। [আহাব-পাঠের পর অধ্বর্য্যু] দুই পায়ে সম্মুখ হইয়া দাঁড়ান; সেইজন্য দ্বিপদেরা (মনুষ্যেরা) সম্মুখ হইয়া রেতঃসেক করে।

আহাবের পূর্ব্বে হোতা যে মন্ত্র জপ করেন, ঐ মন্ত্রের ছয় ভাগ। আজ্যশস্ত্রে যজমানের নূতন জন্ম সম্পাদিত হয়। হোতৃজপ মন্ত্রটির তাৎপর্য্যও জন্মদানক্রিয়ার অনুকূল, ইহা দেখান হইতেছে, যথা—"পিতা মাতরিশ্বা......তদাহ"

"পিতা মাতরিশ্বা"—মাতরিশ্বা (বায়ু) পিতা—এই অংশে প্রাণই পিতা এবং প্রাণই মাতরিশ্বা (বায়ু) এবং প্রাণই রেতঃ;

---

(১) ৭।৩।১২।১, হোতৃজপের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে হোতা আহাব দ্বারা অধ্বর্য্যুকে আহ্বান করেন। তৎপূর্ব্বে হোতৃজপ বিহিত। ঐ জপের আরম্ভে মৃ মৎ পং বক্ দে এই পঞ্চাক্ষর পঠিত হয়। পূর্ব্বে ২০০ পৃষ্ঠ দেখ।

এতদ্দ্বারা রেতঃসেক হয়। [তৎপরে] "অচ্ছিদ্রা পদাধাৎ" —[সেই বায়ুস্বরূপ পিতা] অচ্ছিদ্রে পদ (অর্থাৎ রেতঃ) আধান করিয়াছিলেন—এস্থলে অচ্ছিদ্র অর্থে রেতঃ; এতদ্দ্বারা [যজমান] এই রেতঃ হইতে অচ্ছিদ্র হইয়া উৎপন্ন হন। "অচ্ছিদ্রোক্থা কবয়ঃ শংসন্"—কবিগণ ছিদ্রহীন উক্থ (শস্ত্র) শংসন (পাঠ) করেন—এ স্থলে যাঁহারা অনূচান (বেদজ্ঞ), তাঁহারাই কবি ; তাঁহারাই এই অচ্ছিদ্র রেতঃ উৎপাদন করেন, ইহাই ঐ বাক্যে বলা হইল। "সোমো বিশ্ববিন্নীথা নিনেষদ্ বৃহস্পতিরুক্থা মদানি শংসিষৎ"—বিশ্ববিৎ (সর্ব্বজ্ঞ) সোম নীথসকল (অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসকল) সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, বৃহস্পতি উক্থামদ (তুষ্টিজনক উক্থ) পাঠে ইচ্ছা করিয়াছিলেন—এ স্থলে বৃহস্পতিই ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ), সোমই ক্ষত্র (ক্ষত্রিয়), এবং স্তোত্র ও শস্ত্রই নীথ ও উক্থামদ। এতদ্দ্বারা দৈব ব্রহ্ম দ্বারা ও দৈব ক্ষত্রিয় দ্বারা প্রেরিত হইয়াই উক্থসকল (শস্ত্রসকল) পঠিত হয়। কেন না, এই যজ্ঞে যাহা কিছু অনুষ্ঠেয়, ইঁহারাই (সোম এবং বৃহস্পতি) তাহা প্রেরণ করিতে সমর্থ। সেই জন্য যাহা ইঁহাদেরকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অক্রিয়া হয় ; এবং এই ব্যক্তি অক্রিয়া করিয়াছে, এই বলিয়া লোকে নিন্দা করে। যে ইহা জানে, সে কর্ত্তব্যই করে, সে অকর্ত্তব্য করে না। "বাগায়ুর্বিশ্বায়ুর্বিশ্বমায়ুঃ"—বাক্য হউক ও আয়ু হউক, ও বিশ্বায়ু (পূর্ণায়ু) হইয়া বিশ্ব (পূর্ণ) আয়ু [লাভ করুক]—এই অংশ [পরে] পাঠ করিবে। এ স্থলে প্রাণই আয়ুঃস্বরূপ, প্রাণই রেতঃস্বরূপ এবং বাক্য যোনি-

স্বরূপ। এতদ্দ্বারা যোনির অভিমুখে রেতঃসেক করা হয়। "ক ইদং শংসিষ্যতি স ইদং শংসিষ্যতি"—ক (প্রজাপতি)[২] এই শস্ত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনিই এই শস্ত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন—এই [শেষাংশ] পাঠ করিবে। এ স্থলে ক-শব্দে প্রজাপতি। প্রজাপতিই উৎপাদন করিবেন (যজমানের পুনর্জন্ম দিবেন), ইহাই এই মন্ত্রে বলা হইল।

সপ্তম খণ্ড

আজ্যশস্ত্র

প্রাতঃসবনে আজ্যশস্ত্র পাঠে যজমানের পুনর্জন্ম লাভ হয়। ঐ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ জন্মদান ক্রিয়ার অনুরূপ। প্রথম অনুষ্ঠান হোতৃজপ রেতঃসেকের অনুরূপ; পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান তূষ্ণীংশংসে রেতঃ মাতৃগর্ভে বিকৃত হইয়া ভ্রূণের আকৃতি গ্রহণ করে; তৎপরে নিবিৎ পাঠে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। সেই তূষ্ণীংশংস সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা যথা—"আহূয়...সুবিদিতম্"

[আহাবদ্বারা অধ্বর্য্যুকে] আহ্বানের পর তূষ্ণীংশংস পাঠ করিবে; এতদ্দ্বারা [হোতৃজপকালে] সিক্ত রেতঃ বিকৃত হয় (পিণ্ডাকৃতি লাভ করে)। রেতঃসেক পূর্ব্বে ঘটে, ও তাহার বিকার পরেই ঘটিয়া থাকে। তূষ্ণীংশংস উপাংশু-ভাবে পাঠ করিবে। কেন না, রেতঃসেক উপাংশুভাবেই ঘটে। তূষ্ণীংশংস অনুচ্চভাবে (হোতৃজপের অপেক্ষা ঈষৎ উচ্চ অথচ অস্পষ্ট ভাবে) জপ করিবে। কেন না রেতঃ সেইরূপেই বিকার

---

(২) প্রজাপতির নামান্তর ক; যথা—"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"।

লাভ করে। তূষ্ণীংশংস ছয় ভাগে [১] পাঠ করিবে ; পুরুষও ষড়ঙ্গ অর্থাৎ ছয়ভাগে বিভক্ত[২]। এতদ্দ্বারা আত্মাকে (রেতঃ হইতে উৎপন্ন ভ্রূণরূপী যজমানকে) ছয়ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ ষড়ঙ্গ করিয়া বিকৃত করা হয়।

তূষ্ণীংশংস পাঠের পর পুরোরুক্ [৩] পাঠ করা হয়। তদ্দ্বারা বিকৃত রেতঃ [শিশুরূপে] জন্ম লাভ করে। রেতঃ পূর্ব্বে বিকৃত হয়, পরে [শিশুর] জন্ম ঘটে। পুরোরুক্ উচ্চে পাঠ করা হয়। কেন না (জননীর প্রসববেদনাহেতু) উচ্চধ্বনি সহকারেই [শিশুর] জন্ম ঘটে।

দ্বাদশাংশবিশিষ্ট পুরোরুক্ পাঠ করিবে। দ্বাদশ মাসেই সংবৎসর, সংবৎসরই প্রজাপতি ; তিনিই এই সকলের জন্মদাতা। যিনি এ সকলের জন্মদাতা, তিনিই এতদ্দ্বারা (পুরোরুক্ পাঠে) এই যজমানকে প্রজাসহিত ও পশুসহিত [সমৃদ্ধ করিয়া] উৎপন্ন করেন। ইহাতে ঐ জন্মলাভই ঘটে। যে ইহা জানে, সে প্রজাসহিত ও পশুসহিত [সমৃদ্ধ হইয়া] জন্ম লাভ করে।

জাতবেদার (তন্নামক দেবতার) উদ্দিষ্ট পুরোরুক্ পাঠ করা হয়। জাতবেদা ঐ পুরোরুকের নিম্ন অঙ্গ [৪]।

---

(১) তূষ্ণীংশংসের ছয়ভাগ যথাক্রমে—১ ভূরগ্নির্জ্যোতিঃ। ২ জ্যোতিরগ্নিঃ। ৩ ইন্দ্রো-জ্যোতির্ভুবঃ। ৪ জ্যোতিরিন্দ্রঃ। ৫ সূর্য্যোজ্যোতিঃ। ৬ জ্যোতিঃ স্বঃ সূর্য্যঃ।

(২) পুরুষের ষড়ঙ্গ যথা—আত্মা (মধ্যদেহ), মস্তক, দুই হস্ত, দুই পদ।

(৩) "প্র বো দেবায়" ইত্যাদি সূক্তের পূর্ব্বে পঠিত হয় বলিয়া "অগ্নির্দেবেদ্ধঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বব্যাখ্যাত নিবিদের নাম পুরোরুক্। পুরতো রোচতে দীপ্যতে ইতি পুরোরুক্,—তন্নামক নিবিদ্ মন্ত্র।

(৪) নিবিদের শেষভাগে "সো অধ্বরা করতি জাতবেদাঃ" এই অংশ থাকায় জাতবেদাঃ উহার দেবতা ও উহার নিম্ন অঙ্গস্বরূপ হইল।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, তৃতীয় সবনই জাতবেদার আয়তন-(আশ্রয়)-স্বরূপ,[৫] তবে প্রাতঃসবনে কেন জাতবেদার উদ্দিষ্ট পুরোরুকের পাঠ হয় ? [উত্তর] প্রাণই জাতবেদাঃ ; সেই প্রাণই সকল জাত (উৎপন্ন) পদার্থের বেত্তা (জ্ঞাতা)। সেই প্রাণ যে সকল জাত পদার্থকে জানে, তাহারাই বর্ত্তমান আছে ; যাহাদিগকে জানে না, তাহারা কোথায় আছে ? যে যজমান আজ্যশস্ত্রে আপনার ঐ সংস্কারের (পুনর্জন্মলাভের) বিষয় জানে, সেই ঠিক জানে।

অষ্টম খণ্ড

আজ্যশস্ত্র

আজ্যশস্ত্রে পাঠ্য সূক্তের অন্তর্গত ঋক্‌সমূহের ব্যাখ্যা—"প্র বো·····সমন্তং সংস্কুরুতে"

"প্র বো দেবায়াগ্নয়ে"[১] এই মন্ত্র পাঠ করিবে। এই মন্ত্রে "প্র" শব্দে প্রাণ বুঝাইতেছে। এই ভূতসকল (জীবসকল) প্রাণের পশ্চাতেই গমন করে, প্রাণকেই বর্দ্ধিত করে ও প্রাণকেই সংস্কৃত করে।

"দীদিবাংসমপূর্ব্ব্যম্"[২] এই মন্ত্র পাঠ করিবে। এস্থলে মনই দীপ্তিযুক্ত ("দীদিবান্") ; অন্য কোন [ইন্দ্রিয়] মনের পূর্ব্বে অবস্থিত নহে ("অপূর্ব্ব্য")। এতদ্দারা মনকেই বর্দ্ধিত করা হয় ও মনকেই সংস্কৃত করা হয়।

(৫) তৃতীয় সবনে আগ্নিমারুত শস্ত্র পঠিত হয়। ঐ শস্ত্রেরই দেবতা জাতবেদাঃ।

(১) ৩।১৩।১ (২) ৩।১৩।৫

"স নঃ শর্ম্মাণি বীতয়ে" এই [৩] মন্ত্র পাঠ করিবে। এস্থলে বাক্যই শর্ম্ম (সুখস্বরূপ)। সেই জন্য যে ব্যক্তি (যে শিষ্য) [আপন গুরুর বাক্য] নিজবাক্য দ্বারা অনুমোদন করে, তাহার উদ্দেশে লোকে বলিয়া থাকে, ইহার শর্ম্ম (সুখ) হউক, এই ব্যক্তি [বাক্য] সংযম করিয়াছে। এতদ্দ্বারা বাক্যকেই বৰ্দ্ধিত করা হয় ও বাক্যকেই সংস্কৃত করা হয়।

"উত নো ব্রহ্মন্নবিষঃ" এই মন্ত্র [৪] পাঠ করিবে। এস্থলে শ্রোত্রই ব্রহ্ম ; শ্রোত্রদ্বারাই ব্রহ্ম (বেদবাক্য) শুনা যায় ; শ্রোত্রেই ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত। এতদ্দ্বারা শ্রোত্রকেই বৰ্দ্ধিত করা হয় ও শ্রোত্রকেই সংস্কৃত করা হয়।

"স যন্তা বিপ্র এষাম্" এই মন্ত্র [৫] পাঠ করিবে। এ স্থলে অপানই যন্তা (নিয়মনকর্ত্তা); অপানদ্বারাই নিয়মিত হইয়া প্রাণ (শ্বাসবায়ু) দূরে যায় ; এতদ্দ্বারা অপানকেই বৰ্দ্ধিত করা হয় ও অপানকেই সংস্কৃত করা হয়।

"ঋতা বা যস্য রোদসী" এই মন্ত্র [৬] পাঠ করিবে। এ স্থলে চক্ষুই ঋত ; সেই জন্য উভয় ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ হইলে যে বলে, আমি যত্ন করিয়া চোখে দেখিয়াছি, তাহার বাক্যেই লোকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা চক্ষুকেই বৰ্দ্ধিত করা হয় ও চক্ষুকেই সংস্কৃত করা হয়।

"নূ নো রাস্ব সহস্রবত্তোকবৎ পুষ্টিমৎ বসু" [৭] এই অন্তিম মন্ত্র দ্বারা [আজ্যশস্ত্র পাঠ] সমাপ্ত করিবে। এস্থলে আত্মাই সমস্ত (প্রাণমনবাক্যাদির সমষ্টিস্বরূপ) এবং সহস্রবান্ (সহস্রসংখ্যক-ধনবিশিষ্ট) ও তোকবান্ (অপত্যযুক্ত)

---

(৩) ৩।১৩।৪ (৪) ৩।১৩।৬ (৫) ৩।১৩।৩ (৬) ৩।১৩।২ (৭) ৩।১৩।৭

ও পুষ্টিমান্ (সমৃদ্ধিযুক্ত)। এতদ্দ্বারা সমস্ত আত্মাকেই বর্দ্ধিত করা হয় ও সমস্ত আত্মাকেই সংস্কৃত করা হয়।

শস্ত্রপাঠান্তে ঐন্দ্রাগ্ন গ্রহহোমের যাজ্যামন্ত্র বিধান—"যাজ্যয়া……অধিদৈবতম্"

যাজ্যাদ্বারা যাগ করা হয়। যাজ্যাই প্রদানক্রিয়াস্বরূপ;[৮] ইহা পুণ্যস্বরূপ ও লক্ষ্মীস্বরূপ। এতদ্দ্বারা পুণ্যরূপা লক্ষ্মীকেই বর্দ্ধিত করা হয় ও পুণ্যরূপা লক্ষ্মীকেই সংস্কৃত করা হয়।

যে ইহা জানে, সে ইহা জানিয়া ছন্দোময় দেবতাময় ব্রহ্মময় অমৃতময় হইয়া একযোগে সকল দেবতাকেই প্রাপ্ত হয়। যেরূপে ছন্দোময় দেবতাময় ব্রহ্মময় অমৃতময় হইয়া একযোগে সকল দেবতাকেই পাওয়া যায়, যে তাহা জানে, সে ঠিক্ই জানে।

এই পর্য্যন্ত [যাহা বলা হইল, তাহা] আত্মবিষয়ক; পরে [যাহা বলা হইতেছে, তাহা] দেবতাবিষয়ক।

নবম খণ্ড

আজ্যশস্ত্র

তূষ্ণীংশংস, নিবিৎ ও সূক্ত আজ্যশস্ত্রের এই পর্ব্বত্রয়ের প্রশংসা হইতেছে।

তূষ্ণীংশংসের প্রশংসা যথা—"ষট্ পদং ……অপ্নোতি"

ষট্পদবিশিষ্ট তূষ্ণীংশংস পাঠ করা হয়। ঋতু ছয়টি; এতদ্দ্বারা ঋতুসকলকেই [ভোগপ্রদানে] সমর্থ করা হয় ও ঋতুসকলকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

---

(৮) পুরোঽনুবাক্যা দ্বারা হব্য গ্রহণ ও যাজ্যাদ্বারা দেবতাকে হব্যপ্রদান হয়। যথা শ্রুত্যন্তরে—"পুরোঽনুবাক্যয়া আদত্তে প্রযচ্ছতি যাজ্যয়া"।

নিবিদের প্রশংসা—"দ্বাদশপদং......অপ্যেতি"

দ্বাদশপদবিশিষ্ট পুরোরুক্ পাঠ করা হয়। মাস বারটি; এতদ্দ্বারা মাসসকলকেই [ভোগপ্রদানে] সমর্থ করা হয় ও মাসসকলকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আজ্যশস্ত্রের সূক্তান্তর্গত ঋক্‌সকলের প্রশংসা—"প্র বো......ভবতি ভবতি"

"প্র বো দেবায় অগ্নয়ে" এই মন্ত্র পাঠ করা হয়। এ স্থলে "প্র" শব্দে অন্তরিক্ষ বুঝাইতেছে। এই ভূতসকল অন্তরিক্ষ-মধ্যেই প্রয়াণ করে। এতদ্দ্বারা অন্তরিক্ষকেই [ভোগ-প্রদানে] সমর্থ করা হয় ও অন্তরিক্ষকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"দীদিবাংসমপূর্ব্ব্যম্" এই মন্ত্র পাঠ করা হয়। যিনি [সূর্য্য] তাপ দেন, তিনিই দীপ্তিমান্, তাঁহার [উদয়ের] পূর্ব্বে কিছুই [সচেতন] থাকে না; এতদ্দ্বারা তাঁহাকেই (ভোগপ্রদানে) সমর্থ করা হয় ও তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়

"স নঃ শর্ম্মাণি বীতয়ে" এই মন্ত্র পাঠ করা হয়। এ স্থলে অগ্নিই শর্ম্ম (সুখজনক) ভক্ষণীয় অন্ন দান করেন। এতদ্দ্বারা অগ্নিকেই [ভোগপ্রদানে] সমর্থ করা হয় ও অগ্নিকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"উত নো ব্রহ্মন্নবিষঃ" এই মন্ত্র পাঠ করা হয়। এ স্থলে চন্দ্রমাই ব্রহ্ম। এতদ্দ্বারা চন্দ্রমাকেই [ভোগপ্রদানে] সমর্থ করা হয় ও চন্দ্রমাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"স যন্তা বিপ্র এষাম্" এই মন্ত্র পাঠ করা হয়। এ স্থলে বায়ুই যন্তা (নিয়মনকর্ত্তা); বায়ু দ্বারাই নিয়মিত হইয়া এই

অন্তরিক্ষ দূরে যায় না। এতদ্দ্বারা বায়ুকেই [ভোগপ্রদানে] সমর্থ করা হয় ও বায়ুকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"ঋতা বা যস্ত রোদসী" এই মন্ত্র পাঠ করা হয়। এস্থলে দ্যাবাপৃথিবীই রোদঃস্বরূপ। দ্যাবাপৃথিবীকেই এতদ্দ্বারা [ভোগপ্রদানে] সমর্থ করা হয় ও দ্যাবাপৃথিবীকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"নূ নো রাস্ব সহস্রবৎ তোকবৎ পুষ্টিমৎ বসু" এই অন্তিম মন্ত্রে [আজ্যশস্ত্রপাঠ] সমাপ্ত করা হয়। সমস্ত সংবৎসরই সহস্রবান্ (সহস্রসংখ্যক-ধনদাতা), তোকবান্ (পুত্রদাতা), পুষ্টিমান্ (পুষ্টিদাতা); এতদ্দ্বারা সমস্ত সংবৎসরকেই [ভোগপ্রদানে] সমর্থ করা হয় ও সমস্ত সংবৎসরকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যাজ্যাদ্বারা যাগ করা হয়। যাজ্যাই বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ; বিদ্যুৎই এই বৃষ্টি ও ভক্ষণীয় অন্ন প্রদান করে। এতদ্দ্বারা বিদ্যুৎকেই [ভোগপ্রদানে] সমর্থ করা হয় ও বিদ্যুৎকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইহা জানিয়া সেই যজমান এই [ঋতু হইতে বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত] সর্ব্ব দেবতাময় হইয়া থাকে।

তৃতীয় পঞ্চিকা

একাদশ অধ্যায়

—*—

প্রথম খণ্ড

প্রউগশস্ত্র

প্রাতঃসবনে আজ্যশস্ত্র ও প্রউগশস্ত্র উভয়ের পাঠ বিহিত। আজ্যশস্ত্রের বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। এখন প্রউগশস্ত্রের বিবরণ দেওয়া হইতেছে যথা—"গ্রহোকৃথং……সম্ম।"

এই যে প্রউগ, ইহা [ঐন্দ্রবায়বাদি] গ্রহগণের উক্থ[1] (ঐ সকল গ্রহের উদ্দিষ্ট দেবতার প্রশংসাপর)। প্রাতঃ-সবনে নয়টি গ্রহ[2] গৃহীত হয় ও হবিষ্পবমানে নয়টি মন্ত্রদ্বারা স্তব করা হয়। এই স্তোম (হবিষ্পবমান স্তোত্র) দ্বারা স্তব হইলে [অধ্বর্য্যু] দশম গ্রহ (আশ্বিন গ্রহ) গ্রহণ করেন। [অপিচ] হিঙ্কার [হবিষ্পবমানান্তর্গত মন্ত্রসকলের] দশম। তাহা হইলেই ইহা (গ্রহসংখ্যা) এবং উহা (স্তোত্রের অন্তর্গত মন্ত্রসংখ্যা) সমান হয়।[3]

---

(১) যে সকল ঋক্ মন্ত্রে দেবতার প্রশংসা হয়, তাহার নাম শস্ত্র। উক্থ ও শস্ত্র একার্থক। সামগায়ীরা যাহা গান করেন, তাহা স্তোত্র বা স্তোম।

(২) উপাংশু অন্তর্যাম ও ঋতুগ্রহ এই কয়টি ছাড়িয়া অন্য দশটি গ্রহের নাম ধারাগ্রহ।

(৩) হবিষ্পবমান স্তোত্রে "উপাস্মৈ গায়তা" ইত্যাদি নয়টি মন্ত্র গীত হয়। পূর্ব্বে দেখ।

এইরূপে হিঙ্কার সমেত হবিষ্পবমান স্তোত্রে দশটি মন্ত্র হইল। প্রাতঃসবনে দশটি ধারাগ্রহ হইতে হোম বিহিত। প্রউগশস্ত্র ঐ সকল ধারাগ্রহের উদ্দিষ্ট দেবতার প্রশংসামাত্র। এইরূপে হবিষ্পবমান স্তোত্র ও প্রউগশস্ত্র উভয়েরই প্রাতঃসবনে বিহিত গ্রহগণের সহিত সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইল।

তৎপরে প্রউগশস্ত্রান্তর্গত মন্ত্রের বিধান[৪] যথা—"বায়ব্যং……এবং বেদ"

বায়ুদৈবত [তিনটি ঋক্] পাঠ করিবে।[৫] তদ্দ্বারা বায়ুদৈবত গ্রহ[৬] উক্‌থবান্ (শস্ত্রযুক্ত অর্থাৎ শস্ত্রদ্বারা প্রশংসিত) হয়।

ইন্দ্র ও বায়ু-দেবতার উদ্দিষ্ট [তিনটি মন্ত্র][৭] পাঠ করিবে। তদ্দ্বারা ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ উক্‌থবান্ হয়।

মিত্র ও বরুণ দেবতার উদ্দিষ্ট [তিনটি মন্ত্র][৮] পাঠ করিবে। তদ্দ্বারা মৈত্রাবরুণ গ্রহ উক্‌থবান্ হয়।

অশ্বিদ্বয়ের উদ্দিষ্ট [তিনটি মন্ত্র][৯] পাঠ করিবে। তদ্দ্বারা আশ্বিন গ্রহ উক্‌থবান্ হয়।[১০]

ইন্দ্রদৈবত [তিনটি মন্ত্র][১১] পাঠ করিবে। তদ্দ্বারা শুক্র ও মন্থী গ্রহদ্বয় উক্‌থবান্ হয়।

তিনজন সামগায়ী স্তোত্র গান করেন। তন্মধ্যে একজন হিঙ্কার (হুঁ এই শব্দ উচ্চারণ) করেন। ঐ হিঙ্কারকে দশম মন্ত্র বলিয়া ধরিলে স্তোত্রের মন্ত্রসংখ্যা ও প্রাতঃসবনে গ্রহসংখ্যা সমান হয়।

(৪) প্রথম মণ্ডলের অন্তর্গত মধুচ্ছন্দা ঋষির দৃষ্ট দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্ত প্রউগশস্ত্রে পাঠ করা হয়।

(৫) ১।২।১-৩ এই তিন মন্ত্রের দেবতা বায়ু।

(৬) প্রাতঃসবনে বায়ু দেবতার উদ্দিষ্ট স্বতন্ত্র গ্রহ নাই, তবে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের প্রথমাংশ কেবল বায়ুর উদ্দেশে ও দ্বিতীয় অংশ ইন্দ্র বায়ু উভয়ের উদ্দেশে আহুত হয়। পূর্ব্বে দেখ। এস্থলে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের প্রথমাংশকেই বায়ুদৈবত গ্রহ বলা হইল।

(৭) ১।২।৪-৬ (৮) ১।২।৭-৯ (৯) ১।৩।১-৩

(১০) ইতঃপূর্ব্বেই আশ্বিনগ্রহকে দশমগ্রহ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ গ্রহণকালে উহা দশমস্থানীয়, কিন্তু হোমকালে তৃতীয়স্থানীয়। (১১) ১।৩।৪-৬

বিশ্বদেবগণের উদ্দিষ্ট [তিনটি মন্ত্র][১২] পাঠ করিবে। তদ্দ্বারা আগ্রয়ণ গ্রহ উকৃথবান্ হয়।

সরস্বতীদৈবত [তিনটি মন্ত্র][১৩] পাঠ করিবে। [কিন্তু] সরস্বতীর উদ্দিষ্ট কোন গ্রহ নাই। বাক্যই সরস্বতী; যে সকল গ্রহ বাক্যদ্বারা (মন্ত্রদ্বারা) গৃহীত হয়, তাহারা সকলেই এতদ্দ্বারা উকৃথবান্ হয়। যে ইহা জানে, তাহার সকল গ্রহই উকৃথযুক্ত (প্রশংসিত) হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রউগ শস্ত্র

প্রউগশস্ত্রের প্রশংসা—"অন্নাদ্যং বৈ......শংসন্তি"

এই যে প্রউগ, ইহা দ্বারা ভোজনযোগ্য অন্ন রক্ষিত হয়। প্রউগে যেমন নানা দেবতার প্রশংসা হয়, সেইরূপ নানা উকৃথও (অর্থাৎ মন্ত্রও) প্রউগে ব্যবহৃত হয়।[১] যে ইহা জানে, তাহার গৃহে নানাবিধ ভোজনযোগ্য অন্ন রক্ষিত হয়।

এই যে প্রউগ নামক উকৃথ, ইহা যজমানেরই আত্মবিষয়ক (শরীরোৎকর্ষসাধক), সেইজন্য তৎকর্তৃক অত্যন্ত আদরণীয় ইহাই [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন। হোতা এই [প্রউগশস্ত্র] দ্বারা সেই যজমানকেই সংস্কৃত করেন।[২]

---

(১২) ১।৩।৭-৯　　(১৩) ১।৩।১০-১২

(১) প্রউগের উদ্দিষ্ট দেবতার নাম ও তদন্তর্গত মন্ত্র পূর্ব্বখণ্ডে দেখ।

(২) আজ্যশস্ত্রে যজমানের পুনর্জ্জন্মলাভ হয়। পূর্ব্বে দেখ। প্রউগশস্ত্রে তাঁহার সংস্কার হয়

বায়ুর উদ্দিষ্ট [তিন মন্ত্র] পাঠ করা হয়। এইজন্য বলা হয়, বায়ুই প্রাণ, প্রাণই রেতঃ, জায়মান পুরুষের [দেহগঠনে] প্রথমে রেতঃই সম্ভূত হয়। এই হেতু বায়ুর উদ্দিষ্ট যে মন্ত্র পাঠ করা হয়, তদ্দ্বারা যজমানের প্রাণেরই সংস্কার হয়।

ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দিষ্ট [তিন মন্ত্র] পাঠ করা হয়। যেখানে প্রাণ, সেইখানেই অপান। এই যে ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করা হয়, তদ্দ্বারা তাহার প্রাণের ও অপানেরই সংস্কার হয়।

মিত্র ও বরুণের উদ্দিষ্ট [তিন মন্ত্র] পাঠ করা হয়। সেইজন্য বলা হয়, [জায়মান] পুরুষের প্রথমে চক্ষু উৎপন্ন হয়। এই যে মিত্রাবরুণের উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ হয়, এতদ্দ্বারা তাহার চক্ষুরই সংস্কার হয়।

অশ্বিদ্বয়ের উদ্দিষ্ট [তিন মন্ত্র] পাঠ করা হয়। সেইজন্য নবজাত শিশুকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে, ঐ [শিশু] আমার কথা শুনিতে চাহিতেছে, আমাকেই ভাবিতেছে। এই যে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ হয়, তদ্দ্বারা তাহার শ্রোত্রেরই সংস্কার হয়।

ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট [তিন মন্ত্র] পাঠ করা হয়। সেই জন্য নবজাত শিশুকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে, ঐ শিশু গ্রীবা তুলিতেছে, আবার মাথা তুলিতেছে। এই যে ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ হয়, এতদ্দ্বারা তাহার বীর্য্যের (দৈহিক সামর্থ্যের) সংস্কার হয়।

বিশ্বদেবগণের উদ্দিষ্ট [তিন মন্ত্র] পাঠ করা হয়। সেই-জন্য নবজাত শিশু পশুর মত (চারি হাতপায়ে) বিচরণ করে।

তাহার অঙ্গসকলও বিশ্বদেবগণের সম্বন্ধী। এই যে বিশ্বদেব-গণের উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ হয়, এতদ্দ্বারা তাহার অঙ্গসকলের সংস্কার হয়।

সরস্বতীর উদ্দিষ্ট [তিন মন্ত্র] পাঠ করা হয়। সেইজন্য নবজাত শিশুতে শেষে (চলিতে শিখিবার পরে) বাক্য (কথা কহিবার শক্তি) প্রবেশ করে। বাক্যই সরস্বতী। এই যে সরস্বতীর উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ হয়, এতদ্দ্বারা তাহার বাক্যেরই সংস্কার হয়।

যে ইহা জানে, সেই হোতা, এবং যে যজমান ইহা জানে, যাহার পক্ষে এই শস্ত্র পাঠ করা হয়, সেই যজমান, পূর্ব্বে জাত হইয়াও এই সকল দেবতা হইতে, সকল উক্‌থ (শস্ত্র) হইতে, সকল ছন্দ হইতে, সকল প্রউগ হইতে, সকল সবন হইতে [পুনরায়] জন্মলাভ করে।

তৃতীয় খণ্ড

প্রউগ শস্ত্র

প্রউগশস্ত্রের পুনঃপ্রশংসা—"প্রাণানাং বৈ......দধাতি"

এই যে প্রউগ, ইহা প্রাণসকলেরই উক্‌থ (প্রশংসাসূচক)। [এই শস্ত্রে] সাতজন দেবতার প্রশংসা হয় ; মস্তকে প্রাণও সাতটি ; এতদ্দ্বারা মস্তকে প্রাণসকলেরই স্থাপনা হয়।

তৎপরে প্রউগশস্ত্রের সামর্থ্যপ্রদর্শন—"কিং স......য এবং বেদ"

যিনি এই যজমানের হোতা হইবেন, তিনি তাহার কি

ইষ্ট বা কি অনিষ্ট করিতে সমর্থ? [উত্তর] সেই হোতা যজমানের উদ্দেশে ইহজন্মে যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন।

যাহার উদ্দেশে তিনি ইচ্ছা করিবেন, ইহাকে প্রাণ হইতে বিযুক্ত করিব, তাহার উদ্দেশে বায়ুদৈবত [ঋক্ তিনটি] লুব্ধ-ভাবে পাঠ করিবেন। তাহার মধ্যে একটি ঋক্ বা একটি চরণ পাঠ করিবেন না; তাহা হইলেই সেই মন্ত্রপাঠ লুব্ধ হইবে; এবং তদ্দ্বারা যজমানকে প্রাণ হইতে বিযুক্ত করা হইবে।

যাহার উদ্দেশে তিনি ইচ্ছা করিবেন, ইহাকে প্রাণ ও অপান হইতে বিযুক্ত করিব, তাহার উদ্দেশে ইন্দ্র ও বায়ু এতদুভয়ের উদ্দিষ্ট [ঋক্ তিনটি] লুব্ধভাবে পাঠ করিবেন। তাহার মধ্যে একটি ঋক্ বা একটি চরণ পাঠ করিবেন না; তাহা হইলেই সেই মন্ত্রপাঠ লুব্ধ হইবে; এবং তদ্দ্বারা যজমানকে প্রাণ ও অপান হইতে বিযুক্ত করা হইবে।

যাহার উদ্দেশে তিনি ইচ্ছা করিবেন, ইহাকে চক্ষু হইতে বিযুক্ত করিব, তাহার উদ্দেশে মিত্রাবরুণের উদ্দিষ্ট [ঋক্ তিনটি] লুব্ধভাবে পাঠ করিবেন। তাহার মধ্যে একটি ঋক্ বা একটি চরণ পাঠ করিবেন না; তাহা হইলেই এই মন্ত্রপাঠ লুব্ধ হইবে; এবং যজমানকে চক্ষু হইতে বিযুক্ত করা হইবে।

যাহার উদ্দেশে তিনি ইচ্ছা করিবেন, ইহাকে স্তোত্র হইতে বিযুক্ত করিব, তাহার উদ্দেশে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দিষ্ট [ঋক্ তিনটি] লুব্ধভাবে পাঠ করিবেন। তাহার মধ্যে একটি ঋক্ বা একটি চরণ পাঠ করিবেন না; তাহা হইলেই ঐ মন্ত্রপাঠ লুব্ধ হইবে; এবং যজমানকে স্তোত্র হইতে বিযুক্ত করা হইবে।

যাহার উদ্দেশে তিনি ইচ্ছা করিবেন, ইহাকে বীর্য্য হইতে বিযুক্ত করিব, তাহার উদ্দেশে ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট [ঋক্ তিনটি] লুব্ধ-ভাবে পাঠ করিবেন। তাহার মধ্যে একটি ঋক্ বা একটি চরণ পাঠ করিবেন না; তাহা হইলেই ঐ ঋক্ তিনটি লুব্ধ হইবে; এবং যজমানকে বীর্য্য হইতে বিযুক্ত করা হইবে।

যাহার উদ্দেশে তিনি ইচ্ছা করিবেন, ইহাকে অঙ্গসমূহ হইতে বিযুক্ত করিব, তাহার উদ্দেশে বিশ্বদেবগণের উদ্দিষ্ট [ঋক্ তিনটি] লুব্ধভাবে পাঠ করিবেন। তাহার মধ্যে একটি ঋক্ বা একটি চরণ পাঠ করিবেন না; তাহা হইলেই ঐ মন্ত্রপাঠ লুব্ধ হইবে; এবং যজমানকে অঙ্গসমূহ হইতে বিযুক্ত করা হইবে।

যাহার উদ্দেশে তিনি ইচ্ছা করিবেন, ইহাকে বাক্য হইতে বিযুক্ত করিব, তাহার উদ্দেশে সরস্বতীর উদ্দিষ্ট [ঋক্ তিনটি] লুব্ধভাবে পাঠ করিবেন। তাহার মধ্যে একটি ঋক্ বা একটি চরণ পাঠ করিবেন না; তাহা হইলে ঐ ঋক্ তিনটি লুব্ধ হইবে এবং যজমানকে বাক্য হইতে বিযুক্ত করা হইবে।

আর যাহার উদ্দেশে তিনি ইচ্ছা করিবেন, ইহাকে সকল অঙ্গদ্বারা ও সমস্ত আত্মা (শরীর) দ্বারা সমৃদ্ধ করিব, তাহার উদ্দেশে সমস্ত শস্ত্রটি যথাক্রমে কোন অংশ পরিত্যাগ না করিয়া পাঠ করিবেন। তাহা হইলে যজমানকে সকল অঙ্গ দ্বারা ও সমস্ত আত্মা দ্বারা সমৃদ্ধ করা হইবে।

যে ইহা জানে, সে সকল অঙ্গ দ্বারা ও সমস্ত আত্মা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

চতুর্থ খণ্ড

প্রউগ শস্ত্র

প্রউগশস্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা ও তৎপূর্ব্বে গীত আজ্যস্তোত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা এক নহেন। এ বিষয়ে আপত্তিখণ্ডন—"তদাহুঃ......অনুশস্তো ভবতি"

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, স্তোত্র যেরূপ, শস্ত্রও তদনুসারী হওয়া উচিত ; কিন্তু সামগায়ীরা অগ্নির উদ্দিষ্ট মন্ত্রদ্বারা স্তব করেন, আর হোতা বায়ুর উদ্দিষ্ট মন্ত্রদ্বারা শস্ত্র পাঠ করেন, তাহা হইলে ঐ অগ্নির উদ্দিষ্ট মন্ত্রে কিরূপে শস্ত্রের অনুসরণ সিদ্ধ হয় ? [1]

[উত্তর] [প্রউগ শস্ত্রের অন্তর্গত একুশটি মন্ত্রে] এই যে সকল দেবতা উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, ইঁহারা অগ্নিরই তনু-স্বরূপ। সেই অগ্নি যে প্রবল হইয়া দহন করেন, তাহা তাঁহার বায়ব্য (বায়ুর সহযোগে উৎপন্ন) রূপ ; সেইজন্য বায়ুর উদ্দিষ্ট মন্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট স্তোত্রের অনুসরণ হয়। আবার অগ্নি দুইভাগ করিয়া (দুইটি শিখায় বিভক্ত হইয়া) দহন করেন এবং ইন্দ্র ও বায়ু ইঁহারাও দুইজন ; ইহাই সেই অগ্নির ঐন্দ্রবায়ব রূপ ; সেইজন্য ঐন্দ্রবায়ব মন্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট স্তোত্রের অনুসরণ হয়। আর যে অগ্নি কখন হৃষ্ট হইয়া উচ্চে উঠেন, কখন হৃষ্ট হইয়া নীচে নামেন, তাহাই তাঁহার মৈত্রাবরুণ রূপ ; সেইজন্য মৈত্রাবরুণ মন্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট স্তোত্রের অনুসরণ হয়। সেই অগ্নির স্পর্শ উষ্ণ, ইহাই তাঁহার

---

(১) 'অগ্ন আয়াহি' ইত্যাদি মন্ত্র সামগায়ীরা আজ্যস্তোত্রস্বরূপে গান করেন। ঐ মন্ত্রের দেবতা অগ্নি। হোতা "বায়বায়াহি" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রউগশস্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন। ঐ মন্ত্রের দেবতা বায়ু।

বারুণ রূপ; আর সেই উষ্ণস্পর্শ অগ্নিকে লোকে মিত্রের (বন্ধুর) মত উপাসনা করে, এই তাঁহার মৈত্র রূপ; সেইজন্য মৈত্রাবরুণ মন্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট স্তোত্রের অনুসরণ হয়। আবার অগ্নিকে যে দুই বাহু দ্বারা ও দুই অরণি দ্বারা মন্থন করা হয়, এবং অশ্বীও দুইজন, এই তাঁহার আশ্বিন রূপ; সেইজন্য আশ্বিন-মন্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট স্তোত্রের অনুসরণ হয়। আবার অগ্নি যে উচ্চ ধ্বনিতে ব ব ব শব্দ করিয়া দহন করেন, যাহাতে ভূত সকল ভয় পায়, এই তাঁহার ঐন্দ্র রূপ; সেইজন্য ঐন্দ্র মন্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট স্তোত্রের অনুসরণ হয়। আবার অগ্নি এক হইয়াও বহুধা বিচরণ করেন, এই তাঁহার বৈশ্বদেব রূপ; সেইজন্য বৈশ্বদেব মন্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট স্তোত্রের অনুসরণ হয়। আর অগ্নি যে স্ফূর্তির সহিত যেন বাক্য উচ্চারণ করিয়া দহন করেন, এই তাঁহার সারস্বত রূপ; সেইজন্য সারস্বত মন্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট স্তোত্রের অনুসরণ হয়। এইরূপে বায়ুদৈবত মন্ত্রে আরব্ধ এই প্রউগশস্ত্রের তিন তিনটি ঋকে ঐসকল দেবতা দ্বারাই স্তোত্রগত [অগ্নির উদ্দিষ্ট] মন্ত্র অনুস্থত হয়।

তৎপরে প্রউগশস্ত্রের যাজ্যা বিধান—"বিশ্বেভিঃ......প্রীণাতি"

"বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধ্বগ্ন ইন্দ্রেণ বায়ুনা পিবা মিত্রস্য ধামভিঃ"[২]—অহে অগ্নি, বিশ্বদেবগণের সহিত এবং ইন্দ্রের ও বায়ুর সহিত মিত্রের বাসস্থানে থাকিয়া সোমের মধু পান কর—এই বিশ্বদেবদৈবত মন্ত্রে বৈশ্বদেব-শস্ত্র-পাঠান্তে যজন করিবে। ইহাতে সকল দেবতাকেই আপন ভাগানুসারে প্রীত করা হয়।

(২) ১।১৪।১০।

পঞ্চম খণ্ড

প্রউগশস্ত্র—বষট্‌কার

প্রউগশস্ত্রের যাজ্যাপাঠের পর তদন্তর্গত বষট্‌কার ও অনুবষট্‌কার সম্বন্ধে বিচার—"দেবপাত্রং······অনুবষট্‌করোতি"

এই যে বষট্‌কার, ইহা দেবগণের পাত্র স্বরূপ; বষট্‌কারে দেবপাত্র দ্বারাই দেবতাগণকে তৃপ্ত করা হয়। [তৎপরে] অনুবষট্‌কার করা হয়।[১] সে এইরূপ। যেমন লোকে অশ্বকে বা গরুকে প্রথমে অভিমুখ করিয়া পরে তাহাদিগকে [ঘাস-জলাদি দ্বারা] তৃপ্ত করে, সেইরূপ এই যে অনুবষট্‌কার করা হয়, তাহাতে দেবতাগণকেও অভিমুখ করিয়া তদ্দ্বারা তৃপ্ত করা হয়।

উত্তরবেদিস্থিত অগ্নিতেই হোম হয় ও অনুবষট্‌কার হয়, ধিষ্ণ্যস্থিত অগ্নিতে হয় না, তাহাতে সেই অগ্নির কিরূপে তৃপ্তি হইবে, এতৎসম্বন্ধে বিচার—"ইমানেব... প্রীণাতি"

[ব্রহ্মবাদীরা] এই প্রশ্ন করেন, ধিষ্ণ্যস্থিত এই অগ্নি-সকলেরই উপাসনা কর্ত্তব্য, তবে কেন পূর্ব্ব (উত্তরবেদিস্থিত) অগ্নিতেই হোম হয়, আর পূর্ব্ব অগ্নিতেই অনুবষট্‌কার হয়? [উত্তর] "সোমস্য অগ্নে বীহি"—অহে অগ্নি, সোম ভক্ষণ কর—এই মন্ত্রে যে অনুবষট্‌কার হয়, তাহাতেই ধিষ্ণ্যস্থ অগ্নিসকলকেও প্রীত করা হয়।

দ্বিদেবত্যগ্রহহোমে অনুবষট্‌কার হয় না, কাজেই অনুষ্ঠান অসমাপ্ত থাকে; অথচ তখন ঋত্বিকেরা কিরূপে সোমপান করেন? অপিচ দর্শপূর্ণমাসাদি যাগে

---

(১) "সোমস্যাগ্নে বীহি" এই মন্ত্রে অনুবষট্‌কার হয়।

স্বিষ্টকৃৎ দ্বারা তৎপূর্ব্বে দত্ত আহুতির সংস্কার হয়, কিন্তু এস্থলে সোমাহুতির পর স্বিষ্ট-কৃৎ কেন হয় না ? এই উভয় প্রশ্নের উত্তর যথা—"অসংস্থিতান্…বষট্ করোতি"

যে [দ্বিদেবত্য] সোমের আহুতির পর অনুবষট্কার হয় না, সেই অসমাপ্ত সোম কিরূপে ভক্ষণ করিবে ? অপিচ সোমের স্বিষ্টকৃৎ ভাগই বা কি হইবে ? [ব্রহ্মবাদীরা] এই প্রশ্ন করেন। [উত্তর] "সোমস্য অগ্নে বীহি" এই মন্ত্র দ্বারা [প্রউগশস্ত্রের যাজ্যায়] যে অনুবষট্কার হয়, তাহাতেই সোমাহুতি সমাপ্ত ও উহার ভক্ষণ [সিদ্ধ] হয়। অপিচ, সেই অনুবষট্কারই সোমের স্বিষ্টকৃৎ-ভাগ ; এই জন্যই বষট্-কার উচ্চারণ হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড

বষট্কার

বষট্কার সম্বন্ধে পুনরায় বিচার—"বজ্রো বা…… কুর্ব্বন্তি"

এই যে বষট্কার, ইহা বজ্রস্বরূপ। যাহাকে দ্বেষ করা যায়, তাহাকে চিন্তা করিয়া বষ্টকার করিলে তাহারই প্রতি সেই বজ্রের নিক্ষেপ ঘটে।

"ষট্"[১] এই [অন্ত্যভাগ] দ্বারা বষট্কার হয়। ঋতু ছয়টি ; এতদ্দ্বারা ঋতুসকলকেই সমর্থ করা হয়, ঋতুসকলকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ঋতুসকল প্রতিষ্ঠিত হইলে এই যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই তাহার পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(১) বষট্কারের দুইভাগ—"বৌ" আর "ষট্"।

যে ইহা জানে, সেও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে বিদের পুত্র হিরণ্যদৎ (তন্নামক ঋষি) বলিয়াছেন,—এই বষট্‌কার দ্বারা এই ছয়টি প্রতিষ্ঠিত করা হয়; দ্যুলোক অন্তরিক্ষে, অন্তরিক্ষ পৃথিবীতে, পৃথিবী অপ্‌সমূহে, অপ্‌সমূহ সত্যে, সত্য ব্রহ্মে (বেদে), ব্রহ্ম তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়; তখন প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ এই সকলই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই তাহার পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠিত হয়; যে ইহা জানে, সেও প্রতিষ্ঠিত হয়।

"বৌষট্‌" এই বলিয়া বষট্‌কার হয়। উনিই (ঐ আদিত্যই) 'বৌ', আর ঋতুসমূহ 'ষট্‌' (ছয়) ; এতদ্দ্বারা তাঁহা-কেই (আদিত্যকেই) ঋতুসমূহে নিহিত করা হয় ও ঋতু-সমূহেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই হোতা দেবগণের উদ্দেশে যেরূপ [প্রতিষ্ঠা সম্পাদন] করেন, দেবগণও তাঁহার উদ্দেশে সেইরূপ করেন।

সপ্তম খণ্ড

বষট্‌কার

বষট্‌কারের অবান্তরভেদ যথা—"ত্রয়ো বৈ......য এবং বেদ"

বষট্‌কার ত্রিবিধ—বজ্র, ধামচ্ছৎ, ও রিক্ত। সেই হোতা উচ্চস্বরে ও বলের সহিত যে বষট্‌কার করেন, তাহার নাম বজ্র। যে সেই হোতার হন্তব্য হয়, তাহার হত্যার জন্য দ্বেষকারী শত্রুর উদ্দেশে ঐ বজ্র নিক্ষিপ্ত হয়; সেইজন্য শত্রু-যুক্ত যজমানকর্ত্তৃক সেই বষট্‌কার প্রযোজ্য।

আবার যাহা সমান স্বরে উচ্চারিত, [যাজ্যামন্ত্র হইতে] অবিচ্ছিন্ন, ও যাহার [যাজ্যা] ঋক্ পরিত্যক্ত হয় নাই, সেই বষট্কার ধামচ্ছৎ।[১] প্রজাগণ ও পশুগণ সেই বষট্কারের নিকটে উপস্থিত থাকে; সেইজন্য প্রজাকামী ও পশুকামী যজমানকর্ত্তৃক সেই বষট্কার প্রযোজ্য।

আর যদ্দারা বৌষট্ [মৃদুস্বরে উচ্চারণহেতু] সমৃদ্ধিহীন হয়, তাহার নাম রিক্ত। উহা আপনাকে (হোতাকে) রিক্ত (সমৃদ্ধিহীন) করে, যজমানকে রিক্ত করে; বষট্কর্ত্তাও পাপযুক্ত হয়; যে যজমানের উদ্দেশে ঐ বষট্কার হয়, সেও পাপযুক্ত হয়। সেইজন্য ঐ বষট্কারের ইচ্ছাও করিবে না।

যিনি সেই যজমানের হোতা হইবেন, তিনি যজমানের কি ইষ্ট বা কি অনিষ্ট সম্পাদনে সমর্থ? এ বিষয়ে বলা হয়, সেই হোতা ইহলোকেই যজমানের প্রতি যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাহাই করিতে পারিবেন। যাহার উদ্দেশে হোতা ইচ্ছা করিবেন, যজ্ঞ না করিলে যেমন হয়, এই যজমান যজ্ঞ করিয়াও সেইরূপ হউক, তাহা হইলে তাহার উদ্দেশে যেরূপে ঋক্পাঠ (যাজ্যাপাঠ[২]) করিবেন, সেইরূপেই বষট্কার করিবেন। ইহাতেই তাহাকে সেই ব্যক্তির (অকৃতযজ্ঞ ব্যক্তির) সদৃশ করা হইবে। যাহার উদ্দেশে হোতা ইচ্ছা করিবেন, এই যজমান পাপযুক্ত হউক, তাহার উদ্দেশ্যে ঋক্ (যাজ্যা) উচ্চস্বরে পাঠ করিয়া নীচ স্বরে বষট্কার করিবেন। ইহাতেই তাহাকে পাপযুক্ত করা হইবে।

(১) ধাম যজ্ঞস্থানং তত্র যথা রক্ষাংসি ন প্রবিশন্তি তথা ছাদয়তি স ধামচ্ছৎ (সায়ণ) অর্থাৎ যজ্ঞস্থানের রক্ষাকারক।

(২) পূর্ব্বে দেখ।

যাহার উদ্দেশে হোতা ইচ্ছা করিবেন, এই যজমান শ্রেয়োযুক্ত হউক, তাহার উদ্দেশে নীচস্বরে ঋক্ পাঠ করিয়া উচ্চস্বরে বষট্‌কার করিবেন। ইহাতেই তাহাকে শ্রীযুক্ত করা হইবে।

ঋকের সহিত অবিচ্ছেদে বষট্‌কার কর্ত্তব্য। তাহাতে যজমানের [শ্রেয়োলাভে] অবিচ্ছেদ ঘটে। যে ইহা জানে, সে প্রজাদ্বারা ও পশুদ্বারা সংযুক্ত হয়।

অষ্টম খণ্ড

বষট্‌কার

বষট্কারকালে অন্যান্য ক্রিয়া যথা—"যস্যৈ দেবতায়ৈ...এবং বেদ"

যে দেবতার উদ্দেশে [অধ্বর্য্যু] হব্য গ্রহণ করেন, [হোতা] বষট্‌কারকালে সেই দেবতার ধ্যান করিবেন। তাহাতে সেই দেবতাকে সাক্ষাৎ করিয়াই প্রীত করা হয় এবং প্রত্যক্ষেই দেবতার যজন হয়।

বষট্‌কার বজ্রস্বরূপ; তাহা প্রহারের পর অশান্ত হইয়া দীপ্তি পায়। সকলে তাহার শান্তির উপায় জানে না, ও [শান্তির পর] প্রতিষ্ঠা (অবস্থিতি) কোথায়, তাহাও জানে না। সেই জন্যই ইহলোকে মৃত্যুর এত বাহুল্য। "বাক্" ইত্যাদি[1] মন্ত্রই তাহার শান্তির ও তাহার প্রতিষ্ঠার উপায়। সেইজন্য যখন যখন বষট্‌কার করিবে, তখনই "বাক্" ইত্যাদি মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করিবে। এইরূপে শান্ত হইলে সেই বষট্‌কার এই যজমানকে হিংসা করিবে না।

---

(১) "বাগোজঃ সহ ওজো ময়ি প্রাণাপানৌ" এই মন্ত্র বষট্‌কার প্রশমনের উপায়। পরে দেখ।

অথবা, "অহে বষট্‌কার, আমাকে বিনষ্ট করিও না, আমিও তোমাকে বিনষ্ট করিব না; বৃহৎ যজ্ঞদ্বারা তোমার মনের আহ্বান করিতেছি, ব্যানদ্বারা তোমার শরীরের আহ্বান করিতেছি; তুমি প্রতিষ্ঠাস্বরূপ; তুমি প্রতিষ্ঠা লাভ কর ও আমাকে প্রতিষ্ঠা লাভ করাও"—ইত্যর্থক মন্ত্রদ্বারা বষট্‌কারের অনুমন্ত্রণ করিবে।

কিন্তু এই অনুমন্ত্রণ বিষয়ে বলা হয়, এই মন্ত্র দীর্ঘ ও [এইজন্য শান্তিকর্ম্মে] অক্ষম; অতএব "ওজঃ সহ ওজঃ" এই মন্ত্রদ্বারা অনুমন্ত্রণ করিবে; [কেন না] "ওজঃ" ও "সহ" এই দুইটি বষট্‌কারের প্রিয়তম তনুস্বরূপ; এতদ্দ্বারা বষট্‌-কারকে তাহার প্রিয় ধাম দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় এবং যে ইহা জানে, সে প্রিয় ধাম দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

বাক্যই প্রাণ ও অপান; বষট্‌কারও তাহাই। যখনই বষট্‌কার হয়, তখনই ইহারা [হোতার শরীর হইতে] উৎক্রমণ করে। এই জন্য তাহাদিগকে "বাগোজঃ সহ ও-জো ময়ি প্রাণাপানৌ"—বাক্য সহিত ও ওজঃ সহিত বর্ত্তমান অহে বষট্‌কার, আমার ওজোলাভ হউক এবং প্রাণাপান লাভ হউক—এই মন্ত্র দ্বারা অনুমন্ত্রণ করিবে। এতদ্দ্বারা হোতা পূর্ণায়ু হইয়া পূর্ণায়ুষ্কতার জন্য আত্মাতেই বাক্য এবং প্রাণ ও অপান প্রতিষ্ঠিত করেন। যে ইহা জানে, সে পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হয়।

নবম খণ্ড

প্রৈষাদি-প্রশংসা

প্রৈষ প্রভৃতির ব্যুৎপত্তি ও প্রশংসা যথা—"যজ্ঞো বৈ···প্রেষ্যতি"

যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রৈষদ্বারা[১] সেই যজ্ঞকে প্রৈষ (আহ্বান) করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই প্রৈষের প্রৈষত্ব। দেবগণ পুরোরুক্-সমূহ দ্বারা[২] সেই যজ্ঞকে রুচিসম্পন্ন করিয়াছিলেন; পুরোরুক্ দ্বারা যজ্ঞের রুচি সম্পাদন করিয়াছিলেন, উহাই পুরোরুকের পুরোরুক্ত্ব। সেই যজ্ঞকে বেদিতে অনুবেদন (অনুকূলভাবে লাভ) করিয়াছিলেন; বেদিতে যে অনুবেদন করিয়াছিলেন, তাহাই বেদির বেদিত্ব। সেই যজ্ঞ [বেদিতে] লব্ধ হইলে পর উহাকে গ্রহ দ্বারা (উপাংশু প্রভৃতি দ্বারা) গ্রহণ করিয়াছিলেন; লব্ধ হইলে পর গ্রহ দ্বারা যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহাই গ্রহ সকলের গ্রহত্ব। তাহাকে লাভ করিয়া নিবিৎসমূহের দ্বারা [দেবতার উদ্দেশে] নিবেদন করিয়াছিলেন; লাভের পর নিবিৎসমূহ দ্বারা নিবেদন করিয়াছিলেন, ইহাই নিবিৎসমূহের নিবিৎত্ব।

নষ্ট দ্রব্য পাইতে ইচ্ছা করিয়া, কেহ বা অধিক পাইতে ইচ্ছা করে, কেহ বা অল্প পাইতে ইচ্ছা করে। উভয়ের মধ্যে যে অধিক পাইতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে ভাল

(১) "হোতা যক্ষদগ্নিং সমিধা" ইত্যাদি প্রৈষমন্ত্র।

(২) "বায়ুরগ্রেগাঃ" ইত্যাদি সাতটি পুরোরুক্ প্রউগশস্ত্রের অন্তর্গত সাতটি ঋক্ত্রয়ের পূর্ব্বে পঠিত হয়।

ইচ্ছা করে। সেইরূপ যে ব্যক্তি এই প্রৈষমন্ত্রসকলকে দীর্ঘ বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তি তাহা ভাল জানে ; কেননা এই যে প্রৈষমন্ত্রসকল, এতদ্দ্বারাই নষ্ট যজ্ঞের অন্বেষণ হয়। সেই জন্য [মৈত্রাবরুণ] মাথা নোয়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রৈষমন্ত্র পাঠ করিবেন।

দশম খণ্ড

নিবিৎ-স্থাপনা

সবনত্রয়ে নিবিৎসমূহের স্থাননিরূপণ যথা—"গর্ভা বৈ......এবং বেদ"

এই যে নিবিৎসমূহ,[১] ইহারা উক্‌থ-(শস্ত্র)-সকলের গর্ভ-স্বরূপ। সেইহেতু প্রাতঃসবনে ঐ নিবিৎসমূহকে উক্‌থ-সমূহের পূর্ব্বে স্থাপন করা হয়। এইজন্যই গর্ভ (ভ্রূণ) [শরীরমধ্যে] পুরোভাগেই স্থাপিত হয় ও [প্রসবকালেও] পুরোভাগেই বর্ত্তমান থাকে।

মাধ্যন্দিনসবনে নিবিৎসমূহ মধ্যস্থলে স্থাপিত হয়। সেই জন্য গর্ভ মধ্যস্থলে (উদরমধ্যে) স্থাপিত হয়।

তৃতীয় সবনে নিবিৎসমূহ শেষে স্থাপিত হয়। সেইজন্য গর্ভ ঐ [উদরমধ্য] হইতে অধোমুখ হইয়া জাত হয়। ইহাতে যজমানের পুনর্জন্ম ঘটে।

যে ইহা জানে, সে প্রজাদ্বারা ও পশুদ্বারা জন্মলাভ করে।

---

(১) "অগ্নির্দেবেদ্ধঃ" ইত্যাদি মন্ত্রসকল। পূর্ব্বে দেখ।

এই যে নিবিৎসমূহ, ইহারা উকৃথসকলের অলঙ্কারস্বরূপ।[২] সেইজন্য প্রাতঃসবনে উহাদিগকে পূর্ব্বে স্থাপন করা হয়, কেন না বয়নের পূর্ব্বেই বস্ত্রকে অলঙ্কৃত করা হয়। মাধ্যন্দিন সবনে উহাদিগকে মধ্যে স্থাপন করা হয়, কেন না বস্ত্রেরও মধ্যস্থলে অলঙ্কার দেওয়া হয়। আর তৃতীয় সবনে তাহাদিগকে শেষে স্থাপন করা হয়; কেননা বস্ত্রেরও শেষভাগে অলঙ্কার দেওয়া হয়। যে ইহা জানে, তাহার যজ্ঞের সমস্ত ভাগই অলঙ্কার দ্বারা শোভা পায়।

একাদশ খণ্ড

নিবিৎপ্রশংসা

নিবিৎসম্বন্ধে বিবিধ উক্তি—"সৌর্য্যা……প্রায়শ্চিত্তিঃ"

এই যে নিবিৎসমূহ, ইহারা সূর্য্যসম্বন্ধী দেবতাস্বরূপ। প্রাতঃসবনে শস্ত্রসকলের প্রথমে, মাধ্যন্দিনসবনে মধ্যে ও তৃতীয় সবনে অন্তে নিবিদের স্থাপনা হয়। এতদ্দারা নিবিৎসমূহ আদিত্যের আচরণই অনুসরণ করে।

দেবগণ পুরাকালে পাদশঃ (ক্রমশঃ) যজ্ঞের সম্ভার করিয়াছিলেন; সেইজন্য নিবিৎসমূহও পাদশঃ (এক এক পাদ করিয়া) পঠিত হয়।

দেবগণ তখন যেস্থানে যজ্ঞের সম্ভার করিয়াছিলেন, সেই

---

(২) ভিন্ন বর্ণের তন্তু বিন্যাস করিয়া বস্ত্রের অলঙ্কার সাধিত হয়। এস্থলে সবনকে বস্ত্রের সহিত উপমিত করিয়া নিবিৎকে তাহার অলঙ্কার বলা হইল।

স্থান হইতে অশ্ব উৎপন্ন হইয়াছিল। সেইজন্য [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, নিবিৎসমূহের পাঠককে (অর্থাৎ হোতাকে) অশ্ব দান করিবে। তাহাতে প্রার্থনাযোগ্য বস্তুরই দান করা হয়।

[দ্বাদশপদযুক্ত] নিবিদের কোন পদকেই পরিত্যাগ করিবে না। যদি নিবিদের কোন পদ পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে যজ্ঞে ছিদ্র করা হয়। যজ্ঞে ছিদ্র হইলে উহা স্খলিত হয় ও যজমান পাপযুক্ত হয়। এই হেতু নিবিদের কোন পদ পরিত্যাগ করিবে না।

নিবিদের কোন দুই পদের বিপর্য্যাস করিবে না। যদি নিবিদের কোন দুই পদের বিপর্য্যাস করা হয়, তাহা হইলে যজ্ঞে ভ্রান্তি জন্মান হয়, যজমানও ক্ষুব্ধ (ভ্রান্ত) হয়। এই হেতু নিবিদের কোন দুই পদের বিপর্য্যাস করিবে না।

নিবিদের কোন দুই পদ [একত্র] যুক্ত করিবে না। যদি নিবিদের দুই পদ যুক্ত করা হয়, তাহা হইলে যজ্ঞের আয়ুর সংহার করা হয়, যজমানও বিনষ্ট হয়। এই হেতু নিবিদের কোন দুই পদ যুক্ত করিবে না। কিন্তু "প্রেদং ব্রহ্ম" ও "প্রেদং ক্ষত্রম্" এই দুই পদ ব্রহ্ম ও ক্ষত্রের মিলনোদ্দেশে যুক্ত করিবে; তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় [পরস্পর] সম্মিলিত হইবে।

তিন-ঋক্‌যুক্ত ও চারি-ঋক্-যুক্ত সূক্ত অতিক্রম করিয়া অন্য সূক্তে নিবিৎ স্থাপন করিবে না। নিবিদের এক একটি পদ সূক্তগত প্রত্যেক ঋকের অনুকূল। সেইজন্য তিন-ঋক্-যুক্ত ও চারি-ঋক্‌যুক্ত সূক্ত অতিক্রম করিয়া অন্য সূক্তে নিবিৎ স্থাপন করিবে না। তদপেক্ষা অধিক-ঋক্‌যুক্ত সূক্তে নিবিৎ

স্থাপন করিলে নিবিৎ দ্বারা স্তোত্রকে অতিক্রম করা হয়। কিন্তু তৃতীয় সবনে একটি ঋকের পাঠ অবশিষ্ট থাকিতে নিবিদের স্থাপন করিবে। যদি দুইটি ঋক্ অবশিষ্ট থাকিতে নিবিৎ স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত করা হয় এবং গর্ভ হইতে সন্তানকে বিযুক্ত করা হয়। এই হেতু তৃতীয় সবনে একটি ঋকের পাঠ অবশিষ্ট থাকিতে নিবিৎ স্থাপন করিবে।

নিবিৎ ছাড়িয়া (অর্থাৎ সূক্তমধ্যে যথাস্থানে না বসাইয়া) সূক্ত পাঠ করিবে না। নিবিৎ ছাড়িয়া যে সূক্ত [ভ্রমক্রমে] পাঠ করা হয়, সেই সূক্ত পুনরায় [নিবিৎ বসাইয়া] পাঠ করিবে না; কেন না ঐ সূক্ত [নিবিদের] বসতি স্থান নষ্ট করিয়াছে। [সেস্থলে] সেই দেবতারই উদ্দিষ্ট ও সেই-ছন্দোবিশিষ্ট অন্য সূক্ত আনিয়া তাহার মধ্যেই নিবিদের স্থাপনা করিবে। কিন্তু সেই [নূতন] সূক্ত পাঠের পূর্ব্বে "মা প্র গাম পথো বয়ম্"—[১] আমরা যেন পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া না যাই—এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যজ্ঞে যে ভ্রম করে, সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়। "মা যজ্ঞাদিন্দ্র সোমিনঃ"—হে ইন্দ্র, সোমযুক্ত যজ্ঞ হইতেও যেন [ভ্রষ্ট] না হই—এই [দ্বিতীয় চরণ] পাঠে যজ্ঞ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। "মান্তঃ স্থুর্নো অরাতয়ঃ"—আমাদের মধ্যে যেন অরাতি না থাকে—এই [তৃতীয় চরণ] পাঠে যাহারা অরাতি হইতে

(১) বিস্মৃতিক্রমে বা ভ্রমক্রমে নিবিৎ না বসাইয়া সূক্ত পাঠ করিলে, পুনরায় ঐ সূক্তের পাঠ নিষিদ্ধ হইল। তাহার স্থলে আর একটি সূক্তের যথাস্থানে নিবিৎ বসাইয়া পাঠ বিহিত; কিন্তু তৎপূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে দশম মণ্ডলের ৫৭ সূক্তটি পাঠ করিবে। "মা প্র গাম পথো বয়ং মা যজ্ঞাদিন্দ্র সোমিনঃ। মান্তঃ স্থুর্নো অরাতয়ঃ॥" (১০।৫৭।১) ঐইটি ঐ সূক্তের প্রথম মন্ত্র।

ইচ্ছা করে,তাহাদিগকে বিনষ্ট করা হয়। [তৎপরে পাঠ্য দ্বিতীয় ঋক্] "যো যজ্ঞস্য প্রসাধনস্তন্তুর্দেবেষ্বাততঃ। তমাহুতং নশীমহি"[২]—আমাদের যে সন্তান দেবগণমধ্যে প্রসারিত তন্তুর মত [আমাদের পরে] যজ্ঞের সাধন করিবে, দেবগণের আহ্বানকারী সেই সন্তান যেন নষ্ট না হয়—এস্থলে প্রজাই (সন্তানই) তন্তু;[৩] এতদ্দ্বারা যজমানের সন্তানকেই সন্তত (বিচ্ছেদরহিত) করা হয়। [তৎপরবর্ত্তী তৃতীয় ঋকের প্রথমার্দ্ধ] "মনো ন্বাহুবামহে নারাশংসেন সোমেন"—নারাশংস সোম দ্বারা[৪] আমাদের মনকে আহ্বান করিতেছি—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যজ্ঞ মন দ্বারাই বিস্তারিত হয় ও মন দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। এই সূক্তের পাঠই [উক্ত বিস্মৃতিদোষের] প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

আহাব—প্রতিগর

সবনত্রয়ে বিহিত আহাব ও প্রতিগরমন্ত্রের বিধান যথা—"দেববিশঃ... এবং বেদ"

ব্রহ্মবাদীরা বলেন, দেববৈশ্যগণের কল্পনা করিতে হইবে। [তজ্জন্য] ছন্দে ছন্দের স্থাপনা করিতে হইবে।[১]

---

(২) ১০।৫৭।২। (৩) ১০।৫৭।৩।

(৪) চমসস্থিত সোমের নাম নারাশংস, পূর্ব্বে ১৮৫ পৃষ্ঠ দেখ।

(১) শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে হোতৃপাঠ্য আহাব ও অধ্বর্য্যুপাঠ্য প্রতিগর একত্র করিয়া যে কয়টি অক্ষ

প্রাতঃসবনে [হোতা] "শোংসাবোম্"[২] এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র দ্বারা [অধ্বর্য্যুকে] আহাব করিবেন। অধ্বর্য্যু "শংসামোদৈবোম্"[৩] এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে প্রতিগর (প্রত্যুত্তর) করিবেন। এইরূপে উহা অষ্টাক্ষর হইবে। গায়ত্রীও অষ্টাক্ষরা। এতদ্দ্বারা প্রাতঃসবনে [শস্ত্রপাঠের] পূর্ব্বে গায়ত্রীরই কল্পনা হইবে। শস্ত্রপাঠের পর [হোতা] "উক্‌থং বাচি"[৪] এই চতুরক্ষর মন্ত্র পাঠ করিবেন। [অধ্যয্যু] "ওঁ উক্‌থশাঃ"[৫] এই চতুরক্ষর মন্ত্র পাঠ করিবেন। এইরূপে উহা অষ্টাক্ষর হইবে। গায়ত্রীও অষ্টাক্ষরা। এতদ্দ্বারা প্রাতঃসবনে [শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে ও পরে] উভয়তই গায়ত্রীর কল্পনা হইবে।

মাধ্যন্দিনসবনে হোতা "অধ্বর্য্যো শোংসাবোম্" এই ষড়ক্ষর মন্ত্রে আহাব করিবেন; অধ্বর্য্যু "শংসামোদৈবোম্" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে প্রতিগর করিবেন। এইরূপে উহা একাদশাক্ষর হইবে।

হইবে, শস্ত্রপাঠের পরেও হোতা ও অধ্বর্য্যু উভয়ে ততগুলি অক্ষরের মন্ত্র পাঠ করিবেন। এইরূপে ছন্দে ছন্দের স্থাপনা হইবে। প্রাতঃসবনে শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে গায়ত্রী পরেও গায়ত্রী, মাধ্যন্দিন সবনে পূর্ব্বে ত্রিষ্টুভ্ পরেও ত্রিষ্টুভ্, এবং তৃতীয় সবনে পূর্ব্বে জগতী পরেও জগতী স্থাপিত হইবে। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মবাদীর মতে দেববৈশ্বের কল্পনা হয়।

(২) প্রাতঃসবনের আহাব মন্ত্র—উহার অর্থ—হে অধ্বর্য্যো শোংসাবঃ শংসনং কুর্ব্বঃ। ওমিত্যনুজ্ঞার্থম্। ত্বয়া অনুজ্ঞা দেয়া। (সায়ণ)—হে অধ্বর্য্যু, শস্ত্রপাঠ করিব; তুমি অনুজ্ঞা দাও।

(৩) প্রাতঃসবনের প্রতিগর মন্ত্র। অর্থ—হে হোতস্ত্বং শংস, তত্রামোদৈব হর্ষ এবাস্মাকম্; অতোঽনুজ্ঞা দত্তা (সায়ণ)—অহে হোতা, শস্ত্র পাঠ কর; উহাতে আমাদের আমোদই হইবে; অনুজ্ঞা দিলাম।

(৪) উক্‌থং বাচি—মদীয়ায়াং বাচি উক্‌থং শস্ত্রং সম্পন্নম্ (সায়ণ)—আমাদের বাক্যে শস্ত্রপাঠ সম্পন্ন হইল।

(৫) ওঁ উক্‌থশাঃ—ওমিত্যঙ্গীকারে, উক্‌থশাস্ত্বং শস্ত্রশংসী ভবসি (সায়ণ)—তোমার উক্‌থপাঠ সম্পন্ন হইয়াছে।

ত্রিষ্টুপ্ একাদশাক্ষরা। এতদ্দ্বারা মাধ্যন্দিন-সবনে [শস্ত্র পাঠের] পূর্ব্বে ত্রিষ্টুভের কল্পনা হইবে। শস্ত্রপাঠের পর হোতা "উক্থং বাচীন্দ্রায়"[৬] এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র পাঠ করিবেন, ও অধ্বর্য্যু "ওঁ উকৃথশাঃ" এই চতুরক্ষর মন্ত্র পাঠ করিবেন। এইরূপে উহা একাদশাক্ষর হইবে। ত্রিষ্টুপ্ একাদশাক্ষরা। এতদ্দ্বারা মাধ্যন্দিনসবনে [শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে ও পরে] উভয়তঃ ত্রিষ্টুভের কল্পনা হইবে।

তৃতীয় সবনে হোতা "অধ্বর্য্যো শোশোংসাবোম্"[৭] এই সপ্তাক্ষর মন্ত্রে আহাব করিবেন ও অধ্বর্য্যু "শংসামোদৈবোম্" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে প্রতিগর করিবেন। এইরূপে উহা দ্বাদশাক্ষর হইবে। জগতী দ্বাদশাক্ষরা। এতদ্দ্বারা তৃতীয় সবনে [শস্ত্রপাঠের] পূর্ব্বে জগতীর কল্পনা হইবে। শস্ত্রপাঠের পর হোতা "উকৃথং বাচি ইন্দ্রায় দেবেভ্যঃ"[৮] এই একাদশাক্ষর মন্ত্র পাঠ করিবেন ও অধ্বর্য্যু "ওঁ" এই একাক্ষর মন্ত্র পাঠ করিবেন। এইরূপে উহা দ্বাদশাক্ষর হইবে। জগতী দ্বাদশাক্ষরা। এতদ্দ্বারা তৃতীয় সবনে [শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে ও পরে] উভয়তঃ জগতীর কল্পনা হইবে।

এই সমস্ত দর্শন করিয়া ঋষি[৯] এই মন্ত্র বলিয়াছিলেন,—"যদ্ গায়ত্রে অধি গায়ত্রমাহিতং ত্রৈষ্টুভাদ্বা ত্রৈষ্টুভং নিরতক্ষত। যদ্বা জগজ্জগত্যাহিতং পদং য ইত্তদ্বিদুস্তে

(৬) ইন্দ্রের জন্য মদীয় বাক্যে শস্ত্রপাঠ সম্পন্ন হইল।

(৭) "শোশোংসাবোম্"—শোংসাবোম্। প্রথম অক্ষরের দ্বিত্ব ছান্দস।

(৮) ইন্দ্রের ও অন্য দেবতাগণের উদ্দেশে মদীয় বাক্যে শস্ত্রপাঠ নিষ্পন্ন হইল।

(৯) এই মন্ত্রের ঋষি উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমাঃ।

অমৃতত্বমানশুঃ" ১০—[প্রাতঃসবনে শংসনের পূর্ব্বে পঠিত] গায়ত্রীর পরে [শংসনের পরে পঠিত] যে গায়ত্রীর স্থাপনা হয়, তদ্রূপ [মাধ্যন্দিনসবনে] ত্রিষ্টুভের পরে যে ত্রিষ্টুপ্ স্থাপিত হয় এবং [তৃতীয় সবনে] জগতীর পর জগতী স্থাপিত হয়, যে অনুষ্ঠাতারা এই স্থাপনা জানেন, তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

এতদ্দ্বারাই এক ছন্দে অন্য ছন্দের স্থাপনা হইয়া থাকে এবং যে ইহা জানে, সে দেববৈশ্যেরই কল্পনা করে।

দ্বিতীয় খণ্ড

সবনত্রয়ে ছন্দোবিভাগ

অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতীচ্ছন্দের সবনত্রয়ে বিভাগ সম্বন্ধে আখ্যায়িকা—"প্রজাপতির্বৈ······যজতে"

প্রজাপতি পুরাকালে যজ্ঞকে ও ছন্দ সকলকে দেবগণের অংশে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রাতঃসবনে গায়ত্রীকে অগ্নির ও বসুগণের ভাগে দিয়াছিলেন, মাধ্যন্দিনে ত্রিষ্টুভ্‌কে ইন্দ্রের ও রুদ্রগণের ভাগে দিয়াছিলেন এবং তৃতীয়-সবনে জগতীকে বিশ্বদেবগণের ও আদিত্যগণের ভাগে দিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার আপনার যে অনুষ্টুপ্ ছন্দ বর্ত্তমান ছিল, তাহাকে অচ্ছাবাকোক্ত মন্ত্রের উদ্দেশে [যজ্ঞের] প্রান্তদেশে অপসারিত করিয়াছিলেন। তখন সেই অনুষ্টুপ্ প্রজাপতিকে বলিলেন, তুমি দেবগণের মধ্যে পাপিষ্ঠ;

---

(১০) ১।১৬৪।২৩।

আমি তোমার আপনার ছন্দ, [তথাপি] আমাকে তুমি অচ্ছাবাকপাঠ্য মন্ত্রের উদ্দেশে [যজ্ঞের] প্রান্তদেশে অপসারিত করিয়াছ। সেই প্রজাপতি এই সমস্ত (অনুষ্টুভের তিরস্কার) জানিলেন ; তিনি আপনার জন্য সোমযাগের আয়োজন করিলেন ও সেই সোমযাগের অগ্রমুখে (আরম্ভে) অনুষ্টুভ্‌কে স্থাপন করিলেন।[১] সেই হেতু অনুষ্টুপ্‌ সকল সবনের অগ্রমুখে স্থাপিত হইয়া প্রযুক্ত হয়। যে ইহা জানে, সে সকলের অগ্রস্থিত ও মুখ্য হইয়া শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়। সেই প্রজাপতি আপন সোমযাগে এইরূপ [অনুষ্টুভের মুখ্যত্ব] কল্পনা করিয়াছিলেন; সেইজন্য যে কোন স্থলে যজ্ঞ [যজ্ঞারম্ভে অনুষ্টুভের প্রয়োগ দ্বারা] যজমানের বশীভূত হয়, সেখানে যজ্ঞও সমর্থ হয়। যেখানে যজমান ইহা জানিয়া বশীভূত (অনুষ্টুভের প্রয়োগে সাবধান) হইয়া যাগ করে, সেই জনতামধ্যে সেই যজ্ঞও সমর্থ হয়।

তৃতীয় খণ্ড

অনুষ্টুভ্‌-প্রশংসা

অনুষ্টুপ্‌ মন্ত্রে শস্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নি মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে আখ্যায়িকা—"অগ্নির্বৈ......এবং বেদ"

পুরাকালে অগ্নি দেবগণের হোতা হইয়াছিলেন। বহিষ্পবমান স্তোত্র গীত হইলে পর মৃত্যু তাঁহার নিকট

---

(১) "প্র বো দেবায় অগ্নয়ে" ইত্যাদি অনুষ্টুভ্‌ মন্ত্রদ্বারা প্রাতঃসবনে আজ্যশস্ত্রের আরম্ভ হয় (পূর্ব্বে দেখ)। ইহাই প্রজাপতির স্বকীয় ছন্দ অনুষ্টুভের মাহাত্ম্য।

উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি (অগ্নি) [আত্মরক্ষার্থ] অনুষ্টুভ্ দ্বারা[1] আজ্যশস্ত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন ও তদ্দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছিলেন; আজ্যশস্ত্র পঠিত হইলে মৃত্যু তাঁহার নিকট [পুনরায়] উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি প্রউগশস্ত্র[2] আরম্ভ করিয়াছিলেন ও তদ্দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তৎপরে মাধ্যন্দিন পবমানস্তোত্র[3] গীত হইলে পর মৃত্যু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি অনুষ্টুভ্ দ্বারা মরুত্বতীয় শস্ত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন ও তদ্দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তৎপরে মাধ্যন্দিনসবনে [মরুত্বতীয় শস্ত্রপাঠের পর নিষ্কেবল্য শস্ত্রে] বৃহতীচ্ছন্দ পঠিত হওয়ায় তাঁহার নিকট মৃত্যু উপস্থিত হইতে পারে নাই; কেন না বৃহতীসকল প্রাণস্বরূপ; সেই হেতু সে প্রাণসকলের বিয়োগ করিতে পারে নাই। সেইজন্য মাধ্যন্দিনসবনে বৃহতীসকলের মধ্যে স্তোত্রিয় ঋক্ত্রয় দ্বারা[4] [নিষ্কেবল্য শস্ত্র] আরম্ভ করা হয়। বৃহতীসকল প্রাণস্বরূপ। এতদ্দ্বারা প্রাণের উদ্দেশেই শস্ত্রের আরম্ভ হয়।

তদনন্তর তৃতীয় পবমানস্তোত্র[5] গীত হইলে পর মৃত্যু

(১) "প্র বো দেবায় অগ্নয়ে" এই অনুষ্টুভ্ দ্বারা।

(২) "বায়বায়াহি" ইত্যাদি একুশটি মন্ত্র প্রউগ শস্ত্র। পূর্ব্বে দেখ।

(৩) মাধ্যন্দিন সবনে মরুত্বতীয় শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে "উচ্চা তে জাতমন্ধসঃ" ইত্যাদি (সামবেদ-সংহিতা ২।২২-২৪) সামদ্বারা মাধ্যন্দিন পবমান স্তোত্র গীত হয়।

(৪) মাধ্যন্দিন সবনে মরুত্বতীয় শস্ত্র ও তৎপরে নিষ্কেবল্য শস্ত্র পঠিত হয়। নিষ্কেবল্য শস্ত্রে অনেকগুলি বৃহতী ছন্দের মন্ত্র আছে। তন্মধ্যে তিনটি মন্ত্র নিষ্কেবল্য শস্ত্র পাঠের পূর্ব্বে স্তোত্র-স্বরূপে সামগায়ী উদ্গাতৃকর্ত্তৃক গীত হয়। ঐ ঋক্ত্রয়ের নাম স্তোত্রিয়।

(৫) প্রাতঃসবনে আজ্যশস্ত্রের পূর্ব্বে বহিষ্পবমানস্তোত্র, মাধ্যন্দিন সবনে মরুত্বতীয় ছন্দের

উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি অনুষ্টুভ্ দ্বারা[৬] বৈশ্বদেব শস্ত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন ও তদ্দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তৎপরে যজ্ঞাযজ্ঞীয় স্তোত্র[৭] গীত হইলে মৃত্যু [পুনরায়] তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি বৈশ্বানরীয় সূক্ত দ্বারা আগ্নিমারুত শস্ত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন ও তদ্দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। বৈশ্বানরীয় সূক্ত বজ্রস্বরূপ[৮] এবং যজ্ঞাযজ্ঞীয় স্তোত্র প্রতিষ্ঠা-(সমাপ্তি)-স্বরূপ। অগ্নি বজ্র দ্বারা প্রতিষ্ঠা হইতে মৃত্যুকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন। তখন তিনি সকল পাপ হইতে ও সকল পাশ হইতে ও সকল স্থাণু (কাষ্ঠনির্ম্মিত অস্ত্র) হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্তি দ্বারা মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

যে ইহা জানে, সেই হোতাও স্বস্তি দ্বারা পূর্ণায়ু হইয়া পূর্ণায়ু লাভের জন্য মুক্ত হন ও পূর্ণ আয়ু লাভ করেন।

চতুর্থ খণ্ড

মরুত্বতীয়শস্ত্র

মরুত্বতীয়শস্ত্রের অন্তর্গত প্রতিপৎ ও অনুচর, ইহাদের প্রত্যেকে তিনটি ঋক্। তৎপরে দুইটি প্রগাথ—ইন্দ্রনিহবপ্রগাথ ও ব্রহ্মণস্পতিপ্রগাথ। তৎসম্বন্ধে আখ্যায়িকা —"ইন্দ্রো বৈ......এবং বেদ"।

পূর্ব্বে মাধ্যন্দিন পবমানস্তোত্র ও তৃতীয় সবনে বৈশ্বদেব শস্ত্রের পূর্ব্বে আর্ভব পবমান স্তোত্র গীত হয়।

(৬) "তৎসবিতুর্ব্বণীমহে" ইত্যাদি অনুষ্টুভে বৈশ্বদেবশস্ত্রের সূক্তপাঠ আরম্ভ হয়।

(৭) তৃতীয় সবনে আগ্নিমারুত শস্ত্রের পূর্ব্বে "যজ্ঞা যজ্ঞা বো অগ্নয়ে" ইত্যাদি নামে যজ্ঞা-য় স্তোত্র গীত হয়। (সামসংহিতা ২।৫৩-৫৪)

(৮) "বৈশ্বানরায় পৃথুবাজসে" ইত্যাদি বৈশ্বানরীয় সূক্ত আগ্নিমারুতশস্ত্রে পঠিত হয়।

পুরাকালে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়া, আমি উহাকে বধ করিতে পারি নাই, এই মনে করিয়া দূরদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন ও পরে তাহা হইতে দূরতর দেশে গিয়াছিলেন। অনুষ্টুপ্‌ই সেই দূর হইতেও দূরতর দেশ এবং বাক্যই অনুষ্টুপ্। সেই ইন্দ্র বাক্যে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। ভূতসকল [বিভিন্ন দলে] বিভক্ত হইয়া ইন্দ্রকে অন্বেষণ করিয়াছিল। পিতৃগণ [যাগের] পূর্ব্বদিনে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন ও দেবগণ পরদিনে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই জন্য পূর্ব্ব দিনে (অমাবাস্যায়) পিতৃগণের উদ্দেশে অনুষ্ঠান হয় ও পরদিনে (প্রতিপদে) দেবগণের যাগ হয়।

তখন সেই দেবগণ বলিলেন, আমরা [সোমের] অভিষব করিব, তাহা হইলেই ইন্দ্র অতি শীঘ্র আমাদের নিকট আসিবেন। তাহাই হউক, এই বলিয়া তাঁহারা অভিষব করিয়াছিলেন। তাঁহারা "আ ত্বা রথং যথোতয়ে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা[1] ইন্দ্রকে ফিরাইয়াছিলেন। "ইদং বসো সুতমন্ধ" ইত্যাদি মন্ত্রের[2] [অভিষবার্থক] "সুত" শব্দ দ্বারা ইন্দ্র তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন। "ইন্দ্র নেদীয় এদিহি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা[3] ইন্দ্রকে [যাগভূমির] মধ্যে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

যে ইহা জানে, তাহার যজ্ঞে ইন্দ্র আগমন করেন; সে সেই যজ্ঞ দ্বারা যাগ করে ও ইন্দ্র-সমন্বিত যজ্ঞদ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

---

(১) ৮।৫৭।১ এই মন্ত্রটি প্রতিপৎ ঋকৃত্রয়ের প্রথম।

(২) ৮।২।১ এই মন্ত্রটি অনুচর ঋকৃত্রয়ের প্রথম।

(৩) ৮।৫৩।৫-৬ এই মন্ত্রদ্বয় ইন্দ্রনিহবপ্রগাথ।

পঞ্চম খণ্ড

মরুত্বতীয় শস্ত্র—ইন্দ্রনিহব প্রগাথ

ইন্দ্রনিহবপ্রগাথ সম্বন্ধে আখ্যায়িকা—"ইন্দ্রং বৈ......স্বাপিভিরিতি"।

ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিলে সকল দেবতা, ইনি বৃত্রকে বধ করিতে পারেন নাই, মনে করিয়া ইন্দ্রকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবল সুষুপ্তিকালেও বর্ত্তমান মরুদ্গণ তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই। প্রাণসকলই সুষুপ্তিকালে বর্ত্তমান মরুদ্গণের স্বরূপ; প্রাণসকলই সেই ইন্দ্রকে তখন ত্যাগ করে নাই। সেই জন্য "আস্বাপে স্বাপিভিঃ" এই চরণে স্বাপি-শব্দযুক্ত প্রগাথ মন্ত্র [1] অপরিত্যক্ত হইয়া [মরুত্বতীয় শস্ত্রে] পঠিত হয়।

অপিচ [মরুত্বতীয় শস্ত্রে] এই প্রগাথপাঠের পর যদি ইন্দ্রসম্বন্ধী ছন্দের পাঠ হয়, তাহাও মরুত্বতীয় [বলিয়া গণ্য] হয়; কেন না "আস্বাপে স্বাপিভিঃ" এই চরণে স্বাপিশব্দযুক্ত প্রগাথমন্ত্র অপরিত্যক্ত হইয়াই পঠিত হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড

মরুত্বতীয় শস্ত্র—ব্রহ্মণস্পতিপ্রগাথ

ইন্দ্রনিহব-প্রগাথপাঠের পর ব্রাহ্মণস্পতির বা বৃহস্পতির উদ্দিষ্ট প্রগাথ মন্ত্রদ্বয় পঠিত হয়।[1] তৎসম্বন্ধে বিধান যথা—"ব্রাহ্মণস্পত্যং...জয়তে"

---

(১) ৮।৫৩।৫ ইন্দ্রনিহব প্রগাথে ঐ চরণ আছে।

(১) প্রগাথমন্ত্রে দুইটি মাত্র ঋক্; কিন্তু তাহার মধ্যে কোন কোন চরণ একাধিক বার পাঠ করিয়া দুইটি ঋক্‌কে তিনটি মন্ত্রের মত করিয়া লওয়া হয়। যথা—ব্রহ্মণস্পতির উদ্দিষ্ট প্রগাথ-

ব্রহ্মণস্পতির উদ্দিষ্ট প্রগাথ পাঠ করা যায়। দেবগণ বৃহস্পতিকে পুরোহিত পাইয়া স্বর্গ লোক জয় করিয়াছিলেন এবং ইহলোকেও বিজয় লাভ করিয়াছিলেন। সেইরূপ এতদ্দ্বারা যজমানও বৃহস্পতিকে পুরোহিত পাইয়া স্বর্গলোক জয় করে ও ইহলোকেও বিজয় লাভ করে।

প্রগাথশংসনের পূর্ব্বে স্তোত্রপাঠ হয় না কেন, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন—"তৌ বৈ .. ইতি"

[পূর্ব্বে] স্তোত্রপাঠ না হইলেও এই দুই প্রগাথ পুনঃ পুনঃ [চরণ] গ্রহণপূর্ব্বক পঠিত হয়।[২] এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, স্তোত্র পাঠ না হইলে কোন মন্ত্র পুনঃ পুনঃ [চরণ] গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করা কর্ত্তব্য নহে, তবে কেন স্তোত্রপাঠ না হইলেও প্রগাথ দুইটি পুনঃপুনঃ [চরণ] গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করা হয় ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় প্রশ্ন—"পবমানোক্থম্...ভবতীতি"

এই যে মরুত্বতীয়, ইহাই [মাধ্যন্দিন-] পবমানসম্বন্ধী শস্ত্র ; ঐ [মাধ্যন্দিন পবমান] স্তোত্রে ছয়টি গায়ত্রী দ্বারা স্তোত্রে

মন্ত্রে "প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতিঃ" ইত্যাদি দুইটি ঋক্ আছে। প্রথম ঋকের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে আট আট অক্ষর, তৃতীয় চরণে বার অক্ষর, চতুর্থ চরণে আট অক্ষর। দ্বিতীয় ঋকের প্রথম চরণে বার অক্ষর, দ্বিতীয় চরণে আট, তৃতীয় চরণে বার ও চতুর্থে আট অক্ষর। প্রথম ঋকের চারি চরণ পাঠে সর্ব্বসমেত ছত্রিশ অক্ষর হয়। প্রথম ঋকের শেষ চরণ দুইবার ও দ্বিতীয় ঋকের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ একবার পাঠ করিলে ছত্রিশ অক্ষর সম্পাদিত হয়। ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্র বলিয়া গণ্য হইবে। তৎপরে দ্বিতীয় ঋকের দ্বিতীয় চরণ দুইবার ও তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ একবার পাঠ করিলে আবার ছত্রিশ অক্ষরে তৃতীয় মন্ত্র হইবে। এইরূপে চরণের সহিত চরণ গাঁথিয়া দুইটি ঋক্‌কে তিন মন্ত্রের সমান করা যায় বলিয়া উহার নাম প্রগাথ।

(২) একই ঋকের কোন এক চরণ একাধিক বার পাঠ করিয়া তাহাকে দুইটি মন্ত্রে পরিণত করার নাম পুনঃ পুনঃ চরণ গ্রহণ। প্রগাথমন্ত্র পাঠে ঐরূপ বিহিত হইল।

পাঠ হয়, পরে ছয়টি বৃহতী দ্বারা এবং ছয়টি ত্রিষ্টুপ্ দ্বারা স্তোত্র পাঠ হয়। এইরূপে সেই মাধ্যন্দিন পবমান তিন-ছন্দোবিশিষ্ট ও পঞ্চদশ-স্তোমবিশিষ্ট হয়। এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, এই তিন-ছন্দোযুক্ত ও পঞ্চদশ-স্তোমবিশিষ্ট পবমানের অনুসরণ [হোতৃকর্তৃক মরুত্বতীয় শস্ত্রপাঠে] কিরূপে সিদ্ধ হয়?[৩]

এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—"যে এব......অনুশস্তা ভবন্তি"

[মরুত্বতীয় শস্ত্রের অন্তর্গত] প্রতিপদের উত্তর ভাগে যে দুইটি গায়ত্রী ও অনুচরের যে [তিনটি] গায়ত্রী আছে, সেই [পাঁচটি] গায়ত্রী দ্বারাই [পবমানস্তোত্রের ছয়টি] গায়ত্রীর অনুসরণ সিদ্ধ হয়, এবং ঐ শস্ত্রের অন্তর্গত প্রগাথদ্বয় দ্বারা [স্তোত্রের অন্তর্গত] বৃহতীর অনুসরণ সিদ্ধ হয়।

তৎপরে প্রথম প্রশ্নের উত্তর যথা—"তাসু.. ...অন্বেতি"

সামগায়ীরা ঐ সকল বৃহতী মধ্যে রৌরব নামক ও যৌধাজয়[৪] নামক সামদ্বয় দ্বারা পুনঃ পুনঃ [চরণ] গ্রহণ দ্বারা স্তব করেন ; সেই জন্য পূর্ব্বে স্তোত্রগান না হইলেও ঐ দুই প্রগাথ পুনঃ পুনঃ [চরণ] গ্রহণ দ্বারা পঠিত হয়। তাহাতেই শস্ত্র দ্বারা স্তোত্রের অনুসরণ হয়।

তৎপরে দ্বিতীয় প্রশ্নোক্ত পবমানস্তোত্রের অন্তর্গত ত্রিষ্টুভ্গুলির অনুসরণ সম্বন্ধে উত্তর যথা—"যে এব...ভবন্তি"

---

(৩) মাধ্যন্দিন সবনে মাধ্যন্দিন পবমান স্তোত্র গানের পর মরুত্বতীয় শস্ত্রপাঠ বিহিত। স্তোত্রও যেরূপ, শস্ত্রও তদনুযায়ী হওয়া উচিত, এই বিধান আছে (পূর্ব্বে দেখ)। এস্থলে সেই বিধানের সামঞ্জস্য কিরূপ হইবে, ঐ প্রশ্নের তাহাই তাৎপর্য্য। মাধ্যন্দিন পবমান স্তোত্রে "উচ্চা তে জাতম্" ইত্যাদি ছয়টি গায়ত্রী "পুনানঃ সোম" ইত্যাদি ছয়টি বৃহতী ও "প্র তু দ্রব" ইত্যাদি তিনটি ত্রিষ্টুপ্ উদ্গাতৃগণ কর্তৃক গীত হয়।

(৪) সমাসংহিতা ২।২৫-২৬।

[মরুত্বতীয় শস্ত্রের অন্তর্গত সূক্তমধ্যে] যে দুইটি ত্রিষ্টুপ্ ধায্যা মন্ত্ররূপে ও [৫] যে ত্রিষ্টুপ্ নিবিদ্ধানরূপে [৬] পঠিত হয়, তদ্দ্বারা ঐ [পবমান স্তোত্রের] ত্রিষ্টুভ্ সকলের অনুসরণ সিদ্ধ হয়।

উহা জানার প্রশংসা—"এবমু......এবং বেদ"

এইরূপে যে ইহা জানে, তাহার ঐ মাধ্যন্দিন পবমান স্তোত্র ত্রি-ছন্দোবিশিষ্ট ও পঞ্চদশ-স্তোম-যুক্ত হইয়া [শস্ত্র কর্তৃক] অনুসৃত হয়।

সপ্তম খণ্ড

মরুত্বতীয় শস্ত্র—ধায্যামন্ত্র

মরুত্বতীয় শস্ত্রের মধ্যে যে কয়েকটি মন্ত্র অন্য সূক্ত হইতে আনিয়া প্রক্ষেপ করিতে হয়, তাহার নাম ধায্যা। এই সকল মন্ত্রের প্রশংসা "ধায্যা...সংসতি"

ধায্যাসকল পাঠ করা হয়[১]। প্রজাপতি যে যে লোক কামনা করিয়াছিলেন, ধায্যা দ্বারা সেই সকল লোকই ধয়ন (পান) করিয়াছিলেন[২]। সেইরূপ এই যে সকল ধায্যা আছে, যে যজমান তাহা জানে, সে যে যে লোক কামনা করে, সেই সকল লোকই সে ধয়ন করে।

---

(৫) কোন সূক্তের মধ্যে অন্য সূক্তস্থ ঋক্ প্রক্ষেপ করিলে ঐ প্রক্ষিপ্ত ঋক্‌কে ধায্যা বলে। সামিধেনী মন্ত্রের ধায্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বে দেখ। ৭পৃষ্ঠ পাদটীকা।

(৬) যে সূক্তের মধ্যে নিবিদের স্থাপন হয়, তাহার নাম নিবিদ্ধান সূক্ত। পূর্ব্বে দেখ।

(১) মরুত্বতীয় শস্ত্রে দুইটি ধায্যা প্রক্ষিপ্ত হয়, যথা—"অগ্নির্নেতা ভগ ইব" "ত্বং সোম ক্রতুভিঃ"।

(২) ধয়ন্তি পিবন্তি আভিঃ এই ব্যুৎপত্তি ক্রমে ধায্যা শব্দনিষ্পন্ন হইল। (সায়ণ)

দেবগণ যেখানে যেখানে যজ্ঞের ছিদ্র জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ধায্যা দ্বারা অপিধান (আচ্ছাদন) করিয়াছিলেন, ইহাই ধায্যার ধায্যাত্ব।[৩] এইরূপ যে ধায্যা আছে, যে তাহা জানে, তাহার যজ্ঞ অচ্ছিদ্র হইয়া সম্পাদিত হয়। এই যে ধায্যা, এতদ্দ্বারা আমরা যজ্ঞের [ছিদ্র] সীবন করিয়াছি, যেমন সূচীদ্বারা বস্ত্রের [ছিদ্রে] সীবন করা যায়। এইরূপ যে ধায্যা আছে, যে তাহা জানে, তাহার যজ্ঞের ছিদ্র এতদ্দ্বারা সন্ধিত (অবরুদ্ধ) হয়।[৪]

এই যে ধায্যাসকল, ইহারা উপসৎসমূহেরই শস্ত্র (প্রশংসাপর)। "অগ্নির্নে´তা"[৫] ইত্যাদি অগ্নিদৈবত ধায্যা প্রথম উপসদের শস্ত্র; "ত্বং সোম ক্রতুভিঃ[৬] এই সোমদৈবত ধায্যা দ্বিতীয় উপসদের শস্ত্র; আর "পিবন্ত্যপঃ"[৭] এই বিষ্ণুদৈবত ধায্যা তৃতীয় উপসদের শস্ত্র[৮]। যে ইহা জানে ও যে ইহা জানিয়া ধায্যা পাঠ করে, সে, সোম যাগ করিয়া যে যে লোক জয় করা হয়, এক একটি উপসৎ দ্বারাও সেই সেই লোক জয় করে।

তৃতীয় ধায্যা সম্বন্ধে কেহ কেহ অন্য মন্ত্র বিধান করেন, তৎসম্বন্ধে বিচার যথা—"তদ্ধ...শংসেৎ"।

(৩) এস্থলে দধাতি আভিঃ এই ব্যুৎপত্তি ক্রমে ধায্যা শব্দ নিষ্পন্ন হইল।

(৪) সন্দধাতি আভিঃ এই ব্যুৎপত্তি ক্রমে ধায্যা নিষ্পন্ন হইল।

(৫) ৩।২০।৪।

(৬) ১।৯১।২।

(৭) ১।৬৪।৬।

(৮) পূর্ব্বোক্ত উপসৎ তিনটির দেবতা যথাক্রমে অগ্নি, সোম ও বিষ্ণু; এই হেতু এই ধায্যা তিনটিও সেই সেই উপসদেরই শস্ত্রস্বরূপ। পূর্ব্বে দেখ।

এ বিষয়ে (তৃতীয় ধায্যা বিষয়ে) কেহ কেহ বলেন "তান্ বো মহঃ"[৯] এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ভরতেরা[১০] এই মন্ত্রই পাঠ করেন, ইহা আমরা ঠিক জানি, ইহাই তাঁহারা বলেন। কিন্তু এই মত আদরণীয় নহে। যদি এই মন্ত্র পাঠ করা যায়, তাহা হইলে পর্জ্জন্য বর্ষণনিবারণে সমর্থ হইতে পারেন। সেই হেতু "পিবন্ত্যপঃ" এই [বৃষ্টির অনুকূল] মন্ত্রই [তৃতীয় ধায্যারূপে] পাঠ করিবে। কেননা [এই মন্ত্রে][১১] ["পিবন্তি"] এই পদ বৃষ্টিপ্রদ ; "মরুতঃ" এই পদ মরুৎসম্বন্ধী ; "অত্যং ন মিহে বিনয়ন্তি" এই চরণ [বিনয়ার্থক] বিনীতশব্দযুক্ত ; আর বিনীতবাচক হইলেই বিক্রান্তবাচক হয় (অর্থাৎ বিনীত অর্থে বিক্রান্ত) ; আর যাহা বিক্রান্তবাচক তাহা বিষ্ণুসম্বন্ধী[১২]। আর "বাজিনং" এই পদে ইন্দ্রই বাজী (বাজযুক্ত অর্থাৎ অন্নযুক্ত)। এইরূপে এই মন্ত্রে চারিটি পদ [যথাক্রমে] বৃষ্টিপ্রদ, মরুৎসম্বন্ধী, বিষ্ণুসম্বন্ধী ও ইন্দ্রসম্বন্ধী।

এই সেই [তৃতীয় ধায্যা] মন্ত্র তৃতীয় সবনযোগ্য[১৩]

---

(৯) ২।৩৪।১১।

(১০) সায়ণ ভরত অর্থে ঋত্বিক্ করিয়াছেন। ভরং যজ্ঞং তন্বন্তীতি ভরতা ঋত্বিজঃ। কিন্তু ভরত অর্থে ভরতবংশীয় যজমানও বুঝাইতে পারে।

(১১) "পিবন্ত্যপো মরুতঃ সুদানবঃ" (১।৬৪।৬) ইত্যাদি মন্ত্রে পশ্চাদুক্ত পদগুলি আছে, এই জন্য ঐ মন্ত্র তৃতীয় ধায্যারূপে প্রযোজ্য।

এই মন্ত্রের দেবতা মরুদ্গণ, ছন্দ জগতী।

(১২) "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" ইত্যাদি মন্ত্রবলে বিষ্ণুর সহিত বিক্রমণের সম্বন্ধ।

(১৩) তৃতীয় সবনের ছন্দ জগতী।

হইয়াও মাধ্যন্দিন সবনে পঠিত হয়। সেই হেতু ভরতগণের পশু সায়ংকালে গোষ্ঠে থাকিলেও মধ্যদিনে (মধ্যাহ্নে) [উত্তাপ নিবারণার্থ] গোশালাতে আইসে। এই মন্ত্রের ছন্দ জগতী; পশুগণও জগতীর সম্বন্ধী; আর যজমানের আত্মা মধ্যদিন-স্বরূপ; এতদ্দ্বারা যজমানে পশুর স্থাপনা হয়।

অষ্টম খণ্ড

মরুত্বতীয় শস্ত্র

তদনন্তর মরুত্বতীয় প্রগাথের বিধান—"মরুত্বতীয়ং......অবরুদ্ধ্যৈ"

মরুত্বতীয় প্রগাথ[1] পাঠ করিবে। পশুগণই মরুৎ ও পশুগণই প্রগাথ; এতদ্দ্বারা পশুগণের রক্ষা ঘটে।

তৎপরে নিবিদ্ধানীয় সূক্তের বিধান—"জনিষ্ঠা...জয়তি"

"জনিষ্ঠা উগ্রঃ সহসে তুরায়" ইত্যাদি[2] সূক্ত পাঠ করিবে। এই সূক্ত যজমানের জন্মবাচক; এতদ্দ্বারা যজমানকে যজ্ঞ হইতে দেবযোনির (দেবস্থানের) উদ্দেশে উৎপাদন করা হয়। এতদ্দ্বারা যজমান [শত্রুকে] সংযুক্ত করিয়া ও বিযুক্ত করিয়া জয় লাভ করে; এই জন্য এই সূক্ত সম্পূর্ণ জয়ের হেতু হয়।

এই সূক্তের ঋষি গৌরিবীতি; শক্তির পুত্র গৌরিবীতি স্বর্গ

---

(১) "প্র ব ইন্দ্রায় বৃহতে" (৮।৮৯।৩) এই মন্ত্র মরুত্বতীয় প্রগাথ স্বরূপে মরুত্বতীয় শস্ত্রে পঠিত হয়।

(২) ১০।৭৩।১-১১।

লোকের অতি নিকটে গিয়াছিলেন। তিনি এই সূক্ত দর্শন করেন ও তদ্দ্বারা স্বর্গলোক জয় করেন। সেইরূপ যজমানও এই সূক্তদ্বারা স্বর্গলোক জয় করে।

তৎপরে নিবিৎ সম্বন্ধে বিধান—"তস্যার্দ্ধাঃ… …স্বর্গকামণ্য"

ঐ সূক্তের অর্দ্ধাংশ পাঠ করিয়া অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট থাকিতে তাহার মধ্যে নিবিদের স্থাপনা হয়।[৩]

এই যে নিবিৎ, ইহা স্বর্গলোকে আরোহণের উপায়। এই যে নিবিৎ, ইহা স্বর্গলোক আক্রমণে সোপানস্বরূপ। সেই জন্য যেন আক্রমণ করিতে করিতে (অর্থাৎ সোপানে উঠিবার পরিশ্রম হেতু শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে) ঐ নিবিৎ পাঠ করিবে। যে ব্যক্তি এই স্বর্গকামী যজমানের প্রিয়, সে এতদ্দ্বারা যজমানকে [আপনার বলিয়া] গ্রহণ করে।

অনন্তর যে হোতা অভিচারার্থ ইচ্ছা করিবেন যে, আমি ক্ষত্র দ্বারা বৈশ্যকে বধ করিব, তিনি নিবিদ্ দ্বারা সূক্তকে তিন ভাগ করিয়া (অর্থাৎ সূক্তের আদি মধ্য অন্ত তিন স্থলে নিবিদ বসাইয়া) পাঠ করিবেন। নিবিদ্ই ক্ষত্রিয় আর সূক্ত বৈশ্য। ইহাতে (এইরূপে সূক্তকে বিচ্ছিন্ন করাতে) ক্ষত্রিয় দ্বারাই বৈশ্যের হত্যা হয়। যিনি ইচ্ছা করিবেন যে আমি বৈশ্যদ্বারা ক্ষত্রিয়কে বধ করিব, তিনি সূক্তদ্বারা নিবিদ্‌কে তিন ভাগ করিয়া পাঠ করিবেন। নিবিদ্ই ক্ষত্রিয় আর সূক্ত বৈশ্য। ইহাতে বৈশ্যদ্বারা ক্ষত্রিয়ের হত্যা হয়। আর যিনি ইচ্ছা করিবেন যে, আমি এই যজমানকে প্রজা হইতে উভয়দিকে (অর্থাৎ পিতৃ-

(৩) ঐ সূক্তের অন্তর্গত এগারটি মন্ত্রের ছয়টি পাঠ করিয়া পরে "ইন্দ্রো মরুত্বান" ইত্যাদি নিবিৎ পাঠ করিবে। অবশিষ্ট মন্ত্র পাঁচটি পরে পাঠ্য।

পিতামহাদি হইতে ও পুত্রপৌত্রাদি হইতে) বিচ্ছিন্ন করিব, তাহা হইলে নিবিদের উভয়দিকেই (আদিতে ও অন্তে) আহাব পাঠ করিবেন। তাহাতে ইঁহাকে প্রজা হইতে উভয়দিকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে।

অভিচারের জন্য এইরূপ [বিধান], কিন্তু স্বর্গকামীর পক্ষে অন্যরূপ (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রূপ) [বিধান] [৪]।

সূক্তের শেষ ঋকের প্রশংসা যথা—"বয়ঃ সুপর্ণা......তদাহ"

"বয়ঃ সুপর্ণা উপসেদুরিন্দ্রম্ প্রিয়মেধা ঋষয়ো নাধমানাঃ" —মেধাবী ঋষিগণ সুপর্ণ পক্ষীর মত ইন্দ্রের নিকট যাচ্ঞার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন—এই অন্তিম ঋক্ দ্বারা [৫] [সূক্তপাঠ] সমাপ্ত করিবে। [ঐ মন্ত্রের তৃতীয় চরণে] "অপ ধ্বান্ত-মূর্ণু হি"—[হে ইন্দ্র], ধ্বান্ত (অন্ধকার) অপসারণ কর—এই মন্ত্রাংশপাঠকালে হোতা [আপনাকে] যে তমোদ্বারা আবৃত মনে করিবেন, তাহা মনে মনে ধ্যান করিবেন, তাহা হইলে সেই তমঃ তাঁহা হইতে লোপ পাইবে। "পূর্দ্ধি চক্ষুঃ"— চক্ষুর পূরণ কর—এই অংশ পাঠ করিয়া পুনঃ পুনঃ চক্ষু মার্জ্জনা করিবেন। যে ইহা জানে, সে জরা পর্য্যন্ত চক্ষুষ্মান্ হয়। [চতুর্থ চরণ] "মুমুগ্ধ্যস্মান্নিধয়েব বদ্ধান্"—নিধাদ্বারা (পাশ দ্বারা) বদ্ধ আমাদিগকে মোচন কর—এস্থলে নিধা অর্থে পাশ; তদ্দ্বারা বদ্ধ আমাদিগকে পাশ হইতে মোচন কর, ইহাই এস্থলে বলা হইল।

(৪) স্বর্গকামীর পক্ষে সূক্তের মধ্যে নিবিদাধান বিধেয়। তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(৫) ১০।৭৩।১১।

নবম খণ্ড

মরুত্বতীয় শস্ত্র

আখ্যায়িকা দ্বারা মরুত্বতীয় শস্ত্রান্তে পাঠ্য যাজ্যামন্ত্রের বিধান—"ইন্দ্রো বৈ ......করোতি"।

পুরাকালে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়া সকল দেবতাকে বলিয়াছিলেন, তোমরা আমার নিকট উপস্থিত থাক ও আমাকে অনুজ্ঞা কর। তাহাই করিব বলিয়া বৃত্র-বধের ইচ্ছায় দেবতারা দৌড়িয়া আসিয়াছিলেন। সেই বৃত্র বুঝিতে পারিল, আমাকেই বধ করিতে ইচ্ছা করিয়া ইহারা দৌড়িতেছে; আচ্ছা, আমি ইহাদিগকে ভয় দেখাই; সেই বলিয়া বৃত্র তাঁহাদের অভিমুখে শ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল। তাহার শ্বাসে বিচলিত হইয়া সকল দেবতা দৌড়িয়া পলাইয়াছিলেন। তখন মরুতেরা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করেন নাই; প্রত্যুত, হে ভগবন্, ইহাকে প্রহার কর, বধ কর, বীরত্ব দেখাও, এইরূপ বাক্য বলিয়া ইহাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন।

ঋষি এই ঘটনা দেখিয়া "বৃত্রস্য ত্বা শ্বসথাদীষমানা বিশ্বে দেবা অজহুর্যে সখায়ঃ। মরুদ্ভিরিন্দ্র সখ্যং তে অস্তু অথেমা বিশ্বাঃ পৃতনা জয়াসি"—[1] হে ইন্দ্র, তোমার সখা বিশ্বদেবগণ বৃত্রের শ্বাসে কম্পিত হইয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন; এখন মরুদ্গণের সহিত তোমার সখ্য হউক; তাহা হইলে

---

(১) ৮।৯৬।৭ ঐ মন্ত্রের ঋষি মারুত অথবা তিরশ্চীঃ।

[বৃত্রের] এই সকল সেনা তুমি জয় করিতে পারিবে—এই মন্ত্র তদুদ্দেশে বলিয়াছিলেন।

ইন্দ্র বুঝিলেন, এই মরুতেরাই আমার সচিব, ইহারাই আমার অপেক্ষা করিয়াছে, আচ্ছা, ইহাদিগকেই এই [মরুত্ব-তীয়] শস্ত্রের ভাগ দিব। এই বলিয়া তাঁহাদিগকে এই শস্ত্রের ভাগ দিয়াছিলেন। সেই অবধি এই মরুতেরা ইহাতে [ভাগী] আছেন ; তৎপূর্ব্বে [কেবল] নিষ্কেবল্য শস্ত্রে উভয়ের (ইন্দ্রের ও মরুদ্গণের) স্থান ছিল। [সেই অবধি] [অধ্বর্য্যু] মরুত্বতীয় [মরুদ্গণের সম্বন্ধী] গ্রহ গ্রহণ করেন, আর [হোতা] মরুত্বতীয় প্রগাথ পাঠ করেন, মরুত্বতীয় সূক্ত পাঠ করেন এবং মরুত্বতীয় নিবিৎ স্থাপন করেন। এই সকলই মরুদ্গণের ভাগ।

মরুত্বতীয় শস্ত্র পাঠের পর মরুত্বতীয় যাজ্যা পাঠ হয়। তদ্দ্বারা দেবতাগণকে আপনার ভাগানুসারেই প্রীত করা হয়। "যে ত্বাহিহত্যে মঘবন্নবর্দ্ধন্ যে শাম্বরে হরিবো যে গবিষ্ঠৌ। যে ত্বা নূনমনুমদন্তি বিপ্রাঃ পিবেন্দ্র সোমং সগণো মরুদ্ভিঃ"[৩]—অহে মঘবা, অহি-হত্যায় (বৃত্রহত্যায়) যে মরুতেরা তোমাকে বর্দ্ধন করিয়াছিল, শম্বরবধে যাহারা তোমাকে বর্দ্ধন করিয়াছিল, অহে হরিবান্, [বল-কর্ত্তৃক অপহৃত] গাভীগণের অন্বেষণে যাহারা তোমাকে বর্দ্ধন করিয়াছিল, যে বিপ্রগণ (বিপ্ররূপী মরুদ্গণ) তোমাকে সর্ব্বদা [স্তবদ্বারা] হর্ষিত করে, তুমি সেই মরুদ্গণ সহিত সোম পান কর—এই যাজ্যা মন্ত্র দ্বারা, যেখানে যেখানে ইন্দ্র এই মরুদ্গণের সহিত বিজয় লাভ করিয়াছিলেন,

(৩) ৩।৪৭।৪ এই মন্ত্রটি মরুত্বতীয় শস্ত্রান্তে পাঠ্য যাজ্যা।

ও যেখানে যেখানে বীর্য্য দেখাইয়াছিলেন, তাহা সম্যক্‌রূপে জানাইয়া ইন্দ্রের সহিত এই মরুদ্গণকে সোমপানভাগী করা হয়।

দশম খণ্ড

নিষ্কেবল্য শস্ত্র

নিষ্কেবল্য-শস্ত্র বিষয়ে আখ্যায়িকা—"ইন্দ্রো বৈ......ঊর্ক্তৈব"

পুরাকালে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়া ও সকল বিষয়ে জয় লাভ করিয়া প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন, তুমি [এখন] যাহা আছ, আমিও তাহাই হইব, আমিও মহান্ হইব। সেই প্রজাপতি [তাঁহাকে] বলিলেন, তাহা হইলে "কোঽহম্"—আমি কে হইব? ইন্দ্র বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে। সেই অবধি প্রজাপতির নাম "ক" হইল।[১] প্রজাপতির নাম ক। এবং ইন্দ্র যে মহান্ হইয়াছিলেন, তাহাই মহেন্দ্রের মহেন্দ্রত্ব[২]।

তিনি মহান্ হইয়া দেবতাদিগকে বলিলেন, তোমরা আমার জন্য পূজার নির্দ্দেশ কর। যে বড় হয়, যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, সে মহান্ হয়, সে এখনও ঐরূপ ইচ্ছা করে। দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন, তোমার যাহা [নির্দ্দিষ্ট] হইবে, তাহা তুমি নিজেই বল। তিনি বলিলেন, ঐ মাহেন্দ্র গ্রহ, আর সবন-

(১) প্রজাপতির নাম ক। পূর্ব্বে দেখ। শ্রুত্যন্তরে—ক ইদং কস্মা অদাদিত্যাহ প্রজাপতির্বৈ কঃ প্রজাপতয় এব তদ্দদাতি।

(২) ইন্দ্রের মহেন্দ্রত্বের কারণ শ্রুত্যন্তরে যথা—"ইন্দ্রো বৃত্রমহন্ তং দেবা অব্রুবন্ মহান্ বা অয়মভূদ্ যো বৃত্রমবধীৎ ইতি তন্মহেন্দ্রস্য মহেন্দ্রত্বম্"।

মধ্যে মাধ্যন্দিন সবন, শস্ত্রমধ্যে নিষ্কেবল্য, ছন্দোমধ্যে ত্রিষ্টুপ্, সামের মধ্যে পৃষ্ঠ।[৩] তখন দেবগণ তাঁহার জন্য সেই সকলই উপহার নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। যে ইহা জানে, তাহার জন্যও উপহার নির্দ্দিষ্ট হয়।

সেই ইন্দ্রকে দেবগণ বলিলেন, তুমি সকলই [নিজের জন্য] বলিলে, আমাদেরও কিন্তু ইহাতে [ভাগ] রহুক। তিনি বলিলেন, না, তোমাদের [ভাগ] কিরূপে থাকিবে? দেবগণ তাঁহাকে [আবার] বলিলেন, অহে মঘবা, আমাদেরও [ভাগ] রহুক। তখন ইন্দ্র তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন।

একাদশ খণ্ড

নিষ্কেবল্য শস্ত্র

আখ্যায়িকাচ্ছে নিষ্কেবল্য শস্ত্রের যাজ্যাবিধান যথা—"তে দেবা…অত্রাকুর্ব্বন্"

সেই দেবগণ বলিলেন, ঐ যে ইন্দ্রের প্রেয়সী বাবাতা[১] পত্নী, তাঁহার নাম প্রাসহা, তাঁহার নিকটেই আমাদের ইচ্ছা জানাই। তাহাই হউক, এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকট ইচ্ছা জানাইলেন। তিনি ইহাঁদিগকে বলিলেন, [কল্য] প্রাতঃকালে তোমাদিগকে প্রত্যুত্তর দিব। কেননা, স্ত্রী পতির নিকট

---

(৩) মাধ্যন্দিন সবনে পবমান স্তোত্র গানের পর রথন্তরাদি যে চারিটি স্তোত্রগীত হয়, উহারাই পৃষ্ঠস্তোত্র।

(১) রাজাদিগের তিন শ্রেণীর পত্নী থাকিত। উত্তমজাতীয়া পত্নীর নাম মহিষী, মধ্যমজাতীয়ার নাম বাবাতা, অধমজাতীয়ার নাম পরিবৃক্তি।

জানিতে ইচ্ছা করে এবং রাত্রিকালেই পতির নিকট জানিতে ইচ্ছা করে। দেবগণ [পরদিন] প্রাতঃকালে তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে এই মন্ত্র বলিলেন ;—

"যদ্বাবান পুরুতমং পুরাষাড়া বৃত্রহেন্দ্রো নামান্যপ্রাঃ। অচেতি প্রাসহস্পতিস্তুবিষ্মান্ যদীমুশ্মসি কর্ত্তবে করত্তৎ"[২]
—পুরাষাট্ (পুরাতন পুরুষমধ্যে সহিষ্ণু) বৃত্রঘাতী ইন্দ্র পুরুতম (প্রভূত) বস্তু পাইয়াছিলেন ও নামে [চারিদিক্] পূর্ণ করিয়াছিলেন ; সেই প্রাসহস্পতি (প্রবলগণের পতি) ও তুবিষ্মান্ (বহুধনবান্) ইন্দ্র দেবগণের অভীষ্ট জানিয়াছিলেন ; আমরা যাহা করিতে চাহি, তাহা ইন্দ্র করিয়াছেন। এই মন্ত্রে ইন্দ্রই প্রাসহস্পতি ও তুবিষ্মান্ ; [শেষ চরণে] যাহা আমরা করিতে চাহি, তাহাই তিনি করিবেন, ইহাই বাবাতা দেবগণকে বলিয়াছিলেন।

সেই দেবগণ বলিলেন, আমাদের [হিতকারিণী] এই প্রাসহা এই শস্ত্রে কিছুই পান নাই ; এখন ইহাতে ইঁহার [ভাগ] রহুক। তাহাই হউক বলিয়া তাঁহারা এই [নিষ্কেবল্য] শস্ত্রে সেই বাবাতারও ভাগ বিধান করিয়াছিলেন। সেই জন্য "যদ্বাবান পুরুতমং পুরাষাট্" ইত্যাদি মন্ত্র এই শস্ত্রে পঠিত হয়।

এই যে প্রাসহা নামে ইন্দ্রের প্রেয়সী বাবাতা পত্নী, ইনিই সেনা,[৩] এবং ক-নামক প্রজাপতি ইহাঁর (ইন্দ্রপত্নীর) শ্বশুর।[৪]

---

(২) ১০।৭৪।৬ এই মন্ত্রটি নিষ্কেবল্য শস্ত্রে ধায্যামন্ত্ররূপে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

(৩) শাখান্তরে "ইন্দ্রাণী বৈ সেনায়া দেবতা"।

(৪) প্রজাপতি ইন্দ্রের জন্মদাতা, যথা শ্রুত্যন্তরে "প্রজাপতিরিন্দ্রমসৃজতানুজাবরং দেবানাম্।"

যে [যুদ্ধার্থী] ব্যক্তি ইচ্ছা করে, আমার সেনা জয়লাভ করুক, সে ঐ সেনার অর্দ্ধভাগ অতিক্রম করিয়া [ভূমিতে] দাঁড়াইয়া একগাছি তৃণ উভয়দিকে (গোঁড়ায় ও আগায়) ছিঁড়িয়া অন্য (শত্রুপক্ষীয়) সেনার অভিমুখে "প্রাসহে কস্ত্বা পশ্যতি"—অয়ি প্রাসহে, [তোমার শ্বশুর] ক (প্রজাপতি) তোমাকে দেখিতেছেন—এই মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবেন। পুত্রবধূ যেমন শ্বশুরকে লজ্জা করিয়া নিলীন (লুক্কায়িত) হয়, সেইরূপ যেস্থলে ইহা জানিয়া একগাছি তৃণকে উভয়দিকে ছিঁড়িয়া "প্রাসহে কস্ত্বা পশ্যতি" এই মন্ত্রে অন্য সেনার অভিমুখে নিক্ষেপ করা হয়, সেস্থলে সেই সেনাও ভঙ্গ দিয়া নিলীন হয়।

ইন্দ্র [তখন] সেই দেবগণকে বলিয়াছিলেন, তোমাদেরও এই শস্ত্রে ভাগ হউক। সেই দেবগণ বলিলেন, তেত্রিশ-অক্ষর-যুক্ত যে বিরাট্, তাহাই নিষ্কেবল্যের যাজ্যা[৫] হউক।

দেবতা তেত্রিশ জন,—অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ-আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্কার। এতদ্দ্বারা দেবতাগণকে অক্ষরের ভাগী করা হয়। দেবতারা (তেত্রিশ জনে) এক একটি অক্ষর অনুসারে [সোম] পান করেন। দেবপাত্র-দ্বারাই এতদ্দ্বারা দেবতাদের তৃপ্তি হয়।

হোতা যে যজমানের সম্বন্ধে ইচ্ছা করিবেন, এ ব্যক্তি আশ্রয়হীন হউক, তাহার পক্ষে বিরাট্ ছাড়িয়া গায়ত্রী বা ত্রিষ্টুপ্ বা অন্য ছন্দে যাজ্যামন্ত্র করিবেন ও [পরে] বষট্কার করিবেন। এতদ্দ্বারা তাহাকে আশ্রয়হীন করা হইবে। যাহার সম্বন্ধে ইচ্ছা করিবেন, এ ব্যক্তি আশ্রয়যুক্ত হউক,

---

(৫) "পিবা সোমমিন্দ্র" ইত্যাদি বিরাট্ ছন্দের মন্ত্র নিষ্কেবল্যশস্ত্রের যাজ্যা। নিম্নে দেখ।

তাহার পক্ষে "পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা" ইত্যাদি বিরাট্ দ্বারা যাজ্যামন্ত্র করিবেন। এতদ্দ্বারা তাহাকে আশ্রয়-যুক্ত করা হইবে।

দ্বাদশ খণ্ড

নিষ্কেবল্য শস্ত্র

নিষ্কেবল্য শস্ত্রের সহিত তৎপূর্ব্বে গীত সামের সম্বন্ধ বিচার—"ঋক্ চ এবং বেদ"

অগ্রে ঋক্ ও সাম এতদুভয় [পৃথক্] ছিল। [সাম এই নামমধ্যে] "সা" এই নামে ঋক্ ছিল আর "অম" এই নামে সাম ছিল। সেই ঋক্ সামের নিকট গিয়া বলিল, আমরা প্রজোৎপত্তির জন্য মিথুন (সংযুক্ত) হইব। তাহাতে সাম বলিল, না, আমার মহিমা তোমার অপেক্ষা অধিক। তখন সেই ঋক্ দুইটি হইয়া [আবার] তাহাকে বলিল। তাহাদের নিকটও সেই সাম সম্মত হইল না। তখন সেই ঋক্ তিনটি হইয়া [আবার] তাহাকে বলিল। তখন সেই তিনটির সহিত সাম সংযুক্ত হইল। যেহেতু তিনটি ঋকের সহিত সাম সংযুক্ত হইয়াছিল, সেই হেতু তিনটি (তিন-ঋক্-যুক্ত) মন্ত্র দ্বারা [উদ্গাতারা] স্তব করেন,[১] তিনটি দ্বারা উদ্গাতার কার্য্য করেন, এবং একটি সাম তিনটি ঋকের সহিত তুল্য

---

(৬) ৭।২২।১।

(১) এ স্থলে নিষ্কেবল্য শস্ত্রে গেয় রথন্তর সামের উল্লেখ হইতেছে। দুইটি ঋক্‌কে তিনটিতে পরিণত করিয়া এই সাম গঠিত হয়। (সামসংহিতা ২।৩০।৩১)

হয়। সেই জন্য এক পুরুষের বহু পত্নী হইয়া থাকে, কিন্তু এক স্ত্রীর বহু পতি এক সঙ্গে হয় না। যে হেতু সা এবং অম উভয়ে সংযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতেই সাম হইয়াছিল। ইহাই সামের সামত্ব। যে ইহা জানে, সে "সামন্" (সর্ব্বত্র সমান বা সমদৃষ্টি) হয়। যে বড় হয়, যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, সেই সামন্ হয়; নতুবা "অসামন্য" (অসমদৃষ্টি বা পক্ষপাতী) বলিয়া নিন্দিত হয়।

সেই [শস্ত্রের] পাঁচটি অঙ্গ ও [সামের] পাঁচটি অঙ্গ পৃথক্ ভাবে কল্পিত হয়; যথা [১] [শস্ত্রাঙ্গ] আহাব ও [সামাঙ্গ] হিঙ্কার; [২] [সামাঙ্গ] প্রস্তাব ও [শস্ত্রাঙ্গ] প্রথম ঋক্; [৩] [সামাঙ্গ] উদ্গীথ ও [শস্ত্রাঙ্গ] মধ্যম ঋক্; [৪] [সামাঙ্গ] প্রতিহার ও [শস্ত্রাঙ্গ] অন্তিম ঋক্; [৫] সামাঙ্গ] নিধন ও [শস্ত্রাঙ্গ] বষট্কার[২]।

এই [শস্ত্রাঙ্গ] পাঁচটি ও [সামাঙ্গ] পাঁচটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যে কল্পিত হয়, সেই জন্য যজ্ঞকে পাঙ্ক্ত (পঞ্চ-সংখ্যান্বিত) বলে ও পশুগণকেও পাঙ্ক্ত (মস্তক ও চারি পা, এই পঞ্চাঙ্গযুক্ত) বলে।

যে হেতু এই [পাঁচ] শস্ত্র ও [পাঁচ] সাম একযোগে দশিনী (দশাক্ষরযুক্ত) বিরাটের সমান হয়, সেই জন্য যজ্ঞকে দশিনী বিরাটে প্রতিষ্ঠিত বলা হয়।

---

(২) নিষ্কেবল্য শস্ত্রে আহাবান্তে তিনটি ঋকে যাজ্যা গঠিত হয়। যাজ্যান্তে বষট্কার হয়। ঋক্ত্রয়ের নাম স্তোত্রিয় তৃচ। শস্ত্রের এই পাচটি অঙ্গ। তদনুসারে শস্ত্র সহকারে গেয় সামেরও পাঁচটি অঙ্গ। প্রথমাঙ্গ হিঙ্কার অর্থাৎ 'হিম্" এই শব্দ উচ্চারণ। দ্বিতীয় অঙ্গ প্রস্তাব; এই অংশ প্রস্তোতা গান করেন। তৃতীয় অঙ্গ উদ্গীথ উদ্গাতা গান করেন। চতুর্থ অঙ্গ প্রতিহার; ইহা প্রতিহর্ত্তা গান করেন। পঞ্চম অঙ্গ নিধন; ইহা তিন জনে মিলিয়া গান করেন।

[নিষ্কেবল্য শস্ত্রের আরম্ভে পাঠ্য] স্তোত্রিয় ঋক্ তিনটি আত্মার (আপনার) স্বরূপ ; অনুরূপ নামক তৎপরবর্ত্তী ঋক্ তিনটি প্রজাস্বরূপ ; [শস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত] ধায্যামন্ত্র পত্নীস্বরূপ ; প্রগাথ পশুস্বরূপ ; আর সূক্ত গৃহস্বরূপ।

যে ইহা জানে, সে ইহলোকে ও পরলোকে প্রজা সহিত ও পশু সহিত গৃহমধ্যে বাস করে।

ত্রয়োদশ খণ্ড

নিষ্কেবল্য শস্ত্র

নিষ্কেবল্য শস্ত্রের বিভিন্ন ভাগের বিধান যথা—"স্তোত্রিয়......প্রতিষ্ঠা"।

স্তোত্রিয় [ঋক্‌ত্রয়] পাঠ করিবে।[১] স্তোত্রিয়ই আত্মা। মধ্যম (উচ্চও নহে, নীচও নহে এইরূপ) স্বরে পাঠ করিবে ; তদ্দ্বারা আত্মারই সংস্কার হয়।

[পরে] অনুরূপ [তন্নামক তিনটি ঋক্] পাঠ করিবে।[২] প্রজাই (পুত্রই) [আত্মার] অনুরূপ। সেই অনুরূপ [ঋক্‌ত্রয়] উচ্চ স্বরে পাঠ করিবে ; তাহাতে প্রজাকে আত্মা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট করা হয়।

তৎপরে ধায্যা পাঠ করিবে।[৩] ধায্যাই পত্নী। সেই

---

(১) "অভিত্বা শূর নোনুমঃ" ইত্যাদি দুইটি মন্ত্র নিষ্কেবল্যের প্রগাথ। উহাকেই তিন ভাগ করিয়া তিনটি ঋকের স্বরূপ করা হয়। উহার নাম স্তোত্রিয়।

(২) "অভিত্বা পূর্ব্ব পীতয় ইন্দ্রস্তোমেভিরায়বঃ" ইত্যাদি দুই মন্ত্রের (৮।৩।৭-৮) প্রগাথ স্তোত্রিয়ের পর পাঠ্য, উহাও স্তোত্রিয়ের অনুরূপ ; কেন না উভয়ই প্রগাথই "অভিত্বা" পদে আরব্ধ। এই জন্য উহাদের নাম অনুরূপ।

(৩) যদ্বাবান পুরুতমং পুরাষাট্ ১০।৭৪।৬ এই মন্ত্র নিষ্কেবল্যের ধায্যা। পূর্ব্বে দেখ।

ধায্যা নীচ স্বরে পাঠ করিবে। যেস্থলে ইহা জানিয়া নীচ স্বরে ধায্যা পাঠ করা হয়, সেই গৃহে পত্নী অপ্রতিবাদিনী (অনুকূলবাদিনী) হইয়া থাকে।

প্রগাথ পাঠ করিবে।[৪] উহা [অনুদাত্তাদি চতুর্ব্বিধ] স্বরযুক্ত বাক্যে পাঠ করিবে। পশুগণই স্বর, পশুগণই প্রগাথ; ইহাতে পশুগণের রক্ষা ঘটে।

"ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্রবোচম্" ইত্যাদি[৫] [নিবিদ্ধানীয়] সূক্ত পাঠ করিবে। হিরণ্যস্তূপদৃষ্ট এই নিষ্কেবল্য সূক্ত ইন্দ্রের প্রিয়। এই সূক্ত দ্বারা অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ইন্দ্রের প্রিয় ধামের নিকট গিয়াছিলেন ও পরম লোক জয় করিয়াছিলেন। যে ইহা জানে, সে ইন্দ্রের প্রিয় ধামের নিকট যায় ও পরম লোক জয় করে। গৃহই প্রতিষ্ঠাস্বরূপ; সূক্তও তাদৃশ। প্রতিষ্ঠিততম (সর্ব্বদোষবর্জ্জিত) স্বরে উহা পাঠ করিবে। সেইজন্য যদিও পশুগণকে দূরদেশেই পাওয়া যায়, তথাপি তাহাদিগকে গৃহে আনিতেই লোকে ইচ্ছা করে। কেননা, গৃহই পশুগণের প্রতিষ্ঠা (অবস্থানভূমি)।

(৪) "পিবা সুবস্য রসিনঃ" ইত্যাদি প্রগাথ মন্ত্র।

(৫) নিষ্কেবল্য শস্ত্রে নিবিদ্ধানীয় সূক্ত প্রথম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশত্তম সূক্ত। উহার মধ্যে ১৫টি ঋক্ আছে। ইহার ঋষি হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

সোমাহরণ-আখ্যায়িকা

তৃতীয় সবন বিধানের পূর্ব্বে গায়ত্রী কর্ত্তৃক সোমাহরণ উপাখ্যান যথা— "সোমো বৈ......আহরৎ"।

পুরাকালে রাজা সোম ঐ [স্বর্গ] লোকে ছিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহার বিষয়ে চিন্তা করিলেন, এই রাজা সোম কিরূপে ওখান হইতে আসিবেন। তাঁহারা বলিলেন, অহে ছন্দসকল, তোমরা এই রাজা সোমকে আমাদের নিকট আহরণ কর। তাহাই করিব বলিয়া সেই ছন্দেরা সুপর্ণ (পক্ষী) হইয়া উপরে উত্থিত হইল। তাহারা যে সুপর্ণ হইয়া উপরে উঠিয়াছিল, সেই জন্য আখ্যানবিদেরা এই আখ্যানকে সৌপর্ণ আখ্যান বলিয়া থাকেন।

ছন্দেরা সেই রাজা সোমকে আনিবার জন্য চলিয়াছিল। সেকালে ছন্দেরা চারি চারি অক্ষরযুক্ত ছিল। [তন্মধ্যে] চতুরক্ষরা জগতী প্রথমে ঊর্দ্ধে উঠিলেন। তিনি উঠিয়া অর্দ্ধ পথ গিয়া শ্রান্ত হইলেন। তখন তিনি তিন অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া একাক্ষরা হইয়া দীক্ষাকে ও তপস্যাকে আহরণ করিয়া পুনরায় নামিয়া আসিলেন। সেই হেতু, যাহার পশু আছে, সেই ব্যক্তিই দীক্ষা লাভ করিয়াছে ও তপস্যা লাভ করিয়াছে।

কেননা পশুগণ জগতী-সম্বন্ধী এবং জগতীই তাহাদিগকে আনিয়াছিলেন।[১]

অনন্তর ত্রিষ্টুপ্ উপরে উঠিলেন। তিনিও উঠিয়া অর্দ্ধ পথ গিয়া শ্রান্ত হইলেন। তখন তিনি এক্ অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া ত্র্যক্ষরা হইয়া দক্ষিণা আহরণ করিয়া পুনরায় নীচে নামিলেন। ত্রিষ্টুভ্ দ্বারা দক্ষিণা আনীত হইয়াছিল, সেই-জন্য [ঋত্বিকেরাও] মাধ্যন্দিন সবনে ত্রিষ্টুভের স্থানেই [যজমানদত্ত] দক্ষিণা আনয়ন করেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

সোমাহরণ আখ্যায়িকা

গায়ত্রীর উপাখ্যান—"তে দেবা......ইষুরভবৎ"

সেই দেবগণ গায়ত্রীকে বলিলেন, তুমি আমাদের নিকট ঐ সোমকে আনয়ন কর। গায়ত্রী বলিলেন, তাহাই করিব, তবে তোমরা আমাকে সকল স্বস্ত্যয়ন দ্বারা অনুমন্ত্রিত কর। [দেবগণ,] তাহাই হউক, ইহা বলিলে তিনি ঊর্দ্ধে উঠিলেন। দেবগণ তাঁহাকে "প্র" শব্দ ও "আ" শব্দ [এই দুই মন্ত্রে] সকল স্বস্ত্যয়ন দ্বারা অনুমন্ত্রণ করিলেন। এই যে "প্র" শব্দ ও "আ" শব্দ, ইহাই সকল স্বস্ত্যয়ন। সেইজন্য যে ব্যক্তি প্রিয় হয়, তাহাকে "প্র" এবং "আ" এই মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ

(১) শ্রুত্যন্তরে—সা পশুভিশ্চ দীক্ষয়া চ আগচ্ছৎ তস্মাৎ জগতী ছন্দসাং পশব্যতমা তস্মাচ্ছুত্তমঃ তস্মাৎ পশুমন্তং দীক্ষোপনমতি।

করিবে ; তাহা হইলে সে স্বস্তিতেই গমন করিবে ও স্বস্তিতেই আগমন করিবে।

সেই গায়ত্রী উঠিয়া সোমরক্ষকগণকে ভয় দেখাইয়া পদদ্বয় দ্বারা ও মুখ দ্বারা রাজা সোমকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিলেন এবং অন্য দুই ছন্দ (জগতী ও ত্রিষ্টুপ্) যে কয়টি অক্ষর ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকেও দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিলেন।

[তখন] কৃশানু নামক সোমরক্ষক[১] গায়ত্রীর পশ্চাৎ [বাণ] মোচন করিয়া তাঁহার বামপদের নখ ছিঁড়িয়া দিলেন। সেই নখ শল্যক (শজারু) হইল। সেইজন্য সেই শল্যক নখের মত [তীক্ষ্ণরোমযুক্ত]। সেখানে যে মেদের স্রবণ হইয়াছিল, তাহাই [ছাগাদি যজ্ঞিয় পশুর] বশা হইল ও সেই জন্যই তাহা হব্যস্বরূপ হইল। [কৃশানুনিক্ষিপ্ত বাণের] যে অনীক[২] ছিল, তাহা নির্দংশী (দংশনাসমর্থ সর্প) হইল ; তাহার বেগ হইতে স্বজ (দ্বিশিরা সর্প) হইল ; [সেই বাণের] যে পত্র ছিল, তাহা মন্থাবল[৩] হইল ; যে স্নায়ু ছিল, তাহা গণ্ডূপদ[৪] হইল ; যে তেজন[৫] ছিল, তাহা অন্ধ সর্প হইল। এইরূপে সেই [বাণ] সেই সেই [জন্তু] হইল।

(১) সোমরক্ষক গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে কৃশানু সপ্তম (সায়ণ)।

(২) অনীক—বাণের লৌহনির্ম্মিত শল্যভাগ।

(৩) বৃক্ষশাখায় অধোমুখে লম্বনশীল জীববিশেষ।

(৪) সর্পাকৃতি জীববিশেষ (সায়ণ)।

(৫) বাণের কাষ্ঠভাগ।

তৃতীয় খণ্ড

সবনোৎপত্তি

গায়ত্রীর উপাখ্যানে সবনোৎপত্তি যথা—"সা যদ্‌……এবং বেদ"

সেই গায়ত্রী দক্ষিণ পদ দ্বারা [সোমের] যতটুকু গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রাতঃসবন হইল। গায়ত্রী তাহাকে নিজের আশ্রয় করিলেন। সেই জন্য প্রাতঃসবনকেই সকল সবনের মধ্যে সমৃদ্ধতম মনে করা হয়। যে ইহা জানে, সে [সবনের] অগ্রস্থিত ও মুখ্য হইয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করে।

গায়ত্রী বামপদ দ্বারা যতটুকু গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই মাধ্যন্দিন সবন হইল। তাহা [গায়ত্রীর বাম পদ হইতে] স্খলিত হইয়াছিল। স্খলিত হইয়া তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী [প্রাতঃ-] সবনের অনুগমন করিতে পারে নাই। সেই দেবগণ বিচার-পূর্ব্বক সেই [মাধ্যন্দিন] সবনে ছন্দের মধ্যে ত্রিষ্টুভ্‌কে ও দেবতার মধ্যে ইন্দ্রকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তখন উহা পূর্ব্ববর্ত্তী সবনের সহিত সমানবীর্য্য হইল। যে ইহা জানে, সে সমানবীর্য্য ও সমানজাতি ঐ উভয় সবন দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

আর গায়ত্রী মুখদ্বারা যতটুকু গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই তৃতীয় সবন হইল। নীচে নামিবার সময় গায়ত্রী তাহার রস পান করিয়াছিলেন। এইরূপে পীতরস হইয়া উহা পূর্ব্ববর্ত্তী সবনদ্বয়ের অনুগমন করিতে পারে নাই। তখন সেই দেবগণ বিচারপূর্ব্বক পশুমধ্যে [তাহার প্রতীকারের উপায়] দেখিতে পাইলেন। সেইহেতু এই যে ক্ষীর সেবন করা হয় ও আজ্য-

দ্বারা ও পশুদ্বারা[১] (পশুর হৃদয়াদি অঙ্গদ্বারা) হোম করা হয়, ইহাতেই সেই তৃতীয় সবন পূর্ব্ববর্ত্তী সবনদ্বয়ের সমানবীর্য্য হইয়া থাকে। যে ইহা জানে, সে সমানবীর্য্য ও সমানজাতি সকল সবন দ্বারাই সমৃদ্ধ হয়।

চতুর্থ খণ্ড

ছন্দোগণের অক্ষরলাভ

প্রথম খণ্ডে বলা হইয়াছে, সকল ছন্দেরই আগে চারি চারি অক্ষর ছিল, তন্মধ্যে ত্রিষ্টুপ্ একটি অক্ষর ও জগতী তিনটি অক্ষর সোম আনিতে গিয়া শ্রান্ত হইয়া হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। অথচ এখন দেখা যায়, গায়ত্রীর আট অক্ষর, ত্রিষ্টুভের এগার অক্ষর, জগতীর বার অক্ষর। এই বিরোধের পরিহারার্থ গায়ত্রীর উপাখ্যানের অবশিষ্ট ভাগ যথা—"তে বৈ……অভবৎ"

সেই অপর দুইটি ছন্দ (ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী) গায়ত্রীর নিকট আসিয়া বলিলেন, তুমি [যে চারিটি অক্ষর সোমাহরণ-কালে] পাইয়াছ, তাহা আমাদের ; সেই অক্ষরকয়টি আমাদের নিকট ফিরিয়া আসুক। গায়ত্রী বলিলেন, না, আমরা যে যাহা পাইয়াছি, তাহার তাহাই থাকুক। তখন তাঁহারা দেবগণের নিকট প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন। সেই দেবগণও বলিলেন, তোমাদের যে যাহা পাইয়াছ, তাহার তাহাই থাকুক। সেই হেতু এ কালেও কেহ কিছু পাইলে বলা হয়,

---

(১) ক্ষীর এবং আজ্য উভয়ই পশু হইতে উৎপন্ন হয়। তৃতীয় সবনে ঐ সকলের ও পশ্বঙ্গের ব্যবহার হওয়াতে তৃতীয় সবনের সোম গায়ত্রী কর্ত্তৃক পীতরস হইয়াও তেজোহীন হইতে পারিল না।

যে যাহা পাইয়াছে, তাহা তাহার। তখন গায়ত্রীর আট অক্ষর, ত্রিষ্টুভের তিন অক্ষর ও জগতীর একঅক্ষর হইল।[১]

সেই অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতঃসবন নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্র্যক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। গায়ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, আমি আসিতেছি, এখানে (মাধ্যন্দিন সবনে) আমারও স্থান হউক। ত্রিষ্টুপ্ বলিলেন, তাহাই হইবে, তবে তুমি সেই [তিন-অক্ষর-বিশিষ্ট] আমাকে [তোমার] আট অক্ষর দ্বারা যুক্ত কর। গায়ত্রী তাহাই হউক বলিয়া তাঁহাকে [আট অক্ষরে] যুক্ত করিলেন। তখন মাধ্যন্দিন সবনে মরুত্বতীয় শস্ত্রের যে দুই উত্তরবর্ত্তী প্রতিপৎ আর যে অনুচর আছে, তাহা গায়ত্রীকে দেওয়া হইল।[২] ত্রিষ্টুপ্‌ও একাদশাক্ষরা হইয়া মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করিলেন।

জগতী একাক্ষরা হইয়া তৃতীয় সবন নির্ব্বাহ করিতে পারিলেন না। গায়ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, আমি আসিতেছি, ইহাতে (তৃতীয় সবনে) আমার স্থান হউক। জগতী বলিলেন, তাহাই হউক, তবে সেই [একাক্ষরবিশিষ্ট] আমাকে একাদশ অক্ষর দ্বারা যুক্ত কর। গায়ত্রী তাহাই হউক বলিয়া

---

(১) গায়ত্রীর চারি অক্ষর আগেই ছিল ; ত্রিষ্টুভের একটি ও জগতীর তিনটি কুড়াইয়া পাইয়া তাহার আট অক্ষর হইল।

(২) মরুত্বতীয় শস্ত্রের আরম্ভে "আ ত্বা রথং যথোতয়ে" ইত্যাদি তিনটি ঋক্ প্রতিপৎ, তন্মধ্যে উত্তরবর্ত্তী, অর্থাৎ প্রথমটির পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয় গায়ত্রী ছন্দের। আর "ইদং বসো সুতমন্ধ" ইত্যাদি তিনটি ঋক্ মরুত্বতীয় শস্ত্রের অনুচর ; ঐ তিনটির গায়ত্রী ছন্দ। এইরূপে মাধ্যন্দিন সবনে মরুত্বতীয় শস্ত্রে গায়ত্রীর স্থান হইল। ত্রিষ্টুভ্‌ও গায়ত্রীর অনুগ্রহে একাদশাক্ষরা হইলেন। ১২ অধ্যায় ৪ খণ্ড দেখ।

তাঁহাকে তদ্দ্বারা যুক্ত করিলেন। তৃতীয় সবনে বৈশ্বদেব শস্ত্রের যে দুই উত্তরবর্ত্তী প্রতিপৎ আর যে অনুচর আছে, তাহা গায়ত্রীকে দেওয়া হইল।[৩] জগতীও দ্বাদশাক্ষরা হইয়া তৃতীয় সবন নির্ব্বাহ করিলেন।

সেই অবধি গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা, ত্রিষ্টুপ্ একাদশাক্ষরা ও জগতী দ্বাদশাক্ষরা হইয়াছেন। যে ইহা জানে, সে সমান-বীর্য্য ও সমানজাতি সকল ছন্দ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

গায়ত্রী যে এক হইয়া ত্রিবিধ হইয়াছিলেন, সেইজন্য বলা হয়, ইনি যে এক হইয়া ত্রিবিধ হইয়াছিলেন, যে এই কথা জানে, তাহাকে [ধনাদি] দান কর্ত্তব্য।

পঞ্চম খণ্ড

তৃতীয় সবন

তৃতীয় সবনে আদিত্যগ্রহের বিধান—"তে দেবা.. ...সংস্থাপয়ানীতি"

সেই দেবগণ আদিত্যগণকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের সহিত আমরা এই [তৃতীয়] সবন নির্ব্বাহ করিব। [তাঁহারা বলিলেন] তাহাই হউক। সেইহেতু আদিত্য গ্রহে তৃতীয় সবনের আরম্ভ হয়, ও তাহাতে [সকল গ্রহের] পূর্ব্বে আদিত্য গ্রহ বিহিত হয়।

"আদিত্যাসো অদিতির্মাদয়ন্তাম্"[১]—আদিত্যগণ ও অদিতি

---

(৩) বৈশ্বদেব শস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর সম্বন্ধে পরে দেখ।

(১) ৭।৫১।২।

[এই গ্রহে] হৃষ্ট হউন—এই মদ্‌-শব্দ-যুক্ত[২] রূপসমৃদ্ধ মন্ত্র [আদিত্যগ্রহের] যাজ্যা হয় ; কেননা তৃতীয় সবনের রূপও হর্ষজনক। [আদিত্য গ্রহহোমে] অনুবষট্‌কার করিবে না বা গ্রহভক্ষণ করিবে না। কেননা এই যে অনুবষট্‌কার, ইহা সমাপ্তিস্বরূপ ও [গ্রহ-] ভক্ষণও সমাপ্তিস্বরূপ, আর আদিত্যগণ প্রাণস্বরূপ ; ওরূপ করিলে প্রাণেরই হয় ত সমাপ্তি হইতে পারে।

পরে সাবিত্রগ্রহের ও বৈশ্বদেবশস্ত্রের প্রতিপদের বিধান যথা—"ত আদিত্যাঃ......তৃতীয় সবনে চ"

সেই আদিত্যগণ সবিতাকে বলিয়াছিলেন, তোমার সহিত আমরা এই সবন নির্ব্বাহ করিব। [তিনি বলিলেন] তাহাই হউক; সেই হেতু বৈশ্বদেব শস্ত্রের প্রতিপদের দেবতা সবিতা[৩] ও তাহার পূর্ব্বেই সাবিত্র গ্রহ বিহিত। "দমূনা দেবঃ সবিতা বরেণ্যঃ"[৪] এই মদ্‌-শব্দ-যুক্ত রূপসমৃদ্ধ মন্ত্রে সাবিত্র গ্রহের যাজ্যা হয়। কেননা তৃতীয় সবনের রূপও হর্ষজনক। এখানেও অনুবষট্‌কার করিবে না ও [গ্রহ-] ভক্ষণ করিবে না। কেননা, এই যে অনুবষট্‌কার, ইহা সমাপ্তিস্বরূপ ও [গ্রহ-] ভক্ষণও

(২) হর্ষার্থক মদ্‌ ধাতু হইতে প্রথম চরণের মাদয়স্তাং পদ নিষ্পন্ন।

(৩) "তৎ সবিতুর্ব্বৃণীমহে" ইত্যাদি সবিতৃদৈবত ঋক্‌ বৈশ্বদেবশস্ত্রের প্রতিপৎ। "দমূনা দেব-সবিতা" এই মন্ত্র সাবিত্রগ্রহের যাজ্যা। এই মন্ত্র দুইটি শাকল-সংহিতায় নাই।

(৪) এই মন্ত্রটি সাবিত্রগ্রহের যাজ্যা, ইহাও শাকল-সংহিতায় নাই। আশ্বলায়ন উহা দিয়াছেন যথা "দমূনা দেবঃ সবিতা বরেণ্যো দধদ্রত্নাদক্ষ পিতৃভ্য আয়ুনি। পিবাৎ সোমমমদন্নেনমিষ্টয়ঃ পরিজ্যাচিদ্রমতে অস্য ধর্ম্মণি॥" (আশ্বঃ শ্রৌঃ সূঃ ৫।১৮।২)

উহার তৃতীয়চরণে হর্ষার্থক মদ্‌ ধাতু নিষ্পন্ন "অমদন্‌" এই পদ আছে, এই হেতু উহা রূপসমৃদ্ধ।

সমাপ্তিস্বরূপ। আর সবিতা প্রাণস্বরূপ ; ওরূপ করিলে হয় ত প্রাণেরই সমাপ্তি হইতে পারে।

এই যে সবিতা, ইনি প্রাতঃসবন ও তৃতীয়সবন এই উভয় সবনকেই বিশেষরূপে [আহুতগ্রহদ্বারা] পান করেন। সেই-জন্য [বৈশ্বদেব শস্ত্রে] সবিতার উদ্দিষ্ট নিবিদের যে পিবতি-শব্দ-যুক্ত পদ পূর্ব্বে থাকে আর মদ্-শব্দ-যুক্ত পদ পরে থাকে,[৫] তাহাতে প্রাতঃসবন ও তৃতীয় সবন উভয়ত্র এই সবিতাকে ভাগ দেওয়া হয়।

তৎপরে বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিহিত বসুদৈবত ঋকের ও দ্যাবাপৃথিবীদৈবত সূক্তের বিধান যথা—"বহ্বঃ······প্রতিষ্ঠাপয়তি"

বসুদৈবত ঋক্ প্রাতঃসবনে অনেকগুলি আর তৃতীয়সবনে একটি মাত্র পঠিত হয়।[৬] সেইজন্য পুরুষেরও [শরীরের] ঊর্দ্ধ্ব-ভাগে অবস্থিত প্রাণ অনেকগুলি আর অধোভাগে অবস্থিত প্রাণ [অল্প]।

দ্যাবাপৃথিবী-দৈবত সূক্ত[৭] পাঠ করা হয়। দ্যৌঃ এবং পৃথিবী ইহাঁরাই প্রতিষ্ঠা-(আশ্রয়)-স্বরূপ ; ইনি (পৃথিবী) ইহকালে প্রতিষ্ঠা, উনি (দ্যৌঃ) পরকালে প্রতিষ্ঠা। সেই জন্য এই যে দ্যাবাপৃথিবী-দৈবত সূক্ত পঠিত হয়, এতদ্দ্বারা যজমানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

(৫) "সবিতা দেবঃ সোমস্য পিবতু" এই পিবতি-শব্দ-যুক্ত মন্ত্র নিবিদের আদিতে থাকে ; "সবিতা দেব ইহ শ্রবদিহ সোমস্য মৎ সৎ" এই মদ্-শব্দ-যুক্ত মন্ত্র নিবিদের অন্তে থাকে।

(৬) "একয়া চ দশভিশ্চ স্বভূতে" এই বসুদৈবত মন্ত্র বৈশ্বদেব শস্ত্রের অন্তর্গত।

(৭) প্রথম মণ্ডলের ১৫৯ সূক্ত এই শস্ত্রের নিবিদ্ধানীয় সূক্ত ; উহার মধ্যে নিবিৎ বসাইতে হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড

বৈশ্বদেবশস্ত্র—আর্ভবসূক্ত

ঋভুদৈবত (আর্ভব) সূক্তের বিধান—"আর্ভবং···পিত্র ইতি"

ঋভুদৈবত সূক্ত পাঠ করা হয়।[১] ঋভুগণ[২] তপস্যা দ্বারা দেবগণ মধ্যে সোমপানে অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন। দেবতারা প্রাতঃসবনে শস্ত্রে ঋভুদের জন্য অংশ কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অগ্নি বসুদিগের সাহায্যে প্রাতঃসবন হইতে তাঁহাদিগকে নিরাকৃত কারিয়াছিলেন। তখন মাধ্যন্দিন সবনে শস্ত্রে তাঁহাদের অংশকল্পনা হইল। ইন্দ্র রুদ্রগণের সাহায্যে মাধ্যন্দিন সবন হইতে তাঁহাদিগকে নিরাকৃত করিলেন। তখন তৃতীয়সবনে শস্ত্রে তাঁহাদের অংশকল্পনা হইল। এখানে পান করিতে পাইবে না, এখানেও না, এই বলিয়া বিশ্বদেবগণ তাঁহাদিগকে [সেখান হইতেও] নিরাকৃত করিলেন। [তখন] প্রজাপতি সবিতাকে বলিলেন, এই ঋভুগণ তোমার অন্তেবাসী (শিষ্য); তুমি ইহাদের সহিত একত্র [সোম] পান কর। সেই সবিতা বলিলেন, তাহাই হইবে, তবে তুমিও তাহাদের উভয়দিকে থাকিয়া পান কর। তখন প্রজাপতি তাঁহাদের উভয় দিকে থাকিয়া পান করিলেন।

[সেইজন্য] "সুরূপ কৃৎনুমূতয়ে"[৩] এবং "অয়ং বেনশ্চোদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভাঃ"[৪] এই দুই মন্ত্র, যাহা কোন বিশেষ দেবতার

---

(১) প্রথম মণ্ডল ১১১ সূক্ত ঋভুদৈবত। উহা বৈশ্বদেব শস্ত্র মধ্যে পাঠ্য।

(২) ঋভু—দেবত্বপ্রাপ্ত মনুষ্যবিশেষ (সায়ণ)।

(৩) ১।৪।১।　(৪) ১০।১২৩।১।

উদ্দিষ্ট নহে, [অতএব] যাহার প্রজাপতিই দেবতা, যাজ্যা-স্বরূপে আর্ভবসূক্তের উভয় দিকে পঠিত হয়।[৫] এতদ্দারা প্রজাপতি ঋভুগণের উভয়দিকে থাকিয়াই [সোম] পান করেন। সেই জন্যই দেখা যায়, শ্রেষ্ঠী (বড় লোক) যে ব্যক্তিকে ভাল বাসেন, তাহাকে অন্য লোকের নিকটেও আদৃত করান।[৬]

কিন্তু দেবগণ সেই ঋভুদের হইতে দূরে থাকিয়া মনুষ্য-গন্ধের জন্য তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। সেই জন্য "যেভ্যো মাতা" এবং "এবা পিত্রে"[৭] এই দুই ধায্যা [ঋভুগণের ও বিশ্বদেবগণের উদ্দিষ্ট সূক্তের] মধ্যস্থলে স্থাপিত হয়।

সপ্তম খণ্ড

বৈশ্বদেব শস্ত্র

তৎপরে বৈশ্বদেব সূক্তপাঠ ; তৎসম্বন্ধে বিচার যথা—"বৈশ্বদেবং……প্রীণাতি"

বৈশ্বদেব সূক্ত[১] পাঠ করা হয়। প্রজা যেরূপ, বৈশ্বদেব শস্ত্রও সেইরূপ ; তন্মধ্যে জনসমূহ যেরূপ, সূক্তসকল সেই রূপ ; অরণ্যসকল যেরূপ, ধায্যাসকল সেইরূপ। সেই

---

(৫) এই ধায্যামন্ত্র যথাক্রমে আর্ভবসূক্তের পূর্ব্বে ও পরে পঠিত হয়।

(৬) প্রজাপতি ঋভুগণকে ভাল বাসিতেন ; তিনি সবিতার নিকট তাহাদিগকে আদৃত করিয়াছিলেন।

(৭) "যেভ্যো মাতা মধুমৎ" (১০।৬৩।৩) এবং "এবা পিত্রে বিশ্বদেবায়" (৪।৫০।৬) এই দুইটি মন্ত্র আর্ভবসূক্ত হইতে বৈশ্বদেব সূক্তকে পৃথক্ করিবার জন্য "অয়ং বেনশ্চোদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভাঃ" এই মন্ত্রের পূর্ব্বে বসান হয়।

(১) প্রথম মণ্ডল ৮৯ সূক্ত। র দেবতা বিশ্বদেবগণ।

ধায্যার উভয়দিকে পর্য্যাহাব[২] করা হয়। সেইহেতু এ বিষয়ে বলা হইয়াছে, যে যাহা অরণ্য (জলহীন), তাহাও মৃগ ও পক্ষী দ্বারা আকীর্ণ হওয়ায় [প্রকৃত পক্ষে] অরণ্য (জীবহীন) নহে।

আবার পুরুষ যেরূপ, বৈশ্বদেব শস্ত্র সেইরূপ। পুরুষের মধ্যে অঙ্গসকল যেরূপ, [শস্ত্রমধ্যে] সূক্তসকল সেইরূপ। [অঙ্গমধ্যে] পর্ব্বসকল (অঙ্গসন্ধিসকল) যেরূপ, [সূক্তমধ্যে] ধায্যাসকলও সেইরূপ। সেই ধায্যার উভয়দিকে পর্য্যাহাবকার হয়। সেইহেতু পুরুষের পর্ব্বসকল শিথিল হইয়াও দৃঢ়ভাবে ধৃত থাকে। ধায্যাও [আহাবরূপী] ব্রহ্মকর্ত্তৃক[৩] ধৃত থাকে।

এই যে ধায্যাসকল ও যাজ্যাসকল, ইহারাই যজ্ঞের মূল। সেইজন্য যদি [উপদিষ্ট মন্ত্র ব্যতীত] অন্য অন্য মন্ত্রকে ধায্যা ও যাজ্যা করা হয়, তাহা হইলে যজ্ঞকে উন্মূলিত করা হয়; সেইজন্য তাহা (ধায্যা ও যাজ্যা মন্ত্র) [প্রকৃতিযজ্ঞে ও বিকৃতিযজ্ঞে উভয়ত্র] একরূপই হইবে।

এই যে বৈশ্বদেব নামক শস্ত্র, তাহা পঞ্চজনের সম্বন্ধী। ইহা পঞ্চবিধ জনেরই উক্‌থ (তুষ্টিহেতু); দেবগণের, মনুষ্যগণের, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের, সর্পগণের এবং পিতৃগণের, এই পঞ্চবিধ জনেরই ইহা উক্‌থ। এই পঞ্চবিধ জনেই এই [শস্ত্রপাঠক] হোতাকে জানে। যে ইহা জানে,

(২) "শোংসাবোম্" এই মন্ত্র আহাব বা পর্য্যাহাব। ধায্যামন্ত্রেরও পূর্ব্বে ও পরে আহাব উচ্চারিত হয়। কোন দেশমধ্যে যেমন জনপদের পার্শ্বে অরণ্য থাকে ও অরণ্য মধ্যে জীবজন্তু থাকে, সেইরূপ বৈশ্বদেবশস্ত্রে সূক্তের পার্শ্বে ধায্যা ও ধায্যা মধ্যে আহাব থাকে। বৈশ্বদেব শস্ত্রের সহিত জনপদের তুলনা হইল।

(৩) ব্রহ্ম বা আহাব ইতি শ্রুতিঃ (সায়ণ)।

এই পঞ্চবিধ জনসমূহের তুষ্ট্যর্থ হোমকুশল ব্যক্তিরা তাহার নিকট আগমন করে।

যে বৈশ্বদেব শস্ত্র পাঠ করে, সেই হোতা সকল দেবতারই [প্রীতি-উৎপাদক]। সেই জন্য শস্ত্রপাঠকালে হোতা সকল দিক্‌কেই ধ্যান করিবেন। এতদ্দ্বারা সকল দিকেই রসের স্থাপন করা হয়। কিন্তু যে দিকে তাঁহার শত্রু থাকে, সে দিকের ধ্যান করিবেন না; তাহা হইলে তাহার পশ্চাতে গিয়া তাহার বীর্য্য হরণ করা হইবে।

"অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষম্"[৪] এই অন্তিম ঋকে শস্ত্রপাঠ সমাপ্ত করিবে; কেননা এই [ভূমিই] অদিতি, ইনিই দ্যৌঃ, ইনিই অন্তরিক্ষ। "অদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ" এই [দ্বিতীয় চরণের] অর্থ এই যে ইনিই মাতা, ইনিই পিতা, ইনিই পুত্র। "বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনাঃ" এই [তৃতীয় চরণের] অর্থ বিশ্বদেবগণ ইহাঁরই, ও পঞ্চজনও ইহাঁতেই অবস্থিত। "অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্" এই [চতুর্থ চরণে] ইনিই ভূত ও ভবিষ্যৎ [প্রাণিসমূহ]।

[এই অন্তিম ঋক্ পাঠকালে] দুইবার[৫] প্রতি চরণের পর বিরাম দিয়া পাঠ করিবে। পশুগণ চতুষ্পাদ, ইহাতে পশুগণের রক্ষা ঘটে। একবার অর্দ্ধঋকের পর বিরাম দিয়া পাঠ

(৪) ১।৮৯।১০।

(৫) অন্তিম ঋক্‌টি তিনবার পাঠ করিতে হয়। তন্মধ্যে প্রথম দুইবার প্রতি চরণের পর বিরাম ও তৃতীয়বার অৰ্দ্ধ ঋকের পর বিরাম বিহিত। মন্ত্রের চারিটি চরণ পৃথক্ করিয়া পাঠ করায় উহা চতুষ্পদ পশুর সহিত সম্পর্কিত হইল। তৃতীয় বারে দুই ভাগে পঠিত হওয়ায় উহা দ্বিপদ মনুষ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইল।

করিবে। তাহাতে প্রতিষ্ঠা ঘটে ; কেননা মনুষ্য দ্বিপ্রতিষ্ঠ (দুই পায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত)। আবার পশুরা চতুষ্পদ ; এইহেতু এতদ্দ্বারা দ্বিপ্রতিষ্ঠ (দ্বিপদস্থিত) যজমানকে চতুষ্পদ পশু-সমূহেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

সর্ব্বদাই পঞ্চজনীয় ঋক্‌দ্বারা[৬] সমাপ্ত করিবে। পাঠকালে ভূমি স্পর্শ করিয়া সমাপ্ত করিবে। তাহা হইলে যে ভূমিতে যজ্ঞের সম্ভার হয়, তাহাতেই এই যজ্ঞকে যজ্ঞান্তে স্থাপিত করা হয়। "বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে"[৭] এই বিশ্বদেব-গণের উদ্দিষ্ট মন্ত্রকে বৈশ্বদেব শস্ত্র পাঠের পর যাজ্যা করিবে। এতদ্দ্বারা দেবতাগণকে আপন ভাগ দ্বারাই প্রীত করা হয়।

অষ্টম খণ্ড

তৃতীয় সবন—ঘৃতযাগ ও সৌম্যযাগ

তৃতীয় সবনে সোমের উদ্দেশে চরুহোম ও তাহার পূর্ব্বে ও পরে অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে যথাক্রমে ঘৃত হোম হয় ; তদ্বিষয়ে যাজ্যাদি বিধান যথা—"আগ্নেয়ী …হরন্তি"

প্রথম ঘৃতহোমের যাজ্যামন্ত্র অগ্নিদৈবত ; সোমের উদ্দিষ্ট [চরু হোমের] যাজ্যামন্ত্র সোমদৈবত ; [তৎপরবর্ত্তী] ঘৃত হোমের যাজ্যামন্ত্র বিষ্ণুদৈবত।[১] "ত্বং সোম পিতৃভিঃ

---

(৬) "বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনাঃ" এই চরণ থাকায় ঐ ঋকের নাম পঞ্চজনীয় ঋক্।

(৭) ৬।৫২।১৩ ইহা বৈশ্বদেব শস্ত্রের যাজ্যা।

(১) "ঘৃতাহবনো ঘৃতপৃষ্ঠো অগ্নিঃ" এই মন্ত্র অগ্নির উদ্দিষ্ট ঘৃতহোমের যাজ্যা। "ত্বং সোম পিতৃভিঃ" এই মন্ত্র সোমের উদ্দিষ্ট চরুহোমের যাজ্যা; "উরু বিষ্ণো বিক্রমস্ব" এই মন্ত্র বিষ্ণুর উদ্দিষ্ট ঘৃতহোমের যাজ্যা। প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্র আশ্বলায়ন দিয়াছেন। (৫।১৯)

সংবিদানঃ” [২] এই পিতৃশব্দযুক্ত মন্ত্রকে সোমের উদ্দিষ্ট যাগে যাজ্যা করিবে।

ঋত্বিকেরা যে সোমের অভিষব করেন, উহাতে সোমকে বধ করা হয়। এই যে সোমের উদ্দিষ্ট চরু, ইহাকে সেই [মৃত] সোমের অনুস্তরণী গাভী-স্বরূপ করা হয়। সেই অনুস্তরণী পিতৃগণের যোগ্য।[৩] এই হেতু পিতৃ-শব্দ-যুক্ত মন্ত্রকে সোমের উদ্দিষ্ট যাজ্যা করা হয়।

[ঋত্বিকেরা] সোমের যে অভিষব করেন, তাহাতে সোমকে বধ করা হয়। সেইজন্য ইহাকে [ঘৃত দ্বারা ও চরুদ্বারা] বর্দ্ধিত করা হয়। উপসৎসকলদ্বারা তাঁহাকে পুনরায় প্রীত করা হয়। এই যে অগ্নি সোম ও বিষ্ণু দেবতা, ইঁহারাই উপসদের স্বরূপ।[৪]

হোতা সোমের উদ্দিষ্ট চরু [অধ্বর্য্যুর নিকট হইতে] গ্রহণ করিয়া ছন্দোগগণের (উদ্গাতৃগণের) [গ্রহণের] পূর্ব্বে [চরু-মধ্যস্থ ঘৃতে আপনার দেহচ্ছায়া প্রতি] দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে। এ বিষয়ে কেহ কেহ [দৃষ্টিক্ষেপের পূর্ব্বেই] ছন্দোগগণকে চরু দান করেন। কিন্তু সেরূপ করিবে না। [হবিঃশেষ ভক্ষণকালে] বষট্‌কর্ত্তা (হোতা) সকলের প্রথমে সকল ভক্ষ্য ভক্ষণ করেন, এইরূপ বলা হয়। সেইহেতু সেইরূপে

---

(২) ৮।৪৮।১৩।

(৩) মৃতব্যক্তিকে দহন করিবার সময় এক বৃদ্ধা গাভী হত্যা করিয়া উহার অবয়ব মৃতের অবয়বে রাখিয়া একত্র দহন করিতে হয়, এইরূপ বিধি আছে। মৃতের অনুমরণার্থ হিংসিত হয় বলিয়া ঐ গাভীর নাম অনুস্তরণী। উহা পিতৃলোকের যোগ্য। (সায়ণ)

(৪) উপসৎ দেখ।

বষট্‌কর্ত্তাই পূর্ব্বে দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন, ও [পরে] ছন্দোগদিগকে [ভক্ষণার্থ] প্রদান করিবেন।

নবম খণ্ড

আগ্নিমারুত শস্ত্র—প্রজাপতির উপাখ্যান

আগ্নিমারুত শস্ত্রের উপক্রমে প্রজাপতির উপাখ্যান যথা—"প্রজাপতি বৈ...দেবাঃ"

পুরাকালে প্রজাপতি আপন কন্যার উদ্দেশে ধ্যান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি (সেই কন্যা) দ্যৌঃ দেবতা, কেহ বলেন তিনি ঊষা। প্রজাপতি ঋশ্যরূপ ধরিয়া[১] রোহিতরূপিণী[২] সেই কন্যার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, প্রজাপতি, যাহা কেহ করে নাই, তাহা করিতেছেন।[৩] এই বলিয়া, যে তাঁহাকে আর্ত্তি (শাস্তি) দিতে পারিবে, এমন ব্যক্তির তাঁহারা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে তেমন ব্যক্তি কাহাকেও দেখিলেন না। তখন তাঁহাদের যে ঘোরতম (অত্যুগ্র) শরীর ছিল, তাহা তাঁহারা একত্র মিলিত করিলেন। সেই সকল শরীর মিলিত হইয়া এই দেবের উৎপত্তি হইল; তাঁহার নাম ভূতবান্‌। যে ব্যক্তি তাঁহার এই নাম জানে, সে ভূতিলাভ করে।

---

(১) ঋশ্যো মৃগবিশেষঃ। তথাচাভিধানকার আহ গোকর্ণপৃষতৈণর্শ্য রোহিতাশ্চমরো মৃগা ইতি। (সায়ণ)

(২) মূলে আছে "রোহিতং ভূতাম্‌"। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, ঋতুমতী। রোহিতং লোহিতং ভূতা প্রাপ্তা ঋতুমতী জাতেত্যর্থঃ।

(৩) অকৃতং বৈ অকর্ত্তব্যমেব নিষিদ্ধাচরণং করোতি। (সায়ণ)

দেবগণ সেই ভূতবান্‌কে বলিলেন, এই প্রজাপতি, যাহা কেহ করে নাই, তাহা করিয়াছেন, ইহাঁকে [বাণ দ্বারা] বিদ্ধ কর। তিনি বলিলেন, তাহাই হউক, তবে আমি তোমাদের নিকট বর চাহিতেছি। [তাঁহারা বলিলেন] বর প্রার্থনা কর। তিনি পশুগণের আধিপত্য বর চাহিলেন। সেই হেতু তাঁহার নাম পশুমান্‌। যে তাঁহার এই নাম জানে, সে পশুযুক্ত হয়। তখন তিনি প্রজাপতিকে লক্ষ্য করিয়া [বাণ দ্বারা] তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। বিদ্ধ হইয়া তিনি ঊর্দ্ধে উৎপতিত হইলেন। তাঁহাকে (আকাশস্থ মৃগরূপী প্রজাপতিকে) লোকে মৃগ[৪] বলিয়া থাকে। আর ঐ যিনি [মৃগকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন], তিনিই [আকাশে] ঐ মৃগব্যাধ;[৫] আর যিনি রোহিতরূপিণী,[৬] তিনি [আকাশে] রোহিণী; আর যাহা ত্রিকাণ্ডযুক্ত[৭] বাণ, তাহাও [আকাশে] ত্রিকাণ্ড বাণ হইয়া আছে।

প্রজাপতির [রোহিতরূপিণী দুহিতায়] সিক্ত এই রেতঃ [স্রোতোরূপে] ধাবিত হইয়াছিল। তাহা এক সরোবর হইল। সেই দেবগণ বলিলেন, প্রজাপতির এই রেতঃ যেন দোষযুক্ত (অস্পৃশ্য) না হয়। প্রজাপতির এই রেতঃ "মা দুষৎ"—দোষযুক্ত না হয়—এই যে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই সেই রেতঃ "মাদুষ" [নামে প্রসিদ্ধ] হইল। ইহাই মাদুষের মাদুষত্ব। এই যে মানুষ, ইহারই নাম মাদুষ। মানুষকেই এই পরোক্ষ

(৪) রোহিণী ও আর্দ্রার মধ্যে অবস্থিত মৃগশীর্ষ নক্ষত্র। (সায়ণ)

(৫) লুব্ধক নক্ষত্র।

(৬) এ স্থলে সায়ণ অর্থ করিতেছেন—রোহিৎ রক্তবর্ণা মৃগী।

(৭) বাণের তিনভাগ ; অনীক, শল্য, তেজন। মৃগশিরার নিকটে বাণাকৃতি তারাত্রয় বুঝাইতেছে।

(অপ্রচলিত) নামে ডাকা হয়। দেবগণ পরোক্ষ নামই ভাল বাসেন।

দশম খণ্ড

আগ্নিমারুত শস্ত্র

প্রজাপতির রেতঃ হইতে অন্যান্য বস্তুর উৎপত্তি যথা—"তদগ্নিনা...পশবস্তে চ"

[দেবগণ প্রজাপতির] সেই রেতঃ অগ্নি দ্বারা বেষ্টিত করিয়াছিলেন ; মরুতেরা তাহা কম্পিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু অগ্নি তাহা [দ্রবত্বহেতু] কঠিন করিতে পারেন নাই। পুনরায় তাহা বৈশ্বানরনামক অগ্নি দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছিল। মরুতেরা তাহা কম্পিত করিয়াছিলেন। অগ্নি বৈশ্বানর তাহা কঠিন করিয়াছিলেন। সেই রেতোমধ্যে যে অংশ প্রথমে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তাহাই ঐ আদিত্য হইল। দ্বিতীয় যে অংশ ছিল, তাহা ভৃগু হইল। বরুণ সেই ভৃগুকে গ্রহণ করিলেন। সেইজন্য তিনি বারুণি ভৃগু। যে তৃতীয় অংশ দীপ্তি পাইয়াছিল, তাহা আদিত্যগণ হইল। অবশিষ্ট সমস্ত [দগ্ধ হইয়া] অঙ্গার হইয়াছিল। তাহা হইতে অঙ্গিরোগণ হইলেন। পুনরায় যে অংশ অশান্ত হইয়া উঠিল, তাহা হইতে বৃহস্পতি হইলেন। যে পরিক্ষাণ[১] থাকিল, তাহা হইতে কৃষ্ণবর্ণ পশুসকল হইল। যে লোহিত

---

(১) পরিক্ষাণানি কৃষ্ণবর্ণানি কাষ্ঠানি। (সায়ণ) জ্বলন্ত অঙ্গার নিবাইলে যে কৃষ্ণবর্ণ কয়লা অবশিষ্ট থাকে।

মৃত্তিকা থাকিল, তাহা হইতে রোহিত (রক্তবর্ণ) পশুগণ হইল। যে ভস্ম থাকিল, উহা পরুষ-শরীর হইয়া গৌর, গবয়, ঋশ্য, উষ্ট্র, গর্দ্দভ এবং এই যে সকল অরুণ বর্ণ পশু, তাহাই হইয়া ছড়াইয়া পড়িল।

এই আখ্যায়িকান্তর আগ্নিমারুত শস্ত্রের প্রস্তাব যথা—"তান্ বা এষঃ..... নমস্যতি"

সেই দেব (ভূতবান্) তাহাদিগকে (প্রজাপতি-রেতোজাত পশুগণকে) লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, এ সমস্তই আমার ; এই [যজ্ঞ-] ভূমিতে স্থিত হীন দ্রব্য, সমস্তই আমার। তখন, এই যে রুদ্রদৈবত ঋক্ পঠিত হয়, এতদ্দ্বারা সেই ভূতবান্‌কে [সেই সকল বস্তুতে] নিঃস্পৃহ করা হইয়াছিল। "আ তে পিতর্মরুতাং সুম্নমেতু মা নঃ সূর্য্যস্য সংদৃশো যুযোথাঃ। ত্বং নো বীরো অর্বতি ক্ষমেথাঃ প্রজায়েমহি রুদ্রিয় প্রজাভিঃ"—[২] অহে মরুদ্গণের পিতা [রুদ্র], তোমার সুখ উৎপন্ন হউক ; আমাদিগকে সূর্য্যের দৃষ্টি হইতে বিযুক্ত করিও না ; অহে বীর, তুমি আমাদের [প্রজাদি] সম্পত্তিতে সহিষ্ণু হও ; অহে রুদ্রিয়, আমরা যেন প্রজাদ্বারা প্রজাস্বরূপে উৎপন্ন হই—এই [আগ্নিমারুত শস্ত্রে পাঠ্য রুদ্রদৈবত] ঋক্ পাঠ করিবে। [তৃতীয় চরণে "ত্বং নঃ"—স্থলে] "অভি নঃ"[৩] [এই পাঠান্তর] পাঠ করিবে না। তাহা হইলে ("অভি নঃ" এই পাঠ ব্যবহার না করিলে) সেই দেব (রুদ্র) প্রজাগণের অভিমুখে দৃষ্টিপ্রদ

---

(২) ২।৩৩।১।

(৩) শাখান্তরে "ত্বং নো বীরঃ" স্থলে "অভি নো বীরঃ" এই পাঠ আছে। সেই পাঠ এস্থলে নিষিদ্ধ হইল।

হন না।[৪] [চতুর্থ চরণে "রুদ্রিয়" স্থলে] "রুদ্র" [এই পাঠান্তর] বলিবে না ; ঐ ["রুদ্র"] নাম পরিহার করাই উচিত। [বরং] ঐ ঋকের স্থলে "শং নঃ করতি"[৫] এই অন্য মন্ত্র পাঠ করিবে। কেননা উহাতে যে [মঙ্গলার্থক] "শং" শব্দে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে সকলেরই শান্তি (মঙ্গল) ঘটে। [ঐ মন্ত্রের] "নৃভ্যো নারিভ্যো গবে" এই চরণের নৃ শব্দে পুরুষ, নারী শব্দে স্ত্রী বুঝায় ; উহাদের সকলেরই [ঐ মন্ত্রে] শান্তি ঘটে।

ঐ ঋক্ রুদ্রের উদ্দিষ্ট হইলেও যখন উহাতে রুদ্রের নাম বিশেষভাবে কথিত হয় নাই, তখন উহা শান্তিজনক ; তাহাতে হোতা পূর্ণায়ু হয়, ও পূর্ণায়ু লাভ ঘটে। যে ইহা জানে, সে পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হয়। সেই ঋকের ছন্দ গায়ত্রী। গায়ত্রীই ব্রহ্ম। ইহাতে ব্রহ্মদ্বারাই সেই [রুদ্র] দেবতাকে প্রণাম করা হয়।

(৪) রুদ্র উগ্রস্বভাব দেবতা। তাঁহার নামগ্রহণও বিপজ্জনক। যে মন্ত্রে তাঁহার নাম আছে, সেখানে "রুদ্র" না বলিয়া "রুদ্রিয়" বলাই ভাল। "অভি নো বীরো অর্বতি ক্ষমেথাঃ" এ স্থলে "অভি" শব্দ উদ্দেশবাচী। ঐ চরণের অর্থ—আমাদের ছেলেপিলের উদ্দেশে সহিষ্ণু হও, তাহাদের পানে তাকাইও না। কি জানি যদি "অভি" এই শব্দ উচ্চারণেই তাহাদের উদ্দেশে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় বলা হইল "অভি" না বলিয়া "ত্বং" বলিবে। তাহা হইলে মন্ত্রের অর্থ বজায় থাকিবে, অথচ রুদ্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে না।

(৫) ১।৪৩।৬।

একাদশ খণ্ড

আগ্নিমারুত শস্ত্র

আগ্নিমারুত শস্ত্রের প্রথম ঋক্—"বৈশ্বানরীয়েণ...বিবক্তা"

বৈশ্বানর-দৈবত সূক্তে[1] আগ্নিমারুত শস্ত্র আরম্ভ করা হয়। কেননা বৈশ্বানরই সেই [প্রজাপতি কর্ত্তৃক] সিক্ত রেতঃ কঠিন করিয়াছিলেন। সেই জন্য বৈশ্বানরীয় সূক্ত দ্বারা আগ্নিমারুত শস্ত্র আরম্ভ করিবে। [ঐ সূক্তের] প্রথম ঋক্ শ্বাস রুদ্ধ করিয়া পাঠ করিবে। যে [এইরূপে] আগ্নিমারুত শস্ত্র পাঠ করে, সে অগ্নিদিগকে ও অশান্ত অর্চ্চিঃসমূহকে প্রসন্ন করিয়া চলে। সে প্রাণ (বায়ু) দ্বারা অগ্নিকে শান্ত রাখে। অধ্যয়নকালে যদি কোন অক্ষরচ্যুতির আশঙ্কা থাকে, তবে কোন সংশোধনকারীর [উপস্থিতি] ইচ্ছা করিবে ; তাহা হইলে তাঁহাকেই সেতুস্বরূপ করিয়া [অপরাধ হইতে] উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। সেই জন্য আগ্নিমারুত শস্ত্রপাঠে [প্রথমেই] সংশোধনক্ষম বক্তা স্থির করিবে ; [প্রমাদের পর] সংশোধন করিবে না।

তৎপরে মারুতসূক্তের বিধান—"মারুতং...শংসতি"

মরুৎ-দৈবত সূক্ত[2] পাঠ করা হয়। মরুতেরাই সেই [প্রজাপতি কর্ত্তৃক] সিক্ত রেতঃ কম্পিত করিয়া কঠিন করিয়াছিলেন। সেইজন্য মরুৎ-দৈবত সূক্ত পাঠ করা হয়।

---

(১) "বৈশ্বানরায় পৃথু পাজসে" ইত্যাদি বৈশ্বানরীয় সূক্তে আগ্নিমারুতের আরম্ভ। তৃতীয় মণ্ডলের তৃতীয় সূক্ত বৈশ্বানরীয় সূক্ত।

(২) "প্রত্বক্ষসঃ প্রতবসঃ" ইত্যাদি সূক্ত। প্রথম মণ্ডল ৮৭ সূক্ত।

তৎপরে প্রগাথদ্বয়ের বিধান—"যজ্ঞা যজ্ঞা......এবং বেদ"

"যজ্ঞা যজ্ঞা বো অগ্নয়ে"[৩] এবং "দেবো বো দ্রবিণোদাঃ"[৪] এই দুই [যথাক্রমে] যোনি ও অনুরূপ [প্রগাথ দুইটি] শস্ত্রের মধ্যস্থলে পাঠ করিবে।[৫] এই যোনি ও অনুরূপ মন্ত্র শস্ত্রের মধ্য স্থলে পাঠ করা হয়; সেইহেতু [স্ত্রীলোকের] যোনিও [শরীরের] মধ্যস্থলে অবস্থিত। যেহেতু দুইটি সূক্ত (আগ্নি-মারুত সূক্ত ও মারুত সূক্ত) পাঠের পর [এই যোনির] পাঠ হয়, সেই হেতু প্রতিষ্ঠাদ্বয়ের (শরীরের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ পদদ্বয়ের) উপরেই জননেন্দ্রিয় স্থাপিত হয়। ইহাতে প্রজোৎপত্তি ঘটে। যে ইহা জানে, সে প্রজা ও পশু দ্বারা উৎপন্ন হয়।

দ্বাদশ খণ্ড

আগ্নিমারুত শস্ত্র

তৎপরে আগ্নিমারুত শস্ত্রের অন্তর্গত জাতবেদস্য সূক্তের ও আপোহিষ্ঠীয় ঋকৃত্রয়ের বিধান—"জাতবেদস্য...অবসীয়ানিতি"

জাতবেদার উদ্দিষ্ট সূক্ত পাঠ করিবে।[১] প্রজাপতি প্রজা-সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহারা সৃষ্ট হইয়া প্রজাপতিকে

---

(৩) ৬।৪৮।১-২। (৪) ৭।১৬।১১-১২।

(৫) ঐ দুইটি প্রগাথ। প্রত্যেক প্রগাথে দুইটি ঋক্ আছে, উহাকে তিনটি ঋকে পরিণত করিয়া উদ্গাতা গান করেন বলিয়া উহাকে স্তোত্রিয়ও বলা হয়। প্রথম স্তোত্রিয়টি আদিতে থাকায় উহার নাম "যোনি"। দ্বিতীয়টিও তদনুরূপ হওয়ায় উহার নাম "অনুরূপ" শস্ত্রের আদিতে পাঠ না করিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত সূক্তদ্বয় পাঠান্তে শস্ত্র মধ্যে এই প্রগাথ পাঠের বিধি।

(১) "প্রতব্যসীং নব্যসীং" ইত্যাদি প্রথম মণ্ডলের ১৪৩ সূক্ত।

পশ্চাৎ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আর ফিরে নাই। প্রজাপতি তাহাদিগকে অগ্নি দ্বারা বেষ্টন করিয়াছিলেন। তখন তাহারা অগ্নির নিকট ফিরিয়াছিল। সেইহেতু অদ্যাপি লোকে [শীতার্ত্ত হইলে] অগ্নির নিকট ফিরিয়া থাকে। প্রজাপতি বলিলেন, এই "জাত" (সৃষ্ট) প্রজাগণ অগ্নির সাহায্যে "বিত্ত" (লব্ধ) হইয়াছে। তিনি যে বলিয়াছেন, এই জাত প্রজাগণ [অগ্নির] সাহায্যে বিত্ত হইয়াছে, ইহাতেই ঐ সূক্ত "জাতবেদার" (অগ্নির) সম্বন্ধযুক্ত হইল ; ইহাই জাতবেদার জাতবেদস্ত্ব। দীপ্যমান প্রজাগণ অগ্নি কর্ত্তৃক বেষ্টিত ও অবরুদ্ধ হইয়া শোক করিতে করিতে সেই খানেই অবস্থিত হইল। প্রজাপতি তাহাদিগকে জল দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। সেই জন্য জাতবেদার উদ্দিষ্ট সূক্তের পরে আপোহিষ্ঠীয়[২] ঋকৃত্রয় পাঠ করা হয়। সেই জন্য শান্তিপ্রার্থী হোতা ঐ ঋকৃত্রয় পাঠ করিবেন। সেই প্রজাগণকে জল দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া প্রজাপতি তাহা-দিগকে আপনার বলিয়া মনে করিলেন। তৎপরে তিনি বুধ্ন্য অহি দ্বারা (তন্নামক দেবতা দ্বারা)[৩] পরোক্ষভাবে (গোপনে) সেই প্রজাসমূহে তেজ আধান করিয়াছিলেন। এই যে গার্হপত্য অগ্নি, ইনিই "অহিবুর্ধ্ন্যঃ"। এতদ্দ্বারা গার্হপত্য অগ্নির সাহায্যেই সেই প্রজাগণে পরোক্ষভাবে তেজ আধান করা হইল। সেইজন্য বলা হইয়াছে যে, হোমরহিত ব্যক্তি অপেক্ষা হোমকারী ব্যক্তি অতিশয় শ্রেষ্ঠ।

---

(২) "আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে ॥" ইত্যাদি ঋকৃত্রয়। ১০।৯।১-৩।

(৩) অহিবুর্ধ্ন্যঃ অগ্নিবিশেষের নাম। (সায়ণ) শস্ত্রান্তর্গত "উত নোহহিবুর্ধ্ন্যঃ" (৬।৫০।১৪) এই মন্ত্র পাঠের প্রশংসার্থ এই আখ্যায়িকা।

ত্রয়োদশ খণ্ড

আগ্নিমারুত শস্ত্র

আগ্নিমারুত শস্ত্রের অন্তর্গত অন্যান্য মন্ত্রের বিধান—"দেবানাং পত্নীঃ··· শংস্তব্যম্"

গৃহপতি অগ্নির পশ্চাৎ "দেবানাং পত্নীঃ" ইত্যাদি [ঋকৃদ্বয়] পাঠ করা হয়।[১] সেইজন্য পত্নী [যজ্ঞশালাতে] গার্হপত্য অগ্নির পশ্চাতে বসেন[২]।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] কেহ কেহ বলেন, [দেবপত্নীদের] পূর্ব্বে রাকার উদ্দিষ্ট ঋক্ পাঠ করিবে ;[৩] [দেবগণের] ভগিনীর উদ্দেশেই সোমপানের প্রথমাংশ বিধেয়। কিন্তু এ মত আদরণীয় নহে। পূর্ব্বে দেবপত্নীগণের উদ্দিষ্ট ঋক্ পাঠ কর্ত্তব্য। এই যে গার্হপত্য অগ্নি, ইনিই পত্নীগণে রেতঃ আধান করেন। এতদ্দ্বারা গার্হপত্য অগ্নির সাহায্যেই পত্নীতে প্রত্যক্ষভাবে রেতঃ আধান করা হয়। তাহাতে প্রজোৎপত্তি ঘটে। যে ইহা জানে সে প্রজাদ্বারা ও পশু দ্বারা উৎপন্ন হয়। আর সেইজন্যই সহোদরা ভগিনীকে পরোদরজাতা পত্নীর অনুজীবিনী হইয়া জীবিত থাকিতে হয়।[৪]

---

(১) ৫।৪৬।৭-৮। পূর্ব্বোক্ত "উত নো অহির্বুধ্ন্যঃ" ইত্যাদি ঋক্ গৃহপতি অগ্নির উদ্দিষ্ট, ঐ ঋক্ পাঠের পর দেবপত্নীগণের উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ কবিবে, ইহাই তাৎপর্য্য।

(২) যজ্ঞশালাতে গার্হপত্য অগ্নির নিকটে যজমানের পত্নীর আসন নির্দ্দিষ্ট থাকে।

(৩) রাকা সম্পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলযুক্তা পৌর্ণমাসী বা তদভিমানিনী দেবতা। ইনি দেবগণের ভগিনী।

(৪) দেবভগিনীকে প্রথমে সোম না দিয়া দেবপত্নীদিগকেই দেওয়া হইল। জনসমাজেও ভগিনীর অপেক্ষা পত্নীর আদর অধিক।

[তৎপরে] রাকার উদ্দিষ্ট ঋক্ পাঠ করিবে।[৫] পুরুষের শিশ্নের উপরে যে সেবনী (সেলাই চিহ্ন) আছে, রাকাই তাহা সীবন করিয়াছেন। যে ইহা জানে, তাহার পুরুষ পুত্র জন্মে। পাবীরবীর উদ্দিষ্ট ঋক্ পাঠ করিবে।[৬] বাগ্দেবী সরস্বতীই পাবীরবী; এতদ্দ্বারা বাগ্দেবতাতেই বাক্যের (মন্ত্রের) স্থাপনা হয়।

এ বিষয়ে কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, আগে যমদৈবত ঋক্ পাঠ করিবে, না পিতৃদৈবত ঋক্ পাঠ করিবে? [উত্তর] পূর্ব্বে "ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদ" এই যমদৈবত ঋক্ই পাঠ করিবে[৭]। রাজারই পূর্ব্বে পানে অধিকার[৮]; সেইজন্য যমদৈবত ঋক্ই পূর্ব্বে পাঠ করিবে।

"মাতলী. কব্যৈর্যমো অঙ্গিরোভিঃ[৯]—কাব্যগণের এই ঋক্ পূর্ব্বোক্ত ঋকের পশ্চাৎ পাঠ করিবে। কাব্যগণ[১০] দেবগণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, পিতৃগণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; সেইজন্য [পূর্ব্বোক্ত যমদৈবত মন্ত্রের] পশ্চাৎ কাব্যগণের ঋক্ পাঠ করিবে।

"উদীরতামবর উৎ পরাসঃ উন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ"[১১]—নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মধ্যম ত্রিবিধ পিতৃগণই সোমযোগ্য, তাঁহারা উৎকর্ষ লাভ করুন—ইত্যাদি পিতৃদৈবত ঋক্ত্রয় পাঠ করিবে;

(৫) "রাকামহং সুহবাং" ইত্যাদি ঋক্দ্বয় ২।৩২।৪-৫।

(৬) ৬।৪৯।৭ পাবস্থ শোধস্থ হেতুত্বাৎ পাবীরবী বাগ্দেবী (সায়ণ)

(৭) ১০।১৪।৪।

(৮) যমঃ পিতৃণাং রাজা ইতি শ্রুতিঃ—সায়ণ।

(৯) ১০।১৪।৩।

(১০) কাব্যা দেবানাং স্তোতারঃ কেচিদধমজাতিবিশেষাঃ—সায়ণ।

(১১) ১০।১৫।১-৩।

ঐ [প্রথম] মন্ত্র পাঠে [পিতৃগণের মধ্যে] যাঁহারা অধম, যাঁহারা উত্তম ও যাঁহারা মধ্যম, তাঁহাদের কাহাকেও পরিত্যাগ না করিয়া প্রীত করা হয়।

"আহং পিতৃন্ সুবিদত্রাঁ অবিৎসি" [১২] এই দ্বিতীয় [পিতৃদৈবত] ঋক্ পাঠ করিবে। উহার "বর্হিষদো যে স্বধয়া সুতস্য" এই চরণে যে "বর্হিষদঃ" পদ আছে, তাহাতে, বর্হি (কুশ) পিতৃগণের প্রিয় ধাম, ইহাই বুঝাইতেছে। এতদ্দারা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রিয়ধাম দ্বারাই সমৃদ্ধ করা হয়। যে ইহা জানে, সে প্রিয় ধাম দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

"ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্ত্বদ্য" [১৩] এই নমস্কারযুক্ত ঋক্‌কে [ঐ তিনটি পিতৃদৈবত ঋকের] শেষে পাঠ করিবে। এইজন্য [শ্রাদ্ধাদির] অন্তেই পিতৃগণকে নমস্কার করা হয়।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, পিতৃদৈবত এই তিনটি ঋক্ [প্রতি মন্ত্রের পূর্ব্বে] আহাব করিয়া পাঠ করিবে, না, আহাব না করিয়া পাঠ করিবে ? [উত্তর] [প্রতি মন্ত্রের পূর্ব্বে] আহাব করিয়াই পাঠ করিবে। কেননা, পিতৃযজ্ঞের অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করা উচিত ; যে হোতা [প্রতি মন্ত্রের পূর্ব্বে] আহাব করিয়া [পিতৃদৈবত ঋক্] পাঠ করেন, তিনি অসমাপ্ত পিতৃযজ্ঞকে সমাপ্ত করেন। সেই জন্য আহাব করিয়াই পাঠ করা উচিত।

---

(১২) ১০।১৫।৩।

(১৩) ১০।১৫।২।

চতুর্দ্দশ খণ্ড

আগ্নিমারুত শস্ত্র

তদনন্তর আগ্নিমারুতে অন্যান্য ঋকের বিধান যথা—"স্বাদুষ্কিলায়ং...... প্রতিষ্ঠাপয়তি"

"স্বাদুষ্কিলায়ং মধুমাঁ উতায়ম্"[১] ইত্যাদি মন্ত্র ইন্দ্রের; ঐ ইন্দ্রদৈবত অনুপানীয় মন্ত্র [চারিটি] পাঠ করা হয়। ইন্দ্র তৃতীয় সবনের পরে এই মন্ত্র কয়টির দ্বারা [প্রশংসিত হইয়া] সোম পান করিয়াছিলেন; ইহাই অনুপানীয় মন্ত্রগুলির অনুপানীয়ত্ব। হোতা যখন এই সকল মন্ত্র পাঠ করেন, তখন দেবতাগণ মত্ত (হৃষ্ট) হন; সেইজন্য এই মন্ত্র পাঠকালে [অধ্বর্য্যু] মদ্-শব্দ-যুক্ত মন্ত্রে প্রতিগর করিবেন।[২]

"যয়োরোজসা স্কভিতা রজাংসি"[৩] এই বিষ্ণু-বরুণ-দৈবত ঋক্ পাঠ করা হয়। বিষ্ণুই যজ্ঞের বৈকল্য রক্ষা করেন, আর বরুণ যজ্ঞের সাকল্য রক্ষা করেন; এতদ্দ্বারা তদুভয়েরই শান্তি ঘটে।

"বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচম্"[৪] এই বিষ্ণুদৈবত ঋক্ পাঠ করা হয়। যেমন সুমতি-সম্পাদিত কর্ম্ম [ফলপ্রদ], বিষ্ণুও যজ্ঞের পক্ষে সেইরূপ; অপিচ [কৃষক] যেরূপ

---

(১) ৬।৪৭।১-৪।

(২) এস্থলে "মদামো দৈব" এই মন্ত্রে অধ্বর্য্যু হোতার আহাবের প্রত্যুত্তরে প্রতিগর করেন।

(৩) শাকলসংহিতায় নাই। আশ্বলায়ন উদ্ধৃত করিয়াছেন। (আশ্ব০ শ্রৌ০ সূ০ ৫।২০)

(৪) ১।১৫৪।১।

মন্দভাবে কর্ষিত ভূমিকে [পরে] উত্তম রূপে কর্ষিত করে, এবং [অন্য লোকে] দুর্ম্মতিকৃত কর্ম্মকে পরে সুমতি-সম্পাদিত কর্ম্মে পরিণত করিয়া থাকে, সেইরূপ হোতা যখন ঐ মন্ত্র পাঠ করেন, তখন [বিষ্ণু] যজ্ঞে অপকৃষ্টভাবে যে স্তব গীত হইয়াছে, তাহাকে উৎকৃষ্ট স্তবে ও অপকৃষ্ট-ভাবে যে শস্ত্র পঠিত হইয়াছে, তাহাকে উৎকৃষ্ট শস্ত্রে পরিণত করিয়া থাকেন।

"তন্তুং তন্বন্‌রজসো ভানুমন্বিহি" ‘—অহে প্রজাপতি, তুমি তন্তু (পুত্রাদি সন্ততি) সন্তত (বিস্তারিত) করিয়া জগতের ভানুকে (জগৎপ্রকাশক সূর্য্যকে) অনুসরণ কর—এস্থলে প্রজাই (পুত্রাদিই) তন্তু ; এতদ্দ্বারা যজমানের প্রজাকেই সন্তত (বিস্তৃত) করা হয়। "জ্যোতিষ্মতঃ পথো রক্ষ ধিয়া কৃতান্"—বুদ্ধিপূর্ব্বক সম্পাদিত জ্যোতির্ময় [স্বর্গের] পথ রক্ষা কর—এই [দ্বিতীয় চরণে] দেবযানই জ্যোতিষ্মান্ পথ; এতদ্দ্বারা যজমানের উদ্দেশে সেই পথেরই বিস্তার করা হয়। "অনুল্বণং বয়ত জোগুবামপো মনুর্ভব জনয়া দৈব্যং জনম্"—আমাদের অনুষ্ঠানশীল পুত্রাদির কর্ম্ম অনতিরেকে নির্ব্বাহ কর, দেবপূজক জনের উৎপাদন কর ও মনুস্বরূপ হও—এই [তৃতীয় ও চতুর্থ] চরণপাঠে যজমানকে মনুর প্রজা দ্বারা (মনুষ্যরূপী সন্তান দ্বারা) সন্তত (বিস্তৃত) করা হয়। তাহাতে প্রজোৎপত্তি ঘটে। যে ইহা জানে, সে প্রজাদ্বারা ও পশুদ্বারা [সমৃদ্ধ হইয়া] উৎপন্ন হয়।

---

(৫) ১০।৫৩।৬।

"এবা ন ইন্দ্রো মঘবা বিরপ্‌শি" [৬] এই অন্তিম ঋকে [আগ্নিমারুত শস্ত্র] সমাপ্ত করিবে। এই মন্ত্রে এই ভূমিই ইন্দ্র এবং মঘবা (ধনবান্) এবং বিরপ্‌শী (সর্ব্বদা উদ্যমশীল)। "করৎসত্যা চর্ষণীধৃদনর্বা"—এই [দ্বিতীয় চরণেও] এই ভূমিই চর্ষণীধৃৎ (মনুষ্যগণের পালক), অনর্বা (অশ্বরহিত) এবং সত্যস্বরূপ। "ত্বং রাজা জনুষাং ধেহ্যস্মে"—এই [তৃতীয় চরণেও] এই ভূমিই "জনুষাং রাজা" (জাত পদার্থের রাজা)। "অধি শ্রবো মাহিনং যজ্জরিত্রে"—এই [চতুর্থ চরণেও] এই ভূমিই "মাহিন" (মহত্ত্ব) "যজ্ঞশ্রব" (যজ্ঞস্বরূপ ও কীর্ত্তি-স্বরূপ) এবং যজমানই "জরিতা" (স্তোতা)। এতদ্দ্বারা যজমানের জন্যই আশিষ প্রার্থনা হয়।[৭]

ভূমি স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্রে [শস্ত্রপাঠ] সমাপ্ত করিবে। এতদ্দ্বারা যে ভূমিতে যজ্ঞের সম্ভার হয়, সেখানেই এই যজ্ঞকে অবশেষে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

অনন্তর আগ্নিমারুত শস্ত্রের যাজ্যা বিধান যথা "অগ্নে মরুদ্ভিঃ...প্রীণয়তি"

"অগ্নে মরুদ্ভিঃ শুভয়দ্ভি ঋক্বভিঃ" [৮] এই অগ্নি-মরুদ্-দৈবত

---

(৬) ৪।১৭।২০।

(৭) "মঘবা ধনবান্। বিরপ্‌শী সর্ব্বদা উদ্যুক্তঃ। চর্ষণীশব্দো মনুষ্যবাচী তান্ ধারয়তি পোষয়তি চর্ষণীধৃৎ ইন্দ্রঃ। অনর্ব্বা অশ্বং পরিত্যজ্য যাগভূমাবুপবিষ্টত্বাদশ্বরহিতঃ। জনুষাং রাজা জাতানাং রাজা। জরিত্রে স্তোত্রে যজমানায়। মাহিনং মহত্ত্বম্। শ্রবঃ কীর্ত্তিঃ।" এই যে ইন্দ্র, যিনি মঘবা ও সর্ব্বদা উদ্যমশীল ও যিনি মনুষ্যগণের পোষক, যিনি অশ্ব ছাড়িয়া যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হন, তিনি আমাদের কর্ম্ম সম্পাদন করুন; অহে ইন্দ্র, তুমি জাতপদার্থের রাজা হইয়া যজমানে কীর্ত্তি ও মহত্ত্ব আধান কর। মন্ত্রটি ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট। এই ঋকটি পাঠ করিয়া ভূমিস্পর্শ করিতে হয়। ভূমিই উক্ত ঋকের উদ্দিষ্ট দেবতা ইন্দ্রের স্বরূপ; সেই হেতু যে সকল বিশেষণ ইন্দ্রের, তাহা ভূমিপক্ষেও প্রযোজ্য।

(৮) ৫।৬০।৮।

মন্ত্রকে আগ্নিমারুত শস্ত্র পাঠের পর যাজ্যা করিবে। এতদ্দ্বারা দেবতাগণকে আপনারই ভাগ দ্বারা প্রীত করা হয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

অগ্নিষ্টোম

অগ্নিষ্টোম সকল সোমযজ্ঞের প্রকৃতি; তৎসম্বন্ধে উপাখ্যান যথা—"দেবা বৈ···অপিয়ন্তি"

পুরাকালে দেবগণ অসুরদিগকে জয় করিবার জন্য তাহাদের সহিত যুদ্ধের উপক্রম করিয়াছিলেন; অগ্নি তাঁহাদের অনুগমনে ইচ্ছা করেন নাই। দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আইস, তুমিও আমাদের মধ্যেই একজন। তিনি বলিলেন, আমার স্তব না করিলে আমি তোমাদের অনুগমন করিব না, শীঘ্র আমার স্তব কর। তাহাই হউক, এই বলিয়া দেবগণ উত্থিত হইয়া তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার স্তব করিলেন। অগ্নিও স্তবের পর তাঁহাদের অনুগমন করিলেন।

সেই অগ্নি শ্রেণিত্রয়যুক্ত ও অনীকত্রয়যুক্ত হইয়া বিজয়ের জন্য অসুরগণের নিকট যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি ছন্দোগণকেই[১] তিন শ্রেণিতে পরিণত করিয়াছিলেন বলিয়া

---

(১) সবনত্রয়ে ব্যবহৃত গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্‌ ও জগতী এই তিন ছন্দের এখানে উল্লেখ হইতেছে। অনীক=সেনাপতি। (সায়ণ)।

শ্রেণিত্রয়যুক্ত এবং সবনসমূহকে অনীকে[২] পরিণত করিয়াছিলেন বলিয়া অনীকত্রয়যুক্ত হইয়াছিলেন। তখন তিনি অসুরদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়াছিলেন। তখন হইতে দেবগণ জয়ী হইলেন ও অসুরেরা পরাভূত হইল। যে ইহা জানে, সে জয়ী হয় ও তাহার দ্বেষকারী পাপী শত্রু পরাভূত হয়।

এই যে অগ্নিষ্টোম, ইনিই সেই গায়ত্রী। কেননা, গায়ত্রীর চব্বিশ অক্ষর, আর অগ্নিষ্টোমেরও স্তোত্র ও শস্ত্র চব্বিশটি[৩]।

এ স্থলে [ব্রহ্মবাদীরা] বলিয়া থাকেন, অন্নময় [অগ্নিষ্টোম] সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইলে [যজমানকে] সুধাতে (স্বর্গে) স্থাপন করেন ;—এই বাক্যের লক্ষ্য গায়ত্রী। কেননা গায়ত্রী ক্ষমায় (পৃথিবীতে) ক্রীড়া করেন না ; তিনি ঊর্দ্ধগামিনী হইয়া যজমানকে লইয়া স্বর্গে গমন করেন। অগ্নিষ্টোমও ঐ বাক্যের লক্ষ্য, কেননা অগ্নিষ্টোমও পৃথিবীতে ক্রীড়া করেন না ; তিনিও ঊর্দ্ধগামী হইয়া যজমানকে লইয়া স্বর্গে গমন করেন।

এই যে অগ্নিষ্টোম, তিনিই সংবৎসর। কেননা সংবৎসরে অর্দ্ধমাস চব্বিশটি, আর অগ্নিষ্টোমেও স্তোত্র ও শস্ত্র চব্বিশটি।

---

(২) প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন, এই তিন সবন।

(৩) অগ্নিষ্টোমে স্তোত্র সংখ্যা বারটি যথা—বহিষ্পবমান, মাধ্যন্দিন পবমান, আর্ভবপবমান এই তিন পবমান স্তোত্র, চারিটি আজ্যস্তোত্র ও চারিটি পৃষ্ঠস্তোত্র ও একটি যজ্ঞাযজ্ঞীয় স্তোত্র। শস্ত্রসংখ্যাও বারটি যথা—আজ্য, প্রউগ, নিষ্কেবল্য, মরুত্বতীয়, বৈশ্বদেব, আগ্নি-মারুত, হোতৃপাঠ্য এই ছয়টি ও তদ্ব্যতীত হোত্রকপাঠ্য তদনুরূপ আর ছয়টি। সর্ব্বসাকল্যে স্তোত্র ও শস্ত্রের সংখ্যা চব্বিশ।

স্রোতস্বতীসকল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ সকল যজ্ঞক্রতুই[৪] অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্নিষ্টোম

অগ্নিষ্টোমের পুনরায় প্রশংসা যথা—"দীক্ষণীয়েষ্টিঃ...অপ্যেতি"

[অগ্নিষ্টোমের আরম্ভে] দীক্ষণীয়েষ্টি অনুষ্ঠিত হয়; তদনুসারী যে সকল ইষ্টি, তাহারা সকলেই অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে।[১]

[দীক্ষণীয়েষ্টিতে] ইড়ার উপাহ্বান হয়[২]; পাকযজ্ঞসকল[৩] ইড়াসদৃশ। যে সকল পাকযজ্ঞ ইড়ার অনুসারী, তাহারাও সকলে অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে।

সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র হোম করা হয়; [দীক্ষিত ব্যক্তি] সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ব্রত প্রদান করেন[৪]। অগ্নিহোত্র হোম স্বাহা উচ্চারণ সহকারে হয়; ব্রত

---

(৪) উকথ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, অহীন সত্র প্রভৃতি সকল সোমযাগই অগ্নিষ্টোমের বিকৃতি।

(১) অগ্নিষ্টোমে অনুষ্ঠিত অন্যান্য ইষ্টিও দীক্ষণীয়েষ্টির বিকৃতি মাত্র।

(২) ইড়ার আহ্বান সম্বন্ধে পূর্ব্বে দেখ।

(৩) আশ্বলায়ন মতে হুত, প্রহুত ও আহুত এই তিনটি পাকযজ্ঞ। অন্য সূত্রকারের মতে হুত, প্রহুত, আহুত, শূলগব, বলিহরণ, প্রত্যবরোহণ, অষ্টকাহোম এই সাতটি পাকযজ্ঞ। মতান্তরে শ্রবণাকর্ম্ম, সর্পবলি, আশ্বযুজী, আগ্রয়ণ, প্রত্যবরোহণ, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ ও অষ্টকা এই কয়টি পাকযজ্ঞ। পাকযজ্ঞে গৃহস্থ আপনার স্মার্ত্ত অগ্নিতে হোম করেন।

(৪) অগ্নিহোত্র প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় অনুষ্ঠেয় হোম। অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে দীক্ষিত যজমানের

প্রদানও সেইরূপ স্বাহা উচ্চারণ সহ হইয়া থাকে। এই স্বাহাকারেরই অনুসরণ করিয়া অগ্নিহোত্রও অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে[৫]।

[অগ্নিষ্টোমান্তর্গত] প্রায়ণীয় ইষ্টিতে পোনেরটি সামিধেনী মন্ত্র বিহিত ; দর্শ ও পূর্ণমাসেও [সামিধেনী মন্ত্র] পোনেরটি। এই হেতু দর্শ-পূর্ণমাসও প্রায়ণীয়ের অনুসারী হওয়ায় অগ্নিষ্টোমেই প্রবেশ করে।

[অগ্নিষ্টোমে] রাজা সোমকে ক্রয় করা হয়। রাজা সোম ঔষধস্বরূপ ; যাহার চিকিৎসা করা হয়, ওষধিদ্বারাই তাহার চিকিৎসা হয়। যে সকল ভেষজ (ঔষধ) এইরূপে ক্রীয়মাণ রাজা সোমের অনুযায়ী, তাহারাও সকলে অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে।

[অগ্নিষ্টোমগত] আতিথ্য কর্ম্মে অগ্নির মন্থন হয়। চাতুর্মাস্যেও অগ্নির মন্থন হয়। আতিথ্যের অনুসারী হওয়ায় চাতুর্মাস্য সকলও অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে।

প্রবর্গ্য যজ্ঞে দুগ্ধ দ্বারা [হোম] সম্পাদিত হয়। দাক্ষায়ণ যজ্ঞেও দুগ্ধ দ্বারা [হোম সম্পাদিত] হয়। প্রবর্গ্যের অনুযায়ী হওয়ায় দাক্ষায়ণ যজ্ঞ অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে[৬]।

নিয়মপূর্ব্বক প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুগ্ধ পানের নাম ব্রতপ্রদান (পূর্ব্বে দেখ)। অগ্নিষ্টোমে দীক্ষিতকে তিনদিন এই ব্রত প্রদান করিতে হয়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় বৎস কর্ত্তৃক দুগ্ধপানের পর গাভী দোহন করিয়া সেই দুগ্ধ যজমান পান করেন।

(৫) অগ্নিহোত্র হোমের মন্ত্র "অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা" ; ব্রতদানের মন্ত্র যথা "তে নঃ পান্তু তে নোঽবন্তু তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহা"। উভয়ত্র স্বাহাকার থাকায় অগ্নিহোত্রও অগ্নিষ্টোমের অনুগত।

(৬) দাক্ষায়ণ যজ্ঞ দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি। পুরোডাশ দধি ও দুগ্ধ ইহার হব্য।

উপবসথ দিনে পশুকর্ম্ম বিহিত হয়[7]। যে সকল পশুবন্ধ তাহার অনুসারী, তাহারাও অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে।

ইড়াদধ নামক যজ্ঞক্রতু,—তাহাতে দধিদ্বারা [হোম] অনুষ্ঠিত হয়; দধিঘর্ম্মেও দধি দ্বারা [হোম] অনুষ্ঠিত হয়। দধিঘর্ম্মের অনুসারী হওয়ায় ইড়াদধও অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে[8]।

তৃতীয় খণ্ড

অগ্নিষ্টোম

অগ্নিষ্টোমের পূর্ব্ববর্ত্তী যজ্ঞসমূহের অগ্নিষ্টোমপ্রবেশ দেখান হইল। এখন পরবর্ত্তী যজ্ঞসকলেরও অগ্নিষ্টোমের অন্তর্ব্বর্ত্তিতা প্রদর্শিত হইতেছে যথা—"ইতি নু…এবং বেদ"

এ পর্য্যন্ত [অগ্নিষ্টোমের] পূর্ব্ববর্ত্তী [যজ্ঞবিষয়ক]; অনন্তর [অগ্নিষ্টোমের] পরবর্ত্তী [যজ্ঞ বিষয়ে বলা হইবে]। উক্‌থ্যের[1] পোনেরটি স্তোত্র ও পোনেরটি শস্ত্র। অতএব উহা [শস্ত্র ও স্তোত্র একত্র যোগে ত্রিশটি হওয়ায়] মাসস্বরূপ; মাস হইতেই সংবৎসর সম্পাদিত হয়; সংবৎসরই অগ্নি বৈশ্বানর এবং অগ্নিই অগ্নিষ্টোম। সংবৎসরের অনুসরণ করিয়া উক্‌থ্য অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে। তৎপ্রবিষ্ট উক্‌থ্যের অনুসরণ করিয়া বাজপেয়ও উক্‌থ্যস্বরূপ হয় ও অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে।

---

(৭) সোমাভিষবের পূর্ব্ব দিন উপবসথ। পূর্ব্বে দেখ। সেই দিন অগ্নীষোমীয় পশুকর্ম্ম বিহিত।

(৮) ইড়াদধ যজ্ঞও দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি। দধিঘর্ম্ম অগ্নিষ্টোমের অন্তর্গত। মাধ্যন্দিন সবনে মরুত্বতীয় শস্ত্র পাঠের পর দধি হইতে প্রস্তুত হব্য আহুতির পর ঋত্বিকেরা উহা ভক্ষণ করেন।

(১) উক্‌থ্য, ষোড়শী প্রভৃতি ক্রতু অগ্নিষ্টোমেরই বিকৃতি।

[অতিরাত্র যজ্ঞে] রাত্রির পর্য্যায় বারটি[২]; তাহারা সকলেই পঞ্চদশ [স্তোমবিশিষ্ট]; [তন্মধ্যে] দুই দুই [পর্য্যায়] এক যোগে [স্তোমসংখ্যা] ত্রিশটি হয়। [অথবা] ষোড়শি-সাম[৩] একুশটি; আর সন্ধি (তন্নামক স্তোত্র) ত্রিরাবৃত্ত তিন (অর্থাৎ নয়টি); এইরূপেও উহা [একুশ ও নয় একযোগে] ত্রিশটি হয়। এইরূপে অতিরাত্র মাসের স্বরূপ; কেননা মাসে রাত্রি ত্রিশটি। মাস হইতে সংবৎসর সম্পাদিত হয়। সংবৎসরই অগ্নি বৈশ্বানর; অগ্নিই অগ্নিষ্টোম। এইরূপে সংবৎসরের অনুসরণ করিয়া অতিরাত্র অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে।

তৎপ্রবিষ্ট অতিরাত্রের অনুসরণ করিয়া অপ্তোর্যাম অতিরাত্রস্বরূপ হয় এবং অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে।

এইরূপে যে সকল যজ্ঞক্রতু [অগ্নিষ্টোমের] পূর্ব্ববর্ত্তী ও যাহারা পরবর্ত্তী, তাহারা সকলেই অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে।

[উদ্গাতৃগণ কর্ত্তৃক] সম্যক্‌রূপে স্তুত হইয়া অগ্নিষ্টোমের স্তোত্রান্তর্গত মন্ত্রসংখ্যা একশ নব্বইটি হয়[৪]। তন্মধ্যে যে

---

(২) অতিরাত্রযাগে সন্ধ্যার পর ষোড়শী গ্রহ হইতে হোমের পর ঋত্বিকেরা চমস হইতে সোমপান করেন। এই ক্রিয়া রাত্রিকালে দ্বাদশ বার অনুষ্ঠিত হয়। এক একবার অনুষ্ঠানে এক এক পর্য্যায়।

(৩) ষোড়শস্তোত্রে ঋক্ গুলিকে একুশটি সামে পরিণত করিয়া উদ্গাতারা গান করেন।

(৪) মন্ত্র সংখ্যা যথা—

প্রাতঃসবনে—

বহিষ্পবমান স্তোত্রে	৯
চারিটি আজ্যস্তোত্রে	৪ × ১৫ = ৬০

মাধ্যন্দিন সবনে—

মাধ্যন্দিন পবমান স্তোত্রে	১৫

নব্বইটি, তাহাতে দশটি ত্রিবৃৎ (ত্রিরাবৃত্ত তিন অর্থাৎ নয় মন্ত্রাত্মক) স্তোম হয়। আর যে নব্বইটি, তাহাতেও দশটি ত্রিবৃৎ স্তোম হয়। আর [অবশিষ্ট] যে দশটি, তাহাতে একটি স্তোত্রগত মন্ত্র অতিরিক্ত থাকে; [উহাকে ছাড়িলে অবশিষ্ট নয় মন্ত্রে] একটি ত্রিবৃৎ অবশিষ্ট থাকে। ঐ ত্রিবৃৎ স্তোম একবিংশতিতম হইয়া [অন্যগুলির] উপরে স্থাপিত হইয়া [আদিত্যের মত] প্রকাশ পায়।[৫] অথবা উহা স্তোম-সকলের মধ্যে বিষুব-স্বরূপ;[৬] কেননা দশটি ত্রিবৃৎ উহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও দশটি পরবর্ত্তী; এবং এইটি মধ্যে থাকিয়া এক-বিংশতিতম হইয়া উভয় দিকেই [অন্য বিশটি স্তোমের] উপরে স্থাপিত হইয়া প্রকাশ পায়। আর যে স্তোত্রগত মন্ত্রটি অতিরিক্ত হইয়াছে, তাহা ঐ [একবিংশস্থানীয়] স্তোমের

চারিটি পৃষ্ঠস্তোত্রে	৪ × ১৭ = ৬৮
তৃতীয় সবনে—	
আর্ভবপবমান স্তোত্রে	১৭
যজ্ঞাযজ্ঞীয় স্তোত্রে	২১
একযোগে	১৯০

(৫) উল্লিখিত ১৯০ = ১৮৯ + ১ = ৯ × ২১ + ১ = ১০ × ৯ + ১০ × ৯ + ১ × ৯ + ১ নয় মন্ত্রে একটি ত্রিবৃৎ স্তোম। একুশটি ত্রিবৃৎ স্তোম ও অতিরিক্ত একটি মন্ত্র একযোগে ১৯০। উক্ত ১৯০ মন্ত্রের ৯০টিতে দশটি ত্রিবৃৎ হয়। আর ৯০টিতে আর দশটি ত্রিবৃৎ। বাকি দশটি মন্ত্রে আর একটি ত্রিবৃৎ হইয়া একটি মন্ত্র অবশিষ্ট থাকে। এই শেষোক্ত একবিংশ ত্রিবৃৎ আদিত্য-স্বরূপ ও অতিরিক্ত মন্ত্রটি যজমানস্বরূপ। "দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবঃ ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশঃ" এই শ্রুত্যনুসারে আদিত্য একবিংশতি-সংখ্যাপূরক; এইহেতু একবিংশ ত্রিবৃৎও আদিত্যস্বরূপ। ঐ আদিত্যস্বরূপ ত্রিবৃৎকে বিষুবস্বরূপও মনে করা যাইতে পারে।

(৬) গবাময়ন সত্র একুশদিনে সম্পাদিত হয়। উহার পূর্ব্বে দশ দিন, পরে দশ দিন, মধ্যে এক দিন; ঐ মধ্যবর্ত্তী দিনকে বিষুব দিন বলে। এই মধ্যবর্ত্তী বিষুবদিনের সহিত একবিংশ ত্রিবৃৎ স্তোমের সাদৃশ্য।

উপর স্থাপিত হয়; উহা যজমানস্বরূপ। অপিচ উহা দেবগণের ক্ষত্রস্বরূপ ও শত্রুদমন সৈন্যস্বরূপ।

যে ইহা জানে, সে দেবগণের ক্ষত্র ও শত্রুদমন সৈন্য লাভ করে ও তাহার সাযুজ্য সারূপ্য ও সালোক্য লাভ করে।

চতুর্থ খণ্ড

অগ্নিষ্টোম

অগ্নিষ্টোমসম্বন্ধে আখ্যায়িকা যথা—"দেবা বা……এবং বেদ"

দেবগণ পুরাকালে অসুরদিগের সহিত [যুদ্ধে] জয়লাভ করিয়া ঊর্দ্ধে গিয়া স্বর্গলোক পাইয়াছিলেন। [তন্মধ্যে] অগ্নি দ্যুলোক স্পর্শ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বর্গলোকের দ্বার আবৃত করিলেন। অগ্নিই স্বর্গলোকের অধিপতি। বসুগণ প্রথমে তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাঁকে বলিলেন, [তোমাকে] অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে [স্বর্গে] যাইতে দাও, আমাদের জন্য পথ কর। অগ্নি বলিলেন, স্তব না করিলে আমি [দ্বার] ছাড়িব না; শীঘ্র আমার স্তব কর। তাহাই করিব, এই বলিয়া তাঁহারা অগ্নিকে ত্রিবৃৎ স্তোম দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন। স্তুত হইয়া অগ্নি তাঁহাদিগকে [স্বর্গে] যাইতে দিয়াছিলেন; তাঁহারাও যথাস্থানে গমন করিয়াছিলেন।

[তার পর] রুদ্রগণ অগ্নির নিকট আসিলেন ও তাঁহাকে বলিলেন, [তোমাকে] অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে স্বর্গে

যাইতে দাও, আমাদিগের জন্য পথ কর। তিনি বলিলেন, স্তব না করিলে আমি [দ্বার] ছাড়িব না, শীঘ্র আমার স্তব কর। তাহাই করিব বলিয়া তাঁহারা অগ্নিকে পঞ্চদশ স্তোমদ্বারা স্তব করিলেন। স্তুত হইয়া অগ্নি তাঁহাদিগকে যাইতে দিলেন। তাঁহারাও যথাস্থানে গমন করিলেন।

[তখন] আদিত্যগণ অগ্নির নিকট আসিলেন। তাঁহারা ইহাঁকে বলিলেন, [তোমাকে] অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে [স্বর্গে] যাইতে দাও, আমাদের জন্য পথ কর। তিনি বলিলেন, স্তব না করিলে আমি [দ্বার] ছাড়িব না, শীঘ্র আমার স্তব কর। তাহাই করিব বলিয়া তাঁহারা অগ্নিকে সপ্তদশ স্তোমদ্বারা স্তব করিয়াছিলেন। স্তুত হইয়া তিনি তাঁহাদিগকে যাইতে দিলেন। তাঁহারাও যথাস্থানে গমন করিলেন।

[তখন] বিশ্বদেবগণ অগ্নির নিকট আসিলেন। তাঁহারা ইহাঁকে বলিলেন, [তোমাকে] অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে [স্বর্গে] যাইতে দাও, আমাদের জন্য পথ কর। তিনি বলিলেন, স্তব না করিলে আমি [দ্বার] ছাড়িব না, শীঘ্র আমার স্তব কর। তাহাই করিব বলিয়া তাঁহারা একবিংশ স্তোম দ্বারা অগ্নির স্তব করিলেন। স্তুত হইয়া অগ্নি তাঁহাদিগকে যাইতে দিলেন, তাঁহারাও যথাস্থানে গমন করিলেন।

[এইরূপে] দেবগণ এক একটি [ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ] স্তোম দ্বারা অগ্নির স্তব করিয়াছিলেন এবং স্তুত হইয়া অগ্নি তাঁহাদিগকে যাইতে দিয়াছিলেন। তাঁহারাও যথাস্থানে গমন করিয়াছিলেন। এই হেতু যে ব্যক্তি যাগ করে, সে এই সকল (ঐ চারিটি) স্তোম দ্বারা অগ্নির স্তব করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি অগ্নিষ্টোমকে ঐরূপ বলিয়া জানে, তাহাকে [স্বর্গে] যাইতে দেওয়া হয়। যে ইহা জানে, তাহাকেও স্বর্গলোকের অভিমুখে যাইতে দেওয়া হয়।

পঞ্চম খণ্ড

অগ্নিষ্টোম

অগ্নিষ্টোম ও জ্যোতিষ্টোম এই নামের ব্যুৎপত্তি যথা—"স বা এষ···তেনেতি"

এই যে অগ্নিষ্টোম, ইনিই সেই অগ্নি। [দেবগণ স্তোম দ্বারা] তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন, সেই জন্য উহা অগ্নিস্তোম। সেই অগ্নিস্তোমকেই পরোক্ষ নামে অগ্নিষ্টোম বলিয়া ডাকা হয়; কেননা দেবগণ পরোক্ষ নাম ভাল বাসেন।

দেবচতুষ্টয় (বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ) যে চারিটি স্তোম দ্বারা অগ্নির স্তব করিয়াছিলেন, সেই হেতু উহা চতুস্তোম। সেই চতুস্তোমকে পরোক্ষ নামে চতুষ্টোম বলিয়া ডাকা হয়; কেননা দেবগণ পরোক্ষ নাম ভাল বাসেন।

আবার অগ্নি ঊর্দ্ধে গিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ হইলে [দেবগণ] যে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন, সেইজন্য উহা জ্যোতিস্তোম। সেই জ্যোতিস্তোমকে পরোক্ষ নামে জ্যোতিষ্টোম বলিয়া ডাকা হয়; কেননা দেবগণ পরোক্ষ নাম ভাল বাসেন।

রথচক্র যেমন অনন্ত, সেইরূপ এই যে যজ্ঞক্রতু (অগ্নিষ্টোম)—ইহার আদি নাই ও অন্ত নাই; কেননা এই যে

অগ্নিষ্টোম, ইহার যেমন প্রায়ণ (আদি), তেমনই উদয়ন (অন্ত)[১]।

অগ্নিষ্টোমকে লক্ষ্য করিয়া এই যজ্ঞগাথাটি গীত হয় ;—"যদস্য পূর্ব্বমপরং তদস্য যদ্বস্যাপরং তদ্বস্য পূর্ব্বম্। অহেরিব সর্পণং শাকলস্য ন বিজানন্তি যতরৎ পরস্তাৎ"—যেমন ইহার আরম্ভ, তেমনি ইহার শেষ; আবার যেমন ইহার শেষ, তেমনই ইহার আরম্ভ। শাকল নামক সর্পের মত ইহার গতি; ইহার কোন্ কর্ম্ম পরবর্ত্তী, [কোন্ কর্ম্মই বা পূর্ব্ববর্ত্তী], তাহা বুঝা যায় না।[২] [ঐ গাথার তাৎপর্য্য যে] অগ্নিষ্টোমের প্রায়ণ (আরম্ভ) যেমন, উদয়নও (শেষও) সেইরূপ।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, [প্রাতঃসবনের আদিতে প্রযোজ্য] ত্রিবৃৎ স্তোম যখন প্রায়ণ (আরম্ভ), আর [তৃতীয় সবনের অন্তে প্রযোজ্য] একবিংশ সোম যখন উদয়ন (শেষ), তখন উহারা (আদি ও অন্ত) কিরূপে সমান হইল? [উত্তর] যেটি একবিংশ স্তোম, তাহা ত্রিবৃতের মতই। [ত্রিবৃৎ ও একবিংশ উভয় স্তোমের অন্তর্গত] ঋক্-

(১) রথচক্রের যেখানে আদি সেইখানেই অন্ত; সেইরূপ প্রায়ণীয় কর্ম্ম ও উদয়নীয় কর্ম্ম একবিধ বলিয়া অগ্নিষ্টোমেরও আদি অন্ত সমান।

(২) "শাকলনামা অহিঃ সর্পবিশেষঃ। স চ সর্পণকালে মুখেন পুচ্ছস্য দংশনং কৃত্বা বলয়াকারো ভবতি তত্র কিং মুখং কিংবা পুচ্ছমিতি ন জ্ঞায়তে" (সায়ণ)। ঐ সর্পের যেমন কোথায় মুখ কোথায় পুচ্ছ বুঝা যায় না, সেইরূপ প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় কর্ম্ম একরূপ হওয়ায় অগ্নিষ্টোমেরও আদ্যন্ত পৃথক্ করিয়া বুঝা যায় না।

ত্রয় ত্র্যৃচধর্ম্মযুক্ত, সেই জন্যই [উহারা সমান]; এই উত্তর দিবে।[৩]

ষষ্ঠ খণ্ড

অগ্নিষ্টোম

অগ্নিষ্টোম সম্বন্ধে অন্যান্য কথা—"যো বা এষ......এবং বেদ"

ঐ যিনি (অর্থাৎ যে আদিত্য) তাপ দেন, তিনিই অগ্নিষ্টোম। ঐ [আদিত্য] দিনের সহিত বর্ত্তমান; অগ্নিষ্টোমও এক দিনেই সমাপ্ত হয়;[১] এই জন্য উহাও দিনের সহিত বর্ত্তমান।

যেমন প্রাতঃসবনে, তেমনই মাধ্যন্দিনে, তেমনই তৃতীয় সবনে, কোনরূপ ত্বরা না করিয়া সবনকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপ করিলেই যজমান অপমৃত্যুরহিত হয়। প্রথম দুই সবনে ত্বরা না করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে; সেই নিমিত্ত পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী গ্রামসমূহ বহুজনপূর্ণ হইয়া থাকে। আর তৃতীয় সবনে [কালসংক্ষেপ হেতু] ত্বরা করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান হয়; সেই নিমিত্ত পশ্চিমে দীর্ঘ অরণ্য হইয়া থাকে। যজমানও

---

(৩) প্রাতঃসবনের আরম্ভে ত্রিবৃৎ স্তোমের আশ্রয় "উপাস্মৈ গায়তা নরঃ" ইত্যাদি সূক্ত ঋক্‌ত্রয় যুক্ত। (পূর্ব্বে দেখ) তৃতীয় সবনের শেষে একবিংশ স্তোমের আশ্রয় "যজ্ঞা যজ্ঞা বো অগ্নয়ে" এই সূক্তের দুই প্রগাথেও তিনটি করিয়া ঋক্ আছে। অতএব উভয় স্তোমই ত্র্যৃচধর্ম্মযুক্ত। তিনটি ঋক্ একযোগে ত্র্যৃচ হয়।

(১) অগ্নিষ্টোমের সবনত্রয় একদিনেই অনুষ্ঠিত হয়।

ঐরূপ করিলে অপমৃত্যুযুক্ত হয়েন। সেই নিমিত্ত যেমন প্রাতঃসবনে, তেমনই মাধ্যন্দিনে, তেমনই তৃতীয় সবনে ত্বরা না করিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। তাহা হইলে যজমান অপমৃত্যুরহিত হইবে।

সেই হোতা ঐ আদিত্যের অনুকরণ করিয়া শস্ত্রদ্বারা পর্য্যাবর্ত্তন করিবেন। ঐ আদিত্য যখন প্রাতঃকালে উদিত হন, তখন মন্দ্র (অল্প) তাপ দেন ; সেই জন্য মন্দ্র (অনুচ্চ) স্বরে প্রাতঃসবনে শস্ত্র পাঠ করিবে। আদিত্য যখন উপরে উঠেন, তখন খরতর তাপ দেন ; সেই জন্য মাধ্যন্দিনে উচ্চতর স্বরে শস্ত্র পাঠ করিবে। যখন আদিত্য আরও উপরে উঠেন, তখন খরতমভাবে তাপ দেন ; সেই জন্য তৃতীয় সবনে উচ্চতম স্বরে শস্ত্র পাঠ করিবে। বাক্য যদি হোতার বশ হয়, তবে ঐরূপেই [উচ্চতমস্বরেই] শস্ত্র পাঠ করিবে। বাক্যই শস্ত্র। যাহাতে উত্তরোত্তর [উচ্চ] বাক্যদ্বারা [শস্ত্রপাঠ] সমাপ্তির জন্য উৎসাহ জন্মে, সেইরূপ বাক্যে [শস্ত্রপাঠ] আরম্ভ করিবে। তাহা হইলেই উহা সর্ব্বাপেক্ষা সুপঠিত হইবে।

এই যে [আদিত্য], ইনি কখনই অস্তমিত হন না, উদিতও হন না। তাঁহাকে যখন অস্তমিত মনে করা যায়, তখন তিনি সেই দেশে দিবসের অন্ত (সমাপ্তি) করিয়া তৎপরে আপনাকে বিপর্য্যস্ত করেন, [অর্থাৎ] সেই পূর্ব্ব দেশে রাত্রি করেন ও পর দেশে দিবস করেন। আবার যখন তাঁহাকে প্রাতঃকালে উদিত মনে করা যায়, তখন তিনি রাত্রিরই সেখানে অন্ত (সমাপ্তি) করিয়া পরে আপনাকে বিপর্য্যস্ত

করেন, (অর্থাৎ) পূর্ব্ব দেশে দিবস করেন ও পরদেশে রাত্রি করেন।[১]

এই সেই আদিত্য কখনই অস্তমিত হন না। যে ইহা জানে, সেও কখন অস্তমিত হয় না, পরন্তু তাঁহার (আদিত্যের) সাযুজ্য, সারূপ্য ও সালোক্য লাভ করে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

ইষ্টিসমূহ

দেবগণ কর্তৃক যজ্ঞলাভ সম্বন্ধে আখ্যায়িকা যথা—"যজ্ঞো বৈ...ছন্দোভিশ্চ"

একদা যজ্ঞ ভক্ষ্য অন্ন সমেত দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। দেবগণ বলিলেন, যজ্ঞ ভক্ষ্য অন্ন সমেত আমাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এই যজ্ঞের অনুসরণ করিয়া আমরা অন্নেরও অন্বেষণ করিব। তাঁহারা বলিলেন, কিরূপে অন্বেষণ করিব? ব্রাহ্মণদ্বারা ও ছন্দোদ্বারা [অন্বেষণ] করিব। এই বলিয়া তাঁহারা [যজমানরূপী]

---

(১) সূর্য্য প্রকৃতপক্ষে অস্ত যান না। একস্থানে রাত্রি হইলে অন্যত্র তখন দিন হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। মূলে 'অবস্তাৎ' ও 'পরস্তাৎ' আছে; সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—অবস্তাৎ অতীতে দেশে রাত্রিমেব কুরুতে পরস্তাৎ আগামিনি দেশে অহঃ কুরুতে। ব্রাহ্মণমধ্যে এই বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশেষ আদরণীয়।

ব্রাহ্মণকে ছন্দোদ্বারা দীক্ষিত করিয়াছিলেন ও তাঁহার [দীক্ষণীয়েষ্টি] যজ্ঞকে সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন; অপিচ [দেব-] পত্নীগণেরও সংযাজ করিয়াছিলেন। সেই হেতু এখনও দীক্ষণীয়া ইষ্টিতে যজ্ঞকে সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা হয় ও [দেব-] পত্নীগণেরও সংযাজ করা হয়। [দেবগণকৃত] সেই কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া [মনুষ্যেরাও] তদ্রূপ করিয়া থাকে।

তার পর তাঁহারা প্রায়ণীয় কর্ম্মের বিস্তার করিয়াছিলেন; প্রায়ণীয় কর্ম্ম দ্বারা তাঁহারা যজ্ঞকে অত্যন্ত নিকটে আনিয়া অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত ত্বরা করিয়া কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়াছিলেন, ও সেই প্রায়ণীয় কর্ম্মকে শংযু কর্ম্ম দ্বারা সমাপ্ত করিয়াছিলেন[২]। সেইহেতু অদ্যাপি প্রায়ণীয় শংযু কর্ম্মেই সমাপ্ত করা হয়। [দেবগণকৃত] কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া [মনুষ্যেরাও] তদ্রূপ করিয়া থাকে।

[তৎপরে] তাঁহারা আতিথ্য কর্ম্মের বিস্তার করিয়াছিলেন; আতিথ্য দ্বারা তাঁহারা যজ্ঞকে অত্যন্ত নিকটে আনিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত ত্বরা করিয়া কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়াছিলেন, ও ইড়াকর্ম্মে [আতিথ্যকে] সমাপ্ত করিয়াছিলেন।[৩] সেইহেতু অদ্যাপি আতিথ্য কর্ম্ম ইড়া দ্বারা সমাপ্ত করা হয়। [দেবগণ কৃত] কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া [মনুষ্যেরাও] তদ্রূপ করিয়া থাকে।

---

(২) প্রায়ণীয়েষ্টিতে পত্নীসংযাজ পর্য্যন্ত না যাইয়া শংযুবাক অনুষ্ঠানেই উহা শেষ করা হয়। পূর্ব্বে ৪০ পৃষ্ঠ দেখ।

(৩) আতিথ্যকর্ম্ম ইড়ান্ত হয়। ৬৭ পৃষ্ঠ দেখ।

[তৎপরে] তাঁহারা উপসৎ-সমূহের বিস্তার করিয়াছিলেন ; উপসৎসকল দ্বারা সেই যজ্ঞকে অত্যন্ত নিকটে আনিয়া অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত ত্বরা করিয়া কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা তিনটি সামিধেনী পাঠ করিয়া তিন দেবতার যাগ করিয়াছিলেন ;[৪] সেইহেতু অদ্যাপি উপসৎসমূহে তিনটি সামিধেনী পাঠ করিয়া তিন দেবতার যাগ করা হয়। [দেবগণ-কৃত] কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া [মনুষ্যেরাও] তদ্রূপ করিয়া থাকে।

[তৎপরে] তাঁহারা উপবসথ[৫] কর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিলেন। উপবসথ্য দিনে তাঁহারা পশুকর্ম্ম পাইয়াছিলেন ; তাহা পাইয়া তাঁহারা যজ্ঞকে সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন, অপিচ [দেব-] পত্নীগণেরও সংযাজ করিয়াছিলেন। সেইহেতু অদ্যাপি উপবসথে যজ্ঞকে সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা হয় ও [দেব-] পত্নীগণেরও সংযাজ করা হয়।

সেইহেতু ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্ম সকলে হোতা ক্রমশঃ নীচতর স্বরে অনুবচন পাঠ করিবেন।

এইরূপে উত্তরোত্তর সারবান্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবগণ সেই যজ্ঞকে পাইয়াছিলেন ; সেইজন্য উপবসথে যত [উচ্চ স্বরে] ইচ্ছা করিবে, তেমনি [স্বরে] অনুবচন পাঠ করিবে। তাহা হইলে সেই সোমযাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সেই যজ্ঞকে পাইয়া দেবগণ বলিলেন, [অহে যজ্ঞ], তুমি

---

(৪) উপসদের উদ্দিষ্ট দেবতাত্রয় অগ্নি সোম ও বিষ্ণু ; পূর্ব্বে ৯০ পৃষ্ঠ দেখ।

(৫) উপবসথ দিবসে অনুষ্ঠিত অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট পশুকর্ম্ম।

আমাদের ভক্ষণীয় অন্নের জন্য অবস্থান কর। যজ্ঞ বলিলেন, না, কেন আমি তোমাদের জন্য অবস্থান করিব? এই বলিয়া যজ্ঞ দেবগণের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন, ব্রাহ্মণদ্বারা ও ছন্দোদ্বারা সংযুক্ত হইয়া তুমি ভক্ষণীয় অন্নের জন্য অবস্থিতি কর। [যজ্ঞ বলিলেন] তাহাই হইবে। সেইহেতু অদ্যাপি যজ্ঞ ব্রাহ্মণদ্বারা ও ছন্দোদ্বারা সংযুক্ত হইয়া দেবগণের নিকট হব্য বহন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

যজ্ঞে বর্জ্জনীয় ঋত্বিক্

যজ্ঞে বর্জ্জনীয় ঋত্বিকের উল্লেখ যথা—"ত্রীণি হ বৈ ...জপেদেবেতি"

যজ্ঞে ত্রিবিধ [দোষ] ঘটিতে পারে, যথা জগ্ধ (ভক্ষিতাবশিষ্ট), গীর্ণ (উদরগত) ও বান্ত (উদরনির্গত)। [যজমান] হয় ত আমাকে কিছু [ধন] দিবে অথবা আমাকে [ঋত্বিক্ পদে] বরণ করিবে, এইরূপে যে কামনা করে, তাহার দ্বারা ঋত্বিকের কর্ম্ম করাইলে যে [দোষ] ঘটে, তাহাই জগ্ধ। জগ্ধ (উচ্ছিষ্ট) দ্রব্যের মত তাহা যজ্ঞে নিকৃষ্ট [দোষ] ; তাহা যজমানকে রক্ষা করিতে পারে না। এই [ব্রাহ্মণ] আমার ক্ষতি না করুক অথবা আমার যজ্ঞে বিঘ্ন না করুক, এইরূপ ভয় করিয়া কাহারও দ্বারা ঋত্বিকের কর্ম্ম করাইলে যে [দোষ] ঘটে, তাহাই গীর্ণ। গীর্ণ (উদরগত) দ্রব্যের মত উহা যজ্ঞে নিকৃষ্ট [দোষ] ; তাহা যজমানকে রক্ষা করিতে পারে না। [পাতিত্য

তৎপর] নিন্দিত লোক দ্বারা ঋত্বিকের কর্ম্ম করাইলে যে [দোষ] ঘটে, তাহাই বান্ত। মনুষ্যেরা যেমন বান্ত (উদ্গীর্ণ) দ্রব্যকে ঘৃণা করে, দেবগণ সেইরূপ সেই দোষকে ঘৃণা করেন। সেই জন্য বান্ত দ্রব্যের মত উহা নিকৃষ্ট [দোষ]; উহা যজমানকে রক্ষা করিতে পারে না[১]। যজমান এই ত্রিবিধ ব্যক্তির [ঋত্বিক্ কর্ম্মে] অপেক্ষা করিবে না।

যদি না বুঝিয়া এই তিনের মধ্যে এককেও [ঋত্বিক্ পদে] নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে বামদেবদৃষ্ট স্তোত্রে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয়[২]। এই বামদেবদৃষ্ট স্তোত্রই যজমানলোক (ভূলোক), অমৃতলোক ও স্বর্গলোকের স্বরূপ। সেই বামদেব্য[৩] সামের [অন্তর্গত তৃতীয় মন্ত্রে] তিনটি অক্ষরের ন্যূনতা আছে। ঐ স্তোত্র আরম্ভ করিয়া আত্মবাচক "পুরুষ" এই শব্দটিকে তিনভাগ করিয়া [ঐ মন্ত্রের তিন চরণের অন্তে] প্রক্ষেপ করিবে। [এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিলে] সেই যজমান এই যজমানলোকে, এই অমৃতলোকে, এই স্বর্গলোকে, এই লোকসকলে আত্মাকে স্থাপিত করিতে পায় এবং সমস্ত

---

(১) তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি ধনলোভে আপনা হইতে ঋত্বিক্ হইতে চাহে, অথবা যে ব্যক্তিকে ঋত্বিকের কার্য্য না দিলে সে যজমানের অনিষ্ট করিবে এই ভয় থাকে, অথবা যে ব্যক্তি পাতিত্যাদি দোষে সমাজে নিন্দিত, সেরূপ ব্রাহ্মণকে ঋত্বিক্ করিবে না।

(২) "কয়ানশ্চিত্র আভুবৎ" (৪।৩১।১-৭) ইত্যাদি তিনটি ঋক্ হইতে উৎপন্ন সাম প্রায়শ্চিত্তার্থ গীত হয়। ঐ মন্ত্রের ঋষি বামদেব (সামসংহিতা ২।৩২-৩৪)।

(৩) বামদেব্যস্তোত্রে তিনটি অনুষ্টুপ্ ছন্দের ঋক্ আছে। কিন্তু "অভীষু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাং। শতং ভবাস্যূতিভিঃ॥" এই তৃতীয় ঋকের প্রত্যেক চরণে আটটির পরিবর্ত্তে সাতটি অক্ষর থাকায় মোটের উপর উহাতে তিনটি অক্ষর কম হইল। ঐ সংখ্যাপূরণের জন্য "পু—রু—ষ" এই তিন অক্ষর তিন চরণে প্রক্ষেপ করিয়া গান করা হয়। যথা "অভীষু ণঃ সখীনাং পু, অবিতা জরিতৄণাং রু, শতং ভবাস্যূতিভিঃ ষঃ"।

দোষযুক্ত যজ্ঞকে অতিক্রম করে। [এমন কি] ঋত্বিকেরা যদি সমৃদ্ধ (সর্ব্বদোষরহিত) হয়েন, তাহা হইলেও [ঐ তিন অক্ষর স্তোত্রমধ্যে বসাইয়া] জপ করিবে, এরূপও বলা হয়।

দেবিকাহুতি

দেবিকানাম্নী স্ত্রীদেবীগণের উদ্দেশে আহুতি বিধান যথা—"ছন্দাংসি...... দেবিকানাম্"

ছন্দোগণ দেবগণের উদ্দেশে হব্য বহন করিয়া শ্রান্ত হইয়া যজ্ঞের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থান করেন। অশ্ব অথবা অশ্বতর[1] যেমন [ভার] বহন করিয়া [শ্রান্ত হইয়া] অবস্থান করে, ইহাও সেইরূপ। মিত্র ও বরুণের উদ্দিষ্ট পশুপুরোডাশ দানের পর সেই ছন্দোগণের উদ্দেশে দেবিকা (তন্নামক) হব্যের আহুতি দিবে।[2]

ধাতাকে দ্বাদশ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ দিবে; যিনি ধাতা, তিনিই বষট্‌কার। অনুমতিকে চরু দিবে; যিনি অনুমতি, তিনিই গায়ত্রী। রাকাকে চরু দিবে; যিনি রাকা, তিনিই ত্রিষ্টুপ্। সিনীবালীকে চরু দিবে; যিনি সিনীবালী,

(১) গর্দ্দভাদশ্বায়াং জাতঃ অশ্বতরঃ (সায়ণ)।

(২) সোমযাগের অবসানে অনুবন্ধ্য নামক পশুযজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। তৎকালে মিত্রাবরুণকে পুরোডাশ দেওয়া হয়।

তিনিই জগতী। কুহূকে চরু দিবে; যিনি কুহূ, তিনিই অনুষ্টুপ্।

এই যে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্, ইঁহারাই সকল ছন্দের স্বরূপ। অন্য সকলে ইঁহাদের অনুবর্ত্তী। যজ্ঞে ইঁহাদেরই প্রচুর প্রয়োগ হয়। যে ইহা জানে, সে এই সকল ছন্দোদ্বারা যাগ করিলে তাহার সকল ছন্দোদ্বারাই যাগ করা হয়।[৩] [সোমযাগ] অন্নযুক্ত ও সুসম্পাদিত হইলে [যজমানকে] সুধাতে (অমৃতে) স্থাপিত করে, এই যে বলা হয়, ছন্দোগণই [সেই বাক্যের লক্ষ্য]। ছন্দেরাই যজমানকে সুধাতে স্থাপিত করে। যে ইহা জানে, সে ধ্যানের অতীত লোক জয় করে।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, সকল [অনুমত্যাদি] স্ত্রী-দেবতাগণের পূর্ব্বেই [পুরুষ-দেবতা] ধাতাকে আজ্য দ্বারা যজন করিবে। তাহা হইলে এই [স্ত্রী-দেবতাগণকে] মিথুন (পুরুষ-যুক্ত) করা হইবে। এ বিষয়ে অন্যে আবার বলেন, যদি একই দিনে একই ঋক্‌মন্ত্রদ্বয় (যাজ্যা ও পুরোনুবাক্যা) দ্বারা [ধাতার ও পরবর্ত্তী দেবতাদিগের] যজন করা যায়, তাহা হইলে যজ্ঞে আলস্য করা হয়।[৪] [উক্ত প্রথম উক্তির সমর্থনে বলা হয়] যদিও এস্থলে (সমাজে) [এক পুরুষের] বহু পত্নী থাকে, তথাপি সেই এক পতিই তাহাদের সকলকেই

(৩) পূর্ব্বে দেখ।

(৪) ধাতার উদ্দেশে অনুবাক্যা মন্ত্র—ধাতা দদাতু দাশুষে প্রাচীং জীবাতুমক্ষিতাম্। বয়ং দেবস্য ধীমহি সুমতিং বাজিনীবতঃ॥ (অথর্ব্বসং ৭।১৭।২)

যাজ্যামন্ত্র—ধাতা প্রজানামুত রায় ঈশে ধাতেদং বিশ্বং ভুবনং জজান। ধাতা কৃষ্টীরনিমিষাভিচষ্টে ধাত্র ইদ্ধব্যং ঘৃতবজ্জুহোতা॥ (আশ্ব০ শ্রৌ০ সূ০ ৬।১৪।১৬)

মিথুন (পুরুষযুক্ত) করিয়া থাকে ; এইজন্য স্ত্রী-দেবতার পূর্ব্বেই যে ধাতার যজন হয়, তাহাতে তাঁহাদের সকলকেই মিথুন করা হয়।

[অনুমত্যাদি] দেবিকাদিগের কথা এই পর্য্যন্ত।

চতুর্থ খণ্ড

দেবীগণের কথা

দেবিকাগণের হব্যবিধানানন্তর দেবীগণের উদ্দেশে হব্যপ্রদানের বিধান যথা—"অথ দেবীনাং...আসুঃ"

অনন্তর দেবীগণের কথা। সূর্য্যের উদ্দেশে এক কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ দিবে ; যিনি সূর্য্য, তিনি ধাতা, তিনিই আবার বষট্‌কার। দ্যোঃ দেবতাকে চরু দিবে ; যিনি দ্যোঃ, তিনি অনুমতি, তিনিই আবার গায়ত্রী। উষাকে চরু দিবে ; যিনি উষা, তিনি রাকা, তিনিই আবার ত্রিষ্টুপ্‌। গো-দেবতাকে (গাভীকে) চরু দিবে ; যিনি গো, তিনি সিনীবালী, তিনিই আবার জগতী। পৃথিবীকে চরু দিবে ; যিনি পৃথিবী, তিনি কুহূ, তিনিই আবার অনুষ্টুপ্‌। এই গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্‌, জগতী, ও অনুষ্টুপ্‌, ইঁহারাই সকল ছন্দের স্বরূপ। অন্য ছন্দেরা ইহাদেরই অনুবর্ত্তী ; কেননা যজ্ঞে ইঁহাদেরই প্রচুর প্রয়োগ হয়। যে ইহা জানে, সে এই কয়েকটি ছন্দে যাগ করিলে তাহার সকল ছন্দেই যাগ করা হয়। [সোমযাগ] অন্নযুক্ত ও সুসম্পাদিত হইলে [যজমানকে] সুধাতে স্থাপিত

করে, এই যে বলা হয়, সেই বাক্যের লক্ষ্য ছন্দোগণ; ছন্দেরাই সেই যজমানকে স্বধাতে স্থাপিত করে। যে ইঁহা জানে, সে ধ্যানের অতীত লোক জয় করে।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, এই সকল দেবীর পূর্ব্বেই সূর্য্যকে আজ্য দ্বারা যজন করিবে। তাহাতে এই সকল দেবীকে মিথুন (পুরুষযুক্ত) করা হইবে। আবার অন্যে বলেন, একই দিনে, একই মন্ত্রদ্বয় দ্বারা যদি যাগ করা যায়, তাহা হইলে যজ্ঞে আলস্য করা হয়। [ঐ প্রথমোক্তির সমর্থনে বক্তব্য] যদিও এস্থলে (সমাজে) [এক পুরুষের] বহু পত্নী থাকে, তথাপি সেই [একমাত্র] পতিই তাহাদের সকলকে মিথুন (পুরুষযুক্ত) করে; সেইজন্য ইঁহাদের পূর্ব্বে যে সূর্য্যকে যজন করা হয়, তাহাতেই তাঁহাদের সকলকে মিথুন করা হয়।

এই যে দেবীসকল, তাঁহারাই ঐ [পূর্ব্বোক্ত] দেবিকাগণের স্বরূপ; এবং ঐ যে দেবিকা সকল, তাঁহারাও এই দেবীগণের স্বরূপ। সেইজন্য এই উভয় (দেবিকা ও দেবী) দেবতার [সাহায্যে] যে কামনা লাভ করা যায়, তাহা [উভয়ের মধ্যে] অন্যতরের [সাহায্যেই] লব্ধ হইয়া থাকে। [তবে] যে ব্যক্তি প্রজোৎপাদন কামনা করে, সে উভয়ের উদ্দেশেই হব্য দান করিবে। কিন্তু যে [ধনের] অন্বেষণ করে, তাহার পক্ষে সেরূপ করিবে না। যদি [ধনের] অন্বেষণকারীর পক্ষে উভয়ের উদ্দেশে হব্য দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেবগণ তাহার ধনে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, কেননা সেই ব্যক্তি কেবল আপনার স্বার্থই চিন্তা করিয়াছে।

গোপালের পুত্র শুচিবৃক্ষ (তন্নামক ঋত্বিক্) অভিপ্রতা-

ন্নীর পুত্র বৃদ্ধদ্যুম্নের (তন্নামক যজমানের) পক্ষে সেই উভয়ের (দেবীগণের ও দেবিকাগণের) উদ্দেশে যজ্ঞে হব্য দান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রথগৃৎসকে [জলে] অবগাহন করিতে দেখিয়া শুচিবৃক্ষ বলিয়াছিলেন, আমি এই রাজন্যের (ক্ষত্রিয়ের) পক্ষ হইয়া এইরূপে দেবিকাগণ ও দেবীগণ উভয়কে যজ্ঞে সম্যক্‌রূপে তৃপ্ত করিয়াছিলাম, তজ্জন্যই [অদ্য] ইহার এই [পুত্র] রথগৃৎস এইরূপে অবগাহন করিতেছে। [তিনি তদ্ব্যতীত] আরও চৌষট্টিজন সর্ব্বদা-কবচধারী লোক দেখিয়াছিলেন। তাহারাও সেই রাজন্যের পুত্র ও পৌত্র।

পঞ্চম খণ্ড

উকথ্য ক্রতু

জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের সাতটি সংস্থা—অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উকথ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, অপ্তোর্যাম। তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোমে হোতার কর্ত্তব্য বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইল। তৎপরে উকথ্য, ষোড়শী ও অতিরাত্রের বিষয়ও বর্ণিত হইবে। এক্ষণে উকথ্যের সম্বন্ধে বর্ণনা হইতেছে যথা—"অগ্নিষ্টোমং বৈ···অশ্বেন"

দেবগণ অগ্নিষ্টোমের ও অসুরগণ উকথসমূহের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহারা [উভয়ে] সমানবীর্য্যই হইলেন। দেবগণ অসুরদিগকে হঠাইতে পারেন নাই। ঋষিদের মধ্যে ভরদ্বাজ তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, এই অসুরগণ উকথসমূহের আশ্রয় করিয়াছে, ইঁহাদের (দেবগণের) মধ্যে কেহই তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছে না। এই বলিয়া তিনি

"এহ্য়ু ষু ব্রবাণি তেঽগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ"—[১] অহে অগ্নি, তুমি আইস, তোমার শোভন কার্য্য আমি কহিব, তদ্ভিন্ন অন্য বাক্য এইরূপে [কহিব]—এই মন্ত্রে অগ্নিকে উচ্চে আহ্বান করিয়াছিলেন। ঐ মন্ত্রে "ইতরা গিরঃ"—অন্য বাক্য—অসুরগণের বাক্য।

সেই অগ্নি তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এই বৃদ্ধ দীর্ঘ পলিত [ঋষি] আমাকে কি বলিতে চাহেন ?

ভরদ্বাজই কৃশ দীর্ঘ ও পলিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, এই অসুরেরা উক্‌থসমূহের আশ্রয় লইয়াছে; তাহাদিগকে তোমাদের কেহই দেখিতে পাইতেছ না। তখন অগ্নি অশ্ব হইয়া সেই অসুরদিগের অভিমুখে দৌড়িয়াছিলেন। অগ্নি যে অশ্ব হইয়া তাহাদের অভিমুখে দৌড়িয়াছিলেন, সেইহেতু ঐ [পূর্ব্বোক্ত] মন্ত্র সাকমশ্ব নামক সামে পরিণত হইল। ইহাই সাকমশ্বের সাকমশ্বত্ব।

সেই জন্য বলা হয়, সাকমশ্ব দ্বারা উক্‌থসকলের প্রণয়ন করিবে। যাহা সাকমশ্ব হইতে ভিন্ন নামে প্রণীত হয়, সেই সকল উক্‌থ যেন অপ্রণীতই থাকে।[২]

প্রমংহিষ্ঠীয় সাম দ্বারাও প্রণয়ন করিবে, ইহাও বলা হয়। কেননা দেবগণ প্রমংহিষ্ঠীয় সাম দ্বারাও অসুরদিগকে উক্‌থসমূহ হইতে নিরাকৃত করিয়াছিলেন।[৩]

---

(১) ৬।১৬।১৬।

(২) "এহ্য়ু ষু ব্রবাণি তে" ইত্যাদি ঋক্‌ হইতে উৎপন্ন সামের নাম সাকমশ্ব সাম। (সামসং ২।৫৫)

'অগ্নিঃ অশ্বাকারো ভূত্বা তৈরসুরৈঃ সাকং যুদ্ধং কৃত্বা জিতবান্ তস্মাদস্য সাম্নঃ সাকমশ্বমিতি নাম সম্পন্নং' (সায়ণ)।

(৩) "[illegible] গায়ত" (৮।১০৩।৮) ইত্যাদি মন্ত্র হইতে উৎপন্ন সামের নাম প্রমংহিষ্ঠীয় সাম। (সামসং ২।২২৮।)

সেই জন্য বলা হয়, প্রমংহিষ্ঠীয় দ্বারা অথবা সাকমশ্ব দ্বারা [উক্থসমূহ] প্রণয়ন করিবে।

ষষ্ঠ খণ্ড

উক্থ্য ক্রতু

উক্থ্য ক্রতু অগ্নিষ্টোমেরই বিকৃতি। অগ্নিষ্টোমের সকল অনুষ্ঠানই ইহাতে বিহিত। কয়েক স্থলে অল্প বিভেদ আছে মাত্র। অগ্নিষ্টোমে সবনত্রয়ে শস্ত্র-সংখ্যা বারটি; উক্থ্যে সবনত্রয়ে শস্ত্রসংখ্যা পোনেরটি। এই যজ্ঞে অগ্নিষ্টোমে বিহিত শস্ত্রসমুদয় যথাবিধি পাঠ করিয়া তৃতীয় সবনে তিনটি অতিরিক্ত শস্ত্রের পাঠ করিতে হয়। মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক যথাক্রমে এই তিন শস্ত্র পাঠ করেন। উক্ত শস্ত্রত্রয়ে সূক্তবিধান যথা—"তে বা অসুরা... য এবং বেদ"।

সেই অসুরেরা মৈত্রাবরুণের উক্থ (শস্ত্র) আশ্রয় করিয়াছিল। সেই ইন্দ্র [অন্য দেবগণকে] বলিলেন, [তোমাদের মধ্যে] কে আমার সহিত আসিয়া এই অসুরদিগকে এস্থান হইতে নিরাকৃত করিবে? বরুণ বলিলেন, আমি করিব। সেই-জন্য মৈত্রাবরুণ (তন্নামক ঋত্বিক্) ইন্দ্র-বরুণ-দৈবত সূক্ত তৃতীয় সবনে পাঠ করেন।[১] তদ্দ্বারা ইন্দ্র ও বরুণ অসুরদিগকে সেখান হইতে নিরাকৃত করিয়া থাকেন।

সেখান হইতে নিরাকৃত হইয়া অসুরেরা ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর উক্থ আশ্রয় করিয়াছিল। সেই ইন্দ্র বলিলেন, কে আমার সহিত আসিয়া ইহাদিগকে এখান হইতে নিরাকৃত করিবে?

---

(১) "ইন্দ্রবরুণা যুবমধ্বরায়" ইত্যাদি সপ্তম মণ্ডলের ৮২ সূক্ত। দেবতা ইন্দ্র ও বরুণ।

বৃহস্পতি বলিলেন, আমি করিব। সেইজন্য ব্রাহ্মণাচ্ছংসী তৃতীয় সবনে ইন্দ্র-বৃহস্পতি-দৈবত সূক্ত পাঠ করেন।[২] তদ্দ্বারা ইন্দ্র ও বৃহস্পতি তাহাদিগকে সেখান হইতে নিরাকৃত করিয়া থাকেন।

সেখান হইতে নিরাকৃত হইয়া অসুরেরা অচ্ছাবাকের শস্ত্র আশ্রয় করিয়াছিল। সেই ইন্দ্র বলিলেন, কে আমার সহিত আসিয়া ইহাদিগকে এখান হইতে নিরাকৃত করিবে? বিষ্ণু বলিলেন, আমি করিব। সেইজন্য অচ্ছাবাক তৃতীয় সবনে ইন্দ্র-বিষ্ণু-দৈবত সূক্ত পাঠ করেন[৩]। তদ্দ্বারা ইন্দ্র ও বিষ্ণু তাহাদিগকে সেখান হইতে নিরাকৃত করিয়া থাকেন।

[এইরূপে উক্ত শস্ত্রত্রয়ে] ইন্দ্রের সহিত দ্বন্দ্ব (যুক্ত) হইয়া ঐ [বরুণ, বৃহস্পতি ও বিষ্ণু] দেবতারা প্রশংসিত হয়েন। দ্বন্দ্বই মিথুনস্বরূপ; সেইজন্য দ্বন্দ্ব হইতে মিথুন উৎপন্ন হয় ও [যজমানের] প্রজোৎপত্তি ঘটে। যে ইহা জানে, সে প্রজা দ্বারা ও পশু দ্বারা [বর্দ্ধিত হইয়া] উৎপন্ন হয়।

পোতার এবং নেষ্টার পক্ষে চারিটি ঋতুযাজ মন্ত্র ও ছয়টি [যাজ্যা] ঋক্ বিহিত।[৪] এইরূপে উহা দশসংখ্যাযুক্ত হইয়া বিরাটের স্বরূপ হয়। এতদ্দ্বারা যজ্ঞকে দশিনী (দশাক্ষরা) বিরাটেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

---

(২) "উদপ্রুতো ন বয়ো রক্ষমাণাঃ" ইত্যাদি দশম মণ্ডলের ৬৮ সূক্ত এবং "অচ্ছা ম ইন্দ্রং মতয়ঃ" ইত্যাদি দশম মণ্ডলের ৪৩ সূক্ত। দেবতা যথাক্রমে বৃহস্পতি ও ইন্দ্র।

(৩) "সং বাং কর্ম্মণা সমিষা হিনোমি" ইত্যাদি ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬৯ সূক্ত। দেবতা ইন্দ্র ও বিষ্ণু।

(৪) পোতাকে (তন্নামক ঋত্বিক্‌কে) দ্বিতীয় ও অষ্টম ঋতুযাজ মন্ত্র ও নেষ্টাকে তৃতীয় ও নবম ঋতুযাজ মন্ত্র পাঠ করিতে হয় (১৯৭ পৃষ্ঠ পাদটীকা দেখ)। তদ্ভিন্ন উক্থ্যক্রতুতে উক্ত শস্ত্রত্রয়ের প্রত্যেক শস্ত্রে তাঁহাদিগকে একটি করিয়া যাজ্যামন্ত্র পাঠ করিতে হয়। চারিটি ঋতুযাজ ও ছয়টি যাজ্যা একযোগে দশ হইল। বিরাটেরও অক্ষর সংখ্যা দশ।

চতুর্থ পঞ্চিকা

ষোড়শ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

ষোড়শী ক্রতু

জ্যোতিষ্টোমভেদ উক্‌থ্য ক্রতুর বিষয় বলা হইল, এক্ষণে ষোড়শী ক্রতুর বিষয় বলা হইবে। তদ্বিষয়ে বিশেষবিধি ষোড়শী শস্ত্রের পাঠ যথা—"দেবা বৈ...... এবং বেদ"।

দেবগণ পুরাকালে প্রথম দিনে [সোমপ্রয়োগ দ্বারা] ইন্দ্রের জন্য বজ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় দিনে সেই বজ্রকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তৃতীয় দিনে [ইন্দ্রকে] বজ্র প্রদান করিয়াছিলেন; চতুর্থ দিনে ইন্দ্র তাহা [শত্রু-প্রতি] নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেইজন্য চতুর্থ দিবসে ষোড়শী শস্ত্র পাঠ করা হয়।[১] এই যে ষোড়শী শস্ত্র, ইহা বজ্রস্বরূপ। চতুর্থ দিবসে যে ষোড়শীর পাঠ হয়, ইহাতে দ্বেষকারী শত্রুর প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করা হয়। যে ব্যক্তি [এই যজমানের] হন্তব্য, ইহাতে তাহার হত্যা ঘটে। ষোড়শী বজ্র-

---

(১) "অসাবি সোম ইন্দ্র তে" (১।৮৪।১) ইত্যাদি মন্ত্র ষোড়শী শস্ত্রে পঠিত হয়। ছয়দিন ব্যাপী হইলে চতুর্থ দিবসে সোমপ্রয়োগে ষোড়শী শস্ত্র পঠিতব্য।

স্বরূপ, আর উক্থ সকল পশুস্বরূপ; সেইজন্য উক্থসকলের উপরে স্থাপন করিয়া ষোড়শী পঠিত হয়।[২]

উক্থসকলের উপরে স্থাপন করিয়া ষোড়শী পাঠ করা হয়, তাহাতে বজ্রস্বরূপ ষোড়শী দ্বারা পশুগণকে নিয়মিত করা হয়। সেই হেতু পশুগণও বজ্রস্বরূপ ষোড়শী দ্বারাই নিয়মিত হইয়া মনুষ্যগণের নিকট উপস্থিত হয়। সেই হেতু অশ্ব মনুষ্য গরু বা হস্তী নিয়মিত হইলে আপনা হইতে বাক্যদ্বারা আহ্বান মাত্রেই নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। বজ্ররূপ ষোড়শী দেখিলেই তাহারা ষোড়শী দ্বারা নিয়মিত হয়, কেননা বাক্যই বজ্র ও বাক্যই ষোড়শী।

এ বিষয়ে ব্রহ্মবাদীরা প্রশ্ন করেন, ষোড়শীর ষোড়শিত্ব কি? [উত্তর] ইহা স্তোত্রসমূহের মধ্যে ষোড়শ, শস্ত্রসমূহের মধ্যে ষোড়শ, ষোল অক্ষরে (অনুষ্টুভের পূর্ব্বার্দ্ধে) ইহার আরম্ভ হয়, ষোল অক্ষরের (অনুষ্টুভের উত্তরার্দ্ধপাঠের) পর প্রণব উচ্চারিত হয়, ইহাতে ষোড়শপদযুক্ত নিবিৎ স্থাপিত হয়, ইহাই ষোড়শীর ষোড়শিত্ব।[৩] ষোড়শী অনুষ্টুপ্ ছন্দ প্রাপ্ত হইলেও উহাতে দুইটি অক্ষর অতিরিক্ত থাকে।[৪] বাগ্‌দেবতার দুইটি স্তন;

(২) উক্থ্যক্রতুতে অগ্নিষ্টোমবিহিত দ্বাদশ শস্ত্রের অতিরিক্ত তিনটি শস্ত্র তৃতীয় সবনে পঠিত হয় (পূর্ব্বে দেখ); ষোড়শীতে সেই তিনটির পরে ষোড়শী শস্ত্র পাঠ করা হয়।

(৩) অগ্নিষ্টোমে বারটি শস্ত্র, উক্থ্যে পোনেরটি, ষোড়শীতে আরও একটি শস্ত্র বিহিত; এইটি ষোড়শ শস্ত্র। এই যাগে ষোড়শ গ্রহ হইতে সোমাহুতি হয় এবং তৎকালে ঐ ষোড়শ শস্ত্র পঠিত ও ষোড়শ স্তোত্র গীত হয়। ষোলটি গ্রহ, ষোলটি স্তোত্র, ষোলটি শস্ত্র আছে বলিয়া উহার নাম ষোড়শী (ষোড়শযুক্ত) ক্রতু। ষোড়শ শস্ত্রের অন্তর্গত "কিং চাস্ত মদে জগ্নিতঃ" ইত্যাদি নিবিদেরও ষোলটি পদ।

(৪) "অসাবি সোম ইন্দ্র তে" (১।৮৪।১-৬) ইত্যাদি ছয়টি অনুষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্র লইয়া

সত্য ও অনৃত ঐ দুইটি স্তন। যে তাহা জানে, সত্য তাহাকে রক্ষা করে ও অনৃত তাহাকে হিংসা করে না।

দ্বিতীয় খণ্ড

ষোড়শী শস্ত্র

ষোড়শী শস্ত্রে বিহিত সাম যথা—"গৌরিবীতং……স্তবতে"

তেজস্কামী ও ব্রহ্মবর্চ্চসকামী [যজমান] গৌরিবীত মন্ত্রকে[1] ষোড়শী সাম করিবে। গৌরিবীত মন্ত্রই তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস। যে ইহা জানিয়া গৌরিবীত মন্ত্রকে ষোড়শী সাম করে, সে তেজস্বী ও ব্রহ্মবর্চ্চসসম্পন্ন হয়।

কেহ কেহ বলেন, নানদ[2] মন্ত্রকেই ষোড়শী সাম করিবে। একদা ইন্দ্র বৃত্রের প্রতি বজ্র উদ্যত করিয়া প্রহার করিয়াছিলেন। আহত হইয়া বৃত্র উচ্চ নাদ (শব্দ) করিয়াছিল। সেই উচ্চ নাদ হইতে নানদ সাম হইয়াছিল। ইহাই নানদের নানদত্ব। এই যে নানদ সাম, ইহা শত্রুহীন ও

ষোড়শী শস্ত্রের আরম্ভ। অনুষ্টুভের অক্ষর সংখ্যাও ষোলর দুই গুণ। কাজেই অনুষ্টুভের সহিত এই যাগের বিশেষ সম্বন্ধ। ষোড়শী শস্ত্রে বিহৃত ও অবিহৃত দুইরূপ পাঠ আছে। অবিহৃত পাঠে ঐ মন্ত্র। বিহৃত পাঠের মন্ত্র আশ্বলায়ন দিয়াছেন (৬৷৩৷১); তাহার প্রথম মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধে ষোল অক্ষর, কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে আঠার অক্ষর। যথা—"ইন্দ্র জুষস্ব প্রবহায়াহি শূর হরী ইহ। পিবা সুতস্য মতির্ন মধ্বশ্চকানশ্চারুর্মদায় ॥" দ্বিতীয় চরণের অতিরিক্ত অক্ষরদ্বয় বাগ্‌দেবতার স্তনের সহিত উপমিত হইল।

(১) গৌরিবীত ঋষি দৃষ্ট "অভি প্র গোপতিং গিরা" (৮৷৬৯৷৪) মন্ত্র হইতে উৎপন্ন সামের নাম গৌরিবীত সাম। ষোড়শী যাগে উহাই ষোড়শী স্তোত্রমধ্যে গীত হয়।

(২) "প্রত্যস্মৈ পিপীষতে" (সাম-সং ২৷৬৷৩৷২৷১-৪) ইত্যাদি মন্ত্রে নানদ সাম উৎপন্ন।

শত্রুঘাতী। যে ইহা জানিয়া নানদকে ষোড়শী সাম করে, সে শত্রুহীন ও শত্রুঘাতী হয়।

যদি নানদকে সাম করা হয়, তাহা হইলে ষোড়শী শস্ত্র অবিহৃত ভাবে [৩] পাঠ করিবে ; কেননা [উদ্গাতারাও] অবিহৃত করিয়াই ষোড়শী স্তোত্র [গান] করেন। আর যদি গৌরিবীতকে সাম করা হয়, তাহা হইলে ষোড়শী শস্ত্র বিহৃতভাবে পাঠ করিবে ; কেননা [উদ্গাতারাও] বিহৃত করিয়াই ঐ স্তোত্র [গান] করেন।

তৃতীয় খণ্ড

ষোড়শী শস্ত্র

সামগানকালে 'বিহৃতি'-সম্পাদন যথা—"অথাতঃ...এবং বেদ"

অনন্তর ঐ [গৌরিবীত-সাম-গান-] কালে "আ ত্বা বহন্তু হরয়ঃ" [১] ইত্যাদি [তিনটি] গায়ত্রী ও "উপো ষু শৃণুহী গিরঃ" [২] ইত্যাদি [তিনটি] পঙ্‌ক্তি পরস্পর মিশাইবে। [৩] পুরুষ

---

(৩) যে সকল ঋক্ মন্ত্রে সাম উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে একের চরণ অন্যের চরণের সহিত যোগ করিয়া গান করিলে উহাকে বিহৃত করা হয়। ঐরূপ না করিলে অবিহৃত ভাবে গান হয়। নিম্নে পরখণ্ডে দেখ।

(১) ১।১৬।১-৩। (২) ১।৮২।১,৩,৪।

(৩) এক ছন্দের এক চরণের সহিত অন্য ছন্দের এক চরণ মিশাইয়া, অর্থাৎ একের পর অন্যকে বসাইয়া, গানের নাম বিহরণ বা বিহৃতি-সম্পাদন। গায়ত্রী ছন্দের তিন চরণ, পঙ্‌ক্তির পাঁচ চরণ। গায়ত্রীর প্রথম চরণের পর পঙ্‌ক্তির প্রথম চরণ, গায়ত্রীর দ্বিতীয়ের পর পংক্তির দ্বিতীয়, গায়ত্রীর তৃতীয়ের পর পঙ্‌ক্তির তৃতীয়, ও তৎপরে পঙ্‌ক্তির অবশিষ্ট দুই চরণ বসাইয়া গান করিলে বিহৃতি সম্পাদন হয়। গৌরিবীত সাম গানকালে এইরূপে তিনটি গায়ত্রীর সহিত তিনটি পঙ্‌ক্তি যথাক্রমে মিশাইয়া গান করিতে হয়। নানদ সাম গানকালে এইরূপে এক ছন্দের সহিত অন্য ছন্দের চরণ মিশান বিহিত নহে ; উহা অবিহৃত রাখিয়াই গান করিতে হয়।

(মনুষ্য) গায়ত্রী-সম্বন্ধী ও পশুগণ পঙ্‌ক্তি-সম্বন্ধী। এতদ্দারা পুরুষকে পশুগণের সহিত মিলিত করা হয় ও পশুগণে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আর যে গায়ত্রী ও পঙ্‌ক্তি, উহারা [একযোগে] দুইটি অনুষ্টুভের সমান।[৪] ঐরূপ করিলে যজমান বাক্যের, অনুষ্টুভের ও বজ্রের স্বরূপ হইতে বিযুক্ত হয় না।

"যদিন্দ্র পৃতনাজ্যে"[৫] ইত্যাদি [তিনটি] উষ্ণিক্ ও "অয়ং তে অস্তু হর্য্যতে"[৬] ইত্যাদি [তিনটি] বৃহতী মিশাইবে। পুরুষ উষ্ণিক্-সম্বন্ধী ও পশুগণ বৃহতী-সম্বন্ধী। এতদ্দারা পুরুষকে পশুগণের সহিত মিলিত করা হয় ও পশুগণেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ঐ যে উষ্ণিক্ ও বৃহতী, উহারা [একযোগে] দুইটি অনুষ্টুভের সমান।[৭] ঐরূপ করিলে যজমান বাক্যের, অনুষ্টুভের ও বজ্রের স্বরূপ হইতে বিযুক্ত হয় না।

"আ ধূর্ষ্বস্মৈ"[৮] ইত্যাদি দ্বিপদা ঋক্ ও "ব্রহ্মন্ বীর ব্রহ্মকৃতিং জুষাণঃ"[৯] এই ত্রিষ্টুভ্ মিশাইবে। পুরুষ দ্বিপাদ এবং বীর্য্যই ত্রিষ্টুপ্। এতদ্দারা পুরুষকে বীর্য্যের সহিত মিলিত করা হয় ও বীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সেইজন্য সকল পশুর মধ্যে পুরুষই সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যবান্ হইয়া বীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ঐ যে বিংশতি-অক্ষরযুক্ত দ্বিপাদ মন্ত্র, এবং যে ত্রিষ্টুপ্,

---

(৪) গায়ত্রীর তিন, পঙ্‌ক্তির পাঁচ ও অনুষ্টুভের চারি চরণ; অতএব গায়ত্রী পঙ্‌ক্তি মিশ্রিত হইয়া দুই অনুষ্টুভের সমান হয়।

(৫) ৮।১২।২৫-২৭। (৬) ৩।৪৪।১-৩।

(৭) উষ্ণিকের আটাইশ ও বৃহতীর ছত্রিশ অক্ষর একযোগে চৌষট্টি অক্ষর; অনুষ্টুভের চারি চরণে বত্রিশ।

(৮) ৭।৩৪।৪। (৯) ৭।২৯।২।

উহারা [একযোগে] দুইটি অনুষ্টুভের সমান[১০]। ঐ রূপ করিলে যজমান বাক্যের, অনুষ্টুভের ও বজ্রের স্বরূপ হইতে বিযুক্ত হয় না।

"এষ ব্রহ্মা" ইত্যাদি [তিনটি] দ্বিপদা [১১] ও "প্র তে মহে বিদথে শংসিষং হরী"[১২] ইত্যাদি [তিনটি] জগতী মিশাইবে। পুরুষ দ্বিপাদ ও পশুগণ জগতী-সম্বন্ধী। এতদ্দ্বারা পুরুষকে পশুগণের সহিত মিলিত করা হয় ও পশুগণেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সেইজন্য পুরুষ পশুগণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া [দুগ্ধাদি] ভক্ষণ করিতে পায় ও তাহাদিগকে বশে রাখিয়া থাকে। ঐ যে ষোড়শাক্ষরা দ্বিপদা এবং ঐ জগতী, উহারা [একযোগে] দুইটি অনুষ্টুভের সমান হয়।[১৩] ঐরূপ করিলে যজমান বাক্যের, অনুষ্টুভের ও বজ্রের স্বরূপ হইতে বিযুক্ত হয় না।

"ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরম্" ইত্যাদি [১৪] [তিনটি] এবং "প্রোম্বস্মৈ পুরোরথম্" [১৫] ইত্যাদি [তিনটি] অতিচ্ছন্দ মন্ত্র পাঠ করা হয়। [১৬] ছন্দোগণের যে রস (সারভাগ) অতিশয় ক্ষরিত হইয়াছিল, তাহা অতিচ্ছন্দ মন্ত্রগুলির

---

(১০) দ্বিপদার বিশ ও ত্রিষ্টুভের চুয়াল্লিশ একযোগে চৌষট্টি।

(১১) শাকল সংহিতায় নাই। আশ্বলায়ন দিয়াছেন (৬।২।৬) যথা—"এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিয়। ইন্দ্রো নাম শ্রুতোগৃণে ॥ বিশ্রুতয়ো যথাপথ। ইন্দ্র ত্বদ্যন্তি রাতয়ঃ ॥ ত্বামিচ্ছ বসম্পতে। যন্তি গিরো ন সংযত ॥"

(১২) ১০।৯৬।১-৩।

(১৩) দ্বিপদার ষোল ও জগতীর আটচল্লিশ একযোগে চৌষট্টি।

(১৪) ২।২২।১-৩। (১৫) ১০।১৩৩।১-৩।

(১৬) উক্ত মন্ত্রগুলির প্রত্যেকটিতে সাত চরণ বিদ্যমান। চরণ সংখ্যা বাহুল্য হেতু উহাদের নাম অতিচ্ছন্দ মন্ত্র।

অভিমুখে ক্ষরিত হইয়াছিল; ইহাই অতিচ্ছন্দোগণের অতিচ্ছন্দস্ত্ব। ঐ যে ষোড়শী শস্ত্র, উহা সকল ছন্দ হইতেই নির্ম্মিত; সেই জন্য অতিচ্ছন্দ মন্ত্র পাঠ করিলে যজমানকে সকল ছন্দ দ্বারাই নির্ম্মাণ করা হয়। যে উহা জানে, সে সকল ছন্দে নির্ম্মিত ষোড়শী শস্ত্র দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

চতুর্থ খণ্ড

ষোড়শী শস্ত্র

ষোড়শী শস্ত্র সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যবস্থা যথা—"মহানাম্নীনাং...এবং বেদ"

মহানাম্নী ঋকের উপসর্গগুলি [অতিচ্ছন্দ মন্ত্রে] যোগ করা হয়।[১] প্রথমা মহানাম্নী ঋক্ এই [ভূ-] লোক; দ্বিতীয়া মহানাম্নী অন্তরিক্ষলোক; তৃতীয়া মহানাম্নী ঐ [স্বর্গ] লোক। এই যে ষোড়শী, ইহা সকল লোক দ্বারা নির্ম্মিত।

---

(১) ঐতরেয় আরণ্যক মধ্যে চতুর্থ আরণ্যকে "বিদা মঘবন্ বিদা গাতুমনু শংসিষোদিশঃ" ইত্যাদি নয়টি ঋক্ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাদের নাম মহানাম্নী ঋক্। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ঋকে "প্রচেতন" এবং "প্রচেতয়," তৃতীয় ঋকে "আয়াহি পিব মৎস্ব," ষষ্ঠ ঋকে "ক্রতুশ্ছন্দ ঋতং বৃহৎ," অষ্টম ঋকে "সুম্ন আধেহি নো বসো" এই পাঁচটি পদ আছে। এই পাঁচটির নাম উপসর্গ। (আশ্ব০ শ্রৌ০ সূ০ ৬।২।৯) পাঁচটি উপসর্গে সমুদয়ে বত্রিশটি অক্ষর থাকায় উহা একটি অনুষ্টুভের তুল্য। অবিকৃত ষোড়শী শস্ত্রে অতিচ্ছন্দ মন্ত্র পাঠের পর এই উপসর্গ কয়টি একত্র করিয়া একটি অনুষ্টুপ্ রূপে পাঠ করিতে হয়। বিকৃত ষোড়শীতে অতিচ্ছন্দ মন্ত্রগুলিতে উপসর্গগুলি যোগ করিয়া পাঠ করিতে হয়।

ছয়টি অতিচ্ছন্দ মন্ত্রের মধ্যে "ত্রিকদ্রুকেষু" ইত্যাদি প্রথম মন্ত্রে চৌষট্টি অক্ষর থাকায় উহা দুই অনুষ্টুভের তুল্য, উহাতে উপসর্গযোগের প্রয়োজন নাই। কিন্তু অবশিষ্ট পাঁচটি অতিচ্ছন্দ মন্ত্রে অক্ষরসংখ্যা অল্প; কাজেই, উহার প্রত্যেকে এক এক উপসর্গ যোগ করিয়া অক্ষরসংখ্যা পূরণ করিয়া লইয়া পাঠ করা আবশ্যক। এইরূপে অন্য মন্ত্রে উপসৃষ্ট বা প্রক্ষিপ্ত হয় বলিয়া মহানাম্নীর অন্তর্গত উক্ত পদগুলির নাম উপসর্গ।

মহানাম্নী ঋকের উপসর্গগুলি [অতিচ্ছন্দে] যোগ করিলে উহাকে সকল লোক দ্বারাই নির্ম্মিত করা হয়। যে ইহা জানে, সে সর্ব্বলোক দ্বারা নির্ম্মিত ষোড়শী দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

উক্তরূপে উপসর্গযোগ দ্বারা অতিচ্ছন্দ মন্ত্রগুলিকে কৃত্রিম অনুষ্টুভে পরিণত করিয়া তাহা পাঠের পর কতিপয় অকৃত্রিম অনুষ্টুপ্ পাঠের বিধান যথা—"প্র প্র……শংসতি"

"প্রপ্র বস্ত্রিষ্টুভমিষম্" ইত্যাদি,[২] "অর্চ্চত প্রার্চ্চত" ইত্যাদি[৩] এবং "যো ব্যতীরফাণয়ৎ" ইত্যাদি[৪] [তিন তিনটি] অকৃত্রিম অনুষ্টুপ্ পাঠ করা হয়। [মার্গানভিজ্ঞ পথিক] যেমন এখানে ওখানে অপথে বিচরণ করিয়া শেষে [প্রকৃত] পথ জানিতে পারে, [কৃত্রিম অনুষ্টুপ্ পাঠের পর] এই যে অকৃত্রিম অনুষ্টুপ্ পাঠ করা হয়, ইহাও সেইরূপ।

বিহৃত ও অবিহৃত উভয়বিধ শস্ত্র পাঠের ফল যথা—"স যো……বেদ"

যে যজমান [আপনাকে] সম্পন্ন ও প্রাপ্তশ্রী বলিয়া মনে করে, সে [বিহৃতি-সম্পাদন দ্বারা] ছন্দোগণের ক্লেশ ঘটিয়া বিপৎ হইতে পারে এই আশঙ্কায় অবিহৃত ষোড়শী শস্ত্র পাঠ করাইবে। আর যে [আপনার] অমঙ্গল নাশের ইচ্ছা করে, সে বিহৃত ষোড়শী পাঠ করাইবে ; কেননা ঐ ব্যক্তি অমঙ্গলের সহিত মিলিত রহিয়াছে ; ঐরূপ করিলে উহাতে বিদ্যমান মালিন্য (অমঙ্গল) নাশ করা হইবে। যে ইহা জানে, সে অমঙ্গল নাশ করে।

শস্ত্র-সমাপ্তি মন্ত্র যথা—"উদ্বৎ……গময়তি"

"উদ্বদ্ ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্"[৫] এই অন্তিম ঋকে [ষোড়শী পাঠ]

---

(২) ৮।৬৯।১-৩। (৩) ৮।৬৯।৮-১০। (৪) ৮।৬৯।১৩-১৫। (৫) ৮।৬৯।৭।

সমাপ্ত করিবে। স্বর্গলোকই ব্রধ্নের (আদিত্যের) বিষ্টপ (নিবাস); এতদ্দ্বারা যজমানকে স্বর্গলোক প্রাপ্ত করা হয়।

শস্ত্রপাঠান্তে যাজ্যাবিধান—"অপাঃ পূর্ব্বেষাং...এবং বেদ"

"অপাঃ পূর্ব্বেষাং হরিবঃ সুতানাম্" (৬) এই মন্ত্রকে [ষোড়শী শস্ত্রের] যাজ্যা করিবে। এই যে ষোড়শী, ইহা সকল সবন হইতে নির্ম্মিত; "অপাঃ পূর্ব্বেষাং হরিবঃ সুতানাম্"—অহে হরিবান্ (ইন্দ্র), তুমি পূর্ব্বে সুত সোম পান করিয়াছ—এই মন্ত্রকে যে যাজ্যা করা হয়, উহার তাৎপর্য্য যে [পূর্ব্ববর্ত্তী] প্রাতঃসবনই [ইন্দ্রকর্ত্তৃক] পীত হইয়াছে। প্রাতঃসবন হইতেই ঐ ষোড়শীকে নির্ম্মাণ করা হয়। "অথো ইদং সবনং কেবলং তে"—অপিচ এই সবনও কেবল তোমারই—এই [দ্বিতীয় চরণে] মাধ্যন্দিনকেই কেবল [ইন্দ্রের] সবন বলা হইতেছে। এতদ্দ্বারা মাধ্যন্দিন সবন হইতেই ষোড়শীকে নির্ম্মাণ করা হয়। "মমদ্ধি সোমং মধুমন্তমিন্দ্র"—অহে ইন্দ্র, মধুর সোম পান করিয়া মত্ত হও—এই [তৃতীয় চরণে] তৃতীয় সবনই মদ্-শব্দযুক্ত (৭)। এতদ্দ্বারা তৃতীয় সবন হইতেই ষোড়শীকে নির্ম্মাণ করা হয়। "সত্রা বৃষঞ্জঠর আবৃষস্ব"—অহে বর্ষণসমর্থ [ইন্দ্র], সত্ররূপ উদরে [সোমরস] বর্ষণ কর—এই [চতুর্থ চরণ] বৃষণ্-পদযুক্ত। ষোড়শীর রূপও বৃষণ্-যুক্ত (বর্ষণহেতু বা তৃপ্তিহেতু); এবং এই যে ষোড়শী, উহা সকল সবন হইতেই নির্ম্মিত। "অপাঃ পূর্ব্বেষাং হরিবঃ সুতানাং" এই মন্ত্রকে যে যাজ্যা করা হয়, এতদ্দ্বারা সকল

(৬) ১০।৯৬।১৩।

(৭) তৃতীয় সবনের নিবিদে হর্ষবাচক মদ্ ধাতুবিশিষ্ট পদ আছে।

সবন হইতেই ষোড়শীকে নির্ম্মাণ করা হয়। যে ইহা জানে, সে সকল সবন হইতেই নির্ম্মিত ষোড়শী দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

[ঐ যাজ্যা মন্ত্রের] একাদশ-অক্ষরযুক্ত প্রত্যেক চরণে মহানাম্নী ঋকের [অন্তর্গত] পঞ্চাক্ষরযুক্ত উপসর্গ যোগ করিবে।[৮] এই যে ষোড়শী, উহা সকল ছন্দ হইতে নির্ম্মিত। মহানাম্নী ঋকের [অন্তর্গত] পঞ্চাক্ষর উপসর্গকে যে যাজ্যা মন্ত্রের একাদশাক্ষরযুক্ত প্রত্যেক চরণে যোগ করা হয়, এতদ্দ্বারা ষোড়শীকে সকল ছন্দ হইতেই নির্ম্মিত করা হয়। যে ইহা জানে, সে সকল ছন্দ হইতেই নির্ম্মিত ষোড়শী দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

পঞ্চম খণ্ড

অতিরাত্র

ষোড়শী ক্রতুর বিবরণ সমাপ্ত হইল। অতঃপর অতিরাত্র যথা—"অহৈর্ব...অপিশর্ব্বরত্বম্।

একদা দেবগণ দিবসকে আশ্রয় করিয়াছিলেন ও অসুরেরা রাত্রি আশ্রয় করিয়াছিল। তাঁহারা [উভয়ে] সমানবীর্য্য হইয়াছিলেন ও কেহ কাহাকেও পরাভূত করিতে পারেন নাই।

---

(৮) উল্লিখিত নয়টি মহানাম্নী ঋকের সহিত আর নয়টি মন্ত্রের উক্ত আরণ্যকে উল্লেখ আছে। ফলপূরণার্থ উহার পাঠ আবশ্যক ; এইজন্য উহাদের নাম পুরীষ মন্ত্র। ঐ নয়টি পুরীষ মন্ত্রের প্রথমটিতে "এবাহি এব," দ্বিতীয়টিতে "এবাহি ইন্দ্রম্," ষষ্ঠে "এবা হি শক্রঃ" এবং "বশী হি শক্রঃ" এই চারিটি পঞ্চাক্ষর যুক্ত অংশ আছে; উহাদিগকেই এস্থলে উপসর্গ বলা হইল। ষোড়শী শস্ত্রের যাজ্যামন্ত্রের প্রত্যেক চরণে একাদশ অক্ষর। প্রত্যেক চরণের আদিতে পঞ্চাক্ষর উপসর্গ বসাইলে অক্ষরসংখ্যা ষোলটি হয়। চারি চরণের আদিতে চারিটি উপসর্গ যথাক্রমে বসাইলে যাজ্যামন্ত্রের অক্ষরসংখ্যা চৌষট্টি হয় ও যাজ্যা মন্ত্রটি দুইটি অনুষ্টুভের সমান হয়।

ইন্দ্র বলিলেন, কে আমার সহিত [একযোগে] এই অসুরদিগকে এই রাত্রি হইতে অপসারিত করিবে ? কিন্তু তিনি দেবগণের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। রাত্রির অন্ধকারকে তাঁহারা মৃত্যুর মত ভয় করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত এখনও লোকে রাত্রিকালে [গৃহ হইতে] কিঞ্চিৎ বাহিরে আসিয়াই ভয় পায় ; [কেননা] রাত্রি অন্ধকার এবং মৃত্যুরই মত।

কেবল ছন্দেরা ইন্দ্রের অনুগমন করিয়াছিল। সেই জন্য ইন্দ্র এবং ছন্দোগণ [অতিরাত্র ক্রতুতে] রাত্রির কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। [উহাতে] নিবিৎ বা পুরোরুক্ বা ধায্যা বা অন্য দেবতার উদ্দিষ্ট শস্ত্র পঠিত হয় না। কেবল ইন্দ্রই ছন্দোগণের সহিত রাত্রির কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। [রাত্রিতে অনুষ্ঠিত] পর্য্যায়সকল দ্বারাই তাঁহারা [যাগভূমি] পরিক্রমণ করিয়া অসুরদিগকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন। পর্য্যায়সমূহ দ্বারা পর্য্যায় (পরিক্রমণ) করিয়া উহাদিগকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন, উহাই পর্য্যায়সকলের পর্য্যায়ত্ব।[১] প্রথম পর্য্যায় দ্বারা পূর্ব্বরাত্র[২] হইতে, মধ্যম পর্য্যায় দ্বারা মধ্যরাত্র হইতে ও শেষ পর্য্যায় দ্বারা শেষরাত্র হইতে উহাদিগকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন।

---

(১) অতিরাত্র যজ্ঞে রাত্রিকালে তিন পর্য্যায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক পর্য্যায়ে চারি বার সোমপূর্ণ চমস ঋত্বিক্ গণকে ঘুরিয়া আসে। এক একবার ঘুরিয়া আসিবার সময় এক এক শস্ত্র ও এক এক যাজ্যা পঠিত হয়। যাজ্যান্তে সোমাহুতি হয়। প্রথম পর্য্যায়ে প্রথমে হোতার, পরে মৈত্রাবরুণের, পরে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর ও তৎপরে অচ্ছাবাকের চমস ঘুরিয়া আসে। ঐরূপ আর দুইটি পর্য্যায় অনুষ্ঠিত হয়। চমস ঘুরিয়া আসে বা পরিক্রমণ করে বলিয়া উহার নাম পর্য্যায়।

(২) রাত্রিকে ত্রিশ দণ্ড ধরিয়া তিন ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগ দশদণ্ডব্যাপী হয়। তিন ভাগে তিন পর্য্যায় অনুষ্ঠিত হয়।

ছন্দেরা বলিয়াছিল, [অহে ইন্দ্র] আমরাই শর্ব্বরী (রাত্রি) হইতে [অসুরদিগকে নিরাকৃত করিবার জন্য] তোমার অনুগমন করিয়াছি। এই জন্যই ঐ ছন্দগুলিকে অপিশর্ব্বর নাম দেওয়া হইয়াছে। ইন্দ্র রাত্রির অন্ধকারকে মৃত্যুর মত ভয় করিয়াছিলেন ; ঐ ছন্দেরাই তাঁহাকে সেই ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন। ইহাই অপিশর্ব্বরের [তন্নামক ছন্দের] অপিশর্ব্বরত্ব।

ষষ্ঠ খণ্ড

অতিরাত্র

অতিরাত্রে পর্য্যায়সমূহে শস্ত্রযাজ্যাদি বিধান যথা—"পান্ত মা......অবরুন্ধে"

"পান্ত মা বো অন্ধসঃ"[১] এই অন্ধঃ-শব্দযুক্ত অনুষ্টুভে রাত্রির শস্ত্র আরম্ভ করিবে। রাত্রি অনুষ্টুভের সম্বন্ধযুক্ত, সেইজন্য উহা রাত্রির স্বরূপ।[২]

অন্ধঃ-শব্দযুক্ত, [পানার্থক-] পীতশব্দযুক্ত, এবং [হর্ষার্থক-] মদ্‌শব্দযুক্ত [চারিটি] অভিরূপ ত্রিষ্টুপ্‌কে [প্রথম পর্য্যায়ের চারিটি চমসের] যাজ্যা করা হয়। কেননা যাহা যজ্ঞে অভিরূপ, তাহাই সমৃদ্ধ।[৩]

(১) ৮।৯২।১, প্রথম পর্য্যায়ের হোতৃচমস-পরিক্রমণে যে শস্ত্র পঠিত হয়, এইটি তাহার প্রথম মন্ত্র।

(২) গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ্ জগতী ও অনুষ্টুপ্ এই চারিটি ছন্দের প্রথম তিনটি দিবসকৃত্য সবনত্রয়ে প্রযুক্ত হয়। অবশিষ্ট অনুষ্টুপ্ রাত্রিকালেই প্রযোজ্য।

(৩) চারিটি যাজ্যামন্ত্রের প্রত্যেকটিতেই উক্ত অর্থত্রয়বাচক শব্দ আছে।

যখন প্রথম পর্য্যায়ে স্তোত্রগান হয়, তখন [গেয় মন্ত্রের] প্রথম চরণ পুনরায় গৃহীত হয় (অর্থাৎ দুইবার উচ্চারিত হয়)।[৪] ঐরূপ করিলে অসুরদের যে অশ্ব ও গরু আছে, তাহা তাহাদের নিকট হইতে [কাড়িয়া] লওয়া হয়।

যখন মধ্যম পর্য্যায়ে স্তোত্রগান হয়, তখন মধ্যম পদ পুনরায় গৃহীত হয়। ঐরূপ করিলে অসুরদের যে শকট ও রথ আছে, তাহা তাহাদের নিকট হইতে [কাড়িয়া] লওয়া হয়।

যখন অন্তিম পর্য্যায়ে স্তোত্রগান হয়, তখন অন্তিম চরণ পুনরায় গৃহীত হয়। ঐরূপ করিলে অসুরদের শরীরে যে বস্ত্র, হিরণ্য ও মণি আছে, তাহা [কাড়িয়া] লওয়া হয়। যে ইহা জানে, সে শত্রুর ধন গ্রহণ করে ও শত্রুকে সকল লোক হইতে নিরাকৃত করে।

কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, দিবসের কর্ম্ম পবমানযুক্ত, রাত্রির কর্ম্ম পবমানযুক্ত নহে, তবে কিরূপে [দিন ও রাত্রির কর্ম্ম] উভয়েই পবমানযুক্ত হয় এবং কিরূপেই বা তাহারা সমানভাগযুক্ত হয় ?[৫] [উত্তর] যেহেতু [অতিরাত্রে] "ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতম্"[৬] "ইদং বসো সুতমন্ধঃ"[৭] এবং "ইদং হ্যন্বোজসা সুতম্"[৮] ইত্যাদি মন্ত্রে স্তোত্রগান হয় ও শস্ত্রপাঠ হয়, তাহাতেই

(৪) স্তোত্রগানের মত শস্ত্রপাঠেও প্রথম চরণ দুইবার পঠিত হয়।

(৫) দিবসে অনুষ্ঠেয় সোমযাগে সবনত্রয়ে বহিষ্পবমান, মাধ্যন্দিনপবমান ও আর্ভবপবমান গীত হয়। রাত্রিতে অনুষ্ঠিত অতিরাত্র সোমযাগে পবমান স্তোত্রের ব্যবস্থা নাই, তবে কিরূপে রাত্রিতে পবমান না থাকিলেও পবমানের ফল পাওয়া যায়, এই প্রশ্ন।

(৬) ৮।৯২।১৯। (৭) ৮।২।১। (৮) ৩।৫১।১০।

রাত্রিকর্ম্ম পবমানযুক্ত হইয়া থাকে; তাহাতেই [দিনকর্ম্ম ও রাত্রিকর্ম্ম] উভয়েই পবমানযুক্ত হয় ও সমানভাগবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

[আবার] কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, দিনে পোনেরটি স্তোত্র, কিন্তু রাত্রিতে পোনেরটি স্তোত্র নাই। তাহা হইলে উভয়ে কিরূপে পঞ্চদশ-স্তোত্রযুক্ত হয় ও সমানভাগবিশিষ্ট হয়?[৯] [উত্তর] [অতিরাত্রে] বারটি স্তোত্র আছে, তাহাদের নাম অপিশর্ব্বর;[১০] এতদ্ব্যতীত তিন দেবতার উদ্দিষ্ট রথন্তর নামক সন্ধিস্তোত্র দ্বারাও স্তব করা হয়[১১]; এইরূপে রাত্রি কর্ম্মও পঞ্চদশ-স্তোত্রযুক্ত হয়; তদ্দ্বারা উভয়েই পঞ্চদশ-স্তোত্রযুক্ত হয় ও সমানভাগবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

স্তোত্রসংখ্যা পরিমিত (সীমাবদ্ধ), কিন্তু তদনন্তর পঠিত শস্ত্রসংখ্যার কোন পরিমাণ নাই।[১২] যাহা অতীত, তাহা পরিমিত; যাহা ভবিষ্যৎ, তাহা অপরিমিত লাভের আশা করে। স্তোত্র (অর্থাৎ তদন্তর্গত মন্ত্রসংখ্যা) অতিক্রম করিয়া [বহুতর] মন্ত্র [হোতা শস্ত্রমধ্যে] পাঠ করেন। প্রজা এবং পশুও

---

(৯) অগ্নিষ্টোমে বার ও উক্থ্যে তদতিরিক্ত তিন, একযোগে দিনকর্ম্মে পোনের স্তোত্র

(১০) প্রতি পর্য্যায়ে চারিবার সোমাহুতি, শস্ত্রপাঠ ও স্তোত্রগান হয়। অতএব তিন পর্য্যায়ে বারটি স্তোত্র।

(১১) রাত্রিশেষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সন্ধিস্তোত্র হয়। দিবারাত্রের সন্ধিস্থলে গীত হয় বলিয়া উহার নাম সন্ধিস্তোত্র। ঐ স্তোত্রে ছয়টি মন্ত্র (সামসংহিতা ২।৯৯—১০৪)। দুইটি অগ্নির, দুইটি উষার ও দুইটি অশ্বিদ্বয়ের উদ্দিষ্ট। রথন্তর সাম যে নিয়মে গীত হয়, এই পৃষ্ঠস্তোত্রও সেই নিয়মে গীত হইয়া থাকে।

(১২) স্তোত্রগত স্তোম কেবল চারিপ্রকার,—ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, ও একবিংশ। তদতিরিক্ত স্তোম নাই। কিন্তু স্তোত্রান্তে যে শস্ত্র পাঠ হয়, তাহাতে মন্ত্রসংখ্যার কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই। স্তোত্রে যত মন্ত্র, শস্ত্রে পঠিত মন্ত্র তাহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে।

আপনাকে অতিক্রম করে।[১৩] সেইজন্য এই যে স্তোত্র অতিক্রম করিয়া শস্ত্র পঠিত হয়, এতদ্দ্বারা যাহা (প্রজা ও পশু) আপনাকে অতিক্রম করে, তাহাই লব্ধ হইয়া থাকে।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

অতিরাত্র

অতিরাত্রে রাত্রিপর্য্যায়ের পর আশ্বিনশস্ত্র পঠিত হয়, তৎসম্বন্ধে আখ্যায়িকা ও বিধান—"প্রজাপতি বৈ......এবং বেদ"

একদা প্রজাপতি সাবিত্রী[১] সূর্য্যা নাম্নী দুহিতাকে রাজা সোমের উদ্দেশে সম্প্রদানার্থ উদ্যত হইয়াছিলেন। দেবগণ তাঁহাকে পাইবার জন্য বর হইয়া আসিয়াছিলেন। প্রজাপতি এই [ঋক্-] সহস্রকে সেই কন্যার বহতু[২] করিয়াছিলেন। ঐ মন্ত্রসহস্রকে আশ্বিন শস্ত্র বলা হয়। যাহাতে ঋক্‌সংখ্যা সহস্রের ন্যূন, তাহা আশ্বিন শস্ত্র নহে। সেইহেতু সেই সহস্র মন্ত্র, অথবা তাহারও অধিক, পাঠ করিবে।

---

(১৩) অর্থাৎ এক জনের বহু পুত্র ও বহু পশু থাকিতে পারে।

(১) সাবিত্রী সবিতার কন্যা। সবিতার কন্যা হইলেও প্রজাপতি স্নেহবশতঃ তাঁহাকে আপন দুহিতা মনে করিতেন (সায়ণ)।

(২) বহন শব্দে বিবাহ। বিবাহে মাঙ্গল্যার্থ বরের সম্মুখে যে হরিদ্রাগুড়াদি মঙ্গলদ্রব্য স্থাপিত হয়, তাহার নাম বহতু।

ঘৃত ভক্ষণ করিয়া [আশ্বিন শস্ত্র] পাঠ করিবে। গাড়ী অথবা রথ [চাকাতে] তৈলাক্ত করিয়া যেমন চালান হয়, হোতাও সেইরূপ ঘৃতাক্ত হইয়া [শস্ত্রপাঠ] আরম্ভ করিবেন।

উৎপতনোন্মুখ শকুনির (পক্ষীর) মত [অবস্থিত হইয়া] আহাব পাঠ করিবে।[৩]

এই [আশ্বিন শস্ত্র] আমার হউক, ইহা আমার হউক, এই বলিয়া দেবগণ [পরস্পর বিবাদ করিয়া] কেহই তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। তখন তাহা পাইবার জন্য সন্ধি করিয়া দেবগণ বলিলেন, আমরা আজিধাবন করিব ;[৪] যে আমাদের মধ্যে জয় লাভ করিবে, এই শস্ত্র তাহারই হইবে। এই বলিয়া তাঁহারা গৃহপতি অগ্নি হইতে আদিত্য পর্য্যন্ত [ধাবনের] সীমা স্থির করিলেন।[৫] সেইজন্য "অগ্নির্হোতা গৃহপতিঃ স রাজা" এই অগ্নিদৈবত মন্ত্র[৫] আশ্বিন শস্ত্রের প্রতিপৎ (আরম্ভের মন্ত্র) হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, "অগ্নিং মন্যে পিতরমগ্নিমাপম্"[৬] এই মন্ত্রে আশ্বিন শস্ত্র আরম্ভ করিবে। [তাহা হইলে] "দিবি শুক্রং যজতং সূর্য্যস্য" এই [চতুর্থ] চরণ পাঠেই প্রথম

---

(৩) "যথা পক্ষী পত্ত্যাং ভূমিং দৃঢ়মবষ্টভ্য উৎপতিষ্যন্ ঊর্দ্ধমুখোৎপতনং কর্ত্তুমিচ্ছন্ পক্ষ্যন্তরমভিলক্ষ্য ধ্বনিং করোতি, এবমসৌ হোতা তদাকারং ঘটনং কুর্ব্বন্ আহাবং পঠেৎ" (সায়ণ)। আশ্বিন শস্ত্রের পূর্ব্বে আহাবের সময় হোতা ঐরূপে উপবিষ্ট হইবেন।

(৪) পণ রাখিয়া দৌড়ানর নাম আজিধাবন।

(৫) গার্হপত্য অগ্নির নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া আদিত্যের নিকট পর্য্যন্ত দৌড়ান হইবে, এই স্থির হইল।

(৫) ৬।১৫।১৩। (৬) ১০।৭।৩।

ঋক্ দ্বারাই ধাবনের সীমা পাওয়া যায়।[৭] কিন্তু এই মত আদরণীয় নহে। কেননা, সে স্থলে যদি কেহ আসিয়া হোতাকে শাপ দেয়, এই হোতা অগ্নির নাম করিয়া আরম্ভ করিয়াছে, ঐ ব্যক্তি অগ্নিকেই পাইবে (অগ্নিতে দগ্ধ হইবে), তাহা হইলে অবশ্য তাহাই ঘটে। সেইজন্য "অগ্নির্হোতা গৃহপতিঃ স রাজা" এই মন্ত্রেই আরম্ভ করিবে। এই মন্ত্র গৃহপতি-শব্দযুক্ত ও প্রজনার্থক-শব্দযুক্ত[৮] ও শান্তিগুণ-সম্পন্ন। ইহাতে হোতা পূর্ণায়ু হয় এবং পূর্ণ আয়ু ঘটে। যে ইহা জানে, সে পূর্ণ আয়ু লাভ করে।

দ্বিতীয় খণ্ড

অতিরাত্র

আশ্বিন শস্ত্র সম্বন্ধে আখ্যায়িকার অবশিষ্ট ভাগ—"তাসাং বৈ......এবং বেদ"

আজিধাবনে প্রবৃত্ত হইলে সেই দেবতাদের মধ্যে অগ্নি অগ্রণী হইয়া প্রথমে চলিলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁহার পশ্চাতে চলিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি সরিয়া যাও, আমরা এই শস্ত্র জয় করিয়া লইব। অগ্নি বলিলেন, তাহাই হইবে, তবে আমারও এই শস্ত্রে ভাগ রহুক। তাহাই হউক বলিয়া

(৭) ধাবনের শেষসীমা আদিত্য বা সূর্য্য। চতুর্থচরণে সূর্য্যের নাম থাকায় ঐ প্রথম মন্ত্রেই আজিধাবন সমাপ্ত হইতে পারে। কেননা ধাবনেরও শেষ সীমা সূর্য্য।

(৮) "বিশ্বা বেদ জনিমা জাতবেদাঃ" এই দ্বিতীয়চরণে জননার্থ জনিমা শব্দ আছে।

অশ্বিদ্বয় অগ্নিকেও ইহাতে ভাগ দিয়াছিলেন। এই জন্য আশ্বিন শস্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট কাণ্ড পঠিত হয়[১]।

অশ্বিদ্বয় ঊষার পশ্চাতে চলিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি সরিয়া যাও, আমরা এই শস্ত্র জয় করিয়া লইব। ঊষা বলিলেন, তাহাই হইবে, তবে আমারও ইহাতে ভাগ রহুক। তাহাই হউক বলিয়া অশ্বিদ্বয় ঊষাকেও ইহাতে ভাগ দিয়াছিলেন। সেইজন্য আশ্বিন শস্ত্রে ঊষার উদ্দিষ্ট কাণ্ড পঠিত হয়।

তাঁহারা ইন্দ্রের পশ্চাতে চলিয়া তাঁহাকে বলিলেন, অহে মঘবা, আমরা ইহা জয় করিয়া লইব। তুমি সরিয়া যাও, একথা ইন্দ্রকে বলিতে তাঁহারা সাহস করেন নাই। ইন্দ্র বলিলেন, তাহাই হইবে, তবে আমারও ইহাতে ভাগ রহুক। তাহাই হউক বলিয়া তাঁহারা ইন্দ্রকেও ইহাতে ভাগ দিলেন। সেই জন্য আশ্বিন শস্ত্রে ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট কাণ্ড পঠিত হয়।

অতঃপর অশ্বিদ্বয় সেই আজিতে জয় লাভ করিলেন ও সেই শস্ত্রে ব্যাপ্ত হইলেন। যেহেতু অশ্বিদ্বয় ইহাতে জয় লাভ করিয়াছিলেন, ও ইহাতে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই হেতু ইহাকে আশ্বিন শস্ত্র বলা হয়। যে ইহা জানে, সে যাহা যাহা কামনা করে, তাহাই প্রাপ্ত হয়।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, যখন অগ্নির উদ্দিষ্ট, ঊষার উদ্দিষ্ট, ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট মন্ত্র সকল পাঠ করা হয়,

---

(১) আশ্বিনশস্ত্রের অন্তর্গত বহু মন্ত্রের মধ্যে যেগুলি অগ্নির উদ্দিষ্ট, তাহাই আগ্নেয়-কাণ্ড। আশ্বিনশস্ত্র মুখ্যতঃ অশ্বিদ্বয়ের উদ্দিষ্ট হইলেও অন্য দেবতাদের উদ্দিষ্ট মন্ত্র কিরূপে স্থান পাইল, তাহাই দেখান হইতেছে।

তখন ইহার নাম আশ্বিন কিরূপে হইল ? [উত্তর] অশ্বিদ্বয়ই বস্তুতঃ ইহা জয় করিয়াছিলেন, অশ্বিদ্বয়ই ইহাতে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই হেতু ইহাকে আশ্বিন বলা হয়। যে ইহা জানে, সে যাহা যাহা কামনা করে, তাহাই প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় খণ্ড

অতিরাত্র—আশ্বিন শস্ত্র

আশ্বিন শস্ত্র সম্বন্ধে অন্যান্য কথা—"অশ্বতরী রথেন··· ··যজমানায় চ"

অগ্নি অশ্বতরীযুক্ত রথে আজিধাবন করিয়াছিলেন ; সেই অশ্বতরীদিগকে বেগে চালনা করিতে গিয়া অগ্নি তাহাদের যোনিদেশ দগ্ধ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, সেই জন্য অশ্বতরীরা সন্তানোৎপাদন করিতে পারে না।

ঊষা অরুণবর্ণ গোসকল দ্বারা আজিধাবন করিয়াছিলেন। সেই জন্য ঊষা আগত হইলে ঊষার রূপ অরুণপ্রভাযুক্ত হয়।

ইন্দ্র অশ্বযুক্ত রথে আজিধাবন করিয়াছিলেন। সেই রথে উচ্চ শব্দ হইয়াছিল। সেই জন্য ক্ষত্রিয়ের রূপও সেই-রূপ ; ইন্দ্রেরও সেইরূপ [শব্দ]।[১]

অশ্বিদ্বয় গর্দ্দভযুক্ত রথে চলিয়া জয় লাভ করিয়াছিলেন ও ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয় জয় লাভ করিয়াছিলেন ও ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন ; সেই হেতু (আজিধাবনে অতি পরিশ্রম হেতু)

---

(১) ক্ষত্রিয়ের রথের আগে আগে ভৃত্যেরা শব্দ করিতে করিতে যায়। ইন্দ্রের সহিত অসুরদিগের যুদ্ধকালেও মহাশব্দ হইয়াছিল। (সায়ণ)।

গর্দ্দভ বেগহীন ও দুগ্ধহীন ও সকল বাহনের মধ্যে অল্পবেগ হইয়াছে। কিন্তু অশ্বিদ্বয় তাহার রেতোবীর্য্য হরণ করেন নাই, সেই জন্য সেই বাজী (গতিশীল) গর্দ্দভ দ্বিরেতোবিশিষ্ট (গর্দ্দভ ও অশ্বতর উভয়ের উৎপাদনে সমর্থ)।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, অগ্নির, উষার, অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে যেমন [সাত ছন্দের মন্ত্র পাঠ] হয়, সেইরূপ সূর্য্যের উদ্দেশেও সাত ছন্দ পাঠ করিবে; কেননা দেবলোক সাতটি; উহাতে সকল দেবলোকেই সমৃদ্ধিলাভ ঘটে। কিন্তু এই মত আদরণীয় নহে। তিনটি মাত্র [ছন্দ] পাঠ করিবে। কেননা লোক তিনটি ও বিবিধ; এরূপ করিলে এই [তিন] লোকেরই জয় ঘটে।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, "উদু ত্যং জাতবেদসং" এই মন্ত্রে[২] সূর্য্যদৈবত কাণ্ড আরম্ভ করিবে। কিন্তু এই মত আদরণীয় নহে। [আজিধাবনে] লোকে শেষ সীমার নিকট পর্য্যন্ত গিয়াও স্খলিত হইতে পারে; উহাতেও সেইরূপ ঘটে। "সূর্য্যো নো দিবস্পাতু"[৩] এই মন্ত্রে সূর্য্যের উদ্দিষ্ট কাণ্ড আরম্ভ করিবে; [আজিধাবনে] চলিয়া শেষ সীমায় [নির্ব্বিঘ্নে] যেমন পৌঁছান যায়, ইহাতেও সেইরূপ হয়। [তৎপরে] "উদু ত্যং জাতবেদসম্"[৪] ইত্যাদি দ্বিতীয় সূক্ত পাঠ করিবে। তৎপরে "চিত্রং দেবানামুদগাদনীকম্"[৫] এই ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের

---

(২) ১।৫০।১।

(৩) দশমমণ্ডলের ১৫৮ সূক্ত পাঠ বিহিত। ঐ সূক্তের এটি প্রথম মন্ত্র। এই সূক্তের ছন্দ গায়ত্রী।

(৪) ১ মণ্ডল ৫ সূক্ত। এই সূক্তেরও ছন্দ গায়ত্রী। (৫) ১ মণ্ডল ১১৫ সূক্ত।

সূক্তে ঐ আদিত্যকেই দেবগণের চিত্র (রূপ) বলা হইতেছে, এবং তিনিই উদিত হইতেছেন ; অতএব [তৎপরে] এই সূক্ত পাঠ করিবে। [তৎপরে] "নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে"[৬] ইত্যাদি জগতী ছন্দের সূক্ত পাঠ করিবে ; পাঠ করিবে ; উহাতে আশীর্ব্বাচক যে পদ আছে, তদ্দ্বারা হোতা নিজের জন্য ও যজমানের জন্য আশিষ প্রার্থনা করেন।

চতুর্থ খণ্ড

অতিরাত্র—আশ্বিন শস্ত্র

তৎপরে আশ্বিনশস্ত্রের অন্তর্গত প্রগাথ-বিধান—"তদাহঃ···নাতিশংসতি"

এবিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, [দেবতামধ্যে] সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া (ত্যাগ করিয়া) শস্ত্র পাঠ করিবে না ; [ছন্দোমধ্যে] বৃহতীকে অতিক্রম করিয়া শস্ত্র পাঠ করিবে না, সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া শস্ত্র পাঠ করিলে ব্রহ্মবর্চ্চসের হানি হয় ও বৃহতীকে অতিক্রম করিয়া শস্ত্র পাঠ করিলে প্রাণের হানি হয়।

"ইন্দ্র ক্রতুং ন আভর"[১]—হে ইন্দ্র, আমাদের ক্রতু আনয়ন কর—ইত্যাদি ইন্দ্রদৈবত প্রগাথ পাঠ করা হয়। [এই মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধ] "শিক্ষা ণো অস্মিন্ পুরুহূত যামনি জীবা জ্যোতিরশীমহি"—অহে পুরুহূত (ইন্দ্র), আমাদিগকে এই [অতিরাত্র]

---

(৬) ১০ মণ্ডল ৩৭ সূক্ত।

(১) ৭।৩২।২৬।

নিয়মে শিক্ষা দাও, যেন আমরা জীবিত থাকিয়া জ্যোতিঃ প্রাপ্ত
হই—এস্থলে জ্যোতিঃ শব্দে ঐ [সূর্য্য] অতএব [এই মন্ত্র
ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট হইলেও] ইহাতে সূর্য্যকে অতিক্রম করা হইল
না। যেহেতু উক্ত মন্ত্র প্রগাথরূপে পঠিত হইলে বৃহতীর
তুল্য হয়, অতএব উহা পাঠে বৃহতীকেও অতিক্রম করা
হয় না[২]।

[তৎপরে অন্য প্রগাথ] "অভি ত্বা শূর নোনুমঃ"[৩] ইত্যাদি
রথন্তর সামের উৎপাদক মন্ত্র [প্রগাথ রূপে] পাঠ করিবে।
[অতিরাত্রে উদ্গাতারা] রথন্তর-সামসাধ্য সন্ধিস্তোত্রে আশ্বিন
শস্ত্রের জন্য স্তব করেন। এই যে রথন্তরের উৎপাদক মন্ত্র
পঠিত হয়, ইহাতে রথন্তরের সমান স্থান প্রাপ্তি ঘটে। [ঐ
ঋকের তৃতীয় চরণে] "ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশম্" এস্থলে
"স্বর্দৃশম্"[৪] পদে ঐ সূর্য্যকে বুঝাইতেছে, অতএব এই মন্ত্র
পাঠে সূর্য্যকেও অতিক্রম করা হয় না। যেহেতু এই প্রগাথ
বৃহতী-তুল্য হয়, অতএব ইহাতে বৃহতীরও অতিক্রম হয় না।

[তৎপরে] "বহবঃ সূরচক্ষসঃ" ইত্যাদি[৫] মিত্রাবরুণোদ্দিষ্ট
প্রগাথ পাঠ করা হয়। দিনই মিত্রস্বরূপ ও রাত্রি বরুণস্বরূপ ;

---

(২) এই প্রগাথে দুইটি মন্ত্র আছে ; দুইটিকে গাঁথিয়া তিনটি বৃহতীতে পরিণত করা হয়।
প্রথম মন্ত্রটির চারিচরণে ছত্রিশ অক্ষর আছে ; উহা স্বভাবতঃ বৃহতী। দ্বিতীয় ঋক্ বৃহতী নহে,
কিন্তু উহার প্রথমার্দ্ধে ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিশটী করিয়া অক্ষর আছে। প্রথম ঋকের শেষ চরণের
আট অক্ষর দুইবার পাঠ করিলে ষোল অক্ষর হয়। এই ষোল অক্ষরের সহিত দ্বিতীয় ঋকের
প্রথমার্দ্ধ যোগে ছত্রিশ ও দ্বিতীয়ার্দ্ধ যোগে ছত্রিশ, এইরূপে দুইটী বৃহতী গাঁথা হয়।

(৩) ৭।৩২।২২।

(৪) স্বর্গলোকে দৃশ্যমানম্।

(৫) ৭।৬৬।১০।

যে অতিরাত্র অনুষ্ঠান করে, সে দিন ও রাত্রি উভয়ের উদ্দেশেই ক্রতু আরম্ভ করে। এই যে মিত্রাবরুণের উদ্দিষ্ট প্রগাথ পাঠ করা হয়, ইহাতে যজমানকে অহোরাত্রেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। [ঐ মন্ত্রে] "সূরচক্ষসে" এই পদ থাকায় সূর্য্যকে অতিক্রম করা হয় না এবং এই প্রগাথ বৃহতীতুল্য হওয়ায় বৃহতীরও অতিক্রম হয় না।

[তৎপরে] "মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নঃ" [৬] এবং "তে হি দ্যাব্যাপৃথিবী বিশ্বশংভুব" [৭] এই দুই দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করা হয়। দ্যাবাপৃথিবী প্রতিষ্ঠাস্বরূপ; ইনি (পৃথিবী) ইহলোকে ও উনি (দ্যৌঃ) ঐ লোকে প্রতিষ্ঠা। এই যে দ্যাবাপৃথিবী-দৈবত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করা হয়, ইহাতে যজমানকে প্রতিষ্ঠাতেই (আশ্রয়েই) প্রতিষ্ঠিত করা হয়। [দ্বিতীয় ঋকে] "দেবো দেবী ধর্ম্মণা সূর্য্যঃ শুচিঃ" এই [সূর্য্য-শব্দযুক্ত] চরণ আছে, সেইজন্য সূর্য্যকে অতিক্রম করা হইল না। আর [প্রথম ঋক্] গায়ত্রী আর [দ্বিতীয় ঋক্] জগতী [৮]; তাহারা উভয়ে দুইটি বৃহতীর সমান; অতএব বৃহতীরও অতিক্রম হইল না।

[তৎপরে] "বিশ্বস্য দেবী মৃচয়স্য জন্মনো ন যা রোষাতি ন গ্রভৎ"—সকল গতিশীল প্রাণীর জন্মের দেবী (স্বামিনী) যে [নির্ঋতি নাম্নী] দেবতা আছেন, তিনি আমাদের উপর

---

(৬) ১।২২।১৩।

(৭) ১।১৬০।১।

(৮) গায়ত্রীর ২৪ ও জগতীর ৪৮ উভয়ে মিলিয়া ৭২ অক্ষর; বৃহতীর ৩৬ অক্ষর, অতএব গায়ত্রী ও জগতী একযোগে দুই বৃহতীর সমান।

যেন রোষ না করেন বা আমাদিগকে গ্রহণ না করেন—এই দ্বিপাদযুক্ত ঋক্[9] পাঠ করা হয়। এই যে আশ্বিন শস্ত্র, ইহাকে চিতাকাষ্ঠযুক্ত স্থানের (শ্মশানের) মত [ভয়জনক] বলা হয়। হোতা যখনই [শস্ত্রপাঠ] সমাপ্ত করিবেন, তখনই তাঁহার অভিমুখে [বন্ধনার্থ] পাশ মোচন করিব, এই উদ্দেশে পাশহস্তা নির্ঋতি তৎসমীপে উপস্থিত থাকেন। সেইজন্য (নির্ঋতির পাশ হইতে ত্রাণার্থ) বৃহস্পতি "ন যা রোষাতি ন গ্রভৎ" তিনি যেন রোষ না করেন, তিনি যেন গ্রহণ (বন্ধন) না করেন—ঐ দ্বিপাদযুক্ত ঋক্ দেখিয়াছিলেন। এইরূপে সেই মন্ত্র দ্বারা বৃহস্পতি পাশহস্তা নির্ঋতির অধোমুখে লম্বমান পাশ নিরাকৃত করিয়াছিলেন। হোতা এই যে দ্বিপাদ মন্ত্রটি পাঠ করেন, এতদ্দ্বারাও তিনি পাশহস্তা নির্ঋতির অধোমুখে লম্বমান পাশ নিরাকৃত করিয়া থাকেন। এইরূপে স্বস্তিতেই হোতা [পাশ হইতে] উন্মুক্ত হন ও পূর্ণায়ু হইয়া পূর্ণায়ু লাভ করেন। যে ইহা জানে, সে পূর্ণ আয়ু লাভ করে। ঐ মন্ত্রের "মৃচয়ন্ত্য জন্মনঃ" এস্থলে সূর্য্যই গমন করেন বলিয়া [গতিবাচক মৃচয় শব্দের] লক্ষ্য; এইজন্য এই মন্ত্র পাঠে সূর্য্যকে অতিক্রম করা হয় না। আর এই মন্ত্রে দুই চরণ থাকায় ইহা পুরুষসদৃশ-ছন্দোযুক্ত[10]; এইরূপে উহা সকল ছন্দকেই ব্যাপ্ত করে; এইজন্য বৃহতীরও অতিক্রম হয় না।

(৯) এই ব্রাহ্মণোক্ত ঋক্ সংহিতা মধ্যে নাই।

(১০) কেননা পুরুষেরও দুই চরণ।

পঞ্চম খণ্ড

অতিরাত্র—আশ্বিন শস্ত্র

আশ্বিন শস্ত্রের সমাপ্তি—"ব্রাহ্মণস্পত্যা……ইত্যেতাভ্যাম্"

ব্রহ্মণস্পতি-দৈবত মন্ত্রে [১] আশ্বিন শস্ত্র সমাপ্ত করা হয়। বৃহস্পতিই ব্রহ্ম, এতদ্দ্বারা যজমানকে শস্ত্রান্তে ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রজাকামী ও পশুকামী "এবা পিত্রে বিশ্বদেবায় বৃষ্ণে" [২] এই মন্ত্রে সমাপ্ত করিবে। কেননা "বৃহস্পতে সুপ্রজা বীরবন্তঃ" এই [তৃতীয় চরণ] পাঠে প্রজাদ্বারা সুসন্তানযুক্ত ও বীরযুক্ত হইবে। [তদ্ব্যতীত চতুর্থ চরণ] "বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্" থাকাতে যে স্থলে ইহা জানিয়া ঐ মন্ত্রে সমাপ্ত করা হয়, সেখানে যজমান প্রজাবান্ পশুমান্ রয়িমান্ (ধনবান্) ও বীরবান্ হইয়া থাকে। তেজস্কামী ও ব্রহ্মবর্চ্চসকামী—"বৃহস্পতে অতি যদর্য্যো অর্হাৎ" [৩] এই মন্ত্রে সমাপ্ত করিবে; তাহাতে অন্যকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মবর্চ্চস লাভ করিবে। [ঐ মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে] যে "দ্যুমৎ" আছে, উহা পাঠে ব্রহ্মবর্চ্চসই "দ্যুমৎ" (দীপ্তযুক্ত) হইয়া বিশেষরূপে প্রকাশ পায়; কেননা ব্রহ্মবর্চ্চসই বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। [তৃতীয় চরণের] "যদ্দীদয়চ্ছবস ঋত প্রজাত" এস্থলেও ব্রহ্মবর্চ্চসই "দীদয়ৎ" (দীপ্তিযুক্ত)। [চতুর্থ চরণের] "তদ স্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রম্" এস্থলেও ব্রহ্মবর্চ্চস-

---

(১) "বৃহস্পতে অতি যদর্য্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র।

(২) ৪।৫০।৬। (৩) ২।২৩।১৫।

কেই চিত্র (বিচিত্র) বলা হইল। যে স্থলে ইহা জানিয়া এই মন্ত্রে সমাপ্ত করা হয়, সেস্থলে যজমান ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত ও ব্রহ্ম-যশোযুক্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহা জানিয়া ঐ মন্ত্রেই সমাপ্ত করিবে।

ঐ মন্ত্র ব্রহ্মণস্পতি-দৈবত, সেইজন্য উহাতে সূর্য্যকে অতিক্রম করা হয় না। আর যেহেতু ঐ [শস্ত্রসমাপ্তিতে পঠিত] ত্রিষ্টুপ্ তিনবার পাঠ করা হয়[৪], তাহাতে উহা [বহু-অক্ষরযুক্ত হওয়ায়] সকল ছন্দকেই ব্যাপ্ত করে ; কাজেই বৃহতীকেও অতিক্রম করা হয় না।

একটি গায়ত্রী মন্ত্রের[৫] ও একটি ত্রিষ্টুপ্ মন্ত্রের[৬] [যাজ্যা] দ্বারা বষট্কার করিবে ; কেননা গায়ত্রীই ব্রহ্ম আর ত্রিষ্টুপ্ বীর্য্য। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের (ব্রাহ্মণধর্ম্মের) সহিত বীর্য্যকে মিলিত করা হয়। যে স্থলে ইহা জানিয়া "অশ্বিনা বায়ুনা যুবং সুদক্ষ" এবং "উভা পিবতমশ্বিনা" এই ত্রিষ্টুপ্ দ্বারা ও গায়ত্রী দ্বারা বষট্কার হয়, সেস্থলে যজমান ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত, ব্রহ্মযশোযুক্ত ও বীর্য্যবান্ হয়।

[অথবা] একটি গায়ত্রী ও একটি বিরাট্ মন্ত্রদ্বারা বষট্কার করিবে। কেননা গায়ত্রীই ব্রহ্ম ও বিরাট্ অন্ন। এতদ্দ্বারা অন্নকে ব্রহ্মের সহিত মিলিত করা হয়। যেস্থলে ইহা জানিয়া গায়ত্রী দ্বারা ও বিরাট্ দ্বারা বষট্কার হয়, সে

---

(৪) "ত্রিঃ প্রথমাং ত্রিরুত্তমাম্" এই বিধিমতে শস্ত্রসমাপ্তির মন্ত্র তিনবার পঠনীয়।

(৫) "উভা পিবতমশ্বিনা" এই গায়ত্রী (১।৪৬।১৫) আশ্বিন শস্ত্রের প্রথম যাজ্যা।

(৬) "অশ্বিনা বায়ুনা যুবম্" এই ত্রিষ্টুপ্ (৩।৫৮।৭) আশ্বিনশস্ত্রের দ্বিতীয় যাজ্যা। যাজ্যামন্ত্রেই বষট্কার হয়।

স্থলে যজমান ব্রহ্মবর্চ্চসযুক্ত ও ব্রহ্মযশোযুক্ত হয় ও ব্রাহ্মণের ভক্ষণযোগ্য অন্ন ভোজন করিতে পায়। সেইজন্য ইহা জানিয়া "প্র বামন্ধাংসি মদ্যান্যস্থুঃ"[1] এই [বিরাট্] ও "উভা পিবতমশ্বিনা"[2] [এই গায়ত্রী] এতদুভয় দ্বারা বষট্‌কার করিবে।

ষষ্ঠ খণ্ড

গবাময়ন সত্র—চতুর্বিবংশাহ

জ্যোতিষ্টোমের চারিটি সংস্থা অগ্নিষ্টোম, উক্‌থ্য, ষোড়শী ও অতিরাত্রের বিষয় বিবৃত হইল। এখন সংবৎসরব্যাপী গবাময়ন সত্রের বিষয় বলা হইবে। সংবৎসরে ৩৬০ দিন; প্রত্যেক দিনে উক্ত চারিটি সংস্থার মধ্যে কোন এক সংস্থানুযায়ী সোম-প্রয়োগ বিহিত হয়। সত্রের প্রথম দিনে অতিরাত্র বিহিত। পরদিনের নাম চতুর্বিবংশ। সে দিন সোমপ্রয়োগে চতুর্বিবংশ নামক স্তোম গীত হয়, সেইজন্য ঐ দিনের অনুষ্ঠানের নাম চতুর্বিবংশ। পূর্ব্বদিনের বিহিত অতিরাত্র উপক্রমণিকা-মাত্র; চতুর্বিবংশ লইয়াই সত্রের প্রকৃত আরম্ভ, এইজন্য এই অনুষ্ঠানের অপর নাম আরম্ভণীয়। তাণ্ড্যব্রাহ্মণ মতে ইহার নাম প্রায়ণীয়।[১]

---

(৭) ৭।৬৮।২।

(১) বিষুব দিবস সংবৎসরকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করে; তৎপূর্ব্বে ১৮০ দিন ও তৎপরে ১৮০ দিন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮০ দিনে যে প্রথানুসারে সোমপ্রয়োগ হয়, পরবর্ত্তী ১৮০ দিনে তাহার বিপরীতক্রমে সোমপ্রয়োগ বিহিত। অর্থাৎ সংবৎসরের শেষার্দ্ধ যেন প্রথমার্দ্ধের অনুরূপ দর্পণগত প্রতিবিম্বস্বরূপ। যথা :—

অনুষ্ঠান	দিনসংখ্যা
প্রথম দিনে বিহিত অতিরাত্র	১
দ্বিতীয় দিনে চতুর্বিবংশ (আরম্ভণীয়)	১
তৎপরে পাঁচ মাস ব্যাপিয়া ২৫ টি ষড়হ—প্রতিমাসে পাঁচ ষড়হ—৪ টি অভিপ্লব ষড়হ ও ১ টি পৃষ্ঠ্য ষড়হ এইরূপে পাঁচমাসে	১৫০

চতুর্ব্বিংশ সম্বন্ধে বিধান যথা—"চতুর্ব্বিংশমেতৎ......এব স্যাৎ"

চতুর্ব্বিংশ দিবসে[১] আরম্ভণীয়ের অনুষ্ঠান করিবে। এতদ্দ্বারা সংবৎসরের (সংবৎসরব্যাপী গবাময়ন সত্রের) আরম্ভ হয় ও এতদ্দ্বারা [উদ্গাতৃগীত] স্তোমসকলের ও [হোতৃপঠিত] ছন্দসকলেরও আরম্ভ হয়। এতদ্দ্বারা [তত্তন্মন্ত্রোদ্দিষ্ট] দেবতাগণের [হোমও] আরব্ধ হয়। এই দিনে [illegible]র আরম্ভ না হয়, সে ছন্দও অনারব্ধ থাকে ও সেই

[illegible]রে তিনটি অভিপ্লব ষড়হ ও একটি পৃষ্ঠ্য ষড়হ একযোগে ৪ ষড়হ		২৪
[illegible]রে অভিজিৎ		১
তৎপরে তিন দিন স্বরসাম		৩
তৎপরে মধ্যবর্ত্তী বিষুব দিবস (এই দিন ৩৬০ দিনের অন্তর্গত নহে)		—
পুনরায় তিন দিন স্বরসাম		৩
তৎপরে বিশ্বজিৎ (অভিজিতের অনুরূপ)		১
তৎপরে ১ পৃষ্ঠ্য ষড়হ ও ৩ অভিপ্লব ষড়হ একযোগে ৪ ষড়হ		২৪
তৎপরে চারিমাস ব্যাপিয়া ২০ ষড়হ, প্রতিমাসে ১ পৃষ্ঠ্য ষড়হ ও চারি অভিপ্লব ষড়হ এইরূপে চারিমাসে		১২০
তৎপরে ৩ অভিপ্লব ষড়হ	১৮	৩০
গোষ্টোম	১	
আয়ুষ্টোম	১	
দশরাত্র	১০	
তৎপরে মহাব্রত (চতুর্ব্বিংশের অনুরূপ)		১
শেষ দিনে অতিরাত্র		১

উপর্য্যুপরি তিন দিনে সোমপ্রয়োগ বিহিত হইলে তাহার নাম ত্র্যহ ; প্রথম দিনে জ্যোতিষ্টোম, দ্বিতীয় দিনে গোষ্টোম, তৃতীয় দিনে আয়ুষ্টোম। জ্যোতিঃ, গো, আয়ুঃ, গো, আয়ুঃ, জ্যোতিঃ, এই ক্রমে ছয় দিনে বিহিত সোমপ্রয়োগের নাম ষড়হ। যে ষড়হে পৃষ্ঠ্য স্তোত্র মাধ্যন্দিন সবনে গীত হয়, তাহার নাম পৃষ্ঠ্য ষড়হ ; তদ্ভিন্ন ষড়হের নাম অভিপ্লব ষড়হ। চারিটি অভিপ্লব ও একটি পৃষ্ঠ্য ষড়হে সমুদয়ে ত্রিশ দিন অর্থাৎ একমাস অতীত হয়। [অদিতীনাময়ন নামক সত্রে পৃষ্ঠ্য ষড়হ নাই, উহাতে প্রতিমাসে পাঁচটি অভিপ্লব ষড়হ বিহিত]

(২) অতিরাত্র দ্বারা গবাময়নসত্রের উপক্রম ধরিয়া তৎপর দিনে সত্রের আরম্ভ হয়। এইজন্য

দেবতাও অনারব্ধ থাকেন। ইহাই আরম্ভণীয়ের আরম্ভণীয়ত্ব। [এই দিন] চতুর্ব্বিংশ স্তোম বিহিত হয়; ইহাই চতুর্ব্বিংশের চতুর্ব্বিংশত্ব। [সংবৎসর মধ্যে] অর্দ্ধমাস চব্বিশটি; এইরূপে অর্দ্ধমাস ক্রমেই সংবৎসরের আরম্ভ হয়।

[এই দিন] উকৃথ্য [তন্নামক জ্যোতিষ্টোম-সংস্থা ক্রতু] প্রযুক্ত হয়; উকৃথ-সকল পশুস্বরূপ; এতদ্দ্বারা প[শু] লাভ ঘটে। তাহাতে পোনেরটি স্তোত্র ও পোনের[টি শস্ত্র] বিহিত; তাহা [একযোগে] এক-মাস-স্বরূপ; ইহা[তে] মাসক্রমেই সংবৎসর [সত্রের] আরম্ভ হয়। [ত]াহাতে তিন শত ষাটি স্তোত্রিয় ঋক্ আছে। সংবৎসরের দিনও ততগুলি; এতদ্দ্বারা দিনক্রমেই সংবৎসর [সত্রের] আরম্ভ হয়।[৩]

কেহ কেহ বলেন, এই দিনে অগ্নিষ্টোম প্রযুক্ত হইবে। কেননা অগ্নিষ্টোমই সংবৎসর, অগ্নিষ্টোম ভিন্ন অন্য [ক্রতু] এই দিনকে ধারণ করিতে পারে না এবং ইহাকে বিবিক্ত (সকল অনুষ্ঠান পৃথক্‌ভাবে সম্পাদিত) করিতে পারে না। যদি অগ্নি-

---

এই দিনের অনুষ্ঠানের নাম আরম্ভণীয়। উদ্গাতারা তিনটি ঋক্‌কে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা চব্বিশটি ঋকে পরিণত করিয়া তিন পর্য্যায়ে গান করেন। এইরূপে সম্পাদিত স্তোমের নাম চতুর্ব্বিংশ স্তোম। প্রথম পর্য্যায়ে প্রথম ঋক্ তিনবার, দ্বিতীয় ঋক্ চারিবার ও তৃতীয় ঋক্ একবার আবৃত্ত হয়। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে প্রথম ঋক্ একবার, দ্বিতীয়টি তিনবার ও তৃতীয়টি চারিবার আবৃত্ত হয়। তৃতীয় পর্য্যায়ে প্রথমটি চারিবার, দ্বিতীয়টি একবার, তৃতীয়টি তিনবার আবৃত্ত হয়। এইরূপে চব্বিশটি মন্ত্রে নিষ্পন্ন স্তোম এইদিন গীত হয় বলিয়া এই দিনের সোমপ্রয়োগেরও নাম চতুর্ব্বিংশ। আরম্ভ-ণীয় ও চতুর্ব্বিংশ নামের হেতু ব্রাহ্মণে প্রদর্শিত হইতেছে।

(৩) চতুর্ব্বিংশশস্ত্রে বিহিত আরম্ভণীয় যাগে উক্‌থ্য নামক জ্যোতিষ্টোমের প্রসংস্থা বিহিত। [মতান্তরে অগ্নিষ্টোম বিহিত, পরে দেখ] উক্‌থ্য ক্রতুতে পোনেরটি শস্ত্র ও পোনের স্তোত্রের বিধান আছে। প্রত্যেক স্তোত্রে চব্বিশটি মন্ত্র থাকায় মোটের উপর ৩৬০ টি মন্ত্র উক্‌থ্যক্রতুতে গীত হয়।

ষ্টোমেরই প্রয়োগ করা যায়, [তদন্তর্গত] তিন পবমান স্তোত্র [প্রত্যেকে] আটচল্লিশ-[স্তোত্রিয়-ঋক্]-যুক্ত, আর [অবশিষ্ট] অন্য [নয়টি] স্তোত্র [প্রত্যেকে] চব্বিশ-[স্তোত্রিয়]-যুক্ত হওয়ায় উহারা [একযোগে] তিনশত-ষাটি-স্তোত্রিয় যুক্ত হয়।[৪] সংবৎসরের দিনও ততগুলি। এতদ্দারা দিনক্রমেই সংবৎসর [সত্রের] আরম্ভ ঘটে।

[উভয় বিকল্প মধ্যে] উক্‌থ্য যজ্ঞ পশু দ্বারা সমৃদ্ধ হয়; [তদনুসারী] সত্রও পশুদ্বারা সমৃদ্ধ হয়। [পরন্তু উক্‌থ্য ক্রতুতে] সকল স্তোত্রই চতুর্ব্বিংশ-স্তোমযুক্ত, অতএব [উক্‌থ্য ক্রতুর অনুষ্ঠান হইলে] এই দিন প্রত্যক্ষতঃ চতুর্ব্বিংশ হয়। সেইজন্য উক্‌থ্যই বিহিত হইবে।[৫]

সপ্তম খণ্ড

গবাময়ন

গবাময়নের অন্তর্গত পৃষ্ঠ্য ষড়হে পৃষ্ঠ স্তোত্র গীত হয়। পৃষ্ঠস্তোত্রে বিহিত বৃহদ্রথন্তর সামদ্বয়ের প্রশংসা যথা—"বৃহদ্রথন্তরে......অনবদৃষ্টে ভবতঃ"

(৪) অগ্নিষ্টোমে বার শস্ত্র ও বার স্তোত্র। তন্মধ্যে পবমান স্তোত্র তিনটি—বহিষ্পবমান, মাধ্যন্দিন পবমান ও আর্ভব পবমান। অন্য স্তোত্র নয়টি। পবমান স্তোত্র তিনটির প্রত্যেক স্তোত্রে অষ্টাচত্বারিংশ স্তোম গীত হয়, অর্থাৎ তিনটি ঋক্ মন্ত্রকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা প্রতি পর্য্যায়ে ষোল ও তিন পর্য্যায়ে আটচল্লিশ মন্ত্রে পরিণত করা হয়। এইরূপে তিন পবমান স্তোত্রে স্তোত্রিয় সংখ্যা ৩ × ৪৮ = ১৪৪। অবশিষ্ট নয়টি স্তোত্রের প্রত্যেক স্তোত্রিয়সংখ্যা ২৪, সাকল্যে ৯ × ২৪ = ২১৬, সমুদয়ে মন্ত্রসংখ্যা—১৪৪ + ২১৬ = ৩৬০।

(৫) উক্‌থ্য ক্রতুর অন্তর্গত পোনের স্তোত্রের প্রত্যেক স্তোত্রই চতুর্ব্বিংশ স্তোম যুক্ত, আর অগ্নিষ্টোমের নয়টি স্তোত্র চতুর্ব্বিংশস্তোমক, অন্য তিনটি (পবমান তিনটী) অষ্টাচত্বারিংশস্তোমক। অতএব চতুর্ব্বিংশাহে অগ্নিষ্টোম অপেক্ষা উক্‌থ্য প্রয়োগই যুক্ত হয়।

বৃহৎ ও রথন্তর[1] এই দুইটি সাম বিহিত হয়। এই যে বৃহৎ ও রথন্তর, ইহারা যজ্ঞের পারপ্রাপ্তির জন্য নৌকাস্বরূপ ;[2] উহাদের দ্বারাই সংবৎসর সত্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

এই বৃহৎ ও রথন্তর পাদস্বরূপ, এবং চতুর্ব্বিংশ দিবস (অর্থাৎ তদ্দিনে সম্পাদ্য আরম্ভণীয় যজ্ঞ) মস্তকস্বরূপ। ইহাতে পাদদ্বয় দ্বারাই মস্তকের শ্রী সাধিত হয়।

এই বৃহৎ ও রথন্তর [পক্ষীর] পক্ষস্বরূপ, ও এই [চতুর্ব্বিংশ] দিবস মস্তকস্বরূপ। ইহাতে পক্ষদ্বয় দ্বারাই মস্তকের শ্রী সাধিত হয়।

সেই দুই সাম একেবারে পরিত্যাগ করিবে না। যদি কেহ সেই দুইটিকেই একেবারে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে যেমন বন্ধনছিন্ন নৌকা এ তীর ও তীর ভাসিয়া বেড়ায়, ইহাতেও সেইরূপ ঘটে। যে সত্রানুষ্ঠায়ীরা এই দুই সামকেই পরিত্যাগ করে, তাহারাও এ তীর ও তীর ভাসিয়া বেড়ায়।

তন্মধ্যে যদি রথন্তরকে পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে বৃহতের [গান] দ্বারাই দুইটি অপরিত্যক্ত থাকে, আর যদি বৃহৎকে পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে রথন্তরের [গান] দ্বারাই দুইটি অপরিত্যক্ত থাকে[3]। যাহা রথন্তর, তাহাই বৈরূপ ; যাহা বৃহৎ, তাহাই বৈরাজ ; যাহা রথন্তর,

---

(১) "ত্বামিদ্ধি হবামহে" (৬।৪৬।১) এই ঋক্ হইতে উৎপন্ন সামের নাম বৃহৎ। "অভি ত্বা শূর নোনুমঃ" (৭।৩২।২২) এই ঋক হইতে উৎপন্ন সামের নাম রথন্তর।

(২) যজ্ঞকে সমুদ্রের সহিত উপমিত করা হইল। যথা শ্রুত্যন্তরে "সমুদ্রং বা এতে প্রবন্তে যে সংবৎসরমুপযন্তি"। সংবৎসরসত্র সমুদ্রস্বরূপ।

(৩) অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একের অনুষ্ঠানে উভয়ের ফল পাওয়া যায়।

তাহাই শাক্কর ; যাহা বৃহৎ, তাহাই রৈবত ;[৪] অতএব ঐ দুই সাম (রথন্তর ও বৃহৎ) পরিত্যাগ করিবে না।

তৎপরে চতুর্ব্বিংশাহ অনুষ্ঠানের প্রশংসা যথা—"যে বৈ······পারমস্তু তে"

যাহারা ইহা জানিয়া ঐ চতুর্ব্বিংশাহ অনুষ্ঠান করে, তাহারা দিনক্রমে, অর্দ্ধমাসক্রমে, মাসক্রমে সংবৎসর সত্র প্রাপ্ত হয় এবং স্তোমসকল ও ছন্দঃসকল প্রাপ্ত হয় এবং সকল দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া তপস্যা অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সোমপীথভক্ষণ দ্বারা (সোমপান দ্বারা) সংবৎসর ব্যাপিয়া সোমের অভি-ষব করিতে সমর্থ হয়।

যাহারা [সংবৎসর সত্রের উত্তরপক্ষেও] এই [চতুর্ব্বিং-শাহ] হইতে [আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বপক্ষের ক্রমানুসারে] ঊর্দ্ধমুখে অনুষ্ঠান করে, তাহারা গুরু ভারই [আপনার উপর] স্থাপন করে ; সেই গুরুভার [ভারবাহককে] বিনাশ করে। পক্ষান্তরে যে [পূর্ব্বপক্ষে] ক্রমানুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা উঠিয়া সত্রকে পাইয়া পরে (উত্তরপক্ষে) [বিপরীতক্রমে অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা] নামিয়া আসে, সেই ব্যক্তি স্বস্তিতে সংবৎসর সত্রের পার লাভ করে।[৫]

(৪) পৃষ্ঠ্য ষড়হের ছয় দিনে পৃষ্ঠস্তোত্র গীত হয়। ছয় দিনের পৃষ্ঠস্তোত্রে—ছয়টি সাম যথাক্রমে রথন্তর, বৈরূপ, বৃহৎ, বৈরাজ, শাক্কর, রৈবত। "ত্বামিদ্ধি হবামহে" (৬।৪৬।১) ঋক্ হইতে রথন্তর, "যদ্দ্যাব ইন্দ্র তে শতম্" (৮।৭০।৫) হইতে বৈরূপ, "অভি ত্বা শূর নোনুমঃ" (৭।৩৩।২২) হইতে বৃহৎ, "পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা" (৭।২৩।১) হইতে বৈরাজ, "প্রোষ্বস্মৈ পুরোরথম্" (১০।১৩৩।১) হইতে শাক্কর, এবং "রেবতীর্নঃ সধমাদে" (১।৩০।১৩) হইতে রৈবত সাম উৎপন্ন। এই ছয়টির মধ্যে রথন্তরে বৈরূপের ও শাক্করের ফলপ্রাপ্তি এবং বৃহতে বৈরাজের ও রৈবতের ফলপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে। অতএব ঐ দুই প্রধান সাম অপরিত্যাজ্য। দুইটিকে যুগপৎ পরিত্যাগ করিবে না। দুয়ের মধ্যে একটিকে প্রয়োগ করিবে।

(৫) সংবৎসর সত্রের দুই পক্ষ,—বিষুবদিনের পূর্ব্বে ছয়মাস পূর্ব্বপক্ষ, বিষুবদ্দিনের পরে ছয়মাস

অষ্টম খণ্ড

গবাময়ন

চতুর্ব্বিংশাহে পঠিত নিষ্কেবল্যশস্ত্রসম্বন্ধে বিশেষ বিধি—"যদ্বৈ চতুর্ব্বিংশং……এবং বেদ"

চতুর্ব্বিংশ দিবস যেরূপ, মহাব্রত দিবসও সেইরূপ। এই চতুর্ব্বিংশে হোতা বৃহদ্দিব দ্বারা[২] যে রেতঃ সেক করেন, সেই রেতঃ মহাব্রতীয় দিবসে সংবৎসরমধ্যে সন্তান জন্মায়। নিক্ষিপ্ত রেতঃ সংবৎসরমধ্যেই সন্তানরূপে জন্মে। সেই বৃহদ্দিবদ্বারা নিষ্কেবল্য [উভয় দিবসে] সমান হয়।[৩] যে ইহা জানিয়া চতুর্ব্বিংশ অনুষ্ঠান করে, সে প্রথমার্দ্ধে [আরোহক্রমে] কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা সত্রকে পাইয়া পরার্দ্ধেও [অবরোহক্রমে] সত্রকে পাইয়া থাকে। যে ইহা জানে, সে স্বস্তিতেই সংবৎসরের পার লাভ করে।

সংবৎসরের আদিতে ও অন্তে দুই অতিরাত্রের বিধান যথা—"যো বৈ……এবং বেদ"

উত্তর পক্ষ। পূর্ব্বপক্ষের অনুষ্ঠানগুলি পর পর সমাধা করিয়া বিষুব দিনে উঠিতে হয়; তৎপরে উত্তর পক্ষে বিপরীত ক্রমে সেই সেই অনুষ্ঠান সমাধা করিয়া বিষুব দিন হইতে ক্রমশঃ নামিতে হয়। যে ব্যক্তি উত্তরপক্ষেও পূর্ব্বপক্ষের ক্রম অনুসরণ করে, সে গুরুভারে পীড়িত ও বিনষ্ট হয়।

(১) গবাময়নের পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ পরস্পর বিপরীত। সত্রের আদিতে ও অন্তে অতিরাত্র। আদ্য অতিরাত্রের পর দিন যেমন চতুর্ব্বিংশ, অন্ত্য অতিরাত্রের পূর্ব্ব দিন সেইরূপ মহাব্রত।

(২) "তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠম্" ইত্যাদি সূক্তের (১০ মণ্ডল ১২০ সূক্ত) নাম বৃহদ্দিব সূক্ত। উক্ত সূক্ত চতুর্ব্বিংশ ও মহাব্রত উভয় দিবসে নিষ্কেবল্যশস্ত্র মধ্যে পঠিত হয়।

(৩) মহাব্রত অনুষ্ঠান ঐতরেয় আরণ্যকে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। মহাব্রত অনুষ্ঠান চতুর্ব্বিংশ অনুষ্ঠানের সদৃশ নহে। সত্রমধ্যে উহাদের অবস্থান অনুরূপ, এইমাত্র। উভয়ত্র নিষ্কেবল্য শস্ত্র পঠিত হয় এবং বৃহদ্দিব সূক্ত ঐ শস্ত্রমধ্যে পাঠ করায় উভয় অনুষ্ঠানে কতকটা সাদৃশ্য আছে মাত্র।

যে সংবৎসরের এ পার এবং ও পার জানে, সেই স্বস্তিতে সংবৎসরের পার গমন করে। প্রায়ণীয় (আরম্ভে অনুষ্ঠেয়) অতিরাত্র ইহার এ পার ; উদয়নীয় (অন্তে অনুষ্ঠেয়) অতিরাত্র উহার ও পার। যে ইহা জানে, সে স্বস্তিতেই সংবৎসরের পার গমন করে। যে সংবৎসরের অবরোধন (প্রাপ্তির উপায়) এবং উদ্রোধন (ত্যাগের উপায়) জানে, সেও স্বস্তিতে সংবৎসরের পার গমন করে।[৪] প্রায়ণীয় অতিরাত্র ইহার অবরোধন ও উদয়নীয় অতিরাত্র ইহার উদ্রোধন। যে ইহা জানে, সে স্বস্তিতে সংবৎসরের পার গমন করে।

যে সংবৎসরের প্রাণ এবং উদান জানে, সেই স্বস্তিতে সংবৎসরের পার গমন করে। প্রায়ণীয় অতিরাত্র উহার প্রাণ ও উদয়নীয় অতিরাত্র উহার উদান। যে ইহা জানে, সে স্বস্তিতেই সংবৎসরের পার গমন করে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

গবাময়ন—ত্র্যহ ও ষড়হ

ত্র্যহ ও ষড়হের সম্বন্ধ যথা—"জ্যোতির্গৌঃ......যৎ পঞ্চমঃ"

জ্যোতিষ্টোম, গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোম, এই তিন দিব-

(৪) প্রথম অতিরাত্রে সংবৎসরকে অবরুদ্ধ করা হয়, উহাকে আটকান যায় ; দ্বিতীয় অতিরাত্র দ্বারা উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

সের অনুষ্ঠান করা হয়। এই [ভূ-] লোক জ্যোতিঃ, অন্তরিক্ষ গো, এবং ঐ [স্বর্গ] লোক আয়ুঃ।[১]

পরবর্ত্তী ত্র্যহও এইরূপ। [অতএব ষড়হের ক্রম] জ্যোতিঃ, গো, আয়ুঃ, এই তিন দিন ও গো, আয়ুঃ, ও জ্যোতিঃ এই তিন দিন।

এই [ভূ-] লোক জ্যোতিঃস্বরূপ, ঐ [স্বর্গ-] লোকও জ্যোতিঃস্বরূপ। এই দুই জ্যোতিঃ [ষড়হের] উভয় প্রান্তে থাকিয়া [পরস্পরকে] নিরীক্ষণ করে।

সেই জন্য উভয় প্রান্তে জ্যোতিঃ দ্বারা ষড়হের অনুষ্ঠান করিবে। এই যে উভয় প্রান্তে স্থিত জ্যোতিঃ দ্বারা ষড়হের অনুষ্ঠান হয়, ইহাতে এই [ভূ-] লোকে এবং ঐ [স্বর্গ-] লোকে, উভয় লোকেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনুষ্ঠান করা হয়।

এই যে অভিপ্লব ষড়হ, তাহা [উভয়লোকমধ্যে] পরিবর্ত্তনকারী (ঘূর্ণমান) দেবচক্রস্বরূপ। তাহার দুই প্রান্তে যে দুইটি অগ্নিষ্টোম, তাহা নেমিস্বরূপ; আর মধ্যে যে চারিটি উক্থ্য, তাহা নাভিস্বরূপ। যে ইহা জানে, সে যেখানে ইচ্ছা করে, সেইখানে পরিবর্ত্তমান [দেবচক্র] দ্বারা গমন করে এবং স্বস্তিতেই সংবৎসরের পার গমন করে।

এই যে প্রথম ষড়হ যে তাহা জানে, এই যে দ্বিতীয় ষড়হ যে তাহা জানে, এই যে তৃতীয় ষড়হ যে তাহা জানে, এই

(১) তিন দিন সোমপ্রয়োগে ত্র্যহ হয়; দুই ত্র্যহ একযোগে ষড়হ হয়। ষড়হের প্রথম ও শেষ দিনে অগ্নিষ্টোমপ্রযুক্ত হয় ও মধ্যের চারিদিনে উক্থ্য প্রযুক্ত হয়। প্রথম ও শেষ দিনের প্রযুক্ত অগ্নিষ্টোমের নাম জ্যোতিষ্টোম। মধ্যস্থ চারিটি উক্থ্যের মধ্যে দুই দিন গোষ্টোম ও দুই দিন আয়ুষ্টোম। যাহাতে আরম্ভ, তাহাতেই শেষ হওয়াতে ষড়হ চক্রের সদৃশ। পরে দেখ।

যে চতুর্থ ষড়হ যে তাহা জানে, এই যে পঞ্চম ষড়হ যে তাহা জানে, সেও স্বস্তিতে সংবৎসরের পার গমন করে।[২]

দ্বিতীয় খণ্ড

ষড়হ

ষড়হ-প্রশংসা যথা—"প্রথমং ষড়হং......বোভাভ্যাম্"

প্রথম ষড়হ অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে ছয়টি দিন আছে; ঋতুও ছয়টি; এতদ্দারা ঋতুক্রমে সংবৎসর প্রাপ্ত হইয়া ঋতু-ক্রমে সংবৎসরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনুষ্ঠান করা হয়।

দ্বিতীয় ষড়হ অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে [পূর্ব্বের ষড়হ সহিত] বার দিন হয়। মাস বারটি; এতদ্দারা মাসক্রমে সংবৎসর পাওয়া যায় এবং মাসক্রমে সংবৎসরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনুষ্ঠান করা হয়।

তৃতীয় ষড়হ অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে আঠার দিন হয়; তাহা দুই ভাগ করিলে নয়টি ও আর নয়টি হয়। প্রাণ নয়টি, এবং স্বর্গলোকও নয়টি। এতদ্দারা প্রাণসকল ও স্বর্গলোকসকল পাওয়া যায় এবং প্রাণসকলে ও স্বর্গলোকসকলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনুষ্ঠান করা হয়।

চতুর্থ ষড়হ অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে চব্বিশ দিন হয়। অর্দ্ধমাস চব্বিশটি; এতদ্দারা অর্দ্ধমাসক্রমেই সংবৎসর পাওয়া

---

(২) মাসের মধ্যে পাঁচটী ষড়হ অনুষ্ঠিত হয়; এই পাঁচটী ষড়হ পর পর প্রতিমাসে সত্রমধ্যে অনুষ্ঠান করা হয়।

যায় এবং অর্দ্ধমাসক্রমে সংবৎসরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অনুষ্ঠান করা হয়।

পঞ্চম ষড়হ অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে ত্রিশ দিন হয়। বিরাটের ত্রিশ অক্ষর; বিরাট্ ভক্ষ্য অন্ন। এতদ্দারা মাসে মাসে বিরাটেরই সম্পাদন দ্বারা অনুষ্ঠান করা হয়।

যাহারা ভক্ষণীয় অন্ন কামনা করে, তাহারাই [illegible] সত্র অনুষ্ঠান করে। সেই হেতু এই যে মাসে মাসে বিরাটের সম্পাদন দ্বারা অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাতে মাসে মাসে ভক্ষণীয় অন্ন রক্ষা করিয়া এই লোক ও ঐ লোক উভয় লোকের উদ্দেশে অনুষ্ঠান করা হয়।

তৃতীয় খণ্ড

সংবৎসর সত্র

সংবৎসরসাধ্য সোমযাগের মধ্যে গবাময়ন সত্র প্রকৃতি, আদিত্যানাময়ন ও অঙ্গিরসাময়ন তাহার বিকৃতি, তৎসম্বন্ধে বিচার যথা—"গবাময়নেন…যশ্চ পৃষ্ঠ্যে"

গোগণের অয়ন অনুষ্ঠিত হয়; গো-সকলই আদিত্য-স্বরূপ; এতদ্দারা আদিত্যগণের অয়নেরই অনুষ্ঠান হয়।

পুরাকালে গোসকল শফ (খুর) ও শৃঙ্গ পাইবার জন্য সত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। দশমমাসে তাহাদের শফ ও শৃঙ্গ জন্মিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, যে কামনায় আমরা [সত্রে] দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি; এখন এই সত্র হইতে উঠিয়া যাই। এই বলিয়া যাহারা উঠিয়া গিয়াছিল, তাহারাই শৃঙ্গধারী। পক্ষান্তরে যাহারা সংবৎসর

সমাপ্ত করিব বলিয়া স্থির ছিল, অশ্রদ্ধাহেতু তাহাদের শৃঙ্গ উঠে নাই। তাহারা শৃঙ্গহীন কিন্তু বলবান্ হইয়াছিল। সেই জন্যই তাহারা সকল ঋতু ব্যাপিয়া সত্র সমাপনান্তে [সত্র হইতে] উত্থিত হয়। বল কামনা করিয়া সেই গোগণ সকল লোকের প্রিয় হইয়াছিল ও সকলের নিকট সুন্দর হইয়াছিল। যে ইহা জানে, সে সকলের প্রিয় হয় ও সকলের নিকট সুন্দর হয়।

স্বর্গলোকে আদিত্যগণ ও অঙ্গিরোগণ আমরা পূর্ব্বে গমন করিব, আমরা পূর্ব্বে গমন করিব, বলিয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। সেই আদিত্যগণই পূর্ব্বে স্বর্গলোকে গিয়াছিলেন; অঙ্গিরোগণ বিলম্বে ষাটি বর্ষ পরে গিয়াছিলেন।

আদিত্যগণের অয়নে প্রায়ণীয় দিনে অতিরাত্র ও চতুর্ব্বিংশ দিনে উকৃথ্য [গোগণের অয়নের মত]; কিন্তু অন্যান্য দিন কেবল অভিপ্লব ষড়হে ব্যাপ্ত হয়।[১]

অঙ্গিরোগণের অয়নে প্রায়ণীয় অতিরাত্র ও চতুর্ব্বিংশ উকথ্য [গোগণের অয়নের মত]; কিন্তু অন্যান্য দিন কেবল পৃষ্ঠ্য ষড়হে ব্যাপ্ত হয়।

স্রুতি (রাজপথ) যেমন সহজে গমনের উপায়, অভিপ্লব ষড়হ তেমনই [সহজে] স্বর্গলোকে গমনের উপায়। মহাপথ যেমন চারিদিকে চলিবার উপায়, পৃষ্ঠ্য ষড়হ তেমনই স্বর্গলোকে গমনের উপায়। এই যে উভয়বিধ ষড়হ অনুষ্ঠিত হয়,

(১) প্রায়ণীয় ও চতুর্ব্বিংশ তিন সত্রেই একরূপ। গবাময়নে প্রতিমাসে চারিটি অভিপ্লব ও একটি পৃষ্ঠ্য ষড়হ; কিন্তু আদিত্যানাময়নে প্রতিমাসে পাঁচটিই অভিপ্লব ষড়হ, এই বিশেষ। অঙ্গিরসাময়নে প্রতিমাসে পাঁচটিই পৃষ্ঠ্য ষড়হ।

তাহাতে দুই [পায়ে] চলার মত কোন অনিষ্ট ঘটে না। অভিপ্লব ষড়হে এবং পৃষ্ঠ্য ষড়হে যে ফল, তাহাতে সেই উভয় ফলের প্রাপ্তি ঘটে।

চতুর্থ খণ্ড

গবাময়ন—বিষুব দিন

সংবৎসরব্যাপী সত্রের মধ্যবর্ত্তী প্রধান দিনের নাম বিষুব দিন। সেইদিন একবিংশ স্তোম গীত হয় বলিয়া উহার অপর নাম একবিংশাহ। সেই দিনের প্রশংসা যথা—"একবিংশম্......এবং বেদ"

সংবৎসরের মধ্যবর্ত্তী বিষুবনামক একবিংশাহ অনুষ্ঠান করা হয়। এই একবিংশদ্বারা দেবগণ আদিত্যকে স্বর্গ-লোকের অভিমুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

সেই দিন একবিংশস্থানীয়। সেই দিনে মন্ত্রসকল দিবা-ভাগে কীর্ত্তিত হয়। ঐ দিনের পূর্ব্বে দশ দিন আছে ও পরে দশ দিন আছে[১]; মধ্যবর্ত্তী ঐ দিন একবিংশ-স্থানীয় ও উভয়দিকে বিরাটের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু উহা উভয়দিকে বিরাটের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য এই [একবিংশাহ অথবা তদনুরূপ

(১) বিষুব দিনের পূর্ব্বে তিন দিন স্বরসাম, একদিন অভিজিৎ ও ছয় দিন পৃষ্ঠ্যষড়হ, এই দশ দিনের কথা বলা হইতেছে। ঐরূপে বিষুবদিনের পরে তিন দিন স্বরসাম, একদিন বিশ্বজিৎ ও ছয় দিন পৃষ্ঠ্য ষড়হ, এই দশ দিনের কথা হইতেছে। পূর্ব্বে দশ ও পরে দশ দিনের মধ্যে বিষুবাহ একবিংশস্থানীয়। আদিত্যও শ্রুতিমতে একবিংশস্থানীয় যথা—"দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবঃ ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশঃ" ইতি। অতএব আদিত্য ও বিষুব পরস্পর অনুরূপ। বিরাট ছন্দ দশাক্ষরা, এই হেতু বিষুবদিবস দুই দিকে দুই বিরাটের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

আদিত্য] এই লোকসকলের মধ্যে বিচরণ করিয়াও ব্যথিত হয়েন না।

সেই আদিত্য স্বর্গলোক হইতে পড়িয়া যাইবেন, দেবগণ এই ভয় করিয়াছিলেন ও তিনটি অধোবর্ত্তী স্বর্গলোক দ্বারা তাঁহাকে [স্বস্থানে] ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। [পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরসাম দিবসত্রয়ে গীত] স্তোম তিনটি সেই তিন স্বর্গলোকের স্বরূপ। আবার সেই আদিত্য ঊর্দ্ধমুখে [স্বর্গলোক ছাড়িয়া] চলিয়া যাইবেন, দেবগণ এই ভয় করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা আর তিনটি ঊর্দ্ধস্থিত স্বর্গলোক দ্বারা তাঁহাকে [স্বস্থানে] ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। [পরবর্ত্তী স্বরসামদিবসত্রয়ে গীত] স্তোম তিনটি এই তিন স্বর্গলোকের স্বরূপ। তাহা হইলে [বিষুবদিনের] পূর্ব্ববর্ত্তী তিন দিন সপ্তদশ-[স্তোম]-যুক্ত হয়, ও পরবর্ত্তী তিন দিনও সপ্তদশ-[স্তোম]-যুক্ত হয়। তাহাদের মধ্যগত একবিংশাহ উভয়দিকে স্বরসামদিবস দ্বারা ধৃত থাকে। যেহেতু উনি (বিষুবস্থানীয় আদিত্য) উভয়দিকে স্বরসামদিবস দ্বারা ধৃত থাকেন, এইজন্য তিনি এই লোকসকলের অভ্যন্তরে বিচরণ করিয়াও ব্যথিত হয়েন না।

সেই আদিত্য স্বর্গলোক হইতে নিম্নে পতিত হইবেন, দেবগণ, এই ভয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অধোবর্ত্তী পরম স্বর্গলোক দ্বারা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। [ত্রয়স্ত্রিংশ] স্তোম পরম স্বর্গলোকস্বরূপ। আবার আদিত্য ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইবেন, দেবগণ এই ভয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঊর্দ্ধস্থিত পরম স্বর্গলোক দ্বারা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। [ত্রয়স্ত্রিংশ] স্তোমই পরমস্বর্গলোকস্বরূপ। এইরূপ হইলে [বিষুবাহের]

পূর্ব্বে তিনটি সপ্তদশ-মন্ত্রাত্মক স্তোম ও পরে তিনটি সপ্তদশ-মন্ত্রাত্মক স্তোম থাকে। [এই ছয়টি সপ্তদশমন্ত্রনির্ম্মিত স্তোমের মধ্যে] দুই দুইটি একত্র করিয়া তিনটি চতুস্ত্রিংশ-মন্ত্রনির্ম্মিত স্তোম হয়। স্তোমসমূহের মধ্যে চতুস্ত্রিংশ স্তোমই উত্তম। এতদ্দ্বারা সেই স্তোমের উপর স্থাপিত হইয়া [বিষুবস্থানীয় আদিত্য] তাপ দেন; তদুপরি স্থাপিত হইয়াই তিনি তাপ দেন।

এই সেই আদিত্য এই ভূত ও ভবিষ্যৎ সকল [বস্তু] হইতে উৎকৃষ্ট এবং এই জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা সকলের অপেক্ষা দীপ্তিমান্ ও উৎকৃষ্ট। যে ইহা জানে, সে যাহা হইতে উৎকৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতে চাহে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট হয়।

পঞ্চম খণ্ড

গবাময়ন

গবাময়ন সত্রের অন্যান্য বিধান—"স্বরসামঃ......দধাতি"

স্বরসাম-নামক দিবসের অনুষ্ঠান করা হয়। [আদিত্যের অধঃস্থ ও ঊর্দ্ধস্থ] এই লোকসকলই স্বরসাম। স্বরসাম অনুষ্ঠান দ্বারা এই লোকসকলকেই প্রীত করা হয়; ইহাই স্বরসামসকলের স্বরসামত্ব[১]। এই যে স্বরসামের অনুষ্ঠান হয়, ইহাতে যজমানকে এই লোকসকলেই ভোগবান্ করা হয়।

---

(১) এতেষামহ্নাং স্বরোপেতসামবৎ প্রীতিহেতুত্বাৎ স্বরসামেতি নাম সম্পন্নম্—স্বরযুক্ত সামের মত প্রীতিহেতু বলিয়া ঐ অনুষ্ঠানের নাম স্বরসাম (সায়ণ)।

দেবগণ সেই সপ্তদশ-মন্ত্রনির্ম্মিত স্তোম (অথবা স্বরসাম দিবস) বিশীর্ণ হইয়া যাইবে এই ভয় করিয়াছিলেন, কেননা এই [ছয় দিনে গীত স্তোমগুলি] পরস্পর সমান এবং উহারা গোপনে রক্ষিত নহে। উহারা (অযত্নরক্ষিত হওয়ায়] যাহাতে বিশীর্ণ না হয়, সেই হেতু উহাদিগকে নিম্নে সকল স্তোম দ্বারা ও ঊর্দ্ধে সকল পৃষ্ঠ স্তোত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হয়।[২] সর্ব্বস্তোমযুক্ত অভিজিৎ পূর্ব্বে থাকে, সর্ব্বপৃষ্ঠযুক্ত বিশ্বজিৎ পরে থাকে। এইরূপে তাহারা সপ্তদশস্তোমযুক্ত স্বরসামসমূহকে ধরিয়া রাখিবার জন্য ও ভ্রংশনিবারণের জন্য উভয়দিক্ হইতে ঢাকিয়া রাখে।

দেবগণ, সেই আদিত্য স্বর্গলোক হইতে নিম্নে পড়িয়া যাইবেন, এই ভয় করিয়াছিলেন ; এইজন্য তাঁহারা তাঁহাকে পাঁচটি রশ্মি (রজ্জু) দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। [বিষুবদিনে বিহিত] দিবাকীর্ত্ত্য সাম (দিবাভাগে গেয় পাঁচটি সাম) সেই রশ্মিস্বরূপ। তন্মধ্যে মহাদিবাকীর্ত্ত্যসাম হইতে পৃষ্ঠস্তোত্র, বিকর্ণ হইতে ব্রহ্মসাম, ভাস হইতে অগ্নিষ্টোম সাম আর বৃহৎ ও রথন্তর

---

(২) আদিত্য স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নীচে পড়িয়া যাইবেন অথবা উপরে উঠিয়া ধাইবেন, এই ভয়ে দেবতারা আদিত্যের নীচে তিন স্বর্গ ও উপরে তিন স্বর্গ স্থাপিত করিয়া তাঁহাকে স্বস্থানে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। তদনুসারে বিষুবাখ্য অনুষ্ঠানকেও পূর্ব্বে তিন স্বরসাম ও পরে তিন স্বরসাম দ্বারা স্বস্থানে ধরিয়া রাখা হয়। পূর্ব্বখণ্ডে ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই স্বরসামগুলিকেও অরক্ষিত অবস্থায় রাখা উচিত নহে ; তাহাদিগকেও দুই দিক্ হইতে ঠেকা দিয়া বা ঢাকা দিয়া রাখা আবশ্যক। এইজন্য পূর্ব্বে অভিজিৎ ও পরে বিশ্বজিৎ অনুষ্ঠান দ্বারা স্বরসামগুলিকে দৃঢ় রাখিতে হয়। অভিজিৎ দিনের অনুষ্ঠানে ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিনব, ত্রয়স্ত্রিংশ এই সমুদয় স্তোমই গীত হয়। আর বিশ্বজিৎ দিনের অনুষ্ঠানে রথন্তর বৃহৎ বৈরূপ, বৈরাজ শাক্বর, রৈবত এই সমুদয় পৃষ্ঠস্তোত্র গীত হইয়া থাকে। সেইজন্য বলা হইল, একদিকে স্তোম, অন্যদিকে পৃষ্ঠদ্বারা স্বরসামসমূহ রক্ষিত হয়।

এই দুইটি হইতে পবমানস্তোত্রদ্বয় নিষ্পন্ন করা হয়।[৩] এই-রূপে আদিত্যকে পাঁচটি রশ্মি দ্বারা বাঁধিলে তাঁহাকে ধরিয়া রাখা হয় ও তাঁহার পতনসম্ভাবনা থাকে না।

[বিষুবদিনে] আদিত্য উদিত হইলে প্রাতরনুবাক পাঠ করিবে। কেননা এ দিনের সকল মন্ত্রই দিবাভাগে কীর্ত্তনীয়[৪]।

সবনীয় পশু স্থানে সূর্য্যের উদ্দিষ্ট বর্ণান্তরমিশ্রিত শ্বেত বর্ণের পশুর [বিষুবাহে] আলম্ভন করিতে হয়, অতএব তাদৃশ পশুরই আলম্ভন করিবে ; কেননা এ দিন সূর্য্যেরই উদ্দিষ্ট।

একুশটি সামিধেনী মন্ত্র পাঠ করিবে ; কেননা এই [বিষুব] দিন প্রত্যক্ষতঃ একবিংশ-স্থানীয়।[৫]

[নিষ্কেবল্য শস্ত্রপাঠের সময়] একাদশটি অথবা বায়ান্ন মন্ত্র পাঠের পর মধ্যে নিবিৎ বসাইবে[৬]। তৎপরে ততগুলি

---

(৩) "বিভ্রাড্ বৃহৎ পিবতু সোম্যং মধু" (১০।১৭০।১) এই ঋক্ হইতে মহাদিবাকীর্ত্ত্য সাম উৎপন্ন ; উহাতে পৃষ্ঠস্তোত্র হইবে। "পৃক্ষস্য বৃষ্ণো অরুষস্য নূ সহঃ" (৩।৮।১) এই ঋক্ হইতে বিকর্ণ ও ভাস এই দুই সাম উৎপন্ন। বিকর্ণ সাম ব্রাহ্মণাচ্ছংসীকে লক্ষ্য করিয়া গীত হয় বলিয়া উহার নাম ব্রহ্ম সাম। ভাসদ্বারা অগ্নিষ্টোমের সমাপ্তি হয় বলিয়া উহা অগ্নিষ্টোম সাম। বৃহৎ ও রথন্তরের উৎপত্তি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মাধ্যন্দিন ও আর্ভব পবমানে উহা গেয়।

(৪) প্রকৃতিযজ্ঞে সোমযাগমাত্রেই প্রাতরনুবাক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পাঠ্য। পূর্ব্বে দেখ। কিন্তু বিষুবাহে প্রাতরনুবাক বিশেষ বিধিদ্বারা দিবাভাগে কীর্ত্তনীয়।

(৫) প্রকৃতিযজ্ঞে পোনেরটি সামিধেনী পাঠ বিহিত। বিষুবাহের একবিংশত্ব হেতু এ দিন সেই পোনেরটিতে ধাষ্যা মন্ত্র ছয়টি প্রক্ষেপ করিয়া সমুদয়ে একুশটি সামিধেনী পাঠ করিবে।

(৬) মন্ত্রসংখ্যা যথা—

স্তোত্রিয় তৃচ	৩
অনুরূপ তৃচ	৩
"মরুত্বান" ইত্যাদি ধায্যা	১
বৃহৎ ও রথন্তর সামের যোনিদ্বয়	২
প্রগাথ হইতে উৎপন্ন মন্ত্র	৬

মন্ত্র পাঠ করিবে। কেননা পুরুষ শতায়ু, শতবীর্য্য, শতেন্দ্রিয়। এতদ্দ্বারা যজমানকে আয়ুতে, বীর্য্যে ও ইন্দ্রিয়ে স্থাপিত করা হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড

গবাময়ন

বিষুবাহে পঠিতব্য অন্যান্য মন্ত্র যথা—"দূরোহণং......যজমানেভ্যশ্চ"

[স্বর্গে] আরোহণের জন্য দূরোহণ মন্ত্র পাঠ করা হয়।[১] স্বর্গ লোকই দূরোহণ (দুষ্করারোহণ)। যে ইহা জানে, সে তদ্দ্বারা স্বর্গলোকই আরোহণ করে।

ইহা দূরোহণ কেন? [উত্তর] ঐ যিনি (যে আদিত্য) তাপ দেন, তিনিই দূরোহ (অর্থাৎ তাঁহার স্থানে আরোহণ দুঃসাধ্য)। অথবা যদি কেহ সেইখানে যায়, সে দূরোহণ স্থানেই আরোহণ করে। সেইজন্য এই মন্ত্র পাঠ করা হয়।

"নৃণামুত্তানৃতমম্" ইত্যাদি মন্ত্র	৩
"যস্তিগ্মশৃঙ্গঃ" ইত্যাদি সূক্তের	১১
"অভিত্যম্" ইত্যাদি সূক্তের	১৫
একযোগে	৪

এতন্মধ্যে প্রথম ঋক্‌টি তিনবার পঠিতব্য; অতএব মন্ত্রসংখ্যা ৪৩। এই ৪৩ মন্ত্রের পর "ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি" ইত্যাদি সূক্তের পোনেরটি ঋকের মধ্যে হয় ৮ কিংবা ৯ মন্ত্র পাঠ করিয়া নিবিৎ বসাইবে। ৮টি পাঠ করিলে মন্ত্রসংখ্যা ৫১ হয়, ৯টি পাঠ করিলে মন্ত্রসংখ্যা ৫২ হয়। তৎপরে নিবিৎ। এই নিবিৎ ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট। তৎপরে অবশিষ্ট মন্ত্র পাঠ করিয়া শতসংখ্যা পূর্ণ হয়।

(১) বিষুবাহে হোতা আহাবান্তে দূরোহণ মন্ত্র পাঠ করেন। "হংসঃ শুচিষৎ" (৪।৪০।৫) এই মন্ত্র পঠিতব্য: ইহার পাঠের নিয়ম আশ্বলায়ন দিয়াছেন (আশ্ব শ্রৌ সূঃ ৮।২)

হংসবতী ঋক্ (হংসশব্দযুক্ত মন্ত্র) পাঠ করা হয়[২]। "হংসঃ শুচিষৎ" এস্থলে ঐ [আদিত্যই] হংস ও শুচিষৎ[৩]। "বসু-রন্তরিক্ষসৎ" এস্থলে তিনিই বসু ও অন্তরিক্ষসৎ।[৪] "হোতা বেদিষৎ" এস্থলে তিনিই হোতা ও বেদিষৎ। "অতিথি র্দুরোণসৎ" এস্থলে তিনিই অতিথি ও দুরোণসৎ[৫]। "নৃষৎ" এস্থলে তিনিই নৃষৎ[৬]। "বরসৎ" এস্থলে তিনিই বরসৎ।[৭] কেননা তিনি যেখানে থাকিয়া তাপ দেন, তাহাই সদ্ম-(গৃহ) সকলের মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ)। "ঋতসৎ" এস্থলে ইনিই সত্যসৎ।[৮] "ব্যোমসৎ" এস্থলে তিনিই ব্যোমসৎ ; কেননা ইনি যেখানে থাকিয়া তাপ দেন, তাহাই সদ্মসমূহের মধ্যে ব্যোম (আবরণ-হীন আকাশ)। "অব্জা" এস্থলে ইনিই অব্জ[৯]; কেননা ইনি প্রাতঃ-কালে অপ্ (জল) সমূহ হইতে উদিত হন ও সায়ংকালে অপ্-সমূহেই প্রবেশ করেন। "গোজা" এস্থলে ইনিই গোজ[১০]। "ঋতজা" এস্থলে ইনিই সত্যজাত। "অদ্রিজা" এস্থলে ইনিই অদ্রিজাত। "ঋতম্" এস্থলে ইনিই সত্য। ঐ আদিত্য এই

---

(২) উক্ত দূরোহণ মন্ত্রই হংসশব্দযুক্ত।

(৩) হন্তি সর্ব্বদা গচ্ছতীতি হংসঃ। শুচৌ শুদ্ধে দ্যুলোকে সীদতি তিষ্ঠতীতি শুচিষৎ (সায়ণ)।

(৪) বসতি সর্ব্বদেতি বসুঃ। অন্তরিক্ষে সীদতীতি অন্তরিক্ষসৎ (সায়ণ)।

(৫) ন বিদ্যতে তিথিবিশেষনিয়মো যাত্রার্থে যস্য সোঽয়মতিথিঃ। দুরোণেষু তত্তদ্গৃহেষু সীদতি যাচিতুং প্রচরতীতি দুরোণসৎ। (সায়ণ)।

(৬) নৃষু মনুষ্যেষু স্পষ্টিরূপেণ সীদতীতি নৃষৎ (সায়ণ)।

(৭) বরে শ্রেষ্ঠে মণ্ডলে সীদতীতি বরসৎ (সায়ণ)।

(৮) ঋতং সত্যবদনং বেদবাক্যং তত্র সীদতীতি ঋতসৎ।

(৯) অদ্ভ্যো জায়তে ইতি অব্জা।

(১০) গোভ্যো জায়তে ইতি গোজা।

সকলই। বেদমধ্যে এই মন্ত্র তাঁহার প্রত্যক্ষতম রূপ। সেই জন্য যে কোন কর্ম্মে দূরোহণ পাঠ করিতে হয়, সেখানে হংসবতী ঋকৃই পাঠ করিবে।

[পক্ষান্তরে] স্বর্গকামী তার্ক্ষ্য[11] সূক্তে দূরোহণ মন্ত্র করিবে। গায়ত্রী যখন সুপর্ণ হইয়া সোম আহরণ করেন, তখন তার্ক্ষ্য (গরুড়) অগ্রণী হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়াছিলেন। যেমন লোকে ক্ষেত্রজ্ঞ (মার্গাভিজ্ঞ) ব্যক্তিকে পথের অগ্রণী (পথপ্রদর্শক) করিয়া থাকে, ইহাও (তার্ক্ষ্যসূক্ত পাঠও) সেই রূপ। এই যিনি (যে বায়ু) পবমান, তিনিই তার্ক্ষ্য। ইনিই স্বর্গ লোকের অভিমুখে আরোহণ করান। [প্রথম ঋকে] ত্যমূ ষু বাজিনং দেবজূতম্"এস্থলে সেই তার্ক্ষ্যই বাজী (অন্নবান্) ও দেবজূত (দেবগণ মধ্যে বেগশালী)। "সহাবানং তরুতারং রথানাম্" এ স্থলে তিনি সহাবান্ (পরাজয়কারী) এবং তরুতার (উল্লঙ্ঘনকর্ত্তা), কেননা ইনিই সদ্য এই লোকসকল লঙ্ঘনে সমর্থ। "অরিষ্টনেমিং পৃতনাজমাশুম্" এস্থলে ইনিই অরিষ্টনেমি (অহিংসারক্ষক) ও পৃতনাজিৎ (শত্রু সেনার জয়কারী) ও আশু (বেগবান্)। "স্বস্তয়ে" এই পদে স্বস্তির (মঙ্গলের) প্রার্থনা হয়। "তার্ক্ষ্যমিহা হুবেম"এতদ্দ্বারা তার্ক্ষ্যকেই আহ্বান করা হয়। [দ্বিতীয় ঋকে] "ইন্দ্রস্যেব রাতিমাজো হুবানাঃ স্বস্তয়ে"এই অংশ পাঠেও স্বস্তির প্রার্থনা হয়। "নাবমিবা রুহেম" এই অংশপাঠে এই দূরোহণ স্বর্গই সম্যক্‌রূপে আরোহণ করা হয়; এবং ইহাতে স্বর্গলোকেরই প্রাপ্তি, ভোগ ও

১১। "ত্যমূষু বাজিনং দেবজূতম্" ইত্যাদি তার্ক্ষ্য সূক্ত। ১০ মণ্ডল ১৭৮ সূক্ত।

সঙ্গতি ঘটে। "উর্ব্বী ন পৃথ্বী বহুলে গভীরে মা বামেতৌ মা পরেতৌ রিষাম" এই [উত্তরার্দ্ধ] পাঠ দ্বারা হোতা আসিবার সময় ও ফিরিয়া যাইবার সময় এই পৃথিবী লোক ও দ্যুলোক উভয়কেই অনুমন্ত্রণ করেন। [তৃতীয় ঋকের পূর্ব্বার্দ্ধ] "সদ্যশ্চিদ্যঃ শবসা পঞ্চ কৃষ্টীঃ সূর্য্য ইব জ্যোতিষাপস্ততান" এতৎপাঠে সূর্য্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া অভিবাদন করা হয়। [উত্তরার্দ্ধ] "সহস্রসাঃ শতসা অস্য রংহির্ন স্মা বরন্তে যুবতিং ন শর্য্যাম্" এই অংশ পাঠে নিজের জন্য ও যজমানগণের জন্য আশিষ প্রার্থনা হয়।

সপ্তম খণ্ড

গবাময়ন

দূরোহণ মন্ত্র সম্বন্ধে অন্যান্য কথা—"আহূয় দূরোহণ......অবরুন্ধ্যৈ"

[হোতা] আহাবের পর দূরোহণ ["ত্যমূষু বাজিনম্" এই সূক্ত] পাঠ করিবে। স্বর্গলোকই দূরোহণ এবং বাক্যই আহাব। বাক্যই আবার ব্রহ্ম। হোতা যখন আহাব পাঠ করেন, তখন ব্রহ্মস্বরূপ আহাবদ্বারা স্বর্গলোকে আরোহণ করেন। হোতাই আরোহক্রমে প্রথমে প্রতিচরণে অবসান দিয়া পাঠ করিবেন, তাহাতে এই [ভূ-] লোক-প্রাপ্তি হয়। অনন্তর [দ্বিতীয়বার পাঠে] অর্দ্ধ ঋকের পর অবসান দিয়া পাঠ করিবেন ; তাহাতে অন্তরিক্ষ-প্রাপ্তি হয়। পরে [তৃতীয় বার পাঠের সময়] তিনচরণের পর অবসান দিয়া পাঠ করিবেন;

ইহাতে ঐ [স্বর্গ-] লোক-প্রাপ্তি হয়। অনন্তর [চতুর্থবার পাঠের সময়] বিনা অবসানে পাঠ করিবে; তাহাতে ঐ যিনি (আদিত্য) তাপ দেন, তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠা হয়।[১]

অবরোহক্রমেও ঐ মন্ত্র পাঠ করা হয়; যেমন [বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি] নামিবার সময় শাখা ধরিয়া নামে, সেইরূপ। প্রথমে তিন চরণের পর অবসান দিবে, তাহাতে ঐ [স্বর্গ] লোকে প্রতিষ্ঠা হইবে। অর্দ্ধ ঋকের পর অবসান দিলে অন্তরিক্ষে এবং প্রতি চরণে অবসান দিনে এই লোকে প্রতিষ্ঠা হয়। এইরূপে যজমানেরাও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া আবার এই লোকে [নামিয়া আসিয়া] প্রতিষ্ঠিত হয়।[২]

পক্ষান্তরে যাহারা একটিমাত্র লোক কামনা করে অর্থাৎ স্বর্গ মাত্র কামনা করে, তাহারা [কেবল] আরোহক্রমেই পাঠ করিবে। তাহাতে স্বর্গলোকই জয় করিবে। কিন্তু তাহারা এই লোকে অধিক দিন বাস করিতে পাইবে না।

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের ও জগতী ছন্দের সূক্ত মিথুন (জোড়া) করিয়া পাঠ করিবে। পশুগণই মিথুন থাকে ও পশুগণই ছন্দঃস্বরূপ; ইহাতে পশুগণের রক্ষা ঘটে।

(১) এই দূরোহণ মন্ত্র দুই প্রকারে পাঠ করিতে হয়; আরোহক্রমে অথবা অবরোহ-ক্রমে। আরোহক্রমে প্রত্যেক মন্ত্র চারিবার পাঠ করিতে হয়। এস্থলে আরোহক্রমে পাঠের নিয়ম বলা হইল।

(২) অবরোহ ক্রমে পাঠের নিয়ম আরোহ ক্রমের বিপরীত। আরোহ ক্রমে পাঠের ফল ভূলোক হইতে ক্রমে স্বর্গে আরোহণ; অবরোহ ক্রমে পাঠের ফল স্বর্গ হইতে ভূমিতে অবরোহণ। যাহারা দুই ফল কামনা করে, তাহারা দুই প্রকারেই পাঠ করিবে।

অষ্টম খণ্ড

গবাময়ন

বিষুবাহের প্রশংসা—"যথা বৈ পুরুষঃ……য এবং বেদ"

পুরুষ (মনুষ্য) যেমন, বিষুবাহও তেমনই। পুরুষের [দেহের] যেমন দক্ষিণার্দ্ধ, বিষুবের সেইরূপ [ষণ্মাসব্যাপী] পূর্ব্বার্দ্ধ; পুরুষের যেমন বামার্দ্ধ, বিষুবের তেমনই [ষণ্মাসব্যাপী] উত্তরার্দ্ধ ; এবং সেই জন্যই [বিষুবের পরবর্ত্তী ভাগের] নাম উত্তর। [দেহের] বাম ও দক্ষিণ ভাগের মধ্যে মস্তকের মত বিষুব অবস্থিত। পুরুষের দেহ (বাম ও দক্ষিণ) উভয়ার্দ্ধের সন্ধিযুক্ত, সেইজন্য মস্তকের মধ্যে সীবনরেখা (নরকপালের দুই পার্শ্বের অস্থির সংযোগচিহ্ন) দেখা যায়।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, বিষুবদিনেই (বিষুব সংক্রান্তির দিনেই) এই [বিষুবাহে অনুষ্ঠেয়] শস্ত্র পাঠ করিবে। উক্‌থসকলের মধ্যে ইহাই বিষুবস্বরূপ। এই শস্ত্রকেই বিষুব বলে। যজমানেরাও ইহাতে বিষুবান্‌ হয় ও শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু এমত আদরণীয় নহে। সংবৎসরসত্রেই এই শস্ত্র পাঠ করিবে।[১] তাহা করিলে সংবৎসর ব্যাপিয়া রেতোধারণ করিয়া অনুষ্ঠান করা হইবে। যে রেতঃ সংবৎসর অপেক্ষা অল্প কালে [সন্তানরূপে] জন্মায়, যাহা পঞ্চমাসমাত্র বা ছয়মাস

---

(১) বিষুব সংগতির দিনে না পর্শিয়া সংবৎসর সত্রের।

মাত্র [গর্ভে] থাকে, তাহা [গর্ভ-] স্রাবমাত্র। সেই রেতো-দ্বারা [সন্তান-জন্মরূপ ফল] পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে যাহা দশ মাস থাকিয়া জন্মায়, যাহা সংবৎসর ধরিয়া থাকে, তাহাতেই:ফল পাওয়া যায়, সেই জন্য সংবৎসর ব্যাপিয়াই ঐ [বিষুবাহে বিহিত] শস্ত্র পাঠ করিবে। সংবৎসরেই সেই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই যজমান সংবৎসর দ্বারাই পাপ নাশ করে এবং বিষুব দ্বারাও পাপ নাশ করে। [সংবৎসরের] অঙ্গস্বরূপ মাসসমূহ দ্বারা ও মস্তকস্বরূপ বিষুবদ্বারা পাপ নাশ করে। যে ইহা জানে, সে সংবৎসর দ্বারা পাপ নাশ করে।

মহাব্রত দিনে সবনীয় পশুর স্থানে বিশ্বকর্ম্মার উদ্দিষ্ট উভয় পার্শ্বে উভয় বর্ণযুক্ত বৃষভ আলম্ভনযোগ্য ; অতএব [ঐ দিনে] উহারই আলম্ভন করিবে।

ইন্দ্র বৃত্রকে হত্যা করিয়া বিশ্বকর্ম্মা হইয়াছিলেন। প্রজা-পতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া বিশ্বকর্ম্মা হইয়াছিলেন। সেই বিশ্ব-কর্ম্মা সংবৎসরস্বরূপ। এতদ্দ্বারা সংবৎসরব্যাপী ইন্দ্র ও সংবৎসররূপী প্রজাপতি এই [উভয়বিধ] বিশ্বকর্ম্মাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ইহা জানে, সে সত্রাবসানে সংবৎসররূপী ইন্দ্র ও সংবৎসররূপী প্রজাপতি, এই [উভয়] বিশ্বকর্ম্মাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঊনবিংশ অধ্যায়

—০—

প্রথম খণ্ড

দ্বাদশাহ

গবাময়ন সত্র বর্ণিত হইল। এখন দ্বাদশদিনসাধ্য দ্বাদশাহ বর্ণিত হইবে' যথা—"প্রজাপতিঃ......এবং বেদ"

প্রজাপতি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আমি বহু হইয়া জন্মিব। এই মনে করিয়া তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া আপনারই অঙ্গ মধ্যে ও প্রাণমধ্যে দ্বাদশাহকে[১] দেখিয়াছিলেন। আপনার অঙ্গ হইতে ও প্রাণ হইতে তিনি তাহাকে দ্বাদশরূপ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এইরূপে দ্বাদশাহকে আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা যজন করিয়াছিলেন। তখন তিনি প্রজাপতি হইলেন ও আপনি প্রজা দ্বারা ও পশুদ্বারা [বহু হইয়া] জন্মিলেন। যে ইহা জানে, সে আপনি প্রজা দ্বারা ও পশু দ্বারা বহু হইয়া জন্মে।

প্রজাপতি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আমি কিরূপে গায়ত্রী দ্বারা দ্বাদশাহকে সকল দিকে ব্যাপ্ত করিয়া সকল সমৃদ্ধি পাইব। এই

---

(১) দ্বাদশাহ দ্বিবিধ; ভরত দ্বাদশাহ ও ব্যূঢ় দ্বাদশাহ। ভরত দ্বাদশাহে প্রথম দিনে অতিরাত্র, দ্বিতীয় দিনে অগ্নিষ্টোম, পরে আট দিনে উক্থ্য, একাদশ দিনে অগ্নিষ্টোম ও দ্বাদশ দিনে অতিরাত্র বিহিত হয়। এই খণ্ডে সেই দ্বাদশাহ প্রশংসিত হইল। পরখণ্ডে ব্যূঢ় দ্বাদশাহ বর্ণিত হইবে। ইহাতে প্রথম দিন ও শেষ দিন অতিরাত্র। দশম দিন পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় হইতে একাদশ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট নয়দিনে তিনটি ত্র্যহ অনুষ্ঠিত হয়। জ্যোতিষ্টোম, গোষ্টোম ও আয়ুষ্টোম লইয়া প্রত্যেক ত্র্যহ।

মনে করিয়া তিনি গায়ত্রীর তেজ দ্বারা দ্বাদশাহের প্রথম ভাগ, ছন্দদ্বারা মধ্যভাগ, ও অক্ষরদ্বারা শেষভাগ ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন; এবং এইরূপে গায়ত্রীদ্বারা দ্বাদশাহের সকল ভাগ ব্যাপ্ত করিয়া সকল সমৃদ্ধি পাইয়াছিলেন। যে ইহা জানে, সে সকল সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

যে যেই পক্ষযুক্তা চক্ষুষ্মতী জ্যোতিষ্মতী দীপ্তিমতী গায়ত্রীকে জানে, পক্ষযুক্তা চক্ষুষ্মতী জ্যোতিষ্মতী দীপ্তিমতী গায়ত্রী দ্বারা সে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। এই গায়ত্রীই পক্ষযুক্তা চক্ষুষ্মতী জ্যোতিষ্মতী ও দীপ্তিমতী। এই যে দ্বাদশাহ, ইহার [আদ্যন্তে] যে দুই অতিরাত্র বিহিত, তাহাই দুই পক্ষ-স্বরূপ; ইহার [দ্বিতীয় ও একাদশ দিবসে] যে দুই অগ্নিষ্টোম, তাহাই দুই চক্ষুঃস্বরূপ; ইহার মধ্যে (মধ্যবর্ত্তী আট দিনে) যে উক্থ্য বিহিত, তাহাই উহার আত্মা (শরীর)। যে ইহা জানে, সে পক্ষযুক্তা, চক্ষুষ্মতী, জ্যোতিষ্মতী, দীপ্তিমতী গায়ত্রী-দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বাদশাহ

তৎপরে ব্যূঢ় দ্বাদশাহ বিধান—"ত্রয়শ্চ..... য এবং বেদ"

এই যে দ্বাদশাহ, ইহাতে [আদ্যন্তের] দুই অতিরাত্র ও দশমাহ পরিত্যাগ করিয়া তিনটি ত্র্যহ থাকে।

দ্বাদশ দিন দীক্ষিত হইতে হয়, তাহাতে যজ্ঞ [অনুষ্ঠানের]

যোগ্য হয়। দ্বাদশ রাত্রি উপসৎ অনুষ্ঠান করা হয়; তদ্দ্বারা শরীর কম্পিত হয়।[১] দ্বাদশ দিন সোমের অভিষব হয়। যে ইহা জানে, সেই শরীর কম্পিত করিয়া শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া দেবতাগণকে পাইয়া থাকে।

এই যে দ্বাদশাহ, ইহা [এইরূপে] ছত্রিশ দিনাত্মক।[২] বৃহতীরও ছত্রিশ অক্ষর। এই যে দ্বাদশাহ, ইহা বৃহতীরই স্থান। দেবগণ বৃহতী দ্বারাই এই লোকসকল পাইয়াছিলেন। দশ অক্ষর দ্বারা তাঁহারা এই [ভূ] লোক, দশটি দ্বারা অন্তরিক্ষ, দশটি দ্বারা দ্যুলোক এবং চারিটি দ্বারা চারি দিক্ পাইয়াছিলেন এবং দুইটি দ্বারা এই লোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যে ইহা জানে, সেও প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যখন অন্যান্য ছন্দ[৩] [বৃহতীর অপেক্ষা] অধিক-অক্ষর-যুক্ত ও বৃহৎ, তখন এই ছন্দকে বৃহতী বলে কেন? [উত্তর] এই ছন্দ দ্বারাই দেবগণ এই লোকসকল পাইয়াছিলেন; তাঁহারা দশ অক্ষর দ্বারা এই [ভূ] লোক, দশটি দ্বারা অন্তরিক্ষ, দশটি দ্বারা দ্যুলোক, চারিটি দ্বারা চারিদিক্ পাইয়াছিলেন এবং দুইটি দ্বারা এই লোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এই জন্যই এই ছন্দকে বৃহতী বলা হয়। যে ইহা জানে, সে যাহা যাহা কামনা করে, তাহাই প্রাপ্ত হয়।

---

(১) প্রকৃতি যজ্ঞে তিন উপসৎ; পূর্ব্বে দেখ। এ স্থলে প্রত্যেক উপসদের চারিদিন আবৃত্তি দ্বারা বারদিন উপসদের বিধি হইল। উপসদে কেবল দুগ্ধ পান করিয়া থাকিতে হয়; তাহাতে শরীর কৃশ ও কম্পিত হয়। শরীরের কার্শ্যহেতু পাপক্ষয় ঘটে।

(২) বার দিন দীক্ষা, বার দিন উপসৎ ও বার দিন সোমাভিষব, একযোগে ৩৬ দিন হয়।

(৩) পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতীর অক্ষর সংখ্যা বৃহতীর অপেক্ষা অধিক।

তৃতীয় খণ্ড

দ্বাদশাহ

দ্বাদশাহে যজন-যাজনবিষয়ে অধিকারিনির্দ্দেশ যথা—"প্রজাপতিযজ্ঞো...... য এবং বেদ"

এই যে দ্বাদশাহ, ইহা প্রজাপতির যজ্ঞ; প্রজাপতিই পুরাকালে [সকলের] অগ্রে এই দ্বাদশাহ দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ঋতুগণকে ও মাসগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা [ঋত্বিক্] হইয়া দ্বাদশাহ দ্বারা আমার যাগ করাও। তাঁহারা প্রজাপতিকে দীক্ষিত করিয়া ও [দীক্ষান্তে যাগসমাপ্তি পর্য্যন্ত দেবযজনভূমি হইতে] উহার বাহিরে গমন নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদিগকে শীঘ্র দান কর, পরে তোমাকে যাজন করিব। তখন প্রজাপতি তাঁহাদিগকে অন্ন ও রস দিয়াছিলেন। সেই রস ঋতুসকলে ও মাসসকলে নিহিত হইয়াছিল। দান করিলে পর তাঁহারা প্রজাপতিকে যাজন করিলেন, কেননা দানকারী পুরুষই যাজনযোগ্য। তাঁহারা [দানের] প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে যাজন করিয়াছিলেন; সেই জন্য প্রতিগ্রহকারী পুরুষকর্ত্তৃকই যাজন কর্ত্তব্য। যাহারা ইহা জানিয়া যজন করে ও যাজন করে, তাহারা উভয়েই সমৃদ্ধি লাভ করে।

ঐ সেই ঋতুগণ ও মাসগণ দ্বাদশাহে প্রতিগ্রহ করিয়া আপনাদিগকে [পাপভারে] গুরু বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহারা প্রজাপতিকে বলিলেন, তুমি আমাদিগকে দ্বাদশাহ দ্বারা যাগ করাও। প্রজাপতি বলিলেন, তাহাই হইবে, তোমরা দীক্ষিত হও। তখন [তাঁহাদের মধ্যে] পূর্ব্বপক্ষগণ (শুক্লপক্ষগণ)

পূর্ব্বে দীক্ষিত হইলেন ও তাঁহারা পাপ নাশ করিলেন; সেইজন্য তাঁহারা যেন দিনের মত [উজ্জ্বল] ; কেন না যাহারা নষ্টপাপ, তাহারাও দিনের মত [উজ্জ্বল]। অন্য অপরপক্ষগণ (কৃষ্ণপক্ষগণ) পশ্চাৎ দীক্ষিত হইলেন; তাঁহারা সম্যক্‌ভাবে পাপনাশ করিতে পারেন নাই, সেইজন্য তাঁহারা যেন অন্ধকারের মত ; কেন না যাহারা অনষ্টপাপ, তাহারাও অন্ধকারের মত। এইজন্য যে ইহা জানে, সে দীক্ষমাণদের পূর্ব্বে ও পূর্ব্বপক্ষে (শুক্লপক্ষে) দীক্ষিত হইতে চেষ্টা করিবে। যে ইহা জানে, সে পাপ নাশ করে।

এই সেই প্রজাপতিরূপী সংবৎসর ঋতুগণে ও মাসগণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ; এবং এই সেই ঋতুগণ ও মাসগণ প্রজাপতিরূপী সংবৎসরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যে যজমান এইরূপে দ্বাদশাহ দ্বারা যজন করে, সে ঋত্বিকেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই জন্য [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যে দ্বাদশাহ দ্বারা পাপী পুরুষের যাজন করিবে না, তাহাতে সেই পাপ আমাতে (যাজকে) প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

এই যে দ্বাদশাহ, ইহা জ্যেষ্ঠের যজ্ঞ। যিনি এতদ্দ্বারা [সকলের] অগ্রে যাগ করিয়াছিলেন, তিনি দেবগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। এই যে দ্বাদশাহ, ইহা শ্রেষ্ঠের যজ্ঞ, যিনি এতদ্দ্বারা অগ্রে যাগ করিয়াছিলেন, তিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ এই যাগ করিবে ; তাহাতে বৎসর কল্যাণপ্রদ হইবে। দ্বাদশাহ দ্বারা পাপী পুরুষের যাজন করিবে না; তাহাতে যাজকেই পাপ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

দেবগণ ইন্দ্রের জ্যৈষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন নাই। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে বলিলেন, তুমি আমাকে দ্বাদশাহ দ্বারা যাজন কর। বৃহস্পতি তাঁহাকে যাজন করিলেন। তখন দেবগণ তাঁহার জ্যৈষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন। যে ইহা জানে, তাহার স্বজনেরা (জ্ঞাতিরা) তাহার জ্যৈষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে এবং সেই স্বজনেরা তাহার শ্রেষ্ঠতা মানিয়া থাকে।

[দ্বাদশাহের অন্তর্গত] প্রথম ত্র্যহ ঊর্দ্ধমুখ, মধ্যম ত্র্যহ তির্য্যঙ্‌মুখ ও অন্তিম ত্র্যহ অধোমুখ।[১] প্রথম ত্র্যহ যে ঊর্দ্ধমুখ, সেইজন্য অগ্নি ঊর্দ্ধমুখে দীপ্ত হয়েন, তাঁহার দিক্‌ও ঊর্দ্ধ। মধ্যম ত্র্যহ যে তির্য্যঙ্‌মুখ, সেইজন্য এই বায়ু তির্য্যঙ্‌মুখে প্রবাহিত হয়, অপ্‌সমূহও তির্য্যঙ্‌মুখে প্রবাহিত হয়, তাঁহার দিক্‌ও তির্য্যগ্‌গত। অন্তিম ত্র্যহ যে অধোমুখ, সেইজন্য ঐ [আদিত্য] অধোমুখে তাপ দেন, ঐ [পর্জ্জন্য] অধোমুখে বর্ষণ করেন, নক্ষত্রগণ অধোমুখ, ইঁহার দিক্‌ও অধোগত। এইরূপে লোকসকল সম্যক্ হয় ও এই ত্র্যহসকলও সম্যক্ হয়। যে ইহা জানে, এই লোকসকল সম্যক্ হইয়া তাহার শ্রী উৎপাদন করিয়া দীপ্তি পায়।

(১) প্রথমত্র্যাহে প্রাতঃসবনে গায়ত্রী, মাধ্যন্দিনে ত্রিষ্টুপ্‌, তৃতীয়সবনে জগতী বিহিত। এইরূপে ছন্দের অপর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রথমত্র্যাহকে ঊর্দ্ধমুখ বলা হইল। দ্বিতীয়ত্র্যাহে প্রাতঃসবনে জগতী, মাধ্যন্দিনে গায়ত্রী, তৃতীয়ে ত্রিষ্টুপ্‌, এস্থলে অক্ষরসংখ্যার ক্রমোন্নতি বা ক্রমাবনতি নাই, এ জন্য ইহা তির্য্যঙ্‌মুখ। অন্তিমত্র্যাহে প্রাতঃসবনে ত্রিষ্টুপ্‌, মাধ্যন্দিনে জগতী, তৃতীয়ে গায়ত্রী হওয়ায় উহা অধোমুখ।

চতুর্থ খণ্ড

দ্বাদশাহ

দ্বাদশাহ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা—"দীক্ষা বৈ······অন্তরিক্ষাদ্ভূমিঃ"

দীক্ষা দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল। দেবগণ তাহাকে বসন্ত (চৈত্র ও বৈশাখ) দুই মাসের সহিত যুক্ত করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাকে বসন্ত দুই মাসের সহিত যুক্ত করিতে পারেন নাই। তৎপরে [ক্রমশঃ] গ্রীষ্ম দুই মাসের সহিত, বর্ষা দুই মাসের সহিত, শরৎ দুই মাসের সহিত, হেমন্ত দুই মাসের সহিত যুক্ত করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু হেমন্ত দুই মাসের সহিতও যুক্ত করিতে পারেন নাই। পরে তাহাকে শিশির দুই মাসের সহিত যুক্ত করিতে গিয়াছিলেন এবং তাহাকে শিশির দুই মাসের সহিত যুক্ত করিয়াছিলেন। যে ইহা জানে, সে যাহা পাইতে চাহে, তাহা পাইয়া থাকে; কিন্তু তাহার শত্রু তাহাকে পায় না।

সেই জন্য যে ব্যক্তি [দ্বাদশাহ] সত্রে দীক্ষিত হইতে চাহিবে, তাহাকে শিশির মাসদ্বয় আগত হইলে দীক্ষিত করিবে; তাহাতে দীক্ষা আপনা হইতে আগত হইলে দীক্ষিত করা হয়। সে প্রত্যক্ষ দীক্ষা গ্রহণ করে। সেইজন্য এই শিশির মাসদ্বয় আগত হইলে যে সকল পশু গ্রাম্য ও যাহারা আরণ্য, তাহারা সকলেই [তৃণাভাবে] কৃশত্ব ও পরুষত্ব প্রাপ্ত হয়; এবং দীক্ষারই রূপ পাইয়া চরিয়া বেড়ায়।[১]

---

(১) দীক্ষিত ব্যক্তিও উপবাসাদিতে কৃশ ও পরুষ হয়; সেইজন্য দীক্ষার রূপ কৃশ ও পরুষ।

সে ব্যক্তি দীক্ষার পূর্ব্বে প্রজাপতির উদ্দিষ্ট পশুর আলম্ভন করিবে। তাহাতে সপ্তদশ সামিধেনী পাঠ করিবে। কেন না প্রজাপতি সপ্তদশ [-অবয়বযুক্ত]; ইহাতে প্রজাপতির প্রাপ্তি ঘটে।

তাহাতে (সেই পশুকর্ম্মে) জমদগ্নিদৃষ্ট আপ্রীমন্ত্র বিহিত হয়। এ বিষয়ে ব্রহ্মবাদীরা প্রশ্ন করেন, যখন অন্যান্য পশু-কর্ম্মে [যজমানের গোত্রপ্রবর্ত্তক] ঋষি অনুসারে আপ্রীমন্ত্র বিহিত হয়,[২] তবে কেন এ স্থলে সকলের পক্ষেই জমদগ্নির উদ্দিষ্ট আপ্রী বিহিত হয়? [উত্তর] জমদগ্নির উদ্দিষ্ট মন্ত্রসকল সকল মন্ত্রের স্বরূপ ও সর্ব্বসমৃদ্ধিযুক্ত। এই [প্রজাপতির উদ্দিষ্ট] পশুও সকল পশুর স্বরূপ ও সর্ব্বসমৃদ্ধিযুক্ত; সেই জন্য এই যে জমদগ্নির উদ্দিষ্ট আপ্রী বিহিত হয়, ইহাতে সর্ব্ব-স্বরূপতা ও সর্ব্বসমৃদ্ধি ঘটে।

[উক্ত পশুকর্ম্মে] বায়ুর উদ্দিষ্ট পশুপুরোডাশ বিহিত। এ বিষয়ে প্রশ্ন হয়, যে যখন পশু অন্য দেবতার (অর্থাৎ প্রজা-পতির) উদ্দিষ্ট, তখন [তদঙ্গ] পশুপুরোডাশ কেন বায়ুর উদ্দিষ্ট করা হয়? [উত্তর] প্রজাপতি যজ্ঞস্বরূপ; যজ্ঞের অসারতারূপ আলস্য পরিহারের জন্য [ঐরূপ করা হয়], এই উত্তর দিবে। বায়ুর উদ্দিষ্ট হইলেও উহা প্রজাপতি হইতে অপগত হয় না; কেননা বায়ুই প্রজাপতি। এ বিষয়ে ঋষি বলিয়াছেন, পবমান (বায়ু) প্রজাপতিস্বরূপ।[৩]

---

(২) পশুকর্ম্মে যজমানের গোত্রানুসারে বিভিন্ন ঋষি দৃষ্ট আপ্রীসূক্ত ব্যবহৃত হয়; পূর্ব্বে দেখ। জমদগ্নির দৃষ্ট আপ্রীসূক্ত "সমিদ্ধো অদ্য মনুষো দুরোণে" ইত্যাদি ১০ মণ্ডলের ১১০ সূক্ত।

(৩) "ত্বষ্টারমগ্রজাং গোপাম্" ইত্যাদি ঋকের চতুর্থ চরণে পবমানকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে।

দ্বাদশাহ যদি সত্ররূপে অনুষ্ঠিত হয়[৪], তাহা হইলে [ঋত্বিকেরা] সকলেই অগ্নিসমূহ একত্র স্থাপন করিয়া দীক্ষিত হইবে, সকলেই অভিষব করিবে, বসন্তকালে উদবসান (সমাপ্তিকালীন ইষ্টি যাগ) করিবে।[৫] বসন্তই রস ; এতদ্দ্বারা অন্নরূপ রসকে লক্ষ্য করিয়া [দ্বাদশাহের] উদবসান করা হয়।

পঞ্চম খণ্ড

দ্বাদশাহ

তৎপরে ব্যূঢ়দ্বাদশাহের ব্যূঢ়ত্ব সম্বন্ধে—"ছন্দাংসি বৈ......ব্যূহতি"

ছন্দোগণ[১] পরস্পারের আশ্রয়স্থান পাইবার জন্য চিন্তা করিয়াছিলেন। গায়ত্রী ত্রিষ্টুভের ও জগতীর স্থান[২] চিন্তা করিয়াছিলেন। এইরূপে ত্রিষ্টুপ্ গায়ত্রীর ও জগতীর স্থান, জগতী ত্রিষ্টুভের ও গায়ত্রীর স্থান চিন্তা করিয়াছিলেন। তখন প্রজাপতিও এই ব্যূঢ়ছন্দ দ্বাদশাহকে দেখিলেন[৩], তাহাকে আহরণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা যাগ করিলেন। এইরূপে তিনি

---

(৪) দ্বাদশাহ যেমন ভরত ও ব্যূঢ়ভেদে দ্বিবিধ, তেমনই আবার অহীন ও সত্রভেদে দ্বিবিধ।

(৫) দ্বাদশাহে যাহারা যজমান, তাহারাই ঋত্বিক্ (পূর্ব্বের আখ্যায়িকা দেখ); ঋত্বিকেরা সকলেই যজমান স্বরূপে দীক্ষাগ্রহণ ও অন্য কার্য্য করেন।

(১) সবনত্রয়ে গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী এই তিন ছন্দের বিধান ; এই তিন ছন্দেরই কথা হইতেছে।

(২) নিজের স্থান প্রাতঃসবন ত্যাগ করিয়া অপর দুই ছন্দের স্থান অন্য দুই সবন পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

(৩) স্বস্বস্থানবিপরীতত্বেন উঢ়ানি স্থানান্তরে প্রক্ষিপ্তানি চন্দাংসি যস্মিন্ দ্বাদশাহে সোঽয়ং ব্যূঢ়চ্ছন্দাঃ (সায়ণ)—যেখানে স্বস্থান ছাড়িয়া অন্যত্র ছন্দ প্রক্ষিপ্ত হয—সেই দ্বাদশাহ ব্যূঢ়ছন্দ।

ছন্দোগণকে তাহাদের সকল কামনা পাওয়াইয়াছিলেন। যে ইহা জানে, সে সকল কামনা প্রাপ্ত হয়।

অসারতাপ্রযুক্ত আলস্য পরিহারের জন্য ছন্দ সকল স্বস্থান হইতে অন্যত্র স্থাপিত করা হয়। ছন্দ সকলকে অন্যস্থানে স্থাপিত করা হয়; সে এইরূপ—লোকে যেমন অশ্বদ্বারা অথবা বলীবর্দ্দ দ্বারা [গাড়ীতে চড়িয়া দূরদেশে যাইবার সময়] তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ মোচন করিয়া তদপেক্ষা অশ্রান্ত নূতন নূতন অশ্ব অথবা বলীবর্দ্দ দ্বারা চলে, সেইরূপ এই যে ছন্দ সকলের স্থান পরিবর্ত্তন করা হয়, এতদ্দ্বারা এক ছন্দকে মোচন করিয়া তদপেক্ষা অশ্রান্ত নূতন নূতন ছন্দ দ্বারা স্বর্গলোকে যাওয়া যায়।

বৃহৎ ও রথন্তর সামদ্বয়ের প্রশংসা ও তৎপ্রসঙ্গে অন্যান্য কথা—"ইমৌ বৈ......ভূমিঃ"

এই দুইলোক (ভূলোক ও দ্যুলোক) [পুরাকালে] একত্র (একসঙ্গে) ছিল। [একদা] তাহাদের বিরোধ ঘটিয়াছিল। তখন [দ্যুলোকস্থ পর্জ্জন্য] বর্ষণ করিতেন না ও [আদিত্য] তাপ দিতেন না। তাহাতে পঞ্চজনেরা[৪] একতাহীন হইল। দেবগণ তখন সেই লোকদ্বয়কে একত্র আনিলেন। তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া দেববিবাহে আবদ্ধ হইল। তদবধি ইনি (স্ত্রীরূপা ভূমি) উঁহাকে (পুরুষরূপী) স্বর্গকে রথন্তর সামদ্বারা প্রীত করেন ও উনি ইঁহাকে বৃহৎ সামদ্বারা প্রীত করেন। [অপিচ] নৌধস সামদ্বারা[৫] ইনি উঁহাকে প্রীত করেন;

---

(৪) দেবমনুষ্যাদি পঞ্চবিধ প্রাণী (পূর্ব্বে দেখ)।

(৫) "ইমমিন্দ্র সুতং পিব" (১।৮৪।৪) এই ঋক্ হইতে উৎপন্ন সাম নৌধস।

শ্যৈতসাম দ্বারা[৬] উনি ইঁহাকে প্রীত করেন; ধূমদ্বারা ইনি উঁহাকে ও বৃষ্টিদ্বারা উনি ইঁহাকে প্রীত করেন। দেবযজন[৭] স্থান ইনি উঁহাতে স্থাপিত করিয়াছিলেন; পশুগণকে উনি ইঁহাতে স্থাপিত করিয়াছিলেন। চন্দ্রমণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণ যাহা আছে, তাহাই দেবযজন ভূমি, তাহাই ইনি উঁহাতে স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেইজন্য ক্রমশঃ পূর্ণতার উন্মুখ পক্ষে[৮] যাহারা যাগ করে, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলই প্রাপ্ত হয়।[৯]

উনি ইঁহাতে "ঊষ" গণকে [স্থাপন করিয়াছিলেন], এরূপও বলা হয়[১০]। সেই যে কবষের পুত্র তুর বলিয়াছেন, অহে জনমেজয়, কোন্ ঊষ পোষ (পুষ্টিহেতু অর্থাৎ পশু)? সেই হেতু এখনও লোকে গব্যসম্বন্ধে (গো-পশু হইতে উৎপন্ন ক্ষীরাদিসম্বন্ধে) বিচার উপস্থিত হইলে প্রশ্ন করে, সেখানে ঊষ আছে কি? [অতএব] ঊষই পোষ (পশু)। ঐ [স্বর্গ] লোক এই [ভূ] লোকে পর্য্যাবর্ত্তন করিয়াছিল; সেইজন্য [ভূলোক ও দ্যুলোকের ঐরূপ মিলন হেতু] দ্যাবাপৃথিবী একত্র

(৬) "ত্বামিদাহো নরঃ" (৮।৯৯।১) এই ঋক্ হইতে উৎপন্ন সাম শ্যৈত।

(৭) দেবযজন ভূমি অর্থে যজ্ঞভূমি। স্বর্গের যজ্ঞভূমি চন্দ্রমণ্ডলে কলঙ্করূপে বর্ত্তমান।

(৮) অর্থাৎ শুক্লপক্ষে যখন চন্দ্রমণ্ডল ক্রমশঃ পূর্ণ হয় ও কৃষ্ণচিহ্ন দেখা যায়।

(৯) কর্ম্মীরা দক্ষিণমার্গে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন, ইহা উপনিষদাদিতে প্রসিদ্ধ।

(১০) উপরে বলা হইয়াছে, ভূমি স্বর্গে দেবযজন স্থাপন করেন ও স্বর্গ ভূমিতে পশুগণকে স্থাপন করেন। এই পশুশব্দ স্থলে "ঊষ" শব্দও ব্যবহৃত হয়; 'পশূন্ অসৌ অস্থাম্" ইহার পরিবর্ত্তে "ঊষান্ অসৌ অস্থাম্" এইরূপ বাক্যও দেখা যায়। এই অপ্রচলিত "ঊষ" শব্দও যে পশুবাচক, ইহাই এস্থলে বুঝান হইতেছে। সায়ণ বলেন, কান্ত্যর্থক বশ ধাতু হইতে উষ শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। কান্তিযুক্ত বলিয়া পশুই উষ। পশূনাং চমরাদীনাং কমনীয়ত্বং প্রসিদ্ধম্। (সায়ণ)।

সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন। অন্তরিক্ষ হইতে দ্যুলোক ভিন্ন নহে, ভূমিও অন্তরিক্ষ হইতে ভিন্ন নহে।”[১]

ষষ্ঠ খণ্ড

দ্বাদশাহ

দ্বাদশাহের অন্তর্গত পৃষ্ঠ্যষড়হে পৃষ্ঠ স্তোত্রের উপযুক্ত সামসমূহের বিধান যথা—“বৃহচ্চ বৈ……দীক্ষতে”।

[সকল সামের] অগ্রে বৃহৎ এবং রথন্তর ইঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা বাক্‌স্বরূপ ও মনঃস্বরূপ ছিলেন। রথন্তরই বাক্ ও বৃহৎ মন। সেই [পুরুষরূপী] বৃহৎ পূর্ব্বে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া [স্ত্রীস্বরূপ] রথন্তরকে ক্ষুদ্র মনে করিয়াছিলেন। তখন রথন্তর গর্ভ ধারণ করিলেন এবং বৈরূপ সামকে [পুত্ররূপে] সৃষ্টি করিলেন। তখন রথন্তর ও বৈরূপ, তাঁহারা দুইজন হইয়া বৃহৎকে ক্ষুদ্র [স্ত্রীস্বরূপ] মনে করিয়াছিলেন। তখন বৃহৎ গর্ভ ধারণ করিলেন ও বৈরাজকে সৃষ্টি করিলেন। বৃহৎ ও বৈরাজ ইঁহারা দুইজন হইয়া রথন্তর ও বৈরূপকে ক্ষুদ্র মনে করিলেন; তখন রথন্তর গর্ভ ধারণ করিলেন ও শাক্করকে সৃষ্টি করিলেন। রথন্তর ও বৈরূপ ও শাক্কর ইহারা তিন জন হইয়া বৃহৎকে ও বৈরাজকে ক্ষুদ্র মনে করিলেন। তখন বৃহৎ গর্ভ ধারণ করিলেন ও বৈরতকে সৃষ্টি করিলেন। এই তিনজন (রথন্তর বৈরূপ শাক্কর) এবং

---

(১) সায়ণ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। দ্যুলোক ও ভূলোক পরস্পর মিলিত হইয়াছিল। অন্তরিক্ষও উভয় হইতে অভিন্ন বলিয়া উহাদের অন্তর্গত ও উহাদের সহিত মিলিত।

অন্য তিনজন (বৃহৎ বৈরাজ রৈবত), ইঁহারা ছয়টি পৃষ্ঠে পরিণত হইয়াছিলেন।[১]

সেই সময়ে তিনটিমাত্র ছন্দ (গায়ত্রী, ত্রিস্টুপ্ ও জগতী) ঐ ছয়টি পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পাদনে সমর্থ হয় নাই। সেই গায়ত্রী গর্ভ ধারণ করিলেন ও তিনি অনুষ্টুপ্‌কে সৃষ্টি করিলেন; ত্রিষ্টুপ্ গর্ভ ধারণ করিলেন, তিনি পংক্তিতে সৃষ্টি করিলেন; জগতী গর্ভ ধারণ করিলেন, তিনি অতিচ্ছন্দকে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে সেই তিন এবং এই অন্য তিন [একযোগে] ছয়টি ছন্দ হইলেন। তাঁহারা তখন ছয়টি পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পাদনে সমর্থ হইলেন[২]; যজ্ঞও স্বপ্রয়োজনে সমর্থ হইল। যে স্থলে যজমান ছন্দসকলের ও পৃষ্ঠসকলের এইরূপ কল্পনাপ্রকার জানিয়া দীক্ষিত হয়, সেই জনসমূহমধ্যে সেই যজমান সমর্থ হয়।

বিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

দ্বাদশাহ—নবরাত্র

দ্বাদশাহের প্রথম ও শেষদিন অতিরাত্র অনুষ্ঠিত হয়। সেই দুই দিন ও দশম দিন ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট নয় দিনের নাম নবরাত্র। এই নবরাত্রের অনু-

---

(১) পৃষ্ঠ্যষড়হের প্রথম তৃতীয় ও পঞ্চম দিনে রথন্তর বৈরূপ ও শাক্বর দ্বারা এবং দ্বিতীয় চতুর্থ ও ষষ্ঠ দিনে বৃহৎ বৈরাজ রৈবত দ্বারা যথাক্রমে পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পাদিত হয়।

(২) প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী হইতে পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পাদিত হয়; চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ দিনে অনুষ্টুপ্ পংক্তি ও অতিচ্ছন্দ পৃষ্ঠনিষ্পাদক হয়।

ষ্ঠান এক এক দিন ক্রমে ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে। নবরাত্রের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান যথা—অগ্নির্বৈ……য এবং বেদ”

অগ্নি দেবতা, ত্রিবৃৎ স্তোম, রথন্তর সাম, গায়ত্রী ছন্দ [নবরাত্রের] প্রথমাহ নির্ব্বাহ করে। যে ইহা জানে, সে এতদ্দ্বারা যথোচিত দেবতা, স্তোম, সাম ও ছন্দ বিধান করিয়া সমৃদ্ধ হয়।

প্রথম দিনের [মন্ত্রগুলির] লক্ষণ “আ” এবং “প্র” [১]; এতদ্ব্যতীত প্রথম দিনের অন্যান্য লক্ষণ—যে সকল মন্ত্র যোজনার্থক শব্দ-বিশিষ্ট, “রথ”-শব্দ-বিশিষ্ট, “আশু”-শব্দ-বিশিষ্ট, পানার্থক-শব্দবিশিষ্ট, যে মন্ত্রের প্রথম চরণেই দেবতার নির্দ্দেশ আছে, যাহাতে এই [ভূ] লোকের উল্লেখ আছে, যাহা রথন্তরসামসম্বন্ধী, যাহা গায়ত্রীচ্ছন্দ, যাহাতে ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার প্রয়োগ রহিয়াছে।

[উদাহরণ যথা] “উপ প্রয়ন্তো অধ্বরম্” ইত্যাদি সূক্ত প্রথমাহে আজ্যশস্ত্র হয়[২]। কেননা [প্রথম চরণে] “প্র” শব্দ থাকায় প্রথমদিনে প্রথমাহ অনুষ্ঠানের ইহাই অনুকূল। “বায়বা যাহি দর্শত” [৩] এই সূক্তকে প্রউগ শস্ত্র করিবে। কেননা উহার প্রথম চরণে “আ” শব্দ থাকায় প্রথমাহে প্রথমাহ অনুষ্ঠানে উহা অনুকূল। “আ ত্বা রথং যথোতয়ে” [৪] “ইদং বসো সুতমন্ধঃ” [৫] এই দুইটিকে মরুত্বতীয় শস্ত্রের প্রতি-

(১) অর্থাৎ প্রথমদিনে বিহিত মন্ত্রমধ্যে ঐ দুই শব্দ থাকা আবশ্যক; সেইরূপ পরবর্ত্তী লক্ষণও থাকিবে।

(২) ১।৭৪।১। প্রকৃতিযজ্ঞের আজ্যশস্ত্র “প্র বো দেবায় অগ্নয়ে” ইত্যাদি (পূর্ব্বে দেখ)।

(৩) ১।২।১ (৪) ৮।৬৮।১

(৫) ৮।২।১ ইহার দ্বিতীয় চরণে “পিবা সুপূর্ণম্” এইস্থলে পানার্থক শব্দ আছে।

পৎ ও অনুচর করিবে ; কেননা "রথ"-শব্দযুক্ত ও পানার্থক-শব্দযুক্ত মন্ত্র থাকায়, উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। "ইন্দ্র নেদীয় এদিহি"[৬] ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রনিহব প্রগাথ করিবে ; কেননা উহার প্রথম চরণেই দেবতার নির্দ্দেশ থাকায় উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। "প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ"[৭] ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ হইবে ; কেননা "প্র" শব্দ থাকায় উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। "অগ্নির্নেতা"[৮] এবং "ত্বং সোম ক্রতুভিঃ"[৯] এবং "পিন্বন্ত্যপঃ"[১০] এই [তিন মন্ত্র] ধায্যা হইবে ; কেননা প্রথম চরণেই দেবতার নির্দ্দেশ থাকায় উহারা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। "প্র ব ইন্দ্রায় বৃহতে"[১১] ইত্যাদি মন্ত্রে মরুত্বতীয় প্রগাথ হইবে ; কেননা "প্র"-শব্দ যুক্ত মন্ত্র থাকায় উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। "আ যাত্বিন্দ্রো বস উপ নঃ"[১২] ইত্যাদি সূক্তে "আ" শব্দ থাকায় উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। "অভি ত্বা শূর নোনুমঃ"[১৩] ও "অভি ত্বা পূর্ব্বপীতয়ে"[১৪] ইত্যাদি মন্ত্রে রথন্তর পৃষ্ঠ হইবে ;[১৫] কেননা রথন্তরসম্বন্ধী প্রথমদিনে উহা প্রথমাহের অনুকূল। "যদ্বাবান পুরুতমং পুরাষাট্"[১৬] ইহাই ধায্যা হইবে; ইহার "আবৃত্রহেন্দ্রো নামান্য-

(৬) ৮।৫৩।৫ (৭) ১।৪০।৩ (৮) ৩।২০।৪ (৯) ১।৯১।২।

(১০) ১।৬৪।৬ 'পিন্বন্ত্যপো মরুতঃ সুদানবঃ" এই প্রথম চরণে মরুৎ দেবতার নির্দ্দেশ আছে।

(১১) ৮।৮৯।৩ (১২) ৪।২১।১ (১৩) ৭।৩২।২২ (১৪) ৮।৩।৭।

(১৫) "অভি ত্বা শূর" ইত্যাদি প্রগাথ রথন্তরের যোনি ও 'অভি ত্বা পূর্ব্ব" ইত্যাদি প্রগাথ তাহার অনুচর।

(১৬) ১০।৭৪।৬

প্রাঃ” এই [দ্বিতীয় চরণে] “আ” শব্দ থাকায় উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। “পিবা সুতস্য রসিনঃ”[17] ইহা [কোন এক] সামের [আধারস্বরূপ] প্রগাথ হইবে; কেননা পানার্থক শব্দযুক্ত হওয়ায় উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। “ত্যমূষু বাজিনং দেবজূতম্”[18] এই তার্ক্ষ্যসূক্ত [নিবিদ্ধান] সূক্তের পূর্ব্বে পাঠ করিবে; কেননা তার্ক্ষ্যসূক্ত স্বস্তিহেতু; উহাতে স্বস্তিলাভ ঘটে। যে ইহা জানে, সে এতদ্দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করে ও স্বস্তিতেই সংবৎসরের পারগামী হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বাদশাহ—নবরাত্র

প্রথমাহের অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত অন্যান্য মন্ত্র—“আ ন ইন্দ্রো…আগ্নিমারুতং ভবতি”

“আ ন ইন্দ্রো দূরাদা ন আসাৎ”[1] এই সূক্ত পাঠ করিবে; কেননা “আ” শব্দ থাকায়, উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। নিষ্কেবল্য ও মরুত্বতীয় শস্ত্রের নিবিদ্ধান সূক্তদ্বয়কে সম্পাত বলে।[2] পুরাকালে বামদেব এই লোকসকল দেখিয়াছিলেন ও সম্পাতদ্বারা তাহাতে সম্পতিত হইয়াছিলেন

(১৭) ৮।৩।১ (১৮) ১০।১৭৮।১।

(১) ৪।২০।১ এইটি উল্লিখিত তার্ক্ষ্যসূক্তের পরে পঠনীয় নিবিদ্ধানীয় সূক্ত।

(২) সম্পত্তিং প্রাপ্নুবন্তি আভ্যাং যজমানা ইতি সম্পাতৌ। মরুত্বতীয় শস্ত্রের নিবিদ্ধান সূক্ত “আ যাত্বিন্দ্রো বসঃ” ইত্যাদি সূক্ত; নিষ্কেবল্যের নিবিদ্ধান সূক্ত “আ ন ইন্দ্রঃ” ইত্যাদি সূক্ত। সম্পাতনাম সম্বন্ধে পরে দেখ ৬ পঞ্চিকা, ২৯ অধ্যায়, ২য় খণ্ড।

(তাহা পাইয়াছিলেন)। যেহেতু তিনি সম্পাতদ্বারা সম্পাতিত হইয়াছিলেন, তাহাই সম্পাতের সম্পাতত্ব। সেই হেতু প্রথমাহে যে সম্পাতসূক্ত পাঠ করা হয়, ইহাতে স্বর্গলোকের প্রাপ্তি, সম্পত্তি ও সঙ্গতি ঘটে।

"তৎসবিতুর্বৃণীমহে"[৩] এবং "অদ্যা নো দেব সবিতঃ"[৪] ইত্যাদি [ত্র্যচ-] দ্বয় বৈশ্বদেব শস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর হইবে ; কেননা রথন্তরসম্বন্ধী প্রথমদিনে উহারা প্রথমাহের অনুকূল। "যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ঃ"[৫] ইত্যাদি সবিতৃ-দৈবত সূক্ত যোজনার্থকশব্দযুক্ত, এই জন্য উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। "প্র দ্যাবা যজ্ঞৈঃ পৃথিবী ঋতাবৃধা"[৬] ইত্যাদি দ্যাবাপৃথিবীদৈবত সূক্তে "প্র" শব্দ থাকায় উহা প্রথম-দিনে প্রথমাহের অনুকূল। [বৈশ্বদেব শস্ত্রে] "ইহেহ বো মনসা বন্ধুতা নরঃ"[৭] ইত্যাদি ঋভুদৈবত সূক্ত পাঠ করিবে। যদিও "আ" শব্দ ও "প্র" শব্দ প্রথমাহের লক্ষণ, তথাপি সকল সূক্তই যদি "প্র"-শব্দ-বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে যজমানেরা এই লোক হইতে প্রেত হইতে পারে (মরিয়া যাইতে পারে) ; এই ভয়ে "ইহেহ বা মনসা বন্ধুতা নরঃ" এই ঋভুদৈবত সূক্ত যে প্রথমাহে পঠিত হয়, উহাতে "ইহ ইহ" পদে এই লোককেই বুঝায় ; অতএব এতদ্দ্বারা যজমানদিগকে এই লোকেই [বর্ত্তমান রাখিয়া] আনন্দ লাভ করায়।

(৩) ৫।৮২।১। (৪) ৫।৮২।৪। (৫) ৫।৮১।১। (৬) ১।১৫৯।১।
(৭) ৩।৬০।১ ইহাতে "প্র" শব্দ নাই। তাহাতে ক্ষতি নাই ; কেন, তাহা প্রদর্শিত হইল।—

"দেবান্ হুবে বৃহচ্ছ্রবসঃ স্বস্তয়ে"[৮] ইত্যাদি সূক্ত বৈশ্বদেব-শস্ত্রে পঠিত হয়। ইহার প্রথমচরণে দেবতার নির্দ্দেশ থাকায় ইহা প্রথমাহের অনুকূল। যাহারা সংবৎসরসত্রের বা দ্বাদশাহের অনুষ্ঠান করে, তাহারা দীর্ঘ পথ যাইতে উদ্যোগ করে; সেইজন্য "দেবান্ হুবে বৃহচ্ছ্রবসঃ স্বস্তয়ে" এই বৈশ্বদেব সূক্ত যে প্রথমাহে পঠিত হয়, ইহাতে স্বস্তিলাভই ঘটে। যে ইহা জানে ও যাহার পক্ষে হোতা ইহা জানিয়া "দেবান্ হুবে বৃহচ্ছ্রবসঃ স্বস্তয়ে" এই সূক্ত বৈশ্বদেবশস্ত্রে প্রথমাহে পাঠ করেন, সে এতদ্দ্বারা স্বস্তিলাভ করে ও স্বস্তিতেই সংবৎসরের পারগামী হয়।

"বৈশ্বানরায় পৃথু পাজসে বিপঃ"[৯] ইত্যাদি মন্ত্র আগ্নিমারুত-শস্ত্রের প্রতিপৎ হইবে। উহার প্রথমচরণে দেবতার নির্দ্দেশ থাকায় উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। "প্রত্বক্ষসঃ প্রতবসো বিরপ্শিনঃ"[১০] এই মরুদ্-দৈবত সূক্ত পাঠ করা হয়। উহার প্রথমচরণে "প্র" শব্দ থাকায় উহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল। "জাতবেদসে সুনবাম সোমম্"[১১] এই জাতবেদার উদ্দিষ্ট ঋক্ [জাতবেদস্য] সূক্তের পূর্ব্বে পাঠ করিবে। জাতবেদার উদ্দিষ্ট মন্ত্রসকল স্বস্ত্যয়নস্বরূপ, উহাতে স্বস্তিলাভ ঘটে। যে ইহা জানে, সে এতদ্দ্বারা স্বস্তিলাভ করে ও স্বস্তিতে সংবৎসরের পরগামী হয়। "প্রতব্যসীং নব্যসীং ধীতিমগ্নয়ে"[১২] ইত্যাদি জাতবেদার উদ্দিষ্ট [নিবিদ্ধান] সূক্ত পাঠ করিবে। "প্র" শব্দ থাকায় ইহা প্রথমদিনে প্রথমাহের অনুকূল।

(৮) ১০।৬৬।১। (৯) ৩।৩।১। (১০) ১।৮৭।১। (১১) ১।৯৯।১। (১২) ১।১৪৩।১

[প্রথমাহে বিহিত] আগ্নিমারুত শস্ত্র [প্রকৃতি যজ্ঞ] অগ্নিষ্টোমে বিহিত আগ্নিমারুতের সমান (সমান মন্ত্রসংখ্যা-বিশিষ্ট)। যজ্ঞে যে [অঙ্গ] সমান করা হয়, তাহার অনুসরণে প্রজা (পুত্রাদি) সুখে জীবিত থাকে, সেইজন্য আগ্নিমারুত শস্ত্রকে [উভয়স্থলে] সমান করা হয়।

তৃতীয় খণ্ড

দ্বাদশাহ—নবরাত্র

প্রথমাহের অনুষ্ঠান বর্ণিত হইল। এখন দ্বিতীয়াহ বর্ণিত হইবে, যথা—"ইন্দ্রো বৈ······অচ্যুতঃ"

ইন্দ্র দেবতা, পঞ্চদশ স্তোম, বৃহৎ সাম, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, ইহারা দ্বিতীয়াহের নির্ব্বাহক। যে ইহা জানে, সে এতদ্দ্বারা যথোচিত দেবতা, স্তোম, সাম ও ছন্দ প্রয়োগ করিয়া সমৃদ্ধ হয়।

যাহাতে "আ" শব্দ ও "প্র" শব্দ নাই, যাহা স্থানার্থক-শব্দযুক্ত এবং যে সকল মন্ত্র ঊর্দ্ধশব্দযুক্ত, প্রতি-শব্দ-যুক্ত, অন্তঃ-শব্দ-যুক্ত, বৃষণ্-শব্দ-যুক্ত, বৃধন্-শব্দ-যুক্ত এবং যাহাদের মধ্যমপদে দেবতা নির্দ্দিষ্ট আছে, যাহাতে অন্তরিক্ষের উল্লেখ আছে, যাহা বৃহৎ-সাম-সম্বন্ধী, যাহার ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, যাহাতে বর্ত্তমান ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে, তাহাই দ্বিতীয়াহের লক্ষণ।

"অগ্নিং দূতং বৃণীমহে" [১] ইত্যাদি সূক্ত দ্বিতীয়াহের আজ্য-

---

(১) ১।১২।১।

শস্ত্র হইবে। কেননা বর্ত্তমান ক্রিয়ার প্রয়োগ থাকায় উহা দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল।[২] "বায়ো যে তে সহস্রিণঃ"[৩] ইত্যাদি সূক্ত প্রউগ শস্ত্র হইবে। [এই সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণ] "সুতঃ সোম ঋতাবৃধা" বৃধন্-শব্দযুক্ত হওয়ায় উহা দ্বিতীয়াহের অনুকূল। "বিশ্বানরস্য বস্পতিম্" এবং "ইন্দ্র ইৎ সোমপা একঃ"[৪] ইত্যাদি [ত্র্যচ] দ্বয় মরুত্বতীয় শস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর। [প্রথমটির দ্বিতীয় ঋকের প্রথম চরণ] বৃধন্-শব্দযুক্ত ও [দ্বিতীয়ের প্রথম মন্ত্রের তৃতীয় চরণ] অন্তঃ-শব্দযুক্ত হওয়ায় উহারা দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। "ইন্দ্র নেদীয় এদিহি"[৫] এই প্রগাথ প্রথম দ্বিতীয় উভয় দিনেই বিহিত। "উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে"[৬] এই ব্রহ্মণস্পতি দৈবত প্রগাথ ঊর্দ্ধ-বাচক-শব্দযুক্ত হওয়ায় উহা দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। "অগ্নির্নেতা"[৭] "ত্বং সোম ক্রতুভিঃ"[৮] "পিন্বন্ত্যপঃ"[৯] এই কয়টি ধায্যাও উভয় দিনে বিহিত। "বৃহদিন্দ্রায় গায়ত"[১০] এই মরুত্বতীয় প্রগাথ, ইহার [তৃতীয় চরণ] "যেন জ্যোতিরজনয়ন্নৃতাবৃধঃ" বৃধন্‌শব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। "ইন্দ্র সোম সোমপতে

(২) এই সূক্তের মূলে "কুর্ব্বৎ" শব্দ আছে; সায়ণ উহার অর্থ বর্ত্তমানকালের ক্রিয়ামাত্র করিয়াছেন। ধাতুমাত্রই ক্রিয়াবাচক এবং "বৃণীমহে" ঐটি বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া, ইহাতেই "কুর্ব্বৎ" অর্থ প্রকাশ হইতেছে (সায়ণ)।

(৩) ২।৪১।১।

(৪) ৮।২৪ এবং ৮।২।৪। (৫) ৮।৫৩।৫।

(৬) ১।৪০।১। ইহাতে "উত্তিষ্ঠ" এই শব্দ ঊর্দ্ধবাচক।

(৭) ১।২০।৪। (৮) ১।৯১।২। (৯) ১।৬৪।৬। (১০) ৮।৮৯।১।

পিবেমম্” ইত্যাদি [১১] সূক্তে, [দ্বিতীয় ঋকের চতুর্থ চরণ] “সজোষা রুদ্রৈস্তৃপদা বৃষস্ব” বৃষণ্‌শব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। “ত্বামিদ্ধি হবামহে” [১২] এবং “ত্বং হেহি চেরবে” [১৩] এই দুইটিতে বৃহৎসামনিষ্পন্ন পৃষ্ঠস্তোত্র হয় ; বৃহৎসামসম্বন্ধী হওয়ায় ইহারা দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। “যদ্বাবান” [১৪] এই ধায্যাও উভয় দিনে বিহিত। “উভয়ং শৃণবচ্চ নঃ” [১৫] এই প্রগাথটি [বৃহৎ] সামের সহিত প্রযোজ্য। এস্থলে “উভয়” অর্থে যাহা অদ্য কর্ত্তব্য এবং যাহা কল্য কর্ত্তব্য ছিল, [এতদুভয়] বুঝাইতেছে। বৃহৎ-সাম-সম্বন্ধী হওয়ায় ইহা দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। “ত্যমূষু বাজিনং দেবজূতম্” এই তার্ক্ষ্যসূক্ত উভয় দিনেই বিহিত।

চতুর্থ খণ্ড

দ্বাদশাহ—নবরাত্র

দ্বিতীয়াহের অন্যান্য মন্ত্র যথা—“যা ত ঊতিঃ......অহ্নো রূপম্”

“যা ত ঊতিরবমা যা পরমা” [১] ইত্যাদি সূক্তে [তৃতীয় ঋকের চতুর্থ চরণ] “জহি বৃষ্ণ্যানি কৃণুহী পরাচঃ” বৃষণ্‌শব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল।

(১১) ৩।৩২।১। (১২) ৬।৪৬।১। এই প্রগাথ বৃহৎ সামের আধারভূত স্তোত্রিয়।
(১৩) ৮।৬১।৭। এই প্রগাথ বৃহৎ সামের অনুচর। (১৪) ১০।৭৪।৬। (১৫) ৮।৬১।১।
(১) ৬।২৫।১।

"বিশ্বো দেবস্য নেতুঃ" [২] এবং "তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্" [৩] এই [ত্র্যৃচ] বৈশ্বদেব শস্ত্রের প্রতিপৎ এবং "আ বিশ্বদেবং সৎপতিম্"[৪] এই [ত্র্যৃচ] উহার অনুচর। বৃহৎ-সামসম্বন্ধী হওয়ায় ইহারা দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহে অনুকূল। "উদু ষ্য দেব সবিতা হিরণ্যয়া"[৫] এই সবিতৃদৈবত সূক্ত ঊর্দ্ধবাচক শব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। "তে হি দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বসংভুবো"[৬] এই দ্যাবাপৃথিবীদৈবত সূক্তে [প্রথম ঋকের তৃতীয় চরণ] "সুজন্মনী ধিষণে অন্তরীয়তে" অন্তঃশব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। "তক্ষন্‌রথং সুবৃতং বিদ্মনাপসঃ"[৭] ইত্যাদি ঋভুদৈবত সূক্তে [প্রথম ঋকের দ্বিতীয় চরণ] "তক্ষন্‌-হরী ইন্দ্রবাহা বৃষণ্বসূ" বৃষণ্‌-শব্দযুক্ত হওয়ায় উহা দ্বিতীয়াহের অনুকূল। "যজ্ঞস্য বো রথ্যং বিশ্‌পতিং বিশাম্"[৮] ইত্যাদি বিশ্বদেবদৈবতসূক্তে [প্রথম ঋকের চতুর্থ চরণ] "বৃষকেতুর্যজতো দ্যামশায়ত" বৃষণ্‌-শব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। এই সূক্ত শার্য্যাত (তন্নামক-ঋষিদৃষ্ট)। অঙ্গিরোগণ স্বর্গলোকের উদ্দেশে সত্রানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহারা [পৃষ্ঠ্য ষড়হ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া] যেখানে যেখানে দ্বিতীয়াহ অনুষ্ঠানে আসিয়াছিলেন, সেইখানে [শস্ত্রবাহুল্য দেখিয়া কোন্ শস্ত্র পাঠ করিতে হইবে স্থির না পাইয়া] মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শার্য্যাত নামক মানব (মনু-সন্তান) তাঁহাদিগকে দ্বিতীয়াহে ঐ ["যজ্ঞস্য বো রথ্যম্" ইত্যাদি] সূক্ত পাঠ

(২) ৫।৫০।১। (৩) ৩।৬২।১০। (৪) ৫।৮২।৭। (৫) ৬।৭১।১, (৬) ১।১৬০।১। (৭) ১।১১১।১ : (৮) ১০।৯২।১।

করাইয়াছিলেন। তখন তাঁহারা যজ্ঞকে ও স্বর্গলোককে প্রকৃষ্ট ভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য দ্বিতীয়াহে এই সূক্ত যে পাঠ করা হয়, ইহাতে যজ্ঞের প্রকৃষ্ট জ্ঞান ঘটে ও স্বর্গলোকের অবগতি ঘটে। "পৃক্ষস্য বৃষ্ণো অরুষস্য নূ সহঃ" ইত্যাদি [তৃচ] আগ্নিমারুত শস্ত্রের প্রতিপৎ[৯]। বৃষণ-শব্দ-যুক্ত হওয়ায় উহা দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। "বৃষ্ণে শর্দ্ধায় সুমখায় বেধসে"[১০] ইত্যাদি মরুদ্‌দৈবতসূক্ত বৃষণ্‌শব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয়দিনে দ্বিতীয়াহের অনুকূল। "জাতবেদসে সুনবাম সোমম্"[১১] এই জাতবেদার উদ্দিষ্ট ঋক্ উভয় দিনে বিহিত। "যজ্ঞেন বৰ্দ্ধত জাতবেদসম্"[১২] এই জাতবেদার উদ্দিষ্ট সূক্ত বৃধন্-শব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা দ্বিতীয়াহের অনুকূল।

---

(৯) ৬।৮।১। (১০) ১।৬৪।১। (১১) ১।৯৯।১। (১২) ২।২।১

পঞ্চম পঞ্চিকা

একবিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

দ্বাদশাহ—নবরাত্র

নবরাত্রের অন্তর্গত তৃতীয়শাহের নিরূপণ যথা—"বিশ্বে বৈ দেবা......অচ্যুতঃ"

বিশ্বদেব দেবতাগণ, সপ্তদশ স্তোম, বৈরূপ সাম ও জগতী ছন্দ তৃতীয়াহ নির্ব্বাহ করেন। যে ইহা জানে, সে যথোচিত দেবতা, স্তোম, সাম ও ছন্দ দ্বারা সম্বদ্ধ হয়।

যে মন্ত্রের সমাপ্তি সমান, তাহাই তৃতীয়াহের লক্ষণ। আর যাহা অশ্বশব্দযুক্ত, অন্তশব্দযুক্ত, যাহা পুনর্ব্বার আরম্ভ হয়, যাহা [কোন অক্ষর বা চরণ] পুনঃ পুনঃ পঠিত হওয়ায় নর্ত্তন-লক্ষণযুক্ত, যাহা রমণার্থক-শব্দযুক্ত, যাহা পর্য্যাস-শব্দযুক্ত, যাহা ত্রিশব্দযুক্ত, অন্তশব্দযুক্ত, যাহার শেষ চরণে দেবতার নাম আছে ও যাহাতে স্বর্গলোকের উল্লেখ আছে, যাহা বৈরূপ সামের ও জগতী ছন্দের সম্বন্ধযুক্ত, যাহাতে অতীত ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে, এই সকল মন্ত্রই তৃতীয়াহের লক্ষণ।

যুক্ষ্বা হি দেবহূতমাঁ অশ্বাঁ অগ্নে রথীরিব"[1] ইত্যাদি সূক্ত

তৃতীয়াহের আজ্যশস্ত্র হয়। দেবগণ তৃতীয়াহ দ্বারা স্বর্গলোকে গিয়াছিলেন ; অসুরগণ ও রাক্ষসগণ তাঁহাদের পশ্চাতে গিয়া নিবারণ করিয়াছিল। তোমরা বিরূপ (কদাকার) হও, তোমরা বিরূপ হও, এই বলিয়া দেবগণ নিজ রূপেই [স্বর্গে] গিয়াছিলেন। তোমরা বিরূপ হও, তোমরা বিরূপ হও, দেবগণ [অসুরদিগকে] ইহাই বলিয়া যে নিজ রূপে [স্বর্গে] গিয়াছিলেন, তাহাতেই বৈরূপ সাম হইয়াছিল। ইহাই বৈরূপের বৈরূপত্ব। যে ইহা জানে, সে পাপ দ্বারা বিরূপ হইলেও পাপকে বিনাশ করিতে পারে। অসুরেরা তখনও দেবগণের অনুগমন করিয়াছিল ও তাঁহাদের সঙ্গে চলিয়াছিল। দেবগণ অশ্ব হইয়া তাহাদিগকে পদাঘাত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অশ্ব হইয়া পদাঘাত করিয়াছিলেন, ইহাতেই অশ্বগণের অশ্বত্ব। যে ইহা জানে, সে যাহা যাহা কামনা করে, তাহাই প্রাপ্ত হয়। সেইজন্যই অশ্ব সকল পশুর অপেক্ষা বেগবান্ ও সেই জন্যই অশ্ব পশ্চাতে পায়ের দ্বারা লোককে তাড়না করে। যে ইহা জানে, সে পাপ বিনাশ করে। সেইহেতু ঐ অশ্বযুক্ত মন্ত্র তৃতীয়াহের লক্ষণ হওয়ায় তৃতীয়াহের আজ্যশস্ত্র হইয়া থাকে।

"বায়বায়াহি বীতয়ে" [২] এবং "বায়ো যাহি শিবা দিবঃ" [৩] [এই দুই মন্ত্রে উৎপন্ন তৃচ], "ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাম্ সুতানাম্" [৪] [ইত্যাদি দুই ঋকে উৎপন্ন তৃচ], "আ মিত্রে বরুণে বয়ম্" [৫] "অশ্বিনাবেহ গচ্ছতম্" [৬] "আ যাহ্যদ্রিভিঃ সুতম্" [৭] "সজূর্বিশ্বেভির্দেবেভিঃ" [৮] "উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু" [৯] [ইত্যাদি

(২) ৫।৫১।৫। (৩) ৮।২৬।২৩। (৪) ৫।৫১।৬। (৫) ৫।৭৫।৭। (৬) ৫।৭৮।১।
(৭) ৫।৪০।১। (৮) ১।৫১।৮। (৯) ৬।৬১।১০।

পাঁচটি ত্র্যচ], এই সকল উষ্ণিক্ ছন্দের মন্ত্র প্রউগ শস্ত্র হইবে। কেননা ইহাদের সমাপ্তি সমান হওয়ায় ইহারা তৃতীয়াহের অনুকূল।[১০]

"তং তমিদ্রাধসে মহে"[১১] ইত্যাদি [ত্র্যচ] এবং "ত্রয় ইন্দ্রস্য সোমাঃ"[১২] ইত্যাদি [ত্র্যচ] [যথাক্রমে] মরুত্বতীয় শস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর ; নৃত্যবাচক শব্দ থাকায় ও ত্রি-শব্দ থাকায় ইহার তৃতীয়াহের অনুকূল।

"ইন্দ্র নেদীয় এদিহি"[১৩] এই প্রগাথ সকলদিনে বিহিত। "প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতিঃ"[১৪] ইহা ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ হইবে। [পুনঃপঠন হেতু] নৃত্যলক্ষণযুক্ত হওয়াতে ইহারা তৃতীয়াহের অনুকূল।

"অগ্নির্নেতা" "ত্বং সোম ক্রতুভিঃ" "পিন্বন্ত্যপঃ" এই তিনটি ধায্যা সকলদিনেই বিহিত।

"নকিঃ সুদাসো রথং পর্য্যাস ন রীরমৎ"[১৫] ইহা তৃতীয়াহে মরুত্বতীয় প্রগাথ হইবে। পর্য্যাস শব্দ থাকায় ইহা তৃতীয়াহের অনুকূল। "ত্র্যর্য্যমা মনুষো দেবতাতা"[১৬] ইত্যাদি সূক্ত ত্রি-শব্দযুক্ত হওয়ায় তৃতীয় দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল।

"যদ্ দ্যাব ইন্দ্র তে শতম্"[১৭] ও "যদিন্দ্র যাবতস্ত্বম্"[১৮]

(১০) ঐ সকল মন্ত্রের অনেকের শেষচরণে সমান যথা—"আ মিত্রে বরুণে" ইত্যাদি সূক্তের তিন মন্ত্রের শেষচরণ "নিবর্হিষি" ইত্যাদি।

(১১) ৮।৬৮।৭ ইহার শেষচরণে "কৃষ্টীনাং নৃতুঃ" এই নৃত্যবাচক শব্দ আছে।

(১২) ৮।২।৭ ইহার আরম্ভে ত্রিশব্দ আছে।

(১৩) ৮।৭৩।৫। (১৪) ১।৪০।৫

(১৫) ৭।৩২।১০। (১৬) ৫।২৯।১। (১৭) ৮।৭০।৫। (১৮) ৭।৩২।১৮।

এই দুই [প্রগাথ] বৈরূপ পৃষ্ঠ হইবে, কেননা উহারা রথন্তর-সম্বন্ধী তৃতীয়দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল।[১৯]

"যদ্বাবান"[২০] এই ধায্যা সকল দিনেই প্রযোজ্য। "অভি ত্বা শূর নোনুমঃ"[২১] এই রথন্তর সামের যোনিকে উক্ত ধায্যামন্ত্রের পরে পাঠ করিবে। কেননা এই তৃতীয়াহ রথন্তরেরই স্থান। 'ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণম্"[২২] এই [বৈরূপ] সামের প্রগাথটি ত্রি-শব্দ-যুক্ত হওয়ায় তৃতীয় দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল। "ত্যমূষু বাজিনম্ দেবজূতম্" এই তার্ক্ষ্য সূক্ত সকলদিনেই বিহিত।[২৩]

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বাদশাহ—নবরাত্র

তৃতীয়াহে বিহিত অন্যান্য মন্ত্র যথা—"যো জাত এব......যন্তি"।

"যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্"[১] এই [নিবিদ্ধানীয়] সূক্তের মন্ত্রসকলের সমাপ্তি সমান হওয়ায় উহা তৃতীয় দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল। এই সূক্ত [প্রতি মন্ত্রের শেষ চরণে] সজন-শব্দ-যুক্ত, উহা এই জন্য ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়-স্বরূপ। ইহা পঠিত হইলে ইন্দ্র ইন্দ্রিয় লাভ করেন। ছন্দোগেরা

---

(১৯) ঐ দুই প্রগাথের মধ্যে প্রথমটি বৈরূপ সামের স্তোত্রিয় ও দ্বিতীয়টি তাহার অনুরূপ। এই বৈরূপ সামে তৃতীয়াহের নিষ্কেবল্যশস্ত্রের পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয়।

(২০) ১০।৭৪।৬। (২১) ৭।৩২।২২। (২২) ৬।৪৬।৯। (২৩) ১০।১৭৮।১।

(১) ২।১২।১ এই সূক্তের প্রতিমন্ত্রের শেষে "নৃম্ণস্থ মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ" এই চরণ আছে।

(সামবেদীরা) এ বিষয়ে বলেন যে [পৃষ্ঠ্য ষড়হের] তৃতীয়াহে বহ্বৃচগণ (ঋগ্বেদীরা) এই ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় স্বরূপ [সজন-শব্দ-যুক্ত সূক্ত] পাঠ করিয়া থাকেন। এই সূক্তের ঋষি গৃৎসমদ ; গৃৎসমদ এতদ্দ্বারা ইন্দ্রের প্রিয়ধামের সমীপে গিয়াছিলেন ও পরম লোক জয় করিয়াছিলেন। যে ইহা জানে, সে ইন্দ্রের প্রিয়ধামের নিকটে যায় ও পরম লোক জয় করে।

"তৎ সবিতুর্ব্বৃণীমহে"[২] ও "অদ্যা নো দেব সবিতঃ"[৩] এই দুই [ত্র্যৃচ] বৈশ্বদেব শস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর হয়, কেননা উহারা রথন্তর-সম্বন্ধী তৃতীয়দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল।

"তদ্দেবস্য সবিতুর্বার্য্যং মহৎ"[৪] ইত্যাদি [মহৎ-শব্দ-যুক্ত] সবিতৃদৈবত সূক্ত তৃতীয় দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল ; কেননা যাহা মহৎ, তাহাই [সকলের] অন্ত এবং তৃতীয়াহও [প্রথম ত্র্যহের] অন্তে স্থিত।

"ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী অভীবৃতে"[৫] এই দ্যাবাপৃথিবী-দৈবত মন্ত্রের [দ্বিতীয় চরণে] "ঘৃতশ্রিয়া ঘৃতপৃচা ঘৃতাবৃধা" এস্থলে [ঘৃতশব্দ] পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হওয়ায় উহা নৃত্য-লক্ষণ-যুক্ত হওয়াতে উহা তৃতীয় দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল।

"অনশ্বো জাতো অনভীশুরুক্থ্যঃ"[৬] ইত্যাদি ঋভুদৈবত সূক্তে [দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষ চরণে] "রথস্ত্রিচক্রঃ" এই ত্রি-শব্দ যুক্ত শব্দ থাকায় উহা তৃতীয় দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল।

"পরাবতো যে দিধিষন্ত আপ্যম্"[৭] এই বিশ্বদেবদৈবত

(২) ৫।৮২।১। (৩) ৫।৮২।৪।

(৪) ৪।৫৩।১। (৫) ৬।৭০।৪। (৬) ৪।৩৬।১। (৭) ১০।৬৩।১।

সূক্তের "পরাবত" (দূরদেশ) শব্দ অন্তবাচক, তৃতীয়াহও [প্রথম ত্র্যহের] অন্তে স্থিত, এই হেতু উহা তৃতীয় দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল। এই সূক্তের ঋষি গয়; এতদ্দ্বারা প্লতের পুত্র গয় বিশ্বদেবগণের প্রিয় ধামের সমীপে গিয়াছিলেন ও পরম লোক জয় করিয়াছিলেন। যে ইহা জানে, সে বিশ্বদেবগণের প্রিয় ধামের সমীপে যায় ও পরম লোক জয় করে।

"বৈশ্বানরায় ধিষণামৃতাবৃধে"[৮] এই সূক্ত আগ্নিমারুত শস্ত্রের প্রতিপৎ; উহার "ধিষণা" (অন্তঃকরণ) শব্দ অন্তবাচী; তৃতীয়াহও অন্তে স্থিত; অতএব উহা তৃতীয় দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল।

ধারাবরা মরুতো ধৃষ্ণ্বোজসঃ"[৯] এই মরুৎ-দৈবত সূক্তের মন্ত্রসমূহ বহুশঃ পঠনীয়। যাহা বহু, তাহাই অন্ত; তৃতীয়াহও অন্তে স্থিত, অতএব উহা তৃতীয়দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল।

"জাতবেদসে সুনবাম সোমম্"[১০] এই জাতবেদোদৈবত মন্ত্র সকল দিনে বিহিত। "ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ঋষিঃ"[১১] এই জাতবেদোদৈবত সূক্ত [উহার সকল মন্ত্রের আরম্ভে "ত্বমগ্নে" পদ থাকায়] তৃতীয় দিনে তৃতীয়াহের অনুকূল। ইহাতে "ত্বং ত্বং" শব্দ [পরবর্ত্তী ত্র্যহকে সম্মুখে রাখিয়া বলায় প্রথম ত্র্যহের সহিত] পরবর্ত্তী ত্র্যহের অবিচ্ছেদ ঘটে। যাহারা ইহা জানিয়া যাগানুষ্ঠান করে, তাহারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ও সম্বদ্ধ ত্র্যহ দ্বারাই যাগানুষ্ঠান করে।

(৮) ৩।২।১। (৯) ২।৩৪।১। (১০) ১।৯৯।১। (১১) ১।৩১।১।

তৃতীয় খণ্ড

দ্বাদশাহ—নবরাত্র

দ্বাদশাহের মধ্যবর্ত্তী নবরাত্রে তিনটি ত্র্যহ। তাহার প্রথম ত্র্যহের বিবরণ সমাপ্ত হইল। ঐ ত্র্যহ পৃষ্ঠ্য ষড়হের পূর্ব্বভাগ। উহার উত্তর ভাগ নবরাত্রের মধ্যম ত্র্যহের বিষয় এখন বলা হইবে। এই মধ্যম ত্র্যহের প্রথম দিন নবরাত্রের চতুর্থ দিন। সেই দিনের অনুষ্ঠানাদি যথা—"আপান্তে বৈ......পরিগৃহীত্যৈ"

তৃতীয় দিনে স্তোমসকল[১] ও ছন্দসকল[২] সমাপ্ত হয়। তাহার পর যাহা কেবল অবশিষ্ট থাকে, তাহা বাক্। এই অক্ষর তিন-অক্ষর-যুক্ত। "বাক্" এই এক অক্ষর; সেই অক্ষর তিন-অক্ষর-বিশিষ্ট হইয়া উত্তর ত্র্যহের স্বরূপ হয়। [তন্মধ্যে] একটির স্বরূপ বাক্, একটির গৌঃ, একটির দ্যৌঃ।[৩] সেই জন্য বাক্ [দেবতাই] চতুর্থাহ নির্ব্বাহ করেন।

যদি চতুর্থাহে ন্যূঙ্খ করা হয়,[৪] তাহা হইলে তদ্দ্বারা

(১) প্রথম ত্র্যহের নির্ব্বাহক তিন স্তোম ;—ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ ও সপ্তদশ।

(২) প্রথম ত্র্যহের নির্ব্বাহক তিন ছন্দ ;—গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী।

(৩) প্রথম ত্র্যহের দেবতা যথাক্রমে অগ্নি, ইন্দ্র, বিশ্বদেবগণ। মধ্যম ত্র্যহের দেবতা বাক্, গৌঃ, দ্যৌঃ।

(৪) চতুর্থাহে প্রাতরনুবাকের প্রথম ঋক্ পাঠের সময় প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে ন্যূঙ্খ করা যায়। কোন স্বরবর্ণের বিশেষরূপ উচ্চারণের নাম ন্যূঙ্খ। যথা, প্রাতরনুবাকের প্রথম মন্ত্র "আপো রেবতীঃ ক্ষয়থ" ইত্যাদি। প্রথম চরণে "আপো" পদের শেষ ওকার উদাত্ত স্বরে তিনমাত্রাযুক্ত করিয়া তিন বার উচ্চারণ করিবে। প্রত্যেক বার উদাত্ত উচ্চারণের পর কয়েকবার অনুদাত্ত স্বরে অর্দ্ধমাত্রায় উচ্চারণ করিবে। প্রথম উদাত্তের পর পাঁচ অনুদাত্ত, দ্বিতীয় উদাত্তের পর পাঁচ অনুদাত্ত এবং তৃতীয় উদাত্তের পর তিন অনুদাত্ত উচ্চারণ বিহিত। ত্রিমাত্রাযুক্ত দীর্ঘ "ও" এবং অর্দ্ধমাত্রাযুক্ত হ্রস্ব "ও" চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করিলে প্রথম চরণে ন্যূঙ্খ উচ্চারণ এইরূপে হইবে :—

["বাক্"] এই অক্ষরকেই লক্ষ্য করিয়া উদ্যম করা হয়, ইহাকেই বর্দ্ধিত করা হয়। এতদ্দ্বারা চতুর্থাহের উৎকর্ষ ঘটে।

ন্যূঙ্খ অন্নস্বরূপ; কেননা কৃষকেরা যখন [মেঘের] সম্মুখে হর্ষে গান করিতে করিতে বিচরণ করে, তখনই ভক্ষ্য অন্ন উৎপন্ন হয়। সেই হেতু চতুর্থাহে যে ন্যূঙ্খ করা হয়, ইহাতে অন্নই উৎপাদিত হয়। ইহাতে ভক্ষ্য অন্নের উৎপত্তি ঘটে। সেই হেতু চতুর্থাহ উৎপাদনকারক।

কেহ কেহ বলেন, চারি অক্ষরের পর ন্যূঙ্খ করিবে; তাহাতে পশুগণের রক্ষা ঘটিবে। কেহ বলেন, তিন অক্ষরের পর ন্যূঙ্খ করিবে; কেননা এই লোকসকল তিনটি; তাহাতে এই লোকসকলের জয় ঘটিবে। কেহ বলেন, এক অক্ষরের পর ন্যূঙ্খ করিবে। লাঙ্গলায়ন মৌদ্গাল্য নামক ব্রহ্মা বলিয়াছেন," এই যে বাক্, ইনি একাক্ষরা, সেইজন্য যে একাক্ষরের পর ন্যূঙ্খ করে, সেই সম্যক্ রূপে ন্যূঙ্খ উচ্চারণ করিয়া থাকে। [কিন্তু ঐরূপ না করিয়া] দুই অক্ষরের পরই ন্যূঙ্খ করিবে; তাহাতে প্রতিষ্ঠা ঘটিবে। কেননা মনুষ্য দুই [পায়ে] প্রতিষ্ঠিত, আর পশুগণ চতুষ্পদ; এতদ্দ্বারা দ্বিপ্রতিষ্ঠ যজমানকে চতুষ্পদ পশুতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সেইজন্য দুই অক্ষরের পরই ন্যূঙ্খ বিধেয়।

ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও ও।

এইরূপ তৃতীয় চরণের "রায়ো" পদের ওকারেও ন্যূঙ্খ কর্ত্তব্য।

"নিতরাং অত্যন্তবিষমপ্রকারেণ উঙ্খনমুচ্চারণং ন্যূঙ্খঃ" (সায়ণ)

(৫) লাঙ্গলায়ন লাঙ্গল ঋষির পৌত্র; মৌদ্গাল্য মুদ্গল ঋষির পুত্র। (সায়ণ)

প্রাতরনুবাকে [প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের] মুখে (আরম্ভে অর্থাৎ দ্বিতীয় অক্ষরে) ন্যূঙ্খ করিবে ; কেননা লোকে মুখেই অন্ন ভক্ষণ করে ; যজমানকে এতদ্দ্বারা ভক্ষ্য অন্নের মুখে (সমীপে) স্থাপিত করা হয়। আজ্যশস্ত্রে মধ্যে (তৃতীয় চরণে) ন্যূঙ্খ করিবে। লোকে [শরীরের] মধ্যভাগে অন্ন ধারণ করে ; এতদ্দ্বারা যজমানকে ভক্ষ্য অন্নের মধ্যে স্থাপিত করা হয়। মাধ্যন্দিন সবনে মুখে (আরম্ভে) ন্যূঙ্‌খ করা হয়। লোকে মুখেই অন্ন ভক্ষণ করে ; এতদ্দ্বারা যজমানকে ভক্ষ্য অন্নের সমীপে স্থাপিত করা হয়। এইরূপে উভয় সবনেই (প্রাতঃসবনে ও মাধ্যন্দিনে) ন্যূঙ্খ করা হয় ; ইহাতে উভয় সবন দ্বারা ভক্ষ্য অন্নের প্রাপ্তি ঘটে।

চতুর্থ খণ্ড

নবরাত্র—চতুর্থাহ

চতুর্থাহের বিধান যথা—"বাগ্‌ বৈ······অচ্যুতা"।

বাগ্‌দেবতা, একবিংশ স্তোম, বৈরাজ সাম, অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ চতুর্থাহের নির্ব্বাহক। যে ইহা জানে, সে যথোচিত দেবতা, স্তোম, সাম ও ছন্দ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

যাহা "আ"-শব্দ-যুক্ত এবং "প্র"-শব্দ-যুক্ত, তাহাই চতুর্থাহের লক্ষণ, কেননা [প্রথম ত্র্যহপক্ষে] প্রথমাহ যেরূপ, [মধ্যম

ত্র্যহপক্ষে] চতুর্থাহও সেইরূপ। যাহাতে উক্ত শব্দ, রথ শব্দ, 'আশু' শব্দ, পানার্থক শব্দ আছে, যাহার প্রথম চরণে দেবতার নাম আছে, যাহাতে এই ভূলোকের উল্লেখ আছে, যাহাতে জননার্থক শব্দ, আহ্বানার্থক শব্দ, 'শুক্র' শব্দ ও বাক্য-প্রতিপাদক শব্দ আছে, যাহা বিমদ ঋষির দৃষ্ট, যাহা বিশেষ ক্লেশে (ন্যূঙ্খ দ্বারা) উচ্চারিত, যাহার নানা ছন্দ, যাহাতে [অক্ষর-সংখ্যা] কোথাও অধিক, কোথাও অল্প, যাহা বৈরাজ সামের ও অনুষ্টুপ্ ছন্দের সম্বন্ধযুক্ত, যাহাতে ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে, এইরূপে যে যে লক্ষণ প্রথমাহের অনুকূল, সে সকলই চতুর্থাহেরও অনুকূল।

"আহ্নিং ন স্বরুক্তিভিঃ"[1] ইত্যাদি সূক্তে চতুর্থাহের আজ্য-শস্ত্র হইবে। এই সূক্ত বিমদ ঋষির দৃষ্ট, বিশেষ ক্লেশে (ন্যূঙ্খ দ্বারা) উচ্চারিত ও সবিশেষ ক্লিষ্ট [বিমদ] ঋষির সম্পর্ক-যুক্ত : অতএব ইহা চতুর্থ দিনে চতুর্থাহের অনুকূল। উহাতে আটটি ঋক্ আছে ও উহার ছন্দ পঙ্‌ক্তি ; যজ্ঞও পঙ্‌ক্তিযুক্ত ; পশুগণও পঙ্‌ক্তির সম্বন্ধযুক্ত ; অতএব ইহাতে পশুগণের রক্ষা ঘটে।

ঐ ঋক্‌সমূহ দশটি জগতীর সমান[2]। এই [মধ্যম] ত্র্যহের প্রাতঃ সবনের ছন্দ জগতী, এইজন্য উহা চতুর্থাহের অনুকূল। আবার উহারা ষোলেরটি অনুষ্টুভের সমান। এই চতুর্থাহের ছন্দ অনুষ্টুপ্, অতএব উহা চতুর্থাহের অনুকূল।

---

(১) ১০।২১।১।

(২) ঐ সূক্তের আটটি ঋকের প্রথম ও শেষ ঋক্ তিনবার করিয়া পাঠে ঋকের সংখ্যা বারটি হয়। বারটি পঙ্‌ক্তির অক্ষর সংখ্যা দশটি জগতীর প্রায় সমান।

আবার উহারা বিশটি গায়ত্রীর সমান ; আর এই চতুর্থাহ [মধ্যম ত্র্যহের] প্রায়ণীয় (প্রথম দিন) ; [প্রায়ণীয় গায়ত্রীর সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায়] ইহা চতুর্থাহের অনুকূল। ঐ সূক্ত [ইতঃপূর্ব্বে] [কোন উদ্গাতা কর্ত্তৃক] স্তোত্ররূপে গীত বা [কোন হোতা কর্ত্তৃক] শস্ত্ররূপে পঠিত না হওয়ায় উহার সারবত্তা লুপ্ত হয় নাই, উহা সাক্ষাৎ যজ্ঞ স্বরূপ। সেইহেতু ঐ সূক্তে যে চতুর্থাহের আজ্যশস্ত্র নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে যজ্ঞ দ্বারাই যজ্ঞকে বিস্তৃত করা হয় এবং বাগ্‌ দেবতাকেই এতদ্দারা পাওয়া যায় ; যজ্ঞেরও অবিচ্ছেদ ঘটে। ইহা জানিয়া যাহারা [ঐ সূক্তে] যাগানুষ্ঠান করে, তাহারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ও সম্বদ্ধ ত্র্যহদ্বারাই যাগানুষ্ঠান করিয়া থাকে।

"বায়ো শুক্রো অয়ামি তে"[৩] "বিহি হোত্রা অবীতা"[৪] "বায়ো শতং হরীণাম্"[৫] "ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাং সোমানাম্"[৬] "আ চিকিতানসুক্রতূ"[৭] "আ নো বিশ্বাভিরূতিভিঃ"[৮] "ত্বম্নু নো অপ্রহণম্"[৯] "অপত্যং বৃজিনং রিপুম্"[১০] "অম্বিতমে নদী-তমে"[১১] এই সকল অনুষ্টুপ্‌ প্রউগ শস্ত্র হইবে। কেননা "আ" শব্দ "প্র" শব্দ ও "শুক্র" শব্দ থাকায় ইহারা চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল।

"তং ত্বা যজ্ঞেভিরীমহে"[১২] ইহা মরুত্বতীয় শস্ত্রের প্রতিপৎ হইবে। ইহাতে [দীর্ঘকালে ফলপ্রদ যাজ্ঞার বাচক] "ঈ-মহে" পদ থাকায় ও এই চতুর্থাহও দীর্ঘ যজ্ঞ হওয়ায় উহা

(৩) ৪।৪৭ । (৪) ৪।৪৮।১ । (৫) ৪।৪৮।৫ । (৬) ৫।৫১।৬ । (৭) ৫।৬৬।১ । (৮) ৭।২৪।৪ । (৯) ৬।৪৪।৪ । (১০) ৬।৫১।১৩ । (১১) ২।৪১।১৬ । (১২) ৮।৬৮।১০ ।

চতুর্থাহের অনুকূল। "ইদং বসো সুতমন্ধঃ"[১৩] "ইন্দ্র নেদীয় এদিহি"[১৪] "প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ"[১৫] "অগ্নির্নেতা"[১৬] "ত্বং সোম ক্রতুভিঃ"[১৭] "পিন্বন্ত্যপঃ"[১৮] "প্র ব ইন্দ্রায় বৃহতে"[১৯] এই সকল মন্ত্রও প্রথমাহে শস্ত্ররূপে কল্পিত হওয়ায় উহারা চতুর্থ দিনে চতুর্থাহেরও অনুকূল। "শ্রুধী হবমিন্দ্র মা রিষণ্যঃ"[২০] এই সূক্তে আহ্বানার্থক শব্দ থাকায় উহা চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল। "মরুত্বাঁ ইন্দ্র বৃষভো রণায়"[২১] এই সূক্তের "উগ্রং সহোদামিহ তং হুবেম" এই [শেষ চরণে] আহ্বানার্থক পদ থাকায় উহা চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল। এই সূক্তের ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, ইহার প্রতি চরণ [অক্ষরসংখ্যায়] সমান হওয়ায় ইহা [মাধ্যন্দিন] সবনকে ধারণ করে; ইহার প্রয়োগে [যজমান] গৃহ হইতে ভ্রষ্ট হয় না।

ইমং নু মায়িনং হুবে"[২২] ইত্যাদি [তৃচ উল্লিখিত মন্ত্রগুলির] পরে প্রযোজ্য; আহ্বানার্থক শব্দ থাকায় উহা চতুর্থ দিনে চতুর্থাহের অনুকূল। এই সূক্তের ঋক্‌সমূহের গায়ত্রী ছন্দ; গায়ত্রী মন্ত্রই এই [মধ্যম] ত্র্যহের মাধ্যন্দিন [সবন] নির্ব্বাহ করে। যাহার মধ্যে নিবিদের স্থাপনা হয়, সেই ছন্দের মন্ত্রই সবনের নির্ব্বাহক; সেইজন্য ঐ গায়ত্রীসমূহের মধ্যে নিবিৎ স্থাপন করিবে।

"পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা"[২৩] "শ্রুধী হবং বিপিপানস্যাদ্রেঃ"

(১৩) ৮।২।১। (১৪) ৮।৫৩।৫। (১৫) ১।৪০।৩। (১৬) ৩।২০।৪। (১৭) ১।৯১।২।
(১৮) ১।৬৪।৬। (১৯) ৮।৮৯।৩। (২০) ২।১১।১। (২১) ৩।৪৭।১।
(২২) ৮।৭৬।১। (২৩) ৭।২২।১।

[২৪] এই দুই [তৃচ] হইতে পৃষ্ঠস্তোত্রের বৈরাজ সাম হয়। বৃহৎ সামের সম্বন্ধযুক্ত চতুর্থদিনে উহা চতুর্থাহের অনুকূল।[২৫]

"যদ্বাবান" [২৬] এই ধায্যা মন্ত্র সকলদিনেই বিহিত। "ত্বামিদ্ধি হবামহে" [২৭] এই বৃহৎ সামের যোনিস্বরূপ [প্রগাথকে] ঐ ধায্যার পরে প্রয়োগ করিবে, কেননা এই চতুর্থাহ স্থানগুণে বৃহৎ সামের সম্বন্ধযুক্ত।[২৮]

"ত্বমিন্দ্র প্রতূর্ত্তিষু" [২৯] এই মন্ত্র [বৈরাজ] সামের প্রগাথ হইবে। উহার "অশস্তিহা জনিতা" এই [তৃতীয় চরণে] জন্মার্থক পদ থাকায় উহা চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল।

"ত্যমূ ষু বাজিনং দেবজূতম্" [৩০] এই তার্ক্ষ্যসূক্ত সকল দিনেই বিহিত।

পঞ্চম খণ্ড

নবরাত্র—চতুর্থাহ

চতুর্থাহের অন্যান্য মন্ত্রবিধান যথা—"কুহ শ্রুতঃ......অক্ষো রূপম্"

"কুহ শ্রুত ইন্দ্রঃ কস্মিন্নদ্য" [১] এই বিমদঋষিদৃষ্ট বিশেষ ক্লেশে উচ্চারিত এবং বিশেষ ক্লেশপ্রাপ্ত [বিমদ] ঋষির সূক্ত

---

(২৪) ৭।২২।৪ (২৫) বৈরাজ সাম বৃহৎ সামের পুত্র (পূর্ব্বে দেখ)।

(২৬) ১০।৭৪।৩। (২৭) ৬।৪৬।১।

(২৮) যুগ্ম ও অযুগ্মভেদে ভিন্ন ভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন সামের ব্যবস্থা। (পূর্ব্বে দেখ)।

(২৯) ৮।৯৯।৫। (৩০) ১০।১৭৮।১।

(১) ১০।২২।১।

চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল। "যুধ্মস্য তে বৃষভস্য স্বরাজঃ"[২] এই সূক্তের "উরুং গভীরং জনুষাভ্যুগ্রম্" এই চরণে জননার্থক শব্দ থাকায় ইহা চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল। ইহার ছন্দ ত্রিষ্টুপ্; ঐ ছন্দের সকল চরণে সমান অক্ষর হওয়ায় উহা সবনকে ধরিয়া রাখে; এতদ্দ্বারা যজমানও স্বগৃহ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। "ত্যমু বঃ সত্রাসাহম্"[৩] ইহাই শেষে প্রযোজ্য [ত্র্যচ]; ইহার "বিশ্বাসু গীর্ষ্বায়তম্" এই চরণে দীর্ঘতাবাচক [আয়ত]শব্দ থাকায় ইহা দীর্ঘ (প্রয়োগবহুল) চতুর্থাহের যোগ্য। ইহার মন্ত্রগুলি গায়ত্রী। গায়ত্রী মন্ত্রই এই [মধ্যম] ত্র্যহের মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করে। আর যাহাতে নিবিৎ স্থাপিত হয়, সেই ছন্দই সবননির্ব্বাহক; এই হেতু ঐ গায়ত্রী মধ্যেই নিবিৎ স্থাপন করিবে।

"বিশ্বো দেবস্য নেতুঃ"[৪] "তৎসবিতুর্বরেণ্যম্"[৫] "আ বিশ্বদেবং সৎপতিম্"[৬] এই সকল মন্ত্র বৈশ্বদেব শস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর হইবে। বৃহৎ ছন্দের সম্বন্ধযুক্ত চতুর্থদিনে ইহার চতুর্থাহের অনুকূল। "আ দেবো যাতু সবিতা সুরত্নঃ"[৭] ইত্যাদি সবিতৃদৈবত সূক্ত "আ" শব্দ থাকায় চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল। "প্র দ্যাবা যজ্ঞৈঃ পৃথিবী নমোভিঃ"[৮] ইত্যাদি দ্যাবাপৃথিবীদৈবত সূক্ত "প্র" শব্দ থাকায় চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল। "প্র" ঋভুভ্যো দূতমিব বাচমিষ্যে"[৯] ইত্যাদি ঋভুদৈবত সূক্তে "প্র শব্দ ও "বাচমিষ্যে" (বাক্‌শব্দযুক্ত) থাকায় ইহা চতুর্থ দিনে

(২) ৩।৪৬।১। (৩) ৮।৯২।৭। (৪) ৫।৫০।১। (৫) ৩।৬২।১০। (৬) ৫।৮২।৭।
(৭) ৭।৪৫।১। (৮) ৭।৫৪।১। (৯) ৪।৩৩।১।

চতুর্থাহের অনুকূল। "প্র শুক্রৈতু দেবী মনীষা"[১০] এই বৈশ্বদেব সূক্তে "প্র" শব্দ ও "শুক্র" শব্দ থাকায় ইহা চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল। ঐ সূক্তের ঋক্‌সমূহ নানা ছন্দের ; কাহারও দুই চরণ, অন্যের চারি চরণ ; এই জন্য ইহারা চতুর্থাহের অনুকূল।

"বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম"[১১] এই সূক্ত আগ্নিমারুত শস্ত্রের প্রতিপৎ হইবে। ইহার [তৃতীয় চরণে] "ইতো জাতঃ" এই জননার্থক শব্দ থাকায় ইহা চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল। "ক ঈং ব্যক্তা নরঃ সনীড়া"[১২] এই মরুদ্দৈবত সূক্তের [প্রথম মন্ত্রের তৃতীয় চরণ] "নকির্হ্যেষাং জনূংষি বেদ" এস্থলে জননার্থক শব্দ থাকায় ইহা চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল। ইহার মন্ত্রগুলি নানা ছন্দের, কাহারও দুই চরণ, কাহারও চারি চরণ ; সেইজন্য ইহারা চতুর্থাহের অনুকূল।

"জাতবেদসে সুনবাম সোমম্" এই জাতবেদোদৈবত মন্ত্র সকল দিনেই বিহিত। "অগ্নিং নরো দীধিতিভিররণ্যোঃ"[১৩] এই জাতবেদোদৈবত সূক্তের [দ্বিতীয় চরণে] "হস্তচ্যুতী জনয়ন্ত" এস্থলে জননার্থক শব্দ থাকায় ইহা চতুর্থদিনে চতুর্থাহের অনুকূল। ইহার মন্ত্রগুলির নানা ছন্দ ; কতকগুলি বিরাট্, অন্যে ত্রিষ্টুপ্। সেই জন্য ইহারা চতুর্থাহের অনুকূল।

---

(১০) ৭।৩৪।১। (১১) ১।৯৮।১। (১২) ৭।৫৬।১। (১৩) ৭।১।১।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

———0———

প্রথম খণ্ড

নবরাত্র—পঞ্চমাহ

অনন্তর নবরাত্রের অন্তর্গত পঞ্চমাহের বিধান—"গৌরৈ…দধাতি"

গো দেবতা, ত্রিণব স্তোম,[১] শাক্কর সাম, পঙ্‌ক্তি ছন্দ, ইহারা পঞ্চমাহের নির্ব্বাহক। যে ইহা জানে, সে যথোচিত দেবতা, স্তোম, সাম ও ছন্দদ্বারা সমৃদ্ধ হয়। যাহাতে "আ" নাই, "প্র" নাই, স্থানার্থক শব্দ আছে, তাহাই পঞ্চমাহের লক্ষণ। [প্রথম ত্র্যহে] দ্বিতীয়াহ যেরূপ, [মধ্যম ত্র্যহে] পঞ্চমাহও সেইরূপ। যাহাতে "ঊর্দ্ধ" শব্দ, "প্রতি" শব্দ, "অন্তঃ" শব্দ, "বৃষণ্" শব্দ, "বৃধন্" শব্দ আছে, যাহার মধ্যম চরণে দেবতার নাম আছে, যাহাতে অন্তরিক্ষের উল্লেখ আছে যাহাতে "দুগ্ধ" "ঊধ" "ধেনু" "পৃশ্নি" "মৎ" এই সকল শব্দ আছে, যাহা পশুর মত অধিক চরণযুক্ত ও ছোট-বড়,—কেননা পশুরাও কেহ ছোট,কেহ বড়,—যাহার জগতী ছন্দ—পশুরাও জগতীর সম্বন্ধযুক্ত,—যাহার বৃহতী ছন্দ—পশুরাও বৃহতীর

---

(১) ত্রিণব স্তোমের নিষ্পাদনবিধি যথা—এক ত্র্যৃচ তিন পর্য্যায়ে পাঠ করিবে। প্রথম পর্য্যায়ে প্রথম ঋক্ তিনবার, দ্বিতীয়টি পাঁচবার, তৃতীয়টি একবার পাঠ্য। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে প্রথমটি একবার, দ্বিতীয়টি তিনবার, তৃতীয়টি পাঁচবার পাঠ্য। তৃতীয় পর্য্যায়ে প্রথমটি পাঁচ, দ্বিতীয়টি এক ও তৃতীয়টি তিনবার পাঠ্য। এইরূপে উৎপন্ন ২৭টি মন্ত্রে ত্রিণব স্তোম পঠিত হয়।

সম্বন্ধযুক্ত,—যাহার পঙ্‌ক্তি ছন্দ—পশুরাও পঙ্‌ক্তির সম্বন্ধযুক্ত,—যাহা বাম—পশুরাও বাম অর্থাৎ সুন্দর—যাহা হবিঃশব্দযুক্ত—পশুরাও হবিঃস্বরূপ,—যাহা বপুঃশব্দযুক্ত—পশুদেরও বপু আছে,—যাহা শাক্বর সামের ও পঙ্‌ক্তিছন্দের সম্বন্ধযুক্ত, যাহাতে বর্ত্তমান ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে এবং [তদ্ব্যতীত] যাহা দ্বিতীয়াহের লক্ষণযুক্ত, সে সকলই পঞ্চমাহের অনুকূল।

"ইমমূ ষু বো অতিথিমুষর্বুধম্"[২] ইত্যাদি [নয়টি মন্ত্র] পঞ্চমাহের আজ্য শস্ত্র হইবে। ইহাদের ছন্দ জগতী, ইহার [তৃতীয় মন্ত্রে চারিটির] অধিক চরণ থাকায় ইহা পশুর লক্ষণযুক্ত ; অতএব ইহার পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল।

"আ নো যজ্ঞং দিবিস্পৃশম্"[৩] "আ নো বায়ো মহেতনে"[৪] "রথেন পৃথুপাজসা"[৫] "বহবঃ সূরচক্ষসঃ"[৬] "ইমা উ বাং দিবিষ্টয়ঃ"[৭] "পিবা সুতস্য রসিনো"[৮] "দেবং দেবং বো বসে দেবং দেবং"[৯] "বৃহদুগায়িষে বচঃ"[১০] এই বৃহতীচ্ছন্দের মন্ত্রগুলি প্রউগশস্ত্র হইবে। কেননা ইহারা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল।

"যৎ পাঞ্চজন্যয়া বিশা"[১১] এই ত্র্যচ মরুত্বতীয় শস্ত্রের প্রতিপৎ হইবে। "পাঞ্চজন্যয়া" এই [পঙ্‌ক্তি বা পঞ্চশব্দযুক্ত] পদ থাকায় উহা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল। "ইন্দ্র ইৎ সোমপা একঃ"[১২] ইন্দ্র নেদীয় এদিহি"[১৩] "উ

---

(২) ৬।১৫।১-৯। (৩) ৮।১১।৯। (৪) ৮।৪৬।২৫। (৫) ৪।৪৬।৫। (৬) ৭।৬৬।১০।
(৭) ৭।৭৪।১। (৮) ৮।৩।১। (৯) ৮।১২।৯। (১০) ৭।৯৬।১। (১১) ৮।৬৩।৭।
(১২) ৮।২।৪। (১৩) ৮।৫৩।৫।

ত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে”[১৪] “অগ্নির্নেতা”[১৫] “ত্বং সোম ক্রতুভিঃ”[১৬] “পিন্বন্ত্যপঃ”[১৭] “বৃহদিন্দ্রায় গায়ত”[১৮] এই মন্ত্রগুলি দ্বিতীয়াহের শস্ত্রে প্রযুক্ত হওয়ায় উহারা পঞ্চমাহেরও অনুকূল। “অবিতাসি সুন্বতো বৃক্তবর্হিষঃ”[১৯] এই সূক্ত [প্রথমমন্ত্রের দ্বিতীয়চরণে] মদ্-শব্দ-যুক্ত, উহার ছন্দ পঙ্‌ক্তি ও চরণ পাঁচটি; অতএব ইহা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল। “ইত্থা হি সোম ইন্মদে”[২০] এই সূক্তও ঐ রূপ মদ্-শব্দ-যুক্ত ও উহার ছন্দ পঙ্‌ক্তি ও চরণ পাঁচটি; অতএব উহা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল। “ইন্দ্র পিব তুভ্যং সুতো মদায়”[২১] এই সূক্তও মদ্-শব্দ-যুক্ত ও ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ; উহার সকল চরণ সমান হওয়ায় উহা সবনকে ধারণ করে; এতদ্দ্বারা যজমান গৃহ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। “মরুত্বাঁ ইন্দ্র মীঢ়্বঃ”[২২] ইত্যাদি ত্র্যচে “আ” শব্দ ও “প্র” শব্দ না থাকায় ইহা [মরুত্বতীয় শস্ত্রের] অন্তে প্রযোজ্য, কেননা ইহাও পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল। ইহার মন্ত্রগুলি গায়ত্রী; গায়ত্রী মন্ত্রই এই ত্র্যহের মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করে; আর যাহাতে নিবিৎ স্থাপিত হয়, সেই ছন্দই সবনের নির্ব্বাহক; অতএব এই গায়ত্রী-মধ্যেই নিবিৎ স্থাপন করিবে।

(১৪) ১।৪০।১। (১৫) ৩।২০।৪। (১৬) ১।৯১।২। (১৭) ১।৮৪।৬। (১৮) ৮।৮৯।১।
(১৯) ৮।৩৬।১। (২০) ১।৮০।১। (২১) ৬।৪০।১। (২২) ৮।৭৬।৭।

দ্বিতীয় খণ্ড

নবরাত্র—পঞ্চমাহ

পঞ্চমাহের অন্যান্য বিধান—"মহানাম্নীষু···· অচ্যুতঃ"

মহানাম্নী মন্ত্র দ্বারা শাক্বর সামে স্তোত্র হইবে। পঞ্চম দিন রথন্তরের সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় উহা পঞ্চমাহের অনুকূল।[১] ইন্দ্র পুরাকালে মহান্ হইবার ইচ্ছায় এই ["বিদা মঘবন্" ইত্যাদি] মন্ত্রে আপনাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই জন্য উহাদের নাম মহানাম্নী। আবার এই লোকসকলও মহানাম্নীস্বরূপ, এই লোকসকল মহান্, তজ্জন্য ঐ মন্ত্রগুলির নাম মহানাম্নী।

প্রজাপতি এই লোকসকল সৃষ্টি করিয়া তৎপরে আর যাহা কিছু আছে সে সকল [সৃষ্টি করিতে] শক্ত হইয়াছিলেন। প্রজাপতি যে এই লোকসকল সৃষ্টি করিয়া তৎপরে আর যাহা কিছু আছে সে সকলের [সৃষ্টি করিতে] শক্ত হইয়াছিলেন, তাহাই শক্বরী হইয়াছিল; ইহাই শক্বরীসকলের শক্বরীত্ব।

প্রজাপতি এই [মহানাম্নী] ঋক্সমূহকে সীমার ঊর্দ্ধে রাখিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সীমার ঊর্দ্ধে রাখিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতেই উহারা "সিমা" হইয়াছিল। উহাই সিমাসকলের সিমাত্ব।[২]

---

(১) "বিদা মঘবন্" ইত্যাদি নয়টি মহানাম্নী ঋকের বিবরণ পূর্ব্বে দেখ। শাক্বর সাম রথন্তর হইতে উৎপন্ন, ইহাও পূর্ব্বে আখ্যায়িকাদ্বয়ে বলা হইয়াছে।

(২) সীমার ঊর্দ্ধে অর্থাৎ ঋগ্বেদসংহিতার সীমা ছাড়াইয়া ব্রাহ্মণের আরণ্যক মধ্যে (সায়ণ)। মহানাম্নী ঋক্ নয়টির ঐতরেয় আরণ্যকে স্থান আছে। মহানাম্নী মন্ত্রের অপর নাম সিমা।

"স্বাদোরিত্থা বিষূবতঃ"[৩] "উপ নো হরিভিঃ সুতম্"[৪] "ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্"[৫] ইহাই [পূর্ব্বোক্ত স্তোত্রিয় তৃচের] অনুরূপ হইবে। বৃষণ্ শব্দ, পৃশ্নি শব্দ, মদ্ শব্দ, বৃধন্ শব্দ থাকায় উহারা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল।

"যদ্বাবান"[৬] এই ধায্যা সকল দিনেই বিহিত।

"অভি ত্বা শূর নোনুমঃ"[৭] এই রথন্তরের যোনিমন্ত্রকে ধায্যার পরে পাঠ করিবে। কেননা এই পঞ্চমাহ স্থানগুণে রথন্তরের সম্বন্ধযুক্ত।

"মো ষু ত্বা বাঘতশ্চন"[৮] ইত্যাদি মন্ত্রে [শাক্বর] সামের প্রগাথ হইবে। ইহার মধ্যে একটি [দ্বিপদ মন্ত্র] অধিক থাকায় ইহা পশুর লক্ষণযুক্ত ও পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল।

"ত্যমূ ষু বাজিনং দেবজূতম্"[৯] এই তার্ক্ষ্যসূক্ত সকল দিনেই বিহিত।

তৃতীয় খণ্ড

নবরাত্র—পঞ্চমাহ

অন্যান্য মন্ত্র যথা—"প্রেদং ব্রহ্ম ....রূপম্"

"প্রেদং ব্রহ্ম বৃত্রতূর্য্যেষ্বাবিথ"[১] এই সূক্তের মন্ত্রের পাঁচ চরণ ও পঙ্‌ক্তি ছন্দ; উহা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল।

---

(৩) ১।৮৪।১০। (৪) ৮।৯৩।৩১। (৫) ১।১১।১। (৬) ১০।৭৪।৬। (৭) ৭।৩৩।২২।
(৮) ৭।৩২।১। (৯) ১০।১৭৮।১।
(১) ৮।৩৭।১।

"ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে"[২] এই সূক্তও মদ্‌শব্দযুক্ত ও পঞ্চচরণ, উহার পংক্তিছন্দ ; এই জন্য উহাও পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল।

"সত্রা মদাসস্তব বিশ্বজন্যাঃ"[৩] এই সূক্ত মদ্-শব্দ-যুক্ত ও ত্রিষ্টুপ্ ; উহার চরণগুলি সমান হওয়ায় উহা সবনকে ধারণ করিতে পারে ; এতদ্দ্বারা যজমানও গৃহ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। "তমিন্দ্রং বাজয়ামসি"[৪] এই ত্র্যচ শস্ত্রের পরে প্রযোজ্য। "স বৃষা বৃষভো ভুবৎ" এই [বৃষভশব্দযুক্ত] চরণ থাকায় ঐ মন্ত্র পশুর লক্ষণযুক্ত এবং পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল। ইহার মন্ত্রগুলি গায়ত্রী। গায়ত্রীমন্ত্র এই ত্র্যচের মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করে। যাহাতে নিবিৎ স্থাপিত হয়, সেই ছন্দই সবনের নির্ব্বাহক। এই জন্য এই গায়ত্রীমধ্যে নিবিৎ স্থাপন করিবে।

"তৎ সবিতুর্বৃণীমহে"[৫] "অদ্যা নো দেব সবিতঃ"[৬] এই দুইটি বৈশ্বদেব শস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর। রথন্তরের সম্বন্ধযুক্ত পঞ্চমদিনে ইহারা পঞ্চমাহের অনুকূল। "উদুষ্য দেবঃ সবিতা দমূনা"[৭] এই সবিতৃদৈবত মন্ত্রে [চতুর্থ চরণ] "আ দাশুষে সুবতি ভূরি বামম্", এস্থলে "বাম" শব্দ থাকায় উহা পশুলক্ষণযুক্ত ; এই জন্য উহা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল। "মহী দ্যাবাপৃথিবী ইহ জ্যেষ্ঠে"[৮] ইত্যাদি দ্যাবা-পৃথিবীদৈবত মন্ত্রে [চতুর্থচরণে] "রুবদ্ধোক্ষা" এই অংশ [উক্ষা

(২) ১০।৮৩।১। (৩) ৬।৭১।১। (৪) ৮।৯৩।৭। (৫) ৫।৮২।১। (৬) ৫।৮২।৪।
(৭) ৬।৭১।৪। (৮) ৪।৫৬।১।

অর্থাৎ বৃষ শব্দ থাকায়] পশুলক্ষণযুক্ত, এই জন্য উহা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল। "ঋভুর্বিভ্বা বাজ ইন্দ্রো নো অচ্ছ"[৯] এই ঋভুদৈবত সূক্তে "বাজ" (অন্ন) শব্দ থাকায় উহা পশুলক্ষণযুক্ত, কেননা পশুগণ বাজস্বরূপ (অন্নস্বরূপ), এই জন্য উহা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল। "স্তুষে জনং সুব্রতং নব্যসীভিঃ"[১০] এই বৈশ্বদেব সূক্তে একচরণ অধিক থাকায় উহা পশুলক্ষণযুক্ত, উহা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল।

"হবিষ্পান্তমজরং স্বর্বিদি"[১১] এই সূক্ত আগ্নিমারুতশস্ত্রের প্রতিপৎ হইবে। হবিঃ শব্দ থাকায় উহা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল। "বপুর্নু তচ্চিকিতুষে চিদস্তু"[১২] এই মরুদ্দেবত সূক্তে "বপুঃ" শব্দ থাকায় উহা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল। "জাতবেদসে সুনবাম সোমম্"[১৩] এই জাতবেদোদৈবত মন্ত্র সকল দিনেই বিহিত। "অগ্নির্হোতা গৃহপতিঃ স রাজা"[১৪] ইত্যাদি জাতবেদোদৈবত [তৃচ] মন্ত্রে অধিক চরণ থাকায় উহা পশুর লক্ষণযুক্ত; এই জন্য উহা পঞ্চমদিনে পঞ্চমাহের অনুকূল।

---

(৯) ৪।৩৪।১। (১০) ৬।৪৯।১। (১১) ১০।৮৮।১। (১২) ৬।৬৬।১। (১৩) ১।৯৯।১।
(১৪) ৬।১৫।১৩।

চতুর্থ খণ্ড

নবরাত্র—ষষ্ঠাহ

অনন্তর ষষ্ঠাহ—"দেবক্ষেত্রং বৈ......যন্তি"

এই যে ষষ্ঠাহ, ইহা দেবক্ষেত্র (দেবগণের বাসস্থান)। যাহারা ষষ্ঠাহের অনুষ্ঠান করে, তাহারা দেবক্ষেত্রেই আগমন করে। দেবগণ একে অন্যের গৃহে বাস করেন না ; এক ঋতুও অন্য ঋতুর গৃহে বাস করে না, ইহাই [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন। সেই জন্য [এই ষষ্ঠাহে] ঋত্বিকেরা অপরকে না দিয়া আপন আপন ঋতুযাজের যাজ্যা পাঠ করিবে। তাহা হইলে ঋতু সকলকে যথাযথ আপন প্রয়োজনে সমর্থ করা হইবে, জন-সমূহও যথাযথ স্থানে থাকিতে পাইবে। [১]

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, যে ঋতুযাজের প্রৈষমন্ত্রে প্রেষণ করিবে না ; ঋতুপ্রৈষদ্বারা বষট্‌কারও করিবে না। কেননা ঋতুপ্রৈষসকল বাক্‌স্বরূপ, ষষ্ঠাহে বাক্ সমাপ্ত হইয়া থাকে। যদি ঋতুপ্রৈষদ্বারা প্রেষণ করা যায়, এবং ঋতু-প্রৈষদ্বারা বষট্‌কার করা যায়, তাহা হইলে শ্রান্ত, যজ্ঞ-ভারক্লান্ত, রোদনশীল বাক্‌কে সমাপ্ত করিয়া বিনষ্ট করা

---

(১) প্রকৃতিযজ্ঞে ঋতুযাজ প্রচারের সময় মৈত্রাবরুণ প্রৈষমন্ত্রে হোতাদিগকে আহ্বান করিলে তাঁহারা যাজ্যাদ্বারা বষট্‌কার করেন। অধ্বর্যু ও যজমান প্রেষিত হইয়া আপন আপন যাজ্যা হোতাকে দান করেন। এস্থলে বিধি হইতেছে যে, হোতাকে না দিয়া আপন যাজ্যার আপনি পাঠ করিবে।

(২) মৈত্রাবরুণ পাঠ্য হোতৃপ্রভৃতির সম্বোধন "হোতা যক্ষদিন্দ্রম্" ইত্যাদি প্রৈষমন্ত্র। পূর্ব্বে দেখ।

হইবে। [উত্তর] যদি ঐ [প্রৈষ] মন্ত্রে প্রেষণ করা না হয় এবং যদি ঐ মন্ত্রে বষট্‌কার করা না হয়, তাহা হইলে ঋত্বিকেরা অবিনষ্ট যজ্ঞ হইতে ভ্রষ্ট হইবেন এবং তাঁহাদিগকে যজ্ঞ হইতে, প্রাণ হইতে, প্রজাপতি হইতে ও পশুগণ হইতে বক্রভাবে যাইতে (ভ্রষ্ট হইতে) হইবে। [উভয়পক্ষে সিদ্ধান্ত] সেই জন্য [মৈত্রাবরুণ] ঋক্‌শিরস্ক প্রৈষমন্ত্র পাঠের পর [হোতাকে] প্রেষণ করিবেন, ও [হোতা] বষট্‌কার করিবেন। তাহা করিলে শ্রান্ত যজ্ঞভারক্লান্ত রোদনশীল বাক্‌কে সমাপ্ত করিয়া নষ্ট করা হইবে না, অবিনষ্ট যজ্ঞ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না, এবং কাহাকেও যজ্ঞ হইতে, প্রাণ হইতে, প্রজাপতি হইতে, পশুগণ হইতে বক্রভাবে চলিয়া যাইতে হইবে না।

পঞ্চম খণ্ড

নবরাত্র—ষষ্ঠাহ

প্রথম ও দ্বিতীয় সবনের পক্ষে বিশেষ বিধি—"পারুচ্ছেপী:.....যন্তি"

প্রথম দুই সবনে প্রস্থিত যাজ্যার পূর্ব্বে পরুচ্ছেপ-ঋষি-দৃষ্ট ঋক্ বসাইবে।[১] পরুচ্ছেপ-দৃষ্ট ঋকের ছন্দের নাম রোহিত। এতদ্দ্বারা ইন্দ্র সপ্ত স্বর্গলোক আরোহণ করিয়াছিলেন। যে ইহা জানে, সে সপ্ত স্বর্গলোক আরোহণ করে।

(১) "বৃষন্নিন্দ্র বৃষপাণাস ইন্দবঃ" ইত্যাদি ও "পিবা সোমমিন্দ্রসুবানমদ্রিভিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পরুচ্ছেপ ঋষির দৃষ্ট। এই মন্ত্র এক একটি পাঠ করিবার পর, এক এক প্রস্থিত যাজ্যা পড়িবে, ইহাই বিহিত হইল।

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] প্রশ্ন করেন, পাঁচ চরণের ছন্দ পঞ্চমাহের ও ছয় চরণের ছন্দ ষষ্ঠাহের লক্ষণ হওয়া উচিত, তবে কেন ষষ্ঠাহে সাত চরণের ছন্দ [পারুচ্ছেপ মন্ত্র] পাঠ করা হয় ? [উত্তর] [ঐ ছন্দের প্রথম] ছয়চরণ দ্বারা ষষ্ঠাহ সমাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে [পরবর্ত্তী] যে সপ্তমাহ, তাহাকে [প্রথম ছয় দিন] হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এই সপ্তম চরণ দ্বারা সেই সপ্তমাহকে লক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠান করিলে, বাক্য বিচ্ছিন্ন হইতে পায় না ও [ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনের] অবিচ্ছেদ ঘটে। যাহারা ইহা জানিয়া ঐরূপ অনুষ্ঠান করে, তাহারা সকল ত্র্যহকে অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া যাগের অনুষ্ঠান করে।

ষষ্ঠ খণ্ড

নবরাত্র—ষষ্ঠাহ

পারুচ্ছেপ মন্ত্র সম্বন্ধে আখ্যায়িকা যথা—"দেবাসুরা......এবং বেদ"

দেবগণ ও অসুরগণ এই লোকসকলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই দেবগণ ষষ্ঠাহ দ্বারা অসুরদিগকে এই লোকসকল হইতে অপস্থত করিয়াছিলেন। সেই অসুরগণের হস্তের অভ্যন্তরে [রক্ষিত] যে ধন ছিল, তাহা লইয়া তাহারা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিল। দেবগণ এই [পারুচ্ছেপ] ছন্দের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাদের অনুসরণ করিয়া সেই হস্তাভ্যন্তরে রক্ষিত ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ ছন্দের মধ্যে [ছয় চরণের পর]

পুনরায় আর যে একটি [সপ্তম] চরণ আছে, তাহাই [সমুদ্র হইতে ধনের] আকর্ষণে আঙ্কুশস্বরূপ হইয়াছিল! যে ইহা জানে, সে শত্রুর ধন গ্রহণ করিতে পারে ও শত্রুকে সকল লোক হইতে নিঃসারিত করিতে পারে।

সপ্তম খণ্ড

নবরাত্র—ষষ্ঠাহ

ষষ্ঠাহের বিধান যথা—"দ্যৌর্বৈ দেবতা······অচ্যুতঃ"

দ্যৌঃ দেবতা, ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম, রৈবত সাম, অতিচ্ছন্দ ছন্দ ষষ্ঠাহ নির্ব্বাহ করেন। যে ইহা জানে, সে এতদ্দ্বারা যথোচিত দেবতা, স্তোম, সাম ও ছন্দ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

যে সকল মন্ত্রের সমাপ্তি সমান, তাহারা ষষ্ঠাহের অনুকূল। [প্রথম ত্র্যহে] যেমন তৃতীয়াহ, [মধ্যম ত্র্যহে] তেমনি ষষ্ঠাহ। যাহাতে অশ্ব শব্দ, অন্ত শব্দ, আছে, যাহার পুনরায় আবৃত্তি হয়, যাহা নৃত্যলক্ষণযুক্ত, যাহা রমণার্থক শব্দযুক্ত, যাহা পর্য্যাস-(অধিকচরণ)-যুক্ত, যাহা ত্রি-শব্দ-যুক্ত, যাহার শেষচরণে দেবতার উল্লেখ আছে, যাহাতে ঐ [স্বর্গ] লোকের উল্লেখ আছে ; [তদ্ব্যতীত] যাহার ঋষি পরুচ্ছেপ, যাহার সাত চরণ, যাহা নরাশংস-মন্ত্রের সম্বন্ধযুক্ত, যাহার ঋষি নাভানেদিষ্ঠ, যাহা রৈবত সামের ও অতিচ্ছন্দ মন্ত্রের সম্বন্ধযুক্ত, যাহাতে অতীত ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে, এবং যে যে লক্ষণ তৃতীয়াহেরও অনুকূল, সেই সমস্ত ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহেরও অনুকূল।

"অয়ং জায়ত মনুষো ধরীমণি"[১] ইত্যাদি মন্ত্রে ষষ্ঠাহের আজ্যশস্ত্র হইবে। ইহার ঋষি পরুচ্ছেপ, ছন্দ অতিচ্ছন্দ, ও চরণ সাতটি, অতএব ইহা ষষ্ঠাহের অনুকূল।

"স্তীর্ণং বর্হিরুপ নো যাহি বীতয়ে"[২] "আ বাং রথো নিয়ুত্বান্ বক্ষদবসে"[৩] "সুষুমায়াতমদ্রিভিঃ"[৪] "যুবাং স্তোমেভির্দেবয়ন্তো অশ্বিনা"[৫] "অবর্মহ ইন্দ্র"[৬] "বৃষন্নিন্দ্র"[৭] "অস্তু শ্রৌষট্"[৮] "ওষূণো অগ্নে শৃণুহি ত্বমীড়িতঃ"[৯] "যে দেবাসো দিব্যেকাদশস্থ"[১০] "ইয়মদদাদ্রভসমৃণচ্যুতম্"[১১] এই মন্ত্রগুলি প্রউগশস্ত্র হইবে। ঋষি পরুচ্ছেপ, ছন্দ অতিচ্ছন্দ ও সাত চরণ হওয়ায় ইহারা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল।

"স পূর্ব্যো মহানাম্"[১২] এই ত্র্যচ মরুত্বতীয় শস্ত্রের প্রতিপৎ হইবে। ইহাতে মহৎ শব্দ [প্রথম] চরণের অন্তে আছে, ষষ্ঠাহও [মধ্যম ত্র্যহের] অন্তে অবস্থিত; অতএব উহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল।

"ত্রয় ইন্দ্রস্য সোমা"[১৩] "ইন্দ্র নেদীয় এদিহি"[১৪] "প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতিঃ"[১৫] "অগ্নির্নেতা"[১৬] "ত্বং সোম ক্রতুভিঃ"[১৭] "পিন্বন্ত্যপঃ"[১৮] "নকিঃ সুদাসো রথম্"[১৯] ইহারা তৃতীয়াহের শস্ত্রমধ্যে পঠিত হয়, অতএব উহারাও ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। "যং ত্বং রথমিন্দ্রং মেধসাতয়ে"[২০] এই সূক্তের ঋষি পরুচ্ছেপ, ছন্দ অতিচ্ছন্দ, সাত চরণ, অতএব উহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের

(১) ১।১২৮।১। (২) ১।১৩৫।১। (৩) ১।১৩৫।৪। (৪) ১।১৩৭।১। (৫) ১।১৩৯।৩। (৬) ১।১৩৩।৬। (৭) ১।১৩৯।৬। (৮) ১।১৩৯।১। (৯) ১।১৩৯।৭। (১০) ১।১৩৯।১১। (১১) ৬।৬১।১। (১২) ৮।৬৩।১। (১৩) ৮।২।৭। (১৪) ৮।৫৩।৫। (১৫) ১।৪০।৫। (১৬) ৩।২০।৪। (১৭) ১।৯১।২। (১৮) ১।৬৪।৬। (১৯) ৭।৩২।১। (২০) ১।১২৯।১।

অনুকূল। "স যো বৃষা বৃষ্ণ্যেভিঃ সমোকা" [২১] এই সূক্তের সমাপ্তি [মন্ত্রগুলির চতুর্থ চরণ] সমান হওয়ায় ইহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। "ইন্দ্র মরুত্ব ইহ পাহি সোমম্" [২২] এই সূক্তের [তৃতীয় মন্ত্রের তৃতীয় চরণ] "তেভিঃ সাকম্ পিবতু বৃত্রখাদঃ"; এস্থলে বৃত্রখাদ (বৃত্রকে ভক্ষণ, অতএব বৃত্রের প্রাণান্ত) এই অন্তবাচী 'খাদ' শব্দ আছে; ষষ্ঠাহও [ত্র্যহের] অন্তে স্থিত, অতএব উহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। এই সূক্তের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্, উহার সকল চরণ সমান হওয়ায় উহা সবনকে ধরিয়া থাকে; যজমানও এতদ্দ্বারা গৃহ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। "অয়ং হ যেন বা ইদম্" [২৩] এই মন্ত্র শস্ত্রের শেষে প্রযোজ্য। ইহার দ্বিতীয় চরণে "স্বর্মরুত্বতা জিতম্" এ স্থলে অন্তবাচক "জিত" (জয় বা যুদ্ধাবসান) শব্দ আছে, অতএব উহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। এই মন্ত্রগুলি গায়ত্রী, গায়ত্রী মন্ত্রই এই ত্র্যহের মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করে। অতএব ঐ গায়ত্রীতেই নিবিৎ স্থাপন করিবে।

"রেবতীর্ন সধমাদে" [২৪] "রেবাঁ ইন্দ্রেবতঃ স্তোতা" [২৫] ইত্যাদি রৈবত-সামের পৃষ্ঠস্তোত্র হইবে। বৃহতীর সম্বন্ধযুক্ত ষষ্ঠদিনে উহারা ষষ্ঠাহের অনুকূল। "যদ্বাবান" [২৬] এই ধায্যা সকল দিনেই বিহিত। "ত্বামিদ্ধি হবামহে" [২৭] এই বৃহৎ সামের যোনিরূপ প্রগাথকে ধায্যার পরে বসাইবে, কেননা এই ষষ্ঠাহ স্থানগুণে বৃহৎ সামের সম্বন্ধযুক্ত। "ইন্দ্রমিদ্দেবতাতয়ে" [২৮]

(২১) ১।১০০।১। (২২) ৩।৫১।৭। (২৩) ৮।৭৬।৪। (২৪) ১।৩০।১৩। (২৫) ৮।২।১৩
(২৬) ১০।৭৪।৬। (২৭) ৬।৪৬।১। (২৮) ৮।৩।৫।

এই সামপ্রগাথ [সকল চরণে ইন্দ্র শব্দ থাকায়] নৃত্যানুকারী, অতএব উহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। "ত্যমূষু বাজিনং দেবজূতম্"[২৯] এই তার্ক্ষ্যসূক্ত সকলদিনেই বিহিত।

অষ্টম খণ্ড

নবরাত্র—ষষ্ঠাহ

অন্যান্য মন্ত্র—"ঐন্দ্র যাহ্যুপ.... বৈশ্বদেবম্'

"ঐন্দ্র যাহ্যুপ নঃ পরাবতঃ"[১] এই সূক্তের ঋষি পরুচ্ছেপ, ছন্দ অতিছন্দ, ও সাতটি চরণ থাকায় উহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। "প্র ঘা ন্বস্য মহতো মহানি"[২] এই সূক্তের [চতুর্থ চরণে] সমাপ্তি সমান হওয়ায় উহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। "অভূরেকো রয়িপতে রয়ীণাম্"[৩] এই সূক্তের [পঞ্চম মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণ] "রথমাতিষ্ঠ তুবিনৃম্ণ ভীমম্" ইহাতে স্থিতিবাচক [তিষ্ঠ পদ] অন্তবাচক, এই ষষ্ঠাহও [মধ্যম ত্র্যহের] অন্তে স্থিত ; অতএব উহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। ইহার ছন্দ ত্রিষ্টুপ্, সকল চরণ সমান হওয়ায় উহা সবনকে ধরিয়া থাকে ; যজমানও এতদ্দ্বারা গৃহ হইতে ভ্রষ্ট হয় না।

"উপ নো হরিভিঃ সুতম্"[৪] এই ত্র্যচ [নিষ্কেবল্য শস্ত্রের] শেষে বসিবে। ইহার [তিন মন্ত্রে] সমাপ্তি সমান হওয়ায়

(২৯) ১০।১৭৮।১।

(১) ১।১৩০।১। (২) ২।১৫।১। (৩) ৬।৩১।১। (৪) ৮।৯৩।৩১।

ইহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। ইহার মন্ত্রগুলি গায়ত্রী, গায়ত্রীমন্ত্রই এই ত্র্যহের মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করে। যাহাতে নিবিৎ স্থাপিত হয়, সেই ছন্দই সবন নির্ব্বাহ করে। এইজন্য ঐ গায়ত্রীমধ্যেই নিবিৎ স্থাপন করিবে।

"অভি ত্যং দেবং সবিতারমোণ্যোঃ"[৫] এই মন্ত্র বৈশ্বদেব শস্ত্রের প্রতিপৎ হইবে। ইহার ছন্দ অতিচ্ছন্দ হওয়ায় ইহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। "তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্"[৬] এই [দুইটি মন্ত্র প্রতিপদের শেষাংশ] এবং "দোষো আগাৎ" এই ত্র্যৃচ উহার অনুচর হইবে। কেননা ইহাতে অন্তবাচক গমনার্থক পদ আছে। এই ষষ্ঠাহও [ত্র্যহের] অন্তে স্থিত। এইজন্য উহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। "উদুষ্য দেবঃ সবিতা সবায়"[৭] এই সবিতৃদৈবত সূক্তে "শশ্বত্তমং তদপা বহ্নিরস্থাৎ" এই [দ্বিতীয় চরণে] স্থিতিবাচক পদ অন্তবাচী, ষষ্ঠাহও ত্র্যহের অন্তে স্থিত। এইজন্য উহা ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। "কতরা পূর্ব্বা কতরাহপরায়োঃ"[৮] এই দ্যাবাপৃথিবীদৈবত সূক্তের [মন্ত্রের বহু চরণ] সমান হওয়ায় উহা ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। "কিমু শ্রেষ্ঠঃ কিং যবিষ্ঠো ন আজগন্"[৯] এবং "উপ নো বাজা অধ্বরমৃভুক্ষা"[১০] এই দুই ঋভুদৈবত সূক্ত নরাশংস-লক্ষণযুক্ত ও ত্রিশব্দযুক্ত হওয়ায় ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। "ইদমিত্থা রৌদ্রং গূর্ত্তবচা"[১১] এবং "যে যজ্ঞেন দক্ষিণয়া সমক্তাঃ" এই দুই বিশ্বদৈবতসূক্ত [পাঠ করিবে]।

(৫) বাজসনেয়-সংহিতা ৪।৬।

(৬) ৩,৬২।১০-১১। (৭) ২।৩৮।১। (৮) ১।১৮৫।১। (৯) ১।১৬১।১। (১০) ৪।৩৭।১।

নবম খণ্ড

নবরাত্র—ষষ্ঠাহ

উক্ত বিশ্বদেবদৈবত সূক্তদ্বয়ের ঋষি নাভানেদিষ্ঠ, তৎসম্বন্ধে আখ্যায়িকাদি—"নাভানেদিষ্ঠং······এবং বেদ"

[উক্ত] নাভানেদিষ্ঠসূক্ত [দুইটি] পাঠ করিবে।

মানব (মনুপুত্র) নাভানেদিষ্ঠ যখন ব্রহ্মচর্য্যে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে [পিতৃধনের] ভাগ দেন নাই। তিনি আসিয়া বলিলেন, আমাকে তোমরা কি ভাগ দিয়াছ ? তাঁহারা নিষ্ঠাব (ধর্ম্মনির্ণয়সমর্থ) ও অববদিতা (ভাগনির্ণয়সমর্থ) সেই মনুকে [ভাগনির্দ্দেশের জন্য] দেখাইয়া দিলেন। সেইজন্য আজিও পুত্রেরা পিতাকেই নিষ্ঠাব (ধর্ম্মনির্ণয়সমর্থ) ও অববদিতা (ভাগনির্ণয়সমর্থ) বলিয়া থাকে।

তখন সেই নাভানেদিষ্ঠ পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন, পিতা, তোমার নিকট আমার ভাগ রহিয়াছে। পিতা তাঁহাকে বলিলেন, পুত্র, উহাদের কথায় আদর করিও না[১] ; ঐ অঙ্গিরোগণ স্বর্গলোকের জন্য সত্রানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা ষষ্ঠাহে উপস্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ [মন্ত্রবাহুল্য হেতু] মুগ্ধ (সত্রসমাধানে অশক্ত) হইতেছেন ; তুমি ষষ্ঠাহে তাঁহাদের নিকট ঐ দুই সূক্ত[২] পাঠ করাও। তাহা হইলে তাঁহাদের

---

(১) অর্থাৎ উহারা আমার নিকট তোমার ভাগ রাখে নাই।

(২) উল্লিখিত "ইদমিত্থা রৌদ্রং গূর্ত্তবচা" এবং "যে যজ্ঞেন দক্ষিণয়া সমক্তাঃ" ইত্যাদি দুই সূক্ত। উপরে দেখ।

সত্রসমাধানের পর যে সহস্র সংখ্যক [ধন] থাকিবে, তাহা তাঁহারা স্বর্গে যাইবার সময় তোমাকে দিবেন।

তাহাই করিব, এই বলিয়া নাভানেদিষ্ঠ "প্রতিগৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ"—অহে শোভনমেধাযুক্ত [অঙ্গিরোগণ], মনুপুত্রকে আপনারা গ্রহণ করুন—এই বলিতে বলিতে অঙ্গিরোগণের সমীপস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, তুমি কি কামনা করিয়া এরূপ বলিতেছ ? [নাভানেদিষ্ঠ বলিলেন] আমি আপনাদিগকে ষষ্ঠ দিনের অনুষ্ঠান বিশেষ করিয়া জানাইব ; সত্রসমাধানের পর আপনাদের যে সহস্রসংখ্যক [ধন] থাকিবে, তাহা আপনারা স্বর্গে যাইবার সময় আমাকে দিবেন। [তাঁহারা বলিলেন] তাহাই হইবে। তখন নাভানেদিষ্ঠ তাঁহাদিগকে ঐ সূক্তদ্বয় পাঠ করাইলেন। তাঁহারা তখন যজ্ঞ এবং স্বর্গলোক প্রকৃষ্টভাবে জানিতে পারিলেন।

সেই হেতু ষষ্ঠ দিনে যে এই দুই সূক্ত পাঠ করা হয়, ইহাতে যজ্ঞকে প্রকৃষ্টরূপে জানা যায় ও স্বর্গলোক পাওয়া যায়।

অঙ্গিরোগণ স্বর্গে যাইবার সময় বলিলেন, অহে ব্রাহ্মণ, এই সহস্র [ধন] [৩] তোমার থাকিল। সেই ধন গ্রহণ করিবার সময় একজন কৃষ্ণবস্ত্রপরিধায়ী পুরুষ [যজ্ঞভূমির] [৪] উত্তরদিকে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, বাস্তুতে (যজ্ঞ

(৩) এখানে সহস্র ধন অর্থে সহস্র গাভী। যথা স্থানান্তরে "তে সুবর্গং লোকং যন্তো য এষাং পশব আসংস্তান্ অস্মা অদদুঃ।"

(৪) শ্রুত্যন্তরে এই কৃষ্ণবস্ত্র পুরুষ পশুপতি রুদ্র। "তং পশুভিশ্চরন্তং যজ্ঞবাস্তৌ রুদ্র আগচ্ছৎ।"

ভূমিতে) পরিত্যক্ত এই [ধন] আমার। তিনি বলিলেন, অঙ্গিরোগণ ইহা আমাকে দিয়াছেন। [সেই পুরুষ] তাঁহাকে বলিলেন, তবে আমাদের [প্রাপ্য নির্ণয়ে] তোমার পিতাকেই প্রশ্ন করা যাউক। তখন তিনি পিতার নিকট গেলেন। পিতা তাঁহাকে বলিলেন,অহে পুত্র, সেই অঙ্গিরোগণ তোমাকে কি দিলেন ? তিনি বলিলেন, তাঁহারা আমাকে ইহাই দিয়াছেন, কিন্তু এক কৃষ্ণবস্ত্রপরিধায়ী পুরুষ [যজ্ঞভূমির] উত্তর হইতে উঠিয়া আমাকে বলিল, ইহা আমার, বাস্তুতে পরিত্যক্ত ধন আমারই ইত্যাদি। তখন পিতা তাঁহাকে বলিলেন, পুত্র, উহা তাঁহারই বটে, তবে তিনি সেই [ধন] তোমাকেই দিবেন। তখন তিনি আবার সেই পুরুষের নিকট গিয়া তাঁহাকে বলি-লেন, হে ভগবন্, ইহা তোমারই বটে, আমার পিতা ইহাই বলিলেন। তখন সেই পুরুষ বলিলেন, তুমি যখন সত্য বলিয়াছ, তখন ঐ ধন আমি তোমাকে দিলাম।

সেই জন্য যে ইহা জানে, সে সত্য বলিবে।

এই যে নাভানেদিষ্ঠদৃষ্ট মন্ত্র, ইহারা সহস্র ধনের লাভ-জনক। যে ইহা জানে, সে সহস্র [ধন] প্রাপ্ত হয় ও ষষ্ঠাহ দ্বারা স্বর্গলোক প্রকৃষ্টভাবে জানিতে পারে।

দশম খণ্ড

নবরাত্র—ষষ্ঠাহ

অন্যান্য মন্ত্র যথা—"তান্যেতানি......যন্তি"

নাভানেদিষ্ঠ, বালখিল্য, বৃষাকপি, এবয়ামরুৎ, এই কয়টি মন্ত্রজাতের নাম সহচর মন্ত্র ; এই মন্ত্রগুলি একসঙ্গে পাঠ

করিবে।[১] ইহার মধ্যে একটিকে পরিত্যাগ করিলে যজমানের [মঙ্গল] পরিত্যাগ করা হইবে। নাভানেদিষ্ঠ পরিত্যাগে যজমানের রেতঃ পরিত্যক্ত হয়, বালখিল্য পরিত্যাগে প্রাণ পরিত্যক্ত হয়, বৃষাকপি পরিত্যাগে আত্মা পরিত্যক্ত হয় এবং এবয়ামরুত সূক্ত পরিত্যাগে দৈব ও মানুষ প্রতিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট করা হয়। নাভানেদিষ্ঠ দ্বারা রেতঃসেক হয়; বালখিল্য দ্বারা ঐ রেতঃ বিকৃত (গর্ভাকার) হয়। কক্ষীবানের পুত্র সুকীর্ত্তি কর্ত্তৃক দৃষ্ট সূক্তে[২] "উরৌ যথা ত শর্ম্মন্ মদেম" এই চরণ থাকায় যোনির বিবৃতি সম্পাদিত হয়; সেই জন্য গর্ভ (ভ্রূণ) [আকারে] বৃহৎ হইয়াও ক্ষুদ্র যোনিকে ক্লেশ দেয় না; কেননা সেই যোনি ব্রহ্ম কর্ত্তৃক (সুকীর্ত্তি-দৃষ্ট মন্ত্র কর্ত্তৃক) নির্ম্মিত। আর এবয়ামরুত সূক্ত দ্বারা [উহা] সর্ব্বত্র গমনক্ষম হয়। এই জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা তদ্দ্বারাই গমনক্ষম হইয়া চলিয়া থাকে।

"অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জ্জুনঞ্চ"[৩] এই সূক্ত আগ্নিমারুত শস্ত্রের প্রতিপৎ হইবে। ইহাতে "অহশ্চ অহশ্চ" পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হওয়ায় ইহা নৃত্যলক্ষণযুক্ত এবং ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। "মধ্বো বো নাম মারুতং যজত্রাঃ"[৪] এই মরুদ্দৈবত সূক্তে [মরুদ্বিষয়ক] বহু কথা আছে; আর যাহা বহু, তাহা

---

(১) নাভানেদিষ্ঠ সূক্তদ্বয় উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। বালখিল্য মন্ত্র "অভি প্র বঃ সুরাধসম্" ইত্যাদি। (৮।৪৯-৫৯) বৃষাকপি সূক্ত "বি হি সোতোরসৃক্ষত" ইত্যাদি। (১০।৮৬) এবয়ামরুৎ কর্ত্তৃক দৃষ্ট সূক্ত "প্র বো মহে মতয়ো যন্তু বিষ্ণবে ইত্যাদি। (৫।৮৭)

(২) "অপ প্রাচ ইন্দ্র" ইত্যাদি (১০।১৩১।১) সুকীর্ত্তি দৃষ্ট সূক্ত বৃষাকপি সূক্তের পূর্ব্বে পঠনীয়।

(৩) ৬।৯।১। (৪) ৭।৫৭।১।

অন্তবাচক ; ষষ্ঠাহও ত্র্যহের অন্তে অবস্থিত, অতএব উহা ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠাহের লক্ষণযুক্ত।

"জাতবেদসে সুনবাম সোমম্"[৫] এই জাতবেদোদৈবত মন্ত্র সকল দিনেই বিহিত। "স প্রত্নথা সহসা জায়মানঃ"[৬] এই জাতবেদোদৈবত সূক্তের সমাপ্তি (চতুর্থ চরণ) সকল মন্ত্রে সমান হওয়ায় ইহা ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠাহের অনুকূল। [রজ্জু-রূপী] যজ্ঞের অন্তভাগ খুলিয়া যাইবে এই ভয়ে ঐ সূক্তে [প্রতিমন্ত্রে চতুর্থ চরণে] "ধারয়ন্" "ধারয়ন্" এই পদ পুনঃ পুনঃ পাঠ করা হয় ; যেমন [রজ্জুকে] অন্তভাগে পুনঃ পুনঃ গ্রন্থি দিয়া বাঁধিয়া থাকে, অথবা [চর্ম্মকার চর্ম্মের সঙ্কোচ নিবারণার্থ] উহাকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য দুই প্রান্তে ময়ূখ (শঙ্কু) প্রোথিত করে, উহাও সেইরূপ। এই যে "ধারয়ন্" "ধারয়ন্" পুনঃ পুনঃ পঠিত হয়, উহা [যজ্ঞকে] অবিচ্ছিন্ন রাখিবার নিমিত্ত। যাহারা ইহা জানিয়া যাগানুষ্ঠান করে, তাহারা অবিচ্ছিন্ন ত্র্যহ দ্বারাই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

নবরাত্র—সপ্তমাহ

দ্বাদশাহের অন্তর্গত ও নবরাত্রের অন্তর্গত তিনটি ত্র্যহের প্রথম দুই ত্র্যহ সমাপ্ত হইল। এই দুই ত্র্যহে পৃষ্ঠ্য ষড়হ। তৃতীয় ত্র্যহের তিন দিনের নাম ছন্দোম।

---

(৫) ১।৯৯।১। (৬) ১।৯৬।১।

এখন সেই তৃতীয় ত্র্যহ বর্ণিত হইবে। তাহার প্রথম দিন অর্থাৎ নবরাত্রের সপ্তমাহ বর্ণিত হইতেছে যথা—"যদ্বা এতি······অচ্যুতঃ"

যাহাতে "আ" শব্দ ও "প্র" শব্দ আছে, তাহাই সপ্তমাহের লক্ষণ। [প্রথম ত্র্যহে] যেমন প্রথমাহ, [তৃতীয় ত্র্যহে] সপ্তমাহও সেইরূপ। যাহাতে "উক্ত" শব্দ, "রথ" শব্দ, "আশু" শব্দ এবং পানার্থক শব্দ আছে, যাহার প্রথম চরণে দেবতার উল্লেখ আছে, যাহাতে এই লোকের অভ্যুদয় আছে, যাহাতে জন্মার্থক শব্দ আছে, যাহাতে দেবতার উল্লেখ নাই, যাহাতে ভবিষ্যৎক্রিয়ার প্রয়োগ আছে এবং যাহা প্রথমাহের লক্ষণ, সে সকলই সপ্তমাহেরও লক্ষণ।

"সমুদ্রাদূর্ম্মির্মধুমাঁ উদারাৎ"[১] এই সূক্তে সপ্তমাহের আজ্য-শস্ত্র হইবে। ইহাতে দেবতার উল্লেখ না থাকায় ইহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। সমুদ্র বাক্যস্বরূপ ; বাক্যের ক্ষয় নাই। সমুদ্রেরও ক্ষয় নাই। সেইজন্য এতদ্দ্বারা যে সপ্তমাহের আজ্যশস্ত্র নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞকে বিস্তৃত করা হয় ও তদ্দ্বারা বাক্যকেই পাওয়া যায় ও যজ্ঞের অবিচ্ছেদ ঘটে। যাহারা ইহা জানিয়া যাগানুষ্ঠান করে, তাহারা অবিচ্ছিন্ন ত্র্যহ দ্বারাই যাগানুষ্ঠান করে। ষষ্ঠাহেই স্তোমসকল সমাপ্ত হইয়াছে ও ছন্দ সকল সমাপ্ত হইয়াছে। [দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে] যেমন [পুরোডাশ হব্যের] অবদানসকলের উপর [তাহাদের উষ্ণতাসাধনের জন্য] ঘৃতসেক করিলে উহাদের সামর্থ্য ফিরিয়া আসে, এ স্থলেও সেইরূপ ঐ সূক্তে

(১) ৪।৫৮।১।

আজ্যশস্ত্র করিলে [ষষ্ঠাহে সমাপ্ত] স্তোমসকল ও ছন্দসকলকে পুনর্ব্বার সমর্থ করা হয়।[২] ঐ সূক্তের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্, এই ত্র্যাহের প্রাতঃসবনের ছন্দও ত্রিষ্টুপ্।[৩]

"আ বায়ো ভূষ শুচিপা উপ নঃ"[৪] "প্র যাভির্যাসি দাশ্বাংসমচ্ছ"[৫] "আ নো নিযুদ্ভিঃ শতিনীভিরধ্বরম্"[৬] "প্র সোতা জীরো অধ্বরেষ্বস্থাৎ"[৭] "যে বায়ব ইন্দ্রমাদনাসঃ"[৮] "যা বাং শতং নিযুতো যাঃ সহস্রম্"[৯] "প্র যদ্বাং মিত্রাবরুণা স্পূর্দ্ধন্"[১০] "আ গোমতা নাসত্যা রথেন"[১১] "আ নো দেব শবসা যাহি শুষ্মিন্"[১২] "প্র বো যজ্ঞেষু দেবয়ন্তো অর্চ্চন্"[১৩] "প্র ক্ষোদসা ধায়সা সস্র এষা"[১৪] এই মন্ত্রগুলিতে প্রউগশস্ত্র হইবে। "আ" শব্দ ও "প্র"শব্দ থাকায় উহারা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। উহাদের ছন্দও ত্রিষ্টুপ্; এই [তৃতীয়] ত্র্যাহের প্রাতঃসবনের ছন্দও ত্রিষ্টুপ্। "আ ত্বা রথং যথোতয়ে"[১৫] "ইদং বসো সুতমন্ধঃ"[১৬] "ইন্দ্র নেদীয় এদিহি"[১৭] "প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ"[১৮]

(২) আহুতির জন্য পুরোডাশাদি হব্যকে কতিপয় খণ্ডে বিভক্ত করিলে ঐ সকল খণ্ডকে অবদান বলে। অবদানের উপর ঘৃতক্ষেপ করিয়া উক্তসাধনের নাম প্রত্যভিঘার; ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিণব ও ত্রয়স্ত্রিংশ এই কয়টি স্তোমের এবং গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্, পংক্তি ও অতিচ্ছন্দা এই কয়টি ছন্দের যথাক্রমে প্রথম ছয়দিনে পৃষ্ঠ্যষড়হেই প্রয়োগ হইয়াছে। তৃতীয় ত্র্যাহে আর নূতন স্তোম বা নূতন ছন্দের ব্যবহার নাই। ঐ সকল স্তোমের ও ছন্দের কতিপয়কেই পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করিয়া লওয়া হয় মাত্র, যেমন প্রত্যভিঘার দ্বারা হব্যের অবদানকে পুনরায় হবনযোগ্য করা যায় সেইরূপ।

(৩) প্রথম ত্র্যাহের প্রাতঃসবনে গায়ত্রী, দ্বিতীয় ত্র্যাহের প্রাতঃসবনে জগতী ও তৃতীয় ত্র্যাহের প্রাতঃসবনে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ বিহিত। পূর্ব্বে দেখ।

(৪) ৭।৯২।১। (৫) ৭।৯২।৩। (৬) ১।১৩৫।৩। (৭) ৭।৯২।২। (৮) ৭।৯২।৪। (৯) ৭।৯২।৬। (১০) ৬।৬৭।৯। (১১) ৭।৭২।১। (১২) ৭।৩০।১। (১৩) ৭।৫৩।১। (১৪) ৭।৯৭। (১৫) ৮।৬৮।১। (১৬) ৮।২।১। (১৭) ৮।৫৩।৫। (১৮) ১।৪২।৩।

"অগ্নির্নেতা"[১৯] "ত্বং সোম ক্রতুভিঃ"[২০] "পিন্বন্ত্যপঃ"[২১] "প্র ব ইন্দ্রায় বৃহতে"[২২] এই সকল মন্ত্রে প্রথমাহের শস্ত্র কল্পিত হয় বলিয়া ইহারা সপ্তম দিনে সপ্তমাহেরও অনুকূল। "কয়া শুভা সবয়সঃ সনীড়াঃ"[২৩] এই সূক্তে "ন জায়মানো ন শতেন জাতঃ" এই [নবম ঋকের তৃতীয় চরণে] জননার্থক শব্দ থাকায় উহা সপ্তম দিনে সপ্তমাহের অনুকূল। এই সূক্তের নাম কয়াশুভীয়[২৪], এই কয়াশুভীয় সূক্ত একতাসাধক ও অবিচ্ছেদসম্পাদক ; এতদ্দ্বারা ইন্দ্র অগস্ত্য ও মরুদ্গণ পরস্পর একতা লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য একতাপ্রাপ্তির জন্য কয়াশুভীয় সূক্ত পাঠ করা হয়। আবার এই সূক্ত আয়ুঃপ্রদ ; সেই জন্য যে ব্যক্তি যজমানের প্রিয়, তাহার আয়ুর্বৃদ্ধির জন্য এই সূক্ত প্রয়োগ করিবে। আবার ইহার ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ ; ত্রিষ্টুভের চরণগুলি সমান হওয়ায় ইহা সবনকে ধরিয়া রাখে। যজমানও এতদ্দ্বারা স্বগৃহ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। "ত্যং সু মেষং মহয়া স্বর্বিদম্"[২৫] এই সূক্তে "অত্যং ন বাজং হবনস্যদং রথম্" এই [তৃতীয় চরণে] রথ শব্দ থাকায় উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। ইহার ছন্দ জগতী ; জগতী ছন্দই এই ত্র্যহের মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করে। যাহাতে নিবিৎ স্থাপিত হয়, সেই ছন্দই সবন নির্ব্বাহ করে ; সেই জন্য ঐ জগতীর মধ্যে নিবিৎ স্থাপন করিবে। উক্ত

(১৯) ৩।২০।৪ । (২০) ১।৯১।২ । (২১) ১।৬৪।৬ । (২২) ৮।৮৯।৩ । (২৩) ১।১৬৫।১ ।
(২৪) এই সূক্তে কয়াশুভ শব্দ থাকায় উহার নাম কয়াশুভীয়।
(২৫) ১।৫২।১ ।

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের ও জগতীছন্দের সূক্তগুলি মিথুনরূপে পঠিত হয়। পশুগণ মিথুনস্বরূপ ; ছন্দোমসকলও[২৬] [পশুলাভহেতু বলিয়া] পশুস্বরূপ। এতদ্দ্বারা পশুলাভ ঘটে।

"ত্বামিদ্ধি হবামহে"[২৭] ও "ত্বং হ্যেহি চেরবঃ"[২৮] এই দুই [স্তোত্রিয় ও অনুরূপ প্রগাথ দ্বারা] সপ্তমাহে বৃহৎ-সামসাধ্য পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয়। ষষ্ঠাহের যে পৃষ্ঠস্তোত্র, এই সপ্তমাহেরও তাহাই। কেননা যাহা রথন্তর, তাহাই বৈরূপ ; যাহা বৃহৎ, তাহাই বৈরাজ ; যাহা রথন্তর, তাহা শাক্কর ; যাহা বৃহৎ, তাহাই রৈবত। অতএব এই [সপ্তমাহে] যে বৃহৎ-সামে পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয়, ইহাতে [সপ্তমাহের] বৃহৎ দ্বারাই [ষষ্ঠাহের] বৃহৎকে (অর্থাৎ বৃহতের সহিত অভিন্ন রৈবতকে) তুলিয়া রক্ষা করা হয় ; ইহাতে স্তোমসকল পরস্পর হইতে ছিন্ন হয় না। [সপ্তমাহে] রথন্তরকে পৃষ্ঠস্তোত্র করিলে উহা [ষষ্ঠাহের অনুষ্ঠান হইতে] ছিন্ন হইয়া যায়। এই জন্য [সপ্তমাহে] বৃহৎ হইতেই পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন করিবে।

"যদ্বাবান" এই ধায্যা সকল দিনেই বিহিত। "অভি ত্বা শূর নোনুমঃ" এই রথন্তরের যোনিমন্ত্রকে ঐ ধায্যার পরে প্রয়োগ করিবে ; কেননা এই সপ্তমাহ স্থানগুণে রথন্তরের

(২৬) চতুর্বিংশ, চতুশ্চত্বারিংশ ও অষ্টাচত্বারিংশ এই তিন স্তোমের সাধারণ নাম ছন্দোম ঐ তিন স্তোমের ব্যবহার হেতু তৃতীয় ত্র্যহের দিনত্রয়ের নামও ছন্দোম।

(২৭) ষষ্ঠাহে রৈবত হইতে ও সপ্তমাহে বৃহৎ হইতে পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয়। রৈবতের সহিত বৃহতের অভিন্নতা হেতু উভয় দিনে সমতা ঘটিল। সপ্তমাহে রথন্তর অনুষ্ঠান করিলে সেই সমতা নষ্ট হয়।

সম্বন্ধযুক্ত।[২৯] "পিবা সুতস্য রসিনঃ" এই সামপ্রগাথে পানার্থক শব্দ থাকায় উহা সপ্তমাহের অনুকূল।

"ত্যম্ যু বাজিনং দেবজূতম্" এই তার্ক্ষ্য সূক্ত সকল দিনেই বিহিত।

দ্বিতীয় খণ্ড

নবরাত্র—সপ্তমাহ

সপ্তমাহের অন্যান্য মন্ত্র—"ইন্দ্রস্য নু······ত্র্যহঃ"

"ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্রবোচম্"[১] এই সূক্তে প্র শব্দ থাকায় উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। ইহা ত্রিষ্টুপ্, ত্রিষ্টুভের চরণসকল সমান হওয়ায় উহা সবনকে ধরিয়া রাখে; এতদ্দ্বারা যজমান নিজ গৃহ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। "অভি ত্যং মেষং পুরুহূতমৃগ্মিয়ম্"[২] এই সূক্তে যে "অভি" শব্দ আছে উহা "প্র" শব্দের সমানার্থক; অতএব উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। উহার ছন্দ জগতী। জগতী ছন্দই এই ত্র্যহের মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করে। যাহাতে নিবিৎ স্থাপিত হয়, সেই ছন্দই সবনের নির্ব্বাহক। অতএব ঐ জগতীর মধ্যেই নিবিৎ স্থাপনা করিবে।

(২৯) যুগ্ম ও অযুগ্ম দিনভেদে সামের বিভেদ হয়। অযুগ্ম দিনে রথন্তর প্রযোজ্য। সপ্তমাহ অযুগ্ম দিন হওয়ায় এ দিন রথন্তরেরই স্থান। তবে বিশেষ কারণে উহাতে বৃহৎ সামের প্রয়োগ এস্থানে বিহিত হইয়াছে।

(১) ১।৩২।১। (২) ১।৫১।১।

ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দের মন্ত্রসকল মিথুন হইয়া পঠিত হয়। পশুগণ মিথুন,আর ছন্দোম সকলও পশুস্বরূপ ; এতদ্দ্বারা পশুলাভ ঘটে।

"তৎ সবিতু র্ব্বণীমহে" [৩] ও "অদ্যা নো দেব সবিতঃ" [৪] এই দুইটি বৈশ্বদেবশস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর হইবে। সপ্তমাহ [স্থানগুণে] রথন্তরের সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় উহারা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকুল। "অভি ত্বা দেব সবিতঃ" [৫] এই সবিতৃ-দৈবত সূক্তে যে "অভি" শব্দ আছে, উহা "প্র" শব্দের সমান, এইজন্য উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। "প্রেতাং যজ্ঞস্য শংভুবা" [৬] এই দ্যাবাপৃথিবী-দৈবত মন্ত্রে "প্র" শব্দ থাকায় উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। "অয়ং দেবায় জন্মনে" [৭] এই ঋভুদৈবত সূক্তে জননার্থক শব্দ থাকায় উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। "আ যাহি বনসা সহ" [৮] ইত্যাদি দ্বিপদ ঋক্ পাঠ করিবে। পুরুষের দুই পদ ; পশুগণ চতুষ্পদ ; ছন্দোমসকল পশুলাভহেতু পশুস্বরূপ। এই হেতু এই যে দ্বিপদ মন্ত্র পাঠ করা হয়, তাহাতে দুই পদে প্রতিষ্ঠিত যজমানকে চতুষ্পদ পশুতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। "এভিরগ্নে দুবো গিরঃ" [৯] ইত্যাদি বিশ্বদেবদৈবত মন্ত্র সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। এই সকল সূক্তের গায়ত্রী ছন্দ, এই ত্র্যহের তৃতীয় সবনের ছন্দও গায়ত্রী।

(৩) ৫।৮২।১। (৪) ৫।৮২।৪। (৫) ১।২৪।৩। (৬) ২।৪১।১৯। (৭) ১।২০।১।
(৮) ১০।১৭২।১। (৯) ১।১৪।১।

"বৈশ্বানরো অজীজনৎ" ইহা আগ্নিমারুতশস্ত্রের প্রতিপৎ হইবে। জননার্থক শব্দ থাকায় উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। "প্র যদ্বস্ত্রিষ্টুভমিষম্" [১০] এই মরুদ্দৈবত সূক্তে "প্র" শব্দ থাকায় উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল।

"জাতবেদসে সুনবাম সোমম্" [১১] এই জাতবেদোদৈবত সূক্ত সকল দিনে বিহিত। "দূতং বো বিশ্ববেদসম্" [১২] এই জাতবেদোদৈবত সূক্তে দেবতার উল্লেখ নাই; এই হেতু উহা সপ্তমদিনে সপ্তমাহের অনুকূল। ইহার ছন্দ গায়ত্রী; এই ত্র্যাহের তৃতীয় সবনের ছন্দও গায়ত্রী।

তৃতীয় খণ্ড

নবরাত্র—অষ্টমাহ

অনন্তর অষ্টমাহ—"যদ্বৈ নেতি······অচ্যুতঃ"

যাহাতে "আ" শব্দ ও "প্র" শব্দ নাই, যাহাতে স্থিত্যর্থক শব্দ আছে, তাহাই অষ্টমাহের লক্ষণ। [প্রথম ত্র্যাহে] যেমন দ্বিতীয়াহ, [তৃতীয় ত্র্যাহে] অষ্টমাহও সেইরূপ। যাহাতে "ঊর্দ্ধ" শব্দ, "প্রতি" শব্দ, "অন্তঃ" শব্দ, "বৃষণ্" শব্দ, "বৃধন্" শব্দ ও "সদ্" শব্দ আছে, যাহার মধ্যম চরণে দেবতার উল্লেখ আছে, যাহাতে অন্তরিক্ষের অভ্যুদয়, যাহাতে "অগ্নি" শব্দ দুইবার আছে, যাহাতে "মহৎ" শব্দ আছে, দুই দেবতার আহ্বান আছে, "পুনঃ" শব্দ আছে, যাহাতে বর্ত্তমান ক্রিয়ার

(১০) ৮।৭।১। (১১) ১।৯৯।১। (১২) ৪।৮।১।

প্রয়োগ আছে, এবং যাহা দ্বিতীয়াহের লক্ষণ, এ সকলই অষ্টমাহেরও লক্ষণ।

"অগ্নিং বো দেবমগ্নিভিঃ সজোষা"[1] ইত্যাদি মন্ত্র অষ্টমাহের আজ্যশস্ত্র হইবে। ইহার [প্রথম চরণে] অগ্নি শব্দ দুইবার থাকায় উহা অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। ইহার ছন্দ ত্রিষ্টুপ্; এই ত্র্যহের প্রাতঃসবনের ছন্দও ত্রিষ্টুপ্। "কুবিদঙ্গ নমসা যে বৃধাসঃ"[2] পীবো অন্নাঁ রয়িবৃধঃ সুমেধাঃ[3] "উচ্ছন্নুষসঃ সুদিনা অরিপ্রা"[4] "উশন্তা দূতা ন দভায় গোপাঃ"[5] "যাবত্তরস্তন্বোহযাবদোজঃ"[6] "প্রতি বাং সূর উদিতে সূক্তৈঃ"[7] "ধেনুঃ প্রত্নস্য কাম্যং দুহানা"[8] "ব্রহ্মা ণ ইন্দ্রোপ যাহি বিদ্বান্"[9] "ঊর্দ্ধো অগ্নিঃ সুমতিং বস্বো অশ্রেৎ"[10] "উত স্যা নঃ সরস্বতী জুষাণা"[11] ইত্যাদি মন্ত্রে প্রউগ শস্ত্র হইবে। প্রতি শব্দ অন্তঃ শব্দ, ও ঊর্দ্ধ শব্দ থাকায় এবং দুইবার দেবতার আহ্বান থাকায় উহারা অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। ইহাদের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্; এই ত্র্যহের প্রাতঃসবনের ছন্দও ত্রিষ্টুপ্।

"বিশ্বানরস্য বস্পতিম্"[12] "ইন্দ্র ইৎ সোমপা একঃ"[13] "ইন্দ্র নেদীয় এদিহি"[14] "উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে"[15] "অগ্নির্নেতা"[16] "ত্বং সোম ক্রতুভিঃ"[17] "পিন্বন্ত্যপঃ"[18] "বৃহদিন্দ্রায় গায়ত"[19] এই সকলমন্ত্রে দ্বিতীয়াহের শস্ত্র কল্পিত হয়, অতএব ইহারা অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। "শংসা মহামিন্দ্রং যস্মিন্

---

(১) ৭।৩।১। (২) ৭।৯১।১। (৩) ৭।৯১।৩। (৪) ৭।৯০।৪। (৫) ৭।৯১।২। (৬) ৭।৯১।৪।
(৭) ৭।৬৫।১। (৮) ৩।৫৮।১। (৯) ৭।২৮।১। (১০) ৭।৩৯।১। (১১) ৭।৯৫।৪
(১২) ৮।৬৮।৪। (১৩) ৮।২।৪। (১৪) ৮।৫৩।৫। (১৫) ১।৪০।১। (১৬) ৩।২০।৪
(১৭) ১।৯১।২। (১৮) ১।৬৪।৬। (১৯) ৮।৮৯।১। (২০) ৩।৪৯।১। (২১) ১।১৬৯।১

বিশ্বা"[২০] এই সূক্তে "মহৎ" শব্দ থাকায় উহা অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। "মহশ্চিত্ত্বমিন্দ্র যত এতান্"[২১] এই সূক্তেও মহৎ শব্দ থাকায় উহা অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। "পিবা সোম অভি যমুগ্র তর্দ"[২২] এই সূক্তে "ঊর্ব্বং গব্যং মহি গৃণান ইন্দ্র" এই [দ্বিতীয় চরণে] মহৎ শব্দ থাকায় উহাও অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। "মহাঁ ইন্দ্রো নৃবদা চর্ষণিপ্রা"[২৩] এই সূক্তেও মহৎ শব্দ থাকায় উহা অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। এই সকল সূক্তের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। ত্রিষ্টুভের সকল চরণ সমান হওয়ায় উহা সবনকে ধরিয়া থাকে। যজমানও এতদ্দ্বারা গৃহ হইতে ভ্রষ্ট হয় না।

"তমস্য দ্যাবাপৃথিবী সচেতসা"[২৪] এই সূক্তে "যদৈৎ কৃণ্বানো মহিমানমিন্দ্রিয়ম্" এই [তৃতীয় চরণে] মহৎ শব্দ থাকায় উহা অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। ইহার ছন্দ জগতী; জগতী ছন্দই এই ত্র্যহের মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করে। যাহাতে নিবিৎ স্থাপিত হয়, সেই ছন্দই সবনের নির্ব্বাহক। এই জন্য ঐ জগতীর মধ্যেই নিবিৎ স্থাপন করিবে। ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দের সূক্তগুলি [এক যোগে] মিথুন হইয়া পঠিত হয়। পশুগুণ মিথুন ও ছন্দোমসকল পশুগণের লাভহেতু বলিয়া পশুস্বরূপ। "মহৎ" শব্দযুক্ত সূক্তসকল পাঠ করিবে। অন্তরিক্ষই মহৎ; ইহাতে অন্তরিক্ষের প্রাপ্তি ঘটে। [মহৎ শব্দযুক্ত উল্লিখিত] পাঁচটি সূক্ত পাঠ করিবে। পঙ্ক্তি ছন্দের পাঁচ চরণ; যজ্ঞ পঙ্ক্তির সম্বন্ধযুক্ত, পশুগণও পঙ্ক্তির সম্বন্ধযুক্ত। ছন্দোমসকলও পশুলাভহেতু বলিয়া পশুস্বরূপ।

(২২) ৬।১৭।১। (২৩) ৬।১৯।১। (২৪) ১০।১১৩।১।

"অভি ত্বা শূর নোনুমঃ"[২৫] ও "অভি ত্বা পূর্ব্বপীতয়ে"[২৬] এই দুইটি [স্তোত্রিয় ও অনুরূপ] দ্বারা অষ্টমাহে রথন্তর সামের পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয়।

"যদ্বাবান" এই ধায্যা সকল দিনেই বিহিত।

"ত্বামিদ্ধি হবামহে" এই বৃহৎ সামের যোনিমন্ত্রকে ধায্যার পরে পাঠ করিবে; কেননা এই দিন স্থানগুণে বৃহৎ সামের সম্বন্ধযুক্ত।

"উভয়ং শৃণবচ্চনঃ"[২৭] ইত্যাদি মন্ত্র [বৃহৎ] সামের প্রগাথ হইবে। ইহার "উভয়" শব্দে যাহা অন্যকার কার্য্য হইবে ও যাহা কল্যকার কার্য্য ছিল, সেই উভয়ই বুঝাইতেছে; এই হেতু বৃহৎ সামের সম্বন্ধযুক্ত অষ্টমদিনে উহা অষ্টমাহের অনুকূল। "ত্যমূষু বাজিনং দেবজূতম্" এই তার্ক্ষ্যসূক্ত সকল দিনেই বিহিত।

চতুর্থ খণ্ড

নবরাত্র—সপ্তমাহ

অন্যান্য মন্ত্র—"অপূর্ব্যা পুরুতমানি......ত্র্যহঃ"

"অপূর্ব্যা পুরুতমান্যস্মা"[১] এই সূক্তের "মহে বীরায় তবসে তুরায়" এই [দ্বিতীয়] চরণ মহৎ-শব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। "তাং সুতে কীর্ত্তিং মঘবন্

---

(২৫) ৭।৩২।২২। (২৬) ৮।৬১।১। (২৭) ১০।১৭৮।১।

(১) ৬।৩২।১।

মহিত্বা"[২] এই সূক্তও মহৎ-শব্দযুক্ত হওয়ায় অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। "ত্বং মহাঁ ইন্দ্র যো হ শুষ্মৈঃ"[৩] এই সূক্তও মহৎ শব্দযুক্ত করায় অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। "ত্বং মহাঁ ইন্দ্র তুভ্যং হ ক্ষা"[৪] এই সূক্তও মহৎ-শব্দযুক্ত হওয়ায় অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। এই সকলের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্; ত্রিষ্টুভের সকল চরণ সমান হওয়ায় উহা সবনকে ধরিয়া রাখে; যজমানও এতদ্দ্বারা গৃহ হইতে ভ্রষ্ট হয় না।

"দিবশ্চিদস্য বরিমা বিপপ্রথে"[৫] এই সূক্তে "ইন্দ্রং ন মহ্না" এই [দ্বিতীয়] চরণ মহৎ-শব্দ-যুক্ত হওয়ায় উহা অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। এই সূক্তের ছন্দ জগতী; জগতী এই ত্র্যহের মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করে। যাহাতে নিবিৎ স্থাপিত হয়, সেই ছন্দই সবনের নির্ব্বাহক। এইজন্য ঐ জগতী মধ্যেই নিবিৎ বসাইবে।

ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দের সূক্তগুলি মিথুন করিয়া পাঠ করিবে। পশুগণ মিথুন; ছন্দোমসকলও পশুলাভহেতু বলিয়া পশুস্বরূপ। মহৎ-শব্দযুক্ত সূক্তসকল পাঠ করিবে; অন্তরিক্ষই মহৎ; এতদ্দ্বারা অন্তরিক্ষের প্রাপ্তি ঘটে। পাঁচ পাঁচ সূক্ত পাঠ করিবে। পঙ্‌ক্তির পাঁচচরণ, যজ্ঞও পঙ্‌ক্তি ছন্দের সম্বন্ধযুক্ত; পশুগণও পঙ্‌ক্তির (পঞ্চসংখ্যার) সম্বন্ধযুক্ত; ছন্দোমসকল পশুস্বরূপ। এতদ্দ্বারা পশুলাভ ঘটে।

ঐ সূক্তসকল দুইভাগে বিভক্ত; [মরুত্বতীয় শস্ত্রে পঠিত] পাঁচটি ও [নিষ্কেবল্য শস্ত্রে পঠিত] আর পাঁচটি; ইহারা একযোগে দশটি হয়; উহারা দশসংখ্যাযুক্ত বিরাটের সমান।

---

(২) ১০।৫৪।১। (৩) ১।৬৩।১। (৪) ৪।১৭।১। (৫) ১।৫৫।১।

বিরাট্‌, অন্ন, পশুগণও অন্ন, ছন্দোমসকল পশুস্বরূপ। এতদ্দ্বারা পশুলাভ ঘটে।

"বিশ্বো দেবস্য নেতুঃ"[৬] "তৎসবিতুর্বরেণ্যম্‌"[৭] "আ বিশ্বদেবং সৎপতিম্‌"[৮] এই সকল মন্ত্র বৈশ্বদেব শস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর। বৃহৎ-সামসম্বন্ধযুক্ত অষ্টমদিনে উহারা অষ্টমাহের অনুকূল। "হিরণ্যপাণিমূতয়ে"[৯] এই সবিতৃদৈবত সূক্ত ঊর্দ্ধশব্দযুক্ত হওয়ায় উহা অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। "যুবানা পিতরা পুনঃ"[১০] এই ঋভুদৈবত ত্র্যচ "পুনঃ" শব্দযুক্ত হওয়ায় অষ্টম দিনে অষ্টমাহের অনুকূল। "ইমা নু কং ভুবনা সীষধাম"[১১] এই দ্বিচরণমন্ত্র পাঠ করিবে। পুরুষের দুই পদ; পশুগণ চতুষ্পদ; ছন্দোমসকলও পশুস্বরূপ, ইহাতে পশুলাভ ঘটে। এই যে দ্বিপদ মন্ত্র পাঠ করা হয়, এতদ্দ্বারা দুই পদে প্রতিষ্ঠিত যজমানকে চতুষ্পদ পশুতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। "দেবানামিদবো মহৎ"[১২] এই বিশ্বদেব-দৈবত সূক্ত মহৎ-শব্দ-যুক্ত হওয়ায় অষ্টমদিনে অষ্টমাহের অনুকূল। ইহার ছন্দ গায়ত্রী; এই ত্র্যহের তৃতীয় সবনের ছন্দও গায়ত্রী। "ঋতাবানং বৈশ্বানরম্‌"[১৩] এই ত্র্যচ আগ্নিমারুতছন্দের প্রতিপৎ। ইহার [দ্বিতীয় ঋকের দ্বিতীয় চরণ] "অগ্নির্বৈশ্বানরো মহান্‌" মহৎ-শব্দযুক্ত হওয়ায় উহা অষ্টম দিনে অষ্টমাহের অনুকূল। "ক্রীড়ং বঃ শর্ধো মারুতম্‌"[১৪] এই মরুদ্দৈবত সূক্তে "জম্ভে রসস্য বাবৃধে" [এই পঞ্চম মন্ত্র] বৃধন্‌-শব্দযুক্ত হওয়ায় উহা অষ্টম

(৬) ৫।২০।১ (৭) ৩।৬২।১০। (৮) ৫।৮২।৭। (৯) ১।২২।৫। (১০) ১।২০।৪।
(১১) ১০।১৩৭। (১২) ৮।৮৩।১। (১৩) ২।২৩।৯। (১৪) ১।৩৭।১।

দিনে অষ্টমাহের অনুকূল। "জাতবেদসে সুনবাম সোমম্" এই জাতবেদো-দৈবত মন্ত্র সকলদিনেই বিহিত। "অগ্নে মৃড় মহা অসি" এই জাতবেদোদৈবত সূক্ত মহৎশব্দযুক্ত হওয়ায় উহা অষ্টম দিনে অষ্টমাহের অনুকূল। ইহার ছন্দ গায়ত্রী; এই ত্র্যহের ছন্দও গায়ত্রী।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

নবমাহ

অনন্তর নবমাহ অনুষ্ঠান। যথা—"যদ্বৈ···অচ্যুতঃ"

যাহার সমাপ্তি সমান, তাহা নবমাহের অনুকূল। তৃতীয়াহের যে যে লক্ষণ, এই যে নবমাহ ইহারও সেই সেই লক্ষণ। যাহা অশ্বশব্দযুক্ত, অন্তশব্দযুক্ত, যাহা পুনঃপঠিত হয়, যাহা নৃত্যলক্ষণযুক্ত, যাহাতে রমণার্থক শব্দ আছে, যাহাতে ত্রিশব্দ ও অন্তবাচক শব্দ আছে, যাহার শেষচরণে দেবতার উল্লেখ আছে, যাহাতে স্বর্গলোকের অভ্যুদয় আছে, অপিচ যাহাতে শুচি শব্দ, সত্য শব্দ, ক্ষয়ার্থক শব্দ, গমনার্থক শব্দ এবং ওক শব্দ আছে, যাহাতে অতীত ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে, এবং যাহা তৃতীয়াহের লক্ষণযুক্ত, সে সমস্তই নবমাহেরও লক্ষণ।

"অগন্ম মহা নমসা যবিষ্ঠম্"[১] এই সূক্তে নবমাহে আজ্যশস্ত্র হয়। গমনার্থক শব্দ থাকায় উহা নবম দিনে নবমাহের অনুকূল। উহা ত্রিষ্টুপ্; এই ত্র্যহের প্রাতঃসবনের ছন্দও ত্রিষ্টুপ্।

"প্র বীরয়া শুচয়ো দদ্রিরে তে"[২] "তে সত্যেন মনসা দীধ্যানাঃ"[৩] "দিবি ক্ষয়ন্তা রজসঃ পৃথিব্যাম্"[৪] "আ বিশ্ববারা-শ্বিনা গতং নঃ"[৫] "অয়ং সোম ইন্দ্র তুভ্যং সুন্ব আ তু"[৬] "প্র ব্রহ্মাণো অঙ্গিরসো নক্ষন্ত"[৭] "সরস্বতীং দেবয়ন্তো হবন্তে"[৮] "আ নো দিবো বৃহতঃ পর্ব্বতাদা"[৯] "সরস্বত্যভি নো নেষি বস্যঃ"[১০] এই সকল মন্ত্রে প্রউগশস্ত্র হইবে। এই সকল মন্ত্রে শুচি শব্দ, সত্য শব্দ, ক্ষয়ার্থক শব্দ, গমনার্থক শব্দ, ওক শব্দ থাকায় উহারা নবম দিনে নবমাহের অনুকূল। উহাদের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্; এই ত্র্যহে প্রাতঃসবনের ছন্দও ত্রিষ্টুপ্।

"তং তমিদ্রাধসে মহে" "ত্রয় ইন্দ্রস্য সোমা" "ইন্দ্র নেদীয় এদিহি" "প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতিঃ" "অগ্নির্নেতা" "ত্বং সোম ক্রতুভিঃ" "পিন্বন্ত্যপঃ" "নকিঃ সুদাসো রথম্" এই সকল মন্ত্র, তৃতীয়াহের সহিত শস্ত্রকল্পনা সমান হওয়ায়, নবম দিনে নবমাহের অনুকূল। "ইন্দ্রঃ স্বাহা পিবতু যস্য সোমঃ"[১১] এই সূক্তের স্বাহা শব্দ [হোমমন্ত্রের] অন্তে থাকে, নবমাহও [নবরাত্রের] অন্তে স্থিত; এই জন্য এই সূক্ত নবম দিনে নবমাহের অনুকূল। "গায়ৎসাম নভন্যং যথা বেঃ"[১২] এই

---

(১) ৭।১২।১। (২) ৭।৯০।১। (৩) ৭।৯০।৫। (৪) ৭।৬৪।১। (৫) ৭।৭০।১। (৬) ৭।২৯।১। (৭) ৭।৪২।১। (৮) ১০।১৭।৭। (৯) ৫।৪৩।১১। (১০) ৬।৬১।১৪। (১১) ৩।৫০।১। (১২) ১।১৭৩।১।

সূক্তের "অর্চ্চাম তদ্বাবৃধানং স্বর্বৎ" এই চরণের "স্বঃ" (স্বর্গ) শব্দ [লোকত্রয়ের] অন্তে স্থিত ; নবমাহও [নবরাত্রের] অন্তে স্থিত ; এই হেতু এই সূক্ত নবম দিনে নবমাহের অনুকূল। "তিষ্ঠা হরী রথ আ যুজ্যমানা"[১৪] এই সূক্তে স্থিত্যর্থক শব্দ অন্ত-লক্ষণযুক্ত ;[১৫] নবমাহও [নবরাত্রের] অন্তে স্থিত ; এই হেতু এই সূক্ত নবম দিনে নবমাহের অনুকূল। "ইমা উ ত্বা পুরুতমস্য কারোঃ"[১৬] এই সূক্তের "ধিয়ো রথেষ্ঠাম্" এই চরণের স্থিত্যর্থক শব্দ অন্তলক্ষণযুক্ত ; নবমাহও অন্তে স্থিত, এই হেতু ইহা নবম দিনে নবমাহের অনুকূল। এই সকল সূক্তের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ ; উহা সকল চরণ সমান হওয়ায় সবনকে ধরিয়া রাখে, সবনও ইহাদ্বারা স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হয় না।

"প্র মন্দিনে পিতুমদর্চ্চতা বচঃ"[১৭] এই সূক্তের সকল মন্ত্রের সমাপ্তি সমান হওয়ায় ইহা নবম দিনে নবমাহের অনুকূল। ইহার ছন্দ জগতী ; জগতীছন্দের মন্ত্রই এই ত্র্যহের মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করে ; যাহাতে নিবিদের স্থাপনা হয়, সেই ছন্দই সবনের নির্ব্বাহক ; এই হেতু জগতী মন্ত্রেই নিবিদ্ স্থাপন করিবে।

ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী এই মিথুন (উভয়) ছন্দই পাঠ করিবে ; পশুগণ মিথুন, পশুগণই ছন্দোগ ; ইহাতে পশুলাভ ঘটে।

পাঁচটি সূক্ত পাঠ করিবে ; পঙ্ক্তির পাঁচ চরণ, যজ্ঞ পঙ্ক্তির সম্বন্ধযুক্ত, পশুগণও পঙ্ক্তিসম্বন্ধযুক্ত ; পশুগণই ছন্দোম ; ইহাতে পশুলাভ ঘটে।

(১৪) ৩।৩৫।১। (১৫) কেননা গতির অন্তে স্থিতি (সায়ণ)
(১৬) ৬।২১।১। (১৭) ১।১০১।১।

"ত্বামিদ্ধি হবামহে"[১৮] "ত্বং হ্যেহি চেরবে"[১৯] এই দুই ত্র্যচ দ্বারা নবমাহে [নিষ্কেবল্য শস্ত্রের] বৃহৎ সামের পৃষ্ঠ-স্তোত্র নিষ্পন্ন হয়।

"যদ্বাবান"[২০] এই ধায্যা সকল দিনেই বিহিত। "অভি ত্বা শূর নোনুমঃ"[২১] এই মন্ত্রকে রথন্তরের যোনির পরে বসাইবে। এই নবমাহ স্থানগুণে রথন্তরের সম্বন্ধযুক্ত। "ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণম্"[২২] এই মন্ত্রে সামপ্রগাথ হইবে; ত্রি শব্দ থাকায় ইহা নবমদিন নবমাহের অনুকূল। "ত্যমূ ষু বাজিনং দেবজূতম্"[২৩] এই তার্ক্ষ্যসূক্ত সকল দিনেই বিহিত।

দ্বিতীয় খণ্ড

নবরাত্র—নবমাহ

নবমাহের অন্যান্য সূক্ত যথা—"সং চ ত্বে…ত্র্যহঃ"

"সং চ ত্বে জগ্মুর্গির ইন্দ্র পূর্ব্বীঃ"[১] এই সূক্তে গমনার্থক শব্দ থাকায় ইহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল। "কদা ভুবন্ রথ ক্ষয়াণি ব্রহ্ম"[২] এই সূক্তে ক্ষেতি-ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ আছে; অপিচ [লোকে পথের] অন্তে যাইয়া বাস করে, এই হেতু [নিবাসার্থক] ক্ষেতি-ধাতু অন্তলক্ষণযুক্ত; এই হেতু এই সূক্ত নবমদিনে নবমাহের অনুকূল। "আ সত্যো যাতু মঘবাঁ ঋজীষী"[৩]

(১৮) ৬।৪৬।১। (১৯) ৮।৬১।৭। (২০) ১০।৭৪।৬। (২১) ৭।৩৩।২২।
(২২) ৬।৪৬।৯ (২৩) ১০।১৭৮।১।

(১) ৬।৩৪।১। (২) ৬।৩৫।১। (৩) ৪।১৬।১।

এই সূক্তে সত্য শব্দ থাকায় উহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল। "তত্ত ইন্দ্রিয়ং পরমং পরাচৈঃ"[৪] এই সূক্তের পরম শব্দ অন্ত-বাচক, নবমাহও [নবরাত্রের] অন্তে স্থিত, এই হেতু উহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল। এই সকল সূক্তের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্; সকল চরণ সমান হওয়ায় উহা সবনকে ধরিয়া রাখে; ইহা দ্বারা সবনও স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হয় না।

"অহং ভুবং বসুনঃ পূর্ব্যস্পতিঃ"[৫] এই সূক্তে "অহং ধনানি সংজয়ামি শশ্বতঃ" এই চরণের জয়ার্থক শব্দ [যুদ্ধের] অন্ত বুঝায়; নবমাহও [নবরাত্রের] অন্তে স্থিত; এই হেতু উহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল। এই সূক্তের জগতী ছন্দই এই ত্র্যহের মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করে। যাহাতে নিবিদ্ স্থাপিত হয়, সেই ছন্দই সবনের নির্ব্বাহক; সেইজন্য জগতী-তেই নিবিৎ স্থাপন করিবে।

ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী এই মিথুন (উভয়) ছন্দের সূক্তই পঠিত হয়। পশুগণ মিথুন, পশুগণ ছন্দোম, ইহাতে পশু-গণের রক্ষা ঘটে।

পাঁচ পাঁচ সূক্ত পঠিত হয়। পঙ্‌ক্তির পাঁচ চরণ; যজ্ঞ পঙ্‌ক্তির সম্বন্ধযুক্ত, পশুগণ পঞ্চসম্বন্ধযুক্ত; পশুগণ ছন্দোম, ইহাতে পশুগণের রক্ষা ঘটে। এই সূক্তসকল [মরুত্বতীয় শস্ত্রে] পাঁচটি ও [নিষ্কেবল্য শস্ত্রে] পাঁচটি, এইরূপে দশটি হয়। এইরূপে দশটি হইয়া উহা বিরাটের তুল্য হয়। বিরাট্ অন্নস্বরূপ, পশুগণ অন্নস্বরূপ, পশুগণ ছন্দোম; ইহাতে পশু-গণের রক্ষা ঘটে।

---

(৪) ১।১০৩।১। (৫) ১০।৪৮।১।

"তৎ সবিতুর্বৃণীমহে" [৬] এবং "অদ্যা নো দেব সবিতঃ" [৭] এই দুইটি বৈশ্বদেব শস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচর হইবে। রথন্তর-সম্বন্ধযুক্ত নবমদিনে উহারা নবমাহের অনুকূল। "দোষো আগাৎ" এই সবিতৃদৈবত মন্ত্রে গমনার্থক শব্দ [স্থিতির] অন্ত বুঝায়। নবমাহও [নবরাত্রের] অন্তে স্থিত। এই হেতু উহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল। "প্র বাং মহি দ্যবী অভি" [৮] এই দ্যাবাপৃথিবীদৈবত মন্ত্রে "শুচী উপ প্রশস্তয়ে" এই চরণ শুচিশব্দযুক্ত হওয়ায় উহা নবমদিনে নবমাহের অনু-কূল। "ইন্দ্র ইষে দদাতু নঃ" [৯] "তে নো রত্নানি ধত্তন" [১০] ইত্যাদি ঋভুদৈবত সূক্তে "ত্রিরা সাপ্তানি সুন্বতে" এই চরণে ত্রিশব্দ থাকায় উহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল। "বভ্রুরেকো বিষুণঃ সূনরো যুবা" [১১] এই দ্বিচরণযুক্ত মন্ত্র পঠিত হয়। পুরু-ষের দুই পদ, পশুগণ চতুষ্পাদ, পশুগণ ছন্দোম ; ইহাতে পশু-গণের রক্ষা ঘটে। এই যে দ্বিচরণ মন্ত্র পঠিত হয়, ইহাতে দুই চরণে প্রতিষ্ঠিত যজমানকে চতুষ্পদ পশুতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

"যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরঃ" [১২] এই বিশ্বদেবদৈবত সূক্ত ত্রি-শব্দযুক্ত হওয়ায় ইহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল। ইহার মন্ত্র-সকলের ছন্দ গায়ত্রী। এই ত্র্যহের তৃতীয় সবনের ছন্দও গায়ত্রী।

"বৈশ্বানরো ন ঊতয়ে" [১৩] এই মন্ত্র আগ্নিমারুত শস্ত্রের

(৬) ৫।৮২।১। (৭) ৫।৮২।৪। (৮) ৪।৫৭।৫। (৯) ৮।৯৩।৩৪। (১০) ১।২০।৭।
(১১ , ৮।২৯।১। (১২) ৮।২৮।১।
(১৩) [আ০ শ্রৌ০ সূ০ ৮।১১]

প্রতিপৎ। ইহার "আ প্রয়াতু পরাবতঃ" এই চরণের [দূরদেশ-বাচক] পরাবত শব্দ অন্তবাচক, নবমাহও [নবরাত্রের] অন্তে স্থিত, এই হেতু ইহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল। "মরুতো যস্য হি ক্ষয়ে"[১৪] এই মরুদ্দৈবত সূক্তে ক্ষয় শব্দ অন্ত-লক্ষণযুক্ত ; [লোকেও পথের] অন্তে গিয়া নিবাস করে ; এই হেতু ইহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল।

"জাতবেদসে সুনবাম সোমম্"[১৫] এই জাতবেদোদৈবত মন্ত্র সকল দিনে বিহিত। "প্রাগ্নয়ে বাচমীরয়"[১৬] এই জাতবেদো-দৈবত সূক্তের সকল মন্ত্রেরই সমাপ্তি সমান ; এই হেতু ইহা নবমদিনে নবমাহের অনুকূল। উহার "স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ" "স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ" এইরূপে এই চরণ বহুবার পঠিত হয়।

এই নবরাত্র অনুষ্ঠানে [কর্ত্তব্যবাহুল্যহেতু] নানাবিধ নিষিদ্ধ কর্ম্ম বহুবার ঘটিয়া থাকে। এই জন্য [ঐ দোষের] শান্তির জন্যই "স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ" "স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ" এইরূপ [বহুবার] যে পাঠ হয়, তদ্দ্বারা ইহাদিগকে (যজমান ও ঋত্বিক্‌দিগকে) পাপ হইতে মুক্ত করা হয়।

এই সকল সূক্তের ছন্দ গায়ত্রী। এই ত্র্যহের তৃতীয় সবনের ছন্দও গায়ত্রী।

(১৪) ১।৮৬।১। (১৫) ১।৯৯।১। (১৬) ১০।১৮৮।১।

তৃতীয় খণ্ড

দশমাহ

দ্বাদশাহ যাগের প্রথম দিন প্রায়ণীয় ও শেষ দিন উদয়নীয় রূপে গণ্য হয়। মধ্যস্থ দশ দিনের তিন ভাগ। প্রথমভাগে ছয় দিনে পৃষ্ঠ্য ষড়হ; দ্বিতীয় ভাগে তিন দিনের অনুষ্ঠানের নাম ছন্দোম। প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগের তিন ত্র্যহে সেই নয় দিনের অনুষ্ঠান বর্ণিত হইল। তৃতীয়ভাগে দশম দিনের অনুষ্ঠান এক্ষণে বর্ণিত হইবে। এই তৃতীয়ভাগের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই ভাগের সম্বন্ধ নিরূপণ হইতেছে, যথা—"পৃষ্ঠ্যং ষড়হং···শ্রেয়সঃ"

ঠ্য ষড়হ অনুষ্ঠিত হয়। [শরীর মধ্যে] যেমন মুখ, [দশরাত্র মধ্যে] পৃষ্ঠ্য ষড়হ সেইরূপ ; আর মুখের অভ্যন্তরে যেমন জিহ্বা, তালু ও দন্ত, [এস্থলে তিনটি] ছন্দোম সেইরূপ ; আর যে [ইন্দ্রিয়ের] দ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয়, যদ্দ্বারা স্বাদু এবং অস্বাদু ভেদ জানা যায়, এই দশমাহ সেইরূপ।

নাসিকাদ্বয় যেরূপ, পৃষ্ঠ্য ষড়হ সেইরূপ ; আর নাসিকা-দ্বয়ের মধ্যস্থল যেরূপ, ছন্দোমও সেইরূপ ; আবার যদ্দ্বারা গন্ধসকল জানা যায়, দশমাহও সেইরূপ।

অক্ষি যেরূপ, পৃষ্ঠ্য ষড়হ সেইরূপ ; আর অক্ষিমধ্যে কৃষ্ণবর্ণ [তারা] যেরূপ, ছন্দোম সেইরূপ ; আর যে কনী-নিকা দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, দশমাহ সেইরূপ।

কর্ণ যেরূপ, পৃষ্ঠ্য ষড়হ সেইরূপ ; কর্ণের মধ্যস্থল যেরূপ, ছন্দোম সেইরূপ ; আর যদ্দ্বারা শুনিতে পাওয়া যায়, দশমাহ সেইরূপ।

দশমাহ শ্রীস্বরূপ ; যাহারা দশমাহ অনুষ্ঠান করে, তাহারা

শ্রীলাভ করে। সেইজন্য দশমাহে [কোন নিষিদ্ধ অনুষ্ঠান করিলেও] তাহার প্রতিবাদ করিবে না। কেননা, শ্রীর প্রতি-বাদ (নিন্দা) করা উচিত নহে, শ্রীমান্ লোকের আচরণও প্রতিবাদযোগ্য নহে। [১]

তৎপরে দশমাহের অনুষ্ঠান বর্ণিত হইতেছে, যথা—"তে ততঃ সর্পন্তি... জুহোতি"

তদনন্তর [পত্নীসংযাজ অনুষ্ঠানের পর] অনুষ্ঠানকর্ত্তারা [মানসগ্রহ অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সদঃস্থান হইতে বাহির হইয়া] গমন করিবেন। [গমনান্তে তীর্থদেশ] মার্জ্জন করিবেন। [তৎপরে] পত্নীশালায়[২] উপস্থিত হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি আহুতি দিবেন, তিনি অন্য সকলকে বলিবেন, তোমরা আমাকে স্পর্শ কর। তৎপরে তিনি এইমন্ত্রে আহুতি দিবেন "ইহ রমেহ রমধ্বমিহ ধৃতিরিহ স্বধৃতিরগ্নেহবাট্ স্বাহাহবাট্[৩]।"

এই মন্ত্রের "ইহ রম" এই বাক্যের তাৎপর্য্য, যজমানেরা ইহ লোকেই আনন্দ লাভ করুন; "ইহ রমধ্বম্"বাক্যের তাৎ-পর্য্য, তাঁহাদের পুত্রাদি তাঁহাদিগকে লইয়া আনন্দ লাভ করুক। "ধৃতিরিহ" এই বাক্যে অপত্যের ও "স্বধৃতিরিব" এই বাক্যে

(১) অন্য দিনের কর্ম্মে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিলে বা নিষিদ্ধ অনুষ্ঠান ঘটিলে তাহার সংশোধন ও প্রতিবাদের ব্যবস্থা আছে, দশমাহ শ্রীস্বরূপ হওয়ায় ঐ দিনের ভ্রমপ্রমাদের প্রতিবাদ আবশ্যক হয় না।

(২) গার্হপত্য অগ্নির নিকটে পত্নীশালা। সেইখানে গিয়া হোম করিতে হয়।

(৩) এই মন্ত্রের অর্থ—[হে যজমানগণ], তোমরা ইহলোকে রমণ কর; [তোমাদের পুত্রাদি] তোমাদিগকে লইয়া রমণ করুক; তোমাদের ধৃতি (অপত্যাদির স্থিরত্ব) হউক; তোমাদের স্বধৃতি (বেদবাক্যে স্থিরত্ব) হউক। অগ্নি (রথন্তর রূপে) তোমাদের যজ্ঞ বহন করুন; স্বাহা (বৃহৎ সামরূপে) তোমাদের যজ্ঞ বহন করুন।

বেদবাক্যের যজমানগণে স্থিতিকামনা হইতেছে। "অগ্নেঽবাট্" এই বাক্যে রথন্তরের এবং "স্বাহাঽবাট্" এই বাক্যে বৃহতের স্থিতি কামনা হইতেছে।

এই যে বৃহৎ ও রথন্তর, ইঁহারা দেবগণের পক্ষে মিথুন-স্বরূপ। এই দেবগণের মিথুনদ্বারা [মনুষ্যের] মিথুন পাওয়া যায়; দেবগণের মিথুনদ্বারা [মনুষ্যের] মিথুন উৎপন্ন হয়। যে ইহা জানে, সে প্রজা ও পশুদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া সমৃদ্ধ হয়।

তৎপরে [পত্নীশালার গার্হপত্য স্থান হইতে] তাঁহারা বাহিরে আসিবেন, সেই স্থান মার্জ্জন করিবেন ও আগ্নীধ্রীয়ে উপস্থিত হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি আহুতি দিবেন, তিনি আর সকলকে বলিবেন, তোমরা আমাকে স্পর্শ কর; ও তৎ-পরে এই মন্ত্রে আহুতি দিবেন; "উপসৃজন্ ধরুণং মাতরং ধরুণো ধয়ন্। রায়স্পোষমিষমূর্জ্জমস্মাসু দীধরৎ স্বাহা।"[৪]

যেখানে ইহা জানিয়া এই আহুতি দেওয়া হয়, সে স্থলে আপনার জন্য ও যজমানদিগের জন্য ধন পুষ্টি অন্ন ও রস রক্ষা করা হয়।

---

(৪) এই মন্ত্রের অর্থ, জগতের ধারণকর্ত্তা প্রজাপতি আমাদের ধারণকর্ত্তা পিতাকে ও মাতাকে আমাদের সহিত যুক্ত করিয়া আমাদের দত্ত হব্য পান করুন ও আমাদের ধন, পুষ্টি, অন্ন ও রস সম্পাদন করুন—স্বাহা।

চতুর্থ খণ্ড

দশমাহ

পত্নীশালার গার্হপত্যে ও তদনন্তর আগ্নীধ্রীয়ে হোমের পর অন্যান্য কর্ত্তব্য যথা—"তে ততঃ......বেদ"

তদনন্তর তাঁহারা [আগ্নীধ্রীয় হইতে] বাহিরে আসেন ও সদঃ স্থানে উপস্থিত হন। [সদঃ প্রবেশ কালে] উদ্গাতারা একসঙ্গে যান, অন্য ঋত্বিকেরা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে যান। উদ্গাতারা সর্পরাজ্ঞীর ঋক্‌সমূহ দ্বারা স্তোত্র পাঠ করেন।

এই যে [ভূমি], ইনিই সর্পরাজ্ঞী; ইনিই সর্পণশীল (গতিশীল) সকল [জীবের] রাজ্ঞী; ইনি অগ্রে (বৃক্ষোৎপত্তির পূর্ব্বে) লোমহীনা ছিলেন; তিনিই "আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীৎ" এই মন্ত্র [১] দেখিয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি পৃশ্নিবর্ণ অর্থাৎ [নীলপীতাদি] নানা রূপ পাইয়াছিলেন। বনস্পতি ও ওষধি যাহা কিছু আছে, তন্মধ্যে তিনি যাহা যাহা কামনা করিয়াছিলেন, সে সকলই তিনি পাইয়াছিলেন। যে ইহা জানে, সে যাহা যাহা কামনা করে, সেই সমস্ত নানারূপ পৃশ্নিবর্ণ বস্তু পাইয়া থাকে।

এই [সর্পরাজ্ঞীর স্তোত্র গানে] প্রস্তোতা মনে মনে প্রস্তাবাংশ পাঠ করেন, উদ্গাতা মনে মনে উদ্গীথাংশ পাঠ করেন, প্রতিহর্ত্তা মনে মনে প্রতিহারাংশ পাঠ করেন; কেবল

(১) ১০।১৮৯।১ ঐ মন্ত্রগুলির নাম সর্পরাজ্ঞী মন্ত্র। ভূমিদেবী এই মন্ত্র দর্শনের পর নানা বর্ণের বৃক্ষ ও ওষধিসমূহ পাইয়া লোমযুক্ত হইয়াছিলেন।

হোতা স্পষ্ট বাক্যে শস্ত্র পাঠ করেন। কেননা, বাক্য ও মন উভয়েই দেবগণের পক্ষে মিথুনস্বরূপ; দেবগণের সেই মিথুন দ্বারা [মনুষ্যের] মিথুন পাওয়া যায়; দেবগণের মিথুন দ্বারা [মনুষ্যের] মিথুন উৎপন্ন হয়। যে ইহা জানে, সে প্রজা ও পশুদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া সমৃদ্ধ হয়।

তদনন্তর হোতা চতুর্হোতৃমন্ত্র উচ্চে পাঠ করেন; উদ্গাতৃগণের [সর্পরাজ্ঞী] স্তোত্রপাঠের পর ইহা পঠিত হয়। এই যে চতুর্হোতৃ-মন্ত্রসমূহ, ইহা দেবগণের গুহ্য যজ্ঞিয় নাম। হোতা যে এই চতুর্হোতৃমন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন, এতদ্দ্বারা দেবগণের গুহ্য যজ্ঞিয় নাম প্রকাশ করা হয়। ঐ নাম এইরূপে প্রকাশিত হইয়া হোতাকেও প্রকাশিত (খ্যাতিযুক্ত) করে। যে ইহা জানে, সেও প্রকাশ (খ্যাতি) লাভ করে।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যদি কোন অনূচান (বেদজ্ঞ) ব্রাহ্মণ [বাগ্মিতার অভাবে] যশোলাভে বঞ্চিত হন, তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কুশতৃণসমূহ ঊর্দ্ধমুখে গাঁথিয়া আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে কোন [বেদজ্ঞ] ব্রাহ্মণকে বসাইয়া উচ্চস্বরে চতুর্হোতৃমন্ত্র পাঠ করিবেন।

এই যে চতুর্হোতৃ মন্ত্র, ইহা দেবগণের গুহ্য ও যজ্ঞিয় নাম। যিনি চতুর্হোতৃমন্ত্রের উচ্চে পাঠ করেন, তিনি দেবগণের গুহ্য যজ্ঞিয় নাম প্রকাশ করেন। সেই নাম প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে প্রকাশিত করে। যে ইহা জানে, সেও প্রকাশ লাভ করে।

পঞ্চম খণ্ড

দশমাহ

চতুর্হোতৃ মন্ত্র পাঠের পূর্ব্ববর্ত্তী আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান উডুম্বর শাখা স্পর্শ যথা—
"অথোদুম্বরীং......বিসৃজেরন্"

অনন্তর সকলে মিলিয়া "ইষমূর্জ্জমন্বারভে"—অন্নরূপ ও রসরূপ এই ঔডুম্বরী স্পর্শ করিতেছি—এই মন্ত্রে [সদঃস্থানে নিহিত] উডুম্বর-শাখা স্পর্শ করেন। এই উডুম্বরই [ঐ মন্ত্রোক্ত] অন্নস্বরূপ ও রসস্বরূপ। পুরাকালে দেবগণ আপনাদের মধ্যে অন্ন ও রস বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন; তৎকালে [ভূমিপতিত অন্নরসের অংশ হইতে] উডুম্বর উৎপন্ন হইয়াছিল। সেইজন্য সেই উডুম্বরবৃক্ষ সংবৎসর মধ্যে তিনবার ফলবান্ হয়। এই যে উডুম্বর স্পর্শ করা হয়, এতদ্দ্বারা ভক্ষণীয় অন্নকে ও রসকেই স্পর্শ করা হয়।

তৎপরে বাক্‌সংযম (মৌনধারণ) করা হয়। যজ্ঞই বাক্‌স্বরূপ; এতদ্দ্বারা যজ্ঞকেই নিয়মিত করা হয়। দিবাভাগে বাক্-সংযম হয়; দিবাভাগ স্বর্গলোকস্বরূপ, এতদ্দ্বারা স্বর্গলোককেই নিয়মিত (অধীন) করা হয়।

দিবাভাগে বাগ্‌বিসর্গ করিবে না (কথা কহিবে না); দিবাভাগে বাগ্‌বিসর্গ করিলে দিনকে শত্রুর স্থানে দেওয়া হইবে। রাত্রিতেও বাগ্‌বিসর্গ করিবে না। রাত্রিতে বাগ্‌বিসর্গ করিলে রাত্রিকেও শত্রুর স্থানে দেওয়া হইবে।

[দিনে বা রাত্রিতে কথা না কহিয়া] যখন সূর্য্য অস্তগমন কাল প্রাপ্ত হইবে, সেই সময়ে বাগ্‌-বিসর্গ করিবে। তাহাতে

কেবল সেই [অস্তগমন] কালটুকুই শত্রুর স্থানে দেওয়া হইবে।

অথবা সূর্য্য অস্তগত হইবামাত্র বাগ্‌-বিসর্গ করিবে; তদ্দ্বারা দ্বেষকারী শত্রুকে তমোমগ্ন করা হইবে।

[সদঃস্থান হইতে বাহিরে আসিয়া] আহবনীয়ে পরিভ্রমণ করিয়া বাগ্‌-বিসর্গ করিবে। আহবনীয় যজ্ঞস্বরূপ; আহবনীয় স্বর্গলোকস্বরূপ; ইহাতে যজ্ঞদ্বারা ও স্বর্গলোক দ্বারা স্বর্গলোক পাওয়া যায়।

"যদিহোনমকর্ম্ম যদত্যরীরিচাম প্রজাপতিং তৎ পিতরমপ্যেতু"—এই যজ্ঞে যে কর্ম্ম ঊন (অসম্পূর্ণ) বা যাহা অকর্ম্ম (অননুষ্ঠিত) আছে এবং যাহা অতিরিক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত [দোষজনক অনুষ্ঠান] পিতা প্রজাপতিকে প্রাপ্ত হউক—এই মন্ত্রে বাগ্‌-বিসর্গ করিবে। সকল প্রজা প্রজাপতির পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছে; ঊন বা অতিরিক্ত উভয় পদার্থেরই আশ্রয়স্থান প্রজাপতি; সেইজন্য [এই মন্ত্র পাঠ করিলে] ঊন বা অতিরিক্ত কোন দোষই অনুষ্ঠাতার বিঘ্ন জন্মায় না। যে ইহা জানিয়া ঐ মন্ত্রে বাগ্‌ বিসর্গ করে, সে ঊন ও অতিরিক্ত উভয় কর্ম্মকেই লক্ষ্য করিয়া প্রজাপতিকেই প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য এইরূপ জানিয়া ঐ মন্ত্র দ্বারাই বাগ্‌ বিসর্গ করিবে।

ষষ্ঠ খণ্ড

দশমাহ

অনন্তর চতুর্হোতৃমন্ত্রের ব্যাখ্যান যথা—"অধ্বর্যো! ..... উপবক্তাসীৎ"

চতুর্হোতৃ মন্ত্র বলিবার পূর্ব্বে হোতা "অধ্বর্য্যো" বলিয়া আহ্বান করিবেন; ইহাই এস্থলে আহাব মন্ত্র হইবে।[১]

"ওঁ হোতস্তথা হোতঃ"—অহে হোতা, তাহাই হউক, অহে হোতা, তাহাই কর—এই মন্ত্রে অধ্বর্য্যু প্রতিগর করিবেন। [হোতার পাঠ্য পরবর্ত্তী] দশটি পদের প্রত্যেক পদের অবসানে প্রতিগর করিবেন। [প্রথম পদ] "তেষাং চিত্তিঃ স্রুগাসীৎ"—[প্রজাপতি গৃহপতি ও দেবগণ যজমান হইয়া যে হোম করিয়াছিলেন তাহাতে] সেই দেবগণের চিত্তি (বিষয়বোধ শক্তি) স্রুক্-(জুহূ)-স্বরূপ হইয়াছিল। [দ্বিতীয় পদ] "চিত্তমাজ্যমাসীৎ"—তাঁহাদের চিত্ত (অন্তঃকরণ) আজ্য হইয়াছিল। [তৃতীয় পদ] "বাগ্‌বেদিরাসীৎ"—বাগিন্দ্রিয় বেদি হইয়াছিল। [চতুর্থ পদ] "আধীতং বর্হিরাসীৎ"—ধ্যানলব্ধ যাবতীয় বস্তু বর্হি হইয়াছিল। [পঞ্চম পদ] "কেতো অগ্নিরাসীৎ"—জ্ঞান অগ্নি হইয়াছিল। [ষষ্ঠ পদ] "বিজ্ঞাতমগ্নীদাসীৎ"—বিজ্ঞান আগ্নীধ্র নামক ঋত্বিক্ হইয়াছিল। [সপ্তম পদ] "প্রাণো হবিরাসীৎ"—প্রাণ হব্য হইয়াছিল। [অষ্টম পদ] "সামাধ্বর্য্যুরাসীৎ"—সাম অধ্বর্য্যু হইয়াছিল। [নবম পদ] "বাচস্পতির্হোতাসীৎ"—বৃহস্পতি হোতা হইয়াছিলেন। [দশম পদ] "মন উপবক্তা আসীৎ"—মন উপবক্তা (মৈত্রাবরুণ) হইয়াছিলেন।[২]

---

(১) শস্ত্র পাঠের পূর্ব্বে যেমন "শোংসাবোম্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আহাব হয়, এস্থলে সেইরূপ আহাব মন্ত্র "অধ্বর্য্যো"।

(২) চিত্তি প্রভৃতি শব্দের সায়ণ এইরূপ অর্থ দিয়াছেন।

ইদং বস্তু ঈদৃশমেব ন তু অন্যথা ইতি যা সম্যগ্‌ জ্ঞানরূপা মনোবৃত্তিঃ সা চিত্তিঃ। পূর্ব্বোক্তন্যায়াঃ

চতুর্হোতৃ মন্ত্র পাঠের পর মানসগ্রহ গ্রহণের জন্য হোতার পাঠ্য অবগ্রহ মন্ত্র যথা—"তে বা এতং · ···রাৎস্যাম"

"তে বা এতং গ্রহমগৃহ্লত" তাঁহারা (প্রজাপতি সহিত দেবগণ) এই [মানস] গ্রহ গ্রহণ করিয়াছিলেন। [গ্রহণ-কালে বৃহস্পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন] "বাচস্পতে বিধে নামন্"—অহে বাচস্পতি, অহে বিধি, অহে নময়িতা; "বিধেম তে নাম"—তোমার নাম খ্যাত করিতেছি; "বিধেস্ত্বমস্মাকং নাম্না দ্যাং গচ্ছ"—তুমি আমাদের কীর্ত্তি সম্পাদন কর ও কীর্ত্তি সহিত স্বর্গে যাও—"যাং দেবাঃ প্রজাপতি-গৃহপতয়ঃ ঋদ্ধিমরাধ্নুবংস্তামৃদ্ধিং রাৎস্যামঃ"—প্রজাপতিকে গৃহপতিরূপে পাইয়া দেবগণ যে ঋদ্ধি (ঐশ্বর্য্য) লাভ করিয়াছিলেন, আমরা (যজমানেরা) যেন সেই ঋদ্ধি পাইতে পারি।

চতুর্হোত্র মন্ত্র ও গ্রহমন্ত্র পাঠের পর হোতা প্রজাপতিতনু নামক মন্ত্র ও ব্রহ্মোদ্য নামক মন্ত্র পাঠ করিবেন যথা—"অথ প্রজাপতেঃ·····অরাৎস্ম"

অনন্তর প্রজাপতিতনুমন্ত্র ও ব্রহ্মোদ্য মন্ত্র যথাক্রমে পাঠ করিবে।

[প্রজাপতিতনু মন্ত্র] "অন্নাদা চান্নপত্নী চ ভদ্রা চ কল্যাণী চ অনিলয়া চাপভয়া চ অনাপ্তা চানাপ্যা চ অনাধৃষ্যা চাপ্রতিধৃষ্যা

চিত্তিরূপায়াঃ বৃত্তেরাধারভূতং যদন্তঃকরণং তৎ চিত্তম্। বাগ্ বাগিন্দ্রিয়ম্। আ সমন্তাদ্ ধীতং মনসা ধ্যাতং যদ্বস্তু তদ্ আধীতম্। কেতুর্জ্ঞানমাত্রম্। মনসা বিশেষণ নিশ্চিতং যদ্বস্তু তদ্ বিজ্ঞাতম্। প্রাণঃ প্রাণবায়ুঃ। সাম যদ্ গীয়মানম্। বাচস্পতির্বৃহস্পতিঃ। মনঃ অন্তঃকরণম্ যদপ্যেকমেবান্তঃকরণং চিত্তশব্দেন মনঃশব্দেন অভিধীয়তে তথাপি অবস্থাবিশেষো দ্রষ্টব্যঃ। চিত্তি-কেত্বাদি বৃত্তিজনকাবস্থাকারেণ চিত্তম্। বৃত্তিরহিত-স্বরূপাবস্থানাকারেণ মনঃ।

উক্ত দশটি পদের প্রত্যেক পদ পাঠের পর অধ্বর্যু প্রতিগর উচ্চারণ করেন। এই দশ পদ একত্র যোগে চতুর্হোতৃ মন্ত্র।

চ অপূর্ব্বা চাভ্রাতৃব্যা চ"[৩] এস্থলে অন্নাদা ও অন্নপত্নী [প্রজাপতির এই দুই মূর্ত্তি মধ্যে] অন্নাদা মূর্ত্তি অগ্নি এবং অন্নপত্নী মূর্ত্তি আদিত্য; তদ্রূপ ভদ্রা মূর্ত্তি সোম ও কল্যাণী মূর্ত্তি পশুগণ; অনিলয়া মূর্ত্তি বায়ু, কেননা এই বায়ু কখনও গতিহীন হন না, আর অপভয়া মূর্ত্তি মৃত্যু, কেননা আর সকলেই মৃত্যু হইতে ভয় পায়; অপিচ অনাপ্তা (অপ্রাপ্তা) মূর্ত্তি পৃথিবী ও অনাপ্যা (অপ্রাপ্যা) মূর্ত্তি স্বর্গ; অনাধৃষ্যা মূর্ত্তি অগ্নি ও অপ্রতিধৃষ্যা মূর্ত্তি আদিত্য; অপূর্ব্বা (সকলের অগ্রে স্থিত) মূর্ত্তি মন ও অভ্রাতৃব্যা (অপরাজেয়) মূর্ত্তি সংবৎসর।

এই দ্বাদশটিই প্রজাপতির তনু (মূর্ত্তি); এই দ্বাদশ তনুতে প্রজাপতি সম্পূর্ণ হন; এই মন্ত্র পাঠে দশমাহ সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত প্রজাপতিকে লাভ করে।

অনন্তর ব্রহ্মোদ্য মন্ত্র বলিবে।[৪] কেহ বলিবেন "অগ্নির্গৃহপতিঃ"—অগ্নিই গৃহপতি; অন্যে বলিবেন "সোঽস্য লোকস্য গৃহপতিঃ"—না, অগ্নি কেবল এই ভূলোকেরই গৃহপতি; কেহ বলিবেন "বায়ুর্গৃহপতিঃ"—বায়ুই গৃহপতি; অন্যে বলিবেন "সোঽন্তরিক্ষলোকস্য গৃহপতিঃ"—বায়ু কেবল অন্তরিক্ষলোকের গৃহপতি; তখন সকলে বলিবেন, "অসৌ বৈ গৃহপতির্যোঽসৌ তপতি"—ঐ যিনি তাপ দেন, সেই [আদিত্যই] গৃহপতি। ঋতুসকল গৃহস্বরূপ ও উনিই তাহার পতি। যে

(৩) অন্নাদা ও অন্নপত্নী প্রভৃতি প্রজাপতির দ্বাদশ মূর্ত্তির স্বরূপ কথিত হইতেছে।

(৪) ব্রাহ্মণগণের কথাচ্ছলে যে মন্ত্র কথিত হয়, তাহা ব্রহ্মোদ্য মন্ত্র। ব্রাহ্মণানামুদ্যং সংবাদো ব্রহ্মোদ্যম্।

দেব সেই ঋতুসকলের পতি, তাঁহাকে গৃহপতি জানিয়া যে গৃহপতি হয়, সেই গৃহপতিই সমৃদ্ধি লাভ করে, ও সেই যজমানেরাও সমৃদ্ধি লাভ করে। ঋতুসকলের পতি ঐ দেবতাকে পাপহীন জানিয়া যে গৃহপতি হয়, সেই গৃহপতি স্বয়ং পাপহীন হয়, সেই যজমানেরাও পাপহীন হয়। [শেষে বলিবেন] "অধ্বর্য্যো অরাৎস্ম"—অহে অধ্বর্য্যু, আমরাও সমৃদ্ধ হইব, আমরাও সমৃদ্ধ হইব।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

অগ্নিহোত্র

দ্বাদশাহ যাগের বিবরণ সমাপ্ত হইল। এইবার অগ্নিহোত্রের বিবরণ দেওয়া হইবে। অগ্নিহোত্র যাগে কেবল একজন ঋত্বিক্ আবশ্যক হয়; তিনি অধ্বর্য্যু। তিনি যজমান কর্ত্তৃক প্রেষিত হইয়া গার্হপত্য অগ্নি হইতে জ্বলন্ত অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া আহবনীয়ে স্থাপিত করেন। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে এই অনুষ্ঠানে অগ্নিহোত্রের আরম্ভ হয়। যথা—

যজমান অপরাহ্ণে [অধ্বর্য্যুকে] বলিবেন, [গার্হপত্য হইতে] আহবনীয় অগ্নি উদ্ধৃত করুন। যজমান সমস্ত দিন যে সৎকর্ম্ম করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা তৎসমস্তই উদ্ধৃত করিয়া নির্ভয় আহবনীয়ে স্থাপন করা হয়। যজমান প্রাতঃকালে

[অধ্বর্য্যুকে] বলিবেন, আহবনীয় অগ্নি উদ্ধৃত করুন। তিনি সমস্ত রাত্রিতে যে সৎকর্ম্ম করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা তৎসমস্তই উদ্ধৃত করিয়া নির্ভয় আহবনীয়ে স্থাপন করা হয়। আহবনীয় যজ্ঞস্বরূপ; আহবনীয় স্বর্গস্বরূপ; যে ইহা জানে, সে স্বর্গলোককে যজ্ঞস্বরূপ স্বর্গলোকে স্থাপন করে। যে যজমান অগ্নিহোত্রে ব্যবহার্য্য হোমদ্রব্যকে বিশ্বদেবদৈবত, ষোড়শকলান্বিত ও পশুগণে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানে, সে বিশ্বদেবদৈবত, ষোড়শকলান্বিত ও পশুগণে প্রতিষ্ঠিত অগ্নিহোত্র যজ্ঞদ্বারা সমৃদ্ধ হয়। ঐ হোমদ্রব্য (ক্ষীর) যতক্ষণ গাভীর শরীরে থাকে, তখন উহার দেবতা রুদ্র; যখন বৎসের স্পর্শে আইসে, তখন উহার দেবতা বায়ু; যখন উহা দোহন করা যায়, তখন দেবতা অশ্বিদ্বয়; দোহনান্তে দেবতা সোম; অগ্নিতে পাকের সময় দেবতা বরুণ; পাত্রমধ্যে তাপে স্ফীত হইয়া উঠিবার সময় দেবতা পূষা; পাত্র হইতে উথলিয়া পড়িবার সময় দেবতা মরুদ্গণ; বুদ্বুদযুক্ত অবস্থায় দেবতা বিশ্বদেবগণ; সর পড়িলে দেবতা মিত্র; অগ্নি হইতে নামাইয়া রাখিলে দেবতা দ্যাবাপৃথিবী; হোমের জন্য গ্রহণের উপক্রম করিলে দেবতা সবিতা; গ্রহণ করিয়া লইয়া যাইবার সময় দেবতা বিষ্ণু; বেদিতে রাখিলে দেবতা বৃহস্পতি; প্রথম আহুতিকালে দেবতা অগ্নি, শেষাহুতিকালে দেবতা প্রজাপতি; আহুতির পর দেবতা ইন্দ্র। এইরূপে অগ্নিহোত্রের হোমদ্রব্য বিশ্বদেবদৈবত, [উল্লিখিতরূপ] ষোড়শ-অবস্থাযুক্ত এবং পশুগণে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ইহা জানে, সে বিশ্বদেবদৈবত, ষোড়শকলান্বিত ও পশুগণে প্রতিষ্ঠিত অগ্নিহোত্র যজ্ঞদ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্নিহোত্র

অগ্নিহোত্র যজ্ঞে বৈকল্য ঘটিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা যথা—"যস্থাগ্নিহোত্রী······জুহোতি"

যে যজমানের অগ্নিহোত্রী গাভী বৎসসংযোগের পর দোহন-কালে বসিয়া পড়ে, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে ?

সেই গাভীকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে "যস্মাদ্ভীযা নিষীদসি ততো নো অভয়ং কৃধি। পশূন্নঃ সর্ব্বান্ গোপায় নমো রুদ্রায় মীঢুষে"—যাহার ভয়ে তুমি বসিয়াছ, তাহা হইতে আমাদের অভয় সম্পাদন কর; আমাদের সকল পশুকে রক্ষা কর; সেচনসমর্থ রুদ্রকে প্রণাম। তৎপরে এই মন্ত্রে গাভীকে উঠাইবে—"উদস্থাদ্ দেব্যদিতিরাযুর্যজ্ঞপতাবধাৎ। ইন্দ্রায় কৃণ্বতী ভাগং মিত্রায় বরুণায় চ"—দেবী অদিতি উঠিয়াছেন, উঠিয়া যজ্ঞপতিতে (যজমানে) আয়ু স্থাপন করিয়াছেন; ইন্দ্রকে, মিত্রকে ও বরুণকে আপনার ভাগ দিয়াছেন। তৎপরে তাহার বাঁটে জল দিয়া ও মুখে জল দিয়া সেই গাভী ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

যাহার অগ্নিহোত্রী গাভী বৎসসংযোগের পর দোহনকালে হম্বারব করে, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত? ঐ গাভী যজমানকে আপনার ক্ষুধা জানাইবার জন্যই ঐরূপ রব করে; অতএব [অমঙ্গলের] শান্তির জন্য তাহাকে এই মন্ত্রে অন্ন (তৃণাদি)

খাওয়াইবে ; কেননা অন্নই শান্তিহেতু। [মন্ত্র] "সূয়বসাদ্ভগবতী হি ভূয়াঃ"—ভগবতী, তুমি সুন্দরতৃণভোজিনী হও। এস্থলে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত।

যাহার অগ্নিহোত্রী গাভী বৎসসংযোগের পর দোহনকালে বিচলিত হয় [ও ক্ষার ফেলিয়া দেয়], সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত? ভূমিতে যে ক্ষীর ফেলিয়া দিবে, তাহা স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে—"যদদ্য দুগ্ধং পৃথিবীমসৃপ্ত যদোষধীরত্যসৃপদ্ যদাপঃ। পয়ো গৃহেষু পয়ো অঘ্ন্যায়াং পয়ো বৎসেষু পয়ো অস্তু তন্ময়া"—যে দুগ্ধ পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে, যাহা ওষধির উপর (ঘাসের উপর) পড়িয়াছে, যাহা জলে পড়িয়াছে, সেই সমুদয় দুগ্ধ আমাদের গৃহে, আমাদের গাভীতে, আমাদের বৎসে ও আমাদের শরীরে (উদরে) স্থানলাভ করুক। যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা যদি হোমের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয়, তবে [প্রায়শ্চিত্তের পর] তদ্দ্বারাই হোম করিবে। কিন্তু যদি সমস্ত দুগ্ধই ভূপতিত হয়, তাহা হইলে অন্য গাভী আনিয়া তাহাকে দোহন করিয়া তদ্দ্বারা হোম করিবে। [যদি অন্য গাভী না পাওয়া যায়] তাহা হইলে অন্য দ্রব্যে, অন্ততঃ শ্রদ্ধা দ্বারাও, হোম করিবে।[১] যে ইহা জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, তাহার সকল দ্রব্যই যজ্ঞযোগ্য হইয়াছে, সকল দ্রব্যই হোমার্থ গৃহীত হইয়াছে।

(১) দুগ্ধ না পাইলে দধি বা যবাগু প্রভৃতি হোমদ্রব্যে হোম করিবে। তাহাও না পাইলে "অহং শ্রদ্ধাং জুহোমি" এই সঙ্কল্প দ্বারা শ্রদ্ধা হোম করিবে। অগ্নিহোত্র কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না।

তৃতীয় খণ্ড

অগ্নিহোত্র

শ্রদ্ধাহোমের কথা বলা হইল। শ্রদ্ধাহোমে কোন পার্থিবদ্রব্য হব্যরূপে দেওয়া হয় না ; ইহার দক্ষিণাস্বরূপ গবাদি পশু বা অন্য ধন দিতে হয় না। এইহেতু ইহাকে ভাবনাহোমও বলে। এই ভাবনাহোমের সম্বন্ধে বলা হইতেছে যথা—"অসৌ বা অস্য ...... অগ্নিহোত্রং জুহোতি"

[ভাবনা-হোম বিষয়ে] যজমানের পক্ষে ঐ আদিত্য যূপস্বরূপ, পৃথিবী বেদিস্বরূপ, ওষধিসকল বর্হিঃস্বরূপ, বনস্পতি সকল ইধ্মস্বরূপ, জল প্রোক্ষণীস্বরূপ ও দিক্‌সমূহ পরিধিস্বরূপ হইয়া থাকে। যে ইহা জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, তাহার সম্পর্কযুক্ত যাহা কিছু ইহলোকে নষ্ট হয়, যে কেহ মরিয়া যায়, যাহা কিছু অপগত হয়, সে সমস্তই যজ্ঞে প্রদত্ত বস্তুর ন্যায় ঐ স্বর্গলোকে তাহার নিকট ফিরিয়া আসে। ঐ শ্রদ্ধাহোমকারী কখনও দেবগণকে, কখনও মনুষ্যকে, এমন কি জগতে যাহা কিছু আছে, তৎ সমস্তই দক্ষিণাস্বরূপে কল্পনা করেন। সায়ংকালে আহুতির সময় [ঋত্বিক্-রূপে কল্পিত] দেবগণের হস্তে মনুষ্যগণকে ও এমন কি জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই, দক্ষিণাস্বরূপে অর্পণ করা হয়। দেবগণে দক্ষিণাস্বরূপে সমর্পিত হইলে মনুষ্যগণ [রাত্রিকালে] গৃহবুদ্ধি-শূন্য হইয়া শয্যায় লীন হইয়া পড়ে। প্রাতঃকালে আহুতির সময় [ঋত্বিক্-রূপে কল্পিত] মনুষ্যগণের হস্তে দেবগণকে ও এমন কি জগতে যাহা কিছু আছে তৎ সমস্তই, দক্ষিণা-স্বরূপে দেওয়া হয়। তখন (দিবাভাগে) দেবগণ [মনুষ্যের

অধীন হইয়া] আমি [ঐ ব্যক্তির] এই কার্য্য করিব, আমি [ঐ ব্যক্তির নিকট] ঐ স্থানে যাইব, এইরূপ বলিতে বলিতে [মনুষ্যের] অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করেন।[১] যে ইহা জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, সে, সর্ব্বস্ব [দক্ষিণাস্বরূপে] দান করিলে যে যে লোক অর্জ্জন করা যায়, সেই সমস্ত লোকই অর্জ্জন করিয়া থাকে।

তৎপরে অগ্নিহোত্রপ্রশংসা যথা—"অগ্নয়ে বা এষঃ……অগ্নিহোত্রং জুহোতি"

সায়ংকালে অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া যায়, তাহা [গবাময়ন যাগের আরম্ভে প্রযুক্ত] আশ্বিনশস্ত্রের তুল্য। এস্থলে [অগ্ন্যুদ্ধরণ মন্ত্রের অন্তর্গত] বাক্ শব্দই প্রতিগরের কার্য্য করে। যে ইহা জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, অগ্নির সাহায্যে তাহার [গবাময়নের আরম্ভে] রাত্রিতে বিহিত আশ্বিনশস্ত্র পাঠের ফল হয়।

প্রাতঃকালে আদিত্যকে যে আহুতি দেওয়া যায়, তাহা [গবাময়নের শেষভাগে প্রযুক্ত] মহাব্রতের তুল্য হয়। এস্থলে [অগ্নিহোত্রভক্ষণ মন্ত্রের অন্তর্গত][২] অন্ন শব্দে [অন্নরূপ] প্রাণই প্রতিগরের কার্য্য করে। যে ইহা জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, আদিত্যের সাহায্যে তাহার মহাব্রত দিবসের [নিষ্কেবল্য] শস্ত্র পাঠের ফল হয়।

(১) সায়ংহোমে দেবগণ ঋত্বিক্, মনুষ্য ও অন্য যাবতীয় জাগতিক পদার্থ দক্ষিণা। দক্ষিণারূপে দেবগণের হস্তে সমর্পিত হইলে মনুষ্য রাত্রিকালে ঘুমাইয়া পড়ে ও সম্পূর্ণভাবে দেবগণের অধীন হয়। প্রাতর্হোমে মনুষ্যগণই ঋত্বিক্, দেবগণ ও জাগতিক পদার্থ তাঁহাদের নিকট প্রদত্ত দক্ষিণা। ∴ দিনের বেলায় দেবতারা মনুষ্যের অধীন হইয়া তাঁহাদের হিতসাধনার্থ নিযুক্ত থাকেন।

(২) অন্নং পয়ো রেতোঽস্মাসু" এই মন্ত্রে অগ্নিহোত্রের হব্য ভক্ষণ করিতে হয়।

এই অগ্নিহোত্রে সংবৎসর মধ্যে সায়ংকালীন আহুতি-সংখ্যা সাতশত বিশ; সংবৎসরমধ্যে প্রাতঃকালীন আহুতি-সংখ্যাও সাতশত বিশ; এইরূপে আহুতিসংখ্যা [গবাময়ন যাগে] অগ্নির যজুর্মন্ত্রপূত ইষ্টকসংখ্যার সমান। যে ইহা জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, তাহার সংবৎসরমধ্যে [গবাময়ন সত্রের] চিত্য অগ্নিদ্বারা যাগ করার ফল হয়।[৩]

চতুর্থ খণ্ড

অগ্নিহোত্র

তৎপর অগ্নিহোত্রের সময় সম্বন্ধে কথা—"বৃষশুষ্মো হ……হোতব্যম্"

জাতূকর্ণ্য (জতূকর্ণের পৌত্র) বাতাবত (বতাবতের পুত্র) বৃষশুষ্ম[১] ঋষি [অগ্নিহোত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া] বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বে অগ্নিহোত্র দুইদিনে আহুত হইত, এখন কিন্তু একদিনেই হইতেছে, ইহা দেবগণকে আমি বলিয়া দিব।[২]

গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক গৃহীতা কুমারী (কোন ঋষিকন্যা) এইরূপ বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বে অগ্নিহোত্র দুইদিনে আহুত হইত, এখন কিন্তু একদিনেই হইতেছে, ইহা আমি পিতৃগণকে বলিয়া দিব।

---

(৩) গবাময়ন যাগারম্ভে অতিরাত্রে উত্তর বেদি নির্ম্মাণ করিতে হয়। উহাতে ১৪৪০খানি ইষ্টক আবশ্যক ; প্রত্যেক ইষ্টকের স্থাপনায় পৃথক্ যজুর্মন্ত্র পঠিত হয়। এই বেদিতে স্থাপিত অগ্নির নাম—চিত্য অগ্নি।

(১) বৃষের ন্যায় বলশালী (সায়ণ)

(২) প্রাচীন ঋষিরা দুই দিনে হোম করিতেন। আধুনিক ঋষিরা একদিনে করিতেছেন। ইহা অনুচিত। (সায়ণ)

[সূর্য্য] অস্তগত হইলে সায়ং হোম করিলে ও অনুদিত থাকিতে প্রাতঃকালে হোম করিলে একদিনে অগ্নিহোত্রের হোম হয় ; আর অস্তগমনের পর সায়ংকালে ও উদয়ের পর প্রাতঃকালে হোম করিলে দুইদিনে হোম হয়।

এইজন্য উদয়ের পরই হোম কর্ত্তব্য।

যে অনুদয়ে হোম করে, সে চব্বিশ বৎসরে গায়ত্রী লোক প্রাপ্ত হয় ;[৩] আর যে উদয়ে হোম করে, সে বার বৎসরে প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি দুই বৎসর অনুদয়ে হোম করিলে এক বৎসরে কৃত উদয়ে হোমের ফল হয়। যে ইহা জানিয়া উদয়ে হোম করে, সে সংবৎসরেই সংবৎসরের ফল পায়। এইজন্য উদয়ের পরই হোম কর্ত্তব্য।

যে অস্তগমনের পর সায়ংহোম করে ও উদয়ের পর প্রাতর্হোম করে, সে দিন ও রাত্রি উভয়ের তেজেই হোম করিয়া থাকে ; কেননা রাত্রি অগ্নির তেজেই তেজস্বতী, আর দিন আদিত্যের তেজেই তেজস্বী। যে ইহা জানিয়া উদয়ের পর হোম করে, তাহার দিন রাত্রি উভয়ের তেজেই হোম করা হয়। সেইজন্য উদয়ের পরই হোম কর্ত্তব্য।

পঞ্চম খণ্ড

অগ্নিহোত্র

অগ্নিহোত্র সম্বন্ধে আরও কথা—"এতে হ বৈ……হোতব্যম্"

এই যে দিন ও রাত্রি, উহা [রথরূপী] সংবৎসরের

(৩) গায়ত্রীর অক্ষরসংখ্যা চব্বিশ।

দুইখানি চাকা। এ দুয়ের সাহায্যেই সংবৎসর পাওয়া যায়। এক চাকায় চলিলে যেরূপ হয়, যে অনুদয়ে হোম করে, সে যেন সেইরূপ। আর দুই চাকায় চলিলে যেমন দ্রুতবেগে পথ অতিক্রম করা চলে, যে উদয়ের পর হোম করে, সে সেইরূপ। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া এই যজ্ঞগাথা[1] গীত হইয়া থাকে ঃ—

"যাহা ভূত ও যাহা ভবিষ্যৎ, সে সমস্তই বৃহৎ ও রথন্তর এই [পৃষ্ঠস্তোত্রনিষ্পাদক] সামদ্বয়ে যুক্ত হইয়া চলিতেছে। ধীর ব্যক্তি অগ্নির আধান করিয়া তদুভয় দ্বারা যাগ করিবেন ; দিবাভাগে একের (সূর্য্যের) হোম করিবেন, রাত্রিতে অন্যের (অগ্নির) হোম করিবেন।"

রাত্রির সহিত রথন্তরের সম্বন্ধ ও দিনের সহিত বৃহতের সম্বন্ধ ;[2] অগ্নিই রথন্তর ও আদিত্যই বৃহৎ। যে ইহা জানিয়া উদয়ের পর হোম করে, ঐ দুই দেবতা তাহাকে ব্রধ্নের (আদিত্যের) স্থান স্বর্গলোক প্রাপ্ত করান। সেইজন্য উদয়ের পরই হোম করিবে।

এই বিষয়ে [আর একটি] যজ্ঞগাথা গীত হইয়া থাকে ঃ—

"দ্বিতীয় অশ্ব যোজনা না করিয়া যে ব্যক্তি একটিমাত্র অশ্ব দ্বারা [রথ চালাইয়া] যায়, যেসকল ব্যক্তি উদয়ের পূর্ব্বে হোম করে, তাহারাও সেইরূপ চলিয়া থাকে।"

এ জগতে যাহা কিছু আছে, তৎ সমস্তই ঐ [আদিত্য]

(১) যজ্ঞগাথা যজ্ঞ প্রতিপাদিকা গাথা। সুভাষিতত্বেন সর্ব্বৈর্গীয়মানা গাথা। (সায়ণ)

(২) সমস্ত জগৎই (ভূত ও ভবিষ্যৎ) বৃহৎ ও রথন্তরের যোগে চলিতেছে।

দেবতার পশ্চাৎ গমন করে ;[৩] এই জন্য জগতে যাহা কিছু আছে, তৎ সমস্তই এই দেবতার অনুচর ; ঐ দেবতাও এইরূপে বহু-অনুচর-যুক্ত। যে ইহা জানে, সে অনুচর লাভ করে ও তাহার বহু অনুচর হয়।

ঐ আদিত্য একমাত্র অতিথির ন্যায় হোমকর্ত্তার গৃহে [উপস্থিত হইয়া] বাস করেন। এ বিষয়ে একটি গাথা আছে ঃ—

"যে চোর হইয়া পদ্মের মূল অপহরণ করিয়াছে, সে নিষ্পাপ ব্যক্তির প্রতি পাপাপবাদের ফল ভোগ করুক, সে পাপীর পাপের ফল ভোগ করুক, সে সায়ংকালে সমাগত একমাত্র অতিথিকে [গৃহ হইতে] বাহির করার ফল ভোগ করুক"[৪]।

ঐ [গাথায় উক্ত] একমাত্র অতিথি ঐ আদিত্য। তিনিই হোমকারীর নিকটে আসিয়া বাস করেন। যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রে সমর্থ হইয়াও অগ্নিহোত্র হোম না করে, সে সেই [অতিথিরূপী] দেবতাকে বাহির করিয়া দেয়। যে অগ্নিহোত্রে সমর্থ হইয়াও অগ্নিহোত্র হোম না করে, ঐ দেবতা তাহাকে এই লোক ও ঐ [স্বর্গ] লোক, উভয় লোক হইতেই বাহির করিয়া দেন। অতএব যে অগ্নিহোত্রে সমর্থ, সে যেন হোম

---

(৩) এই বিষয়ে এই মর্ম্মে শ্রুতি আছে। সূর্য্য সকলের প্রাণ গ্রহণ করিয়া অস্ত যান ও সকলের প্রাণ গ্রহণ করিয়া উদিত হন।

(৪) কোন ব্যক্তি, পদ্মের মূল (বিস) চুরি করিয়াছে, এই অপবাদগ্রস্ত হইয়া সপ্তর্ষিদের সম্মুখে আত্মদোষ ক্ষালনার্থ ঐ গাথাদ্বারা শপথ করিয়াছিল। সেই গাথা এস্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। (সায়ণ) এস্থলে উহার যৌক্তিকতা পরে দেখান হইতেছে।

করে। সেইজন্য লোকে বলে যে, সায়ংকালে সমাগত অতিথিকে বাহির করিয়া দিবে না।

এইরূপ শুনা যায়, যে জনশ্রুতের পুত্র নগরবাসী ঋষি এই তত্ত্ব জানিয়া উদয়ের পর হোমকারী মনুতন্তুর পৌত্র একাদশাক্ষের পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, ইনি সেই তত্ত্ব জানিয়া হোম করেন, কি না জানিয়া হোম করেন, তাহা ইঁহার প্রজা (বংশবৃদ্ধি) দেখিয়া স্থির করিব। সেই একাদশাক্ষের পুত্রের [বহু জনাকীর্ণ] রাষ্ট্রের মত বহু সন্তান হইয়াছিল। যে ঐ তত্ত্ব জানিয়া উদয়ের পর হোম করে, তাহার রাষ্ট্রের মতই বহু সন্তান জন্মে। এই হেতু উদয়ের পরই হোম করিবে।

ষষ্ঠ খণ্ড

অগ্নিহোত্র

অগ্নিহোত্র সম্বন্ধে অন্যান্য কথা—"উদ্যন্ন্......এযামিতি"

আদিত্য উদয়ের পরই [হব্যার্থী হইয়া] আহবনীয়ে আপন রশ্মি যোজনা করেন। যে অনুদয়ে হোম করে, সে যেন [ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই] অজাত বালককে বা বৎসকে স্তন দিয়া থাকে। যে উদয়ে হোম করে, সে যেন জাত বালককে বা বৎসকে স্তন দেয়। যে ব্যক্তি [উদিত] সূর্য্যকে হব্যদান করে, ভক্ষণীয় অন্ন উভয় লোকেই, ইহলোক ও স্বর্গলোক উভয় লোকেই, তাহার নিকট উপস্থিত হয়।

যে ব্যক্তি অনুদয়ে হোম করে, সে যেন মনুষ্যকে বা হস্তীকে হস্ত প্রসারণের পূর্ব্বেই [খাদ্য] দান করিতে যায়। আর যে উদয়ে হোম করে, সে যেন মনুষ্যকে বা হস্তীকে হস্তপ্রসারণের পর [খাদ্য] দান করে। যে ইহা জানিয়া উদয়ের পর হোম করে, তাহাকে [আদিত্য] ঐ [হব্যগ্রহণার্থ প্রসারিত] হস্তদ্বারা ঊর্দ্ধে তুলিয়া স্বর্গলোকে স্থাপন করেন। এই হেতু উদয়ের পরই হোম করিবে।

আদিত্য উদয়ের পরই সকল ভূতকে প্রণয়ন করেন (সকলকে চেষ্টাযুক্ত করেন); এইজন্য ইঁহার নাম প্রাণ। যে ইহা জানিয়া উদয়ের পর হোম করে, তাহার সমস্ত দ্রব্য প্রাণেই আহুত হয়। অতএব উদয়ের পরই হোম করিবে।

যে ব্যক্তি সূর্য্য অস্তগমন করিলে সায়ংহোম করে, ও উদিত হইলে প্রাতর্হোম করে, সে সত্য মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সত্যেই হোম করে। "ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ" বলিয়া সায়ংকালে এবং "ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ সূর্য্যো জ্যোতি-র্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ" এই বলিয়া প্রাতঃকালে হোম করা হয়। যে ইহা জানিয়া উদয়ের পর হোম করে, তাহার সত্যমন্ত্র উচ্চারণ হয় ও সত্যে হোম হয়। অতএব উদয়ের পরই হোম করিবে।

এই উপলক্ষে এই যজ্ঞগাথা গীত হয় ঃ—"যাহারা উদয়ের পূর্ব্বে অগ্নিহোত্র হোম করে, তাহারা দিবাভাগে কীর্ত্তনীয় [সূর্য্যের] রাত্রিতে কীর্ত্তন করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে অসত্য কহিয়া থাকে। কেননা, সূর্য্য জ্যোতিঃস্বরূপ ; কিন্তু সে সময়ে (উদয়ের পূর্ব্বে) সূর্য্যের সেই জ্যোতি থাকে না।

সপ্তম খণ্ড

প্রায়শ্চিত্ত

ব্যাহৃতি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন যথা—"প্রজাপতিরকাময়ত······কর্ত্তব্যা।"

প্রজাপতি কামনা করিলেন, আমি বহু হইয়া জন্মিব। তিনি তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক, এই লোকসকল সৃষ্টি করিলেন; তৎপরে সেই লোকসকলের পর্য্যালোচনা করিলেন। তাঁহার পর্য্যালোচনায় সেই লোকসকল হইতে তিনটি জ্যোতি জন্মিল; পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ু, ও দ্যুলোক হইতে আদিত্য জন্মিল। তখন তিনি সেই তিন জ্যোতির পর্য্যালোচনা করিলেন। তাঁহার পর্য্যালোচনায় তিন বেদ জন্মিল; অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ, ও আদিত্য হইতে সামবেদ জন্মিল। তখন তিনি সেই বেদের পর্য্যালোচনা করিলেন। তাঁহার পর্য্যালোচনায় সেই বেদ হইতে তিন শুক্র (জ্যোতিঃপদার্থ) জন্মিল; ঋগ্বেদ হইতে ভূঃ, যজুর্ব্বেদ হইতে ভুবঃ, সামবেদ হইতে স্বঃ জন্মিল। তখন তিনি সেই শুক্রের পর্য্যালোচনা করিলেন। তাঁহার পর্য্যালোচনায় তাহা হইতে তিন বর্ণ জন্মিল;—আকার, উকার ও মকার। তিনি সেই তিন বর্ণকে একত্র যোগ করিলেন; তাহাতে তাহা ওঁ হইল। এইজন্য ওঁ বলিয়াই প্রণব করে; ঐ স্বর্গলোকও ওঁ-স্বরূপ; ঐ যে আদিত্য তাপ দেন, তিনিও ওঁ-স্বরূপ।

সেই প্রজাপতি যজ্ঞ বিস্তার করিলেন, যজ্ঞের আযোজন

করিলেন ও তদ্দ্বারা যাগ করিলেন। ঋক্‌দ্বারা হোতার কর্ম্ম করিলেন, যজুঃদ্বারা অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম করিলেন, সামদ্বারা উদ্গীথ (উদ্গাতার কর্ম্ম) করিলেন ; এবং ত্রয়ীবিদ্যার মধ্যে যাহা শুক্র (সারভূত), তদ্দ্বারা ব্রহ্মার কর্ম্ম করিলেন। সেই প্রজাপতি দেবগণকে যজ্ঞ দান করিলেন। দেবগণ যজ্ঞ বিস্তার করিলেন, যজ্ঞের আয়োজন করিলেন, তদ্দ্বারা যাগ করিলেন ; তাঁহারা ঋক্‌দ্বারা হোতার কর্ম্ম, যজুঃদ্বারা অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম, সামদ্বারা উদ্গীথ করিলেন, এবং ত্রয়ীবিদ্যার যাহা শুক্র, তদ্দ্বারা ব্রহ্মার কর্ম্ম করিলেন।

সেই দেবগণ প্রজাপতিকে বলিলেন, যদি আমাদের যজ্ঞে ঋক্ বা যজুঃ বা সাম মন্ত্র হইতে কোন আর্ত্তি (প্রমাদ) ঘটে, অথবা আমাদের অজ্ঞাত কোন মন্ত্র হইতে আর্ত্তি ঘটে, অথবা যদি সকলপ্রকার মন্ত্র হইতেই আর্ত্তি ঘটে, তাহা হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে ? সেই প্রজাপতি দেবগণকে বলিলেন, যদি তোমাদের যজ্ঞে ঋক্ হইতে আর্ত্তি ঘটে, তবে ভূঃ এই মন্ত্রে গার্হপত্যে হোম করিবে ; যদি যজুঃ হইতে আর্ত্তি ঘটে, তবে আগ্নীধ্রীয়ে ভুবঃ মন্ত্রে হোম করিবে, অথবা হবির্যজ্ঞস্থলে [আগ্নীধ্রীয়ের অভাবে] দক্ষিণাগ্নিতে ভুবঃ মন্ত্রে হোম করিবে[১] ; যদি সাম হইতে আর্ত্তি ঘটে, তবে আহবনীয়ে স্বঃ মন্ত্রে হোম কারিবে। যদি [আর্ত্তির কারণ] অজ্ঞাত হয় বা সকল মন্ত্র হইতে আর্ত্তি ঘটে, তাহা হইলে ভূর্ভুবঃ স্বঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহবনীয়ে হোম করিবে।

(১) হবির্যজ্ঞে আগ্নীধ্রীয় থাকে না। অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, দাক্ষায়ণ, কৌণ্ডপায়িনাময়ন, সৌত্রামণী এই কয়টি হবির্যজ্ঞ।

এই যে [তিনটি] ব্যাহৃতি, ইহারাই বেদের আন্তরিক সংযোগসাধনের উপায়। যেমন একদ্রব্য দ্বারা অন্যদ্রব্য সংযুক্ত করা যায়, যেমন [হস্তপদাদির] এক পর্ব্বদ্বারা অন্য পর্ব্ব যুক্ত থাকে, শ্লেষ্মাদ্বারা [দেহের অন্য ধাতু] যুক্ত হয়, চর্ম্মদ্বারা চর্ম্মজদ্রব্য যুক্ত হয় অথবা ভগ্ন দ্রব্য যুক্ত হয়, সেইরূপ এই ব্যাহৃতিত্রয় যজ্ঞের ভগ্ন অঙ্গ যুক্ত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে; অতএব ইহাকেই যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

অষ্টম খণ্ড

ব্রহ্মার কর্ত্তব্য

মহাবদেরা (ব্রহ্মবাদীরা) প্রশ্ন করেন, ঋক্‌দ্বারা হোতার, যজুঃদ্বারা অধ্বর্য্যুর এবং সামদ্বারা উদ্গাথ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়; ত্রয়ী বিদ্যা ইহাতেই সমাপ্ত হইল; তবে কিসের দ্বারা ব্রহ্মার কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে? [উত্তর] ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারাই হইবে, এই উত্তর দিবে।

এই যিনি সঞ্চরিত হন, যজ্ঞ সেই বায়ুস্বরূপ; বাক্য ও মন সেই যজ্ঞের সঞ্চরণ পথ; কেন না বাক্যদ্বারা ও মনদ্বারা লোকে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়। এই [ভূমি] বাক্যস্বরূপ; ঐ [স্বর্গ] মনঃস্বরূপ; এই হেতু বাক্যরূপ ত্রয়ীবিদ্যা দ্বারা যজ্ঞের এক পক্ষ (ভাগ) সংস্কৃত (সুসম্পাদিত) হয়; এবং ব্রহ্মা মনদ্বারা [অন্য পক্ষ] সংস্কৃত করেন।

কোন কোন ব্রহ্মা [অধ্বর্য্যুকর্তৃক] প্রাতরনুবাক পাঠে অনুজ্ঞার পর স্তোগভাগ নামক মন্ত্র[১] জপ করিয়া কথা কহিতে কহিতেই সেখানে উপস্থিত থাকেন। এক ব্রাহ্মণ প্রাতরনুবাক পাঠে অনুজ্ঞার পর ব্রহ্মাকে কথা কহিতে দেখিয়া এ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞের অর্দ্ধেক অন্তর্হিত হইয়াছে ; মানুষে এক পায়ে হাঁটিতে গেলে অথবা রথ এক চাকায় চলিতে গেলে যেমন প্রমাদ লাভ করে, এই যজ্ঞও সেইরূপ প্রমাদ পাইতেছে ; যজ্ঞের প্রমাদের সঙ্গে যজমানেরও প্রমাদ ঘটিতেছে। এইহেতু ব্রহ্মা প্রাতরনুবাক পাঠে অনুজ্ঞার পর বাক্য সংযম করিবেন। উপাংশু ও অন্তর্যাম গ্রহে হোমের সময় হোমসমাপ্তি পর্য্যন্ত, পবমানস্তোত্র পাঠের অনুজ্ঞার পর শেষ ঋকের পাঠ পর্য্যন্ত, আর যে সকল [আজ্যাদি] স্তোত্র শস্ত্রসমন্বিত, তাহাদের বষট্‌কার পর্য্যন্ত, বাক্য সংযম করিয়া থাকিবেন। তাহা হইলে মানুষে দুই পায়ে হাঁটিলে বা রথ দুই চাকায় চলিলে যেমন কোন রিষ্টি ঘটে না, সেইরূপ যজ্ঞের রিষ্টি (বিঘ্ন) হইবে না ; যজ্ঞের রিষ্টি না হইলে যজমানেরও রিষ্টি হইবে না।

নবম খণ্ড

ব্রহ্মার কর্তব্য

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে ঃ—ইনি আমার হিতার্থ [ঐন্দ্রবায়বাদি] গ্রহ গ্রহণ করিয়াছেন, আমার জন্য গ্রহ প্রচার করিয়াছেন,

---

(১) "রশ্মিরসি ক্ষয়ায় ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্র।

আমার জন্য আহুতি দিয়াছেন, এই ভাবিয়া যজমান অধ্বর্য্যুকে দক্ষিণা দেন ; ইনি আমার জন্য উদ্গাতার কর্ম্ম করিয়াছেন, এই ভাবিয়া তিনি উদ্গাতাকে দক্ষিণা দেন ; ইনি আমার জন্য অনুবাক্যা পাঠ করিয়াছেন, আমার জন্য শস্ত্রপাঠ করিয়াছেন, আমার জন্য যাজ্যা পাঠ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া তিনি হোতাকে দক্ষিণা দেন ; ব্রহ্মা তবে কোন্ কর্ম্ম করিয়া দক্ষিণা লয়েন ? অথবা বুঝি কোন কর্ম্ম না করিয়াই দক্ষিণা লয়েন !

[উত্তর] যিনি ব্রহ্মা, তিনি যজ্ঞের ভিষক্ (চিকিৎসক) ; তিনি যজ্ঞের ভেষজ (বৈকল্যনাশ বা চিকিৎসা) করিয়া দক্ষিণা লন। আবার ব্রহ্মা ছন্দের (বেদের) সারভাগ বহুসংখ্যক ব্রহ্মদ্বারা (বেদমন্ত্রদ্বারা) ঋত্বিক্‌কর্ম্ম করিয়া থাকেন, এই জন্যই ইঁহার নাম ব্রহ্মা। ইনি অন্য ঋত্বিক্‌দের অপেক্ষা অর্দ্ধভাগ পাইয়া থাকেন। [দক্ষিণাসম্বন্ধে] ব্রহ্মার ভাগ অর্দ্ধেক, অন্য ঋত্বিকের ভাগ অর্দ্ধেক। সেইজন্য যদি যজ্ঞে ঋক্ হইতে বা যজুঃ হইতে বা সাম হইতে অথবা কোন অজ্ঞাত মন্ত্র হইতে অথবা সকলপ্রকার মন্ত্র হইতে আর্ত্তি ঘটে, তবে [অন্যান্য ঋত্বিকেরা] ব্রহ্মাকেই তাহা জ্ঞাপন করেন ; এবং সেই ব্রহ্মা, যজ্ঞে ঋক্ হইতে আর্ত্তি ঘটিলে ভূঃ মন্ত্রদ্বারা গার্হপত্যে, যজুঃ হইতে ঘটিলে ভুবঃ মন্ত্রদ্বারা আগ্নীধ্রীয়ে, অথবা হবির্যজ্ঞস্থলে দক্ষিণাগ্নিতে, সাম হইতে ঘটিলে স্বঃ মন্ত্রদ্বারা আহবনীয়ে, কোন অজ্ঞাত কারণে আর্ত্তি ঘটিলে বা সকলপ্রকার মন্ত্র হইতে আর্ত্তি ঘটিলে ভূর্ভুবঃ স্বঃ মন্ত্রদ্বারা আহবনীয়ে হোম করিবেন।

অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক স্তোত্রপাঠে অনুজ্ঞার পর প্রস্তোতা

(তন্নামক উদ্গাতা) ব্রহ্মাকে বলিবেন, অহে ব্রহ্মা, অহে প্রশাস্তা, [তোমার অনুজ্ঞা পাইলে] আমরা স্তোত্র গান করিব। প্রাতঃসবনে ব্রহ্মা "ভূঃ" উচ্চারণান্তে বলিবেন, ইন্দ্রদৈবত স্তোত্র গান কর। মাধ্যন্দিন সবনে "ভুবঃ" উচ্চারণান্তে বলিবেন, ইন্দ্রদৈবত স্তোত্র গান কর। তৃতীয় সবনে "স্বঃ" উচ্চারণান্তে বলিবেন, ইন্দ্রদৈবত স্তোত্র গান কর। উক্থ্যে বা অতিরাত্রে "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" উচ্চারণ করিয়া বলিবেন, ইন্দ্রদৈবত স্তোত্র গান কর। ইন্দ্রদৈবত স্তোত্র গান কর, ব্রহ্মা এই অনুজ্ঞা দিলে তদ্দ্বারা সেই উদ্গীথকে (স্তোত্রকে) ইন্দ্র-যুক্ত করা হয় এবং উহা ইন্দ্র হইতে অপগত হয় না ; কেননা ইন্দ্রই যজ্ঞ, ইন্দ্রই যজ্ঞের দেবতা। এই জন্যই তাঁহাদের প্রতি ব্রহ্মা বলিয়া থাকেন যে ইন্দ্রদৈবত স্তোত্র গান কর।

ষষ্ঠ পঞ্চিকা

ষড়বিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

গ্রাবস্তুতের কর্ত্তব্য

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে ব্রহ্মার কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইল। অন্যান্য ঋত্বিকের কর্ত্তব্য যথা—"দেবা হ বৈ······এবং বেদ"

দেবগণ পুরাকালে সর্ব্বচরুনামক দেশে সত্র অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা পাপনাশ করিতে পারেন নাই। কদ্রুর পুত্র অর্ব্বুদ নামক মন্ত্রদ্রষ্টা সর্প-ঋষি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা হোতার কর্ত্তব্য একটি ক্রিয়া কর নাই, আমি তোমাদের জন্য ঐ ক্রিয়া করিব; তাহা হইলে তোমরা পাপ নাশ করিতে পারিবে। দেবগণ বলিলেন, তাহাই হউক। তখন সেই ঋষি প্রতিদিন মাধ্যন্দিন সময়ে তাঁহাদের নিকট আসিতেন ও [সোমের অভিষবার্থ রক্ষিত] গ্রাবখণ্ডের (পাষাণ-খণ্ডের) অভিষ্টব (স্তুতি পাঠ) করিতেন। সেইহেতু ঐ সর্পঋষির অনুকরণে ঋত্বিকেরাও প্রতিদিন মাধ্যন্দিনে গ্রাবখণ্ড সকলের অভিষ্টব করিয়া থাকেন। সেই সর্পঋষি যে পথে আসিতেন, সেই স্থানে এখনও অর্ব্বুদোদাসর্পণী নামক পথ রহিয়াছে।

[সর্পঋষির বিষে মাদকত্ব পাইয়া] রাজা সোম দেবগণের

মত্ততা উৎপাদন করিয়াছিলেন। দেবগণ বলিলেন, হায়, এই আশীবিষ (সর্প) আমাদের রাজা সোমের প্রতি দৃষ্টি দিতেছে; উষ্ণীষ দ্বারা ইহার চোখ বাঁধিয়া দেওয়া যাক্। তাহাই হউক বলিয়া তাঁহারা উষ্ণীষদ্বারা সেই ঋষির চোখ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সেই জন্যই ঐ ঘটনার অনুকরণে ঋত্বিকেরা উষ্ণীষদ্বারা মুখ বেষ্টন করিয়া গ্রাবস্তুতি করিয়া থাকেন।

সেই রাজা সোম পুনরায় দেবগণের মত্ততা উৎপাদন করিয়াছিলেন। তখন দেবগণ বলিলেন, হায়, এই ঋষি স্বকীয় মন্ত্রদ্বারা গ্রাবস্তুতি করিতেছেন, আমরা ঐ মন্ত্রকে অন্য ঋক্‌দ্বারা সম্পৃক্ত[১] করিব। তাহাই হউক বলিয়া তাঁহারা ঐ সর্প-ঋষির মন্ত্রকে অন্য মন্ত্রদ্বারা সম্পৃক্ত (যুক্ত) করিয়াছিলেন। তাহাতে রাজা সোম দেবগণের মত্ততা উৎপাদন করিতে পারিলেন না। এইজন্য শান্তির উদ্দেশে ঐ সর্পঋষির মন্ত্রকে অন্য মন্ত্রদ্বারা সম্পৃক্ত করিবে।

এইরূপে দেবগণ পাপ নাশ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের পশ্চাৎ সর্পগণও পাপ নাশ করিয়াছিল। এই সর্পেরা আপনাদের পূর্ব্ববর্ত্তী জীর্ণ ত্বক পরিত্যাগ করিয়া নূতন ত্বক্ ধারণ করিয়া পাপহীন হইয়া বিচরণ করে। যে ইহা জানে, সেও পাপ নাশ করে।

(১) সর্পঋষি অর্ব্বুদ "প্রৈতে বদন্তু প্র বয়ং বদাম" ইত্যাদি দশম মণ্ডলের ৯৪ সূক্তের দ্রষ্টা। গ্রাবস্তুতিতে ঐ সূক্ত প্রযুক্ত হয়। উহার শান্তির জন্য "আপ্যায়স্ব সমেতু তে" (১।৯১।১৬) মন্ত্র পঠিত হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

গ্রাবস্তুতের কর্ত্তব্য

গ্রাবস্তুতিবিষয়ক মন্ত্রাদি যথা—"তদাহুঃ······প্রতিপদ্যতে"

এ সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে ঃ—কতগুলি মন্ত্র দ্বারা গ্রাবস্তুতি করিবে ? [উত্তর] শত মন্ত্রদ্বারা, এই উত্তর দেওয়া হয়। কেননা, মনুষ্য শতায়ু, শতবীর্য্য ও শতেন্দ্রিয় ; এতদ্দ্বারা যজমানকে আয়ুতে, বীর্য্যে ও ইন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

কেহ কেহ বলেন, তেত্রিশ মন্ত্রদ্বারা স্তুতি করিবে। কেননা, দেবতা তেত্রিশ জন এবং সেই [অর্বুদ] ঋষি তেত্রিশ জন দেবতার পাপ নাশ করিয়াছিলেন।[১]

কেহ বলেন, অপরিমিত (বহু সংখ্যক) মন্ত্রদ্বারা স্তুতি করিবে। কেননা, প্রজাপতি অপরিমিত (সর্ব্বশক্তিমান্); আর এই গ্রাবস্তুতি সম্বন্ধে হোতৃকর্ম্মও প্রজাপতির সম্বন্ধযুক্ত। অপরিমিত মন্ত্রদ্বারা স্তুতি করিলে এই ক্রিয়াতে সকল কামনা লাভ করা যায় ও সকল কামনার প্রাপ্তি ঘটে। যে ইহা জানে, সে সকল কামনা লাভ করে। সেইজন্য অপরিমিত মন্ত্রদ্বারাই স্তুতি করিবে।

এ বিষয়ে আরও প্রশ্ন আছে ঃ—কি রূপে স্তুতি পাঠ করিবে? প্রতি অক্ষরের পর বিরাম দিবে? না চারি অক্ষর পরে? না প্রতি চরণ পরে? না অর্দ্ধঋক্ পরে? না প্রতি ঋকের পরে? [উত্তর] প্রতি ঋকের পর বিরাম সম্ভবপর হয় না ; প্রতি

(১) অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্কার এই তেত্রিশ জন। (সায়ণ)

চরণের পর বিরামও সম্ভবপর হয় না; প্রতি অক্ষরের পর বা চারি অক্ষরের পর বিরাম দিলে ছন্দোভঙ্গ হয় ও বহু অক্ষর কমিয়া যায়; এইজন্য অর্দ্ধ ঋকের পরই বিরাম দিবে। তাহাতে প্রতিষ্ঠা ঘটিবে। মনুষ্য দুইপদে প্রতিষ্ঠিত; পশুগণ চতুষ্পদ; এতদ্দ্বারা দুইপদে প্রতিষ্ঠিত যজমানকে চতুষ্পদ পশুতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়; এইজন্য অর্দ্ধঋক্ পরেই বিরাম দিয়া স্তুতি পাঠ করিবে।

এ বিষয়ে আবার প্রশ্ন আছে :—যদি প্রতিদিন কেবল মাধ্যন্দিন সবনেই গ্রাবস্তুতি হয়, তাহা হইলে অন্য দুই সবনে অভিষ্টব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? [উত্তর] প্রাতঃসবনে গায়ত্রীর প্রয়োগ আছে; সেই জন্য প্রাতঃসবনে গায়ত্রীদ্বারাই অভিষ্টব সিদ্ধ হয়; তৃতীয় সবনে জগতীর প্রয়োগ আছে, সেই জন্য তৃতীয় সবনে জগতীদ্বারাই অভিষ্টব সিদ্ধ হয়। যে ইহা জানে, সে প্রতি মাধ্যন্দিনে গ্রাবস্তুতি করিলে সকল সবনেই তাহার অভিষ্টব সিদ্ধ হয়।

এ বিষয়ে আবার প্রশ্ন আছে :—অধ্বর্য্যু অন্যান্য ঋত্বিক্‌কে প্রৈষমন্ত্রদ্বারা [স্তুতিপাঠাদিতে] প্রেষণ (অনুজ্ঞা) করেন, তবে এস্থলে গ্রাবস্তুৎ কেন ঐরূপে [অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক] প্রেষিত না হইয়াই পাঠ আরম্ভ করিয়া থাকেন? [উত্তর] গ্রাবস্তুতি-সম্বন্ধীয় ঋক্ মনঃস্বরূপ; মন কাহারও প্রেষণার অপেক্ষা রাখে না (স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কার্য্য করে)। সেই জন্য গ্রাবস্তুৎ প্রেষিত না হইয়াই স্তুতিপাঠ আরম্ভ করেন।

———

তৃতীয় খণ্ড

সুব্রহ্মণ্যের কর্ত্তব্য

গ্রাবস্তুতের কর্ত্তব্য বিহিত হইল। এখন সুব্রহ্মণ্যোক্ত কর্ত্তব্য বিধান—"বাগ্ বৈ সুব্রহ্মণ্যা...প্রতিষ্ঠাপয়তি"

সুব্রহ্মণ্যা (তন্নামক নিগদ মন্ত্র)[১] বাক্যস্বরূপ; রাজা সোম [ধেনুরূপী] সুব্রহ্মণ্যার বৎসস্বরূপ; সেই জন্য যেমন বৎস (বাছুর) দেখাইয়া ধেনুকে [নিকটে] আহ্বান করা হয়, সেইরূপ রাজা সোমের ক্রয়ের পর সুব্রহ্মণ্যাকে আহ্বান করিবে (ঐ নিগদ পাঠ করিবে)। এতদ্দ্বারা যজমানের সকল কামনাকেই দোহন করা হইবে। যে ইহা জানে, সে যজমানের জন্য সকল কামনাই দোহন করিয়া থাকে।

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে,—সুব্রহ্মণ্যার সুব্রহ্মণ্যা নামের কারণ কি? [উত্তর] উহা বাক্স্বরূপ, এই উত্তর দিবে। বাক্যই ব্রহ্ম এবং সুব্রহ্ম (বেদবাক্যের সার)।

আরও প্রশ্ন আছে,—ঐ [নিগদ] পুংলিঙ্গ হইলেও উহার কেন স্ত্রীলিঙ্গবিশিষ্ট নাম দেওয়া হয়? [উত্তর] সুব্রহ্মণ্যাই বাক্ [তন্নাম্নী স্ত্রীদেবতা], এই জন্য ঐ নাম; এই উত্তর দিবে।

আবার প্রশ্ন হয়,—অন্যান্য ঋত্বিকে বেদির অভ্যন্তরে ঋত্বিক্‌কর্ম্ম করেন, কিন্তু [সুব্রহ্মণ্য কর্ত্তৃক] সুব্রহ্মণ্যার আহ্বান বেদির বাহিরে হয়; ইহাতে ইঁহারও ঋত্বিক্-কর্ম্ম বেদির অভ্যন্তরে কিরূপে সিদ্ধ হয়? [উত্তর] উৎকর (আবর্জ্জনা)

---

(১) "ইন্দ্র আগচ্ছ হরিব আগচ্ছ" ইত্যাদি নিগদের নাম সুব্রহ্মণ্যা। (তৈং আরং ১।১২।৩-৪)

বেদির নিকট হইতেই আনিয়া বাহিরে [উৎকরনামক স্থানে] ফেলা হয় ; ইনি (সুব্রহ্মণ্য নামক ঋত্বিক্) উৎকরে দাঁড়াইয়াই সুব্রহ্মণ্যা আহ্বান করেন ; সেইহেতু [বেদির অভ্যন্তরে থাকাই সিদ্ধ হয়] ; এই উত্তর দিবে।

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে,—[আহবনীয় ত্যাগ করিয়া] উৎকরে দাঁড়াইয়া কেন সুব্রহ্মণ্যার আহ্বান হয় ? [উত্তর] ঋষিগণ পূর্ব্বে সত্র অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ ছিলেন, তাঁহাকে বলা হইল, তুমি সুব্রহ্মণ্যা আহ্বান কর ; তুমি [বার্দ্ধক্যহেতু অন্যের তুলনায় দেবগণের] অতি নিকটে বর্ত্তমান, এইজন্য তুমিই দেবগণের আহ্বানে সমর্থ হইবে। এইজন্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধকেই সুব্রহ্মণ্যা আহ্বানে নিযুক্ত করা হয়, এতদ্দ্বারা সমস্ত বেদিকেও তুষ্ট করা হয়।

আরও প্রশ্ন আছে, ইঁহাকে (সুব্রহ্মণ্যকে) [গাভী না দিয়া] বৃষভ দক্ষিণা দেওয়া হয় কেন ? [উত্তর] বৃষভ পুরুষ, আর সুব্রহ্মণ্যা স্ত্রী ; এইরূপ উহা মিথুন হয় ও মিথুনদ্বারা সন্তানোৎপত্তি ঘটে।

আগ্নীধ্র [-নামক] ঋত্বিক্ উপাংশু (মৃদুস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া) পাত্নীবতে (তন্নামক গ্রহে) যাগ করেন। এই পাত্নীবতগ্রহ রেতঃস্বরূপ ; রেতঃসেকও উপাংশু (নিঃশব্দে) ঘটিয়া থাকে। [পাত্নীবত গ্রহযাগে] অনুবষট্‌কার করিবে না ;[1] এই যে অনুবষট্‌কার, ইহা [হোমের] সমাপ্তিসূচক ; ঐরূপ করিলে রেতঃসেকেরও সমাপ্তি ঘটিবার আশঙ্কা ঘটে।

(১) বষট্‌কার হোমের পর "অগ্নে বীহি" মন্ত্রে অনুবষটকার হোম হয় (পূর্ব্বে দেখ)।

রেতঃসেক অসমাপ্ত হইলেই যজমান সমৃদ্ধ (অপত্যোৎপাদনে সমর্থ) হয়। সেইজন্য অনুবষট্‌কার করিবে না।

[আগ্নীধ্র নামক ঋত্বিক্] নেষ্টার (তন্নামক ঋত্বিকের) নিকটে বসিয়া [হবিঃশেষ] ভক্ষণ করেন। নেষ্টার সহিত [যজমানের] পত্নীর সম্বন্ধ আছে।[২] এতদ্দ্বারা অগ্নিস্বরূপ ঋত্বিক্ (অর্থাৎ আগ্নীধ্র) কর্ত্তৃক পত্নীতেই সন্তানোৎপত্তির উদ্দেশে রেতঃসেকের ফল হয়। ইহাতে অগ্নিদ্বারা রেতঃসেক ঘটে ও সন্তানোৎপাদন ঘটে। যে ইহা জানে, সে প্রজা ও পশুদ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

দক্ষিণার পর সুব্রহ্মণ্যা সমাপ্ত হয়। সুব্রহ্মণ্যা বাক্য এবং দক্ষিণা অন্ন। এতদ্দ্বারা [যজ্ঞের] সমাপ্তিকালে যজ্ঞকেও বাক্যে ও ভক্ষণীয় অন্নে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

—✱✱—

প্রথম খণ্ড

হোত্রকগণের কর্ম্ম

গ্রাবস্তুৎ ও সুব্রহ্মণ্যের কর্ত্তব্য উক্ত হইল। এখন মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক নামক হোত্রকগণের পাঠ্য শস্ত্রনির্দ্দেশ যথা—"দেবা বৈ......কুর্ব্বন্তি"

দেবগণ যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলেন। যজ্ঞবিস্তারে নিযুক্ত

(২) নেষ্টা যজমানের পত্নীকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করেন।

দেবগণের নিকট অসুরেরা ইঁহাদের যজ্ঞ নষ্ট করিব এই উদ্দেশে আসিয়াছিল। [দেবযজনের] দক্ষিণদেশকে দুর্ব্বল মনে করিয়া অসুরেরা সেইখানে দেবগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। দেবগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া সেই দক্ষিণদেশে মিত্র ও বরুণকে স্থাপন করিয়াছিলেন। মিত্র ও বরুণ প্রাতঃসবনে দক্ষিণদিক্ হইতে অসুরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়াছিলেন। সেইজন্য যজমানেরাও ঐরূপ করিয়া থাকেন, এবং মৈত্রাবরুণ প্রাতঃসবনে মিত্রাবরুণ-দৈবত শস্ত্র পাঠ করেন; কেননা, দেবগণ মিত্র ও বরুণের সাহায্যেই প্রাতঃসবনে দক্ষিণদিক্ হইতে অসুরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ দিক্ হইতে অপসারিত হইয়া অসুরেরা [দেবযজন দেশের] মধ্যদেশে গিয়া যজ্ঞে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিয়াছিল। দেবগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া ইন্দ্রকে মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইন্দ্রের সাহায্যেই প্রাতঃসবনে মধ্যদেশ হইতে অসুরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়াছিলেন। সেইজন্য যজমানেরাও ইন্দ্রের সাহায্যেই প্রাতঃসবনে মধ্যস্থল হইতে অসুরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়া থাকেন, এবং ব্রাহ্মণাচ্ছংসী প্রাতঃসবনে ইন্দ্রদৈবত শস্ত্র পাঠ করেন; কেননা ইন্দ্রের সাহায্যেই দেবগণ প্রাতঃসবনে মধ্যদেশ হইতে অসুরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়াছিলেন।

মধ্যদেশ হইতে অপসারিত হইয়া অসুরেরা উত্তর দিক্ দিয়া যজ্ঞে প্রবেশ করিয়াছিল। দেবগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া

ইন্দ্রকে ও অগ্নিকে উত্তর দিকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইন্দ্রের ও অগ্নির সাহায্যেই প্রাতঃসবনে উত্তর দিক্ হইতে অসুরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়াছিলেন। সেইজন্য যজমানেরাও ঐরূপ করেন এবং অচ্ছাবাক প্রাতঃসবনে ইন্দ্রাগ্নি-দৈবত শস্ত্র পাঠ করেন; কেননা দেবগণ ইন্দ্রের ও অগ্নির সাহায্যেই প্রাতঃসবনে উত্তর দিক্ হইতে অসুরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়াছিলেন।

উত্তর দিক্ হইতে অপসারিত হইয়া অসুরেরা সসৈন্যে পূর্ব্বদিক্ হইতে আক্রমণ করিয়াছিল। দেবগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া অগ্নিকে প্রাতঃসবনে পূর্ব্বদিকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অগ্নির সাহায্যেই প্রাতঃসবনে পূর্ব্বদিক্ হইতে অসুরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়াছিলেন। সেইরূপ যজমানেরাও অগ্নির সাহায্যেই প্রাতঃসবনে পূর্ব্বদিক্ হইতে অসুরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়া থাকেন। সেইজন্য প্রাতঃসবনের দেবতা অগ্নি। যে ইহা জানে, সে পাপ নাশ করিতে সমর্থ হয়।

পূর্ব্বদিক্ হইতে অপসারিত হইয়া অসুরগণ পশ্চিম দিক্ দিয়া যজ্ঞপ্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিল। দেবগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের আত্মস্বরূপ বিশ্বদেবগণকে তৃতীয়সবনে পশ্চিম দিকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মস্বরূপ বিশ্বদেবগণের সাহায্যে তৃতীয়সবনে পশ্চিম দিক্ হইতে অসুরগণকে ও রাক্ষসগণকে অপসারিত করিয়াছিলেন। সেইরূপ যজমানেরাও আত্মস্বরূপ বিশ্বদেবগণের সাহায্যেই তৃতীয়সবনে পশ্চিম দিক্ হইতে অসুরগণকে ও

রাক্ষসগণকে অপসারিত করেন। সেইজন্য তৃতীয়সবনে দেবতা বিশ্বদেবগণ। যে ইহা জানে, সে পাপনাশে সমর্থ হয়।

সেই দেবগণ এইরূপে অসুরগণকে সমস্ত যজ্ঞ হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন; তখন দেবগণের জয় ও অসুরগণের পরাভব হইয়াছিল। যে ইহা জানে, সে নিজে জয়লাভ করে ও তাহার দ্বেষ্টা অনিষ্টকারী শত্রু পরাভূত হয়।

সেই দেবগণ এইরূপে রক্ষিত যজ্ঞদ্বারা পাপী অসুরগণকে অপসারিত করিয়া স্বর্গলোক জয় করিয়াছিলেন। যে ইহা জানে এবং যে ইহা জানিয়া সবনসকল কল্পনা করে, সে দ্বেষ্টা ও অনিষ্টকারী শত্রুকে অপসারিত করে ও স্বর্গলোক জয় করে।

দ্বিতীয় খণ্ড

হোত্রকগণের কর্ম্ম

পৃষ্ঠ্যষড়হাদি যজ্ঞে বিশেষ বিধান যথা—"স্তোত্রিয়ং……কুর্ব্বন্তি"

[পৃষ্ঠ্যষড়হের প্রাতঃসবনে হোত্রকগণের শস্ত্রপাঠকালে] [পরদিনের] স্তোত্রিয় তৃ্যচকে [পূর্ব্বদিনের] স্তোত্রিয় তৃ্যচের অনুরূপ করিবে। ইহাতে পরদিনের অনুষ্ঠানকে পূর্ব্বদিনের অনুষ্ঠানের অনুরূপ করা হয় ও পূর্ব্বদিনকে অভিমুখ রাখিয়া পরদিনের অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়।[১]

(১) যে তৃ্যচে সামগায়ীরা স্তোত্র নিষ্পাদন করেন, তাহাই স্তোত্রিয় তৃ্যচ। পূর্ব্বদিনে তৃ্যচের যে ছন্দ ও যে দেবতা, পরদিনের তৃ্যচেও সেই ছন্দ ও সেই দেবতা থাকিলে উহা অনুরূপ হইবে।

কিন্তু মাধ্যন্দিনে ঐরূপ করিবে না। মাধ্যন্দিনের পৃষ্ঠস্তোত্রসকল শ্রীস্বরূপ, অতএব [প্রাতঃসবনের] স্তোত্রের সদৃশ নহে ; সেই জন্য [মাধ্যন্দিনে] [পর দিনের] স্তোত্রিয় [পূর্ব্বদিনের] স্তোত্রিয়ের অনুরূপ হয় না।

সেইরূপ তৃতীয়সবনেও [পরদিনের] স্তোত্রিয় [পূর্ব্বদিনের] স্তোত্রিয়ের অনুরূপ হয় না।

তৃতীয় খণ্ড

হোত্রকগণের কর্ম্ম

তৎপরে হোত্রকপাঠ্য শস্ত্রের মন্ত্র যথা—"অথাতঃ......অভিসন্তরান্তি"

তদনন্তর (স্তোত্রিয়ানুরূপের পর) শস্ত্রারম্ভের মন্ত্র পাঠ করিবে। মৈত্রাবরুণের শস্ত্রে "ঋজুনীতী নো বরুণঃ"[১] এই মন্ত্রে "মিত্রো নয়তু বিদ্বান্" এই চরণ আছে। এই যে মৈত্রাবরুণ, ইনি হোত্রকগণের প্রণেতা (প্রবর্ত্তক); সেই জন্য ঐ মন্ত্রে প্রণেতৃবাচক ["নয়তু"] পদ রহিয়াছে। ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর শস্ত্রে "ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি"[২] এই মন্ত্রে "হবামহে জনেভ্য ইতীন্দ্রম্" এই চরণ থাকায় এতদ্দ্বারা প্রতিদিন ইন্দ্রকেই আহ্বান করা হয়। যে স্থলে ইহা জানিয়া ব্রাহ্মণাচ্ছংসী প্রতিদিন এই মন্ত্র পাঠ করেন, সেখানে যজমানগণের যজ্ঞে কেহ ইন্দ্রের আগমনে ব্যাঘাত দিতে পারে না।

(১) ১।৯০।১। (২) ১।৮।১০।

অচ্ছাবাকের শস্ত্রে "যৎ সোম আ সুতে নরঃ" [৩] এই মন্ত্রে "ইন্দ্রাগ্নী অজোহবুঃ" এই চরণ থাকায় এই মন্ত্রদ্বারা প্রতিদিন ইন্দ্রের ও অগ্নিরই আহ্বান হয়। যে স্থলে ইহা জানিয়া অচ্ছাবাক প্রতিদিন এই মন্ত্র পাঠ করেন, সেখানে যজমানের যজ্ঞে ইন্দ্রাগ্নির আগমনে কেহ ব্যাঘাত দিতে পারে না।

ঐ মন্ত্রগুলি স্বর্গলোকে পার করিবার জন্য নৌকাস্বরূপ; এতদ্দ্বারা স্বর্গলোকের অভিমুখেই উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

চতুর্থ খণ্ড

হোত্রকগণের কর্ম্ম

অনন্তর হোত্রকপাঠ্য শস্ত্রসমূহের সমাপনমন্ত্রনির্দ্দেশ যথা—"অথাতঃ... এবং বেদ"

অনন্তর [শস্ত্র-] সমাপনের মন্ত্র বলা যাইতেছে। মৈত্রাবরুণের শস্ত্রের শেষ মন্ত্র "তে স্যাম দেব বরুণ" [১] মধ্যে যে "ইষং স্বশ্চ ধীমহি" চরণ আছে, উহার "ইষ" শব্দে এই ভূলোক ও "স্বঃ" শব্দে স্বর্গলোক বুঝাইতেছে; এতদ্দ্বারা এই দুই লোকই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর শস্ত্রে "ব্যন্তরিক্ষমতিরৎ" [২] ইত্যাদি মন্ত্রে যে ত্র্যচ নিষ্পন্ন হয়, উহাতে "বি" শব্দ থাকায় যজমানের উদ্দেশে স্বর্গলোককে বিবৃত করা হয় (খুলিয়া দেওয়া হয়)। ঐ ঋকে "মদে সোমস্য রোচনা"

(৩) ৭।৯৫।১০।

(১) ৭।৬৬।৯। (২) ৮।১৪।৭।

এবং "ইন্দ্রো যদভিনদ্বলম্" এই দুই চরণ আছে। যজমানেরা [যজ্ঞে] দীক্ষিত হইলে ফলকামী (জয়কামী) হইয়া থাকেন; সেই জন্য এই [ইন্দ্রকর্ত্তৃক পরাজিত] বলের (তন্নামক অসুরের) নামযুক্ত মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। [ঐ ত্র্যৃচের অন্তর্গত দ্বিতীয় মন্ত্র] "উদ্গা আজদঙ্গিরোভ্যঃ আবিষ্কৃণ্বন্ গুহা সতীঃ। অর্ব্বাঞ্চং নুনুদে বলম্"[৩]—[বলের] গুহা আবিষ্কার করিয়া [ইন্দ্র] গাভীগণকে অঙ্গিরোগণের সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং অতিনীচ বলকে হত্যা করিয়াছিলেন[৪]—এই মন্ত্রদ্বারা যজমানদিগের ধন রক্ষা হয়। [ঐ তৃতীয় ঋকে] "ইন্দ্রেণ রোচনা দিবঃ"[৫] এই চরণোক্ত ইন্দ্রকর্ত্তৃক শোভমান দ্যুলোকের অর্থ স্বর্গলোক। "দৃঢ়াণি দৃংহিতানিচ, স্থিরাণি ন পরানুদঃ"—[ইন্দ্র] দৃঢ় ও দৃঢ়ীকৃত ও স্থির [নক্ষত্র-গণকে] নষ্ট করেন নাই—এই দুই চরণ দ্বারা [যজমানকে] প্রতিদিন স্বর্গলোকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

অচ্ছাবাকের শস্ত্রে "আহহং সরস্বতীবতোঃ ইন্দ্রাগ্ন্যোরবো বৃণে"[৬] এই মন্ত্রে ইন্দ্র ও অগ্নিকেই বাগ্-যুক্ত (সরস্বতীবান্) বলা হইতেছে, কেননা সরস্বতীই বাক্, এবং বাক্যই ইন্দ্র ও অগ্নির প্রিয় ধাম। এতদ্দ্বারা ঐ দেবতাকে তাঁহাদের প্রিয়ধামদ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়। যে ইহা জানে, সে প্রিয় ধামদ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

(৩) ৮।১৫।৮।

(৪) বল নামক অসুর মহর্ষিগণের গাভী অপহরণ করিয়া গুহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র বলকে হত্যা করিয়া সেই গুহা হইতে গাভীগণ উদ্ধার করিয়া মহর্ষিদিগকে দিয়াছিলেন।

(৫) ৮।১৫।৯। (৬) ৮।৩৯।১০

পঞ্চম খণ্ড

হোত্রকগণের কর্ম্ম

সমাপন-মন্ত্র সম্বন্ধে অন্যান্য কথা যথা—"উভয্যঃ······ভবন্তি"

হোত্রকগণের [১] শস্ত্রসমাপনের মন্ত্র প্রাতঃসবনে ও মাধ্যন্দিনসবনে দ্বিবিধ হইয়া থাকে ; অহীন যজ্ঞে একরূপ আর ঐকাহিক যজ্ঞে অন্যরূপ। [২] তবে মৈত্রাবরুণ [উভয় সবনে] ঐকাহিকের মন্ত্র দ্বারাই [অহীনের শস্ত্রও] সমাপ্ত করেন ; তাহাতে তিনি এই লোক হইতে ভ্রষ্ট হন না। কিন্তু অচ্ছাবাক অহীনের মন্ত্রদ্বারাই [অহীন শস্ত্র সমাপ্ত করিবেন] ; তাহাতে তাঁহার স্বর্গলোক প্রাপ্তি ঘটিবে। [৩] ব্রাহ্মণাচ্ছংসী দ্বিবিধ নিয়মেই শস্ত্র সমাপ্ত করিবেন। [৪] তদ্দ্বারা তিনি এই লোক ও ঐ স্বর্গলোক উভয় লোকের সম্পর্ক রাখেন। আবার এতদ্দ্বারা তিনি মৈত্রাবরুণ ও অচ্ছাবাক এই উভয়ের সম্পর্ক রাখেন, অহীন ও একাহ উভয় যজ্ঞের সম্পর্ক রাখেন, সংবৎসর সত্রের এবং অগ্নিষ্টোম এতদুভয়েরও সম্পর্ক রাখেন।

তৃতীয়সবনে ঐকাহিকের মন্ত্রে হোত্রকগণের দ্বিবিধ

(১) মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক এই তিনজন হোত্রক।

(২) প্রকৃতি যজ্ঞ একাহে সম্পন্ন হয় বলিয়া ঐকাহিক। একের অধিক দিনে সম্পন্ন যজ্ঞ অহর্গণ বা অহীন।

(৩) তাঁহার পক্ষে ঐকাহিকের মন্ত্র ও অহীনের মন্ত্র পৃথক্।

(৪) তাঁহার পক্ষে প্রাতঃসবনে অহীন ও ঐকাহিক যজ্ঞের মন্ত্র বিভিন্ন ; কিন্তু মাধ্যন্দিনে যজ্ঞেই এক মন্ত্র।

যজ্ঞের শস্ত্রসমাপন হয়। একাহ যজ্ঞ প্রতিষ্ঠাস্বরূপ ; এতদ্দ্বারা যজ্ঞকে সমাপ্তিকালে প্রতিষ্ঠাতেই স্থাপন করা হয়।

প্রাতঃসবনে যাজ্যাপাঠে মন্ত্রমধ্যে বিরাম দিবে না।

[প্রাতঃসবনে] ঋক্‌সংখ্যা স্তোমের তুলনায় বাড়াইতে হইলে, এক বা দুইয়ের অধিক বৃদ্ধি করিবে না। পিপাসিত অশ্ব যখন হ্রেষারব করে, তখন তাড়াতাড়ি কিছু [জল] দিতে হয় ; সেইরূপ দেবগণকেও ভক্ষণীয় অন্ন ও পানীয় সোম শীঘ্র দিতে হইবে, এই মনে করিয়া মন্ত্রসংখ্যা আর অধিক বাড়াইবে না ; ইহাতে শীঘ্রই ইহলোকে প্রতিষ্ঠা ঘটিবে।

অন্য দুই সবনে অপরিমিত (বহুসংখ্যক) মন্ত্রদ্বারা স্তোম-বৃদ্ধি করিবে। কেননা স্বর্গলোক অপরিমিত ; ইহাতে স্বর্গলোক প্রাপ্তি ঘটে।

[অহীনযজ্ঞে] হোত্রকগণ পূর্ব্বদিনে যে সূক্ত পাঠ করেন, পরদিনে হোতা [শস্ত্রপাঠ কালে] যথেচ্ছ সেই সূক্ত পাঠ করিবেন। অথবা হোতা যাহা পাঠ করেন, হোত্রকেরাও [পরদিনে] তাহা পাঠ করিবেন। হোতা প্রাণস্বরূপ ও হোত্রকগণ অঙ্গস্বরূপ। এই প্রাণ সকল অঙ্গেই সমানভাবে সঞ্চরণ করে ; সেইজন্য হোত্রকগণ পূর্ব্বদিনে যে সূক্ত পাঠ করেন, হোতা [পরদিনে] তাহা যথেচ্ছ পাঠ করিবেন অথবা হোতা যাহা পাঠ করিবেন, হোত্রকেরাও তাহাই [পরদিনে] পাঠ করিবেন।

হোতা সূক্তের অন্তে স্থিত মন্ত্রদ্বারা শস্ত্র সমাপন করেন ; তৃতীয়সবনে হোত্রকগণেরও সেই মন্ত্রে শস্ত্রসমাপন হয়। হোতা শরীর ; হোত্রকগণ অঙ্গস্বরূপ। [হস্তপদাদি] অঙ্গসমূহের

শেষভাগও [অঙ্গুলিসংখ্যায়] সমান। এইজন্য তৃতীয়-সবনে হোত্রকগণের শস্ত্রসমাপন মন্ত্রও [হোতার মন্ত্রের] সমান হয়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

চমসোন্নয়ন

সোমদ্বারা চমসপূরণের নাম উন্নয়ন। উন্নয়নের সময় যে সকল সূক্ত অনুবাক্যারূপে পঠিত হয়, তাহার নাম উন্নীয়মান সূক্ত। অধ্বর্য্যুপ্রেষিত মৈত্রাবরুণ উহা পাঠ করেন। তৎসম্বন্ধে বিধি যথা—"আ ত্বা......অনুব্রূয়াৎ"

প্রাতঃসবনে [চমস] উন্নয়নের সময় [মৈত্রাবরুণ] "আ ত্বা বহন্তু হরয়ঃ"[1] ইত্যাদি সূক্ত পাঠ করিবেন। বৃষণ্‌শব্দ, পীতশব্দ, সুতশব্দ ও মদ্‌শব্দ থাকায় উহা এই কর্ম্মে অনুকূল। ইন্দ্র যজ্ঞস্বরূপ, এইজন্য ঐ ইন্দ্রদৈবত সূক্ত পাঠ করা হয়। প্রাতঃসবনের ছন্দ গায়ত্রী, এইজন্য ঐ গায়ত্রীছন্দের মন্ত্রই পাঠ করা হয়।

প্রাতঃসবনে নয়টি মন্ত্র পাঠ করা হয়[2]; উহা [মাধ্য-

(১) ১।১৬।১

(২) ঐ সূক্তে নয়টি ঋক্ আছে।

ন্দিনের সূক্ত] অপেক্ষা অল্প[৩]; ক্ষুদ্রস্থানেই (যোনিদেশে) রেতঃসেক হইয়া থাকে।

মাধ্যন্দিনে দশটি মন্ত্র পাঠ করিবে। কেননা ক্ষুদ্রস্থানে রেতঃ সিক্ত হইয়া স্ত্রীলোকের [গর্ভের] মধ্যে আসিয়া স্থূল [ভ্রূণে] পরিণত হয়।

তৃতীয় সবনে আবার নয়টি মন্ত্র পাঠ করিবে, ঐ সূক্তও [মাধ্যন্দিনের] তুলনায় অল্প; সন্তানও ক্ষুদ্রস্থান (যোনিদেশ) হইতেই জন্মলাভ করে।

ঐ সকল সূক্ত সম্পূর্ণ পাঠ করিবে। ভ্রূণত্বপ্রাপ্ত যজমানকে এতদ্দ্বারা দেবযোনিস্বরূপ যজ্ঞ হইতে [পূর্ণ দেবত্বে] জন্মদান হয়। কেহ কেহ বলেন, [সম্পূর্ণ সূক্ত না পড়িয়া প্রতি সূক্তে] সাতটি সাতটি মন্ত্র পাঠ করিবে, প্রাতঃসবনে সাতটি, মাধ্যন্দিনে সাতটি, তৃতীয়সবনে সাতটি। কেননা যতগুলি মন্ত্র যাজ্যা হয়, পুরোনুবাক্যাও ততগুলি হওয়া উচিত; সাতজন ঋত্বিক্[৪] পূর্ব্বমুখ হইয়া [সাতটি] যাজ্যা পাঠ করেন, সাতজনেই বষট্‌কার উচ্চারণ করেন; [চমসোন্নয়নে পঠিত] ঐ মন্ত্রগুলি ঐ [সাতটি] যাজ্যারই পুরোনুবাক্যা, ইঁহারা এইরূপ বলেন। কিন্তু এরূপ করিবে না। উহাতে যজমানের রেতঃ লুপ্ত হইবে ও [তাহার ফলে] যজমানকেও লুপ্ত করা হইবে; যজমানই সূক্তস্বরূপ। মৈত্রাবরুণ [প্রাতঃসবনে] নয়টি মন্ত্র দ্বারা যজমানকে এই লোক হইতে অন্তরিক্ষলোকের অভিমুখে প্রেরণ করেন; [মাধ্যন্দিনে] দশটি মন্ত্র

(৩) মাধ্যন্দিনে দশ মন্ত্রের সূক্ত পঠিত হয়।

(৪) হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, নেষ্টা, পোতা, আগ্নীধ্র, অচ্ছাবাক, এই সাত জন।

দ্বারা অন্তরিক্ষলোক হইতে ঐ [নাকপৃষ্ঠ নামক] লোকের অভিমুখে প্রেরণ করেন ; ঐ লোক অন্তরিক্ষলোক হইতেও বৃহৎ ; [তৃতীয়সবনে] নয়টি মন্ত্রদ্বারা সেই লোক হইতে স্বর্গলোকের অভিমুখে প্রেরণ করেন। যাঁহারা সাতটি সাতটি মন্ত্র পাঠ করিতে বলেন, তাঁহারা যজমানকে স্বর্গলোক অভিমুখে আরোহণে সমর্থ করেন না। সেইজন্য সম্পূর্ণ সূক্তগুলি পাঠ করিবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

চমসোন্নয়ন

সবনত্রয়ে চমসাধ্বর্য্যগণ কর্ত্তৃক চমসোন্নয়ের পর সোমাহুতি দিবার সময় পূর্ব্বোক্ত সাতজন হোতা সাতটি প্রস্থিত যাজ্যা পাঠ করেন ; তৎসম্বন্ধে বিধান যথা—"অথাহ...উপাপ্নোতি"

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছেঃ—ইন্দ্র যজ্ঞস্বরূপ ; তবে কেন প্রাতঃসবনে প্রস্থিতযাজ্যাপাঠে[1] কেবল হোতা ও ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এই দুইজনমাত্র প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রদৈবত মন্ত্রে যাজ্যা পাঠ করেন? হোতা "ইদং তে সোম্যং মধু"[2] এই মন্ত্রে ও ব্রাহ্মণাচ্ছংসী "ইন্দ্র ত্বা বৃষভং বয়ম্"[3] এই মন্ত্রে যাজ্যাপাঠ করেন ; অন্য [পাঁচ] ঋত্বিক্ কিন্তু নানা দেবতার উদ্দিষ্ট মন্ত্রে

(১) উল্লিখিত সাতজন ঋত্বিকের পঠিত যাজ্যার নাম প্রস্থিত যাজ্যা।

(২) ৮।৬৬।৮। (৩) ৩।৪০।১।

যাজ্যা পাঠ করেন ; তবে সেই মন্ত্র কিরূপে ইন্দ্র-দৈবত রূপে গণ্য হয় ?

[উত্তর] "মিত্রং বয়ং হবামহে" [৪] এই মন্ত্র মৈত্রাবরুণের যাজ্যা ; উহাতে "বরুণং সোমপীতয়ে", এই যে পীতশব্দযুক্ত [দ্বিতীয়] চরণ আছে, উহা ইন্দ্রের অনুকূল, এতদ্দ্বারা ইন্দ্রকে প্রীত করা হয়। "মরুতো যস্য হি ক্ষয়ে" [৫] এই মন্ত্র পোতার যাজ্যা। উহার "স সুগোপাতমো জনঃ" এই [তৃতীয় চরণে] ইন্দ্রকেই গোপা (রক্ষক) বলা হইয়াছে, এজন্য ইহা ইন্দ্রের অনুকূল ; ইহাতে ইন্দ্রকে প্রীত করা হয়। "অগ্নে পত্নীরিহাবহ" [৬] এই মন্ত্র নেষ্টার যাজ্যা ; উহার "ত্বষ্টারং সোমপীতয়ে" এই [তৃতীয় চরণে] ত্বষ্টা শব্দ ইন্দ্রকে বুঝায়, উহা ইন্দ্রের অনুকূল ; ইহাতে ইন্দ্রকেই প্রীত করা হয়। "উক্ষান্নায় বশান্নায়" [৭] এই মন্ত্র আগ্নীধ্রের যাজ্যা ; উহার [দ্বিতীয় চরণে] "সোমপৃষ্ঠায় বেধসে" এস্থলে ইন্দ্রই বেধা (বিধাতা) ; এই মন্ত্র ইন্দ্রের অনুকূল, ইহাতে ইন্দ্রকে প্রীত করা হয়। "প্রাতর্যাবভিরাগতং দেবেভির্জেন্যাবসূ। ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে" [৮] অচ্ছাবাকের এই মন্ত্র [ইন্দ্র-শব্দ থাকায়] আপনিই [ইন্দ্রের] অনুকূল।

এইরূপে এইসকল মন্ত্রই ইন্দ্রের অনুকূল। আর ঐ সকল মন্ত্র নানা দেবতার উদ্দিষ্ট হওয়ায় তাহাতে অন্য দেবতারাও প্রীত হন। উহাদের গায়ত্রী ছন্দ হওয়ায় উহারা

(৪) ১।২৩।৪। (৫) ১।৮৬।১। (৬) ১।২২।৯।
(৭) ৮।৪৩।১১। (৮) ৮।৩৮।৭।

অগ্নির অনুকূলও বটে। এইরূপে ঐ সকল মন্ত্রদ্বারা ত্রিবিধ ফল (মন্ত্রোদ্দিষ্ট দেবতাগণের, ইন্দ্রের এবং অগ্নির প্রীতি) পাওয়া যায়।

তৃতীয় খণ্ড

চমসোন্নয়ন

মাধ্যন্দিন সবনে উন্নয়নকালের সূক্তবিধান যথা—"অসাবি দেবং· ·ভবন্তি"

মাধ্যন্দিন সবনে [চমসের] উন্নয়নকালে "অসাবি দেবং গোঋজীকমন্ধঃ"[১] ইত্যাদি সূক্তে অনুবাক্যা হইবে। উহাতে বৃষণ্ শব্দ, পীতশব্দ, সুতশব্দ ও মদ্‌শব্দ থাকায় উহারা এই কর্ম্মে অনুকূল। ঐ ইন্দ্রদৈবত মন্ত্র পাঠ করিবে, কেননা ইন্দ্র যজ্ঞস্বরূপ। ঐ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্র পাঠ করিবে, কেননা মাধ্যন্দিনসবনের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। এ বিষয়ে প্রশ্ন হয়—মদ্‌শব্দযুক্ত মন্ত্র তৃতীয় সবনের অনুকূল ; তবে কেন মাধ্যন্দিন সবনে ঐ মন্ত্রে অনুবাক্যা হয় এবং ঐরূপ মন্ত্রেই যাজ্যা হয় ? [উত্তর] দেবতারা মাধ্যন্দিন সবনেই [সোমপানে] মত্ত হন ; তৃতীয়সবনে তাঁহারা ভাল করিয়াই একসঙ্গে মত্ত হন। সেইজন্য মাধ্যন্দিনেও মদ-শব্দ-যুক্ত মন্ত্রেই অনুবাক্যা হয় ও তাদৃশ মন্ত্রে যাজ্যাও হয়। ঋত্বিকেরা সকলেই মাধ্য-

---

(১) ৭।২১।১

ন্দিনে প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রদৈবত মন্ত্রে প্রস্থিত সোমের যাজ্যা পাঠ করেন।[২]

তবে [সাতজন ঋত্বিকের মধ্যে] কয়েকজনের মন্ত্রে অভি-পূর্ব্বক তৃদ্‌ধাতু নিষ্পন্ন পদও আছে। যথা, "পিবা সোমমভি যমুগ্র তর্দ্দ"[৯] এই ["অভি" ও "তর্দ" শব্দযুক্ত] মন্ত্র হোতার যাজ্যা। "স ঈং পাহি য ঋজীষী তরুত্রঃ"[১০] এই মন্ত্র মৈত্রাবরুণের যাজ্যা। "এবা পাহি প্রত্নথা মন্দতু ত্বা"[১১] এই মন্ত্র ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর যাজ্যা।

"অর্ব্বাঙেহি সোমকামং ত্বাহুঃ"[১২] এই মন্ত্র পোতার যাজ্যা। "তবায়ং সোমস্ত্বমেহ্যর্ব্বাঙ্" এই মন্ত্র[১৩] নেষ্টার যাজ্যা। "ইন্দ্রায় সোমঃ প্রদিবো বিদানাঃ"[১৪] এই মন্ত্র অচ্ছাবাকের যাজ্যা। "আপূর্ণো অস্য কলশঃ স্বাহা"[১৫] এই মন্ত্র আগ্নীধ্রের যাজ্যা।

এই সকলের মধ্যে কেবল [তিনটি] মন্ত্র অভিপূর্ব্বক তৃদ্‌ধাতুনিষ্পন্ন পদযুক্ত।[১৬] ইন্দ্র প্রাতঃসবনে বিজয় লাভ করেন নাই ; তিনি ঐ [তিনটি] মন্ত্রদ্বারা মাধ্যন্দিন সবনকে অপর সবনদ্বয়ের অভিমুখে তর্দ্দিত (দৃঢ়বদ্ধ) করিয়াছিলেন ;

(২) প্রাতঃসবনে কেবল দুইজন ঋত্বিকের মন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রদেবতার উদ্দিষ্ট, অন্য ঋত্বিকের মন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে অন্য দেবতার উদ্দিষ্ট ; কেবল গৌণভাবে ইন্দ্রের সম্পর্কযুক্ত। মাধ্যন্দিন-সবনে সকল ঋত্বিকের মন্ত্রেরই দেবতা প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্র।

(৯) ৬।১৭।১। (১০) ৬।১৭।২ ইহার চতুর্থ চরণে "অভিতৃন্ধি" পদ আছে।

(১১) ৬।১৭।৩ ইহার চতুর্থচরণে "অভিতৃন্ধি" পদ আছে।

(১২) ১।১০৪।৯। (১৩) ৩।৩৫।৬। (১৪) ৩।৩৬।২। (১৫) ৩।৩২।১৫।

ঐ রূপে তিনি যে অন্যের অভিমুখে তর্দ্দিত করিয়াছিলেন, এই জন্য ঐ মন্ত্র উক্ত লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে।

চতুর্থ খণ্ড

চমসোন্নয়ন

অনন্তর তৃতীয়সবনে উন্নয়নকালীন সূক্তবিধান যথা—"ইহোপ যাত······সমৃদ্ধ্যৈ"

তৃতীয়সবনে [চমসের] উন্নয়নকালে "ইহোপ যাত শবসো নপাতঃ"[১] ইত্যাদি সূক্ত অনুবাক্যা হইবে। বৃষণ্ শব্দ, পীতশব্দ, সুতশব্দ ও মদ্-শব্দ থাকায় ঐ সূক্তের মন্ত্রসকল এই কর্ম্মে অনুকূল; ঐ মন্ত্র সকল ইন্দ্রের ও ঋভুগণের উদ্দিষ্ট। এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে,—[তৃতীয়সবনে পবমানস্তোত্রে সামগায়ীরা] ঋভুদৈবত মন্ত্রে স্তোত্র সম্পাদন করেন না, তবে কেন পবমানকে ঋভুদৈবত বলা হয়? [উত্তর] পুরাকালে পিতা প্রজাপতি মর্ত্ত্য (মানুষ-ধর্ম্মযুক্ত) ঋভুগণকে অমর্ত্ত্য (দেবধর্ম্ম-যুক্ত) করিয়া তৃতীয় সবনের ভাগী করিয়াছিলেন, সেইজন্য ঋভুদৈবত মন্ত্রে স্তোত্রসম্পাদন হয় না, অথচ [তৃতীয়সবনের সম্পর্কহেতু] পবমানকে ঋভুদৈবত বলা হয়। এ বিষয়ে কেহ কেহ প্রশ্ন করেন,—প্রাতঃসবনে গায়ত্রী ও মাধ্যন্দিনে

(১৬) উক্ত সাতটি মন্ত্রের মধ্যে হোতা, মৈত্রাবরুণ ও ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এই তিনজনের (৯)(১০)(১১) চিহ্নিত মন্ত্রই উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট, অন্য মন্ত্র নহে।

(১) ৪।৩৫।১

ত্রিষ্টপ্ ছন্দ পঠিত হওয়ায় ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী সবনদ্বয়ে যথোচিত ছন্দেই অনুবাক্যা হইয়া থাকে, তবে তৃতীয়সবনের ছন্দ জগতী হইলেও উহাতে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে কেন অনুবাক্যা হয়? [উত্তর] তৃতীয়সবনের রস [গায়ত্রীকর্ত্তৃক] পীত হইয়াছিল[২]; আর ত্রিষ্টুপ্ছন্দের রস পীত না হওয়ায় উহা শুক্রযুক্ত (সারযুক্ত); এইজন্য তদ্দ্বারা তৃতীয়সবনের সরসতা সম্পাদন ঘটে, এই উত্তর দিবে। অতএব এতদ্দ্বারা এই সবনে ইন্দ্রের ভাগ সম্পাদিত হয়।

এ বিষয়ে আরও প্রশ্ন আছে:—তৃতীয়সবনের দেবতা ইন্দ্র ও ঋভুগণ; কিন্তু তৃতীয়সবনে প্রস্থিত সোমের যাজ্যাবিধানে কেবল হোতা "ইন্দ্র ঋভুভির্বাজবদ্ভিঃ সমুক্ষিতম্"[৩] এই প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রদৈবত ও ঋভুদৈবত মন্ত্রে যাজ্যা করেন, অন্য ঋত্বিকেরা নানা দেবতার উদ্দিষ্ট মন্ত্রে যাজ্যা করিলেও কি রূপে উহা ইন্দ্র ও ঋভুগণের উদ্দিষ্ট বলিয়া গণ্য হয়? [উত্তর] "ইন্দ্রাবরুণা সুতপাবিমং সুতম্"[৪] এই মন্ত্র মৈত্রাবরুণের যাজ্যা, উহার "যুবো রথো অধ্বরং দেববীতয়ঃ" এই চরণে ["দেববীতয়ঃ" এই] বহুবচনান্ত পদ আছে; এই জন্য উহা [বহুসংখ্যক] ঋভুগণেরই অনুকূল। "ইন্দ্রশ্চ সোমং পিবতং বৃহস্পতে"[৫] এই মন্ত্র ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর যাজ্যা। ইহার

(২) সোমাহরণকালে গায়ত্রী দুই চরণদ্বারা প্রথম সবনদ্বয় ও মুখদ্বারা তৃতীয়সবন গ্রহণ করিয়া উহার রস পান করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা "পদ্ভ্যাং দ্বে সবনে সমগৃহ্লান্মুখেনৈকং যন্মুখেন সমগৃহ্লাং তদধয়ত্তস্মাদ্ দ্বে সবনে শুক্রবতী প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনঞ্চ তস্মাৎ তৃতীয়সবন ঋজীষমভিষুণ্বন্তি ধীতমিব হি মন্যন্তে"।

(৪) ৬।৬৯।১০। (৫) ৪।৫০।১০।

"আ বাং বিশস্ত্বিন্দবঃ স্বাভুবঃ" এই চরণেও বহুবচনান্ত পদ থাকায় উহাও ঋভুগণের অনুকূল।

"আ বো বহন্তু সপ্তয়ো রঘুষ্যদঃ"[৫] এই মন্ত্র পোতার যাজ্যা; ইহার "রঘুপত্বানঃ প্র জিগাত বাহুভিঃ" এই চরণে বহুবচনান্ত পদ থাকায় উহা ঋভুগণের অনুকূল। "অমেব নঃ সুহবা আ হি গন্তন"[৬] এই মন্ত্র নেষ্টার যাজ্যা; ইহার "গন্তন" (অর্থাৎ গচ্ছত) এই পদ বহুবচনান্ত হওয়ায় ইহাও ঋভুগণের অনুকূল। "ইন্দ্রাবিষ্ণূ পিবতং মধ্বো অস্য"[৭] এই মন্ত্র অচ্ছাবাকের যাজ্যা; ইহার "অন্ধাংসি মদিরাণ্যগ্মন্" এই চরণে বহুবচনান্ত পদ থাকায় ইহাও ঋভুগণের অনুকূল। "ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে"[৮] এই মন্ত্র আগ্নীধ্রের যাজ্যা; ইহার রথমিব সং মহেমা মনীষয়া" এই পদে বহুবচনান্ত পদ থাকায় উহা ঋভুগণের অনুকূল। এইরূপে ঐ মন্ত্রসকল ইন্দ্র ও ঋভুগণ উভয়েরই সম্বন্ধযুক্ত হয়। আর উহারা নানা দেবতার উদ্দিষ্ট হওয়ায় অন্য দেবতাকেও প্রীত করে। এই সকল মন্ত্রে জগতীচ্ছন্দের বাহুল্য আছে; তৃতীয়সবনের ছন্দও জগতী; ইহাতে তৃতীয় সবনেরই সমৃদ্ধি ঘটে।

পঞ্চম খণ্ড

হোত্রক ও হোত্রাশংসী

হোত্রক ও হোত্রাশংসীর কর্ম্মের সাম্য ও বৈষম্য প্রদর্শন যথা—"অথাহ... স্তেনেতি"।

(৫) ১।৮৫।৬। (৬) ২।৩৬।৩। (৭) ৬।৬৯।৭ (৮) ১।৯৪।১।

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে ঃ—ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও কর্ম্ম শস্ত্রবিশিষ্ট, কাহারও কর্ম্ম শস্ত্রবিশিষ্ট নহে[1]; তবে কিরূপে যজমানের পক্ষে সকল ঋত্বিকের কর্ম্মই শস্ত্রবিশিষ্ট কর্ম্মের মত সমানভাবে সমৃদ্ধিলাভ করে? [উত্তর] এই [উভয় শ্রেণির] ঋত্বিকের কর্ম্মকেই একযোগে "হোত্র" বলা হয়, সেইজন্য সকলেই সমান।[2] ইঁহাদের কাহারও শস্ত্র আছে, কাহারও শস্ত্র নাই, সেইজন্য উভয়ের বৈষম্যও আছে বটে। কিন্তু ঐ কারণে সকলেরই কর্ম্ম শস্ত্রবিশিষ্টরূপে গণ্য হইয়া সমানভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে।

আরও প্রশ্ন আছে,—হোত্রকগণ প্রাতঃসবনে শস্ত্রপাঠ করেন, মাধ্যন্দিনে শস্ত্রপাঠ করেন, তাহাতে তৃতীয়সবনেও তাঁহাদের শস্ত্রপাঠ কিরূপে সিদ্ধ হয়? [উত্তর] মাধ্যন্দিনে হোত্রকেরা প্রত্যেকে দুই দুই সূক্ত পাঠ করেন, এইজন্য [সিদ্ধ হয়], এই উত্তর দিবে।[3]

আরও প্রশ্ন আছে, হোতারই [প্রত্যেক সবনে] দুইটি শস্ত্রপাঠের বিধান আছে; হোত্রকগণের [তাহা না থাকিলেও] কিরূপে দুই শস্ত্র পাঠের ফললাভ হয়? [উত্তর] তাঁহারা

(১) মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক এই তিন হোত্রকের শস্ত্র আছে; নেষ্টা, পোতা ও আগ্নীধ্র এই তিন হোত্রাশংসীর শস্ত্র নাই।

(২) হোত্রক ও হোত্রাশংসী উভয়বিধ ঋত্বিকের কর্ম্মের সাধারণ নাম হোত্র, এইজন্য হোত্রাশংসীর শস্ত্র না থাকিলেও তিনি হোত্রকের তুল্য হন।

(৩) তৃতীয় সবনে হোত্রকেরা শস্ত্র পাঠ করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় সবনে মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক ইঁহারা প্রত্যেকে দুই দুই সূক্ত পাঠ করেন। উহার একটি সূক্ত মাধ্যন্দিনে উদ্দিষ্ট ও দ্বিতীয় সূক্ত পরবর্ত্তী তৃতীয় সবনের উদ্দিষ্ট মনে করিলে তদ্দ্বারাই তৃতীয় সবনের শস্ত্রপাঠে ফললাভ হইবে।

[প্রস্থিত সোমযাগে] দুই দুই দেবতার উদ্দিষ্ট যাজ্যাপাঠ করেন, এইজন্য [ঐ ফললাভ হয়], এই উত্তর দিবে।[৪]

ষষ্ঠ খণ্ড

হোত্রক ও হোত্রাশংসী

হোত্রক সম্বন্ধে আরও বক্তব্য—"অথাহ······শংসতঃ"।

এ বিষয়ে আরও প্রশ্ন আছে,—তিনজন হোত্রকের হোত্র শস্ত্রবিশিষ্ট, তবে অপরের (হোত্রাশংসীদের) কর্ম্মও কিরূপে শস্ত্রবিশিষ্ট বলিয়া গণ্য হয় ? [উত্তর] [হোতার পঠিত] আজ্য-শস্ত্র আগ্নীধ্রের শস্ত্ররূপে, মরুত্বতীয় শস্ত্র পোতার শস্ত্ররূপে, বৈশ্বদেবশস্ত্র নেষ্টার শস্ত্ররূপে গণ্য হয় ; এইরূপে তাঁহাদের কর্ম্মও শস্ত্রচিহ্নযুক্ত হইয়া থাকে।[১]

আরও প্রশ্ন আছে,—অন্য হোত্রকগণের প্রত্যেকের জন্য একটিমাত্র প্রৈষের বিধান আছে ; তবে কেন পোতার জন্য দুইটি প্রৈষ আর নেষ্টার জন্য দুইটি প্রৈষ ?[২] [উত্তর]

(৪) হোতার শস্ত্র প্রাতঃসবনে আজ্য ও প্রউগ, মাধ্যন্দিনে মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য ; তৃতীয়ে বৈশ্বদেব ও আগ্নিমারুত ; হোত্রকগণের কাহারও দুইশস্ত্রের বিধান নাই। কিন্তু প্রস্থিত যাজ্যার মন্ত্রের দ্বিবিধ দেবতা ; এক দেবতা প্রত্যক্ষভাবে মন্ত্রের উদ্দিষ্ট, অন্য দেবতা গৌণভাবে সম্বন্ধযুক্ত (পূর্ব্বে দেখ) ; এতদ্দারা ঐ ফললাভ হয়।

(১) আগ্নীধ্রের যাজ্যা অগ্নির উদ্দিষ্ট, আজ্যশস্ত্রও অগ্নির-উদ্দিষ্ট। পোতার যাজ্যা মরুদ্গণের উদ্দিষ্ট, মরুত্বতীয় শস্ত্রও মরুদ্গণের উদ্দিষ্ট। নেষ্টার যাজ্যামন্ত্রে দেবগণের উল্লেখ আছে ; এই হেতু উহার সহিত বৈশ্বদেব শস্ত্রের সম্বন্ধস্থাপন চলিতে পারে। এইরূপে প্রত্যেকের জন্য হোতৃপঠিত শস্ত্রের সহিত হোত্রকপঠিত যাজ্যার সামান্য দেখান হইতেছে।

(২) প্রৈষমন্ত্র সাকল্যে বারটি এবং হোতা, পোতা, নেষ্টা, আগ্নীধ্র, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, মৈত্রাবরুণ,

যে সময়ে ঐ গায়ত্রী সুপর্ণরূপ ধরিয়া সোম আহরণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি ঐ হোত্রকগণের শস্ত্র লোপ করিয়া হোতাকে [সেই শস্ত্র] দান করিয়াছিলেন, এবং [ঐ হোত্রকগণকে বলিয়াছিলেন] তোমরা আহাবপর্য্যন্ত করিতে পাইবে না, যেহেতু তোমরা [আমার অবস্থা] জানিতে পার নাই। তখন দেবগণ বলিলেন, এই দুই জনকে (পোতা ও নেষ্টাকে) [প্রৈষমন্ত্ররূপ] বাক্যদ্বারা বর্দ্ধিত করিব ; সেইজন্য তাঁহার দুই দুই প্রৈষ হইল। আর দেবগণ আগ্নীধ্রের ক্রিয়াকে ঋক্‌মন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন ; সেই জন্য আগ্নীধ্রের যাজ্যায় একটি ঋক্ অধিক আছে।[৩]

আরও প্রশ্ন আছে,—মৈত্রাবরুণ "হোতা যক্ষৎ" "হোতা যক্ষৎ" ইত্যাদি প্রৈষমন্ত্রে হোতাকে প্রেষণ করেন, [ইহা

হোতা, পোতা, নেষ্টা, অচ্ছাবাক, অধ্বর্যু ও গৃহপতি এই কয়েক জনের জন্য যথাক্রমে বিহিত। হোতার দুই প্রৈষ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। হোত্রকগণের মধ্যে কেবল পোতার ও নেষ্টার দুই দুই প্রৈষ ; অন্যের এক এক। "হোতা যক্ষন্ মরুতঃ পোত্রাৎ" এবং "হোতা যক্ষদ্দেবং দ্রবিণোদাং পোত্রাদৃতুভিঃ" এই দুইটি পোতার প্রৈষ। "হোতা যক্ষদ্গ্রাবো নেষ্টা" এবং "হোতা যক্ষদ্দেবং দ্রবিণোদাং নেষ্ট্রাৎ" এই দুইটি নেষ্টার প্রৈষ।

(৩) আজ্য, মরুত্বতীয় ও বৈশ্বদেব এই তিন শস্ত্র পূর্ব্বে হোতার পাঠ্য ছিল না ; পোতা, নেষ্টা ও আগ্নীধ্রের অর্থাৎ তিনজন হোত্রাশংসীর পাঠ্য ছিল। গায়ত্রীকর্তৃক সোমাহরণে ইন্দ্র শোকাভিভূত হইলে সকল ঋত্বিক্ ইন্দ্রের নিকট সান্ত্বনা দিবার জন্য আসিয়াছিলেন ; কেবল ঐ তিন ঋত্বিক্ আসেন নাই। তাহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের শস্ত্র হোতাকে দান করেন এবং তাঁহাদিগকে আহাবমন্ত্রপাঠের অধিকারে বর্জ্জিত করেন। অন্যদেবতারা হোত্রাশংসীদের এই দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া নেতা ও পোষ্টাকে দুইটি করিয়া প্রৈষ দিলেন এবং আগ্নীধ্রের যাজ্যামন্ত্রে ঋক্‌সংখ্যা একটি বাড়াইয়া দিলেন। সাতজন ঋত্বিকেরই তিনটি করিয়া প্রস্থিত যাজ্যামন্ত্র ছিল, তদবধি আগ্নীধ্রের চারিটি মন্ত্র হইল। "এভিরগ্নে সরথম্" এই মন্ত্রটি আগ্নীধ্রের চতুর্থ মন্ত্র ; পাত্নীবত গ্রহযাগে উহার প্রয়োগ হয়

যুক্তিযুক্ত]; কিন্তু যাঁহারা হোতা নহেন, হোত্রাশংসীমাত্র তাঁহাদিগকেও কেন "হোতা যক্ষৎ" "হোতা যক্ষৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রেষণ করা হয়? [উত্তর] হোতা প্রাণ-স্বরূপ, সকল ঋত্বিক্ই প্রাণস্বরূপ; ঐ রূপে [সকলকে] প্রেষণ করিলে "প্রাণো যক্ষৎ" "প্রাণো যক্ষৎ" ইহাই বলা হয়।[৪]

আরও প্রশ্ন আছে,—উদ্গাতৃগণের জন্য প্রৈষমন্ত্র আছে কি নাই? [উত্তর] আছে, এই উত্তর দিবে। প্রশাস্তা (মৈত্রাবরুণ) জপের পর "স্তুধ্বম্"—স্তোত্র আরম্ভ কর—[উদ্গাতাদিগকে] যে এই কথা বলেন, উহাই তাঁহাদের পক্ষে প্রৈষমন্ত্র।

আরও প্রশ্ন আছে,—অচ্ছাবাকের প্রবর [প্রকৃষ্টভাবে বরণমন্ত্র) আছে কি নাই? [উত্তর] আছে, এই উত্তর দিবে। অধ্বর্য্যু যে [অচ্ছাবাককে] বলেন "অচ্ছাবাক বদস্ব যত্তে বাদ্যম্"—অচ্ছাবাক, তোমার যাহা বক্তব্য, তাহা বল,—উহাই তাঁহার পক্ষে প্রবর বলিয়া গৃহীত হয়।[৫]

আরও প্রশ্ন আছে,—[অগ্নিষ্টোমের বিকৃতি উক্থ্য নামক ক্রতুতে] তৃতীয় সবনে মৈত্রাবরুণ ইন্দ্রের ও বরুণের উদ্দিষ্ট

(৪) মৈত্রাবরুণই সকল ঋত্বিক্‌কে প্রৈষমন্ত্রদ্বারা প্রেরণ করেন। প্রৈষমন্ত্রমাত্রেরই আরম্ভে "হোতা যক্ষৎ" এই বাক্য আছে, উহা হোতার পক্ষে সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত; হোতা ব্যতীত অন্য ঋত্বিকের পক্ষে ঐ রূপ বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইবে, উক্ত প্রশ্নের এই তাৎপর্য্য।

(৫) অন্য ঋত্বিকেরা বরণের পর বষট্‌কার উচ্চারণে হোম করেন। অচ্ছাবাকের পক্ষে সেরূপ বিধান নাই; এস্থলে অধ্বর্য্যু-কথিত উক্ত বাক্যই অচ্ছাবাকের বরণমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

সূক্ত পাঠ করেন,[৬] তবে কেন অগ্নির উদ্দিষ্ট মন্ত্রে উহার স্তোত্রিয় ও অনুরূপ সম্পাদিত হয়?[৭] [উত্তর] দেবগণ অগ্নিকে মুখ (প্রধান) করিয়া তাঁহার সাহায্যে অসুরগণকে উকৃথ হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন, সেই জন্য এস্থলে অগ্নিদৈবত মন্ত্রেই স্তোত্রিয় ও অনুরূপ সম্পাদিত হয়।

আরও প্রশ্ন আছে,—তৃতীয় সবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ইন্দ্রের ও বৃহস্পতির উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করেন ও অচ্ছাবাক ইন্দ্রের ও বিষ্ণুর উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করেন; তবে কেন কেবল ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট মন্ত্রে উহার স্তোত্রিয় ও অনুরূপ সম্পাদিত হয়? [উত্তর] ইনিই অসুরগণকে উক্‌থসকলের নিকট হইতে জয় করিয়াছিলেন; তখন ইনি [দেবগণকে] বলিয়াছিলেন, [তোমাদের মধ্যে] কে [আমার সঙ্গে আসিবে]? তখন দেবতারা আমি [যাইব] আমি [যাইব], এই বলিয়া ইন্দ্রের পশ্চাতে গিয়াছিলেন। সেই ইন্দ্র সকলের পূর্ব্বে গিয়া [অসুরদিগকে] জয় করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ইন্দ্রদৈবত মন্ত্রেই স্তোত্রিয় ও অনুরূপ সম্পাদিত হয়। অন্য দেবতারাও যে "আমি, আমি" বলিয়া ইন্দ্রের পশ্চাতে গিয়াছিলেন, তাহাতেই [ঐ দুই ঋত্বিক্ তৃতীয় সবনে অন্য দেবতার উদ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন]

(৬) "ইন্দ্রাবরুণা যুবম্" ইত্যাদি সূক্ত।

(৭) এই শস্ত্রে অগ্নির উদ্দিষ্ট মন্ত্রে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ সম্পাদিত হইয়া থাকে।

সপ্তম খণ্ড

হোত্রককর্ম্ম

হোত্রক সম্বন্ধে অন্যান্য কথা—"অথাহ......অভ্যস্যেৎ"।

আরও প্রশ্ন আছে, তৃতীয় সবনের দেবতা বিশ্বদেবগণ, তবে কেন তৃতীয় সবনের আরম্ভে ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট অথচ জগতী ছন্দের সূক্ত পঠিত হয় ?[১] [উত্তর] এরূপ করিলে ইন্দ্রের উদ্দেশেই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, এই উত্তর দিবে। আর তৃতীয় সবনের ছন্দ জগতী, অতএব উহাতে জগতেরই কামনা হয়। ইহার [আরম্ভে পঠিত সূক্তের] পর যে কিছু ছন্দ পঠিত হয়, সে সমস্তও জগতীর সম্বন্ধযুক্ত হইয়া পড়ে। এইজন্য তৃতীয় সবনের আরম্ভে ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট জগতী ছন্দের ঐ সকল সূক্ত পঠিত হয়।

অচ্ছাবাক শস্ত্রের অন্তে "সং বাং কর্ম্মণা"[২] এই ত্রিষ্টুপ্ সূক্ত পাঠ করেন, এতদ্দ্বারা যে কর্ম্ম (সোমপান) স্তুতিযোগ্য, তাহাকেই লক্ষ্য করা হয়। ঐ মন্ত্রের "সমিষা" এই পদে ইষ শব্দে অন্নকে বুঝায় ; এতদ্দ্বারা ভক্ষণীয় অন্নের রক্ষা ঘটে। উহার "অরিষ্টৈর্ন পথিভিঃ পারয়ন্ত" এই [চতুর্থ চরণ] স্বস্তি লাভের উদ্দেশে [পৃষ্ঠ্য ষড়হে] প্রতি দিনই পাঠ করা হয়।

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে, তৃতীয় সবনের ছন্দ জগতী,

(১) এস্থলে বিশ্বদেবদৈবত মন্ত্রই পঠিত হওয়া উচিত ; আবার ইন্দ্রদৈবত মন্ত্র পঠিত হইলেও উহার ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ হওয়া উচিত।

(২) ৬।৬৯।১।

তবে কেন ত্রিষ্টুপ্‌ মন্ত্রে উহার [শস্ত্রের] সমাপনমন্ত্র সম্পাদিত হয় ? [উত্তর ত্রিষ্টুপ্‌ বীর্য্যস্বরূপ ; এতদ্দ্বারা শস্ত্র-শেষে বীর্য্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনুষ্ঠান করা হয় ।

"ইয়মিন্দ্রং বরুণমষ্টমে গীঃ" [৩] এই মন্ত্রে মৈত্রাবরুণের, "বৃহস্পতির্নঃ পরিপাতু পশ্চাৎ" [৪] এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর এবং "উভা জিগ্যথুঃ" [৫] এই মন্ত্রে অচ্ছাবাকের শস্ত্র সমাপ্ত হয়। [শেষ মন্ত্রটির অর্থ] তাঁহারা (ইন্দ্র ও বিষ্ণু) উভয়ে জয় লাভ করিয়াছিলেন। [ঐ ঋকের মধ্যে] "ন পরাজয়েথে"—এই বাক্যের অর্থ যে তাঁহারা পরাজিত হন নাই, উভয়ের মধ্যে কেহই হন নাই। উহার [শেষার্দ্ধে] "ইন্দ্রশ্চ বিষ্ণো যদপস্পৃধেথাং ত্রেধা সহস্রং বি তদৈরয়েথাম্"—অহে বিষ্ণু, তুমি ও ইন্দ্র উভয়ে যখন [অসুরগণের সহিত যুদ্ধার্থ] স্পর্দ্ধা করিয়াছিলে, তখন তোমরা সহস্রকে তিন ভাগ করিয়া যথাস্থানে অর্পণ করিয়াছিলে—এই বাক্যের তাৎপর্য্য যে, ইন্দ্র এবং বিষ্ণু অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, [আইস] আমরা বিভাগ করিয়া লইব। সেই অসুরগণ বলিয়াছিল, তাহাই হউক। তখন সেই ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, এই বিষ্ণু যে সকল বস্তুর উদ্দেশে তিনবার বিক্রম করিবেন (পদক্ষেপ করিবেন), তাহা আমাদের, আর অন্য সমস্ত তোমাদের হউক। তখন বিষ্ণু [এক পাদে] এই লোক-সকলকে, [দ্বিতীয় পাদে] বেদসমূহকে, [তৃতীয় পাদে]

---

(৩) ৭।৮৪।৫। (৪) ১০।৪২।১১। (৫) ৬।৬৯।৮।

বাক্যকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। উক্ত মন্ত্রের "সহস্র" শব্দের অর্থ কি, এই প্রশ্ন হইয়া থাকে। এই লোকসকল, এই বেদসমূহ এবং বাক্য, ["সহস্র" শব্দের লক্ষ্য], এই উত্তর দিবে।

উক্‌থ্য ক্রতুতে অচ্ছাবাক [ঐ মন্ত্রের শেষ পদ] "ঐরয়েথাম্ ঐরয়েথাম্" এইরূপে দুইবার উচ্চারণ করেন ; উহাই ঐ স্থলে শস্ত্র সমাপন করে। আর হোতা অগ্নিষ্টোমে এবং অতিরাত্রে [স্ব স্ব শস্ত্রের শেষ পদ] দুইবার উচ্চারণ করেন ; উহাতেই তাঁহাদের শস্ত্র সমাপ্ত হয়[৬]।

ষোড়শী ক্রতুতে দুইবার উচ্চারণ করিবে, কি করিবে না ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, করিবে। অন্য অনুষ্ঠানে যখন দুইবার উচ্চারণ হয়, তখন এখানে কেন ঐরূপ হইবে না, এই হেতুতেই [এখানেও] দুইবার উচ্চারণ করিবে।

অষ্টম খণ্ড

হোত্রক কর্ম্ম

অচ্ছাবাক সম্বন্ধে পুনঃ প্রশ্নোত্তর—"অথাহ……শংসতীতি"

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে, তৃতীয় সবন নরাশংসের সম্বন্ধযুক্ত,[১] তবে কেন অচ্ছাবাক উহার শেষে শিল্পশস্ত্রমধ্যে নরাশংসের

(৬) অগ্নিষ্টোমে 'যজ্ঞারিত্রে যজ্ঞারিত্রে" এবং অতিরাত্রে "ধেহি চিত্রং ধেহি চিত্রম্" এইরূপে একই পদ দুইবার উচ্চারিত হয়।

(১) নরা মনুষ্যা ঋভবোহঙ্গিরসো বা যত্র শস্যন্তে তৎ নারাশংসং তৎসম্বন্ধি তৃতীয় সবনম্। (সায়ণ)

সম্বন্ধরহিত মন্ত্র পাঠ করেন ? [উত্তর] নারাশংস বিকৃতি-স্বরূপ ; রেতঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া ক্রমে বিকৃত হয়, এবং বিকৃত হইয়া [শেষে সন্তানরূপে] উৎপন্ন হয়, এও সেই-রূপ।[২] আবার এই যে নারাশংস ছন্দ, উহা মৃদু ও শিথিল ; আর এই যে অচ্ছাবাক, ইনি অন্তিম ঋত্বিক্ ; সেইজন্য [যজ্ঞের] দৃঢ়তার জন্য ও উহাকে দৃঢ়স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিব বলিয়া [অন্য ছন্দে শস্ত্র সমাপ্ত হয়]।[৩] এইজন্য অচ্ছাবাক [তৃতীয়সবনের অন্তে] শিল্পশস্ত্রের মধ্যে [যজ্ঞকে] দৃঢ় করিবার জন্য ও দৃঢ়স্থানে প্রতিষ্ঠা করিব বলিয়া নরাশংসের সম্বন্ধরহিত মন্ত্র পাঠ করেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

হোত্রক কর্ম্ম

অহীনক্রতুতে হোত্রকগণের মাধ্যন্দিন সবনের শস্ত্রবিধান যথা—"য শ্বঃ...... সেন্দ্রতায়ৈ"

[পৃষ্ঠ্যষড়হের] প্রাতঃসবনে পরদিনে [উদ্গাতা যে ত্র্যচে] স্তোত্রিয় করেন, [পূর্ব্বদিনে হোতা] তাহাতেই

(২) নারাশংসই বিকৃত হইয়া সবন শেষে অন্যছন্দে পরিণত হয়, এই তাৎপর্য্য।

(৩) তৃতীয় সবনে অচ্ছাবাকের পর আর কোন ঋত্বিক্ শস্ত্রপাঠ করেন না। কাজেই যজ্ঞের শৈথিল্য নিবারণের পরে কোন উপায় থাকে না, সেই নিমিত্ত সবনশেষে অশিথিল ছন্দ ব্যবহার করিতে হয়।

[শস্ত্রের] অনুরূপ সম্পাদন করিবেন; ইহাতে অহীন ক্রতুর অবিচ্ছেদ ঘটে। একাহ যেরূপ সোমাভিষব দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, অহীনও সেইরূপ হইয়া থাকে। সোমাভিষবযুক্ত একাহের সবনসকল যেমন পৃথক্‌ভাবে সমাপ্ত করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেইরূপ অহীনের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানও পৃথক্‌ভাবে সমাপ্ত করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। সেই জন্য প্রাতঃসবনে পরদিনের স্তোত্রিয়দ্বারা [পূর্ব্বদিনের] অনুরূপ সম্পাদন করিলে অহীন-যজ্ঞের অবিচ্ছেদ ঘটে; এতদ্দ্বারা [একদিনের মন্ত্র অন্যদিনে লইয়া যাওয়ায়] অহীনযজ্ঞকে বিচ্ছেদহীন করা হয়।

সেই দেবগণ ও ঋষিগণ এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন, যে [প্রতিদিন] সমান (একরূপ) অনুষ্ঠানদ্বারা যজ্ঞকে বিচ্ছেদহীন করিব; এই স্থির করিয়া তাঁহারা ঐ যজ্ঞের এইসকল অনুষ্ঠান সমান করিয়াছিলেন,—প্রগাথ সমান, প্রতিপৎ সমান ও সূক্ত সমান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ওকঃসারী (এক স্থানেই সঞ্চরণ করেন);[1] ইন্দ্র পূর্ব্বদিন যেখানে যান, পরদিনও সেইখানে যান; এইরূপে যজ্ঞও [প্রতিদিন] ইন্দ্রযুক্ত হয়। [এইজন্য প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে প্রগাথাদি সমান করা উচিত]।

(১) সায়ণ মতে "ওকঃসারী" অর্থে মার্জ্জার। মার্জ্জার একস্থানে চিরকাল বাস করিতে ভাল বাসে; ইন্দ্র সেই মার্জ্জারস্বরূপ। "ওকাংসি স্থানানি গৃহাণি, তেষু সরতি সর্ব্বদা সঞ্চরতি ইতি ওকঃসারী মার্জ্জারঃ। যথা মার্জ্জারঃ পূর্ব্বস্মিন্ দিনে যেষু গৃহেষু সঞ্চরতি তেষ্বেব গৃহেষু পরেদ্যুরপি সঞ্চরতি, এবময়মিন্দ্রোঽপি অপগন্তব্যঃ।"

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাতসূক্ত

সম্পাতসূক্তের নির্ণয় যথা—"তান্ বা এতান্......সন্তন্বন্তি"

এই সম্পাতসূক্তগুলি প্রথমে বিশ্বামিত্র দেখিয়াছিলেন; বিশ্বামিত্রদৃষ্ট ঐ সূক্ত বামদেব প্রচারিত করেন "এবা ত্বামিন্দ্র বজ্রিন্নত্র"[১] "যন্ন ইন্দ্রো জুজুষে যচ্চ বষ্টি"[২] "কথা মহামবৃধৎ কস্য হোতুঃ"[৩] এই সূক্তগুলিকে বামদেব শীঘ্র সম্পাতিত (প্রচারিত) করিয়াছিলেন।[৪] শীঘ্র সম্পাতিত করিয়াছিলেন বলিয়া উহাদের সম্পাতত্ব। তখন বিশ্বামিত্র স্থির করিলেন, আমি যে সম্পাত সূক্ত দেখিলাম, বামদেব তাহা প্রচার করিয়া ফেলিলেন;[৫] আমি আরও কতকগুলি তৎসদৃশ সূক্তকে সম্পাতরূপে প্রচার করিব। এই স্থির করিয়া তিনি "সদ্যো হ জাতো বৃষভঃ কনীনঃ"[৬] "ইন্দ্রঃ পূর্ভিদাতিরদ্দাসমর্কৈঃ"[৭] "ইমামূ ষু প্রভৃতিং সাতয়ে ধাঃ"[৮] "ইচ্ছন্তি ত্বা সোম্যাসঃ সখায়ঃ"[৯] "শাসদ্বহ্নির্দুহিতুর্নপ্ত্যঙ্গাৎ"[১০] "অভি তষ্টেব দীধয়া মনীষাম্"[১১] এই সূক্তগুলিকে তৎসদৃশ সম্পাতরূপে প্রচার করিয়াছিলেন।

(১) ৪।১৯।১। (২) ৪।২২।১। (৩) ৪।২৩।১।

(৪) বিলম্ব করিলে বিশ্বামিত্র নিজনামে প্রচার করিবেন, এই আশঙ্কায় বামদেব স্বয়ং শিষ্য ও অধ্যেতাদের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। "কালবিলম্বে সতি বিশ্বামিত্র আগত্য স্বকীয়ত্বং প্রকটীকরিষ্যতি ইতি ভীত্যা স্বয়ং শীঘ্রমেব সমপতৎ [সম্যগধ্যেতৃন্ শিষ্যান্ প্রাপ্তবান্ স্বকীয়ত্ব-প্রতিষ্ঠার্থং বহূন্ শিষ্যান্ সহসাধ্যাপয়ামাস।" (সায়ণ)

(৫) সায়ণ এস্থলে বামদেবের বিশেষণ দিয়াছেন—"গুরুদ্রোহভীতিরহিতঃ"।

(৬) ৩।৪৮।১। (৭) ৩।৩৪।১। (৮) ৩।৩৬।১। (৯) ৩।৩০।১। (১০) ৩।৩১।১। (১১) ৩।৩৮।১।

"য এক ইদ্ধব্যশ্চর্ষণীনাম্"[১২] এই সূক্ত ভরদ্বাজের, "যস্তিগ্মশৃঙ্গো বৃষভো ন ভীমঃ"[১৩] এবং "উদু ব্রহ্মাণ্যৈরত শ্রবস্য"[১৪] এই সূক্তদ্বয় বশিষ্ঠের, "অস্মা ইদু প্র তবসে তুরায়"[১৫] এই সূক্ত নোধার।

প্রাতঃসবনে ষড়হস্তোত্রিয় [ত্র্যচসমূহের] পাঠের পর মাধ্যন্দিন সবনে সেই সেই [হোত্রকগণ] অহীনের সূক্তসকল পাঠ করিবেন। এই গুলি অহীন-সূক্ত ঃ—"আ সত্যো যাতু মঘবাঁ ঋজীষী"[১৬] এই সত্যশব্দযুক্ত সূক্ত মৈত্রাবরুণের, "অস্মা ইদু প্র তবসে তুরায়"[১৭] এই সূক্ত ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর; উহার "ইন্দ্রায় ব্রহ্মাণি রাততমা" এবং "ইন্দ্র ব্রহ্মাণি গোতমাসো অক্রন্" এই অংশদ্বয় ব্রহ্মন্-শব্দযুক্ত; 'শাসদ্বহ্নি-র্জনয়ন্ত বহ্নিম্"[১৮] এই বহ্নিশব্দযুক্ত সূক্ত অচ্ছাবাকের।

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে,—[গবাময়নসত্রে] আবৃত্তিসহিত অনুষ্ঠানে ও আবৃত্তিরহিত অনুষ্ঠানে, উভয় স্থলেই অচ্ছাবাক কেন এই বহ্নি-শব্দ-যুক্ত সূক্ত পাঠ করেন ?[১৯] [উত্তর] ঐ [অচ্ছাবাকনামক] বহ্বৃচ (ঋগ্বেদানুষ্ঠায়ী) বীর্য্যবান্; (অতএব যজ্ঞভার বহনে সমর্থ); ঐ সূক্তও বহ্নিশব্দবিশিষ্ট;

---

(১২) ৬।২২।১। (১৩) ৭।১৯।১। (১৪) ৭।২৩।১। (১৫) ১।৬১।১। (১৬) ৪।১৬।১। (১৭) ১।৬১।১। (১৮) ৩।৩১।

(১৯) গবাময়ন সত্রের অভিপ্লবষড়হের ও পৃষ্ঠ্যষড়হের অন্তর্গত অনুষ্ঠান দিনের পর দিন অনুষ্ঠিত হয়; এই জন্য উহা আবৃত্তিসহিত। আর চতুর্ব্বিংশাদি অনুষ্ঠান কেবল এক নির্দ্দিষ্ট দিনেই অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া উহা আবৃত্তিরহিত। অচ্ছাবাককর্ত্তৃক ঐ সূক্ত উভয়বিধ অনুষ্ঠানেই পঠিত কেন হয়, প্রশ্নের এই তাৎপর্য্য। উত্তরে বলা হইল চতুর্ব্বিংশাদি অনুষ্ঠান ষড়হের মত অহীন বা একাধিক দিনে সাধ্য না হইলেও অন্য অর্থে অহীন অর্থাৎ হীনতাশূন্য। কাজেই উভয়বিধ অনুষ্ঠানেই একই সূক্তের ব্যবস্থা।

বহ্নি (অর্থাৎ বহনসমর্থ অশ্বাদি পশু), যাহার (যে শকটাদির) ধুরায় যোজন করা যায়, তাহার বহনে সমর্থ; এই জন্য অচ্ছাবাক ঐ বহ্নিশব্দবিশিষ্ট সূক্ত আবৃত্তিসহিত ও আবৃত্তিরহিত উভয়বিধ অনুষ্ঠানেই পাঠ করেন।

ঐ সূক্তসকল [গবাময়ন সত্রে] চতুর্ব্বিংশ, অভিজিৎ, বিষুবৎ, বিশ্বজিৎ ও মহাব্রত এই পাঁচ দিনের [আবৃত্তিরহিত] অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হয়। এই কয়দিনের অনুষ্ঠানই [অন্য অর্থে] অহীন, কেন না উহা কোন কর্ম্মেই হীন হয় না। আবার ঐ সকল অনুষ্ঠানের আবৃত্তি না হওয়ায় উহারা আবৃত্তিরহিত। সেইজন্য এই কয় দিনের অনুষ্ঠানে ঐ সকল সূক্ত পাঠ করা হয়। অপিচ অহীন (ভোগ্যবস্তুপূর্ণ) সর্ব্বরূপ (বহুরূপযুক্ত) ও সর্ব্বসমৃদ্ধ (সর্ব্বফলপ্রদ) স্বর্গলোকসমূহ পাইব, এই অভিপ্রায়ে ঐ [অহীন] সূক্তসকল পাঠ করা হয়। বাশিতা (গর্ভগ্রহণকামিনী) ধেনুর জন্য যেমন বৃষকে আহ্বান করা হয়, ঐ সূক্ত পাঠ দ্বারা ইন্দ্রকেও সেইরূপ আহ্বান করা হয়। অহীন ক্রতুর অবিচ্ছেদসাধনের জন্য যে এই সূক্তসকল পাঠ করা হয়, ইহাতে অহীনকেই বিচ্ছেদহীন করা হয়।

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাতসূক্ত

সম্পাতসূক্ত সম্বন্ধে অন্যান্য কথা—"ততো বা এতান্……লোকং জয়তি"

মৈত্রাবরুণ [কেবল ষড়হ অনুষ্ঠানে] তিনটি সম্পাতসূক্তের

এক এক সূক্ত এক এক দিন পাঠ করেন। প্রথম দিনে "এক ত্বামিন্দ্র বজ্রিন্নত্র" এই সূক্ত, দ্বিতীয় দিনে "যন্ন ইন্দ্রো জুজুষে যচ্চ বষ্টি" এই সূক্ত, তৃতীয় দিনে "কথা মহাম-বৃধৎ কস্য হোতুঃ" এই সূক্ত পাঠ করেন। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী তিন সম্পাতসূক্তের এক এক সূক্ত এক এক দিন পাঠ করেন ;—যথা, প্রথম দিনে "ইন্দ্রঃ পূর্ভিদাতিরদ্দাসমর্কৈঃ" এই সূক্ত, দ্বিতীয় দিনে "য এক ইদ্ধব্যশ্চর্ষণীনাম্" এই সূক্ত, তৃতীয় দিনে "যস্তিগ্মশৃঙ্গো বৃষভো ন ভীমঃ" এই সূক্ত। অচ্ছাবাক তিনটি সম্পাতসূক্তের এক এক সূক্ত এক এক দিন যথাক্রমে পাঠ করেন, যথা—প্রথম দিনে "ইমামূ ষু প্রভৃতিং সাতয়ে ধাঃ" এই সূক্ত, দ্বিতীয় দিনে "ইচ্ছন্তি ত্বা সোম্যাসঃ সখায়ঃ এই সূক্ত, তৃতীয় দিনে "শাসদ্বহ্নির্দুহিতুর্নপ্ত্যঙ্গাৎ" এই সূক্ত। এইরূপে উহাতে নয়টি সূক্ত হয়।

এতদ্ব্যতীত আর তিনটি সূক্ত আছে, তাহার [এক একটি এক এক ঋত্বিক্] প্রতিদিনই (অর্থাৎ তিন দিনেই) পাঠ করিবেন।[১] এইরূপে সূক্তসংখ্যা দ্বাদশ হয়। দ্বাদশ মাসে সংবৎসর ; সংবৎসরই প্রজাপতি ; প্রজাপতিই যজ্ঞ। এতদ্দ্বারা সংবৎসরকে, প্রজাপতিকে ও যজ্ঞকে পাওয়া যায়। এবং সংবৎসরে, প্রজাপতিতে ও যজ্ঞে প্রতিদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়।

---

(১) মৈত্রাবরুণ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় দিনে যথাক্রমে তিনসূক্ত পাঠ করেন ; তদ্ভিন্ন আর একটি চতুর্থ সূক্ত আছে, উহা তিনদিনের প্রত্যেক দিনেই পাঠ করিতে হয়। এইরূপ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাকপক্ষেও ব্যবস্থা। এই চতুর্থ সূক্তত্রয় পরবর্ত্তী খণ্ডে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (পরে দেখ)। এইরূপে সূক্তের সংখ্যা মোটের উপর বারটি।

[পৃষ্ঠ্যষড়হের চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠদিনে] ঐ দ্বিবিধ সূক্তের মধ্যস্থলে আর কতিপয় সূক্ত আবপন করিবে (বসাইবে)।

চতুর্থদিনে ন্যূঙ্খরহিত বিমদঋষিদৃষ্ট বিরাট্ছন্দের [সাতটি] মন্ত্র, পঞ্চমদিনে পংক্তিছন্দের [সাতটি] মন্ত্র, ও ষষ্ঠদিনে পরুচ্ছেপদৃষ্ট [সাতটি] মন্ত্র আবপন করিবে।[২]

যে সকল অনুষ্ঠান মহাস্তোমবিশিষ্ট,[৩] সে কয়দিন মৈত্রাবরুণ "কো অদ্য নর্যো দেবকামঃ" এই সূক্ত,[৪] ব্রাহ্মণাচ্ছংসী "বনে ন বা যো ন্যধায়ি চাকন্"[৫] এই সূক্ত, এবং অচ্ছাবাক "আ যাহ্যর্ব্বাঙুপ বন্ধুরেষ্ঠাঃ"[৬] এই সূক্ত আবপন করিবে।

এইগুলি আবপন সূক্ত; এই আবপনসূক্তদ্বারা দেবগণ এবং ঋষিগণ স্বর্গলোক জয় করিয়াছিলেন; সেইরূপ যজমানেরাও এই আবপনসূক্তদ্বারা স্বর্গলোক জয় করেন।

চতুর্থ খণ্ড

সম্পাতসূক্ত

সম্পাতসূক্ত পাঠের নিয়ম—"সদ্যো......প্রতিতিষ্ঠন্তি"

"সদ্যো হ জাতো বৃষভঃ কনীনঃ"[১] এই সূক্ত মৈত্রাবরুণ

---

(২) বিশেষ নিয়মে ওঁকার উচ্চারণের নাম ন্যূঙ্খ, উহার বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। প্রতিদিনে বিহিত সাতটি মন্ত্র সায়ণ দিয়াছেন। সাতটি মন্ত্রকে তিনতৃ্যচে বিভাগ করিয়া এক এক তৃ্যচ এক এক হোত্রক পাঠ করেন। এইরূপ প্রতিদিন।

(৩) সপ্তদশ একবিংশাদি স্তোম অপেক্ষাও বৃহৎ চতুর্ব্বিংশাদি স্তোমকে মহাস্তোম বলা হইতেছে।

(৪) ৪।২৫।১। (৫) ১০।২৯।১। (৬) ৩।৪৩।১।

(১) ৩।৪৮।১।

প্রতিদিন (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে) আপনার সম্পাত-সূক্তের পূর্ব্বে পাঠ করিবেন। এই সূক্ত স্বর্গসম্বন্ধযুক্ত; এই সূক্তদ্বারা দেবগণ ও ঋষিগণ স্বর্গলোক জয় করিয়াছিলেন; সেইরূপ যজমানেরাও এই সূক্তদ্বারা স্বর্গলোক জয় করেন। এই সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্র, বিশ্বের মিত্র বলিয়াই ইনি বিশ্বামিত্র। যে ইহা জানে এবং মিত্রাবরুণ যাহার পক্ষে ইহা জানিয়া প্রতিদিন সম্পাতসূক্তের পূর্ব্বে ঐ সূক্ত পাঠ করেন, বিশ্ব তাঁহার মিত্র হইয়া থাকে। ঐ সূক্ত বৃষভ-শব্দযুক্ত; অতএব পশুলক্ষণযুক্ত হওয়াতে উহাতে পশুরক্ষা ঘটে। উহার মধ্যে পাঁচটি ঋক্ আছে; এজন্য উহা পঞ্চ-চরণযুক্ত পঙ্‌ক্তির সদৃশ হয়; অন্নও আবার পঙ্‌ক্তির স্বরূপ; এতদ্দ্বারা অন্নের প্রাপ্তি ঘটে।

"উদু ব্রহ্মাণ্যৈরত শ্রবস্য"[২] এই ব্রহ্ম-শব্দ-যুক্ত সূক্ত ব্রাহ্মণাচ্ছংসী প্রতিদিন [আপন সম্পাতসূক্তের পরে] পাঠ করেন। এই সূক্ত স্বর্গের সম্বন্ধযুক্ত; এই সূক্তদ্বারা দেবগণ ও ঋষিগণ স্বর্গলোক জয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যজমানেরাও এই সূক্তদ্বারা স্বর্গলোক জয় করিয়া থাকেন।

ঐ সূক্তের ঋষি বসিষ্ঠ; এতদ্দ্বারা বসিষ্ঠ ইন্দ্রের প্রিয় ধামের সমীপে গিয়াছিলেন ও তিনি পরমলোক জয় করিয়াছিলেন। যে ইহা জানে, সে ইন্দ্রের প্রিয় ধামের সমীপে যায় ও পরম লোক জয় করে। উহার মধ্যে ছয়টি ঋক্ আছে; ঋতু ছয়টি এতদ্দ্বারা; ঋতু সকলের প্রাপ্তি ঘটে।

(২) ৭।২৩।১

এই সূক্ত সম্পাতসূক্ত-সমূহের পরে পাঠ করা হয়। এতদ্দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিয়া যজমানেরা এই লোকে প্রতিষ্ঠিত হন।

"অভিতষ্টেব দীধয়া মনীযাম্"[৩] এই সূক্ত অচ্ছাবাক [আপন সম্পাতের পর] প্রতিদিন পাঠ করেন; অভি-শব্দ-যুক্ত হওয়ায় উহা [যজ্ঞের] অবিচ্ছেদ-লক্ষণযুক্ত। ঐ মন্ত্রের "অভি প্রিয়াণি মর্ম্মৃশৎ পরাণি" এই তৃতীয় চরণে পরবর্ত্তী দিনের অনুষ্ঠানকেই [প্রজাপতির] প্রিয় বলা হইতেছে; যাহারা উহা লক্ষ্য করিয়া আরম্ভ করে, তাহারা সেই অনুষ্ঠানসমূহকেই অভিমর্শন (স্পর্শ) করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। আর স্বর্গলোকই এই লোক অপেক্ষা পর (শ্রেষ্ঠ); এতদ্দ্বারা সেই স্বর্গ-লোককেই লক্ষ্য করা হইতেছে। "কবীঁরিচ্ছামি সন্দৃশে সুমেধাঃ" এই [চতুর্থ] চরণে যে সকল ঋষি আমাদের পূর্ব্বে পরলোকে গিয়াছেন, কবিশব্দে তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। এই সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্র; এই বিশ্বামিত্রে বিশ্বেরই মিত্র ছিলেন। যে ইহা জানে, বিশ্ব তাহার মিত্র হয়। এই সূক্তে কোন দেবতার নির্ব্বচন (উল্লেখ) না থাকায় উহা প্রজাপতির উদ্দিষ্ট; ঐ সূক্তই পাঠ করিবে। কেননা প্রজাপতিই নির্ব্বচন-রহিত (অনির্ব্বাচ্য বা মূর্ত্তিহীন); এতদ্দ্বারা প্রজাপতিকেই পাওয়া যায়। উহার মধ্যে একবার মাত্র ইন্দ্রের উল্লেখ থাকায় উহা ইন্দ্র-সম্বন্ধ হইতেও স্খলিত হয় নাই। উহাতে দশটি ঋক্ আছে; বিরাটের দশ অক্ষর;

---

(৩) ৩।৩৮।১

বিরাট্ অন্নস্বরূপ ; এতদ্দ্বারা অন্নের রক্ষা ঘটে। এই সূক্তে দশটি ঋক্ ; প্রাণ দশটি ;[৪] এতদ্দ্বারা প্রাণসমূহকেই পাওয়া যায় ও আত্মাতে প্রাণসমূহের স্থাপন হয়। এই সূক্ত সম্পাতসূক্তসমূহের পরে পাঠ করিবে। তদ্দ্বারা যজমানেরা স্বর্গলোক লাভ করিয়া এই লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পঞ্চম খণ্ড

অহীন যজ্ঞ

অহীন যজ্ঞের অন্যান্য কর্ম্ম—"কস্তমিন্দ্র...সংতন্বন্তি"

"কস্তমিন্দ্র ত্বা বসুং"[১] "কন্নব্যো অতসীনাং"[২] "কদূ ন্বস্যাকৃতম্"[৩] এই তিনটি কৎ-শব্দ-বিশিষ্ট প্রগাথ প্রতিদিন আরম্ভে পাঠ করিবে। [উহার প্রথম মন্ত্রে] ক শব্দের অর্থ প্রজাপতি ; এতদ্দ্বারা প্রজাপতিকে পাওয়া যায়। আর ঐ সকল প্রগাথ যে কৎ-শব্দ-বিশিষ্ট, ঐ "কৎ" অথবা "ক" শব্দের অর্থ অন্ন ; এতদ্দ্বারা ভক্ষ্য অন্নের রক্ষা ঘটে। উহারা কৎ-শব্দ-বিশিষ্ট ; যজমানেরা প্রতিদিন শান্তির কারণ অহীনসূক্তের প্রয়োগ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ; এই সূক্ত সকল কৎ-শব্দ-বিশিষ্ট প্রগাথদ্বারাই শান্তির হেতু হয়। এতদ্দ্বারা শান্তিজনক হইয়া উহারা "ক" (অর্থাৎ সুখহেতু) হইয়া থাকে। শান্তিজনক

---

(৪) প্রাণাপনাদয়ঃ পঞ্চ বায়বো নাগকূর্ম্মাদয়শ্চ পঞ্চ বায়বঃ ইতি দশপ্রাণাঃ।

(১) ৭।৩২।১৪-১৫। (২) ৮।৩।১৩-১৪। (৩) ৮।৬৬।৯-১০।

এই সূক্তসকল সেই যজমানদিগকে স্বর্গলোকের অভিমুখে লইয়া যায়।

[প্রগাথের পরে প্রতিদিন] ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দে সূক্তসকলের প্রতিপৎ সম্পাদন করিবে। কেহ কেহ ঐ ত্রিষ্টুপ্‌ মন্ত্রকে ধায্যারূপে নির্দ্দেশ করিয়া প্রগাথের পূর্ব্বে পাঠ করেন।[৪] কিন্তু ঐ রূপ করিবে না। হোতা ক্ষত্রিয়স্বরূপ; আর হোত্রকরূপে যাঁহারা (মৈত্রাবরুণাদি) শস্ত্রপাঠ করেন, তাঁহারা বৈশ্যস্বরূপ। ঐরূপ করিলে বৈশ্যগণকে ক্ষত্রিয়ের প্রতি (রাজার প্রতি) বিদ্রোহোন্মুখ করা হয়; উহা পাপকর্ম্ম। ঐ ত্রিষ্টুপ্‌মন্ত্র আমার (অর্থাৎ হোত্রকের) পাঠ্য সূক্তসমূহের প্রতিপৎ স্বরূপ, এইরূপ জানিবে। যাহারা সংবৎসর সত্রের বা দ্বাদশাহের অনুষ্ঠান করে, তাহারা সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছুকের মত [দুস্তর কর্ম্মে] পার হইতে চাহে। [সমুদ্র] পারে যাইতে ইচ্ছুক লোকে যেমন সৈরাবতী (অন্নাদিবস্তুপূর্ণ) নৌকা আরোহণ করে, সেইরূপ ইহারাও (যাঁহারা সত্রের পারে যাইতে ইচ্ছুক তাঁহারাও) ত্রিষ্টুপ্‌ মন্ত্র আরোহণ (আশ্রয়) করিবেন।[৫] এই ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ অতিশয়

(৪) হোতা নিষ্কেবল্য শস্ত্রের প্রগাথের পূর্ব্বে ধায্যা পাঠ করেন। কেহ কেহ এস্থলেও হোত্রকগণের পক্ষে সেইরূপ ব্যবস্থা করেন; অর্থাৎ ঐ ত্রিষ্টুপ্‌ মন্ত্রগুলিকে প্রগাথের পরে প্রতিপৎ স্বরূপে না বসাইয়া প্রগাথের পূর্ব্বে ধায্যা স্বরূপে বসাইতে বলেন। এইরূপ ব্যবস্থা নিষেধ করা হইতেছে। বৈশ্য প্রজা ক্ষত্রিয় রাজার অনুসরণ করিতে গেলে রাজদ্রোহ ঘটে; সেইরূপ হোত্রকের পক্ষেও হোতার অনুকরণ অনুচিত।

(৫) নৌকার বিশেষণ সৈরাবতী। ইরা অন্নং তৎসমূহ ঐরং তেন সহ বর্ত্ততে ইতি সৈরং নৌস্থং বস্তুজাতং তাদৃশং সৈরং যস্যাং নাব্যস্তি সেয়ং নৌঃ সৈরাবতী। সমুদ্রপারগমনস্য চিরকাল-

বীর্য্যবান্; ইহা [যজমানকে] স্বর্গলোকে পৌঁছাইয়া দিতে অসমর্থ হয় না। সেই ত্রিষ্টুভের পূর্ব্বে আহাব উচ্চারণ করিবে না; কেননা ইহাদের ছন্দ সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্রের সমান। আর ইহাদিগকে ধায্যারূপেও ব্যবহার করিতে নাই।

যখন এই ত্রিষ্টুপ্ মন্ত্র পাঠ করা হয়, তখন বিশেষরূপে জ্ঞাত সূক্তের প্রতিপৎ দ্বারা সূক্তসকলেই আরোহণ করা হয়। যখন এইসকল মন্ত্র পাঠ করা হয়, তখন বাশিতা (সঙ্গমার্থিনী) ধেনুর জন্য বৃষের আহ্বানের মত ইন্দ্রকেই আহ্বান করা হয়। এই সকল মন্ত্র যে অহীনযজ্ঞের অবিচ্ছেদের জন্য পাঠ করা হয়, ইহাতে অহীন যজ্ঞের অবিচ্ছেদ ঘটে।

ষষ্ঠ খণ্ড

অহীন যজ্ঞ

অন্যান্য বিধি—"অপ প্রাচ...অভিহ্বয়তি"

মৈত্রাবরুণ প্রতিদিন আপন সূক্তের পূর্ব্বে "অপ প্রাচ ইন্দ্র বিশ্বাঁ অমিত্রান্"[১] এই ত্রিষ্টুপ্ পাঠ করিবেন। [ঐ মন্ত্রের] "অপাপাচো অভিভূতে নুদস্ব, অপোদীচো অপ শূরাধরা চ

সাধ্যত্বাৎ তাবতঃ কালস্য পর্য্যাপ্তেন''ন্নন সহ সর্ব্বমপেক্ষিতং বস্তুজাতং তস্যাং নাবি সম্পাদ্য পশ্চাম্নাবিকাস্তাং নাবমারোহেয়ুঃ। সর্ব্ববস্তুসমৃদ্ধা নৌরিব এতাস্ত্রিষ্টুভঃ পারং নেতুং সমর্থাঃ। (সায়ণ)

(১) ১০।১৩১।১।

উরৌ যথা তব শর্ম্মন্ মদেম”, এই অংশ অভয় বাক্যস্বরূপ ; [মৈত্রাবরুণ ইহার পাঠে] অভয় পাইতেই ইচ্ছা করেন।

ব্রাহ্মণাচ্ছংসী প্রতিদিন “ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা যুনজ্মি”[২] এই ত্রিষ্টুপ্ পাঠ করিবেন। উহার “যুনজ্মি” এই পদ যোগার্থক ; অহীন যজ্ঞও যুক্ত (ভিন্ন ভিন্ন দিনের সম্বন্ধযুক্ত), এই হেতু ইহা অহীন যজ্ঞেরই অনুকূল।

অচ্ছাবাক প্রতিদিন “উরুং নো লোকমনু নেষি বিদ্বান্”[৩] এই ত্রিষ্টুপ্ পাঠ করিবেন। ইহাতে “অনু নেষি” এই পদ আছে ; অহীন যজ্ঞই ঐরূপে চলিয়া থাকে ; এই হেতু ইহা অহীনেরই অনুকূল। “নেষি”—পশ্চাতে লইয়া চল,—এই পদ সত্রের অয়নের (গতির) অনুকূল।

ঐ তিন ত্রিষ্টুপ্ মন্ত্র [হোত্রকেরা] প্রতিদিন [শস্ত্রারম্ভে] পাঠ করিবে।

সমান (একবিধ) মন্ত্রদ্বারা [শস্ত্রের] সমাপ্তি করিবে। [যাঁহারা ঐ রূপ করেন] তাঁহাদের যজ্ঞে ইন্দ্র ওকঃসারীর (মার্জ্জারের) মত যাতায়াত করেন। বৃষ যেমন বাশিতা ধেনুর নিকট যায়, গাভী যেমন পরিচিত গোষ্ঠের দিকে যায়, ইন্দ্রও সেইরূপ তাঁহাদের যজ্ঞের নিকট যান। [তন্মধ্যে] অচ্ছাবাকের পক্ষে প্রতিদিন পাঠ্য সূক্তে “শুনং হুবেম” [এই বাক্যযুক্ত যে মন্ত্র আছে] ঐ “শুনং হুবেম” বাক্যযুক্ত মন্ত্রে অহীন যজ্ঞের শস্ত্র সমাপ্ত করিবে না।

(২) ৩।৩৫।৪। (৩) ৬।৪৭।৮।

কেননা, এতদ্দ্বারা যে ব্যক্তি শত্রু, তাহাকেই আহ্বান করা হয় এবং তদ্দ্বারা ক্ষত্রিয় (রাজা) রাষ্ট্রচ্যুত হন।

সপ্তম খণ্ড

অহীন যজ্ঞ

অহীনের সমাপনমন্ত্র ;—"অথাতো……তনুতে"

অনন্তর অহীন ক্রতুর যোগ ও বিমুক্ত বর্ণিত হইতেছে। [প্রাতঃসবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী] "ব্যন্তরিক্ষমতিরৎ"[১] ইত্যাদি [সমাপ্তিসাধক ত্র্যৃচদ্বারা] অহীনকে যুক্ত করিবেন এবং [মাধ্যন্দিনে] "এবেদিন্দ্রম্"[২] এই মন্ত্রে বিমুক্ত করিবেন। [অচ্ছাবাক প্রাতঃসবনে] "আহংহং সরস্বতীবতোঃ"[৩] এই মন্ত্রে অহীনকে যুক্ত ও [মাধ্যন্দিনে] "নূনং সা তে"[৪] এই মন্ত্রে বিমুক্ত করিবেন। [মৈত্রাবরুণ প্রাতঃসবনে] "তে স্যাম দেব বরুণ"[৫] এই মন্ত্রে যুক্ত ও [মাধ্যন্দিনে] "নূ ষ্টুতঃ"[৬] এই মন্ত্রে বিমুক্ত করিবেন। যে অহীন ক্রতুকে যুক্ত ও বিমুক্ত করিতে জানে, সে অহীন ক্রতুর বিস্তারে সমর্থ।

[গবাময়ন সত্রে] চতুর্ব্বিংশ দিনে [সমাপন মন্ত্রদ্বারা] যে যোগ করা যায়, তাহাই এই সত্রের যোগ এবং ঐ সত্রের অন্তিম অতিরাত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী দিনে (অর্থাৎ

---

(১) ৮।১৪।৭। (২) ৭।২৩।৬। (৩) ৮।৩৮।১০। (৪) ২।২৫।১০। (৫) ৭।৬৬।৯। (৬) ৪।২৬।২১।

মহাব্রত দিনে) যে বিমুক্তিসাধন করা যায়, তাহাই এই সত্রের বিমুক্তি।

যদি [হোত্রকেরা] চতুর্ব্বিংশ দিবসে একাহ যজ্ঞে বিহিত [সমাপন] মন্ত্রে শস্ত্র সমাপ্ত করেন, তাহা হইলে সেই দিনই যজ্ঞেরও সমাপ্তি হইয়া যাইবে ; অহীন কর্ম্ম করা হইবে না ; আবার যদি অহীনযজ্ঞে বিহিত সমাপন মন্ত্রে শস্ত্র সমাপ্ত করেন, তাহা হইলে [রথবাহী অশ্ব] শ্রান্ত হইলে তাহাকে খুলিয়া না দিলে সে যেমন বিনষ্ট হয়, যজমানও সেইরূপ বিনষ্ট হইবেন। অতএব [একাহে বিহিত ও অহীনে বিহিত] উভয়বিধ [সমাপন] মন্ত্রে [চতুর্ব্বিংশ দিবসে শস্ত্র পাঠ] সমাপ্ত করিবেন।' দীর্ঘপথ চলিতে হইলে [অশ্বকে] মাঝে মাঝে [বিশ্রামার্থ] খুলিয়া দিয়া যেমন চলিতে হয়, এও সেইরূপ। ইঁহাদের যজ্ঞও এতদ্দ্বারা বিচ্ছেদরহিত হয় ; [যজমানও শ্রম :হইতে] মুক্তি লাভ করেন। সবনদ্বয়ে [স্তোমবৃদ্ধির সময়ে] শস্ত্রে মন্ত্রসংখ্যা এক বা দুইয়ের অধিক বাড়াইবে না। শস্ত্রমধ্যে বহু মন্ত্র বাড়াইলে [উহা] দীর্ঘ (দুস্তর) অরণ্যের মত হইয়া পড়ে।

(৭) এ সম্বন্ধে বিধান এইরূপ। মৈত্রাবরুণ প্রাতঃসবনে ও মাধ্যন্দিনে উভয়ত্র ঐকাহিক মন্ত্রে সমাপন করেন ; অচ্ছাবাক উভয়ত্র অহীনবিহিত মন্ত্রে সমাপন করেন ; আর ব্রাহ্মণাচ্ছংসী প্রাতঃসবনে অহীনবিহিত মন্ত্রে আর মাধ্যন্দিনে ঐকাহিক মন্ত্রে সমাপন করেন। তৃতীয় সবনে কোন বিধান আবশ্যক হয় না, কেননা, অগ্নিষ্টোমের তৃতীয় সবনে হোত্রকগণের শস্ত্র নাই।

কিন্তু তৃতীয় সবনে অপরিমিত (বহুসংখ্যক) মন্ত্রদ্বারা শস্ত্র বাড়াইবে ; স্বর্গলোক অপরিমিত। ইহাতে স্বর্গলোকের প্রাপ্তি ঘটে।

যে ইহা জানিয়া অহীনযজ্ঞের বিস্তার করে, তাহার যজ্ঞ আরম্ভের পর বিচ্ছেদরহিত ও স্খলনরহিত হইয়া থাকে।

অষ্টম খণ্ড

বালখিল্য সূক্ত

ষড়হের অন্য বিধান—"দেবা বৈ…শংসতি"

দেবগণ বলের (তন্নামক অসুরের) নিকট তাঁহাদের গাভীসকল আছে জানিতে পারিয়াছিলেন ; যজ্ঞদ্বারা সেই গাভী পাইতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহারা [পৃষ্ঠ্য ষড়হের] ষষ্ঠদিনের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা পাইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাতঃসবনে নভাঁক-ঋষি-দৃষ্ট মন্ত্র দ্বারা বলকে দমন করিয়াছিলেন। যখন তাহাকে দমন করিয়াছিলেন, তখন তাহাকে [শক্তিক্ষয় দ্বারা] শিথিল (দুর্ব্বল) করিয়াছিলেন। পুনরায় তাঁহারা তৃতীয় সবনে বজ্রস্বরূপ বালখিল্য মন্ত্রের সাহায্যে বাক্যকূটস্বরূপ একপদা ঋক্‌দ্বারা বলকে ভগ্ন করিয়া গাভীসকল বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন। সেইরূপ এই ষষ্ঠদিনে যজমানেরাও নভাক-দৃষ্ট মন্ত্রদ্বারা বলকে দমন করেন ও যখন তাহাকে দমন করেন, তখন তাহাকে শিথিলও করেন। সেইজন্য হোত্রকেরা প্রাতঃসবনে নভাকদৃষ্ট মন্ত্রে সম্পাদিত ত্র্যূচ পাঠ করিবেন।

[নভাকদৃষ্ট মন্ত্র মধ্যে] "যঃ ককুভো নিধারয়ঃ"[১] ইত্যাদি ত্র্যচ মৈত্রাবরুণের, "পূর্ব্বীষ্ট ইন্দ্রোপমাতয়ঃ"[২] ইত্যাদি ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর ও "তা হি মধ্যং ভরাণাম্"[৩] অচ্ছাবাকের।

তাঁহারা তৃতীয় সবনে বজ্রস্বরূপ বালখিল্য মন্ত্রের সাহায্যে বাক্যকূটস্বরূপ একপদা ঋক্‌দ্বারা বলকে বিনষ্ট করিয়া গাভী-সকল লাভ করেন। ছয়টি বালখিল্য সূক্তে প্রথমবার প্রতি চরণের পর বিহৃতি সম্পাদন করিবে; দ্বিতীয়বার অর্দ্ধ ঋকের পর, ও তৃতীয়বার প্রতি ঋকের পর বিহৃতি সম্পাদন করিবে। প্রতি চরণে বিহৃতি সম্পাদনের সময় প্রত্যেক প্রগাথের পর একপদা ঋক্ বসাইবে। এইরূপে [প্রগাথের ও একপদার সমষ্টি] বাক্যকূটে পরিণত হয়।[৪]

একপদা ঋক্ পাঁচটি; তন্মধ্যে চারিটি দশম দিনের অনুষ্ঠান হইতে ও একটি মহাব্রত হইতে গ্রহণ করা হয়।

অনন্তর মহানাম্নী ঋক্ সকলের মধ্যে যে অষ্টাক্ষর পদসমূহ আছে, তাহার মধ্যে যতগুলি আবশ্যক হয়, ততগুলি পাঠ করিবে; অবশিষ্টগুলিকে কোনরূপ আদর করিবে না।

অনন্তর অর্দ্ধ ঋকের পর বিহৃতি সম্পাদনের সময়ও সেই সকল একপদা ঋক্ পাঠ করিবে ও মহানাম্নী ঋকের সেই অষ্টাক্ষর পদসকল পাঠ করিবে।

আর প্রতি ঋকের পর বিহৃতি সম্পাদনেও সেই সকল

---

(১) ৮।৪১।৪। (২) ৮।৪০।৯। (৩) ৮।৪০।৩।

(৪) ষোড়শী ক্রতুতে বিহৃতি সম্পাদন হয়, এখানেও বালখিল্য পাঠে বিহৃতির বিধান আছে। এক মন্ত্রের কিয়দংশের সহিত অন্য মন্ত্রের কিয়দংশ মিশাইয়া বিহৃতি সম্পাদন করিতে হয়। ইহার বিশেষ বিবরণ ত্রিশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে দেখ।

একপদা ঋক্ পাঠ করিবে ও মহানাম্নী ঋকের সেই অষ্টাক্ষর পদসকল পাঠ করিবে।

প্রথমবারে ছয়টি বালখিল্য সূক্তের যে বিহৃতি সম্পাদন হয়, তাহাতে প্রাণের সহিত বাক্যকে মিশ্রিত করা হয়। দ্বিতীয়বারে [বিহৃতি সম্পাদনে] চক্ষুর সহিত মনকে এবং তৃতীয়বারে শ্রোত্রের সহিত আত্মাকে মিশ্রিত করা হয়। এতদ্দ্বারা বিহৃতি সম্পাদনের ফল পাওয়া যায়; বজ্রস্বরূপ বালখিল্যের ফল পাওয়া যায়; বাক্যকূটস্বরূপ একপদার ফল পাওয়া যায়; প্রাণাদির মিশ্রণের ফলও পাওয়া যায়।

চতুর্থবারে প্রগাথসমূহের বিহৃতি সম্পাদন না করিয়াই পাঠ করিবে। প্রগাথসকল পশুস্বরূপ, এতদ্দ্বারা পশুর রক্ষা ঘটে। এস্থলে একপদা ঋক্‌ও [প্রগাথদ্বয়ের মধ্যে] ব্যবধান দিবে না (প্রক্ষেপ করিবে না)। যদি এস্থলে একপদা ঋকের ব্যবধান দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাক্যকূটদ্বারা (তৎস্বরূপ বজ্রদ্বারা) যজমানের পশু বিনষ্ট করা হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি কেহ আসিয়া বলে, এই ব্যক্তি বাক্যকূট দ্বারা যজমানের পশু নষ্ট করিতেছে ও যজমানকে পশুহীন করিতেছে, তাহা হইলে অবশ্য তাহাই ঘটিবে। সেইজন্য এস্থলে একপদা ঋকের ব্যবধান দিবে না।

অন্তিম দুই সূক্ত (সপ্তম ও অষ্টম বালখিল্য সূক্ত) বিপরীত ক্রমে পাঠ করিবে; তাহাতেই উহাদের বিহৃতি সাধন হইবে।

বৎসের পুত্র সর্পিঃ (তন্নামক ঋত্বিক্) সৌবলের (তন্নামক যজমানের) উদ্দেশে এই [শিল্প] শস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি এই যজমানে বহু পশু সম্পাদন করিয়াছি,

অতএব [দক্ষিণাস্বরূপে] আমার নিকটে শ্রেষ্ঠ পশু উপস্থিত হইবে। তদনন্তর সৌবল প্রধান ঋত্বিক্‌দিগকে [বহু পশু] দক্ষিণা দিয়াছিলেন। সেইজন্য এই পশুপ্রদায়ক ও স্বর্গ সাধন [শিল্প] শস্ত্র পাঠ করা হয়।

নবম খণ্ড

দূরোহণ মন্ত্র

দূরোহণের বিধান যথা—"দূরোহণ...সৌপর্ণে"

দূরোহণ মন্ত্র পাঠ করা হয়। তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মণ [পূর্ব্বে বিষুবাহপ্রসঙ্গে] বলা হইয়াছে।[১] পশুকামী যজমানের জন্য ইন্দ্রদৈবত সূক্তে দূরোহণ করিবে; কেন না পশুগণ ইন্দ্রের সম্বন্ধযুক্ত। উহার ছন্দ জগতী হইবে, কেন না পশুগণ জগতীছন্দের সম্বন্ধযুক্ত। ঐ সূক্ত মহাসূক্ত হইবে;[২] তদ্দারা যজমানকে বহুসংখ্যক পশুতে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। বরু-নামক ঋষিদৃষ্ট সূক্তে দূরোহণ করিবে। উহাও মহাসূক্ত এবং উহার ছন্দ জগতী।[৩] প্রতিষ্ঠাকামী যজমানের পক্ষে ইন্দ্রাবরুণ-দৈবত সূক্তে দূরোহণ করিবে। এই [মৈত্রাবরুণ নামক] হোত্রকের সম্পাদ্য ক্রিয়ার ঐ দেবতা; উহার

---

(১) পূর্ব্বে ১৮ অধ্যায় ৬ খণ্ডে তার্ক্ষ্যসূক্ত দেখ।

(২) সূক্ত দ্বিবিধ, ক্ষুদ্রসূক্ত ও মহাসূক্ত। দশ ঋকের অধিক থাকিলে মহাসূক্ত হয়। "দশভ্যো অধিকং মহাসূক্তং বিদুর্ব্বুধাঃ"।

(৩) "প্রতে মহে" ইত্যাদি সূক্ত (১০।৯৬)।

সমাপ্তিকালের [যাজ্যামন্ত্রও] ইন্দ্র-বরুণ-দৈবত।[৪] এতদ্দ্বারা এই মন্ত্রকে শস্ত্রান্তে স্বকীয় সমাপ্তিতেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ঐ যে ইন্দ্র-বরুণ-দৈবত মন্ত্রে দূরোহণ হয়, উহাই এস্থলে নিবিৎস্বরূপ হয়। নিবিৎ দ্বারা সকল কামনা পাওয়া যায়। যদি ইন্দ্র-বরুণ-দৈবত মন্ত্রে দূরোহণ করা হয় অথবা সৌপর্ণ সূক্তে[৫] দূরোহণ করা হয়, তাহা হইলে ইন্দ্র-বরুণ-দৈবত সূক্তের বা সৌপর্ণ সূক্তের ফল পাওয়া যায়।

দশম খণ্ড

অন্যান্য মন্ত্র

ষষ্ঠাহের অন্যান্য মন্ত্র যথা—"তদাহ...অনন্তরিতঃ"

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে,—[দূরোহণ পাঠের পর] [একাহে বিহিত] সূক্তসকল ঐ সঙ্গে ষষ্ঠাহে পাঠ করিবে কি পাঠ করিবে না? [উত্তর]—ঐ সঙ্গেই পাঠ করিবে। [প্রশ্ন] কেন? [উত্তর]—অন্য [পাঁচ] দিনে যখন একসঙ্গে পাঠ করা হয়, তবে এ দিনেও (ষষ্ঠ দিনেও) কেন পাঠ না করিবে?

কেহ কেহ বলেন, [দূরোহণের সহিত ঐকাহিক

(৪) "ইন্দ্রাবরুণা মধুমত্তমস্য" এই মন্ত্র (৬।৬৮।১১)।

(৫) সৌপর্ণ সূক্ত—"ইমানি বাং ভাগধেয়ানি" ইত্যাদি সূক্ত (৮।৫৯)।

মন্ত্র] একসঙ্গে পাঠ করিবে না। কেন না এই ষষ্ঠ দিন স্বর্গলোকস্বরূপ ও বহুলোকে একসঙ্গে স্বর্গলোকে যাইতে পারে না; কেহ কেহ (অর্থাৎ বিশেষ পুণ্যবান্) স্বর্গলোকে যাইতে পারে মাত্র। সেই (মৈত্রাবরুণ) যদি [দূরোহণের সহিত] অন্য সূক্ত পাঠ করেন, তাহা হইলে ষষ্ঠাহকে [অন্য দিনের] সমান করিয়া ফেলিবেন। আর যদি একসঙ্গে পাঠ না করেন, তাহা হইলে উহাকে স্বর্গলোকের অনুকূল করিবেন। সেই জন্য একসঙ্গে পাঠ না করাই উচিত।

[আবার বলা হয়,] [এই শিল্পশস্ত্রে] যে স্তোত্রিয় ত্র্যচ আছে, উহা আত্মার স্বরূপ; আর বালখিল্যসূক্তসকল প্রাণস্বরূপ। যদি [দূরোহণের সহিত অন্য সূক্ত] একসঙ্গে পাঠ করা হয়, তাহা হইলে ঐ দুই দেবতার (ইন্দ্রের ও বরুণের) দ্বারা যজমানের প্রাণ বহির্গত করা হইবে। এস্থলে যদি কেহ বলে, এই ব্যক্তি (মৈত্রাবরুণ) ঐ দুই দেবতার দ্বারা যজমানের প্রাণ বহির্গত করিতেছে, প্রাণ ইহাকে পরিত্যাগ করিবে, তাহা হইলে অবশ্যই সেইরূপ ঘটিবে। অতএব একসঙ্গে পাঠ করিবে না।

মৈত্রাবরুণ এইরূপ মনে করিতে পারেন, আমি ত বালখিল্য সূক্ত পাঠ করিয়াছি; বেশ, এখন দূরোহণের পূর্ব্বে [ঐকাহিক সূক্ত] পাঠ করিব।—না সে দিকেও যাইবে না।

আর সেই মৈত্রাবরুণের যদি দর্প উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দূরোহণের পর বহুশত শস্ত্র পাঠ করিবে। তাহা

হইলে যে ফলকামনায় এইরূপ করা যায়, সেই ফলই ইহাতে পাওয়া যাইবে।

বালখিল্য মন্ত্রসমূহ ইন্দ্রদৈবত; তাহাতে দ্বাদশাক্ষরযুক্ত চরণ আছে। ইন্দ্রদৈবত জগতীছন্দের মন্ত্রে যে ফল, উহাতেও সেই ফল পাওয়া যায়। অতএব ইন্দ্রাবরুণদৈবত সূক্ত পাঠ করিবে ও ইন্দ্রাবরুণদৈবত মন্ত্রে শস্ত্র সমাপ্ত করিবে। অন্য কোন মন্ত্র সেই সঙ্গে পাঠ করিবে না।

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে,—স্তোত্রও যেমন, শস্ত্রও সেইরূপ হইয়া থাকে; বালখিল্য মন্ত্রসকল বিহৃতি সম্পাদন করিয়া পাঠ করা হয়; তবে স্তোত্রসকলও কি বিহৃত হইবে না অবিহৃত হইবে? [উত্তর] বিহৃত হইবে, এই উত্তর দিবে। [স্তোত্রগত ঋকের] [প্রথম চরণ] অষ্টাক্ষর, তদ্দারাই দ্বাদশাক্ষর দ্বিতীয় চরণ বিহৃত হইবে।

আরও প্রশ্ন আছে,—শস্ত্র যেমন যাজ্যাও সেইরূপ হইয়া থাকে; শস্ত্রে অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ এই তিন দেবতা উদ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যাজ্যামন্ত্র কেবল ইন্দ্রের ও বরুণের উদ্দিষ্ট; এখানে অগ্নিকে কেন পরিত্যাগ করা হইল? [উত্তর]—যিনি অগ্নি, তিনিই বরুণ; "ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে যৎ"—অহে অগ্নি, তুমিই বরুণ হইয়া জন্মিয়াছ—এই মন্ত্রে ঋষি সেই কথা বলিয়াছেন। এই হেতু ইন্দ্র ও বরুণের উদ্দিষ্ট মন্ত্রকে যাজ্যা করিলে অগ্নিকে পরিত্যাগ করা হয় না।

ত্রিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

শিল্পশস্ত্র

ষষ্ঠাহের বিহিত শিল্পশস্ত্র যথা—"শিল্পানি···কল্পয়েতি"

শিল্পশস্ত্রসমূহ পঠিত হয়। এই সকল সূক্ত দেবশিল্প; এই [মনুষ্যালোকে] হস্তী, কাংস, বস্ত্র, হিরণ্য, অশ্বতরীযুক্ত রথ প্রভৃতি শিল্প দেবশিল্পের অনুকরণ মাত্র।[1] যে ইহা জানে সে [বিবিধ] শিল্প দ্রব্য লাভ করে। এই যে শিল্পসমূহ, ইহারা আত্মার সংস্কারসাধন করে; যজমান এতদ্বারা আত্মাকে ছন্দোময় (বেদময়) করিয়া সংস্কৃত করেন।

নাভানেদিষ্ঠ সূক্ত পাঠ করিবে। নাভানেদিষ্ঠ রেতঃস্বরূপ; এতদ্বারা রেতঃসেক করা হয়। ঐ সূক্তের দেবতা অনিরুক্ত, (অনির্দ্দিষ্ট); রেতঃ-পদার্থও অনিরুক্ত (অলক্ষিত) ভাবে গুপ্ত যোনিতে সিক্ত হইয়া থাকে। যজমান এইরূপে রেতো-মিশ্রিত হইয়া থাকেন।

"ক্ষময়া রেতঃ সংজগ্মানো নিষিঞ্চৎ"—ক্ষমা (ভূমি) কর্ত্তৃক সঙ্গত হইয়া [প্রজাপতি] রেতঃসেক করিয়াছিলেন—[উক্ত সূক্তের] এই অংশ রেতোবর্দ্ধন করিয়া থাকে।[2] ঐ সূক্ত

(১) শিল্পম্ আশ্চর্য্যকরং কর্ম্ম। হস্তী শব্দে ধাতুনির্ম্মিত খেলানার হাতী, কাংস শব্দে কাংসময় বস্তু বুঝাইতেছে। নাভানেদিষ্ঠাদি সূক্ত সকল দেবগণের নির্ম্মিত শিল্প; উহাদের নাম শিল্পসূক্ত।

(২) নরা আঙ্গরসা মহর্ষয়ো মনুষ্যজাতাবুৎপন্নত্বাৎ তে শস্যন্তে যস্মিন্। (সায়ণ)

নারাশংস সূক্তের সহিত পাঠ করিবে। প্রজাই নর; এবং বাক্যই শংস;[৩] এতদ্দ্বারা প্রজাতেই বাক্যের স্থাপন হয়, এবং প্রজাগণ জন্মিয়া বাক্য কহিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, বাক্যের স্থান [শরীরের] পুরোভাগে; এই হেতু [নাভানেদিষ্ঠের] পূর্ব্বে [নারাশংস] পাঠ করিবে। কেহ বা বলেন, বাক্যের স্থান উপরিভাগে; এই হেতু উহা পরে পাঠ করিবে। কেহ আবার বলেন বাক্যের স্থান মধ্যভাগে; এই হেতু উহা মধ্যস্থলে পাঠ করিবে।[৪] [কিন্তু ঐরূপ না করিয়া] [নাভানেদিষ্ঠ সূক্তের] ঊর্দ্ধভাগের নিকটেই এই [নারাশংস] পাঠ করিবে; কেন না বাক্যের স্থান [শরীরের] ঊর্দ্ধভাগের নিকটবর্ত্তী। [ঐরূপে পাঠ করিয়া] হোতা সিক্ত—রেতঃস্বরূপ যজমানকে এই বলিয়া মৈত্রাবরুণের প্রতি অর্পণ করেন, [অহে মৈত্রাবরুণ], তুমি এই [রেতঃস্বরূপ যজমানের] প্রাণ সম্পাদন কর।

দ্বিতীয় খণ্ড

শিল্পশস্ত্র

হোতার শিল্পশস্ত্র বিবৃত হইল; তৎপরে মৈত্রাবরুণপাঠ্য শিল্পশস্ত্রের বিবরণ যথা—"বালখিল্যাঃ......প্রজনয়েতি"

(৩) ঐ মন্ত্রে প্রজাপতির দুহিতৃসঙ্গমের উল্লেখ আছে। (সায়ণ)

(৪) বাগিন্দ্রিয় মস্তকের পুরোভাগে আছে, অথবা শরীরের উপরে মস্তকে আছে, অথবা ললাটের নিম্নে শরীরের মধ্যভাগে আছে, এই ত্রিবিধ কল্পনা হইতে পারে।

(৫) বাগিন্দ্রিয়ের স্থান প্রকৃতপক্ষে শরীরের ঊর্দ্ধ, মধ্য বা সম্মুখ, কোনখানেই নহে; ঊর্দ্ধের নিকটবর্ত্তী স্থানেই বাগিন্দ্রিয় অবস্থিত। এই হেতু নাভানেদিষ্ঠের আরম্ভে, শেষে, বা মধ্যে কোথাও না পড়িয়া শেষভাগের নিকটে পাঠ করিবে। নাভানেদিষ্ঠ সূক্তে সাতাইশটি মন্ত্র আছে; উহার পঁচিশ মন্ত্রের পর দুই মন্ত্র অবশিষ্ট থাকিতে নারাশংস পাঠ করিতে হয়।

বালখিল্য সূক্ত পাঠ করা হয়। বালখিল্য প্রাণস্বরূপ; এতদ্দ্বারা যজমানের প্রাণ সম্পাদিত হয়। বিহৃতি সম্পাদন পূর্ব্বক উহা পঠিত হয়; প্রাণসকলও পরস্পর বিহৃত (মিশ্রিত); প্রাণদ্বারা অপান, অপানদ্বারা ব্যান বিহৃত রহিয়াছে। সেই [মৈত্রাবরুণ] প্রথম দুই সূক্ত প্রতিচরণের পর, দ্বিতীয় সূক্তদ্বয় অর্দ্ধ ঋকের পর, এবং তৃতীয় সূক্তদ্বয় প্রতি ঋকের পর বিহৃত করেন। প্রথম সূক্তদ্বয়ের বিহৃতিকালে প্রাণের সহিত বাক্যকে, দ্বিতীয় সূক্তদ্বয়ের বিহৃতিকালে চক্ষুর সহিত মনকে ও তৃতীয় সূক্তদ্বয়ের বিহৃতি-কালে শ্রোত্রের সহিত আত্মাকে তিনি মিশ্রিত করেন। কেহ কেহ দুইটি বৃহতী ও দুইটি সতোবৃহতী একসঙ্গে পাঠ করিয়া বিহৃতি সম্পাদন করেন; তাহাতে বিহৃতি সম্পাদনের ফল পাওয়া যায় বটে; কিন্তু প্রগাথ সম্পাদিত হয় না। [এই জন্য ঐ রূপ না করিয়া] অতিমর্শদ্বারাই বিহৃতিসম্পাদন করিবে; তাহাতে প্রগাথ সম্পাদিত হইবে।[১] বালখিল্য প্রগাথস্বরূপ;

---

(১) ষষ্ঠাহে শিল্পশস্ত্র পাঠের বিধি। নাভানেদিষ্ঠাদি চারিটি শস্ত্রের নাম শিল্পশস্ত্র; হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক যথাক্রমে এই চারি শস্ত্র পাঠ করেন। এতদ্দ্বারা যজমানের নূতন শরীর নির্ম্মিত হয়। মৈত্রাবরুণের শিল্পশস্ত্র মধ্যে আটটি বালখিল্য সূক্ত বিহিত হইয়াছে। অষ্টম মণ্ডলের ৪৯ হইতে ৫৯ পর্য্যন্ত এগারটি সূক্ত বালখিল্য সূক্ত; তন্মধ্যে প্রথম আটটি শিল্পশস্ত্রের অন্তর্গত। এই আট সূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয়ে দশটি করিয়া মন্ত্র আছে, তৃতীয় ও চতুর্থে দশটি, পঞ্চম ও ষষ্ঠে আটটি এবং সপ্তম ও অষ্টমে পাঁচটি করিয়া মন্ত্র আছে। এইরূপে ঐ আটসূক্তে চারি জোড়া সূক্ত। প্রথম তিন জোড়া প্রগাথরূপে পঠিত হয়; এক ছন্দে অন্য ছন্দ যোগ করিলে প্রগাথ নিষ্পন্ন হয়। ঐ ছয় সূক্তে বৃহতী ও সতোবৃহতী এই দ্বিবিধ ছন্দ আছে; বৃহতীতে সতোবৃহতীর যোগে প্রগাথ হয়। বৃহতীতে বৃহতী যোগ করিলে বা সতোবৃহতীতে সতোবৃহতী যোগ করিলে প্রগাথ হইতে পারে না, সেইজন্য ঐরূপ যোগ এস্থলে নিষিদ্ধ হইল। তৎপরিবর্ত্তে অতিমর্শ নামক বিহৃতি সম্পাদন দ্বারা ঐ সূক্ত পাঠের বিধান হইল। এক মন্ত্রের

সেইজন্য অতিমর্শ দ্বারাই বিহৃতি সম্পাদন করিবে; কেন না অতিমর্শই উচিত। বৃহতী আত্মা এবং সতোবৃহতী প্রাণ; সেই [মৈত্রাবরুণ] বৃহতী পাঠ করেন, উহা আত্মা; তৎপরে সতোবৃহতী পাঠ করেন, উহা প্রাণ। আবার বৃহতী, আবার সতোবৃহতী পাঠ করেন; তাহাতে প্রাণদ্বারা আত্মাকে

কিয়দংশে অন্য মন্ত্রের কিয়দংশ যোগ করিয়া দুই মন্ত্র মিশাইলে বিহৃতি সম্পাদিত হয়। পূর্ব্বে ষোড়শী শস্ত্রে এই বিহৃতি সম্পাদনের বিধান হইয়াছে। এস্থলে বালখিল্য পাঠেও বিহৃতি সম্পাদনের বিধান হইল। বিহৃতির আবার প্রকারভেদ আছে। কখনও বা এক সূক্তের মন্ত্রের একচরণের পর অন্যসূক্তের মন্ত্রের একচরণ, কখনও বা একসূক্তের মন্ত্রের অর্দ্ধাংশের পর অন্য সূক্তের মন্ত্রের অর্দ্ধাংশ, কখনও একসূক্তের এক ঋকের পর অন্য সূক্তের এক ঋক্ বসাইয়া বিহৃতি সম্পাদিত হয়। কখনও বা দুই সূক্ত যথাক্রমে না পড়িয়া বিপরীতক্রমে পড়িয়াও বিহৃতির সাধন চলিতে পারে। এস্থলে বালখিল্যপাঠে ব্যবস্থা হইল যে উক্ত আট সূক্তের প্রথম জোড়ায় চরণের পর চরণ, দ্বিতীয় জোড়ায় অর্দ্ধ ঋকের পর অর্দ্ধঋক্, তৃতীয় জোড়ায় ঋকের পর ঋক্ বসাইয়া বিহৃতি সম্পাদিত হইবে। এইরূপ বিহৃতির নাম অতিমর্শ। চতুর্থ জোড়ায় সপ্তম সূক্তের পর অষ্টম না পড়িয়া বিপরীতক্রমে অর্থাৎ অষ্টমের পর সপ্তম পড়িলেই বিহৃতি হইবে। প্রথম সূক্তদ্বয়ে চরণের পর চরণ, দ্বিতীয় সূক্তদ্বয়ে প্রতি অর্দ্ধঋকের পর অর্দ্ধঋক্ ও তৃতীয় সূক্তদ্বয়ে ঋকের পর ঋক্ বসাইলে যে বিহৃতি সাধিত হয়, ও এস্থলে যাহার বিধান হইল, এই অতিমর্শ বিহৃতির নাম হৌঙ্গিন বিহৃতি; হুঙ্গিনাখ্য ঋষির অনুমত বলিয়া ইহার নাম হৌঙ্গিন। তদ্ভিন্ন মহাবালভিৎ নামক ঋষির অনুমত অন্যরূপ অতিমর্শ বিহৃতি আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের অষ্টমখণ্ডে বালখিল্য সূক্ত পাঠের ব্যবস্থায় সেই মহাবালভিৎ বিহৃতির বিধান হইয়াছে। উহাতে প্রথম তিনজোড়া বালখিল্য সূক্তের চারিবার আবৃত্তি করিতে হয়। প্রথমবারে চরণের পর চরণ, দ্বিতীয়বারে অর্দ্ধঋকের পর অর্দ্ধঋক, তৃতীয়বারে ঋকের পর ঋক্ বসাইয়া বিহৃতি হয়। ঐরূপে বিহৃতি সম্পাদন দ্বারা প্রগাথ নিষ্পন্ন করিয়া সেই প্রগাথের পর একপদা ঋক্ বা মহানাম্নী ঋকের অষ্টাক্ষর পদ বসাইতে হয়। প্রগাথের পর একপদা প্রক্ষেপ করিলে ঐ প্রগাথ বাক্যকূটে পরিণত হয়। বাক্যকূটে পরিণত হইলে বালখিল্যমন্ত্র বজ্রস্বরূপ শক্তিশালী হইয়া থাকে। চতুর্থবার আবৃত্তিকালে বিহৃতিসম্পাদন আবশ্যক হয় না, অথবা তৎপরে একপদাও বসাইতে হয় না।

উদাহরণ দ্বারা এই বিহৃতি সম্পাদনের তাৎপর্য্য স্পষ্ট হইবে। প্রথমজোড়া অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বালখিল্য সূক্তের প্রত্যেকের প্রথম দুই মন্ত্র লওয়া যাউক :—

পরিবর্দ্ধন করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান হয়। এইজন্য অতিমর্শদ্বারাই বিহৃতি সম্পাদন করিবে।

ঐ অতিমর্শই উচিত। বৃহতী আত্মা ও সতোবৃহতী পশু;

প্রথম সূক্ত

১ ২
প্রথম মন্ত্র—অভি প্র বঃ সুরাধসং, ইন্দ্রমর্চ যথা বিদে।
৩ ৪
যো জরিতৃভ্যো মঘবা পুরূবসুঃ, সহস্রেণেব শিক্ষতি॥

৫ ৬
দ্বিতীয় মন্ত্র—শতানীকেব প্র জিগাতি ধৃষ্ণুয়া, হন্তি বৃত্রাণি দাশুষে;
৭ ৮
গিরেরিব প্র রসা অস্য পিন্বিরে, দত্রাণি পুরুভোজসঃ॥

দ্বিতীয় সূক্ত

৯ ১০
প্রথম মন্ত্র—প্র সু শ্রুতং সুরাধসং, অর্চা শক্রমভিষ্টয়ে।
১১ ১২
যঃ সুন্বতে স্তুবতে কাম্যং বসু, সহস্রেণেব মংহতে॥

১৩ ১৪
দ্বিতীয় মন্ত্র—শতানীকা হেতয়ো অস্য দুষ্টরা, ইন্দ্রস্য সমিষো মহীঃ।
১৫ ১৬
গিরির্ন ভুজ্মা মঘবৎসু পিন্বতে, যদীং সুতা অমংদিষুঃ॥

প্রতিচরণে বিহৃতি হইলে নিম্নোক্ত প্রগাথ উৎপন্ন হইবে :—

১ ১৪
অভি প্র বঃ সুরাধসং, ইন্দ্রস্য সমিষো মহীঃ।
১৩ ২
শতানীকা হেতয়ো অস্য দুষ্টরা, ইন্দ্রমর্চ্চ যথাবিদোম্॥
৩ ১৬
যো জরিতৃভ্যো মঘবা পুরূবসুঃ, যদীং সুতা অমন্দিষুঃ।
১৫ ৪
গিরির্ন ভুজ্মা মঘবৎসু পিন্বতে, সহস্রেণেব শিক্ষতোম্॥

এই মন্ত্রদ্বয়াত্মক প্রগাথের পর "ইন্দ্রো বিশ্বস্য গোপতিঃ" এই একপদা ঋক্ বসাইলে উহা ন্যাক্যকূটে পরিণত হইবে।

মহাবালভিদ্ বিহারে এইরূপে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্তদ্বয়ের প্রত্যেক ঋকের প্রতিচরণের পর বিহৃতি হয় ও তৎপরে একপদার অথবা মহানাম্নীর অষ্টাক্ষর বসে। হৌত্তিন বিহারে কেবল প্রথম সূক্তদ্বয়ে এইরূপ বিহৃতি সম্পাদিত হয়।

অর্দ্ধ ঋকের পর বিহৃতি এইরূপ :—

১ ২
অভি প্র বঃ সুরাধসং, ইন্দ্রমর্চ্চ যথা বিদে।
১৫ ১৬
গিরির্ন ভুজ্মা মঘবৎসু পিন্বতে, যদীং সুতা অমংদিষোম্॥

তিনি যে বৃহতী পাঠ করেন, উহা আত্মা, এবং যে সতোবৃহতী পাঠ করেন, উহা পশু। আবার বৃহতী, আবার সতোবৃহতী পাঠ করেন, তাহাতে পশুদ্বারা প্রাণকে পরিবর্দ্ধন করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান হয়; সেইজন্য অতিমর্শ দ্বারাই বিহৃতি সম্পাদন করিবে।

অন্তিম (সপ্তম ও অষ্টম) সূক্ত বিপরীতক্রমে পাঠ করা হয়; উহাতেই তাহাদের বিহৃতি সম্পাদিত হয়। মৈত্রাবরুণ এইরূপে সেই [রেতঃস্বরূপ] যজমানের প্রাণ সম্পাদন করিয়া, তুমি ইহার জন্মপ্রদান কর, এই বলিয়া যজমানকে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর প্রতি অর্পণ করেন।

মহাবালভিদ্ বিহারে দ্বিতীয়বার আবৃত্তির সময় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্তদ্বয়ে এইরূপ বিহৃতি হয়। হৌত্তিন বিহারে কেবল দ্বিতীয় সূক্তদ্বয়ে এইরূপ বিহার।

প্রতি ঋকের পর বিহার এইরূপ :—

১ ২
অভি প্র বঃ সুরাধসং, ইন্দ্রমর্চ্চ যথা বিদে।
৩ ৪
যো জরিতৃভ্যো মঘবা পুরূবসুঃ, সহস্রেণেব শিক্ষতোম্॥
১৩ ১৪
শতানীকা হেতয়ো অস্য দুষ্টরা, ইন্দ্রস্য সমিষো মহীঃ।
১৫ ১৬
গিরির্ন ভুজ্মা মঘবৎসু পিন্বতে, যদীং সুতা অমংদিষোম্॥

মহাবালভিতে তৃতীয় বার আবৃত্তির সময় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্তদ্বয়ে এইরূপ বিহার, আর হৌত্তিন বিহারে কেবল তৃতীয় সূক্তদ্বয়ে এইরূপ বিহার।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে যে পাঁচটি একপদার উল্লেখ হইয়াছে, তাহারা যথাক্রমে এই :—(১) ইন্দ্রো বিশ্বস্য গোপতিঃ (২) ইন্দ্রো বিশ্বস্য ভূপতিঃ (৩) ইন্দ্রো বিশ্বস্য চেততি (৪) ইন্দ্রো বিশ্বস্য রাজতি (৫) ইন্দ্রো বিশ্বং বিরাজতি। প্রথম পাঁচ প্রগাথের পর এই পাঁচ একপদার আট অক্ষর বসান হয়। পরবর্ত্তী প্রগাথে মহানাম্নীর আট অক্ষর বসাইতে হয়। মহানাম্নী কাহাকে বলে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড

শিল্পশস্ত্র

তৎপরে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর শিল্পশস্ত্র—"সুকীর্ত্তিং......কল্পয়েতি"

সুকীর্ত্তি সূক্ত পাঠ করা হয়।[১] সুকীর্ত্তি দেবযোনিস্বরূপ ; এতদ্দ্বারা যজমানকে যজ্ঞস্বরূপ দেবযোনি হইতে জন্মদান করা হয়।

বৃষাকপি সূক্ত পাঠ করা হয়[২]। বৃষাকপি আত্মা ; এতদ্দ্বারা যজমানের আত্মা সম্পাদিত হয়। এই সূক্তকে ন্যূঙ্খবিশিষ্ট করিবে। ন্যূঙ্খ অন্নস্বরূপ ; [জননী] যেমন কুমারকে (শিশুকে) স্তন দেন, সেইরূপ এতদ্দ্বারা জন্মলাভের পর যজমানের ভক্ষণীয় অন্ন বিধান করা হয়। উহার ছন্দ পঙ্‌ক্তি ; পুরুষ লোম ত্বক্ মাংস অস্থি ও মজ্জা এই পাঁচ পদার্থে গঠিত বলিয়া পঙ্‌ক্তির লক্ষণযুক্ত ; এতদ্দ্বারা পুরুষ যেরূপ, যজমানকেও তদ্রূপ সংস্কৃত করা হয়।

এইরূপে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী যজমানের জন্মদান করিয়া, তুমি ইহার প্রতিষ্ঠা সম্পাদন কর, এই বলিয়া তাঁহাকে অচ্ছাবাকের প্রতি অর্পণ করেন।

(১) "অপ প্রাচ ইন্দ্র বিশ্বান্" ইত্যাদি সূক্ত। (১০।১৩১)

(২) "বিহি সোতোরসৃক্ষত" ইত্যাদি সূক্ত। (১০।৮৬)

চতুর্থ খণ্ড

শিল্পশস্ত্র

তৎপরে অচ্ছাবাকের শিল্পশস্ত্র—"এবয়ামরুতং……শস্ততে"

এবয়ামরুৎ সূক্ত পাঠ করা হয়।[১] এবয়ামরুৎ প্রতিষ্ঠাস্বরূপ; এতদ্দ্বারা যজমানে প্রতিষ্ঠা সম্পাদিত হয়। উহা ন্যূঙ্খাবাণ্ট করিবে। ন্যূঙ্খ অন্নস্বরূপ; তদ্দ্বারা যজমানে ভক্ষণীয় অন্নের স্থাপনা হয়। উহার ছন্দ জগতী, কিয়দংশে অতিজগতী[২]; এই সমুদয় [জাগতিক দ্রব্য] জগতীর বা অতিজগতীর লক্ষণযুক্ত। উহার দেবতা মরুদ্গণ; মরুদ্গণ অপ্‌স্বরূপ; অপ্‌ অন্নস্বরূপ; এই ক্রমহেতু তদ্দ্বারা যজমানে অন্নের স্থাপনা হয়।

নাভানেদিষ্ঠ, বালখিল্য, বৃষাকপি, এবয়ামরুৎ, এই সূক্তগুলিকে সহচর সূক্ত বলে; উহা হয় [একদিনেই] পাঠ করিবে, নয় একবারেই পাঠ করিবে না। যদি ইহাদিগকে [বিভক্ত করিয়া] নানাভাবে (ভিন্ন ভিন্ন দিনে) পাঠ করা যায়, তাহা হইলে পুরুষকে অথবা [তাহার জন্মহেতু] রেতঃপদার্থকে বিচ্ছিন্ন (খণ্ডিত) করিলে যাহা হয়, সেইরূপ হইবে। সেইজন্য ঐ [চারিটি] শস্ত্র হয় [এক দিনে] পাঠ করিবে, নয় [একেবারে] পাঠ করিবে না।

(১) "প্র বো মহে মতয়ঃ" ইত্যাদি সূক্ত। (৫।৮৭)

(২) চরণে বার অক্ষর থাকায় জগতী; চতুর্থচরণে ষোল অক্ষর থাকায় অতিজগতী।

আশ্বি[৩] আশ্বতর[৪] বুলিল (তন্নামক ঋষি) বিশ্বজিৎ যাগে হোতা হইয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, সাংবৎসরিক সত্রের অন্তর্গত বিশ্বজিতে ঐ [চারিটি] শস্ত্রের মধ্যে দুইটিকে মাধ্যন্দিন সবনে আনিতে হইবে ; আচ্ছা, আমি এখন এবয়ামরুৎ শস্ত্র পাঠ করাই। এই মনে করিয়া তিনি [অচ্ছাবাককে] এবয়ামৎ শস্ত্র পাঠ করাইয়াছিলেন।[৫] ঐ শস্ত্রপাঠের সময় গৌশ্ল ঋষি আসিয়াছিলেন ; তিনি বলিলেন, অহে হোতা, তোমার এই শস্ত্র চক্রহীন [রথের মত] নষ্ট হইবে। [বুলিল বলিলেন] কেন, কি দোষ হইল ? তখন গৌশ্ল বলিলেন—উত্তর দিকে এই শস্ত্র পঠিত হয় ;[৬] মাধ্যন্দিনের দেবতা ইন্দ্র ; মাধ্যন্দিন হইতে ইন্দ্রকে কেন অপহৃত করিতেছ ? তখন বুলিল বলিলেন, না, আমি ইন্দ্রকে মাধ্যন্দিন হইতে অপহৃত করিতে চাহি না। [গৌশ্ল বলিলেন]—এই শস্ত্রের ছন্দ জগতী, কিয়দংশ অতিজগতী ; এই সমুদয় [জাগতিক পদার্থ] জগতীর ও অতিজগতীর লক্ষণযুক্ত ; ইহা মাধ্যন্দিনের ছন্দ নহে ; অপিচ ইহার দেবতা ইন্দ্র ; ইহা এখন পাঠ করা

---

(৩) অশ্ব নামক ঋষির পুত্র (সায়ণ)।

(৪) অশ্বতর নামক ঋষি হইতে উৎপন্ন (সায়ণ)।

(৫) শিল্পশস্ত্রচতুষ্টয় হোতা এবং মৈত্রাবরুণ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক এই হোত্রকত্রয় কর্তৃক তৃতীয়সবনে পঠিত হয়। বিশ্বজিৎ যাগ কিন্তু অগ্নিষ্টোমের প্রকারভেদ ; উহার তৃতীয় সবনে হোত্রকগণের শস্ত্র নাই। এইজন্য ঐ ঋষি স্থির করিলেন, আমি বিশ্বজিতের মাধ্যন্দিনে অচ্ছাবাক কর্তৃক এবয়ামরুৎ পাঠ করাইব, তাহা হইলে তৎপূর্ব্বপাঠ্য মৈত্রাবরুণ ও ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর শস্ত্রদ্বয়কেও মাধ্যন্দিনে টানিয়া আনা হইবে।

(৬) হোতার ধিষ্ণ্যের উত্তরে অচ্ছাবাকের ধিষ্ণ্য ; সেইখানে থাকিয়া অচ্ছাবাক এবয়ামরুৎ পাঠ করেন।

উচিত নহে।' তখন বুলিল বলিলেন, অহে অচ্ছাবাক, তুমি [শস্ত্রপাঠে] ক্ষান্ত হও; আহা, এখন আমি গৌশ্লের অনুশাসন (উপদেশ) ইচ্ছা করিতেছি। গৌশ্ল তখন বলিলেন, এই অচ্ছাবাক ইন্দ্রদৈবত বিষ্ণুচিহ্নিত সূক্ত পাঠ করুন, আর তুমি [তৃতীয় সবনে আগ্নিমারুত শস্ত্রে] রুদ্রদৈবত ধায্যার পরে মরুদ্দৈবত সূক্তের পূর্ব্বে এই এবয়ামরুৎ সূক্ত পাঠ করিও।[৮]

তখন বুলিল তদনুসারে শস্ত্রপাঠ করিয়াছিলেন। সেইজন্য অদ্যাপি সেইরূপেই শস্ত্রপাঠ হইয়া থাকে।

পঞ্চম খণ্ড

শিল্পশস্ত্র

বিশ্বজিৎ দ্বিবিধ; অগ্নিষ্টোমসংস্থ ও অতিরাত্রসংস্থ, অগ্নিষ্টোমসংস্থ বিশ্বজিতের তৃতীয়সবনে হোত্রকপাঠ্য শস্ত্রের প্রয়োগ নাই, উহার বিষয় পূর্ব্বখণ্ডে বলা হইল। অতিরাত্রসংস্থ বিশ্বজিতে তৃতীয়সবনে হোত্রকগণের শস্ত্র আছে; পৃষ্ঠ্যষড়হের তৃতীয়সবনেও যেরূপ শিল্পশস্ত্র বিহিত, অতিরাত্রসংস্থ বিশ্বজিতেও সেইরূপ। কিন্তু সংবৎসর সত্রের অন্তর্গত বিশ্বজিৎ অগ্নিষ্টোমসংস্থ হওয়ায় উহার তৃতীয়সবনে হোত্রকের শস্ত্র নাই। হোতা তৃতীয়সবনে বৈশ্বদেব শস্ত্রমধ্যে নাভানেদিষ্ঠ সূক্ত পাঠ করেন। মাধ্যন্দিনে মৈত্রাবরুণ বালখিল্য ও ব্রাহ্মণাচ্ছংসী বৃষাকপি পাঠ করেন। মাধ্যন্দিনে নাভানেদিষ্ঠ পঠিত হয় না। নাভানেদিষ্ঠ অসত্ত্বেও বালখিল্য বা বৃষাকপি পাঠের ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হইতেছে যথা—"তদাহুঃ······প্রতিষ্ঠাপয়তি"

---

(৭) জগতী ছন্দ ও মরুৎ দেবতা তৃতীয় সবনের; মাধ্যন্দিনে উহার প্রয়োগে মাধ্যন্দিনের দেবতা ইন্দ্রকে অপসৃত করা হইতেছে, এই দোষ।

(৮) "দ্যৌর্নয় ইন্দ্র" (৬।২০) ইত্যাদি সূক্ত অচ্ছাবাকের পক্ষে বিহিত হইল। উহার দ্বিতীয় মন্ত্রের চতুর্থ চরণে বিষ্ণুর উল্লেখ থাকায় উহা বিষ্ণুচিহ্নিত।

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে—ষষ্ঠাহে যেরূপ, সেইরূপ অতিরাত্র-রূপ বিশ্বজিতেও [তৃতীয় সবনে শিল্পশস্ত্রপাঠদ্বারা] যজ্ঞ সম্পাদিত হয় ও যজমানের জন্মলাভ সম্পাদিত হয়। এই [সংবৎসরান্তর্গত] বিশ্বজিতে [মাধ্যন্দিনে] নাভানেদিষ্ঠ পঠিত হয় না,[১] অথচ মৈত্রাবরুণ বালখিল্য পাঠ করেন। ঐ বালখিল্য প্রাণস্বরূপ ; কিন্তু অগ্রে রেতঃসেক ; তৎপরে ত প্রাণের কল্পনা। আবার নাভানেদিষ্ঠ পঠিত হয় না, অথচ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী বৃষাকপি পাঠ করেন ; কিন্তু অগ্রে রেতঃসেক, তৎপরে ত আত্মার কল্পনা। এরূপ স্থলে কিরূপে যজমানের জন্মলাভ ঘটে ও প্রাণ স্থানরহিত হইয়াও কিরূপে অবস্থিত থাকে ? [উত্তর] এই সমস্ত যজ্ঞক্রতু (যজ্ঞসাধন শিল্পশস্ত্র) দ্বারা যজমানকে সংস্কৃত করা হয়। গর্ভ (ভ্রূণ) যেমন যোনির অভ্যন্তরে ক্রমশঃ সম্ভূত (বর্দ্ধিত) হইয়া অবস্থান করে, যজমানও সেইরূপে রহেন। সেই গর্ভ অগ্রেই (রেতঃসেক কালেই) একবারে সম্পূর্ণ হয় না ; তাহার এক এক অঙ্গ ক্রমশঃ সম্ভূত হয়। ঐ সমুদয় শিল্পশস্ত্র একদিনেই পাঠ করা হয়। ইহাতেই যজ্ঞ সম্পাদিত হয় ও যজমানের জন্মলাভ সম্পাদিত হয়। হোতা তৃতীয়সবনে এবয়ামরুৎ পাঠ করেন ; ইহাতে (সকল শস্ত্রের অনুষ্ঠানে) যে প্রতিষ্ঠা ঘটে, এতদ্দ্বারা শস্ত্রান্তে যজমানকে তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

(১) নাভানেদিষ্ঠ পাঠে হোতা রেতঃসেক করেন ; তৎপরে মৈত্রাবরুণ বালখিল্যদ্বারা তাহাতে প্রাণকল্পনা ও ব্রাহ্মণাচ্ছংসী বৃষাকপি দ্বারা তাহাতে আত্মার কল্পনা করেন। এস্থলে রেতঃসেক অভাবেও কিরূপে প্রাণের বা আত্মার কল্পনা হইতেছে, এই প্রশ্ন

ষষ্ঠ খণ্ড

কুন্তাপমন্ত্র

ব্রাহ্মণাচ্ছংসী বৃষাকপি পাঠের পর কুন্তাপ মন্ত্রসকল পাঠ করেন ; তৎসম্বন্ধে বক্তব্য যথা—"ছন্দসাং বৈ······প্রতিষ্ঠায়া এব"

ষষ্ঠাহে বিহিত ছন্দসকলের রস স্বস্থান অতিক্রম করিয়া (উচ্ছলিত হইয়া) আসিয়াছিল। প্রজাপতি ভয় করিলেন, এই ছন্দসকলের রস পরাবৃত্ত না হইয়া লোকসকলকে অতিক্রম করিবে (প্লাবিত করিবে)। এই মনে করিয়া তিনি সেই রসকে পরবর্ত্তী ছন্দদ্বারা রুদ্ধ করিলেন ; নারাশংসী ঋক্‌দ্বারা গায়ত্রীর, রৈভীদ্বারা ত্রিষ্টুভের, পারিক্ষিতী দ্বারা জগতীর, কারব্যা দ্বারা জগতীর রস রুদ্ধ করিলেন। তখন সেই রস তত্তৎ ছন্দে পুনরায় স্থাপিত হইল। যে ইহা জানে, তাহার ইষ্টিযাগ রসযুক্ত ছন্দে সম্পন্ন হয়, তাহার যজ্ঞ রসযুক্ত ছন্দে বিস্তৃত হয়।[১]

নারাশংসী ঋক্ পাঠ করা হয়।[২] প্রজা নর ও বাক্য শংস। এতদ্দ্বারা প্রজাতে বাক্যের স্থাপনা হয় ; সেইজন্য প্রজাসকল জন্মলাভের পর বাক্য কহিয়া থাকে। যে ইহা জানে, তাহার পক্ষে নারাশংসীই উচিত। ইহা পাঠ করিয়াই দেবগণ ও ঋষিগণ স্বর্গলোক গমন করিয়াছিলেন ; সেইরূপ যজমানেরাও

(১) এই কুন্তাপ সূক্তান্তর্গত ত্রিশটি মন্ত্র অথর্ব্ববেদসংহিতায় আছে; অথর্ব্ববেদ ২০।১২৭-১৩৬ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী বৃষাকপির পর কুন্তাপসূক্ত পাঠ করেন।

(২) কুন্তাপসূক্তের অন্তর্গত "ইদং জনা উপশ্রুত নারাশংস" ইত্যাদি তিন ঋক্। নরাশংস শব্দ থাকায় উহা নারাশংসী। অথর্ব্ববেদ ২০।১২

ইহা পাঠ করিয়া স্বর্গলোক গমন করেন। এই মন্ত্র বৃষাকপি পাঠের মত প্রতিচরণে বিরাম দিয়া পাঠ করিবে। ইহা বৃষাকপির ন্যায় হওয়াতে বৃষাকপির সম্বন্ধযুক্ত। ইহাতে ন্যূঙ্খ করিবে না, কিন্তু বিশেষরূপে নিনর্দ্দ করিবে।[৩] ঐ নিনর্দ্দই উহার ন্যূঙ্খ।

রৈভী ঋক্ পাঠ করা হয়।[৪] দেবগণ ও ঋষিগণ রেভ (শব্দ) করিয়া স্বর্গলোক গিয়াছিলেন; সেই যজমানেরাও রেভ করিয়া স্বর্গলোক গমন করেন। উহাও প্রতিচরণে বিরাম দিয়া বৃষাকপির মত পাঠ করিবে। বৃষাকপির ন্যায় হওয়ায় উহা বৃষাকপির সম্বন্ধযুক্ত। ইহাতে ন্যূঙ্খ করিবে না, বিশেষভাবে নিনর্দ্দ করিবে; উহাই এস্থলে ন্যূঙ্খ।

পারিক্ষিতী ঋক্ পাঠ করা হয়।[৫] অগ্নিই পরিক্ষিৎ; অগ্নিই এই প্রজাসকলের পরিপালন করিয়া বাস করেন; অগ্নির চারিদিকে এই প্রজাসকল বাস করে।[৬] যে ইহা জানে, যে অগ্নির সাযুজ্য সরূপতা ও সলোকতা লাভ করে। এইজন্য পারিক্ষিতীই উচিত। পরিক্ষিৎ সংবৎসরস্বরূপ; সংবৎসর এই প্রজাগণকে পরিপালন করিয়া বাস করে; এই প্রজাগণ সংবৎসরের চারিদিকে বাস করে। যে ইহা

---

(৩) তৃতীয়চরণে দ্বিতীয় স্বরের পর তেরটি ওকার দ্বারা অবসান করিয়া তিনটি ত্রিমাত্র ওকারের উচ্চারণ ন্যূঙ্খ। বৃষাকপিতে উহা বিহিত, নারাশংসীতে কিন্তু নিষিদ্ধ। তৃতীয়চরণের প্রথমাক্ষর অনুদাত্তস্বরে উচ্চারণ করিয়া দ্বিতীয়াক্ষরের উদাত্ত উচ্চারণের নাম নিনর্দ্দ। উহা বৃষাকপি পাঠে বিহিত, এস্থলেও বিহিত।

(৪) "সচাস্ব রেভ বচ্যস্ব" ইত্যাদি রেভশব্দ চিহ্নিত তিনটি ঋক্। অথর্ববেদ ২০।১২৭

(৫) "রাজ্ঞো বিশ্বজনীনস্য" ইত্যাদি পরিক্ষিৎশব্দযুক্ত চারিটি ঋক্। অথর্ববেদ ২০।১২৭

(৬) "পরি পরিপালয়ন্ ক্ষেতি নিবসতি" এই অর্থে পরিক্ষিৎ (সায়ণ)।

জানে, সে সংবৎসরের সাযুজ্য সরূপতা ও সলোকতা লাভ করে। উহা প্রতিচরণে বিরাম দিয়া বৃষাকপির মত পাঠ করিবে। বৃষাকপির ন্যায় হওয়ায় উহা বৃষাকপির সম্বন্ধযুক্ত। উহাতে ন্যূঙ্খ করিবে না, কিন্তু বিশেষভাবে নিনর্দ্দ করিবে। তাহাই এস্থলে ন্যূঙ্খ হইবে।

কারব্যা ঋক্ পাঠ করা হয়।[৭] দেবগণ যে কিছু কল্যাণ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা কারব্যদ্বারাই পাইয়াছিলেন; সেইরূপ এস্থলে যজমানেরাও যে কিছু কল্যাণ কর্ম্ম করেন, তাহা কারব্যদ্বারাই প্রাপ্ত হন। উহা প্রতিচরণে বিরাম দিয়া বৃষাকপির মত পাঠ করিবে। বৃষাকপির ন্যায় হওয়ায় উহা বৃষাকপির সম্বন্ধযুক্ত। উহাতে ন্যূঙ্খ করিবে না, কিন্তু বিশেষরূপে নিনর্দ্দ করিবে। তাহাই এস্থলে ন্যূঙ্খ হইবে।

দিক্সমূহের কল্পনাকারক ঋক্ পাঠ করা হয়।[৮] তদ্দ্বারা দিক্সকলের কল্পনা হইবে। ঐ পাঁচ ঋক্ পাঠ করিবে। দিক্ পাঁচটি; তির্য্যগ্‌গত চারিদিক্ আর ঊর্দ্ধগত একদিক্। উহাতে ন্যূঙ্খ করিবে না, নিনর্দ্দও করিবে না, তাহাতে দিক্-সমূহের ন্যূঙ্খ (চালনা) করিবার আশঙ্কা থাকে। প্রতিষ্ঠার জন্য অর্দ্ধঋকে বিরাম দিয়া উহা পাঠ করিবে।

জনকল্পা ঋক্ পাঠ করা হয়[৯]। প্রজাসকলই জনকল্প; তদ্দ্বারা দিক্সকলের কল্পনা করিয়া তাহাতে প্রজা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তাহাতে ন্যূঙ্খ করিবে না, নিনর্দ্দও করিবে না,

(৭) "ইন্দ্রঃ কারুমবুবুধৎ" ইত্যাদি কারুশব্দযুক্ত চারিটি ঋক্। অথর্ব্ববেদ ২০।১২৭

(৮) যঃ সভেয়ো বিদথ্য" ইত্যাদি পাঁচ ঋক্। অথর্ব্ববেদ ২০।১২৮

(৯) "যোহনাক্তাক্ষো অনভ্যক্তঃ" ইত্যাদি ছয় ঋক্ অথর্ব্ববেদ ২০।১২৮

উহাতে এই প্রজাসমূহের ন্যূঙ্খ করিবার আশঙ্কা থাকে। প্রতিষ্ঠার জন্য অর্দ্ধঋকে বিরাম দিয়া উহা পাঠ করিবে।

ইন্দ্রগাথা পাঠ করা হয়।[১০] দেবগণ ইন্দ্রগাথাদ্বারা অসুরগণের সম্মুখে যাইয়া তাহাদিগকে জয় করিয়াছিলেন। সেইরূপ যজমানেরা ইন্দ্রগাথাদ্বারা অপ্রিয় শত্রুর সম্মুখে যাইয়া তাহাকে জয় করেন। প্রতিষ্ঠার জন্য অর্দ্ধঋকে বিরাম দিয়া উহা পাঠ করিবে।

সপ্তম খণ্ড

ঐতশপ্রলাপ

কুন্তাপসূক্তের পর ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ঐতশপ্রলাপ নামক সত্তরটি পদসমূহ পাঠ করেন যথা—"ঐতশপ্রলাপং......যথা নিবিদঃ"

ঐতশপ্রলাপ পাঠ করা হয়। ঐতশমুনি "অগ্নেরায়ুঃ" নামক মন্ত্রকাণ্ড দেখিয়াছিলেন; কেহ কেহ ঐ মন্ত্রকাণ্ডের "যজ্ঞের আয়াতয়াম" (যজ্ঞের সারোৎপাদক) এই নাম দিয়াছিলেন। সেই মুনি পুত্রগণকে বলিয়াছিলেন "অরে পুত্রেরা, আমি "অগ্নেরায়ুঃ" নামক মন্ত্রকাণ্ড দেখিয়াছি, তাহা আমি প্রলাপের মত বলিব; আমি যাহা কিছু বলিব, তোরা তাহার নিন্দা করিস না।" এই বলিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন—"এতা অশ্বা আপ্লবন্তে" "প্রতীপং প্রাতিসত্বনম্" ইত্যাদি।[১]

---

(১০) "যদিন্দ্রাদো দাশরাজ্ঞে" ইত্যাদি পাঁচ ঋক্ অথর্ব্ববেদ ২০।১২৮

(১) এই সত্তরটি পদ কুন্তাপসূক্তের পর অথর্ব্ববেদসংহিতায় আছে; (অথর্ব্ববেদ ২০।১২৯) ইপদগুলি অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্যের ন্যায় প্রায় অর্থহীন। এই জন্য ইহাদের নাম ঐতশপ্রলাপ।

ঐতশের পুত্র অভ্যগ্নি, "আমাদের পিতা কি দৃপ্ত (উন্মত্ত) হইলেন", এই মনে করিয়া অকালে (প্রলাপসমাপ্তির পূর্ব্বে) তাঁহার নিকটে আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরিলেন। ঐতশ (ক্রুদ্ধ হইয়া) তাহাকে বলিলেন, "তুই দূরে যা, তুই আমার বাক্য নষ্ট করিলি, উহা তোকে শুনিতে হইবে না; আমি গরুকে শতায়ু করিতে পারি, মনুষ্যকে সহস্রায়ু করিতে পারি; তুই আমার এরূপ অপমান করিলি, তোর সন্তানকে আমি পাপিষ্ঠ (দরিদ্র) করিব।" সেইজন্য কথিত আছে, যে ঔর্ব্ববংশীয় ঐতশপুত্র অভ্যগ্নিপ্রভৃতি পাপিষ্ঠ।"

কেহ কেহ এই ঐতশপ্রলাপ বহুসংখ্যক পাঠ করেন। যজমান উহা নিষেধ করিবেন না, বরং, "যত ইচ্ছা পাঠ কর", ইহাই বলিবেন; কেননা ঐতশপ্রলাপ আয়ুঃস্বরূপ। যে ইহা জানে, সে যজমানের আয়ু বর্দ্ধন করে। এই ঐতশ-প্রলাপই উচিত।

এই যে ঐতশপ্রলাপ, ইহা ছন্দের (বেদের) রসস্বরূপ। এতদ্দ্বারা ছন্দে রসের আধান হয়। যে ইহা জানে সে রস-যুক্ত ছন্দদ্বারা ইষ্টিযাগ করে; তাহার যজ্ঞ রসযুক্ত ছন্দদ্বারা বিস্তৃত হয়। এই ঐতশপ্রলাপই উচিত।

ঐতশপ্রলাপ সারযুক্ত ও অক্ষয়ফলপ্রদ; আমার যজ্ঞে উহা সারযুক্ত হইবে, উহা অক্ষয় ফলপ্রদ হইবে [এই উদ্দেশে উহা পাঠ করিবে]।

যেমন নিবিৎ পাঠ করে, ঐরূপ পদে পদে অবগ্রহ দিয়া এই ঐতশপ্রলাপ পাঠ করিবে,' এবং নিবিদের মত ইহার শেষ পদে প্রণব বসাইবে।

ঐতশপ্রলাপের পর অন্যান্য ঋক্‌পাঠের বিধান যথা—প্রবহ্লিকা……
প্রতিষ্ঠায়া এব”

প্রবহ্লিকা ঋক্ পাঠ করা হয়।[৩] প্রবহ্লিকাদ্বারা পুরাকালে দেবগণ অসুরদিগকে প্রবহ্লন করিয়া (প্রিয়বাক্যে বঞ্চিত করিয়া) পরাস্ত করিয়াছিলেন; সেইরূপ এস্থলে যজমানেরাও প্রবহ্লিকাদ্বারা অপ্রিয় শত্রুকে প্রবহ্লন করিয়া পরাস্ত করেন। প্রতিষ্ঠার জন্য অর্দ্ধঋকে বিরাম দিয়া উহা পাঠ করিবে।

আজিজ্ঞাসেন্যা ঋক্ পাঠ করা হয়।[৪] দেবগণ আজিজ্ঞাসেন্যা দ্বারা অসুরদিগকে আজ্ঞা (অবজ্ঞা) করিয়া পরে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়াছিলেন; সেইরূপ এস্থলেও যজমানেরা আজিজ্ঞাসেন্যা দ্বারা অপ্রিয় শত্রুকে আজ্ঞা (অবজ্ঞা) করিয়া পরে তাহাকে অতিক্রম করেন। প্রতিষ্ঠার জন্য অর্দ্ধঋকে বিরাম দিয়া উহা পাঠ করিবে।

প্রতিরাধ মন্ত্র পাঠ করা হয়[৫]। প্রতিরাধ দ্বারা দেবগণ অসুরদিগকে প্রতিরাধ (সমৃদ্ধি নাশ) করিয়া পরে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়াছিলেন; সেইরূপ যজমানেরাও এস্থলে প্রতিরাধদ্বারা অপ্রিয় শত্রুকে প্রতিরাধ করিয়া পরে তাহাকে অতিক্রম করেন।

অতিবাদ মন্ত্র পাঠ করা হয়[৬]। অতিবাদদ্বারা দেবগণ অসুরদিগকে অতিবাদ করিয়া পরে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়াছিলেন; সেইরূপ এস্থলে যজমানেরাও অতিবাদ দ্বারা

(৩) “বিততৌ কিরণৌ দ্বৌ” ইত্যাদি ছয়টি অনুষ্টুপ্ প্রবহ্লিকা। (অথর্ব্ব ২০।১৩৩)

(৪) “ইহেত্থ প্রাগপাগুদক্” ইত্যাদি চারিটি ঋক্। (অথর্ব্ব ২০।১৩৪)

(৫) “ভুগিত্যভিগতঃ” ইত্যাদি তিন মন্ত্র। (অথর্ব্ব ২০।১৩৫)

(৬) “বীমে দেবা অক্রংসত” ইত্যাদি অনুষ্টুপ্। (অথর্ব্ব ২০।১৩৬)

অপ্রিয় শত্রুকে অতিবাদ করিয়া পরে তাহাকে অতিক্রম করেন। প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অর্দ্ধর্চ্চকে বিরাম দিয়া উহা পাঠ করিবে।

অষ্টম খণ্ড

দেবনীথ

ঋগ্বেদের দেবনীথ নামক পদ পাঠ হয় —"দেবনীথং......তস্মাৎ"

দেবনীথ পাঠ করা হয়।

আদিত্যগণ ও অঙ্গিরোগণ স্বর্গলোকে "আমরা পূর্ব্বে [স্বর্গে] যাইব, আমরা যাইব" বলিয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। স্বর্গলোকপ্রাপ্তির হেতু সুত্যা (সোমাভিষব) কল্য সম্পাদন করিব, অঙ্গিরোগণ এইরূপ প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন। অগ্নি অঙ্গিরোগণের মধ্যে একজন; অঙ্গিরোগণ সেই অগ্নিকে [আদিত্যদের নিকট] পাঠাইলেন ও [বলিলেন] তুমি আদিত্যগণের নিকট যাইয়া বল, আমরা কল্য স্বর্গলোকের নিমিত্ত সুত্যার অনুষ্ঠান করিব। সেই আদিত্যগণ কিন্তু অগ্নিকে দেখিয়া স্বর্গলোকপ্রাপ্তিহেতু সুত্যার অনুষ্ঠান সেই দিনই করিয়া ফেলিলেন। অগ্নি তাঁহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, কল্য [আমাদের] স্বর্গলোকপ্রাপ্তিহেতু সুত্যা হইবে, তোমাদিগকে বলিতেছি। তাঁহারা বলিলেন, [আমাদের]

---

(১) "আদিত্যা হ জরিতরঙ্গিরোভ্যো দক্ষিণামনয়ন্" ইত্যাদি সতেরটি পদ আশ্বলায়ন দিয়াছেন। (অথর্ব্ব ২০।১৩৫) ঐ পদসমূহের নাম দেবনীথ। উহা দেবলোক নয়নহেতু। পর খণ্ড ব্যাখ্যা দেখ।

স্বর্গলোকপ্রাপ্তিহেতু স্বত্যা অদ্যই হইবে, তোমাকে বলিতেছি ; তোমাকেই হোতা করিয়া আমরা স্বর্গলোকে যাইব। অগ্নি, তাহাই হউক, বলিয়া তাঁহাদের সেই উত্তর লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অঙ্গিরোগণ বলিলেন, [আমাদের কথা] বলিয়াছ কি ? তিনি বলিলেন, হাঁ বলিয়াছি ; কিন্তু তাঁহারা প্রত্যুত্তরে আমাকে এই কথা বলিলেন। অঙ্গিরোগণ বলিলেন, তুমি তাহা (হোতৃকর্ম্ম) অঙ্গীকার করিয়াছ কি ? অগ্নি বলিলেন, হাঁ, তাহা অঙ্গীকার করিয়াছি। যে ঋত্বিকের কর্ম্ম গ্রহণ করে, সে যশস্বী হইয়া থাকে ; যে তাহা প্রতিরোধ করে, সে যশের প্রতিরোধ করে ; সেইজন্য আমি উহা প্রতিরোধ করি নাই। কেননা যদি ঐ ঋত্বিক্‌কর্ম্ম অস্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে নিজে যজ্ঞ করিব বলিয়াই তাহার অস্বীকার চলিতে পারে ; যজমান অযাজ্য হইলে অবশ্য ঋত্বিক্‌কর্ম্ম সকল সময়েই প্রত্যাখ্যান করা চলে।

নবম খণ্ড

দেবনীথ

দেবনীথ সম্বন্ধে আরও বক্তব্য—"তে হ······নিবিদঃ"

তখন সেই অঙ্গিরোগণ [অগ্নির অঙ্গীকারমতে] আদিত্যগণের যাজকতা করিয়াছিলেন। সেই যাজকদিগকে দক্ষিণার সময় আদিত্যেরা পূর্ণা পৃথিবী দান করিলেন। পৃথিবী [দক্ষিণারূপে] গৃহীত হইয়া অঙ্গিরোগণকে তাপিত করিয়াছিল।

তাঁহারা তখন পৃথিবীকে বর্জন করিলেন। পৃথিবী তখন সিংহীর আকার ধরিয়া জৃম্ভন করিতে করিতে জনসমূহকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। পৃথিবী তখন [ক্ষুধায়] শোকার্ত্ত হইয়া স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইল। এখন যে সকল স্থান বিদীর্ণ আছে, ইহার পূর্ব্বে তাহা সমতল ছিল। এইজন্য বলা হয়, যে দক্ষিণা কোন কারণে পরিত্যক্ত হইলেও তাহা ফিরিয়া লইবে না। কেননা, [গ্রহণ করিলে] উহা শোকবিদ্ধ হইয়া [গৃহীতাকে] শোকবিদ্ধ করিতে পারে। যদিবা তাহাকে ফিরিয়া লওয়া হয়, তবে উহা অপ্রিয় শত্রুকে দান করিবে, তাহা হইলে তাহার পরাভব হইবে।

অনন্তর ঐ যে [আদিত্য] তাপ দেন, তিনি শ্বেত অশ্বরূপ ধারণ করিয়া অশ্ববন্ধন রজ্জুতে আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া উপস্থিত হইলেন ও [বলিলেন], [অহে অঙ্গিরোগণ,] তোমাদের [দক্ষিণার জন্য] এই অশ্ব আনিলাম।

এই বৃত্তান্তকে দেবনীথ নাম দেওয়া হয়। যথা :--[প্রথম পদ] "আদিত্যা হ জরিতরঙ্গিরোভ্যো দক্ষিণামনয়ন্"—আদিত্যগণ জরিতা (স্তোতা) অঙ্গিরোগণের জন্য [পৃথিবীরূপ] দক্ষিণা আনিয়াছিলেন। [দ্বিতীয় পদ] "তাং হ জরিতর্ন প্রত্যায়ন্"—সেই জরিতা অঙ্গিরোগণ ইহা গ্রহণ করেন নাই। [তৃতীয় পদ] "তামু হ জরিতঃ প্রত্যায়ন্"—সেই [আদিত্যরূপ] দক্ষিণাকে তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। [চতুর্থ পদ] "তাং হ জরিতঃ ন প্রত্যগৃভ্নন্"—সেই [পৃথিবীরূপ] দক্ষিণা তাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন নাই। [পঞ্চম পদ] "তামু হ জরিতঃ প্রত্যগৃভ্নন্"—কিন্তু সেই [আদিত্যরূপ] দক্ষিণাকে তাঁহারা

প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। [ষষ্ঠ পদ] "অহা নেত সন্নবিচেতনানি"— [আদিত্য] এখানে আসিয়াছেন, তজ্জন্য দিনসমূহ অপ্রকাশ হইয়াছে, তোমরা চলিতে পারিবে না, কেননা আদিত্যই দিন-সমূহের প্রকাশকর্ত্তা। [সপ্তম পদ] "জজ্ঞা নেত সন্নপুরো-গবাসঃ"—হে জ্ঞানী [অঙ্গিরোগণ], পুরোগামী (পথপ্রদর্শক) [আদিত্য] এখানে আসিয়াছেন, তাঁহার অভাবে তোমরা চলিতে পারিবে না—এস্থলে দক্ষিণাই যজ্ঞের পুরোগবী (পুরোগামী); অপুরোগব (পুরোগামি বলীবর্দ্দহীন) শকট যেমন বিনষ্ট হয়, দক্ষিণাহীন যজ্ঞও সেইরূপ বিনষ্ট হইয়া থাকে ; সেইজন্য বলা হয় যে যজ্ঞে দক্ষিণা অতি অল্প হইলেও দান করিবে। [অষ্টম পদ] "উত শ্বেত আশুপত্বা"—এই শ্বেত [অশ্ব] আশুগামী। [নবম পদ] "উতো পদ্যাভির্জ-বিষ্ঠঃ"—অপিচ পাদবিক্ষেপে উহা অতিশয় বেগবান্। [দশম পদ] "উতেমাশু মানং পিপর্তি"—অপিচ ইনি (এই আদিত্য) শীঘ্র মান পূর্ণ করেন। [একাদশ পদ] "আদিত্যা রুদ্রা বসবস্ত্বেড়তে"—আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ তোমার পূজা করেন। [দ্বাদশ পদ] "ইদং রাধঃ প্রতিগৃভ্ণীহ্যঙ্গিরঃ"—অহে অঙ্গিরা, এই [আদিত্যরূপ] ধন প্রতিগ্রহণ কর—এই বাক্য সেই [আদিত্যরূপ] ধনের প্রতিগ্রহের ইচ্ছা বুঝাইতেছে। [ত্রয়োদশ পদ] "ইদং রাধো বৃহৎপৃথু"—এই ধন বৃহৎগুণে বিস্তৃত। [চতুর্দ্দশ পদ] "দেবা দদত্বাবরম্"—দেবগণ [আদিত্যকে] বরস্বরূপে দান করুন। [পঞ্চদশ পদ] "তদ্বো অস্তু সুচেতনম্"—ঐ [আদিত্য] তোমাদের চেতন-কর্ত্তা হউন। [ষোড়শ পদ] "যুষ্মে অস্তু দিবে দিবে"—তিনি

প্রতিদিন তোমাদের নিকট থাকুন। [সপ্তদশ পদ] "প্রত্যেব গৃভায়ত"—এই [আদিত্যরূপ] দক্ষিণা প্রতিগ্রহণ কর। এতদ্দ্বারা অঙ্গিরোগণ উহাকেই প্রতিগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই বুঝাইতেছে।

এই সেই দেবনীথ মন্ত্র নিবিদের মত প্রতিপদে অবগ্রহ দিয়া পাঠ করিবে ও উহার শেষ পদেও নিবিদের মত প্রণব বসাইবে।

দশম খণ্ড

অন্য মন্ত্র

তৎপরে বিহিত অন্যান্য মন্ত্র যথা—ভূতেচ্ছদঃ......সংশংসেৎ"

ভূতেচ্ছদ্ মন্ত্র পাঠ করা হয়।[1] ভূতেচ্ছদ্ দ্বারা দেবগণ যুদ্ধ ও মায়ার অবলম্বনে অসুরদিগকে বিনাশার্থ আসিয়াছিলেন; দেবগণ ভূতেচ্ছদ্ দ্বারা সেই অসুরদিগের ভূতি (ঐশ্বর্য্য) আচ্ছাদন করিয়া পরে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। সেইরূপ এস্থলেও যজমানেরা ভূতেচ্ছদ্ দ্বারা অপ্রিয় শত্রুর ভূতি আচ্ছাদন করিয়া পরে তাহাকে অতিক্রম করেন। প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অর্দ্ধঋকে বিরাম দিয়া ঐ মন্ত্র পাঠ করিবে।

আহনস্য মন্ত্র পাঠ করা হয়।[2] আহনস্য (মৈথুন) হইতে

---

(১) ভূতং ভূতিং বৈরিণামৈশ্বর্য্যং ছাদয়ন্তি তিরস্কুর্বন্তি ইত্যুদাহৃতা অনুষ্টুভো ভূতেচ্ছদঃ (সায়ণ)। "ত্বমিন্দ্র শর্দ্ধ-ঘণ" ইত্যাদি তিন অনুষ্টুপ্। (অথর্ব্ব ২০।১৩৫)

(২) "যদস্যা অংহু" ইত্যাদি দশটি ঋক্। (অথর্ব্ব ২০।১৩৬) আহনস্যা আহননং স্ত্রীপুরুষয়োঃ সংযোগঃ তদ্বৎ প্রজোৎপত্তিহেতুত্বাৎ ঋচোঽপি আহনস্যাঃ। (সায়ণ)

রেতঃসেক হয় ; রেতঃ হইতে প্রজা জন্মে ; এতদ্দ্বারা জন্মের স্থাপনা হয়। ঐ মন্ত্র দশটি পাঠ করিবে। বিরাটের দশ অক্ষর ; বিরাট্ অন্নস্বরূপ ; বিরাট্রূপ অন্ন হইতে রেতঃসেক হয় ; রেতঃ হইতে প্রজা জন্মে; এতদ্দ্বারা জন্মের স্থাপনা হয়। ঐ মন্ত্র ন্যূঙ্খবিশিষ্ট করিবে ; ন্যূঙ্খ অন্নস্বরূপ ; অন্ন হইতে রেতঃসেক হয় ; রেতঃ হইতে প্রজা জন্মে ; তদ্দ্বারা প্রজার স্থাপন হয়।

"দধিক্রাব্ণো অকারিষম্"[৩] ইত্যাদি দাধিক্রী ঋক্ পাঠ করা হয়। দধিক্রাশব্দ দেবগণকে পবিত্র করে। ঐ ঐ যে ব্যাহনস্য (মৈথুনার্থক) [অপবিত্র] বাক্য বলা হইয়াছে, তাহাকে দেবগণের পবিত্রতাসাধক এই বাক্যদ্বারা পবিত্র করা হয়। উহা অনুষ্টুপ্; অনুষ্টুপ্ বাক্যস্বরূপ ; উহা নিজ ছন্দদ্বারা বাক্যকে পবিত্র করে।

"সুতাসো মধুমত্তমাঃ"[৪] এই পাবমানী ঋক্ পাঠ করা হয়। পাবমানী ঋক্ দেবগণকে পবিত্র করে ; ঐ ঐ যে ব্যাহনস্য বাক্য বলা হইয়াছে, দেবগণের পবিত্রতাসাধক এই বাক্য দ্বারা তাহাকে পবিত্র করা হয়। উহা অনুষ্টুপ্ ; অনুষ্টুপ্ বাক্যস্বরূপ ; উহা নিজ ছন্দদ্বারা বাক্যকে পবিত্র করে।

"অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠৎ"[৫] এই ইন্দ্র-বৃহস্পতি-দৈবত ত্র্যচ পাঠ করা হয়। উহার মধ্যে "বিশো অদেবী-রভ্যাচরন্তীর্বৃহস্পতিনা যুজেন্দ্রঃ সসাহে"—দেববিরুদ্ধ কর্ম্মের আচরণকারী প্রজাগণকে (অসুরগণকে) বৃহস্পতির সহিত

(৩) অথর্ব্ব ২০।১৩৭।৩। (৪) ৯।১০১।৪। (৫) ৮।৯৬।১৩

যুক্ত হইয়া ইন্দ্র তিরস্কার করিয়াছিলেন—এই অংশের তাৎপর্য্য, যে অসুরপ্রজা দেবগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া অবস্থিত ছিল ; ইন্দ্র বৃহস্পতির সহিত যুক্ত হইয়া দেবক্ষয়কারী অসুরদিগের বর্ণ (বিচিত্র পতাকা) বিনষ্ট করিয়াছিলেন। সেইরূপ এস্থলে যজমানেরাও ইন্দ্র ও বৃহস্পতির সহিত যুক্ত হইয়া দেবক্ষয়কর অসুরদিগের বর্ণ বিনষ্ট করিয়া থাকেন[৬]।

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে, ষষ্ঠাহে যে সকল ঐকাহিক শস্ত্র বিহিত আছে, তাহার সহিত একত্র ইহা পাঠ করিবে কি একত্র পাঠ করিবে না? [উত্তর] একত্র পাঠ করিবে, এই উত্তর দেওয়া হয়। অন্যান্য দিনে একত্র পাঠ করা হয়, আর এ দিন কেন পাঠ না করিবে? কেহ কেহ বলেন, একত্র পাঠ করিবে না। বহুলোকে একসঙ্গে স্বর্গলোক যাইতে পারে না, কেহ কেহ যাইতে পারে। কাজেই একসঙ্গে পাঠ করিলে এই ষষ্ঠাহকে অন্য দিনের সমান করা হইবে। সেইজন্য এই যে একসঙ্গে পাঠ করা হয় না, ইহা স্বর্গলোকেরই লক্ষণ; সেইজন্য একসঙ্গে পাঠ করিবে না। একসঙ্গে পাঠ না করাই উচিত।

এই যে নাভানেদিষ্ঠ, বালখিল্য, বৃষাকপি ও এবয়ামৎ, এই কয়টিই এই ষষ্ঠাহের প্রধান শস্ত্র; ইহাদের সহিত অন্য

---

(৬) মূলে আছে "অসুর্য্যং বর্ণং অভিদাসন্তমপাহন্।" সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "অসুর্য্যং অসুর সৈন্যং বর্ণং বিচিত্র পতাকাদিযুক্তং অভিদাসন্তং দেবোপক্ষয়হেতুম্ অপাহন্ বিনাশিতবান্। অসুর্য্য বর্ণ অর্থে অসুরসম্বন্ধী বর্ণ অর্থাৎ অসুরোপাসক জাতি (পারসীক জাতি) বুঝাইতেও পারে।

মন্ত্র একসঙ্গে পাঠ করিলে ইহাদের যে ফল তাহা বিনষ্ট করা হইবে। বৃষাকপি ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট ; ঐতশপ্রলাপ সকল ছন্দের স্বরূপ ; ইন্দ্রদৈবত ঐ জগতীছন্দের মন্ত্রের যে ফল, তাহা ইহাতেই পাওয়া যায়। আবার এই সূক্ত[1] ইন্দ্র-বৃহস্পতি-দৈবত। উহার অন্তিম মন্ত্রও ইন্দ্র-বৃহস্পতি-দৈবত ; সেইজন্য উহা একসঙ্গে পাঠ করিবে না।

(১) "অবদ্রপ্স অংশুমতীম্" ইত্যাদি সূক্ত।

সপ্তম পঞ্চিকা

একত্রিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

পশুবিভাগ

হোতৃগণ ও হোত্রকগণের শস্ত্রসমূহ বর্ণিত হইল। সত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রাণধারণের জন্য হবিঃশেষ ভক্ষণ করিতে হয়। এতদর্থে অন্যান্য দ্রব্য ভিন্ন সবনীয় পশুর মাংসভোজনের বিধান আছে। কোন্ ব্যক্তি পশুর কোন্ অংশ পাইবেন, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে যথা—"অথাতঃ · ··· অধীয়তে"

অনন্তর পশু-বিভাগ ; পশুর বিভাগের বিষয় বলিব।

জিহ্বাসহিত হনুদ্বয় প্রস্তোতার ভাগ ; শ্যেনাকৃতি বক্ষ উদ্গাতার ; কণ্ঠ ও কাকুদ্র[1] প্রতিহর্তার ; দক্ষিণ শ্রোণি হোতার ; বাম শ্রোণি ব্রহ্মার ; দক্ষিণ সক্থি[2] মৈত্রাবরুণের ; বাম সক্থি ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর ; অংসসহিত দক্ষিণপার্শ্ব অধ্বর্য্যুর ; বামপার্শ্ব উপগাতাদিগের[3] ; বাম অংস প্রতিপ্রস্থাতার ; দক্ষিণ দোঃ[4] নেষ্টার ; বাম দোঃ পোতার ; দক্ষিণ ঊরু অচ্ছাবাকের ; বাম ঊরু আগ্নীধ্রের ; দক্ষিণ বাহু আত্রেয়ের[5] ; বামবাহু সদস্যের ;

(১) তালু। (২) সক্থি—ঊরুর অধোভাগ।

(৩) উপগাতৃগণ সামগায়ী উদ্গাতাদের সহকারী ; তাঁহাদের গীত অংশের নাম উপগান

(৪) দোঃ—বাহুর ঊর্দ্ধভাগ। (৫) আত্রেয় দক্ষিণার ভাগ পাইতেন।

সদ[৬] ও অনূক[৭] গৃহপতির; দক্ষিণ পদদ্বয় গৃহপতির ব্রতদাতার[৮]; বামপদদ্বয় গৃহপতির ভার্য্যার ব্রতদাতার[৯]। ওষ্ঠ উভয় ব্রতদাতার সাধারণ ভাগ; গৃহপতি উহা [দুই জনকে] বিভাগ করিয়া দিবেন। জাঘনী[১০] পত্নীদিগকে দেওয়া হয়; পত্নীরা তাহা কোন ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। স্কন্ধস্থিত মণিকা[১১] ও তিনখানি কীকস[১২] গ্রাবস্তুতের; [অন্য পার্শ্বের] আর তিনখানি কীকস ও বৈকর্ত্তের[১৩] অর্দ্ধেক উন্নেতার; বৈকর্ত্তের অপরার্দ্ধ ও ক্লোম শমিতার[১৪]। শমিতা অব্রাহ্মণ হইলে ঐ ভাগ কোন ব্রাহ্মণকে দান করিবে। মস্তক সুব্রহ্মণ্যাকে দিবে। "শ্বঃ সুত্যাং" এই নিগদ যিনি পাঠ করেন, সেই আগ্নীধ্রের ভাগ অজিন[১৫]। আর সবনীয় পশুর যে ইড়াভাগ হইবে, তাহা সর্ব্বসাধারণের অথবা একাকী হোতার।

এক এক পদে অভিহিত ঐ অবয়বগুলি এইরূপে ছত্রিশটি ভাগে পরিণত হইয়া যজ্ঞ নির্ব্বাহ করে। বৃহতীর ছত্রিশ অক্ষর; স্বর্গলোক বৃহতীর সম্বন্ধযুক্ত; এতদ্দ্বারা প্রাণ ও স্বর্গলোক

(৬) সদ=পৃষ্ঠবংশ। (৭) অনূক=মূত্রবস্তি।

(৮) যাগকালে বিধিপূর্ব্বক ভোজনের নাম ব্রত; যিনি যজমানের ব্রতের আয়োজন করেন, তাঁহার ঐ ভাগ।

(৯) সম্মুখের পদকে পূর্ব্বে বাহু বলা হইয়াছে; তাহা হইলে পদদ্বয়ের সার্থকতা কি, এই প্রশ্ন হইতে পারে। সায়ণ বলিতেছেন, প্রত্যেকপদের দুইটি করিয়া অবয়ব থাকায় পদশব্দ দ্বিবচনান্ত হইয়াছে।

(১০) জাঘনী=পুচ্ছ। (১১) মণিকাঃ=মণিসদৃশমাংসখণ্ডাঃ। (সায়ণ)

(১২) কীকস=মাংসখণ্ড। (১৩) বৈকর্ত্তঃ=প্রৌঢ়ো মাংসখণ্ডঃ (সায়ণ)।

(১৪) ক্লোমা—হৃদয়পার্শ্ববর্ত্তী মাংসখণ্ডঃ। (সায়ণ) শমিতা—পশুঘাতক।

(১৫) অজিন—চর্ম্ম।

লাভ করা যায় এবং এতদ্দ্বারা প্রাণে ও স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। যাঁহারা পশুকে এইরূপে বিভাগ করেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই পশু স্বর্গের অনুকূল হয়। যাহারা অন্য কোনরূপে পশুবিভাগ করে, তাহারা অন্নকামুক (উদরপরায়ণ) পাপকারীর মত কেবল পশুহত্যা করে মাত্র।

পশুবিভাগের এই বিধি শ্রুতের পুত্র দেবভাগ নামক ঋষি জানিতেন; তিনি কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ না করিয়াই ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। কোন অমনুষ্য[১৬] উহা বভ্রুর পুত্র গিরিজকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী মনুষ্যেরা তদবধি ইহা জানিয়া আসিতেছে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

অনন্তর প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে অগ্নিহোত্রীর বিবিধ দোষের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইতেছে যথা—"তদাহুঃ······প্রায়শ্চিত্তিঃ"

এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে, যদি যজমান আহিতাগ্নি হইয়া উপবসথের দিনে (সোমাভিষবের পূর্ব্বদিন) মরিয়া যান, তাহা

---

(১৬) যক্ষাদি। সায়ণ।

হইলে তাঁহার যজ্ঞ কিরূপ হইবে ? [উত্তর] তাঁহার যাগ করিবে না, এই উত্তর হইবে। কেন না, [মৃত্যুর পূর্ব্বে] যজ্ঞের প্রাপ্তি ঘটে না।

আবার প্রশ্ন,—অগ্নিহোত্রের ক্ষীর বা সান্নায্য[১] অথবা [পুরোডাশাদি] অন্য কোন হোমদ্রব্য অগ্নিতে পাকের পর আহিতাগ্নি যজমানের মৃত্যু হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে ? [উত্তর] যজমানের [মৃতদেহের] পার্শ্বে ঐ সকল দ্রব্য এরূপে রাখিবে, যাহাতে সকলই একসঙ্গে দগ্ধ হয় ; এস্থলে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত।

আবার প্রশ্ন,—হোমদ্রব্য বেদিতে স্থাপিত হইলে যদি আহিতাগ্নির মৃত্যু হয়, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত ? [উত্তর] যে যে দেবতার উদ্দেশে ঐ হোমদ্রব্য গৃহীত হইয়াছে, "তাভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে সেই সেই দ্রব্যদ্বারা আহবনীয়ে নিঃশেষে হোম করিবে, ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

আবার প্রশ্ন, আহিতাগ্নি [ভার্য্যার নিকট অগ্নিহোত্র রাখিয়া] যদি প্রবাসে মরেন, তাঁহার অগ্নিহোত্র কিরূপ হইবে ? [উত্তর] গাভীর নিকটে অন্য একটি বৎস আনিয়া সেই গাভীর দুগ্ধে হোম করিবে। প্রেত (মৃত) যজমানের পক্ষে অগ্নিহোত্র যেমন ভিন্নরূপ, সেইরূপ অন্য বৎসের সাহায্যে প্রাপ্ত দুগ্ধও অগ্নিহোত্রী গাভীর দুগ্ধ হইতে ভিন্নরূপ। অথবা যে কোন গাভীর দুগ্ধে হোম করিবে। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন যে মৃত ব্যক্তির শরীর (অস্থ্যাদি অবয়ব) আহরণ করিয়া আনয়ন পর্য্যন্ত [আহবনীয়াদি] সকল অগ্নিই বিনা

---

(১) দর্শপূর্ণমাসে সান্নায্য নামক ক্ষীরহোম হয়।

হোমে অজস্র (অবিরাম) জ্বালিয়া রাখিবে। যদি তাহার শরীর না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনশত ষাটি সংখ্যক পর্ণশর (পলাশবৃক্ষের ছিন্ন বৃন্ত) আহরণ করিয়া উহাতে পুরুষমূর্ত্তি-গঠন করিয়া দাহাদি ক্রিয়া করিবে এবং ঐ রূপে গঠিত শরীরে অগ্নিত্রয় স্পর্শ করিয়া অগ্নি নিবাইয়া দিবে। উহার মধ্যে দেড় শত বৃন্তে কায়, দুই পঞ্চাশ ও দুই বিশে সক্থি-দ্বয় এবং দুই পঁচিশে উরুদ্বয় গঠন করিয়া অবশিষ্ট বিশখানি মস্তকের উপরে স্থাপন করিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

আবার প্রশ্ন, যাহার অগ্নিহোত্রী গাভী বৎসসংযোগের পর দোহনকালে বসিয়া পড়ে, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—সেখানে গাভীকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। "যাহার ভয়ে তুমি বসিয়াছ, তাহা হইতে আমাদের অভয় প্রদান কর; আমাদের সকল পশুকে রক্ষা কর; সেচনসমর্থ রুদ্রকে প্রণাম।" তৎপরে এই মন্ত্রে গাভীকে উঠাইবে—"দেবী অদিতি উঠিয়াছেন; উঠিয়া যজ্ঞপতিতে আয়ু স্থাপন করিয়াছেন; ইন্দ্রকে, মিত্রকে ও বরুণকে আপনার ভাগ দিয়াছেন।" তৎপরে তাহার বাঁটে জল দিয়া ও মুখে জল

দিয়া সেই গাভী ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

যাহার অগ্নিহোত্রী বৎসসংযোগের পর দোহনকালে হম্বা-রব করে, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর—ঐ গাভী যজমানকে আপনার ক্ষুধা জানাইবার জন্যই ঐরূপ রব করে, অতএব [অমঙ্গলের] শান্তির জন্য তাহাকে "ভগবতী, তুমি সুন্দর তৃণভোজিনী হও" এই মন্ত্রে খাদ্য দিবে। খাদ্যই শান্তিহেতু। এস্থলে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত।

যাহার অগ্নিহোত্রী গাভী বৎসসংযোগের পর বিচলিত হয় ও [ক্ষীর ফেলিয়া দেয়], সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত ? ভূমিতে যে ক্ষীর ফেলিয়া দিবে, তাহা স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে ঃ—"যে দুগ্ধ পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে, যাহা ওষধির উপর পড়িয়াছে, যাহা জলে পড়িয়াছে, সেই সমুদয় দুগ্ধ আমাদের গৃহে, আমাদের গাভীতে, আমাদের বৎসে ও আমাদের শরীরে স্থানলাভ করুক।" যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা যদি হোমের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয়, তবে তদ্দারাই হোম করিবে। যদি সমস্ত দুগ্ধই ভূপতিত হয়, তাহা হইলে অন্য গাভী আনিয়া তাহাকে দোহন করিয়া তদ্দারা হোম করিবে। [অন্য গাভী না পাইলে] অন্যদ্রব্যে, অন্ততঃ শ্রদ্ধাদ্বারাও, হোম করিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।[১]

---

(১) এই প্রায়শ্চিত্ত বিধি পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের দ্বিতীয়খণ্ডে একবার বর্ণিত হইয়াছে। এখানে ইহা পুনরুক্ত হইল মাত্র। সংস্কৃত মন্ত্রগুলি পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে, এস্থলে কেবল অনুবাদ দেওয়া হইল। পূর্ব্বে দেখ

তৃতীয় খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

প্রশ্ন,—[দর্শপূর্ণমাস ইষ্টিতে] যাহার সায়ংকালে দুগ্ধ সান্নায্য কোনরূপে দোষযুক্ত হয় বা অপহৃত হয়, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর—প্রাতঃকালের দুগ্ধকে দুইভাগ করিয়া তাহার একভাগকে সংস্কৃত করিয়া তদ্দ্বারা যাগ করিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যাহার প্রাতঃকালে দুগ্ধ সান্নায্য দোষযুক্ত বা অপহৃত হয়, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর,—ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট বা মহেন্দ্রের উদ্দিষ্ট পুরোডাশ তাহার স্থানে নির্ব্বপণ করিয়া যাগ করিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যাহার সকল (প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন) সান্নায্যই দোষযুক্ত হয় বা অপহৃত হয়, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর,—ইন্দ্রের বা মহেন্দ্রের উদ্দেশে পূর্ব্বের মত [পুরোডাশ] হইবে—ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন, যাহার সমুদয় হোমদ্রব্য[১] দোষযুক্ত হয় বা অপহৃত হয়, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত ? আজ্যদ্বারা হবিঃ প্রস্তুত করিয়া দেবতানুসারে আজ্যহবি দ্বারা ইষ্টিযাগ করিবে, তৎপরে আর একটি ইষ্টি যথাবিধি বিস্তার করিবে। কেন না, যজ্ঞই যজ্ঞের প্রায়শ্চিত্ত।

---

(১) পুরোডাশ, দধি ও দুগ্ধ।

চতুর্থ খণ্ড

প্রায়শ্চিত্ত বিধি

প্রশ্ন,—যাহার অগ্নিহোত্রের দুগ্ধ পাকের সময় অশুদ্ধ হয়[1], সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত ?

উত্তর,—ঐ সমুদয় দুগ্ধ স্রুকে[2] সেচন করিয়া পূর্ব্বমুখে উত্থিত হইয়া আহবনীয়ে সমিধ স্থাপন করিবে, পরে আহবনীয়ের উত্তর ভাগ হইতে উষ্ণ ভস্ম বাহির করিয়া [অগ্নিহোত্রের মন্ত্রদ্বারা] মনে মনে, অথবা প্রাজাপত্য মন্ত্র [স্পষ্ট] উচ্চারণ দ্বারা ঐ ভস্মে হোম করিবে। এরূপ করিলে ঐ দ্রব্যে হোম হয়, আবার হোম হয়ও না।[3] [অগ্নিহোত্রহবণীতে] একবার কিংবা দুইবার উন্নয়নের পর অশুদ্ধ হইলেও এরূপ বিধি। সেই অশুদ্ধ দ্রব্য যদি অপনয়ন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে উহা নিঃসারিত করিয়া স্থলীতে অবশিষ্ট শুদ্ধ দ্রব্য স্রুকে গ্রহণ করিয়া উন্নয়নান্তে হোম করিবে। এখানে ইহাই প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যদি অগ্নিহোত্রের দুগ্ধ পাকের সময় [স্থালার] বাহিরে পড়িয়া যায় অথবা উছলিয়া উঠে, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত ? উত্তর—শান্তির জন্য উহাতে জলের ছিটা দিবে, কেন না জল শান্তিস্বরূপ, অনন্তর দক্ষিণ হস্তদ্বারা উহা স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে :—

---

(১) কেশকীটাদি পতনে অশুদ্ধ হইতে পারে।

(২) এখানে স্রুব শব্দে অগ্নিহোত্রহবণী নামক হাতা বুঝাইতেছে।

(৩) ভস্ম থাকে, বলিয়া হোম হয়, আবার ভস্মে অগ্নি থাকে না, বলিয়া হোম হয় না।

"ইহার এক তৃতীয় অংশ দ্যুলোকে যাক, যজ্ঞ দেবগণকে প্রাপ্ত হউক, তদনন্তর ধন আমাকে প্রাপ্ত হউক; অন্য তৃতীয়াংশ অন্তরিক্ষে যাক, যজ্ঞ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হউক, ধন আমাকে প্রাপ্ত হউক; আর এক তৃতীয়াংশ পৃথিবীতে যাক; যজ্ঞ মনুষ্যগণকে প্রাপ্ত হউক, ধন আমাকে প্রাপ্ত হউক।" এই মন্ত্র জপের পর—"যয়োরোজসা স্কভিতা রজাংসি"[১] এই বিষ্ণু-বরুণদৈবত ঋক্ জপ করিবে। যজ্ঞের যে অনুষ্ঠান বিধিসঙ্গত হয় নাই, বিষ্ণু তাহা পালন করেন, আর যাহা বিধিসঙ্গত হইয়াছে, বরুণ তাহা পালন করেন। সেইজন্য এতদ্দ্বারা সেই উভয় ভাগের শান্তি ঘটে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—অগ্নিহোত্র দ্রব্য পাকের পর পূর্ব্বমুখে [আহবনীয়ে] লইয়া যাইবার সময় যদি উহা স্খলিত বা ভ্রষ্ট হয়[২], সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—সেই [অধ্বর্য্যু] যদি [পশ্চিমমুখে] ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে যজমানকেও স্বর্গলোক হইতে ফিরিতে হইবে; অতএব তিনি সেইখানেই বসিয়া থাকিবেন ও অন্যে অগ্নিহোত্রের অবশিষ্ট অংশ আনিয়া দিলে তিনি তাহা স্রুকে উন্নয়নপূর্ব্বক হোম করিবেন। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত[৩]।

প্রশ্ন,—স্রুক্ যদি ভাঙিয়া যায়, তাহা হইলে কি প্রায়-

(১) অথর্ব্ববেদসংহিতা ৭।২৫।১।

(২) বিন্দু পতনের নাম স্খলন, সমুদয় দ্রব্যের ভূপতনের নাম ভ্রংশ।

(৩) হোমদ্রব্য চারিবার স্থালী হইতে অগ্নিহোত্রহবণীতে গ্রহণ করিয়া হোম করিতে হয়; হোমার্থ স্থালী হইতে স্রুকে গ্রহণের নাম উন্নয়ন। অধ্বর্য্যু উহা গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বমুখে যাইয়া আহবনীয়ে হোম করেন। পশ্চিমে প্রত্যাবর্ত্তন নিষিদ্ধ।

শ্চিত্ত? উত্তর—অন্য স্রুক্ আনিয়া হোম করিবে এবং সেই ভাঙা স্রুকের দণ্ডভাগ পূর্ব্বে রাখিয়া ও উহার পুষ্কর ভাগ[৪] পশ্চিমে রাখিয়া স্রুকৃটিকে আহবনীয়ে নিক্ষেপ করিবে।

প্রশ্ন,—যাহার আহবনীয়ের অগ্নি বর্ত্তমান থাকে, আর গার্হপত্যের অগ্নি নিবাইয়া যায়, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত[৫]? উত্তর,—আহবনীয়ের পূর্ব্বভাগের অগ্নি গ্রহণ করিলে যজমানকে স্বস্থানচ্যুত হইতে হইবে; পশ্চিম ভাগের অগ্নি গ্রহণ করিলে অসুরদিগের মত যজ্ঞ বিস্তার হইবে[৬]; [নূতন] অগ্নি মন্থন করিলে যজমানের শত্রুর উৎপাদন হইবে; [পুনরায় অগ্ন্যাধান উদ্দেশে] আহবনীয় নিবাইয়া দিলে প্রাণ যজমানকে পরিত্যাগ করিবে। অতএব [ঐরূপ না করিয়া] আহবনীয়ের সমুদয় অগ্নি ভস্ম সমেত তুলিয়া লইয়া গার্হপত্য স্থানে রাখিয়া সেখান হইতে পূর্ব্বমুখে আহবনীয়ে অগ্নি আনয়ন করিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

পঞ্চম খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

প্রশ্ন,—[আহবনীয়ে] অগ্নি থাকিতে থাকিতেই যদি [গার্হপত্যের] অগ্নি [আহবনীয়ের জন্য] আহরণ করা হয়,

(৪) স্রুকের অর্থাৎ হাতার মাথায় যেখানে হোমদ্রব্য রাখিতে হয়, সেই স্থান।

(৫) গার্হপত্যের অগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকে। আহবনীয়ের অগ্নি প্রত্যহ হোমের পর নিবাইয়া দেওয়া হয়। পরদিন আবার গার্হপত্য হইতে অগ্নি লইয়া আহবনীয় জ্বালান হয়। আহবনীয় বর্ত্তমানে গার্হপত্য নিবাইলে প্রায়শ্চিত্ত কি হইবে, এই প্রশ্ন।

(৬) অসুরদিগের অগ্নিস্থাপনের ক্রম দেবগণের বিপরীত।

তাহা হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—[আহবনীয়ে] অগ্নি দেখিতে পাইলে সেই পূর্ব্ববর্ত্তী অগ্নিকে বাহির করিয়া দিয়া [গার্হপত্য হইতে উদ্ধৃত] অপর অগ্নি স্থাপন করিবে, আর দেখিতে না পাইলে অগ্নিবান্ অগ্নিদেবতার উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে। এই কর্ম্মে "অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে" এই মন্ত্র[১] অনুবাক্যা ও "ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা"[২] এই মন্ত্র যাজ্যা হইবে। অথবা [পুরোডাশ নির্ব্বপণের পরিবর্ত্তে] "অগ্নয়ে অগ্নিবতে স্বাহা" বলিয়া আহবনীয়ে [কেবল আজ্যের] আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যদি গার্হপত্য ও আহবনীয় উভয় অগ্নির পরস্পর সংসর্গ (যোগ) ঘটে[৩], সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নিবীতির উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে; ঐ কর্ম্মে অনুবাক্যা "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে"[৪] ও যাজ্যা "যো অগ্নিং দেববীতয়ে"[৫]; অথবা "অগ্নয়ে বীতয়ে স্বাহা" বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যদি সকল (ত্রিবিধ) অগ্নিরই পরস্পর সংসর্গ ঘটে, তাহা হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর—অগ্নি বিবিচির উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে; ঐ কর্ম্মে অনুবাক্যা "স্বর্ণবস্তোরুষসামরোচি"[৬] ও যাজ্যা "ত্বামগ্নে মানুষীরীড়তে বিশঃ";[৭] অথবা "অগ্নয়ে বিবিচয়ে স্বাহা" বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

(১) ১।১২।৬। (২) ৮।৪৭।১১।

(৩) একের অঙ্গার দৈবক্রমে অন্যে পতিত হইলে দোষ ঘটে।

(৪) ৬।১৬।১০। (৫) ১।১২।১০। (৬) ৭।১০।২। (৭) ৫।৮।৩।

প্রশ্ন,—যাহার অগ্নিসমূহ অন্য অগ্নির সহিত সংসৃষ্ট হয়, তাহার কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি ক্ষামবানের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে; ঐ কর্ম্মে অনুবাক্যা "অক্রন্দদগ্নিস্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ"[8] ও যাজ্যা "অধা যথা নঃ পিতরঃ পরাসঃ";[9] অথবা "অগ্নয়ে ক্ষামবতে স্বাহা" বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

প্রশ্ন,—যাহার অগ্নিসমূহ গ্রাম্য অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়,[1] সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি সংবর্গের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে; ঐ কর্ম্মে অনুবাক্যা "কুবিৎসু নো গবিষ্টয়ে"[2], যাজ্যা "মা নো অস্মিন্ মহাধনে"[3]; অথবা "অগ্নয়ে সংবর্গায় স্বাহা" বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যাহার অগ্নিসমূহ দিব্য অগ্নিদ্বারা সংসৃষ্ট হয়,[4] সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি অপ্সুমানের উদ্দেশে

---

(৮) ১০।৪৫।৪। (৯) ৪।২।১৬।

(১) রন্ধনশালা প্রভৃতির লৌকিক অগ্নি। গ্রাম্য অগ্নিতে অগ্নিহোত্রশালা দগ্ধ হইলে এই দোষ।

(২) ৮।৭৫।১১। (৩) ৮।৭৫।১২।

(৪) বজ্রপাতাদি জাত অগ্নি

অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে ; ঐ কর্ম্মে অনুবাক্যা "অপ্স্বগ্নে সধিষ্টব"[৫] ও যাজ্যা "ময়ো দধে মেধিরঃ পূতদক্ষঃ"[৬] ; অথবা "অগ্নয়ে অপ্সুমতে স্বাহা" বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যাহার অগ্নিসমূহ শবাগ্নি[৭] দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয়, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি শুচির উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে, এই কর্ম্মে অনুবাক্যা "অগ্নি শুচিব্রততমঃ"[৮] ও যাজ্যা "উদগ্নে শুচয়স্তব"[৯] অথবা "অগ্নয়ে শুচয়ে স্বাহা" এই বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যাহার অগ্নিসমূহ আরণ্য অগ্নিতে দগ্ধ হয়, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—তাহা হইলে [অগ্নিদাহের পূর্ব্বেই] অরণিদ্বয়ের সহিত অগ্নি সমারোপণ করিবে, অথবা আহবনীয় কিংবা গার্হপত্য হইতে উল্মুক (অগ্নিখণ্ড) বাহির করিয়া লইবে, তাহাতে অশক্ত হইলে অগ্নি সংবর্গের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে। ঐ কর্ম্মে অনুবাক্যা ও যাজ্যা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অথবা "অগ্নয়ে সংবর্গায় স্বাহা" বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

(৫) ৮।৪৩।৯। (৬) ৩।১।৩।

(৭) শবদহনের অগ্নি।

(৮) ৮।৪৪।২১। (৯) ৮।৪৪।১৭

সপ্তম খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

প্রশ্ন,—যদি আহিতাগ্নি যজমান উপবসথদিনে অশ্রুপাত করেন, তাহা হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি ব্রতভৃতের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে; ঐ কর্ম্মে অনুবাক্যা "ত্বমগ্নে ব্রতভৃৎ শুচিঃ"[১] ও যাজ্যা "ব্রতানি বিভ্রদ্ ব্রতপা অদব্ধ"[২] অথবা "অগ্নয়ে ব্রতভৃতে স্বাহা" বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যদি আহিতাগ্নি উপবসথদিনে ব্রতবিরুদ্ধ[৩] আচরণ করেন, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি ব্রতপতির উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে, ঐ কর্ম্মে অনুবাক্যা "ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি"[৪] ও যাজ্যা "যদ্বো বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি"[৫] অথবা "অগ্নয়ে ব্রতপতয়ে স্বাহা" বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যদি আহিতাগ্নি কখনও অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় ইষ্টিযাগ না করিতে পারেন, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি পথিকৃতের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে; ঐ কর্ম্মে অনুবাক্যা "বেত্থা হি বেধো অধ্বনঃ"[৬]

(১) আশ্ব শ্রৌ সূত্র ৩।১১। (২) আশ্ব শ্রৌ সূত্র ৩।১১

(৩) দিবানিদ্রাদি আচরণ।

(৪) ৮।১১।১। (৫) ১০।২।৪। (৬) ৬।১৬।৩।

ও যাজ্যা "আ দেবানামপি পন্থামগন্ম"[৭]; অথবা "অগ্নয়ে পথিকৃতে স্বাহা" বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যদি সকল অগ্নিই নিবাইয়া যায়, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি তপস্বান্, অগ্নি জনদ্বান্ ও অগ্নি পাবকবানের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে; ঐ কর্ম্মে অনুবাক্যা "আয়াহি তপসা জনেষু"[৮] এবং যাজ্যা "আ নো যাহি তপসা জনেযু"[৯]; অথবা "অগ্নয়ে তপস্বতে জনদ্বতে পাবকবতে স্বাহা" বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

অষ্টম খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

প্রশ্ন,—যে আহিতাগ্নি আগ্রয়ণেষ্টি যাগ না করিয়াই নবান্নভোজন করে, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি বৈশ্বানরের উদ্দেশে দ্বাদশকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে; ঐ কর্ম্মে অনুবাক্যা "বৈশ্বানরো অজীজনৎ" ও যাজ্যা "পৃষ্টো দিবি পৃষ্টো অগ্নিঃ পৃথিব্যাম্"[১]; অথবা "অগ্নয়ে বৈশ্বানরায়

(৭) ১০.২।৩।

(৮) আশ্ব° শ্রৌ° সূত্র ৩।১১।

(৯) আশ্ব° শ্রৌ° সূত্র ৩।১১।

(১) ১।৯৮।২।

স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—আহিতাগ্নি যদি কপাল ভাঙিয়া ফেলেন, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে দ্বিকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে। ঐ কর্ম্মে অনুবাক্যা “অশ্বিনা বর্ত্তিরস্মৎ”[২] ও যাজ্যা “আ গোমতা নাসত্যা রথেন”[৩]; অথবা “অশ্বিভ্যাং স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—আহিতাগ্নি যদি পবিত্র[৪] নষ্ট করেন, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি পবিত্রবানের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে; ঐ কর্ম্মে অনুবাক্যা “পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে”[৫] ও যাজ্যা “তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পদে”[৬]; অথবা “অগ্নয়ে পবিত্রবতে স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—আহিতাগ্নি যদি হিরণ্য নাশ করেন, তাহা হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি হিরণ্যবানের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে। ঐ কর্ম্মে অনুবাক্যা, “হিরণ্যকেশো রজসো বিসারে”[৭] ও যাজ্যা “আ তে সুপর্ণা

(২) ১।৯২।১৬। (৩) ৭।৭২।১।

(৪) কুশনির্ম্মিত পবিত্র।

(৫) ৯।৮৩।১ (৬) ৯।৮৩।২।

(৭) ১।৭৯।১.

অমিনন্তং এবৈঃ”[৮]; অথবা “অগ্নয়ে হিরণ্যবতে স্বাহা” এই বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—আহিতাগ্নি যদি প্রাতঃস্নান না করিয়া অগ্নিহোত্র করেন, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি বরুণের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে। ঐ কর্ম্মে অনুবাক্যা “ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্”[৯] ও যাজ্যা “স ত্বং নো অগ্নে অবমো ভবোতী”[১০]; অথবা “অগ্নয়ে বরুণায় স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—আহিতাগ্নি যদি সূতকান্ন[১১] ভক্ষণ করেন, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি তন্তুমানের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে; ঐ কর্ম্মে অনুবাক্যা “তন্তুং তন্বন্ রজসো ভানুমন্ বিহি”[১২] ও যাজ্যা “অক্ষানহো নহ্যতনোত সোম্যাঃ”[১৩]; অথবা “অগ্নয়ে তন্তুমতে স্বাহা” বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যদি আহিতাগ্নি জীবন থাকিতে আপনার মরণ-সংবাদ শুনেন, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি সুরভিমানের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে, ঐ কর্ম্মে অনুবাক্যা “অগ্নির্হোতা ন্যসীদদ্ যজীয়ান্”[১৪] ও যাজ্যা “সাধ্বীমকর্দেববীতিং নো অদ্য”[১৫]; অথবা অগ্নয়ে সুরভিমতে

(৮) ১।৭৯।২। (৯) ৪।১।৪। (১০) ৪।১।৫।

(১১) সূতিকাগৃহস্থিত স্ত্রী কর্ত্তৃক পক্ব অন্ন।

(১২) ১০।৫৩।৬। (১৩) ১০।৫৩।৭। (১৪) ৫।১।৬। (১৫) ১০।৫৩।৩।

স্বাহা" বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যদি আহিতাগ্নির ভার্য্যা কিংবা গাভী যমজ অপত্য প্রসব করে, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—অগ্নি মরুত্বানের উদ্দেশে ত্রয়োদশকপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবে। ঐ কর্ম্মে অনুবাক্যা "মরুতো যস্য হি ক্ষয়ে"[১৬] ও যাজ্যা "অরা ইবেদচরমা অহেব"[১৭]; অথবা "অগ্নয়ে মরুত্বতে স্বাহা" বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—অপত্নীক ব্যক্তি অগ্নিহোত্র আহরণ করিবে, না করিবে না? উত্তর,—আহরণ করিবে, এই উত্তর দিবে। না করিলে পুরুষ অনদ্ধা (অসত্যনামা) হইবে। অনদ্ধা পুরুষ কাহাকে বলে? যে ব্যক্তি দেবগণ, পিতৃগণ বা মনুষ্যগণের পূজা করে না, সেই ব্যক্তি। সেইজন্য অপত্নীক হইলেও অগ্নিহোত্র আহরণ করিবে। এ বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া এই যজ্ঞগাথা গীত হয়ঃ—"অপত্নীক ব্যক্তি সোমপানে অধিকারী না হওয়ায় মাতাপিতার [শুশ্রূষার ন্যায়] সৌত্রামণি যাগ করিতে পারে। কেন না, ঋণ পরিহারনিমিত্ত, যাগ করিবে, এই শ্রুতিবচন রহিয়াছে।"[১৮] সেইজন্য সৌম্যকে যাগ করাইবে।

---

(১৬) ১।৮৬।১। (১৭) ৫।৫৮।৫।

(১৮) "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে, ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যো প্রজয়া পিতৃভ্য এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচারী।" তথাচ "যজ্ঞদেবান্ অধীষ বেদান্ প্রজামুৎপাদয়।" ইতি শ্রুতিঃ। যাহার সৌত্রামণিতে অধিকার আছে, তাহার অগ্নিহোত্রে অধিকার ত আছেই, ইহা বলা বাহুল্য; যজ্ঞগাথা উদাহরণের এই তাৎপর্য্য।

নবম খণ্ড[১]

প্রায়শ্চিত্তবিধি

প্রশ্ন, অপত্নীক ব্যক্তি কিরূপে বাচিক অগ্নিহোত্র হোম করিবে ? [বিবাহের পর অগ্নিহোত্র] অনুষ্ঠান আরম্ভ হইলে যদি পত্নীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই অগ্নিহোত্র নষ্ট হয় ; সেস্থলে [অপত্নীক] কিরূপে অগ্নিহোত্র হোম করিবে ?

উত্তর,—পুত্র, পৌত্র ও নপ্তাদিগকে এই কথা বলিবে, যে ইহলোকে ও ঐ [পর] লোকে [শ্রেয়ঃ আবশ্যক] ; ইহ-লোকে যে স্বর্গ [শুনা যায়], অস্বর্গ অনুষ্ঠান (কাম্য কর্ম্ম) দ্বারা সেই স্বর্গলোকে আরোহণ করিবে। এইরূপে সেই [অপত্নীক] ব্যক্তি ঐ [স্বর্গ] লোকের অবিচ্ছেদ সম্পাদন করেন। যে ব্যক্তি [পুনরায় বিবাহ দ্বারা] পত্নী ইচ্ছা করেন না, তাঁহার উক্ত বাক্যে প্রেরিত [পুত্রাদি] অগ্নিহোত্র আধান করেন। [ইহাই অপত্নীকের পক্ষে বাচিক অগ্নিহোত্র]।

অপত্নীক [মানসিক] অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানে কিরূপে অগ্নি-হোত্র হোম করিবে ? [উত্তর] শ্রদ্ধাই [যজমানের] পত্নী ও সত্যই যজমান ; শ্রদ্ধা ও সত্য [একযোগে] উত্তম মিথুনস্বরূপ ; শ্রদ্ধা ও সত্য এই মিথুনের সাহায্যে [মানস অগ্নিহোত্র দ্বারা] স্বর্গলোক জয় করা হয়।

(১) নবমখণ্ড ও দশমখণ্ড কোন কোন প্রদেশের ঐতরেয়ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় না, বলিয়া সায়ণ উল্লেখ করিয়াছেন। সায়ণ দশমখণ্ডের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে দিয়া পরে নবমখণ্ডের ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

দশম খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

এ বিষয়ে [ব্রহ্মবাদীরা] বলেন, দর্শপূর্ণমাসে উপবাস করিবে[১]। দেবগণ ব্রতহীন ব্যক্তির দত্ত হব্য ভোজন করেন না ; আমার হব্য দেবগণ ভোজন করিবেন, এই উদ্দেশেই উপবাস করা হয়। পূর্ব্বদিন পূর্ণিমায় উপবাস করিবে, ইহা পৈঙ্গির মত ; পরদিন পূর্ণিমায় উপবাস করিবে, ইহা কৌষীতকির মত। পূর্ব্বদিনের পূর্ণিমার নাম অনুমতি, পরদিনের পূর্ণিমার নাম রাকা। ঐ রূপ পূর্ব্বদিনের অমাবস্যার নাম সিনীবালী, পরদিনের অমাবস্যার নাম কুহূ।[২] যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্য অস্ত যান এবং যাহা অভিমুখে রাখিয়া সূর্য্য উদিত হন, সেই [দুই দিনই কর্ম্মানুষ্ঠান যোগ্য] তিথি ; এস্থলে পূর্ব্বদিন পূর্ণিমায় উপবাস করিবে, [ইহাই পৈঙ্গির মত]।

চন্দ্রমা পূর্ব্বদিকে উঠিবে না ইহা জানিয়া [প্রতিপদ্‌যুক্ত] অমাবস্যায় যে উপবাস করা হয় ও [তৎপরদিনে] যাগ করা হয়, সেই নিয়ম অনুসারেই পর পর [পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায়]

(১) উপবাস শব্দের তিনরূপ অর্থ হইতে পারে। ১। উপবাস—সমীপে বাস অর্থাৎ যাগের পূর্ব্বে গার্হপত্যাদির সমীপে বাস। ২। দেবগণ যজ্ঞের সমীপে বাস করিবেন, এই সঙ্কল্প। ৩। ব্রতগ্রহণার্থ গ্রাম্যভোজন ত্যাগ করিয়া আরণ্যভোজনের নিয়ম।

(২) দর্শপূর্ণমাস যাগের পূর্ব্বদিনে উপবাস ; তিথি দুইদিন পাইলে কোন্ দিন যাগ করিবে? সামবেদী পৈঙ্গির মতে চতুর্দ্দশীযুক্ত তিথির দিনে উপবাস, পরদিনে যাগ ; ঋগ্বেদী কৌষীতকির মতে প্রাতিপদ্‌যুক্ত তিথির দিনে উপবাস ও তৎপরদিনে যাগ।

উপবাস করিবে ও তৎপরদিন যাগ করিবে। সেই যাগ সোমযাগসদৃশ হইয়া থাকে। সোমের যাগে সকল দেবতার যাগ হয়। এই যে চন্দ্রমা, ইনি দেবগণের সোম; সেই জন্য পরদিনেই উপবাস করিবে। [ইহা কৌষীতকির মত]।

একাদশ খণ্ড

প্রায়শ্চিত্তবিধি

প্রশ্ন,—[গার্হপত্য হইতে আহবনীয়ে] অগ্নি উদ্ধারের পূর্ব্বেই যদি সূর্য্য উদিত হন বা অস্তমিত হন, অথবা [যথাকালে আহবনীয়ে] স্থাপিত হইয়াও অগ্নি যদি হোমের পূর্ব্বে নিবাইয়া যায়, সেস্থলে কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে? উত্তর,—সায়ংকালে [অস্তগমনের পর অগ্নি উদ্ধার করিতে হইলে] হিরণ্য সম্মুখে রাখিয়া অগ্নি উদ্ধার করিবে। হিরণ্য শুক্র (দীপ্তিযুক্ত) ও জ্যোতিঃস্বরূপ; ঐ [আদিত্যও] তদ্রূপ। ঐ রূপ করিলে জ্যোতিঃ ও শুক্র সম্মুখে রাখিয়াই অগ্নির উদ্ধার হয়। প্রাতঃকালে [উদয়ের পর অগ্নির উদ্ধার হইলে] রজত উপরে রাখিয়া অগ্নি উদ্ধার করিবে; ঐ রজত রাত্রিস্বরূপ। [সাধ্যপক্ষে] ছায়া মিশাইয়া যাইবার পূর্ব্বে (অর্থাৎ সূর্য্য থাকিতেই) আহবনীয় অগ্নির [গার্হপত্য হইতে] উদ্ধার করা উচিত। অন্ধকার ও ছায়া মৃত্যুস্বরূপ; এই হেতু জ্যোতিঃস্বরূপ [সেই আদিত্য] দ্বারা অন্ধকার

ছায়ারূপ মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—যাহার গার্হপত্য ও আহবনীয়ের মধ্যে শকট বা রথ বা কুকুর উপস্থিত হয়, সেখানে কি প্রায়শ্চিত্ত? উত্তর,—উহা মনে করিবে না, এই উত্তর দেওয়া হয়। কেন না, ঐ সকল দ্রব্য আত্মার মধ্যেই রহিয়াছে।[১] আর যদি মনে করিতেই হয়, তবে "তন্তুং তন্বন্ রজসো ভানুমন্বিহি" এই মন্ত্রে গার্হপত্য হইতে আহবনীয় পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন জলধারা দিবে। ইহাই এস্থলে প্রায়শ্চিত্ত।

প্রশ্ন,—[ইষ্টির আরম্ভে] অগ্নির অন্বাধান কালে অন্বাহার্য্য পাচন (দক্ষিণাগ্নি)[২] জ্বালিবে কি জ্বালিবে না? জ্বালিবে এই উত্তর দেওয়া হয়। যে অগ্নির আধান করে, সে আত্মায় প্রাণের স্থাপনা করে। এই যে অন্বাহার্য্যপচন, উহা তাহাদের অন্নভক্ষণবিষয়ে প্রশস্ত হয়। "অগ্নয়ে অন্নাদায় অন্নপতয়ে স্বাহা" বলিয়া উহাতে আহুতি দেওয়া হয়। যে ইহা জানে, সে অন্নাদ (অন্নভক্ষণ সমর্থ) ও অন্নপতি হয় ও প্রজার সহিত অন্ন ভোজন করে।

হোম করিতে গিয়া গার্হপত্য ও আহবনীয়ের মধ্যদেশে সঞ্চরণ করিবে। ঐ রূপ সঞ্চরণকারীর সম্বন্ধে অগ্নিরা মনে ভাবেন, এই ব্যক্তি আমাদিগের হোম করিবে। এরূপ করিলে গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নিদ্বয় ঐ সঞ্চরণকারীর পাপনাশ

---

(১) মনুষ্যের আত্মার মধ্যেই শকটাদিদ্রব্য আছে; শকটকে শকট মনে না করিয়া আত্মা মনে করিবে। (সায়ণ)

(২) অন্বাহার্য্য নামক অন্ন দক্ষিণাগ্নিতে পাক করা যায় বলিয়া উহার ঐ নাম।

করেন। সে ব্যক্তি গতপাপ হইয়া ঊর্দ্ধমুখে স্বর্গলোকে গমন করে। এইরূপ ব্রাহ্মণের অনেক উদাহরণ আছে।[৩]

প্রশ্ন,—অগ্নিহোত্রী প্রবাসকালে অথবা প্রবাস হইতে ফিরিয়া অথবা [স্বগৃহে] প্রতিদিন কিরূপে অগ্নির উপস্থান করিবে? তূষ্ণীম্ভাবে করিবে, এই উত্তর দেওয়া হয়। কেন না, তূষ্ণীম্ভাবে গুরুজনের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। কেহ বলেন, অগ্নি প্রতিদিন ভয় করেন, এই ব্যক্তি অশ্রদ্ধা করিয়া আমাকে উদ্বাসন করিবে বা অন্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। সেই জন্য "অভয়ং বো অভয়ং মেহস্তু"—তোমার অভয় হউক, আমার অভয় হউক,—এই মন্ত্রে উপস্থান করিবে। ইহাতে ঐ ব্যক্তির অভয় জন্মে।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

শুনঃশেপের উপাখ্যান

ইক্ষ্বাকুবংশীয় বেধার পুত্র[১] রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র হয় নাই। তাঁহার শত জায়া ছিল; কোন জায়াতে তিনি পুত্রলাভ

(৩) অন্যান্য শাখার ব্রাহ্মণে উদাহরণ আছে।

(১) মূলে আছে—বৈধসঃ ঐক্ষ্বাকঃ।

করেন নাই। পর্ব্বত ও নারদ তাঁহার গৃহে বাস করিয়াছিলেন। তিনি নারদকে প্রশ্ন করিলেন—"যাহাদের জ্ঞান আছে (অর্থাৎ মনুষ্যাদি) ও যাহাদের জ্ঞান নাই (অর্থাৎ পশ্বাদি), তাহারা সকলেই যে পুত্রের ইচ্ছা করে, সেই পুত্রে কি লাভ, অহে নারদ, আমাকে তাহা বলুন।" এই এক গাথায় জিজ্ঞাসিত[২] হইয়া নারদ দশ গাথায় তাহার উত্তর দিলেন :—

"পিতা যদি উৎপন্ন ও জীবিত পুত্রের মুখ দেখেন, তাহা হইলে সেই পুত্রে আপনার ঋণ সমর্পণ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন[৩]।" "প্রাণিগণের পৃথিবীতে যে সকল ভোগ আছে[৪], অগ্নিতে যাহা আছে ও জলে যাহা আছে, পিতার পক্ষে তদপেক্ষা অধিক ভোগ পুত্রে রহিয়াছে।" "পিতা সর্ব্বদা পুত্রের সাহায্যে বহু দুঃখ অতিক্রম করেন; আত্মাই আত্মা হইতে [পুত্ররূপে] উৎপন্ন; সেই পুত্র [ভবসমুদ্রে] পার করিবার পক্ষে অন্নপূর্ণ উৎকৃষ্ট তরণীস্বরূপ।" "মল, অজিন, শ্মশ্রু ও তপস্যা[৫] এ সকলে কি হইবে?

(২) হরিশ্চন্দ্রের প্রশ্ন একটি গাথায় উত্তরে নারদ দশটি গাথায় তাহার উত্তর দিতেছেন। গাথা সর্ব্বৈর্গাতুং যোগ্যা গীতিঃ। (সায়ণ) এই আখ্যায়িকার মধ্যে আরও অনেকগুলি গাথা আছে; সমুদয় গাথার সংখ্যা ৩১।

(৩) পিতা পুত্রের উপর আপনার ঋণ স্থাপন করেন; তজ্জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। পিতা বলেন "ত্বং ব্রহ্ম ত্বং যজ্ঞঃ ত্বং লোকঃ", পুত্র বলেন "অহং ব্রহ্মা অহং যজ্ঞোঽহং লোকঃ।"

(৪) ভোগ=সুখহেতু ভোগ্যবিষয়, পৃথিবীতে ভোগ শস্যাদি, অগ্নিতে ভোগ অন্নপাকাদি, জলে ভোগ স্নানপানাদি (সায়ণ)

(৫) মল, অজিন, শ্মশ্রু ও তপস্যা এই চারিটি শব্দে আশ্রমচতুষ্টয় বুঝাইতেছে। মলরূপ শুক্রশোণিত সংযোগহেতু মলশব্দে গার্হস্থ্য, কৃষ্ণাজিন সংযোগহেতু অজিন শব্দে ব্রহ্মচর্য্য; ক্ষৌরকর্ম্ম নিষেধহেতু শ্মশ্রুশব্দে বানপ্রস্থ ও ইন্দ্রিয় সংযমহেতু তপঃ শব্দে পারিব্রাজ্য বুঝাইতেছে। (সায়ণ)

হে ব্রহ্মগণ (বিপ্রগণ), তোমরা পুত্র ইচ্ছা কর ; পুত্রই অনিন্দনীয়[৬] লোকস্বরূপ।” “অন্ন প্রাণ দেয়, বস্ত্র শরণ (শীত হইতে আশ্রয়) দেয়, হিরণ্য রূপ দেয় ; বিবাহ করিয়া পশু পাওয়া যায় ; জায়া (পত্নী) সখিস্বরূপ ; দুহিতা দৈন্যহেতু[৭] ; কিন্তু পুত্র পরম ব্যোমে জ্যোতিঃস্বরূপ।”[৮] “পতি জায়াতে প্রবেশ করেন ; গর্ভ (ভ্রূণ) স্বরূপে তিনি [সেই ভ্রূণের] মাতাতে প্রবেশ করেন ; সেইখানে পুনরায় নূতন হইয়া দশম মাসে উৎপন্ন হন।” “[পিতা] ইঁহাতে পুনরায় জাত হন (জন্মলাভ করেন), এই কারণে জায়ার (পত্নীর) নাম জায়া; ইনিই ভূতি ও ইনিই আভূতি ; ইঁহাতে বীজ স্থাপিত হয়।[৯] “দেবগণ ও ঋষিগণ ইঁহাতে মহাতেজ প্রদান করিয়াছিলেন ; দেবগণ মনুষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, ইনিই পুনরায় তোমাদের জননী হইবেন।” “অপুত্রকের কোন লোক নাই[১০] ইহা সকল পশুতেও জানে ; সেই জন্যই [পশুমধ্যে] পুত্র মাতা ও স্বসার সহিত সংসর্গ করে।” “পুত্রবান্ ব্যক্তি শোকরহিত হইয়া যে পথ প্রাপ্ত হন, সেই পথ সুখসেব্য ও মহৎ জনের

(৬) মূলে “অবদাবদ” শব্দ আছে ; ‘বদিতুমযোগ্যানি নিন্দ-বাক্যানি অবদাঃ তৈর্বাক্যৈর্নো-দ্যতে ন কথ্যতে ইতি অবদাবদো লোকঃ দোষরাহিত্যান্নিন্দানর্হ ইত্যর্থঃ। সায়ণ

(৭) মূলে আছে “কৃপণং হ দুহিতা”। “দুহিতা হ পুত্রীতি কৃপণং কেবল দুঃখকারিত্বাদ্দৈন্য-হেতুঃ।” (সায়ণ)

(৮) “জ্যোতির্হ পুত্রঃ পরমে ব্যোমন্”—সায়ণ অর্থ করেন পুত্র জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া পিতাকে পরম ব্যোমে (পরব্রহ্মে) স্থাপন করেন।

(৯) ভবতি অস্যাং পুত্ররূপেণ পতিরিত্যেষা ভূতিঃ। রেতোরূপেণ আগত্য অস্যাং পুত্র-রূপেণ ভবতি ইতি আভূতিঃ। (সায়ণ)

(১০) লোকঃ লোকজন্যঃ সুখম্। (সায়ণ)

প্রশংসিত। পশুগণ ও পক্ষিগণও সেই পথ জানে; সেইজন্য তাহারা মাতার সহিতও মিথুন হয়।

নারদ হরিশ্চন্দ্রকে ইহাই বলিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

শুনঃশেপের উপাখ্যান

অনন্তর নারদ হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, তুমি রাজা বরুণকে প্রার্থনা কর, যে আমার পুত্র হউক, তদ্দ্বারা তোমার যাগ করিব। তাহাই করিব বলিয়া, হরিশ্চন্দ্র বরুণ রাজাকে প্রার্থনা করিলেন, আমার পুত্র হউক, তদ্দ্বারা তোমার যাগ করিব। [বরুণ বলিলেন] তাহাই হউক। তখন উহার রোহিত নামে পুত্র জন্মিল। তখন বরুণ হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, এতদ্দ্বারা আমার যাগ কর। তিনি তখন বলিলেন, [জন্মের পর অশৌচকালে] দশদিন গত না হইলে পশু মেধ্য (যাগযোগ্য) হয় না; ইহার দশদিন উত্তীর্ণ হউক, তখন তোমার যাগ করিব। বরুণ বলিলেন, তাহাই হউক।

পরে দশদিন উত্তীর্ণ হইলে বরুণ বলিলেন, দশদিন উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখন এতদ্দ্বারা আমার যাগ কর। তিনি বলিলেন, যখন পশুর দাঁত উঠে, তখন সে মেধ্য হয়; ইহার দাঁত বাহির হউক, তখন তোমার যাগ করিব। বরুণ বলিলেন, তাহাই হউক।

পরে তাহার দাঁত উঠিলে বরুণ বলিলেন, ইহার দাঁত উঠিয়াছে, এখন এতদ্দ্বারা আমার যাগ কর। তিনি বলিলেন, পশুর দাঁত যখন পড়িয়া যায়, তখন সে মেধ্য হয়; ইহার দাঁত পড়ুক, তখন তোমার যাগ করিব। বরুণ বলিলেন, তাহাই হউক।

পরে তাহার দাঁত পড়িলে বরুণ বলিলেন, ইহার দাঁত পড়িয়াছে, এখন এতদ্দ্বারা আমার যাগ কর। তিনি বলিলেন, পশুর দাঁত যখন আবার জন্মে, তখন সে মেধ্য হয়; ইহার দাঁত আবার উঠুক, তখন তোমার যাগ করিব। বরুণ বলি-লেন, তাহাই হউক।

পরে তাহার দাঁত আবার উঠিলে বরুণ বলিলেন, ইহার দাঁত আবার উঠিয়াছে, এখন এতদ্দ্বারা আমার যাগ কর। তিনি বলিলেন, ক্ষত্রিয় যখন সন্নাহ (ধনুর্ব্বাণ কবচাদি) ধারণে সমর্থ হয়, তখন সে মেধ্য হয়। এ সন্নাহ প্রাপ্ত হইলে তোমার যাগ করিব। বরুণ কহিলেন, তাহাই হউক।

পরে সেই (বালক) সন্নাহ প্রাপ্ত হইলে বরুণ বলিলেন, এ সন্নাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, এখন এতদ্দ্বারা আমার যাগ কর। তাহাই হউক বলিয়া হরিশ্চন্দ্র পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, পুত্র, এই বরুণ তোমাকে আমায় দান করিয়াছিলেন; হায়, তোমাদ্বারা আমাকে ইহার যাগ করিতে হইবে। তাহা হইবে না, এই বলিয়া সেই রোহিত ধনু গ্রহণ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন ও সংবৎসর ধরিয়া অরণ্যে বিচরণ করিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

শুনঃশেপের উপাখ্যান

তখন বরুণ ইক্ষাকুবংশধরকে চাপিয়া ধরিলেন ; তাঁহার উদরী রোগ উৎপন্ন হইল।[১] রোহিত তাহা শুনিতে পাই-লেন ও অরণ্য হইতে গ্রামে আসিলেন ; ইন্দ্র পুরুষরূপ ধরিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া [গাথায়] বলিলেন "অহে রোহিত, যে ব্যক্তি [পর্য্যটনদ্বারা] শ্রান্ত হয়, তাহার নানা সম্পদ ঘটে, আর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও মনুষ্যসমাজে বসিয়া থাকিলে ক্লেশ পায় ; যে চলিয়া বেড়ায়, ইন্দ্র তাহার সখা ; অতএব তুমি বিচরণ কর।"

ব্রাহ্মণ[২] আমাকে বিচরণ করিতে বলিয়াছেন, এই ভাবিয়া তিনি দ্বিতীয় সংবৎসর অরণ্যে বিচরণ করিলেন ; পরে অরণ্য হইতে গ্রামে আসিবার সময় পুরুষরূপী ইন্দ্র আবার তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন—"যে ব্যক্তি বিচরণ করে, তাহার জঙ্ঘাদ্বয় পুষ্পিত [বৃক্ষের ন্যায় শোভাযুক্ত] হয়, তাহার শরীর বর্দ্ধমান হইয়া ফলবান্ [বৃক্ষের ন্যায়] হয়, উৎকৃষ্ট পথে [বিচরণপ্রযুক্ত] শ্রমদ্বারা তাহার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া শয়ান থাকে (হতবীর্য্য হয়) ; অতএব তুমি বিচরণ কর।"

ব্রাহ্মণ আমাকে বিচরণ করিতে বলিলেন, এই ভাবিয়া তিনি তৃতীয় সংবৎসর অরণ্যে বিচরণ করিলেন, পরে অরণ্য

(১) "উদরং জজ্ঞে" জলেনপূরিতমুচ্ছূনং মহোদরনামকং রোগস্বরূপমুৎপন্নম্

(২) ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র।

হইতে গ্রামে আসিবার সময় পুরুষরূপী ইন্দ্র তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "যে ব্যক্তি বসিয়া থাকে, তাহার ভাগ্যও বসিয়া থাকে ; যে দাঁড়ায়, তাহার ভাগ্যও উঠিয়া দাঁড়ায় ; যে নীচে পড়িয়া থাকে, তাহার ভাগ্যও শুইয়া পড়ে ; আর যে চরিয়া বেড়ায়, তাহার ভাগ্যও [সর্ব্বত্র] বিচরণ করে ; অতএব তুমি বিচরণ কর।"

ব্রাহ্মণ আমাকে বিচরণ করিতে বলিলেন, এই ভাবিয়া তিনি চতুর্থ সংবৎসর অরণ্যে বিচরণ করিলেন ; তিনি অরণ্য হইতে গ্রামে আসিবার সময় পুরুষরূপী ইন্দ্র তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন "কলি শয়ান থাকে, দ্বাপর [শয়ন] ত্যাগ করিয়া বসে, ত্রেতা উঠিয়া দাঁড়ায়, আর কৃত বিচরণ করিয়া সম্পন্ন হয় ; অতএব তুমি বিচরণ কর।"[১]

ব্রাহ্মণ আমাকে বিচরণ করিতে বলিলেন, এই ভাবিয়া তিনি পঞ্চম সংবৎসর অরণ্যে বিচরণ করিলেন। পরে অরণ্য হইতে গ্রামে আসিবার সময় পুরুষরূপী ইন্দ্র তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন,—"যে ব্যক্তি বিচরণ করে, সে মধু লাভ করে, স্বাদু উডুম্বর ফল লাভ করে ; যে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়াও তন্দ্রা [আলস্য] লাভ করে না, সেই সূর্য্যের মাহাত্ম্য দেখিতে পাইতেছ ; অতএব তুমি বিচরণ কর।"

ব্রাহ্মণ আমাকে বিচরণ করিতে বলিলেন, এই ভাবিয়া

(১) সায়ণ কলি দ্বাপর ত্রেতা ও কৃত এই চারিটিকে চারিযুগের বাহক ধরিয়াছেন ও তাহাদের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া ভ্রমণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। "চতস্রঃ পুরুষস্যাবস্থাঃ। নিদ্রা তৎপরিত্যাগ উত্থানং সংরক্ষণং চ। তাশ্চ উত্তরোত্তরশ্রেষ্ঠত্বাৎ কলিদ্বাপর-ত্রেতাকৃতযুগৈঃ সমানাঃ। অতশ্চরণস্য সর্ব্বোত্তমত্বাচ্চরৈবেতি।

তিনি ষষ্ঠ সংবৎসর অরণ্যে বিচরণ করিলেন ; এবং [বিচরণ কালে] সূয়বসের পুত্র ক্ষুধাপীড়িত অজীগর্ত্তকে দেখিতে পাইলেন। সেই অজীগর্ত্তের শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ ও শুনোলাঙ্গূল নামে তিনি পুত্র ছিল। তিনি সেই অজীগর্ত্তকে বলিলেন, অহে ঋষি, তোমাকে একশত [গাভী] দিতেছি, আমি ইহাদের (তোমার পুত্রদের) মধ্যে একজনকে নিষ্ক্রয়-রূপে দিয়া আপনাকে মুক্ত করিব। তখন অজীগর্ত্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, আমি ইহাকে কিছুতেই দিব না। মাতা (অজীগর্ত্তের পত্নী) কনিষ্ঠকে [টানিয়া লইয়া] বলিলেন, আমি ইহাকে দিব না। তাঁহারা উভয়ে মধ্যম শুনঃশেপকে দান করিলেন। তখন অজীগর্ত্তকে একশত [গাভী] দিয়া তিনি সেই শুনঃশেপকে লইয়া অরণ্য হইতে গ্রামে আসিলেন। [তদনন্তর] তিনি পিতার নিকট গিয়া বলিলেন, অহো, আমি এই ব্যক্তিকে নিষ্ক্রয় (মূল্য) স্বরূপে দিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে চাহি। তখন হরিশ্চন্দ্র রাজা বরুণকে বলিলেন, আমি এই ব্যক্তিদ্বারা তোমার যাগ করিব। বরুণ বলিলেন, তাহাই হউক,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা অধিক আদরণীয়। এই বলিয়া তাঁহাকে রাজসূয় নামক যজ্ঞক্রতু অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন। হরিশ্চন্দ্রও রাজসূয়ের অভিষেক অনুষ্ঠানের দিনে সেই শুনঃশেপকে পুরুষ (মনুষ্য) পশুরূপে নির্দ্দেশ করিলেন।

চতুর্থ খণ্ড

শুনঃশেপের উপাখ্যান

সেই হরিশ্চন্দ্রের [রাজসূয় যাগে] বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বসিষ্ঠ ব্রহ্মা ও অয়াস্য উদ্গাতা হইয়াছিলেন ; পশুর উপাকরণের পর[১] নিযোক্তা (যূপে বন্ধনকর্ত্তা) পাওয়া গেলনা। সেই সূয়বসের পত্র অজীগর্ত্ত বলিলেন, আমাকে আর একশত [গাভী] দাও, আমি ইহাকে নিয়োজন (যূপে বন্ধন) করিব। তখন হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে আর একশত [গাভী] দিলেন ; তিনিও নিয়োজন করিলেন।

উপাকরণ ও নিয়োজনের পর আপ্রী মন্ত্র পঠিত ও পর্য্যগ্নিকরণ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে বিশসন (বধ) কর্ম্মের জন্য কাহাকেও পাওয়া গেল না। তখন অজীগর্ত্ত বলিলেন, আমাকে আর একশত [গাভী] দাও, আমি ইহার বিশসন (বধ) করিব। তখন হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে আর একশত [গাভী] দিলেন। তখন তিনি অসি (খড়্গ) শানাইয়া (তীক্ষ্ণ করিয়া) উপস্থিত হইলেন।

তখন শুনঃশেপ ভাবিলেন, ইহারা আমাকে অমানুষের (মনুষ্যেতর পশুর) মত বধ করিবে, দেখিতেছি ; আচ্ছা,

(১) বর্হিযুক্ত প্লক্ষশাখাদ্বারা পশুকে সমন্ত্রক স্পর্শের নাম উপাকরণ। অধ্বর্য্যু পশুকে উপাকরণ করেন। তৎপরে নিয়োক্তা তাহাকে যূপে বন্ধন করেন। এস্থলে উপাকরণের পর শুনঃশেপকে যূপে বন্ধন করিতে কেহ সম্মত হইলনা। কটি, মস্তক ও দুই পা রজ্জুতে বাঁধিয়া ঐ রজ্জুর অগ্রভাগ যূপে বন্ধনের নাম নিয়োজন।

আমি দেবতার আশ্রয় লই।[২] এই ভাবিয়া তিনি দেবতাগণের প্রথম প্রজাপতিকে "কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাম্"[৩] এই ঋকে উপাসনা করিলেন।[৪] প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন, অগ্নিই দেবগণের অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী থাকেন, তাঁহার আশ্রয় লও। তিনি তখন "অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাম্"[৫] এই ঋকে অগ্নির উপাসনা করিলেন। অগ্নি তাঁহাকে বলিলেন, সবিতাই প্রসব কর্ম্মে (কার্য্যে প্রেরণায়) সমর্থ; তাঁহারই আশ্রয় লও। তিনি তখন "অভি ত্বা দেব সবিতঃ"[৬] ইত্যাদি তিনটি ঋকে সবিতার উপাসনা করিলেন। সবিতা তাঁহাকে বলিলেন, তুমি রাজা বরুণের উদ্দেশে নিযুক্ত (যূপে বদ্ধ) হইয়াছ; তাঁহারই আশ্রয় লও। তখন তিনি [উক্ত তিন ঋকের] পরবর্ত্তী একত্রিশটি ঋকে বরুণের উপাসনা করিলেন।[৭] তখন বরুণ তাঁহাকে বলিলেন, অগ্নিই দেবগণের মুখস্বরূপ ও প্রধান সুহৃৎ; তাঁহারই স্তুতি কর; তখন তোমাকে ত্যাগ করিব। তখন তিনি পরবর্ত্তী বাইশটি ঋকে অগ্নির স্তব করিলেন।[৮] তখন

(২) নিয়োজনের পর একাদশটি প্রযাজযাজ্যা মন্ত্রে আপ্রীসূক্ত পাঠ হয়। পরে তিনবার অগ্নির উল্মুক প্রদক্ষিণ করান হয়, উহা পর্য্যগ্নিকরণ। পূর্ব্বে দেখ। মনুষ্যপশুকে পর্য্যগ্নিকরণের পর ছাড়িয়া দেওয়ার বিধি সত্ত্বেও এখানে বধের উদ্যোগ দেখিয়া শুনঃশেপ এই কথা বলিলেন।

(২) মূলে আছে উপধাবামি—সমীপে ধাবন করি—সায়ণ অর্থ করেন—ভজামি।

(৩) ১।২৪।১।

(৪) মূলে আছে উপসসার—উপাসিতবান্ সেবিতবান্ (সায়ণ)।

(৫) ১।২৪।২। (৬) ১।২৪।৩-৫

("ন হিতে ক্ষত্রম্" (১।২৪।৬) হইতে ঐ সূক্তের অবশিষ্ট দশটি মন্ত্র ও (১।২৫) সূক্তের "যচ্চিদ্ধি তে বিশঃ" ইত্যাদি একুশ মন্ত্র; সাকল্যে একত্রিশ মন্ত্র।

(৮) "বসিষ্বা হি" ইত্যাদি ১।২৬ সূক্তের দশ মন্ত্র ও "অশ্বং ন ত্বা" ইত্যাদি ১।২৭ সূক্তের তের ঋকের মধ্যে শেষ ঋক্ বর্জ্জন করিয়া অন্য বারটি; সাকল্যে বাইশটি মন্ত্র।

অগ্নি তাঁহাকে বলিলেন, তুমি বিশ্বদেবগণের স্তব কর, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব। তিনি তখন "নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যঃ"[৯] ইত্যাদি এক ঋকে বিশ্বদেবগণের স্তব করিলেন। তখন বিশ্বদেবগণ তাঁহাকে বলিলেন, ইন্দ্রই দেবগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ওজিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, সহিষ্ঠ, সত্তম ও পারয়িষ্ণুতম[১০]; তাঁহারই স্তব কর, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব। তখন তিনি "যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপাঃ" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা[১১] ও পরবর্ত্তী পোনেরটি ঋক্‌দ্বারা[১২] ইন্দ্রের স্তব করিলেন। সেই স্তবের পর ইন্দ্র প্রীত হইয়া মনে মনে তাঁহাকে হিরণ্ময় রথ দান করিলেন; তিনিও "শশ্বদিন্দ্রঃ" এই ঋক্ দ্বারা[১৩] মনে মনেই ইন্দ্রকে প্রতিগমন করিলেন। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, অশ্বিদ্বয়ের স্তব কর, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব। তখন তিনি [ঐ মন্ত্রের] পরবর্ত্তী তিনটি ঋক্ দ্বারা[১৪] অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে বলিলেন, উষার স্তব কর, তবে তোমাকে ছাড়িব। তখন তিনি পরবর্ত্তী আর তিনটি ঋকে উষার স্তব করিলেন।[১৫] এই তিন ঋকের এক এক ঋক্

(৯) ১।২৭।১৩।

(১০) এই কয়টি বিশেষণের অর্থবিষয়ে সায়ণ পূজ্যাচার্য্যদের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, "ওজোদীপ্তির্বলং দাক্ষ্যং প্রসহ্যকরণং সহঃ। সুজনঃ সন্ পারয়িষ্ণুরুপক্রান্তসমাপ্তিকৃৎ।"

(১১) ১।২৯ সূক্তের মন্ত্রসংখ্যা ৭।

(১২) ১।৩০ সূক্তের অন্তর্গত ২২ মন্ত্রের মধ্যে প্রথম পোনেরটি।

(১৩) ঐ পোনের মন্ত্রের পরবর্ত্তী মন্ত্র "শশ্বদিন্দ্রঃ পোপ্রুথদ্ভির্জিগায়" (১।৩০।১৬)

(১৪) "অশ্বিনাবশ্বাবত্যা" ইত্যাদি তিন ঋক ১।৩০।১৭-১৯।

(১৫) "কস্ত উষঃ" ইত্যাদি তিনটি (১।৩০।২০-২২)

উচ্চারণ করিতে শুনঃশেপের পাশ খুলিয়া গেল ; ইক্ষ্বাকুবংশধরের উদরও ছোট হইল। শেষ ঋক্ উচ্চারণে পাশ সমস্ত খুলিয়া গেল ; ইক্ষ্বাকুবংশধরও রোগশূন্য হইলেন।

পঞ্চম খণ্ড

শুনঃশেপের উপাখ্যান

তখন [বিশ্বামিত্র প্রভৃতি] ঋত্বিকেরা শুনঃশেপকে বলিলেন, আমাদের এই [অভিষেচনীয়] অনুষ্ঠানের তুমিই সমাপ্তিবিধান কর। তখন শুনঃশেপ সরল উপায়ে সোমাভিষবের ব্যবস্থা স্থির করিলেন; "যচ্চিদ্ধি ত্বং গৃহে গৃহে"[১] ইত্যাদি চারিটি ঋকে সোমের অভিষব করিলেন ; [পরবর্ত্তী] "উচ্ছিষ্টং চম্বোর্ভর" এই ঋকে[২] সেই সোমকে দ্রোণকলশে নিক্ষেপ করিলেন ; তৎপরে অন্বারম্ভের পর (যজমান হরিশ্চন্দ্রকর্ত্তৃক শুনঃশেপের দেহস্পর্শের পর) স্বাহাকারসমেত পূর্ব্ববর্ত্তী চারিটি ঋক্‌দ্বারা হোম করিলেন[৩] ; তদনন্তর "ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্" ইত্যাদি দুই ঋকে[৪] অবভৃথযাগ সম্পাদন করিলেন ও সর্ব্বশেষে "শুনশ্চিচ্ছেপং নিদিতং সহস্রাৎ"[৫] এই ঋকে হরিশ্চন্দ্র দ্বারা আহবনীয় অগ্নির উপস্থান করাইলেন।

(১) ১।২৮।৫-৮। (২) ১।২৮।৯।

(৩) "যত্র গ্রাবা" ইত্যাদি ২৮ সূক্তের প্রথম চারিটি ঋক্, ১।২৮।১-৪

(৪) ৪।১।৪-৫। (৫) ৫।২।৭।

অনন্তর শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের অঙ্কে বসিলেন। তখন সূয়বসের পুত্র অজীগর্ত্ত বলিলেন, অহে ঋষি, তুমি আমার পুত্র ফিরাইয়া দাও। বিশ্বামিত্র বলিলেন, না, দেবগণ ইঁহাকে আমায় অর্পণ করিয়াছেন।

তদবধি শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের পুত্র দেবরাত (দেবদত্ত) নামে প্রথিত হইলেন ; কপিলগোত্রে ও বভ্রুগোত্রে উৎপন্ন ব্যক্তিগণ এইরূপে তাঁহার [বন্ধু] হইলেন।

সূয়বসের পুত্র অজীগর্ত্ত শুনঃশেপকে বলিলেন, তুমি [আমাদের নিকট] আইস, আমরা উভয়ে (আমি ও আমার পত্নী) তোমাকে আহ্বান করিতেছি। সূয়বসের পুত্র অজীগর্ত্ত আবার বলিলেন, "তুমি জন্মহেতু আঙ্গিরস অজীগর্ত্তের পুত্র ও কবি (বিদ্বান্) বলিয়া প্রসিদ্ধ ; অহে ঋষি, তুমি পৈতামহ বংশপরম্পরা ত্যাগ করিয়া যাইওনা,—পুনরায় আমার নিকট আইস।" শুনঃশেপ বলিলেন—"লোকে তোমাকে শাস (অসি) হস্তে [পুত্রবধে উদ্যত] দেখিয়াছে, শূদ্রগণেও এমন কর্ম্ম করে না। অহে আঙ্গিরস, তুমি আমার পরিবর্ত্তে তিনশত গাভী চাহিয়া পাইয়াছ।" সূয়বসের পুত্র অজীগর্ত্ত বলিলেন, "বাবা, আমি যে পাপকর্ম্ম করিয়াছি, তাহা আমাকে তাপ দিতেছে ; আমি এখন সেই কর্ম্মের পরিহার করিতেছি ; সেই [তিন] শত গাভী এখন তুমি গ্রহণ কর।" শুনঃশেপ বলিলেন "যে একবার পাপ করে, সে সেই পাপ আবার করিতে পারে ; তুমি যে শূদ্রোচিত কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিবেনা ; ঐ কর্ম্মের পর আর সন্ধি হইতে পারে না।"

বিশ্বামিত্রও বলিলেন, না, উহার পর সন্ধি হইতে পারে না। বিশ্বামিত্র আবার বলিলেন "শাস হস্তে বধোদ্যত সূয়বসের পুত্রকে কি ভয়ানক দেখাইতেছিল; তুমি ইহার পুত্র হইও না; আমার পুত্রত্বই লাভ কর।" শুনঃশেপ [বিশ্বামিত্রকে] বলিলেন, "অহে রাজপুত্র, আপনি [জন্মে ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণরূপে] যেরূপে পরিচিত, আমিও সেইরূপ আঙ্গিরস হইয়াও কিরূপে আপনার পুত্রত্ব লাভ করিব, তাহা আমাকে বলুন।"[৬] সেই শুনঃশেপ তখন বলিলেন, ["আপনার পুত্রগণ] একমত হইয়া স্বীকার করুন, যে আমি আপনার পুত্রতা লাভ করিয়াছি; অহে ভরতর্ষভ, তাহা হইলে [তাঁহাদের সহিত] আমার সৌহার্দ্দ ও শ্রীলাভ ঘটিবে।" বিশ্বামিত্র তখন পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "অহে মধুচ্ছন্দা, ঋষভ, রেণু এবং অষ্টক, তোমরা শ্রবণ কর, তোমরা যে কয় ভাই আছ, তোমরা আপনাকে শুনঃশেপের জ্যেষ্ঠ ভাবিও না।"

ষষ্ঠ খণ্ড

শুনঃশেপের উপাখ্যান

সেই বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র ছিল; তন্মধ্যে পঞ্চাশ জন মধুচ্ছন্দার বড়, পঞ্চাশ জন ছোট। যাহারা বড়, তাহারা

---

(৬) "জন্মে ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণরূপে" এই অংশটুকু মূলে নাই। সায়ণ এই অর্থ টানিয়া আনিয়াছেন ও আত্মমত সমর্থনার্থ পূর্ব্বাচার্য্যদের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা—"এতদ্বাক্যাভিপ্রায়ঃ পূর্ব্বৈঃ সংক্ষিপ্য দর্শিতঃ—"পুরাত্মানং নৃপং বিপ্রং তপসা কৃতবানসি। এবমাঙ্গিরসং মাং ত্বং বৈশ্বামিত্রমূপং কুরু।"

[বিশ্বামিত্রের] আদেশ সমীচীন বলিয়া মানিল না। বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে শাপ দিলেন, তোদের প্রজা (পুত্রাদি) অন্ত্য-জাতিভাক্ হউক। তাহারাই অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ও মূতিব এই অতিশয় অন্ত্য (নীচ) জন হইল; বিশ্বামিত্রের বংশে উৎপন্ন ইহারা দস্যুগণমধ্যে প্রধান।

মধুচ্ছন্দা আর পঞ্চাশ জনের সহিত [শুনঃশেপকে] বলিলেন—"আমাদের পিতা যে আজ্ঞা দিতেছেন, আমরা তাহা পালন করিব; আমরা তোমাকে অগ্রে [জ্যেষ্ঠরূপে] রাখিব ও তোমার অনুগমন করিব।" বিশ্বামিত্র তাহাদের উপর প্রত্যয় করিয়া তাহাদিগকে এইরূপে তুষ্ট করিলেন—"যাহারা আমার মত অঙ্গীকার করিয়া আমাকে বীরপুত্রবিশিষ্ট করিল, আমার সেই পুত্রগণ পশুলাভ করিবে ও বীরপুত্র লাভ করিবে"; "অহে গাথিবংশধরগণ,[১] তোমাদের পুরোগামী দেবরাতের সহিত তোমরা বীরপুত্রবিশিষ্ট হইয়া সকলের আরাধনাযোগ্য হইবে; অহে পুত্রগণ, এই দেবরাত তোমা-দিগকে সৎ উপদেশ দিবেন"; "অহে কুশিকগণ,[২] এই বীর দেবরাত, তোমরা ইঁহার অনুগমন করিও; আমার যে ধন আছে এবং আমি যে কিছু বিদ্যা জানি, তাহা তোমরা [সকলে] পাইবে"; "অহে বিশ্বামিত্রপুত্রগণ, তোমরা সমীচীন কর্ম্ম করিয়াছ; অহে গাথিবংশীয়গণ, তোমরা দেবরাতের সহিত ধনসম্পত্তিভাগী হইবে; তোমরা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার

(১) মূলে আছে "গাথিনাঃ"=গাথিপৌত্রাঃ (সায়ণ)

(২) কুশিকাঃ কুশিকনাম্নো মৎপিতামহস্ত সম্বন্ধিনঃ (সায়ণ)

করিয়াছ" ; "ঋষি দেবরাত, ইনি জহ্নু বংশের আধিপত্য ও গাথিবংশের দৈবকর্ম্মে ও বেদে অধিকারী হইয়া উভয়ের ধনে ধনী বলিয়া খ্যাত হইবেন।"

একশত ঋক্ ও [কতিপয়] গাথা লইয়া এই শুনঃশেপের উপাখ্যান ;[৩] [রাজসূয়ের অভিষেচনীয় কর্ম্মে] অভিষেকের পর রাজাকে এই উপাখ্যান হোতা শুনাইয়া থাকেন। হোতা হিরণ্যকশিপুতে আসীন হইয়া [এই উপাখ্যান] কহিয়া থাকেন[৪] ; অধ্বর্য্যুও হিরণ্যকশিপুতে বসিয়া প্রতিগর করেন। হিরণ্য যশঃস্বরূপ ; এতদ্দ্বারা রাজাকে যশের দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়। [প্রত্যেক] ঋকের পর পর "ওঁ" এবং [প্রত্যেক] গাথার পর "তথা" ইহাই [এস্থলে অধ্বর্য্যুর উচ্চারিত] প্রতিগর। "ওঁ" এই শব্দ দৈব, "তথা" শব্দ মানুষ ; দৈব ও মানুষ এই প্রতিগর দ্বারা রাজাকে [ঐহিক ও পারত্রিক] পাপ হইতে মুক্ত করা হয়। যে রাজা বিজয়লাভ করিয়াছেন, তিনি যজমান না হইলেও (রাজসূয়যাগ না করিলেও) যদি এই শুনঃশেপের আখ্যান কহাইয়া লন, তাঁহাতে তাহা হইলে পাপ-শেষ মাত্রও থাকে না। যিনি এই উপাখ্যান কহেন, তাঁহাকে (অর্থাৎ হোতাকে) [যাগের নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণা ব্যতীত] সহস্র [গাভী] দান করিবে ; আর যিনি প্রতিগর করেন, তাঁহাকে

(৩) একশত ঋকের মধ্যে ৯৭টি শুনঃশেপের দৃষ্ট, তিনটি অন্যের দৃষ্ট। উপাখ্যান-মধ্যে সাকল্যে একত্রিশটি গাথা আছে ; গাথাগুলির অনুবাদ " " চিহ্নমধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

(৪) হিরণ্যকশিপৌ সুবর্ণনির্ম্মিতসূত্রৈঃ নিষ্পাদিতে কশিপৌ (সায়ণ)। কশিপু অর্থে কার্পাসপূর্ণ আসন।

(অর্থাৎ অধ্বর্য্যুকে) শত (গাভী) দান করিবে, আর সেই হিরণ্যকশিপু দুইখানিও দিবে। অপিচ অশ্বতরীবাহিত শ্বেতবর্ণের রথ[১] হোতাকে দিবে। পুত্রকামীরাও এই আখ্যান কহাইবেন ; তাহাতে তাঁহাদের পুত্রলাভ হইবে।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞলাভ

শুনঃশেপের উপাখ্যানের পর ক্ষত্রিয়গণের বিহিত ক্রিয়ার বিষয় বলা হইতেছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলির এই বিষয়।

প্রজাপতি যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; যজ্ঞসৃষ্টির পর ব্রহ্ম ও ক্ষত্রের সৃষ্টি করিলেন ও ব্রহ্মক্ষত্রের পর এই দ্বিবিধ প্রজার সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মের অনুরূপ হুতাদ ও ক্ষত্রের অনুরূপ অহুতাদ সৃষ্টি করিলেন। এই যে ব্রাহ্মণগণ, ইঁহারাই হুতাদ (হুতশেষভোজী) প্রজা ; আর রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র ইঁহারাই অহুতাদ। যজ্ঞ তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল ; ব্রহ্ম ও ক্ষত্র যজ্ঞের অনুগমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মের যে সকল আয়ুধ, তাহার সহিত ব্রহ্ম ও ক্ষত্রের যে

(১) মূলে আছে "শ্বেতাশ্বতরী রথঃ" ; সায়ণ বলেন, রজতালঙ্কৃত বলিয়া শ্বেত রথ। শ্বেতাশ্বতরী বাহিত রথ নয় কি ?

সকল আয়ুধ, তাহার সহিত ক্ষত্র, তাহার অনুগমন করিয়াছিলেন। যজ্ঞের যে সকল আয়ুধ, তাহাই ব্রহ্মের আয়ুধ;[১] আর অশ্বযুক্ত রথ, কবচ ও বাণযুক্ত ধনু ইহাই ক্ষত্রের আয়ুধ। ক্ষত্রের আয়ুধে ভয় পাইয়া যজ্ঞ না ফিরিয়া পলাইতে লাগিল; ক্ষত্র তাহাকে ধরিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্ম তাহার অনুসরণ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন ও তৎপরে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার গতি (পথ) রোধ করিলেন। এইরূপে [পথ] রুদ্ধ হইলে যজ্ঞ দাঁড়াইল ও ব্রহ্মের নিকট আপনারই আয়ুধসকল দেখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সেই হেতু অদ্যাপি যজ্ঞ ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

তখন ক্ষত্র সেই ব্রহ্মের অনুগমন করিয়া তাহাকে বলিলেন, আমাকে এই যজ্ঞে আহ্বান কর। ব্রহ্ম বলিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবে, কিন্তু তুমি আপনার আয়ুধসকল ফেলিয়া দিয়া ব্রহ্মের আয়ুধ লইয়া ব্রহ্মের রূপ ধরিয়া ব্রহ্মসদৃশ হইয়া যজ্ঞের নিকটে উপস্থিত হও। "তাহাই হউক" বলিয়া ক্ষত্র আপন আয়ুধ ফেলিয়া ব্রহ্মের আয়ুধ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মের রূপ ধরিয়া ব্রহ্মসদৃশ হইয়া যজ্ঞের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই হেতু অদ্যাপি ক্ষত্রিয় যজমান আপন আয়ুধ ফেলিয়া ব্রহ্মের আয়ুধ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মের রূপ ধরিয়া ব্রহ্মসদৃশ হইয়া যজ্ঞের নিকট উপস্থিত হন।

(১) স্ফ্য, কপাল, অগ্নিহোত্রহবণী, শূর্প, কৃষ্ণাজিন, শম্যা, উলূখল, মুষল, দৃষদ্, উপল এই দশটি যজ্ঞের আয়ুধ।

দ্বিতীয় খণ্ড

দেবযজন লাভ

অনন্তর ঐকারণে [ক্ষত্রিয়কর্তৃক] দেবযজনপ্রার্থনা।[১] এ বিষয়ে প্রশ্ন হয় যে, ব্রাহ্মণ রাজন্য ও বৈশ্য [যজ্ঞে] দীক্ষিত হইবার সময় ক্ষত্রিয় [রাজার] নিকট দেবযজন স্থান চাহিয়া লন ; ক্ষত্রিয় [রাজা] কাহার নিকট চাহিয়া লইবেন ? [উত্তর] দৈব ক্ষত্রের নিকট যাচ্ঞা করিবেন, এই উত্তর দেওয়া হয়। আদিত্যই দৈব ক্ষত্র ; আদিত্য এই ভূতসকলের অধিপতি। সেই ক্ষত্রিয় [রাজা] যেদিন দীক্ষিত হইবেন, সেই দিন পূর্ব্বাহ্ণে "ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্" এই [ঋক্] মন্ত্রে[২] ও "দেব সবিতর্দেবযজনং মে দেহি দেবযজ্যায়ৈ"—হে দেব সবিতা, দেবযাগের জন্য আমাকে দেবযজন স্থান দান কর—এই [যজুঃ] মন্ত্রে উদয়কালীন আদিত্যের উপস্থান করিয়া তাঁহার নিকট [দেবযজন স্থান] যাচ্ঞা করিবেন। আদিত্য এইরূপে প্রার্থিত হইয়া যে উত্তরোত্তর [আকাশ-পথে] সরিয়া যান, তাহাতেই তাঁহার বলা হয় "হাঁ, আমি দান করিতেছি।"[৩] যিনি ক্ষত্রিয় (রাজা) হইয়া এইরূপে

---

(১) দীক্ষার পূর্ব্বে দেবযজন যাচ্ঞা করিয়া লওয়া আবশ্যক।

(২) ১০।১৭০।৩।

(৩) মনুষ্যে যেমন ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করে, সেইরূপ আদিত্য এইরূপে গমন দ্বারাই যাচ্ঞার উত্তর দেন।

আদিত্যের উপস্থানানন্তর যাচ্ঞা করিয়া দেবযজন লাভের পর দীক্ষিত হন, দেব-সবিতার অনুজ্ঞালাভ হেতু তাঁহার কোন রিষ্টি (অনিষ্ট) ঘটে না, এবং তিনি উত্তরোত্তর শ্রীলাভ করেন ও প্রজাগণের আধিপত্য ও ঈশ্বরত্ব লাভ করেন।

তৃতীয় খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠান

অনন্তর এই কারণে ক্ষত্রিয় যজমানের পক্ষে ইষ্টাপূর্ত্তের অপরিজ্যানি হোমের বিষয় বলা হইতেছে।[1] সেই যজমান ইষ্টাপূর্ত্তের অপরিজ্যানি (অবিনাশ) উদ্দেশে দীক্ষার পূর্ব্বেই চারিবারে আজ্য গ্রহণ করিয়া আহবনীয়ে হোম করিবেন। "পুনর্ন ইন্দ্রো মঘবা দদাতু" এই [ঋক্], এবং "ব্রহ্ম পুনরিষ্টং পূর্ত্তং দাৎ স্বাহা"—ব্রহ্ম আমাকে পুনঃ পুনঃ ইষ্ট ও পূর্ত্ত দান করুন, স্বাহা—এই [যজুঃ] ঐ হোমের মন্ত্র।

অনন্তর অনূবন্ধ্য পশুযাগের সমিষ্টযজুর্মন্ত্র পাঠের পর "পুনর্নো অগ্নির্জাতবেদা দদাতু" এই [ঋক্] এবং "ক্ষত্রং পুনরিষ্টং পূর্ত্তং দাৎ স্বাহা" এই [যজুঃ] মন্ত্রে হোম করিবে। এই যে দুই আহুতি, এতদ্দ্বারা ক্ষত্রিয় যজমানের ইষ্টাপূর্ত্তের অবিনাশ ঘটে ; অতএব এই দুই আহুতি দিবে।

(১) স্মার্ত্ত কর্ম্মের নাম পূর্ত্ত, আর শ্রৌত কর্ম্মের নাম ইষ্ট। প্রপাতড়াগাদির প্রতিষ্ঠা পূর্ত্ত কর্ম্মের উদাহরণ। দীক্ষণীয়েষ্টির পূর্ব্বে এই হোম কর্ত্তব্য, ইহার ফলে রাজার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের রক্ষা ঘটে।

চতুর্থ খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠান

এ বিষয়ে আরাঢ়ের পুত্র সৌজাত বলিয়াছেন, এই যে দুই আহুতির বিষয় বলিতেছি, ইহা অজীতপুনর্বণ্য, অর্থাৎ নষ্টবস্তুর প্রাপ্তিহেতু।[১] যে যজমান সেই [সৌজাতের কথিত] অনুশাসন পালন করিতে চাহেন, তিনি যাহা কামনা করেন, তদুদ্দেশে ঐরূপ করিবেন। তিনি [পূর্ব্বখণ্ডে উক্ত অপরিজ্যানি হোমের পরিবর্ত্তে] এই দুই আহুতি দিবেন ঃ— [দীক্ষণীয়েষ্টির পূর্ব্বে আহুতি] "ব্রহ্ম প্রপদ্যে ব্রহ্ম মা ক্ষত্রাদ্ গোপায়তু ব্রহ্মণে স্বাহা"—এই হোমমন্ত্রের তাৎপর্য্য যে, যে যজমান যজ্ঞ আরম্ভ করে, সে ব্রহ্মেরই শরণ লয়; কেননা, যজ্ঞ ব্রহ্মস্বরূপ; যে দীক্ষিত হয়, সে যজ্ঞ হইতেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করে; ব্রহ্মের শরণাপন্ন সেই যজমানকে ক্ষত্র হিংসা করিতে পারে না। আর "ব্রহ্ম মা ক্ষত্রাদ্ গোপায়তু" এই মন্ত্রাংশ বলিলে ব্রহ্ম সেই যজমানকে ক্ষত্র হইতে রক্ষা করেন। আর "ব্রহ্মণে স্বাহা" বলিলে ব্রহ্মকে প্রীত করা হয়; ব্রহ্ম প্রীত হইয়া তাহাকে ক্ষত্র হইতে রক্ষা করেন।

অপিচ অনূবন্ধ্য পশুর সমিষ্টযজুর্মন্ত্রপাঠের পর "ক্ষত্রং প্রপদ্যে ক্ষত্রং মা ব্রহ্মণো গোপায়তু ক্ষত্রায় স্বাহা" এই মন্ত্রে

(১) নষ্টমপ্রাপ্তং বা যদ্বস্তু তদেতৎ অজীতং তস্য পুনরপি বনসাধনং প্রাপ্তিকারণম্ অজীতপুনর্বণ্যম্

আহুতি দিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি রাষ্ট্র লাভ করে, সে ক্ষত্রের শরণ লয়; রাষ্ট্রই ক্ষত্রস্বরূপ; ক্ষত্রের শরণাপন্ন সেই যজমানকে ব্রহ্ম হিংসা করিতে পারেন না। আর ক্ষত্র তাহাকে ব্রহ্ম হইতে রক্ষা করিবে, এই উদ্দেশে "ক্ষত্রং মা ব্রহ্মণো গোপায়তু" বলা হয়; আর "ক্ষত্রায় স্বাহা" বলিলে ক্ষত্রকে প্রীত করা হয়; ক্ষত্র প্রীত হইয়া তাহাকে ব্রহ্ম হইতে রক্ষা করেন।

এই যে আহুতিদ্বয়, ইহাই ক্ষত্রিয় যজমানের পক্ষে ইষ্টাপূর্ত্তের অবিনাশহেতু; অতএব এই দুই আহুতিই হোম করিবে।

পঞ্চম খণ্ড

আহবনীয়োপস্থান

ঐ ক্ষত্রিয় (রাজা) দেবতাবিষয়ে ইন্দ্রের, ছন্দে ত্রিষ্টুভের, স্তোমে পঞ্চদশ স্তোমের, রাজত্বে সোমের সম্বন্ধযুক্ত এবং বন্ধু-সম্পর্কে তিনি রাজন্য। দীক্ষিত হইয়াই তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, কেননা ইনি [তৎকালে] কৃষ্ণাজিন পরিধান করেন, দীক্ষিতের ব্রত আচরণ করেন ও ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক সঙ্গত হন। দীক্ষিত হইলে পর ইন্দ্র তাঁহার ইন্দ্রিয় হরণ করেন, ঐ রূপে ত্রিষ্টুপ্ বীর্য্য, পঞ্চদশ স্তোম আয়ু, সোম রাজ্য, পিতৃগণ যশ ও কীর্ত্তি হরণ করেন। তাঁহারা তখন

বলেন, এই ক্ষত্রিয় এখন আমাদের হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে, এ এখন ব্রহ্ম হইয়াছে, এ এখন ব্রহ্মের নিকটে উপস্থিত আছে।

দীক্ষার পূর্ব্বে [পূর্ব্বোক্ত] আহুতি দেওয়ার পর তিনি এই মন্ত্রে আহবনীয়ের উপস্থান করিবেন, যথা—"ইন্দ্র দেবতা হইতে, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ হইতে, পঞ্চদশ স্তোম হইতে, রাজা সোম হইতে, পিতৃসম্পর্কীয় বন্ধু হইতে আমি যেন স্বতন্ত্র না হই ; ইন্দ্র যেন আমার ইন্দ্রিয় হরণ না করেন, ত্রিষ্টুপ্ বীর্য্য, পঞ্চদশ স্তোম আয়ু, সোম রাজ্য, পিতৃগণ যশ ও কীর্ত্তি হরণ না করেন ; আমি ইন্দ্রিয়, বীর্য্য, আয়ু, রাজ্য, যশ ও বন্ধুর সহিত অগ্নি দেবতার সমীপে উপস্থিত হইতেছি ; গায়ত্রী ছন্দের, ত্রিবৃৎ স্তোমের, রাজা সোমের ও ব্রহ্মের শরণ লইয়া আমি ব্রাহ্মণ হইতেছি।" যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় হইয়াও এই আহুতি দ্বারা আহবনীয়ের উপস্থান করেন, ইন্দ্র তাঁহার ইন্দ্রিয় হরণ করেন না, ত্রিষ্টুপ্ বীর্য্য, পঞ্চদশ স্তোম আয়ু, সোম রাজ্য এবং পিতৃগণ যশ ও কীর্ত্তি হরণ করেন না।

ষষ্ঠ খণ্ড

আহবনীয় উপস্থান

ঐ দীক্ষিত ক্ষত্রিয় এইরূপে দেবতাবিষয়ে অগ্নির, ছন্দে গায়ত্রীর, স্তোমে ত্রিবৃতের সম্বন্ধযুক্ত ও বন্ধুসম্পর্কে ব্রাহ্মণ হইয়া উদবসানীয় ইষ্টিদ্বারা সোমযাগ সমাপ্তির সময় পুনরায়

ক্ষত্রিয়তা প্রাপ্ত হন। উদবসান কালে অগ্নি তাঁহার তেজ হরণ করেন, গায়ত্রী বীর্য্য, ত্রিবৃৎ স্তোম আয়ু, ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্ম যশ ও কীর্ত্তি হরণ করেন। তাঁহারা তখন বলেন, এই ব্যক্তি আমাদের হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে, এ এখন ক্ষত্র হইয়াছে, এ এখন ক্ষত্রের সমীপে উপস্থিত হইয়াছে। যজমান এখন অনূবন্ধ্য পশুর সমিষ্টযজুর্মন্ত্রপাঠের পর এই মন্ত্রে আহুতি দিয়া আহবনীয়ের উপস্থান করিবেন, যথা—"আমি যেন অগ্নিদেবতা হইতে, গায়ত্রী ছন্দ হইতে, ত্রিবৃৎ স্তোম হইতে, ব্রহ্ম বন্ধু হইতে স্বতন্ত্র না হই ; অগ্নি যেন আমার তেজ হরণ না করেন, গায়ত্রী বীর্য্য, ত্রিবৃৎ স্তোম আয়ু. ও ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্ম যশ ও কীর্ত্তি হরণ না করেন ; আমি যেন তেজ, বীর্য্য, আয়ু, ব্রহ্ম, যশ, কীর্ত্তি সহিত ইন্দ্রদেবতার নিকট উপস্থিত হইতে পারি ; ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের, পঞ্চদশ স্তোমের, রাজা সোমের ও ক্ষত্রের শরণাপন্ন হইয়া আমি [পুনরায়] ক্ষত্রিয় হইতেছি। অহে দেব পিতৃগণ, অহে পিতা দেবগণ, আমি যাহা (যে ব্রাহ্মণ) হইয়াছি, তাহাই থাকিয়া যেন যাগ করিতে পাই; আমার এই ইষ্ট, আগার এই পূর্ত্ত, আমার এই শ্রম, আমার এই হোম, [সমস্তই] স্বকীয় (স্বাধীন) হউক ; অগ্নি সমীপস্থ হইয়া আমার এই কর্ম্মের দ্রষ্টা হউন, বায়ু সমীপস্থ হইয়া শ্রোতা হউন, ঐ আদিত্য পরে ইহা খ্যাপন করুন ; এই আমি যাহা (যে ক্ষত্রিয়) হইয়াছি, তাহাই যেন থাকিতে পাই।"

যে যজমান ক্ষত্রিয় হইয়া এই আহুতিদ্বয়ে আহবনীয়ের উপস্থান করিয়া উদবসান করেন, অগ্নি তাঁহার তেজ হরণ

করেন না ; গায়ত্রী বীর্য্য, ত্রিবৃৎ স্তোম আয়ু, ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্ম, যশ ও কীর্ত্তি হরণ করেন না।

সপ্তম খণ্ড

দীক্ষাবেদন

দীক্ষিত যজমানের দীক্ষার বিষয় সর্ব্বলোককে—দেবগণকে ও মনুষ্যগণকে—জানাইতে হয় ; ব্রাহ্মণ যজমান সেস্থলে স্বীয় প্রবর নির্দ্দেশ করিয়া আত্ম-পরিচয় দেন ; ক্ষত্রিয় কিরূপে পরিচয় দিবেন, তদ্বিষয়ে মীমাংসা যথা—"অথাতো……প্রবৃণীরন্"

অনন্তর এই কারণে দীক্ষার সম্বন্ধে আবেদন (বিজ্ঞাপন) বিষয়ে প্রশ্ন হয়,—ব্রাহ্মণ দীক্ষিত হইলে "এই ব্রাহ্মণের দীক্ষা হইল" এই বলিয়া দীক্ষার বিজ্ঞাপন হয় ; ক্ষত্রিয় যজমানের পক্ষে কিরূপে দীক্ষার বিজ্ঞাপন হইবে ? [উত্তর] দীক্ষিত ব্রাহ্মণের পক্ষে যেমন "এই ব্রাহ্মণের দীক্ষা হইল" এই বলিয়া দীক্ষার বিজ্ঞাপন হয়, সেইরূপ পুরোহিতের আর্ষেয় (প্রবর) নির্দ্দেশ দ্বারা ক্ষত্রিয়ের দীক্ষার বিজ্ঞাপন করিবে। এ বিষয়ে ইহাই উচিত। কেননা, এই ক্ষত্রিয় আপনার আয়ুধসকল ফেলিয়া দিয়া ব্রহ্মের আয়ুধ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মরূপে ব্রহ্ম হইয়া যজ্ঞে উপস্থিত হন, সেইজন্য [ব্রাহ্মণ] পুরোহিতের আর্ষেয় দ্বারাই উহার দীক্ষার বিজ্ঞাপন করিবে, পুরোহিতের আর্ষেয় দ্বারাই প্রবর উল্লেখ করিবে।

অষ্টম খণ্ড

হুতশেষ ভোজন

দীক্ষণীয়াদি ইষ্টিতে ক্ষত্রিয় যজমানের পক্ষে যজমানভাগ ভক্ষণের কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, তাহার মীমাংসা যথা—"অথাতো······নেয়াৎ"

অনন্তর এই কারণে যজমানভাগ সম্বন্ধে প্রশ্ন হয় যে, ক্ষত্রিয় যজমান [ব্রাহ্মণযজমানের মত] যজমানভাগ ভক্ষণ করিবেন কি ভক্ষণ করিবেন না ? যদি ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে অহুতাদের হুত-ভোজনে পাপ জন্মিবে, আর যদি ভক্ষণ না করেন, তাহা হইলে আত্মাকে (আপনাকে) যজ্ঞ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে ; কেননা, যজমানভাগ যজ্ঞস্বরূপ।[১]

[কেহ ইহার উত্তরে বলেন] সেই যজমানভাগ কোন ব্রাহ্মণে সমর্পণ করিবে। কেননা, এই যে ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণত্ব), ইহা ক্ষত্রিয়ের পুরোহিতের স্থান ; এই যে পুরোহিত, তিনি ক্ষত্রিয়ের অর্দ্ধাত্মা (অর্দ্ধশরীর) স্বরূপ ; [ঐরূপ করিলে] ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষভাবে [হুতশেষ] ভক্ষণ করা হইবে না, অথচ পরোক্ষ ভাবে [অন্যদ্বারা] ভক্ষণে ভক্ষণের ফললাভ হইবে। এই যে ব্রহ্মা (ব্রাহ্মণ) ইনি প্রত্যক্ষ যজ্ঞস্বরূপ ; সমস্ত যজ্ঞ ব্রহ্মেতেই প্রতিষ্ঠিত, যজমান যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত ; এই হেতু ঐ রূপ করিলে, জলে জল ও অগ্নিতে অগ্নি সমর্পণের

---

(১) যজ্ঞের হবিঃশেষ যজমানকে ভক্ষণ করিতে হয়, নতুবা যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি ঘটে না, যজ্ঞ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে হুতভোজন নিষিদ্ধ, তাহা পূর্ব্বে এই অধ্যায়ের প্রথমখণ্ডেই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে দেখ।

শ্যায় যজ্ঞেই যজ্ঞ সমর্পণ করা হয় ; [ব্রাহ্মণভক্ষিত হোমদ্রব্য] ব্রাহ্মণেই মিশিয়া যায়, উহা আর ক্ষত্রিয়কে হিংসা করিতে পারে না ; এইজন্য ঐ যজমানভাগ ব্রাহ্মণেই সমর্পণ করিবে।

অন্যের মতে, ঐ যজমানভাগ "প্রজাপতেবিভান্নাম লোকস্তস্মিংস্ত্বা দধামি সহ যজমানেন স্বাহা"—প্রজাপতির বিভান্ নামে যে লোক আছে, সেইস্থানে যজমানের সহিত তোমাকে (অর্থাৎ হোমদ্রব্যকে) স্থাপন করিতেছি, স্বাহা—এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া উচিত। কিন্তু ঐরূপ করিবে না। যজমানভাগ (হোমশেষ) যজমানস্বরূপ ; ঐরূপ করিলে যজমানকেই অগ্নিতে অর্পণ করা হইবে। যদি কেহ আসিয়া সেই হোমকর্ত্তাকে বলে, তুমি যজমানকে অগ্নিতে অর্পণ করিয়াছ, অগ্নি ইহার প্রাণ সম্যক্‌রূপে দগ্ধ করিবে ও যজমানের মৃত্যু ঘটিবে, তাহা হইলে অবশ্য সেইরূপই ঘটিবে। অতএব সে ইচ্ছাও করিবে না।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

বিশ্বন্তরের উপাখ্যান

ক্ষত্রিয়ের সোমভক্ষণ নিষিদ্ধ ; তৎসম্বন্ধে উপাখ্যান এই অধ্যায়ের বিষয়।

সুষদ্মার পুত্র বিশ্বন্তর শ্যাপর্ণদিগকে (তন্নামক ব্রাহ্মণদিগকে) নিরাকৃত করিবার জন্য শ্যাপর্ণদিগকে বর্জ্জন করিয়া

যজ্ঞের আহরণ করিয়াছিলেন। শ্যাপর্ণেরা তাহা জানিতে পারিয়া সেই যজ্ঞে আগমন করিলেন ও যজ্ঞের বেদিমধ্যে আসীন হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া বিশ্বন্তর বলিলেন, এই শ্যাপর্ণেরা পাপকর্ম্মকারী, ইহারা বেদিতে বসিয়া অপবিত্র বাক্য বলিতেছে, ইহাদিগকে উঠাইয়া দাও; আমার বেদির মধ্যে যেন ইহারা বসিতে না পায়। [বিশ্বন্তরের নিযুক্ত পুরুষেরা] তাহাই হউক, বলিয়া তাঁহাদিগকে উঠাইয়া দিল।

উঠিবার সময় শ্যাপর্ণেরা কলরব করিয়া বলিতে লাগিলেন, পরিক্ষিতের পুত্র জনমেজয় [ভূতবীরনামক ঋত্বিক্‌দিগের সাহায্যে] যে কশ্যপ-বর্জ্জিত যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে কশ্যপগণের মধ্যে অসিতমৃগেরা সেই ভূতবীরদিগের নিকট হইতে সোমযাগকে [বলপূর্ব্বক] কাড়িয়া লইয়াছিলেন; অসিতমৃগদিগের এই কর্ম্মদ্বারা কশ্যপেরা বীরত্ব-খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; আমাদের মধ্যে এমন বীর কে আছে, যে এই [বিশ্বন্তরের] সোমযাগ কাড়িয়া লইতে পারে?

মৃগবুর পুত্র রাম[১] বলিয়া উঠিলেন, তোমাদের মধ্যে এই আমি সেই বীর আছি।

এই মৃগবুপুত্র রাম শ্যাপর্ণগণের মধ্যে অনূচান (বেদজ্ঞ) ছিলেন; শ্যাপর্ণদিগের সহিত বেদিতে দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, অহে রাজা, আমার মত বিদ্বান্‌কে ইহারা বেদি হইতে

(১) মূলে আছে "রামো মার্গবেয়ঃ"; সায়ণ অর্থ করেন, মৃগবুর্নাম কাচিৎ যোষিৎ, তস্যাঃ পুত্রো রামনামা কশ্চিদ ব্রাহ্মণঃ।"

উঠাইতেছে !” [বিশ্বন্তর বলিলেন,] “অরে ব্রাহ্মণাধম, তুই যেরূপ ব্যক্তি, তুই কিরূপে এমন বিদ্বান্ হইলি !”

দ্বিতীয় খণ্ড

বিশ্বন্তরের উপাখ্যান

[রাম বিশ্বন্তরকে বলিলেন] “ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে হত্যা করিয়াছিলেন, বৃত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন, যতিদিগকে সালাবৃকের মুখে অর্পণ করিয়াছিলেন, অরুর্মঘদিগকে বধ করিয়াছিলেন, বৃহস্পতিকে প্রতিহত করিয়াছিলেন ; এই সকল কারণে যখন দেবতারা ইন্দ্রকে বর্জ্জন করেন, ইন্দ্র তখন [দেবগণকর্ত্তৃক] সোমপানে নিবারিত হইয়াছিলেন[১]। ইন্দ্রের সোমপান নিবারিত হইলে ক্ষত্রিয়ের সোমপান নিবারিত হইয়াছিল। পরে ইন্দ্র ত্বষ্টার সোম বলপূর্ব্বক পান করিয়া সোমপানে পুনরায় অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা অদ্যাপি সোমপানে অধিকারী হইয়া আছে। সোমপানে অনধিকারী ক্ষত্রিয়ের ভক্ষণীয় কি, যাহা ভক্ষণ করিলে ক্ষত্রিয়ের

---

(১) ইন্দ্রের ঐ পাঁচ অপরাধে তাঁহার সোমপান নিষিদ্ধ হয়। ঐ অপরাধের উপাখ্যান শাখান্তরে বর্ণিত হইয়াছে। ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে ইন্দ্র হত্যা করিয়া ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত হন। ত্বষ্টা বৃত্রনামে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করেন, ইন্দ্র সেই বৃত্রকেও হত্যা করেন। ইন্দ্র যতিবেশধারী অসুরদিগকে ছেদন করিয়া সালাবৃক দ্বারা খাওয়াইয়াছিলেন (সালাবৃক=আরণ্য কুকুর)। ইন্দ্র অরুর্মঘ নামক ব্রাহ্মণবেশধারী অসুরদিগকে হত্যা করেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও কৌষীতকি-ব্রাহ্মণোপনিষৎ মধ্যে এই সকল উপাখ্যান আছে। পরে ইন্দ্র ত্বষ্টার সোম বলপূর্ব্বক পান করিয়াছিলেন।

সম্বৃদ্ধি ঘটিবে, ইহা যে ব্যক্তি জানে, সেই বিদ্বান্‌কে ইহারা বেদি হইতে কি রূপে উঠাইতে চাহে !”

[বিশ্বন্তর বলিলেন] “অহে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের কি ভক্ষ্য, তাহা তুমি জান কি ?” [রাম বলিলেন] “জানি বৈ কি”। [বিশ্বন্তর বলিলেন] “তবে ব্রাহ্মণ, আমাকে তাহা বল”, [রাম বলিলেন] “আচ্ছা, রাজা, তোমাকে তাহা বলিতেছি।”

তৃতীয় খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্যনির্দ্দেশ

পরবর্ত্তী কতিপয় খণ্ডে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কোন্ ভক্ষ্য নিষিদ্ধ ও কি বিহিত, মার্গবেয় রাম তাহা বিশ্বন্তরকে বুঝাইতেছেন যথা :—

“[তোমার নিযুক্ত অনভিজ্ঞ ঋত্বিকেরা] সোম, দধি ও জল, এই তিন ভক্ষ্যমধ্যে কোন একটা হয় ত [তোমার অর্থাৎ ক্ষত্রিয় যজমানের জন্য] আহরণ করিবেন। যদি সোম আনা হয়, উহা ত ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য, উহাতে ব্রাহ্মণের প্রীতি জন্মিতে পারে, কিন্তু উহা ভক্ষণ করিলে তোমার বংশে যে সন্তান জন্মিবে, সে ব্রাহ্মণের তুল্য হইয়া [পরের দান] গ্রহণ করিবে, সকলের নিকট [যজ্ঞের সোম] পান করিবে, [পরের নিকট] অন্ন যাচ্ঞা করিবে, অপরে ইচ্ছামত তাহাকে [ঘর হইতে] তাড়াইয়া দিবে। ফলতঃ ক্ষত্রিয় যখন পাপ (নিষিদ্ধ আচরণ) করে, তখন তাহার বংশে ব্রাহ্মণকল্প সন্তান জন্মে ; উহার দ্বিতীয় পুরুষ বা তৃতীয় পুরুষ ব্রাহ্মণতা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তিতে কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহে বাধ্য হইবে।

"আর যদি দধি আনা হয়, উহা বৈশ্যগণের ভক্ষ্য ; উহাতে বৈশ্যের প্রীতি জন্মিতে পারে। উহার ভক্ষণে তোমার বংশে যে সন্তান জন্মিবে, সে বৈশ্যতুল্য হইয়া অপরকে শুল্কদান করিবে, অপরের অধীন হইবে, অপরের ইচ্ছাক্রমে তিরস্কার্য্য হইবে। ফলে ক্ষত্রিয় যখন পাপ করে, তখন তাহার বংশে বৈশ্যকল্প সন্তান জন্মিতে পারে ; তাহার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষ বৈশ্যত্ব লাভ করিয়া বৈশ্যবৃত্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

"আর যদি জল আনা হয়, এই জল ত শূদ্রের ভক্ষ্য ; উহাতে শূদ্রের প্রীতি জন্মিতে পারে ; উহার ভক্ষণে তোমার বংশে যে সন্তান জন্মিবে সে শূদ্রতুল্য হইয়া অপরের অনুজ্ঞায় বাধ্য হইবে, অপরের ইচ্ছায় উঠিবে বসিবে, অপরের ইচ্ছামত বধ্য[১] হইবে। ক্ষত্রিয় যখন পাপ করেন, তখন তাহার বংশে শূদ্রকল্প সন্তান জন্মিতে পারে, উহার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষ শূদ্রত্ব লাভ করিয়া শূদ্রবৃত্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

চতুর্থ খণ্ড

ভক্ষ্যনিরূপণ

"অহে রাজা, এই যে তিনটি ভক্ষ্যের কথা বলা হইল, ক্ষত্রিয় যজমান, ইহার ইচ্ছা করিবেন না। তবে

(১) সায়ণ "বধ্য" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "কুপিতেন স্বামিনা তাড্যঃ"।

তাঁহার নিজের ভক্ষ্য কি ? ন্যগ্রোধ (বট) বৃক্ষের অবরোধ[১] (শাখালম্বী মূল) এবং উদুম্বর, অশ্বত্থ ও প্লক্ষবৃক্ষের ফল। এই সকলের অভিষব করিবে ও ইহাই ভক্ষণ করিবে ; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ইহাই নিজ ভক্ষ্য।

"দেবগণ যে ভূমির উপরে যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ লোকে গিয়াছিলেন, সেই ভূমিতে তাঁহারা চমসসকল ন্যুব্জ (অধোমুখ) করিয়া রাখিয়াছিলেন ; সেই ন্যুব্জ চমসসকলই ন্যগ্রোধে পরিণত হইয়াছিল। এখনও সেইস্থানে ন্যগ্রোধকে ন্যুব্জ বলিয়া থাকে। সেই কুরুক্ষেত্রেই ন্যগ্রোধ প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল; অন্যদেশে ন্যগ্রোধসকল তাহা হইতেই জন্মিয়াছে। সেই চমসসকল ন্যক্ অর্থাৎ নিম্নমুখে [অব-] রোহণ করিয়াছিল, এইজন্য ন্যগ্রোহও নিম্নমুখে রোহণ করে ও উহার নামও ন্যগ্রোহ। ন্যগ্রোহ হওয়াতেই উহাদিগকে পরোক্ষভাবে "ন্যগ্রোধ" নাম দেওয়া হয় ; দেবগণ এইরূপ পরোক্ষ নামই ভাল বাসেন।

পঞ্চম খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্যনির্দ্দেশ

"সেই চমসমধ্যে যে রস ছিল, তাহা অবাঙ্মুখ (অধোমুখ) হইয়া অবরোধে পরিণত হইয়াছিল ; আর যাহা উর্দ্ধমুখে

(১) অবরোধাঃ শাখাভ্যোঽবাঙ্ মুখত্বেন প্ররোহন্তো মূলবিশেষাঃ।

গিয়াছিল, তাহা ফলে পরিণত হইয়াছিল। যে ক্ষত্রিয় ন্যগ্রোধের অবরোধ ও ফল ভক্ষণ করেন, তিনিই স্বকীয় ভক্ষ্য হইতে বঞ্চিত হন না, এবং পরোক্ষে তাঁহার সোমপানই করা হয়, প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার সোমপান হয় না। এই যে ন্যগ্রোধ, ইহা পরোক্ষভাবে রাজা সোমের স্বরূপ, এবং এই যে ক্ষত্রিয়, ইনিও পুরোহিতের দ্বারা ও দীক্ষাদ্বারা ও [পুরোহিত-সম্পর্কযুক্ত] প্রবর দ্বারা পরোক্ষভাবেই ব্রহ্মের (অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বের) রূপের সমীপবর্ত্তী হন। এই যে ন্যগ্রোধ, ইনি বনস্পতিগণের মধ্যে ক্ষত্রস্বরূপ; রাজন্যও ক্ষত্রস্বরূপ; তিনি রাষ্ট্রে থাকিয়া [রাজ্যে] প্রতিষ্ঠিত হইয়াও [রাজ্যের অন্যত্র] বিস্তীর্ণ থাকেন; আর ন্যগ্রোধও ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অবরোহ (অধোলম্বী মূল) দ্বারা [বহুদূরে] বিস্তীর্ণ থাকে। সেইজন্য ক্ষত্রিয় যজমান যে ন্যগ্রোধের অবরোধ ও ফল ভক্ষণ করেন, এতদ্দ্বারা তিনি বনস্পতিসকলের ক্ষত্রকে আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন, ও আত্মাকেও ক্ষত্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। যে ক্ষত্রিয় যজমান এইরূপে এই ভক্ষ্য ভক্ষণ করেন, তিনি বনস্পতিসকলের ক্ষত্রকে আপনার ক্ষত্রে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ন্যগ্রোধ যেমন অবরোধদ্বারা ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনিও সেইরূপ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হন; তাঁহার রাষ্ট্রও উগ্র (তেজস্বী) থাকিয়া অন্যের নিকট ব্যথা পায় না।

ষষ্ঠ খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্যনিরূপণ

"তদনন্তর উডুম্বরের বিষয়। এই যে উডুম্বর, ইহা রস হইতে ও অন্ন হইতে বনস্পতিরূপে জন্মিয়াছিল। ইহা বনস্পতিগণের মধ্যে ভোজনযোগ্য। ইহার ভক্ষণে এই ক্ষত্র-মধ্যে রসের, অন্নের এবং বনস্পতিগণের ভোজনযোগ্য দ্রব্যের স্থাপনা হয়।

"তদনন্তর অশ্বত্থের বিষয়। এই যে অশ্বত্থ, ইহা তেজ হইতে বনস্পতিরূপে জন্মিয়াছিল। ইহা বনস্পতিগণের মধ্যে সাম্রাজ্যস্বরূপ। ইহার ভক্ষণে এই ক্ষত্রে তেজের ও বনস্পতিগণের সাম্রাজ্যের স্থাপনা হয়।

"অনন্তর প্লক্ষের বিষয়। এই যে প্লক্ষ, ইহা যশ হইতে বনস্পতিরূপে জন্মিয়াছিল। ইহা বনস্পতিগণের স্বারাজ্য-স্বরূপ ও বৈরাজ্য স্বরূপ[১]। ইহার ভক্ষণে এই ক্ষত্রে যশের এবং বনস্পতিগণের স্বারাজ্যের ও বৈরাজ্যের স্থাপনা হয়।

"এই [যজমান] ক্ষত্রিয়ের জন্য এই সকল ভক্ষ্য পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিতে হয়; তাহার পর সোম রাজার ক্রয় হয়। ঋত্বিকেরা রাজা সোমের দ্বারাই উপবসথদিন অবধি সমুদয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। উপবসথদিনে অধ্বর্য্যু পূর্ব্ব হই-তেই এই দ্রব্যগুলি আহরণ করিবেন যথা—অধিষবণের জন্য

(১) স্বাতন্ত্র্যেণ রাজত্বং স্বারাজ্যং বিশেষেণ রাজত্বং বৈরাজ্যম্। (সায়ণ)

চর্ম্ম, অধিষবণের জন্য দুইখানি ফলক, দ্রোণকলশ, দশাপবিত্র, (অভিষবার্থ) অদ্রিখণ্ড, পূতভৃৎ ও আধবনীয় পাত্র, স্থালী, উদঞ্চন (উন্নয়নপাত্র) এবং চমস। যখন প্রাতঃকালে রাজা সোমের অভিষব হয়, তখন ঐ [ন্যগ্রোধাদি] দুইভাগে গ্রহণ করিবে; তাহার মধ্যে একভাগের [ঐ প্রাতঃকালেই] অভিষব করিবে, অবশিষ্ট অন্যভাগ মাধ্যন্দিনসবনের জন্য রাখিয়া দিবে।[২]

সপ্তম খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্য

"যখন অন্য ঋত্বিকেরা আপনাদের ত্রৈত চমস উন্নয়ন করেন, সেই সময়ে এই [ক্ষত্রিয়] যজমানের চমসেরও উন্নয়ন করিবে।[১] উহাতে দর্ভগাছি তরুণ (ছোট) দর্ভ (কুশ)

---

(২) এইখানে সোমযাগে ব্যবহৃত দ্রব্যের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। সোমলতা হইতে প্রস্তরের আঘাতে রস বাহির করার নাম অভিষব। যে চর্ম্মের উপর সোমলতা রাখিয়া রস নিষ্কাশিত হয়, তাহার নাম অধিষবণ চর্ম্ম; যে কাষ্ঠফলকদ্বয়ের মাঝে সোম রাখিয়া প্রস্তরের আঘাত করা যায়, তাহাই অধিষবণ ফলক। যে প্রস্তরদ্বারা আঘাত করা হয়, তাহাই অদ্রি বা গ্রাব। নিষ্কাশিত সোমরস যে পাত্রে রাখা যায়, তাহা আধবনীয়; উহা হইতে রস ছাঁকিয়া অন্য পাত্রে রাখা হয়, এই পাত্র পূতভৃৎ। যে কম্বলে ছাঁকা হয়, তাহা দশাপবিত্র। স্থালী নামক ছোট পাত্রে আজ্যাদিও রক্ষিত হয়। দ্রোণকলশ নামক বৃহৎ পাত্রও হব্যরক্ষণার্থ ব্যবহৃত হয়। গ্রহ ও চমস হইতে সোমরস আহুতির জন্য ঢালা হয়। উদঞ্চন নামক পাত্রে সোমধারা আহুতির জন্য গৃহীত হয়।

(১) প্রাতঃসবনে ও মাধ্যন্দিনে ঋত্বিকদের পক্ষে দুইবার করিয়া এবং তৃতীয়সবনে একবার মাত্র চমসভক্ষণ অর্থাৎ চমস হইতে সোমপান নিষেধ। যেখানে দুইবার ভক্ষণের বিধি, সেখানে

রাখিবে। তাহার একগাছি [আহুতিকালে] বষট্কার উচ্চারণের পর স্বাহাকারসহিত "দধিক্রাবণো অকারিষম্"[২] এই ঋকে পরিধির ভিতর নিক্ষেপ করিবে, অন্যগাছি অনুবষট্-কারের পর "আ দধিক্রাঃ শবসা পঞ্চ কৃষ্টীঃ"[৩] এই ঋকে নিক্ষেপ করিবে।

"হোমের পর যখন ঋত্বিকেরা আপন চমস আহরণ করি-বেন, তখন যজমানের চমসও আহরণ করিতে হইবে। [চমস ভক্ষণের জন্য] যখন আপন চমস ঊর্দ্ধে তুলিবেন, তখন যজমানের চমসও ঊর্দ্ধে তুলিতে হইবে। হোতা যখন ইড়ার আহ্বান করিয়া আপন চমস ভক্ষণ করিবেন, তখন এই মন্ত্রে যজমানও তাঁহার চমস ভক্ষণ করিবেন; যথা "যদত্র শিষ্টং রসিনঃ সুতস্য যদিন্দ্রো অপিবচ্ছচীভিঃ। ইদং তদস্য মনসা শিবেন সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামি"[৪]—ইন্দ্র শচীগণদ্বারা সংস্কৃত অভিযুত ও রসযুক্ত যে হোমদ্রব্যের অবশেষ পান করিয়াছিলেন, সেই দ্রব্যের এই অবশেষকে রাজা সোমের স্বরূপ ভাবিয়া[৫] মঙ্গলপূর্ণ মনে এস্থলে ভক্ষণ করিতেছি। যে ক্ষত্রিয় যজমান এই ভক্ষ্যকে এইরূপে ভক্ষণ করেন, এই বনস্পতিজাত ভক্ষ্য তাঁহার মঙ্গলপ্রদ হয়, মঙ্গলপূর্ণ মনে উহা ভক্ষিত হয়, তাঁহার

প্রথমবারে ত্রৈতচমস ও দ্বিতীয়বারে নরাশংসচমস নাম দেওয়া হয়। ঋত্বিকেরা আপনাদের দশ চমস উন্নয়ন করিয়া সোমপূর্ণ করেন; আহুতির পর হুতশেষ ভক্ষণ করেন। ক্ষত্রিয়যজমানের চমস ন্যগ্রোধের অবরোধাদির রসদ্বারা পূর্ণ করিয়া উন্নয়ন করিতে হয়।

(২) ৪।৩৯।৬। (৩) ৪।৩৮।১০। (৪) শচী—কর্ম্মবিশেষ (সায়ণ)।

(৫) এস্থলে চমসস্থিত ন্যগ্রোধের অবরোধ বা ন্যগ্রোধ-ফলের রসকেই সোমস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে।

রাষ্ট্র উগ্র (তেজস্বী) থাকিয়া অন্যের নিকট ব্যথা পায় না। তৎপরে "শং ন এধি হৃদে পীতঃ প্র ণ আয়ুর্জীবসে সোম তারীঃ" —হে সোম (সোমস্থানীয় ভক্ষ্য), তুমি পীত হইয়া আমাদের হৃদয়ে সুখদান কর এবং জীবনার্থ আয়ুঃপ্রদান কর—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া [হস্তদ্বারা] আপনার [হৃদয়] স্পর্শ করিবে।

"[এইরূপে মন্ত্রপূর্ব্বক] স্পর্শ না করিলে ঐ ভক্ষ্য, এই ব্যক্তি ভক্ষণে অযোগ্য হইয়াও আমাকে ভক্ষণ করিতেছে, এই মনে করিয়া [ভক্ষণকারী] মনুষ্যের আয়ু বিনাশে সমর্থ হয়। সেইজন্য [ভক্ষণের পর] ঐ মন্ত্রদ্বারা যে হৃদয় স্পর্শ করা হয়, ইহাতে আয়ুর বর্দ্ধন সাধিত হয়।

"আপ্যায়স্ব সমেতু তে"[৬] এবং "সং তে পয়াংসি সমু যন্তু বাজাঃ"[৭] এই দুই অনুকূল মন্ত্রে চমসের আপ্যায়ন (পূরণ) করা হয়; যাহা যজ্ঞে অনুকূল, তাহাই সমৃদ্ধ।

অষ্টম খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ

"তদনন্তর (আপ্যায়নের পর) ঋত্বিক্‌দিগের চমস রাখিবার সময় যজমানের চমসও রাখিতে হইবে; ঋত্বিক্‌দের চমস প্রকম্পনের সময় যজমানের চমসেরও প্রকম্পন করিবে। অনন্তর ভক্ষণার্থ আহরণ করিয়া এই মন্ত্রে ভক্ষণ করিবে।

---

(৬) ১।৯১।১৬। (৭) ১।৯১।১৮।

"নরাশংসপীতস্য দেব সোম তে মতিবিদ ঊমৈঃ পিতৃভি-র্ভক্ষিতস্য ভক্ষয়ামি"—হে সোম দেব, নরাশংসযজ্ঞে পীত, ঊমনামক পিতৃগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত এবং আমাদের অভিপ্রায়জ্ঞ তোমাকে ভক্ষণ করিতেছি—এই মন্ত্রে প্রাতঃসবনে ভক্ষণ করিবে। মাধ্যন্দিনে [ঐ মন্ত্রের "ঊমৈঃ" পদ স্থলে] "ঊর্ব্বৈঃ" এবং তৃতীয়সবনে "কাব্যৈঃ" বসাইবে। ঊমনামক পিতৃগণ প্রাতঃসবনের, ঊর্ব্বনামক পিতৃগণ মাধ্যন্দিনের এবং কাব্য-নামক পিতৃগণ তৃতীয়সবনের ; এতদ্দ্বারা অমৃত পিতৃগণকে সেই সেই সবনের ভাগী করা হয়।[১] সোমপায়ী প্রিয়ব্রত বলিয়া গিয়াছেন, যে কোন পিতা সবনে ভাগ পান, তিনিই "অমৃত" শব্দের লক্ষ্য হইয়া থাকেন। যে ক্ষত্রিয় যজমান এইরূপে ঐ ভক্ষ্য ভক্ষণ করেন, তাঁহার পিতৃগণ অমৃত হইয়া সবনের ভাগী হইয়া থাকেন, তাঁহার রাষ্ট্রও উগ্র (তেজস্বী) থাকিয়া অন্যের নিকট ব্যথা পায় না।

"[প্রাতঃসবনের ন্যায় অন্য দুই সবনেও] সমান মন্ত্রে শরীর স্পর্শ ও সমান মন্ত্রে চমসের আপ্যায়ন করিতে হয়।

"[সোমপ্রয়োগ বিষয়ে] প্রাতঃসবনে যে বিধি, [ফলচমস বিষয়েও] প্রাতঃসবনে সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবে ; মাধ্যন্দিনের বিধি অনুসারে মাধ্যন্দিনে ও তৃতীয়সবনের বিধি অনুসারে তৃতীয়সবনে অনুষ্ঠান করিবে।"

সুষদ্মার পুত্র বিশ্বন্তরকে মৃগবুর পুত্র রাম এইরূপে সেই [ক্ষত্রিয় যজমানের] ভক্ষ্যের কথা বলিয়াছিলেন।

---

(১) পিতৃগণ দ্বিবিধ ; যাঁহারা মনুষ্যলোক হইতে মৃত্যুর পর পিতৃলোকে গিয়াছেন, তাঁহারা "ঊম", আর যাঁহারা চিরকাল হইতে পিতৃলোকে আছেন, তাহারা "অমৃত"। (সায়ণ)

তিনি এই কথা বলিলে বিশ্বন্তর তাঁহাকে বলিলেন, অহে, ব্রাহ্মণ, তোমাকে আমি সহস্র [গাভী] দিতেছি; আমার যজ্ঞে শ্যাপর্ণেরা উপস্থিত থাকুন।

ঐ রূপ ভক্ষ্যের কথা পূর্ব্বে তুর কাবষেয় জনমেজয় পারিক্ষিতকে বলিয়াছিলেন। পর্ব্বত ও নারদ সোমক-সাহদেব্যকে, সোমক সহদেব-সাঞ্জয়কে, সহদেব বক্রু-দৈবাবৃধকে, বক্রু ভীম-বৈদর্ভকে, ভীম নগ্নজিৎ-গান্ধারকে বলিয়াছিলেন। অপিচ ইহা অগ্নি সনশ্রুতকে বলিয়াছিলেন, সনশ্রুত অরিন্দমকে, অরিন্দম ক্রতুবিৎকে, ক্রতুবিৎ জানকিকে বলিয়াছিলেন। পুনশ্চ, ইহা বসিষ্ঠ সুদাস্ পৈজবনকে বলিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই এই ভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সকলেই মহারাজ হইয়াছিলেন এবং সকল দিক্ হইতে বলি (রাজকর) আদায় করিয়া তাঁহারা শ্রীযুক্ত হইয়া আদিত্যের ন্যায় [শত্রুগণকে] তাপ দিয়াছিলেন। যে ক্ষত্রিয় যজমান এইরূপে এই ভক্ষ্য ভক্ষণ করেন, তিনি শ্রীযুক্ত হইয়া সকল দিক্ হইতে বলি আদায় করিয়া আদিত্যের মত তাপ দিতে সমর্থ হন; তাঁহার রাষ্ট্র উগ্র থাকিয়া কাহারও নিকট ব্যথা পায় না।

অষ্টম পঞ্চিকা

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের শস্ত্র

সোমযাগে ক্ষত্রিয়যজমানের ভক্ষ্য নিরূপিত হইল। এখন স্তোত্র ও শস্ত্র সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিশেষ বিধি এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

অনন্তর স্তোত্র ও শস্ত্রসম্বন্ধে বলা হইবে। [ক্ষত্রিয়-পক্ষে] প্রাতঃসবন ঐকাহিক যজ্ঞের সমান ও তৃতীয় সবনও ঐকাহিক যজ্ঞের সমান[১]; এই দুই ঐকাহিক সবন শান্তি-কর, সুকল্পিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত; এতদ্দারা শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও [যজ্ঞের] সুসম্পাদন ঘটে; যজ্ঞও ইহাতে ভ্রষ্ট হয় না। যাহাতে [বৃহৎ ও রথন্তর] উভয় সামের প্রয়োগ আছে এবং যাহাতে বৃহৎ সাম হইতে পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে যেমন মাধ্যন্দিন পবমানের বিষয় বলা হইয়াছে, [ক্ষত্রিয়পক্ষে মাধ্যন্দিন সবনেও] সেইরূপ উভয় সামের প্রয়োগ হইবে।[২]

---

(১) এই দুই সবনে ক্ষত্রিয়যজমানের পক্ষে কোন বিশেষ বিধি নাই। প্রকৃতিযজ্ঞে সাধারণ যে বিধি, ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও সেই বিধি। মাধ্যন্দিনসবনে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিশেষ বিধি আছে।

(২) বৃহৎ ও রথন্তর এই উভয় সামের একদিনে প্রয়োগ সাধারণতঃ নিষিদ্ধ। তবে অভিজিদাদি ঐকাহিক যাগে ঐ রূপ প্রয়োগ আছে। ক্ষত্রিয়ের মাধ্যন্দিন সবনে উভয় সাম প্রয়োগের ব্যবস্থা হইতেছে। মাধ্যন্দিন পবমানস্তোত্রে রথন্তর প্রযুক্ত হইবে এবং বৃহৎসামে মাধ্যন্দিন পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হইবে ইহাই বিশেষ বিধি।

"আ ত্বা রথং যথোতয়ে"[৩] এই ত্র্যৃচে নিষ্পন্ন প্রতিপৎ রথন্তরের সম্বন্ধযুক্ত এবং "ইদং বসো স্তুতমন্ধঃ"[৪] এই ত্র্যৃচে নিষ্পন্ন অনুচরও রথন্তরের সম্বন্ধযুক্ত। এই যে মরুত্বতীয় শস্ত্র, ইহাই পবমান স্তোত্রের উক্‌থ; পবমানস্তোত্রে রথন্তরের প্রয়োগ হয় ও বৃহৎ হইতে পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয়। এতদুভয় দ্বারা মাধ্যন্দিনসবনকে বীবধযুক্ত করা হয়। এই যে রথন্তর-যুক্ত স্তোত্র, ইহার পর প্রতিপৎ ও অনুচরের অনুশংসন হয়।[৫]

রথন্তর ব্রহ্মস্বরূপ ও বৃহৎ ক্ষত্রস্বরূপ; ব্রহ্ম ক্ষত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী; ব্রহ্ম পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিলে ক্ষত্রিয় যজমানের রাষ্ট্রও উগ্র হইয়া অন্যের নিকট ব্যথা পায় না। রথন্তর অন্নস্বরূপ, এই জন্য ঐ [ক্ষত্রিয়] যজমানের জন্য অন্নকেই পূর্ব্ববর্ত্তী করা হয়। অথবা এই পৃথিবী রথস্বরূপ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ; এতদ্দ্বারাও ঐ যজমানের জন্য প্রতিষ্ঠাকেই পূর্ব্ববর্ত্তী করা হয়।

ইন্দ্রনিহব প্রগাথ [এস্থলেও প্রকৃতি যজ্ঞের সহিত] সমান হইবে ও অবিকৃত হইবে। সেই প্রগাথ অনুষ্ঠানের অনুকূল।

(৩) ৮।৬৮।১। (৪) ৮।২।১।

(৫) মাধ্যন্দিন সবনে মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য এই দুই শস্ত্রের প্রয়োগ আছে। রাজসূয়যজ্ঞে এই দুই শস্ত্রের নাম যথাক্রমে পবমান উক্‌থ এবং গ্রহ-উক্‌থ। মরুত্বতীয় শস্ত্রের পূর্ব্বে পবমানস্তোত্র গীত হয়। "আ ত্বা রথং" ইত্যাদি ত্র্যৃচ মরুত্বতীয়ের প্রতিপৎ; পবমানস্তোত্রেও উদ্গাতৃগণ ঐ ত্র্যৃচে রথন্তর সাম করিয়া থাকেন। "ইদং বসো স্তুতমন্ধঃ" এই ত্র্যৃচ মরুত্বতীয় শস্ত্রে প্রতিপদের অনুচর; এই জন্য উহাও রথন্তরের সম্বন্ধযুক্ত হইল। পবমানস্তোত্রের পর যে পৃষ্ঠস্তোত্র গীত হয়, তাহাতে বৃহৎ সামের প্রয়োগ। জলকুম্ভ বহনের জন্য যে কাষ্ঠদণ্ড কাঁধের উপর থাকে, যাহার দুইপ্রান্তে কুম্ভদ্বয় ঝুলে, তাহার নাম বীবধ (বাঁইক)। রথন্তর ও বৃহৎ উভয় সামের প্রয়োগ হেতু মাধ্যন্দিন সবনের সহিত উহার সাদৃশ্য।

"উৎ"-শব্দ-বিশিষ্ট ["উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে" ইত্যাদি] ব্রাহ্মণ্যস্পত্য প্রগাথও থাকিবে। উহা [বৃহৎ ও রথন্তর] উভয় সামের অনুকূল ; [ঐ প্রগাথে] উভয় সামেরই প্রয়োগ হয়।

ধায্যাসমূহও [প্রকৃতি যজ্ঞের] সমান ও অবিকৃত হইবে ; উহারাও অনুষ্ঠানের অনুকূল।

["প্র ব ইন্দ্রায় বৃহতে" ইত্যাদি] মরুত্বতীয় প্রগাথও ঐকাহিক [প্রকৃতি যজ্ঞের] সমান হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

শস্ত্র-নিরূপণ

মাধ্যন্দিনের শস্ত্র সম্বন্ধে অন্যান্য কথা—"জনিষ্ঠা উগ্রঃ······ক্রিয়েতে"

"জনিষ্ঠা উগ্রঃ সহসে তুরায়"[১] ইত্যাদি [মরুত্বতীয় শস্ত্রের নিবিদ্ধানীয়] সূক্ত উগ্রশব্দযুক্ত ও সহঃ-শব্দযুক্ত হওয়ায় ক্ষত্রের লক্ষণযুক্ত ; উহার "মন্দ্র ওজিষ্ঠঃ" এই অংশ ওজঃশব্দযুক্ত হওয়ায় উহাও ক্ষত্রের লক্ষণযুক্ত ; "বহুলাভিমানঃ" এই অংশ "অভি" শব্দযুক্ত হওয়ায় [শত্রুগণের] অভিভবে অনুকূল। ঐ সূক্তে এগারটি ঋক্ আছে। ত্রিষ্টুভের এগার অক্ষর ; রাজন্য ত্রিষ্টুভের সম্বন্ধযুক্ত। ত্রিষ্টুপ্ ওজঃ, ইন্দ্রিয় ও বীর্য্যের স্বরূপ ; রাজন্যও ওজঃ, পুত্র ও বীর্য্যের স্বরূপ ; এতদ্দ্বারা যজমানকে ওজঃ, পুত্র ও বীর্য্যদ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়। ঐ সূক্ত

গৌরিবীত ঋষিদৃষ্ট; গৌরিবীতদৃষ্ট সূক্ত সম্পর্কে এই মরুত্বতীয় শস্ত্রও সমৃদ্ধ হয় ; ইহার ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।[২]

"ত্বামিদ্ধি হবামহে"[৩] ইত্যাদি [নিষ্কেবল্য শস্ত্রের প্রতিপৎ] তৃ্যচ হইতে বৃহৎ-সামসাধ্য পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয়। বৃহৎ ক্ষত্রস্বরূপ, ইহাতে ক্ষত্রদ্বারা ক্ষত্রের সমৃদ্ধি ঘটে। বৃহৎ ক্ষত্রস্বরূপ আর নিষ্কেবল্য শস্ত্র যজমানের আত্মা (শরীর); এই জন্য ঐ যে বৃহৎ সামদ্বারা পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয়, বৃহৎ ক্ষত্রস্বরূপ হওয়ায় ক্ষত্রদ্বারাই ঐ যজমানকে সমৃদ্ধ করা হয়। আবার বৃহৎ জ্যেষ্ঠতা (বয়োবৃদ্ধি) স্বরূপ ; ইহাতে যজমানকে জ্যেষ্ঠতাদ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়। বৃহৎ শ্রেষ্ঠতাস্বরূপ ; ইহাতে যজমানকে শ্রেষ্ঠতাদ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়।

"অভি ত্বা শূর নোনুমঃ"[৪] এই রথন্তরের আধার তৃ্যচকে[৫] [নিষ্কেবল্য শস্ত্রের] অনুচর করা হয়।

এই [ভূ] লোক রথন্তর এবং ঐ [স্বর্গ] লোক বৃহৎ। ঐ লোক এই লোকের অনুরূপ এবং এই লোক ঐ লোকের অনুরূপ। এই হেতু এই যে রথন্তরের আধার মন্ত্রে অনুরূপ করা হয়, ইহাতে যজমানকে উভয় লোকেই সম্যক্-রূপে ভোগসমর্থ করা হয়। আবার রথন্তর ব্রহ্ম এবং বৃহৎ ক্ষত্র ; ক্ষত্র নিশ্চিতই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মও ক্ষত্রে প্রতি-

(২) "তম্বা ইদং মরুত্বান জননম্" ইত্যাদি ব্রাহ্মণ ; পূর্ব্বে দেখ।

(৩) ৬।৪৬।১। (৪) ৭।৩২।২২।

(৫) "ত্বামিদ্ধি" ইত্যাদি এবং "অভি ত্বা ভূয়" ইত্যাদি এই দুই প্রগাথে দুইটি করিয়া ঋক্ আছে, কিন্তু প্রয়োগের সময় দুই ঋককে তিন ঋকে পরিণত করিয়া উহাদিগকে শস্ত্রের প্রতিপৎ ও অনুচরে পরিণত করা হয়।

ষ্ঠিত। ইহাতেও ঐ [নিষ্কেবল্য] শস্ত্রের ঐ সামের সহিত সযোনিত্ব (সমানস্থানত্ব) সম্পাদন করা হয়।

"যদ্বাবান"[৬] ইত্যাদি ধায্যা; তাহার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।[৭]

"উভয়ং শৃণবচ্চ নঃ"[৮] ইত্যাদি সামপ্রগাথ [বৃহৎ ও রথন্তর] উভয় সামের অনুকূল; উভয় প্রগাথে উভয় সামেরই প্রয়োগ করিবে।

তৃতীয় খণ্ড

শস্ত্র নিরূপণ

"তমু ষ্টুহি যো অভিভূত্যোজাঃ"[৯] [নিষ্কেবল্য শস্ত্রের এই নিবিদ্ধানীয়] সূক্তে "অভি" শব্দ থাকায় উহা [শত্রুর] অভিভব পক্ষে অনুকূল। [ঐ ঋকের] "অষাঢ়মুগ্রং সহমানমাভিঃ" এই [তৃতীয় চরণে] উগ্র শব্দ ও সহমান শব্দ থাকায় উহা ক্ষত্রের পক্ষে অনুকূল। ঐ সূক্তের ঋক্ পোনেরটি; পঞ্চদশ স্তোম ওজঃস্বরূপ, ইন্দ্রিয়স্বরূপ ও বীর্য্যস্বরূপ। রাজন্যও ওজঃস্বরূপ, ক্ষত্রস্বরূপ ও বীর্য্যস্বরূপ। এতদ্দ্বারা যজমানকে ওজঃ, ক্ষত্র, ও বীর্য্য দ্বারা সমৃদ্ধ করা

---

(৬) ১০।৭৪।৬।

(৭) "তে দেবা অকুর্ব্বন্ সর্ব্বং বো অবোচথা" ইত্যাদি ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে দেখ।

(৮) ৮।৬১।১।

(৯) ১।১৮।

হয়। উহার ঋষি ভরদ্বাজ; বৃহৎ সামও ভরদ্বাজের সম্বন্ধযুক্ত; ঐ ঋষির সম্বন্ধ থাকায় এই ক্রতুও সম্পূর্ণ হয়।

এই ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞে পৃষ্ঠস্তোত্র [কেবল] বৃহৎ-সামসাধ্য হইলেও উহা সমৃদ্ধ;[১] সেই জন্য যেখানে ক্ষত্রিয় যজমান যাগ করেন, সেখানে বৃহৎকেই পৃষ্ঠ করিবে ও তাহাতেই যজ্ঞ সমৃদ্ধ হইবে।

চতুর্থ খণ্ড

শস্ত্র নিরূপণ

[মাধ্যন্দিন সবনে] হোত্রকগণের শস্ত্র ঐকাহিক [প্রকৃতি] যজ্ঞের সমান; ঐকাহিক যজ্ঞে বিহিত হোত্রকগণের শস্ত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির হেতু। শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি ঘটাইয়া উহা সকলবিষয়ে অনুকূল হয় ও সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধ হয়, যজ্ঞের ভ্রংশ ঘটায় না। সকল বিষয়ে অনুকূল ও সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধ হওয়ায় এই সর্ব্বানুকূল ও সর্ব্বসমৃদ্ধ হোত্রকশস্ত্রে সকল কামনা পাওয়া যাইতে পারে। সেই জন্য যেখানে একাহযজ্ঞে সকল স্তোম ও সকল পৃষ্ঠ বিহিত হয় না, সেখানে হোত্রকের শস্ত্রও ঐকাহিকের সমান করিলে যজ্ঞ সমৃদ্ধ হইয়া থাকে।

---

১) প্রকৃত যজ্ঞে বৃহৎ ও রথন্তর এই সামের বিধান আছে, ক্ষত্রিয় পক্ষে কেবল বৃহতের বিধান।

কেহ কেহ বলেন, এই [ক্ষত্রিয় যজ্ঞ] উক্থ্যসংস্থ ; ইহার [সকল স্তোত্রেই] পঞ্চদশ স্তোমের প্রয়োগ করিবে। কেননা পঞ্চদশ স্তোম ওজঃস্বরূপ, ইন্দ্রিয়স্বরূপ ও বীর্য্যস্বরূপ ; রাজন্যও ওজঃস্বরূপ ক্ষত্রস্বরূপ বীর্য্যস্বরূপ; এরূপ করিলে যজমানকে ওজঃ, ক্ষত্র ও বীর্য্য দ্বারা সমৃদ্ধ করা হইবে। ইহার স্তোত্রের ও শস্ত্রের সংখ্যা [সমুদয়ে] ত্রিশটি হইবে ; কেননা বিরাটের ত্রিশ অক্ষর। বিরাট অন্নস্বরূপ; এরূপ করিলে যজমানকে অন্নস্বরূপ বিরাটেই প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। অতএব এই ক্ষত্রিয় যজ্ঞ উক্থ্যসংস্থ হইয়া পঞ্চদশ-স্তোম-বিশিষ্ট হইবে। ইহাই তাঁহারা বলেন।

[উত্তর] ;—[ক্ষত্রিয়ের] জ্যোতিষ্টোম [উক্থ্যসংস্থ না হইয়া] অগ্নিষ্টোমসংস্থই হইবে। স্তোম সকলের মধ্যে ত্রিবৃৎ ক্ষত্রস্বরূপ ও পঞ্চদশ ব্রহ্মস্বরূপ ; ব্রহ্ম ক্ষত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ; ব্রহ্ম পূর্ব্বে থাকিলে যজমানের রাষ্ট্র উগ্র হইবে ও অন্যের নিকট ব্যথা পাইবে না। সপ্তদশ স্তোম বৈশ্যস্বরূপ ও একবিংশ স্তোম শূদ্রবর্ণের অনুরূপ। এতদ্দ্বারা বৈশ্যকে ও শূদ্রবর্ণকে ক্ষত্রিয়ের বর্ত্মানুগামী করা হয়। আবার স্তোমসকলের মধ্যে ত্রিবৃৎ তেজঃস্বরূপ, পঞ্চদশ বীর্য্যস্বরূপ, সপ্তদশ জন্মলাভস্বরূপ, একবিংশ প্রতিষ্ঠাস্বরূপ। এতদ্দ্বারা যজমানকে যজ্ঞশেষে তেজ, বীর্য্য, জন্ম ও প্রতিষ্ঠাদ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়। অতএব ক্ষত্রিয়ের জ্যোতিষ্টোম [ঐ চারিটি স্তোমে যুক্ত] অগ্নিষ্টোমই হইবে। ঐ অগ্নিষ্টোমে স্তোত্র ও শস্ত্রের সংখ্যা সমুদয়ে চব্বিশ ; চব্বিশটি অর্দ্ধমাস একযোগে সংবৎসর হয় ; সংবৎসরে অন্ন সম্পূর্ণ হয়। ইহাতে যজমানকে সম্পূর্ণ অন্নে

প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সেইজন্য [ক্ষত্রিয়ের] জ্যোতিষ্টোম অগ্নিষ্টোমই হইবে, অগ্নিষ্টোমই হইবে।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

পুনরভিষেক

রাজসূয়ে ক্রতু সমাপ্তির পর ক্ষত্রিয়যজমানের অভিষেক হয়। এই অভিষেকের নাম পুনরভিষেক। উহাই সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের বর্ণনীয়।

অনন্তর ক্ষত্রিয়ের পুনরভিষেকের বিধান। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় হইয়া দীক্ষিত হন, তাঁহার ক্ষত্র প্রসূত হয় (স্বকর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়)। তিনি অবভৃথ অনুষ্ঠানের পর অনূবন্ধ্য [-নামক পশুযাগ] সম্পাদন করিয়া উদবসান ইষ্টিদ্বারা কর্ম্ম-সমাপনে প্রবৃত্ত হন। সেই উদবসান ইষ্টি সমাপ্তির পর পুনরায় তাঁহার অভিষেক হয়। এই সকল দ্রব্যসম্ভার ঐ কর্ম্মের পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিতে হয় যথা :—উডুম্বরনির্ম্মিত আসন্দী—উহার প্রাদেশপ্রমাণ [চারিটি] পদ থাকিবে, তাহার মাথার ও পার্শ্বের কাষ্ঠগুলি অরত্নি-(প্রাদেশদ্বয়)-প্রমাণ হইবে। মুঞ্জ তৃণদ্বারা তাহার বয়ন (ছাউনি) হইবে। ব্যাঘ্রচর্ম্ম আস্তরণ হইবে। তদ্ভিন্ন উডুম্বরের চমস, ও একটি

উদুম্বর শাখা আবশ্যক। ঐ চমসে এই আটটি দ্রব্য রাখিতে হইবে; দধি, মধু, সর্পি, আতপযুক্ত বৃষ্টির জল, বাষ্প, তোক্ম (অঙ্কুর), সুরা ও দূর্ব্বা। [দেবযজনদেশে বেদির উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণে যে তিনটি রেখা স্ফ্যদ্বারা অঙ্কিত করা হয় তন্মধ্যে] বেদির দক্ষিণদিকের স্ফ্য-অঙ্কিত রেখায় পূর্ব্বমুখ করিয়া ঐ আসন্দী স্থাপন করিবে। ঐ আসন্দীর দুই পা বেদির ভিতরে ও দুই পা বেদির বাহিরে থাকিবে। ঐ ভূমি শ্রীস্বরূপ। বেদির ভিতরে যে ভূমি আছে, উহা পরিমিত (অল্প); বেদির বাহিরে যে ভূমি থাকে, তাহা অপরিমিত ও বিস্তীর্ণ। সেই জন্য বেদির ভিতরে দুই পা ও বেদির বাহিরে দুই পা রাখিলে বেদির ভিতরে ও বেদির বাহিরে যে যে কামনা সিদ্ধ হয়, সেই উভয় কামনাই লাভ করা যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড

পুনরভিষেক

লোমের দিক্ উপরে রাখিয়া ও গ্রীবাভাগ পূর্ব্বমুখে করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মের আস্তরণ ঐ আসন্দীর উপর পাতিতে হইবে। ঐ যে ব্যাঘ্র, উহা আরণ্য পশুগণের মধ্যে ক্ষত্রস্বরূপ; রাজন্যও ক্ষত্রস্বরূপ। ইহাতে ক্ষত্রদ্বারা ক্ষত্রকে সমৃদ্ধ করা হয়। যজমান ঐ আসন্দীর পশ্চাতে পূর্ব্বমুখে বসিয়া দক্ষিণ জানু ভূমিস্পৃষ্ট করিয়া উভয় হস্তে আসন্দী স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র

পড়িবেন ঃ—"গায়ত্রীছন্দের সহিত যুক্ত হইয়া অগ্নি, তথা উষ্ণিষের সহিত সবিতা, অনুষ্টুভের সহিত সোম, বৃহতীর সহিত বৃহস্পতি, পঙ্‌ক্তির সহিত মিত্রাবরুণ, ত্রিষ্টুভের সহিত ইন্দ্র, জগতীর সহিত বিশ্বদেবগণ তোমাতে আরোহণ করুন। তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্য, সাম্রাজ্য, ভৌজ্য, স্বারাজ্য, বৈরাজ্য, পারমেষ্ঠ্য রাজ্য, মাহারাজ্য, আধিপত্য, স্ববশতা ও চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভের জন্য আমিও তোমাতে আরোহণ করিব।"[১] এই বলিয়া আগে দক্ষিণ জানু ও পরে বাম জানু দ্বারা ঐ আসন্দীতে আরোহণ করিবেন। এইরূপ অনুষ্ঠানই বিধেয়। যে সকল ছন্দে উত্তরোত্তর চারিটি অক্ষর বাড়িয়া গিয়াছে, সেই সেই ছন্দের সহিত যুক্ত হইয়া দেবগণ এই শ্রীস্বরূপ আসন্দীতে আরোহণ করিয়াছেন ও উহাতেই তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন; যথা, অগ্নি গায়ত্রীর সহিত, সবিতা উষ্ণিষের সহিত, সোম অনুষ্টুভের সহিত, বৃহস্পতি বৃহতীর সহিত, মিত্রাবরণ পঙ্‌ক্তির সহিত, ইন্দ্র ত্রিষ্টুভের সহিত ও বিশ্বদেবগণ জগতীর সহিত আরোহণ করিয়াছেন। "অগ্নের্গায়ত্র্যভবৎ সযুগ্‌বা"—গায়ত্রী অগ্নির সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন—ইত্যাদি ঋকে এই সকল দেবতা ও ছন্দের [যোগের বিষয়] বলা হইয়াছে। যে যজমান ক্ষত্রিয় হইয়া এই সকল দেবতার অনুবর্ত্তী হইয়া এই আসন্দীতে আরোহণ করেন, তাঁহার

(১) রাজ্যং দেশাধিপত্যম্। সাম্রাজ্যং ধর্ম্মেণ পালনম্। ভৌজ্যং ভোগসমৃদ্ধিঃ। স্বারাজ্যং অপরাধীনত্বম্। বৈরাজ্যমিতরেভ্যো ভূপতিভ্যো বৈশিষ্ট্যম্। পারমেষ্ঠ্যং প্রজাপতিলোকপ্রাপ্তিঃ মাহারাজ্যং তত্রত্যেভ্য ইতরেভ্যো আধিক্যম্। আধিপত্যং তানিতরান্ প্রতি স্বামিত্বম্। স্বাবশ্যমপারতন্ত্র্য [illegible] ন্যায়

যোগ (অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভ) ও ক্ষেম (প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা) সম্পাদিত হয়, তিনি উত্তরোত্তর শ্রীলাভ করেন ও প্রজাগণের ঈশ্বরত্ব ও আধিপত্য লাভ করেন।

অনন্তর (আসন্দীতে আরোহণের পর) তাঁহার অভিষেক করিবার জন্য জলের শান্তি মন্ত্র বলাইবেন ;—"অহে অপ্‌সমূহ ; শিব (মঙ্গলময়) চক্ষুদ্বারা আমার দিকে চাহিয়া দেখ ; শিব তনুদ্বারা আমার ত্বক্ স্পর্শ কর ; অপ্সুষদ—জলে অধিষ্ঠিত[১]—দেবগণকে আমি আহ্বান করিতেছি ; তোমরা আমাতে বর্চ্চঃ (কান্তি) বল ও ওজঃ আধান কর।" [এই মন্ত্র পাঠ করিলে] অশান্ত অপ্‌সমূহ অভিষেকান্তে যজমানের বীর্য্য হরণ করিতে পারে না।

তৃতীয় খণ্ড

পুনরভিষেক

তৎপরে উডুম্বর-শাখা তাঁহার [মস্তকের] উপরে ব্যবধান রাখিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বারা অভিষেক করিবে। [প্রথম মন্ত্র] "এই জল শিবতম (অত্যন্ত মঙ্গলপ্রদ), ইহা সকল [রোগের] ভেষজস্বরূপ, ইহা অমৃতস্বরূপ।" [দ্বিতীয় মন্ত্র] "প্রজাপতি যে জলদ্বারা ইন্দ্রকে, রাজা সোমকে, বরুণকে, যমকে ও মনুকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই জলদ্বারা তোমাকে

(১) অপ্সু জলেষু সীদন্তীতি অপ্সুষদঃ ঔর্ব্বাদয়ঃ অগ্নয়ঃ। (সায়ণ)

অভিষিক্ত করিতেছি ; তুমি ইহলোকে রাজার মধ্যে অধিরাজ হও।" [তৃতীয় মন্ত্র] তোমার জনয়িত্রী দেবী তোমাকে মহতের মধ্যে মহান্ ও চর্ষণীগণের (মনুষ্যগণের) মধ্যে সম্রাট্-রূপে জন্ম দিয়াছেন,সেই ভদ্রা জননীইতোমার জন্ম দিয়াছেন।" [চতুর্থ মন্ত্র] "বল, শ্রী, যশ ও অন্ন লাভের উদ্দেশে সবিতা দেবের প্রেরণাক্রমে অশ্বিদ্বয়ের বাহু, পূষার হস্ত, অগ্নির তেজ, সূর্য্যের কান্তি ও ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়দ্বারা তোমাকে আমি অভিষিক্ত করিতেছি।"

এই যজমান অন্ন ভক্ষণ করিবেন, এই ইচ্ছা করিলে "ভূ" এই [ব্যাহৃতি], ইঁহারা দুই পুরুষে [অন্ন ভক্ষণ করিবেন] এই ইচ্ছা করিলে "ভূর্ভুবঃ" এই [ব্যাহৃতিদ্বয়], ইঁহারা তিন পুরুষে [অন্ন ভক্ষণ করিবেন] অথবা ইনি অপ্রতিম (অতুলনীয়) হইবেন, এই ইচ্ছা করিলে "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই [ব্যাহৃতিত্রয়], উচ্চারণ করিয়া অভিষেক করিবেন। এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, এই যে ব্যাহৃতিসকল, ইহা সর্ব্বফলপ্রাপ্তিহেতু, এতদ্দ্বারা যজমান অন্য ক্ষত্রিয়কে অতিক্রম করিয়া সকল মন্ত্রেই অভিষিক্ত হন ; অতএব [ব্যাহৃতি প্রয়োগ না করিয়া কেবল] "দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোবাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্ অগ্নেস্তেজসা সূর্য্যস্য বর্চসেন্দ্রস্যেন্দ্রিয়েণাভিষিঞ্চামি বলায় শ্রিয়ৈ যশসেঽন্নাদ্যায়" এই [যজুঃ] মন্ত্রেই অভিষেক করা উচিত।

কিন্তু এই মতের নিরাকরণ হইয়া থাকে। যদি এই যজমানকে অসম্পূর্ণ (ব্যাহৃতিহীন) বাক্যদ্বারা অভিষিক্ত করা হয়, তাহা হইলে আয়ু পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার [ইহলোক

হইতে] প্রয়াণের (মৃত্যুর) আশঙ্কা থাকে। ঐ ব্যাহৃতি দ্বারা যাহার অভিষেক না হয়, তাহার সম্বন্ধে সত্যকাম জাবাল ইহাই বলিয়াছিলেন। উদ্দালক আরুণি বলিয়াছেন যে, যাঁহাকে ঐ ব্যাহৃতিত্রয় দ্বারা অভিষিক্ত করা হয়, তিনি পূর্ণ আয়ু পাইতে সমর্থ হন ও [শত্রুর] বিজয় দ্বারা তিনি সকল [ভোগ] পাইয়া থাকেন। এই জন্য "দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামগ্নেস্তেজসা সূর্য্যস্য বর্চ্চসা ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়েণাভিষিঞ্চামি বলায় শ্রিয়ৈ যশসেঽন্নাদ্যায় ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই মন্ত্রে তাঁহার অভিষেক করিবে।

যাগকারী ক্ষত্রিয় হইতে এই সকল অপগত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম ও ক্ষত্র; জলের রস, ওষধিসমূহের বিকার অন্ন; ব্রহ্মবর্চস, অন্নপুষ্টি ও পুত্রোৎপত্তি। এই সমস্ত ক্ষত্রের অনুকূল। আর অন্নের ও ওষধির রস ক্ষত্রের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ। সেইজন্য অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের সম্মুখে এই যে দুই আহুতি দেওয়া হয়[১], তাহাতে এই যজমানে ব্রহ্ম ও ক্ষত্র উভয়ই স্থাপিত হয়।

চতুর্থ খণ্ড

পুনরভিষেক

উডুম্বরের আসন্দী, উডুম্বরের চমস ও উডুম্বরের শাখা, এই সকলের ব্যবহার হয়। উডুম্বর অন্ন ও রসস্বরূপ;

(১) ব্রহ্ম প্রপদ্যে স্বাহা, ক্ষত্রং প্রপদ্যে স্বাহা, এই দুই মন্ত্রে আহুতি দিতে হয়

এতদ্দ্বারা যজমানে অন্নের ও রসের স্থাপনা হয়। আর যে দধি, মধু ও ঘৃতের ব্যবহার হয়, উহা জলের ও ওষধির রস-স্বরূপ; এতদ্দ্বারা যজমানে জলের ও ওষধির রস স্থাপন করা হয়। আর যে আতপযুক্ত বৃষ্টির জল, ঐ জল তেজঃ-স্বরূপ ও ব্রহ্মবর্চসস্বরূপ; এতদ্দ্বারা যজমানে তেজ ও ব্রহ্ম-বর্চ্চস স্থাপিত হয়। আর যে শষ্প ও তোক্ম (অঙ্কুর), উহা অন্নস্বরূপ, উহা পুষ্টি ও সন্তানোৎপাদনের অনুকূল; এতদ্দ্বারা যজমানে অন্ন, পুষ্টি ও পুত্রোৎপাদন শক্তির স্থাপনা হয়। আর ঐ যে সুরা, উহা ক্ষত্রস্বরূপ ও উহা অন্নের রস; এতদ্দ্বারা যজমানে ক্ষত্রের স্বরূপ অন্নের রস স্থাপিত হয়। আর যে দূর্ব্বা, ঐ দূর্ব্বা ওষধিমধ্যে ক্ষত্রস্বরূপ; রাজন্যও ক্ষত্রস্বরূপ; ক্ষত্রিয় রাষ্ট্রে বর্ত্তমান থাকিয়াও সর্ব্বত্র বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠিত থাকেন; দূর্ব্বাও আপন মূলদ্বারা বিস্তৃত হইয়া ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এইজন্য এই যে দূর্ব্বার ব্যবহার হয়, এতদ্দ্বারা যজমানে ওষধিগণের ক্ষত্রের ও প্রতিষ্ঠার স্থাপনা হয়। যাগকারী এই ক্ষত্রিয় হইতে এই যে সকল দ্রব্য উৎক্রান্ত হয়, সেই সকলই এই যজমানে স্থাপিত হয় ও এতদ্দ্বারা তিনি সমৃদ্ধ হন।

অনন্তর (অভিষেকের পর) ঐ ক্ষত্রিয়ের হস্তে সুরাপূর্ণ কাংস্যপাত্র স্থাপন করিবে। "স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া, ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ"[১]—অহে সোম (সুরাদ্রব্য), অতিশয় স্বাদু ও মাদক তোমার ধারাদ্বারা [এই যজমানকে] পূত কর; তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য অভিষুত হইয়াছ—এই

---

(১) ৯।১।১।

মন্ত্রে [ঐ কাংস্যপাত্র] হস্তে দিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রে শান্তি বাচন করিবে ; যথা—"অহে সুরা ও সোম, তোমাদের জন্য দেবগণ পৃথক্ রূপে স্থান কল্পনা করিয়াছেন , পরম ব্যোমে,[২] তোমরা পরস্পর সংসর্গ করিও না। তুমি তেজস্বিনী সুরা ; আর ইনি রাজা সোম ; তোমরা আপন আপন স্থানে প্রবেশ কর ও ইঁহার (এই ক্ষত্রিয়ের) হিংসা করিও না।" এই মন্ত্রে সোমপান ও সুরাপান উভয়কে পৃথক্ করা হইতেছে। ঐ সুরাপানের পর যে ব্যক্তিকে আপনার রাতি (ধনদাতা মিত্র) বলিয়া মনে করিবে, তাহাকেই [পানের পর] অবশিষ্ট সুরা দান করিবে। ইহাই (এইরূপে উভয়ে মিলিয়া একপাত্রে সুরাপান) মিত্রত্বের অনুকূল ; এতদ্দ্বারা ঐ সুরাকে পানান্তে মিত্রেই প্রতিষ্ঠিত করা হয় ও পানকারীও মিত্রে প্রতিষ্ঠিত হন। যে ইহা জানে, সেও প্রতিষ্ঠিত হয়।

পঞ্চম খণ্ড

পুনরাভিষেক

অনন্তর (সুরাপানের পর) [ভূমিস্থিত] উদুম্বরশাখার অভিমুখে [আসন্দী হইতে] অবরোহণ করিবে। উদুম্বর অন্ন ও রসস্বরূপ ; এতদ্দ্বারা অন্ন ও রসের অভিমুখে অবরোহণ

(২) পরমে ব্যোমনি উৎকৃষ্টে উদরাকাশে (সায়ণ) ক্ষত্রিয় যজমানের উদরে সুরা ও সোমের জন্য পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে ; উভয়ে পৃথক ভাবে স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিবে, একত্র মিশ্রিত হইবে না, ইহাই তাৎপর্য্য।

করা হয়। [আসন্দীর] উপরে উপবিষ্ট থাকিয়াই ভূমিতে উভয় পদ স্থাপন করিয়া এই অবরোহণকালীন মন্ত্র বলিবে—"আমি দ্যাবাপৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি, প্রাণ ও অপানে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি, অহোরাত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি, অন্নপানে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি, ব্রহ্মে ক্ষত্রে ও এই লোকত্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি।" যে ক্ষত্রিয় পুনরভিষেকে অভিষিক্ত হইয়া এই মন্ত্রে প্রত্যবরোহণ করেন, তিনি [অভিষেকের] অন্তে সমস্ত আত্মাদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হন, এই সমুদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন, উত্তরোত্তর শ্রীলাভ করেন ও প্রজাগণের ঈশ্বরত্ব ও আধিপত্য লাভ করেন।

ঐ প্রত্যবরোহণ মন্ত্রে প্রত্যবরোহণের পর [ভূমিতে] উপস্থ আসনে[1] পূর্ব্বমুখে বসিয়া "নমো ব্রহ্মণে নমো ব্রহ্মণে নমো ব্রহ্মণে" এইরূপে তিনবার ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া "বরং দদামি জিত্যা অভিজিত্যৈ বিজিত্যৈ সংজিত্যৈ"[2] জয়, অতিজয়, বিজয় ও সংজয়ের জন্য [ব্রাহ্মণকে] বর (গাভী) দান করিতেছি—এই মন্ত্রে বাক্য ত্যাগ করিবে। "নমো ব্রহ্মণে নমো ব্রহ্মণে নমো ব্রহ্মণে" বলিয়া তিনবার যে ব্রহ্মাকে প্রণাম করা হয়, এতদ্দ্বারা ক্ষত্রকে (ক্ষত্রিয়ত্বকে) ব্রহ্মের (ব্রাহ্মণত্বের) বশীভূত করা হয়। যেখানে ক্ষত্র ব্রহ্মের বশীভূত থাকে, সেখানে রাষ্ট্র সমৃদ্ধ ও বীরপুরুষযুক্ত হয়; সেই ক্ষত্রিয়ের বীর [পুত্র] জন্মে। আর যে "বরং

---

(১) উপস্থমাসন-বিশেষম্।

(২) জিতিঃ জয়মাত্রম্। অভিবুঃ সর্ব্বেষু দেবেষু জিতিঃ অভিজিতিঃ। প্রবলদুর্ব্বলশত্রূণাং [illegible] বিবিধো জয়োবিজিতিঃ। পুনঃ শত্রুরাহিত্যায় সম্যগ্‌জয়ঃ সংজিতিঃ"

দদামি জিত্যা অভিজিত্যৈ বিজিত্যৈ সংজিত্যৈ” এই মন্ত্রে বাগ্‌বিসর্গ করা হয়, উহার মধ্যে যে “দদামি”—দিতেছি—এই পদ আছে, উহাতেই বাক্যের জয় ঘটে। এই যে বাক্যের জয়, ইহাতেই যজমানের এই কর্ম্ম সমাপ্তি লাভ করে।

বাক্য বিসর্জ্জনের পর [আসন হইতে] উঠিয়া এই মন্ত্রে আহবনীয়ে সমিৎ প্রক্ষেপ করিবে ; যথা “সমিদসি সমেধিষীমহি ইন্দ্রিয়েণ বীর্য্যেণ স্বাহা”—তুমি সমিৎ, তুমি ইন্দ্রিয় ও বীর্য্য দ্বারা [আমাকে] সংযুক্ত কর, স্বাহা—এতদ্দ্বারা ইন্দ্রিয় ও বীর্য্যদ্বারা আপনাকে কর্ম্মান্তে সমৃদ্ধ করা হয়।

সমিৎ আধানের পর পূর্ব্বোত্তর মুখে (ঈশানকোণের মুখে) এই মন্ত্রে তিন পদ পরিক্রমণ করিবে—“তুমি দিক্‌সমূহের কল্পনা করিতেছ, দেবগণের অভিমুখে আমাকে কল্পনা কর, আমার যোগক্ষেমের কল্পনা কর, আমার অভয় হউক।” এই-রূপে ক্ষত্রিয় পরাজয়রহিত দিকে উপস্থিত হন ; ঐ দিক্‌ পূর্ব্বে জিত হইয়াছিল, এখন ইহা পরাজয়রহিত হয়। অতএব এই কর্ম্মই বিধেয়।

ষষ্ঠ খণ্ড

পুনরভিষেক

দেবগণ ও অসুরগণ এই লোকসমূহে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বদিকে যুদ্ধ হইয়াছিল; সেখানে অসুরেরা জয়লাভ করিয়াছিল ; পরে দক্ষিণদিকে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেখানেও অসু-

রেরা জয়লাভ করিয়াছিল ; পরে পশ্চিমদিকে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেখানেও অসুরেরা জয়লাভ করিয়াছিল ; পরে উত্তরদিকে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেখানেও অসুরেরা জয়লাভ করিয়াছিল । পরে যখন পূর্ব্ব ও উত্তর এই উভয়ের অবান্তর (মধ্যবর্ত্তী) দেশে (অর্থাৎ ঈশানকোণে) যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন দেবগণ জয়লাভ করিয়াছিলেন ।

দুই সেনা [যুদ্ধার্থ] পরস্পর সম্মুখীন হইলে যদি [জয়ার্থী] ক্ষত্রিয় সেই অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, "যাহাতে আমি এই [শত্রুপক্ষের] সেনা জয় করিতে পারি, সেইরূপ আমাকে [সাহায্য] করুন", তাহাতে যদি তিনি "তাহাই করিব" বলিয়া সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি (অর্থাৎ সেই সাহায্যকারী অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়) "বনস্পতে বীড্বঙ্গো হি ভূয়াঃ" [১] এই মন্ত্রে তাঁহার রথের ঊর্দ্ধভাগ স্পর্শ করিয়া পরে সেই [সাহায্যপ্রার্থী] ক্ষত্রিয়কে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র বলিবেন ;—যথা "তুমি এই [পূর্ব্বোত্তর বা ঈশান] দিকে উপস্থিত হও, তোমার রথ [অস্ত্রাদিতে] সজ্জিত হইয়া [প্রথমে] ঐদিকের অভিমুখে (ঈশান মুখে) চলুক ; পরে রথ [ক্রমান্বয়ে] উত্তরমুখে, পশ্চিমমুখে, দক্ষিণমুখে ও পূর্ব্বমুখে চলিয়া শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হউক ।" তৎপরে "অভীবর্ত্তেন হবিষা" [২] এই সূক্তে [জয়ার্থী] ব্যক্তিকে ঐসকল দিকে যাইতে বলিবেন, এবং তিনি যখন যাইতে পারিবেন,

(১) ৬।৪৭।২৬ ।

(২) ১০।১৭৪।১

তখন অপ্রতিরথসূক্ত [৩] শাসসূক্ত [৪] ও সৌপর্ণসূক্ত [৫] পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিবেন। এরূপ করিলে সেই ব্যক্তি [শত্রুর] সেনা জয় করিতে পারিবেন।

আর যদি কোন ব্যক্তি সংগ্রামে (দ্বন্দ্বযুদ্ধে) প্রবৃত্ত হইয়া সেই [অভিষিক্ত] ক্ষত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন "যাহাতে আমি এই সংগ্রামে জয়লাভ করি, সেইরূপ আমাকে [সাহায্য] করুন," তাহা হইলেও তিনি সেই ব্যক্তিকে ঐ [ঈশান] দিকেই যুদ্ধ করিতে বলিবেন : তাহাতেই তিনি সংগ্রামে জয়লাভ করিবেন।

যদি কোন ব্যক্তি রাষ্ট্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এই [অভিষিক্ত] ক্ষত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, "যাহাতে আমি এই রাষ্ট্র ফিরিয়া পাই, সেইরূপ আমাকে [সাহায্য] করুন," তাহা হইলেও তিনি সেই ব্যক্তিকে সেইদিকে প্রস্থান করিতে বলিবেন ; তাহাতেই সে ব্যক্তি রাষ্ট্র ফিরিয়া পাইবেন।

সেই [অভিষিক্ত] ক্ষত্রিয় [তিনপদ পরিক্রমণ ও ঈশান মুখে উপস্থানের পর] "অপ প্রাচ ইন্দ্র বিশ্বাঁ অমিত্রান্" [৬] এই শত্রুনাশক ঋক্ উচ্চারণ করিয়া গৃহে যাইবেন। এইরূপ করিলে সকল স্থানেই তাঁহার শত্রুনাশ ও অভয় ঘটে। যিনি এইরূপে ঐ শত্রুনাশক মন্ত্র বলিয়া গৃহে প্রতিগমন করেন, তিনি উত্তরোত্তর শ্রীলাভ করেন, এবং প্রজাগণের ঈশ্বরত্ব ও আধিপত্য লাভ করেন।

(৩) "আশুঃ শিশানঃ" ইত্যাদি ১০ মণ্ডলের ১০৩ সূক্ত।

(৪) "শাস ইত্থা" ইত্যাদি ১০ মণ্ডলের ১৫২ সূক্ত।

(৫) "প্রধারয়ন্তু মধুনঃ" ইত্যাদি সূক্ত (ঋ) ১০।১৭৭।

গৃহে প্রতিগমনের পর অন্য কর্ম্মের শেষে গৃহ্য (স্মার্ত্ত) অগ্নির পশ্চাতে উপবিষ্ট এবং অন্বারব্ধ সেই ক্ষত্রিয়ের অনার্ত্তি (পীড়াহানি), অরিষ্টি (শত্রুহানি), অজ্যানি (দ্রব্যপ্রাপ্তি) ও অভয় কামনায় ঋত্বিক্ (অধ্বর্য্যু) কাংস্যপাত্রে চারিবার আজ্য গ্রহণ করিয়া যথাবিধি [নিম্নোক্ত প্রপদ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক][৭] ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনবার আহুতি দিবেন।

সপ্তম খণ্ড

পুনরভিষেক

[১] "পর্য্যূ ষু প্রধন্ব বাজসাতয়ে, পরি বৃত্রা-[ভূর্ব্রহ্ম প্রাণমমৃতং প্রপদ্যতেঽয়মসৌ শর্ম্ম বর্ম্মাভয়ং স্বস্তয়ে সহ প্রজয়া সহ পশুভিঃ]-ণি সক্ষণিঃ, দ্বিষস্তরধ্যা ঋণয়া ন ঈয়সে স্বাহা"[১] —হে ইন্দ্র, আমাদের চারিদিকে অন্নদানের নিমিত্ত প্রস্তুত হও, বৃত্রসমূহের (শত্রুগণের) সক্ষণি (বিনাশকর্ত্তা) হও, আমাদের দ্বেষকারী শত্রুর বধের জন্য চেষ্টা কর—[এই সেই ক্ষত্রিয় ভূর্লোক ব্রহ্ম প্রাণ ও অমৃত প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাঁর স্বস্তির জন্য প্রজা ও পশুর সহিত শর্ম্ম (সুখ) বর্ম্ম (কবচ) ও অভয় দান কর]—স্বাহা।

(৭) এই প্রপদ মন্ত্রত্রয় পর খণ্ডে বলা হইবে। এক মন্ত্রের ভিতরে অন্য পদ প্রক্ষিপ্ত করিয়া প্রপদমন্ত্র গঠিত হয়। প্রক্ষিপ্তং পদান্তরং যস্মিন্নুচ্চারণে তদুচ্চারণং প্রপদম্।

(১) ৯ মণ্ডলের ১১০ সূক্তের প্রথম ঋক্। ইহার দ্বিতীয় চরণ "পরি বৃত্রাণি সক্ষণিঃ" এই চরণের মধ্যে "ভূর্ব্রহ্ম...... পশুভিঃ" এই পদগুলি প্রক্ষেপ করিয়া প্রথম প্রপদ মন্ত্র গঠিত হইল।

[২] "অনু হি ত্বা সুতং সোম মদামসি, মহে সম-[ভুবো ব্রহ্ম প্রাণমমৃতং প্রপদ্যতেঽয়মসৌ শর্ম্মবর্ম্মাভয়ং স্বস্তয়ে সহ প্রজয়া সহ পশুভিঃ]-র্য রাজ্যে, বাজাঁ অভি পবমান প্রগাহসে স্বাহা"[২]—হে সোম, অভিষবের পর তোমাকে পাইয়া আমরা মত্ত হইয়াছি ; অহে সমরপটু [ইন্দ্র], মহৎ রাজ্যে ইঁহাকে স্থাপন কর ; হে পবমান, চারিদিকে অন্ন সম্পাদন কর ;—[এই সেই ক্ষত্রিয় ভুবর্লোক ব্রহ্ম প্রাণ ও অমৃত প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইঁহার স্বস্তির জন্য প্রজা ও পশুর সহিত শর্ম্ম বর্ম্ম ও অভয় দান কর]—স্বাহা।

[৩] "অজীজনো হি পবমান সূর্য্যং, বিধারে শ-[স্বর্ব্রহ্ম প্রাণমমৃতং প্রপদ্যতেঽয়মসৌ শর্ম্ম বর্ম্মাভয়ং স্বস্তয়ে সহ প্রজয়া সহ পশুভিঃ]-ক্মনা পয়ঃ, গোজীরয়া রংহমাণঃ পুরং ধ্যা স্বাহা"[৩]—হে পবমান [ইন্দ্র], তুমি সূর্য্যের জন্ম দিয়াছ, শক্তিদ্বারা তুমি [মেঘমধ্যে] জল ধারণ করিতেছ, গাভীগণের জীবনার্থ যত্নপর হইয়া পূর্ণ ফলদানবিষয়ে চিন্তা কর ;—[এই সেই ক্ষত্রিয় স্বর্লোক ব্রহ্ম প্রাণ ও অমৃত প্রাপ্ত হইয়াছেন ; ইহাঁর স্বস্তির জন্য প্রজা ও পশুর সহিত শর্ম্ম বর্ম্ম ও অভয় দান কর]—স্বাহা।

[অভিষেক ক্রিয়ার অন্তে] ঋত্বিক্ (অধ্বর্য্যু) যাঁহার

(২) ৯ মণ্ডল ১১০ সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্ ; ইহার দ্বিতীয় চরণ "মহে সমর্য্য রাজ্যে" ; তাহার মধ্যে "ভুবো ব্রহ্ম......পশুভিঃ" এই পদগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

(৩) ৯ মণ্ডল ১১০ সূক্তের তৃতীয় ঋক ; ইহার দ্বিতীয়চরণ "বিধারে শক্মনা পয়ঃ," ইহার মধ্যে "স্বর্ব্রহ্ম......পশুভিঃ" এই পদগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

জন্য কাংস্য পাত্রে চারিবার আজ্য গ্রহণ করিয়া প্রপদ উচ্চারণ-পূর্ব্বক ইন্দ্রের উদ্দেশে এই তিন আহুতি দেন, তিনি আর্ত্তি-হীন, রিষ্টিহীন ও অপরাজিত থাকিয়া এবং ত্রয়ীবিদ্যাদ্বারা রক্ষিত হইয়া[৪] সকল দিক্ অনুসরণ করিয়া সঞ্চরণ করেন ও ইন্দ্রের লোকে প্রতিষ্ঠিত হন।

অনন্তর (হোমের পর) সর্ব্বকর্ম্মশেষে এই মন্ত্রে গাভী, অশ্ব ও পুরুষের উৎপত্তি প্রার্থনা করিবে; যথা—"ইহ গাবঃ প্রজায়ধ্বমিহাশ্বা ইহ পূরুষাঃ, ইহো সহস্রদক্ষিণো বীরস্ত্রাতা নিষীদতু"—গাভীগণ, অশ্বগণ, পুরুষগণ, এই রাজ্যে তোমরা উৎপন্ন হও; এই রাজ্যেই বীর (পুরুষ) সহস্র [গাভী] দক্ষিণাদানে সমর্থ হইয়া [প্রজার] ত্রাণকর্ত্তারূপে অবস্থান করুন। যিনি কর্ম্মান্তে এইরূপে গাভী, অশ্ব ও পুরুষের প্রার্থনা করেন, তিনি বহু প্রজা ও পশুলাভে বর্দ্ধিত হন। ইহা জানিয়া [ঋত্বিকেরা] যে ক্ষত্রিয়ের যাগ করেন, সেই ক্ষত্রিয় কাহারও নিকট অপকর্ষ প্রাপ্ত হন না। আর ইহা না জানিয়া ঋত্বিকেরা যাঁহার যাগ করেন, তিনিই অপকর্ষ প্রাপ্ত হন। নিষাদ অথবা চোর[৫] অথবা পাপকারীরা যেমন বিত্তবান্ (ধনী) পুরুষকে অরণ্যে লইয়া গিয়া তাহাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া তাহার বিত্ত অপহরণপূর্ব্বক পলাইয়া যায়, সেইরূপ সেই [অনভিজ্ঞ] ঋত্বিকেরাও যজমানকে [নরকরূপ] গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া তাহার বিত্ত (তদ্দত্ত দক্ষিণাদি) লইয়া পলায়ন করে।

(৪) "ত্রয্যৈ বিদ্যায়ৈ রূপেণ গুপ্তঃ বেদত্রয়োক্তমন্ত্রেণ রক্ষিতঃ" (সায়ণ)

পরিক্ষিতের পুত্র জনমেজয় ইহা জানিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন যে, আমি ইহা জানি, আর যাঁহারা ইহা জানেন সেই ঋত্বিকেরা আমার যাগ করেন, অতএব আমি জয়লাভ করিব, আমার প্রতিকূলবর্ত্তী সেনাকে আমি তাহার প্রতিকূল সেনাদ্বারা জয় করিব, দেবপ্রেরিত বা মনুষ্যপ্রেরিত বাণ আমাকে স্পর্শ করিবে না, আমি পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হইব, ও সার্ব্বভৌম (অধিপতি) হইব। ইহা জানিয়া ঋত্বিকেরা যাঁহার জন্য যাগ করেন, তাঁহাকে দেবপ্রেরিত বা মনুষ্যপ্রেরিত বাণ স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হন ও সার্ব্বভৌম (অধিপতি) হইয়া থাকেন।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়
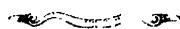
প্রথম খণ্ড

ঐন্দ্র মহাভিষেক

ক্ষত্রিয় রাজার অভিষেক বর্ণিত হইল। দেবগণ ইন্দ্রকে যে অনুষ্ঠান দ্বারা দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই ঐন্দ্র মহাভিষেক অনুষ্ঠান এই অধ্যায়ে বর্ণনীয়। ইহাতে আরোহণ, উৎক্রোশন, অভিমন্ত্রণ প্রভৃতি কয়েকটি অতিরিক্ত অনুষ্ঠান আছে ; সেইগুলি বিশেষতঃ বর্ণিত হইতেছে।

তদনন্তর ইন্দ্রের মহাভিষেক। প্রজাপতির সহিত দেবগণ বলিয়াছিলেন, ইনিই (ইন্দ্রই) দেবগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা

তেজস্বী, বলিষ্ঠ, সহিষ্ণু, সাধুশীল ও [কার্য্য সম্পাদনে] পারক, ইঁহাকেই আমরা অভিষিক্ত করিব। তাহাই হউক বলিয়া তাঁহারা ইন্দ্রকেই তখন অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার জন্য দেবগণ ঋক্-নামক আসন্দী সংগ্রহ করিলেন; বৃহৎ ও রথন্তরকে ঐ আসন্দীর সম্মুখের পা করিলেন, বৈরূপ ও বৈরাজকে পশ্চাতের পা করিলেন, শাক্বর ও রৈবতকে শীর্ষস্থ ফলক করিলেন, নৌধস ও কালেয়কে পার্শ্বস্থ ফলক করিলেন, ঋক্সমূহকে পূর্ব্বমুখে বিস্তার করিয়া ও সামসমূহকে তির্য্যক্ ভাবে বয়ন করিয়া [ছাউনি] প্রস্তুত করিলেন, যজুঃসকল [ঐ ছাউনির অন্তর্গত] ছিদ্র হইল, যশ আস্তরণ হইল, শ্রী উপবর্হণ (উপাধান) হইল। সবিতা ও বৃহস্পতি ঐ আসন্দীর সম্মুখের দুই পা ধরিলেন, বায়ু ও পূষা পশ্চাতের দুই পা ধরিলেন, মিত্র ও বরুণ শীর্ষফলকদ্বয় ধরিলেন ও অশ্বিদ্বয় পার্শ্বের ফলকদ্বয় ধরিলেন। ইন্দ্র সেই আসন্দীতে এই মন্ত্রে আরোহণ করিলেন, যথা—"[হে আসন্দি] গায়ত্রী ছন্দ ত্রিবৃৎ স্তোম ও রথন্তর সামের সহিত বসুগণ তোমাতে আরোহণ করুন, আমি সাম্রাজ্যের জন্য তাঁহাদের পশ্চাৎ আরোহণ করি; ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ পঞ্চদশ স্তোম ও বৃহৎ সামের সহিত রুদ্রগণ তোমাতে আরোহণ করুন, আমি ভৌজ্যের জন্য তাঁহাদের পশ্চাৎ আরোহণ করি; জগতী ছন্দ সপ্তদশ স্তোম ও বৈরূপ সামের সহিত আদিত্যগণ তোমাতে আরোহণ করুন, আমি স্বারাজ্যের জন্য তাঁহাদের পশ্চাৎ আরোহণ করি; অনুষ্টুপ্ ছন্দ একবিংশ স্তোম ও বৈরাজ সামের সহিত বিশ্বদেবগণ তোমাতে আরোহণ করুন, আমি বৈরাজ্যের

জন্য তাঁহাদের পশ্চাৎ আরোহণ করি; পঙ্‌ক্তি ছন্দ ত্রিণব স্তোম ও শাক্কর সামের সহিত সাধ্যগণ ও আপ্ত্যদেবগণ তোমাতে আরোহণ করুন, আমি রাজ্যের জন্য তাঁহাদের পশ্চাৎ আরোহণ করি; অতিচ্ছন্দ ছন্দ ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম ও রৈবত সামের সহিত মরুদ্গণ ও অঙ্গিরোদেবগণ তোমাতে আরোহণ করুন, আমি পারমেষ্ঠ্য মাহারাজ্য আধিপত্য স্ববশতা ও চিরপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাদের পশ্চাৎ আরোহণ করি।" এই বলিয়া তিনি সেই আসন্দীতে আরোহণ করিলেন।

তিনি সেই আসন্দীতে আসীন হইলে বিশ্বদেবগণ বলিলেন, ইঁহার উৎক্রোশন[১] (গুণকীর্ত্তন) না করিলে এই ইন্দ্র বীর্য্য দেখাইতে পারিবেন না, অতএব ইঁহার উদ্দেশে আমরা উৎক্রোশন করিব। তাহাই হউক বলিয়া বিশ্বদেবগণ তাঁহার উদ্দেশে উৎক্রোশন করিতে লাগিলেন ও দেবগণও উৎক্রোশন করিতে লাগিলেন। যথা—"ইনি সম্রাট্—সাম্রাজ্যের যোগ্য; ইনি ভোজ, অতএব ভোজপিতা (ভোজগণের) পালক; ইনি স্বরাট্—স্বারাজ্যের যোগ্য; ইনি বিরাট্—বৈরাজ্যের যোগ্য; ইনি রাজা—অতএব রাজপিতা; ইনি পরমেষ্ঠী—পারমেষ্ঠ্যের যোগ্য; ইঁহাতে ক্ষত্র জন্মিয়াছেন, ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছেন, বিশ্বভূতের অধিপতি জন্মিয়াছেন, বৈশ্যগণের ভোক্তা জন্মিয়াছেন, [শত্রুর] পুরের (নগরের) ভেদকর্ত্তা জন্মিয়াছেন, অসুরগণের হন্তা জন্মিয়াছেন, ব্রহ্মের (বেদের) রক্ষাকর্ত্তা জন্মিয়াছেন, ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা জন্মিয়াছেন।"

(১) উৎক্রোশন গুণকীর্ত্তন। বন্দীরা রাজার যেরূপ কীর্ত্তিপাঠ করে, সেইরূপ কীর্ত্তি পাঠ।

এইরূপ উৎক্রোশনের পর প্রজাপতি এই [পরবর্ত্তী] ঋক্‌দ্বারা তাঁহার অভিমন্ত্রণ করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

মহাভিষেক

"ব্রতধারী বরুণ গৃহে আসিয়া সাম্রাজ্য ভৌজ্য স্বারাজ্য বৈরাজ্য পারমেষ্ঠ্যরাজ্য মাহারাজ্য আধিপত্য স্ববশতা ও চিরপ্রতিষ্ঠার জন্য সুসংকল্প করিয়া [আসন্দীতে] আসীন হইয়াছেন।"

সেই আসন্দীতে আসীন হইলে পর প্রজাপতি সেই আসন্দীর পূর্ব্বে পশ্চিমমুখে দাঁড়াইয়া উডুম্বরের আর্দ্র সপত্র শাখার ও সুবর্ণময় পবিত্রের ব্যবধান দিয়া "ইমা আপঃ শিবতমাঃ" ইত্যাদি ত্র্যৃচ "দেবস্যত্বা" ইত্যাদি যজুঃ এবং "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই ব্যাহৃতি দ্বারা তাঁহার অভিষেক করিয়াছিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

মহাভিষেক

[প্রজাপতি কর্ত্তৃক অভিষেকের পরে] বসুদেবগণ ছয়দিন ও পাঁচিশ দিন ব্যাপিয়া ঐ ত্র্যৃচ ঐ যজুঃ এবং ঐ ব্যাহৃতি দ্বারা সাম্রাজ্যের জন্য পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রের অভিষেক করিয়াছিলেন।

সেইজন্য পূর্ব্বদিকে প্রাচ্যগণের যেসকল রাজা আছেন, তাঁহারা দেবগণের ঐ বিধান অনুসারে সাম্রাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হন ; অভিষেকের পর তাঁহারা "সম্রাট্" নামে অভিহিত হন।

পরে রুদ্রদেবগণ ছয় দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া ঐ ত্র্যচ ঐ যজুঃ এবং ঐ ব্যাহৃতি দ্বারা ভৌজ্যের জন্য দক্ষিণদিকে ইন্দ্রের অভিষেক করিয়াছিলেন। সেইজন্য দক্ষিণদিকে সত্বৎগণের (তন্নামক জনগণের) যেসকল রাজা আছেন, তাঁহারা দেবগণের ঐ বিধান অনুসারে ভৌজ্যের জন্য অভিষিক্ত হন ; অভিষেকের পর তাঁহারা "ভোজ" নামে অভিহিত হন।

পরে আদিত্যদেবগণ ছয় দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া ঐ ত্র্যচ ঐ যজুঃ এবং ঐ ব্যাহৃতিদ্বারা স্বারাজ্যের জন্য পশ্চিমদিকে ইন্দ্রের অভিষেক করিয়াছিলেন। সেইজন্য পশ্চিমদিকে নীচ্য ও অপাচ্য দিগের যেসকল রাজা আছেন, তাঁহারা দেবগণের ঐ বিধানানুসারে স্বারাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হন ; অভিষেকের পর তাঁহারা "স্বরাট্" নামে অভিহিত হন।

পরে বিশ্বদেবগণ ছয় দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া ঐ ত্র্যচ ঐ যজুঃ এবং ঐ ব্যাহৃতি দ্বারা উত্তরদিকে বৈরাজ্যের জন্য ইন্দ্রের অভিষেক করিয়াছিলেন। সেইজন্য উত্তরদিকে হিমবানের (হিমালয় পর্ব্বতের) ওপারে যে উত্তরকুরু ও উত্তর মদ্র জনপদ আছে, তাহারা দেবগণের ঐ বিধানানুসারে বৈরাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হয় ; অভিষেকের পর তাহারা বিরাট্ নামে অভিহিত হয়।

পরে সাধ্য ও আপ্ত্যদেবগণ ছয়দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া

ঐ তৃচ ঐ যজুঃ এবং ঐ ব্যাহৃতি দ্বারা এই ধ্রুব-প্রতিষ্ঠিত মধ্যম দেশে রাজ্যের জন্য ইন্দ্রের অভিষেক করিয়াছিলেন। সেইজন্য এই ধ্রুব-প্রতিষ্ঠিত মধ্যম দেশে [illegible]নর-গণের ও কুরুপঞ্চালগণের যেসকল রাজা আছেন, [illegible]-গণের ঐ বিধানানুসারে রাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হন; অভিষেকের পর তাঁহারা রাজা নামে অভিহিত হন।

পরে ঊর্দ্ধদেশে মরুদ্গণ ও অঙ্গিরোদেবগণ ছয়দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া ঐ তৃচ ঐ যজুঃ ও ঐ ব্যাহৃতিদ্বারা পারমেষ্ঠ্য মাহারাজ্য আধিপত্য স্ববশতা ও চিরপ্রতিষ্ঠার জন্য ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; তাহাতে ইন্দ্র প্রজাপতির সম্বন্ধযুক্ত পরমেষ্ঠী (পরম পদে অবস্থিত) হইয়াছিলেন।

ঐ মহাভিষেকদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া সেই ইন্দ্র সকল বিজয় লাভ করিয়াছিলেন, সকল লোক জানিতে পারিয়াছিলেন, সকল দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা অতিশয় প্রতিষ্ঠা ও পরমতা (উৎকর্ষ) লাভ করিয়াছিলেন এবং সাম্রাজ্য ভৌজ্য স্বারাজ্য বৈরাজ্য পারমেষ্ঠ্যরাজ্য মাহারাজ্য আধিপত্য লাভ করিয়া ইহলোকে স্বয়ম্ভূ স্বরাট্ ও অমর হইয়া এবং স্বর্গলোকে সকল কামনা প্রাপ্ত হইয়া অমরত্ব পাইয়াছিলেন।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

-০0০-----

প্রথম খণ্ড

মহাভিষেক

দেবগণকর্তৃক অনুষ্ঠিত ইন্দ্রের মহাভিষেক বর্ণিত হইল। এইক্ষণে ক্ষত্রিয়-রাজার পক্ষে সেই মহাভিষেক অনুষ্ঠান বর্ণিত হইতেছে।

ইহা (ইন্দ্রের মহাভিষেক বৃত্তান্ত) জানিয়া কেহ (কোন আচার্য্য) যদি ক্ষত্রিয়পক্ষে ইচ্ছা করেন, যে এই ক্ষত্রিয় সকল বিজয় লাভ করিবেন, সকল লোক জানিবেন, সকল রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠতা অতিশয় প্রতিষ্ঠা ও পরমতা লাভ করিবেন এবং সাম্রাজ্য ভৌজ্য স্বারাজ্য বৈরাজ্য পারমেষ্ঠ্যরাজ্য মাহারাজ্য আধিপত্য পাইয়া সর্ব্বব্যাপী হইবেন ও [ভূমির] অন্ত পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম ও পরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত পূর্ণ আয়ুষ্মান্ হইবেন ও সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর একরাট্ (একমাত্র রাজা) হইবেন, তাহা হইলে তিনি সেই ক্ষত্রিয়কে এইরূপে শপথ করাইয়া ঐন্দ্র মহাভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত করিবেন। যথা—[হে ক্ষত্রিয়] যদি তুমি আমার দ্রোহ (বিরোধাচরণ) কর, তাহা হইলে তুমি যে রাত্রিতে জন্মিয়াছ ও যে রাত্রিতে মরিবে, তদুভয়ের মধ্যে তোমার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম, [অর্জ্জিত] লোক, সুকৃত (পুণ্য) কর্ম্ম, আয়ু ও প্রজা এই সমুদয় আমি অপহরণ করিব।

---

(২) স্বয়ম্ভুঃ প্রজাপতিরূপঃ (সায়ণ)।

ইহা জানিয়া যে ক্ষত্রিয় ইচ্ছা করেন যে, আমি সকল বিজয় লাভ করিব, সকল লোক জানিব, সকল রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠতা, অতিশয় প্রতিষ্ঠা ও পরমতা লাভ করিব এবং সাম্রাজ্য ভৌজ্য স্বারাজ্য বৈরাজ্য পারমেষ্ঠ্যরাজ্য মাহা-রাজ্য আধিপত্য পাইয়া আমি সর্ব্বব্যাপী হইব, [ভূমির] অন্ত পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম ও পরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত পূর্ণ আয়ুষ্মান্ হইয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর একরাট্ হইব, সেই ক্ষত্রিয় [আচার্য্যের বাক্যে] কোন সংশয় করিবেন না ও শ্রদ্ধার সহিত [শপথ করিয়া] বলিবেন, যদি আমি তোমার দ্রোহ করি, তাহা হইলে যে রাত্রিতে আমি জন্মিয়াছি ও যে রাত্রিতে আমি মরিব, তদুভয়ের মধ্যে আমার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম ও [অর্জ্জিত] লোক ও সুকৃত কর্ম্ম আয়ু ও প্রজা সমুদয় নষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের মহাভিষেক

অনন্তর [এই শপথ গ্রহণের] পরে [আচার্য্য] বলিবেন, ন্যগ্রোধ, উদুম্বর, অশ্বত্থ ও প্লক্ষ এই চারিটি বনস্পতির [ফল] সংগ্রহ কর। এই যে ন্যগ্রোধ, উহা বনস্পতিগণের ক্ষত্রস্বরূপ; ন্যগ্রোধফল আহরণ করিলে এই ক্ষত্রিয়ে ক্ষত্রেরই স্থাপনা হয়। এই যে উদুম্বর, উহা বনস্পতিগণের মধ্যে ভৌজ্য-স্বরূপ; উদুম্বরফল আহরণ করিলে তাঁহাতে ভৌজ্যের স্থাপনা হয়। এই যে অশ্বত্থ, উহা বনস্পতিমধ্যে সাম্রাজ্য-

স্বরূপ; অশ্বত্থফল আহরণ করিলে তাঁহাতে সাম্রাজ্যের স্থাপনা হয়। এই যে প্লক্ষ, উহা বনস্পতিমধ্যে স্বারাজ্য ও বৈরাজ্য স্বরূপ; প্লক্ষফল আহরণ করিলে তাঁহাতে স্বারাজ্যের ও বৈরাজ্যের স্থাপনা হয়।

তদনন্তর বলিবেন, ব্রীহি, মহাব্রীহি,[১] প্রিয়ঙ্গু ও যব এই চারিটি ওষধি দ্রব্য অঙ্কুরার্থ সংগ্রহ কর। এই যে ব্রীহি, ইহা ওষধিমধ্যে ক্ষত্রস্বরূপ; ইহার অঙ্কুর আহরণে তাঁহাতে ক্ষত্রের স্থাপনা হয়; এই যে মহাব্রীহি, ইহা ওষধিমধ্যে সাম্রাজ্য-স্বরূপ; ইহার অঙ্কুর আহরণে তাঁহাতে সাম্রাজ্যের স্থাপনা হয়। এই যে প্রিয়ঙ্গু, ইহা ওষধিমধ্যে ভৌজ্যস্বরূপ; ইহার অঙ্কুর আহরণে তাঁহাতে ভৌজ্যের স্থাপনা হয়; আর এই যে যব, ইহা ওষধিমধ্যে সেনাপতিত্ব স্বরূপ; যবের অঙ্কুর আহরণে তাঁহাতে সেনাপতিত্ব স্থাপন করা হয়।

তৃতীয় খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের মহাভিষেক

অনন্তর ইহাঁর জন্য উডুম্বরনির্ম্মিত আসন্দী সংগ্রহ করিবে; ঐ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে[২] বলা হইয়াছে। আর উডুম্বরনির্ম্মিত চমস অথবা (অন্যরূপ) পাত্র এবং উডুম্বরশাখা সংগ্রহ

(১) সূক্ষ্মবীজরূপাঃ ব্রীহয়ঃ; প্রৌঢ়বীজরূপা মহাব্রীহয়ঃ। (সায়ণ)

(২) পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৭ অধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ডে।

করিবে। ঐসকল (পূর্ব্বোক্ত) ওষধিদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ঐ উডুম্বরনির্ম্মিত পাত্রে বা চমসে রাখিবে ও রাখা হইলে তাহাতে দধি, মধু, সর্পি ও আতপযুক্ত বৃষ্টির জল আনিয়া তাহাতে স্থাপন করিয়া আসন্দীর উদ্দেশে এই মন্ত্র বলিবে ঃ—"বৃহৎ ও রথন্তর তোমার সম্মুখের পা হউক, বৈরূপ ও বৈরাজ তোমার পশ্চাতের পা হউক, শাক্বর ও রৈবত শীর্ষস্থ ফলক হউক, নৌধস ও কালেয় পার্শ্ববর্ত্তী ফলক হউক, ঋকৃসকল পূর্ব্বমুখে বিস্তৃত হউক ও সামসকল তির্য্যগ্‌রূপে বয়ন করা হউক, যজুঃসকল তন্মধ্যস্থ ছিদ্র হউক, যশ আস্তরণ হউক, ও শ্রী উপবর্হণ (উপাধান) হউক, সবিতা ও বৃহস্পতি সম্মুখের পা ধরিয়া থাকুন, বায়ু ও পূষা পশ্চাতের পা ধরিয়া থাকুন; মিত্র ও বরুণ শীর্ষস্থ ফলক ও অশ্বিদ্বয় পার্শ্ববর্ত্তী ফলক ধরিয়া থাকুন।"

তদন্তর তাঁহাকে ঐ আসন্দীতে এই মন্ত্রে আরোহণ করাইবে যথা ঃ—"গায়ত্রীছন্দ ত্রিবৃৎস্তোম ও রথন্তর সামের সহিত বসুগণ উহাতে আরোহণ করুন; তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া তুমি সাম্রাজ্যের জন্য আরোহণ কর। ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ পঞ্চদশ স্তোম ও বৃহৎ সামের সহিত রুদ্রগণ উহাতে আরোহণ করুন; তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া তুমি ভৌজ্যের জন্য আরোহণ কর। জগতীছন্দ সপ্তদশস্তোম ও বৈরূপসামের সহিত আদিত্য-গণ উহাতে আরোহণ করুন; তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া স্বারাজ্যের জন্য তুমি আরোহণ কর। অনুষ্টুপ্ ছন্দ একবিংশ স্তোম ও বৈরাজ সামের সহিত বিশ্বদেবগণ উহাতে আরোহণ করুন; তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া বৈরাজ্যের জন্য তুমি আরোহণ কর।

অতিছন্দ ছন্দ ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম ও রৈবত সামের সহিত মরুদ্গণ ও অঙ্গিরোদেবগণ উহাতে আরোহণ করুন; তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া পারমেষ্ঠ্যের জন্য তুমি আরোহণ কর। পঙ্‌ক্তি ছন্দ ত্রিণব স্তোম ও শাক্বর সামের সহিত সাধ্য ও আপ্ত্যদেবগণ উহাতে আরোহণ করুন; তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্য মাহারাজ্য আধিপত্য স্ববশতা ও চিরপ্রতিষ্ঠার জন্য তুমি আরোহণ কর।” এই মন্ত্র বলিয়া তাঁহাকে ঐ আসন্দীতে আরোহণ করাইবেন।

ঐ আসন্দীতে তিনি আসীন হইলে রাজকর্ত্তারা[১] তাঁহাকে বলিবেন, উৎক্রোশন (গুণকীর্ত্তন) না করিলে ক্ষত্রিয় বীর্য্য দেখাইতে সমর্থ হন না, অতএব ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উৎক্রোশন করিব। তাহাই হউক বলিয়া রাজকর্ত্তারা এবং জনসমূহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপে উৎক্রোশন করিবে যথা “ইনি সম্রাট্—সাম্রাজ্যের যোগ্য, ইনি ভোজ—অতএব ভোজপিতা, ইনি স্বরাট্—স্বারাজ্যের যোগ্য, ইনি বিরাট্—বৈরাজ্যের যোগ্য, ইনি পরমেষ্ঠী—পারমেষ্ঠ্যের যোগ্য, ইনি রাজা—অতএব রাজপিতা; ক্ষত্র ইঁহাতে জন্মিয়াছেন, ক্ষত্রিয় ইঁহাতে জন্মিয়াছেন, বিশ্বভূতের অধিপতি জন্মিয়াছেন, বৈশ্য-গণের ভোক্তা জন্মিয়াছেন, শত্রুগণের হন্তা জন্মিয়াছেন, ব্রহ্মের রক্ষক জন্মিয়াছেন, ধর্ম্মের রক্ষক জন্মিয়াছেন।

এইরূপে উৎক্রোশনের পর, যিনি ইহা জানেন, তিনি এই [পরবর্ত্তী] ঋকে তাঁহার অভিমন্ত্রণ করিবেন।

(১) রাজকর্ত্তারঃ পিতৃভ্রাত্রাদয়ঃ।

চতুর্থ খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের মহাভিষেক

[অভিমন্ত্রণ মন্ত্র] "ব্রতধারী বরুণ গৃহে আসিয়া সাম্রাজ্য ভৌজ্য স্বারাজ্য বৈরাজ্য পারমেষ্ঠ্যরাজ্য মাহারাজ্য আধিপত্য স্ববশতা ও চিরপ্রতিষ্ঠার জন্য সঙ্কল্প করিয়া [আসন্দীতে] আসীন হইয়াছেন।"

সেই আসন্দীতে আসীন ক্ষত্রিয়ের সম্মুখে পশ্চিমমুখে দাঁড়াইয়া উডুম্বরের আর্দ্র সপত্র শাখার ও সুবর্ণময় পবিত্রের ব্যবধান দিয়া "ইমা আপঃ শিবতমাঃ" ইত্যাদি ত্র্যচ, "দেবস্য ত্বা" ইত্যাদি যজুঃ এবং "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই ব্যাহৃতিদ্বারা তাঁহার অভিষেক করিবেন।

পঞ্চম খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের মহাভিষেক

[অভিষেকান্তে অভিমন্ত্রণ মন্ত্র] "ছয়দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া এই ত্র্যচ এই যজুঃ এই ব্যাহৃতিদ্বারা বসুদেবগণ তোমাকে সাম্রাজ্যের জন্য পূর্ব্বদেশে অভিষিক্ত করুন; ছয়দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া এই ত্র্যচ এই যজুঃ এই ব্যাহৃতিদ্বারা রুদ্রদেবগণ তোমাকে ভৌজ্যের জন্য দক্ষিণদেশে

অভিষিক্ত করুন ; ছয়দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া এই ত্র্যৃচ এই যজুঃ এই ব্যাহৃতিদ্বারা আদিত্যদেবগণ তোমাকে স্বারাজ্যের জন্য পশ্চিমদেশে অভিষিক্ত করুন ; ছয়দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া এই ত্র্যৃচ এই যজুঃ এই ব্যাহৃতিদ্বারা বিশ্বদেবগণ তোমাকে বৈরাজ্যের জন্য উত্তরদেশে অভিষিক্ত করুন ; ছয়দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া এই ত্র্যৃচ এই যজুঃ এই ব্যাহৃতিদ্বারা মরুদ্গণ ও অঙ্গিরোদেবগণ তোমাকে পারমেষ্ঠ্যের জন্য ঊর্দ্ধদেশে অভিষিক্ত করুন। ছয়দিন ও পঁচিশ দিন ব্যাপিয়া এই ত্র্যৃচ এই যজুঃ এই ব্যাহৃতিদ্বারা সাধ্য ও আপ্ত্যদেবগণ তোমাকে রাজ্য মাহারাজ্য আধিপত্য স্ববশতা ও চিরপ্রতিষ্ঠার জন্য ধ্রুবপ্রতিষ্ঠিত মধ্যমদেশে অভিষিক্ত করুন ; ইনি প্রজাপতির সম্বন্ধযুক্ত পরমেষ্ঠী হইলেন।”

যে ক্ষত্রিয়কে শপথের পর ঐন্দ্রমহাভিষেকদ্বারা অভিষিক্ত করা হয়, তিনি এই ঐন্দ্রমহাভিষেকদ্বারা অভিষিক্ত হইলে সকল বিজয় লাভ করেন, সকল লোক জানিতে পারেন, সকল রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠতা অতিশয় প্রতিষ্ঠা পরমতা লাভ করেন, সাম্রাজ্য ভৌজ্য স্বারাজ্য বৈরাজ্য পারমেষ্ঠ্যরাজ্য মাহারাজ্য আধিপত্য লাভ করিয়া ইহলোকে স্বয়ম্ভু স্বরাট্ অমর হয়েন এবং স্বর্গলোকেও সকল কামনা প্রাপ্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করেন।

—০—

ষষ্ঠ খণ্ড

ক্ষত্রিয়ের মহাভিষেক

এই যে দধি, উহা এইলোকে ইন্দ্রিয়স্বরূপ ; দধিদ্বারা অভিষেক করিলে ইঁহাতে ইন্দ্রিয়ের স্থাপনা হয়। এই যে মধু, উহা ওষধি ও বনস্পতির রসস্বরূপ ; মধুদ্বারা অভিষেক করিলে ইঁহাতে রসের স্থাপনা হয়। এই যে ঘৃত (সর্পিঃ) উহা পশুগণের তেজঃস্বরূপ ; ঘৃতদ্বারা অভিষেক করিলে ইঁহাতে তেজের স্থাপনা হয়। এই যে জল, উহা এইলোকে অমৃতস্বরূপ ; জলদ্বারা অভিষেক করিলে ইঁহাতে অমৃতেরই স্থাপনা হয়।

অভিষেকের পর সেই ক্ষত্রিয় অভিষেককর্ত্তা ব্রাহ্মণকে সহস্র হিরণ্য (স্বর্ণখণ্ড) দিবেন, ক্ষেত্র দিবেন, চতুষ্পদ (পশু) দিবেন। আবার এরূপও বলা হয় যে, অসংখ্য ও অপরিমিত [দক্ষিণা] দিবেন ; কেননা ক্ষত্রিয়ও অপরিমিত; ইহাতে অপরিমিত ফলের রক্ষা ঘটিবে।

[দক্ষিণাদানের] পরে তাঁহার হস্তে সুরাপূর্ণ কাংস্যপাত্র দিয়া বলা হয়,—"স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোমধারয়া, ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ"—অহে সোম, ইন্দ্রের পানের জন্য অভিষুত হইয়া স্বাদুতম ও মাদকতম ধারাদ্বারা তুমি [ইঁহাকে] পূত কর।

ক্ষত্রিয় এই দুইমন্ত্রে ঐ সুরা পান করিবেন "যদত্র শিষ্টং রসিনঃ সুতস্য যদিন্দ্রো অপিবচ্ছচীভিঃ, ইদং তদস্য মনসা

শিবেন সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামি”—অভিষুত ও রসযুক্ত [সোমের] শেষভাগ, যাহা ইন্দ্র শচীগণদ্বারা [সংস্কৃত][1] করিয়া পান করিয়াছিলেন, সেই রাজা সোমকে (অর্থাৎ এস্থলে তৎস্থানীয় ব্রীহ্যাদির অঙ্কুরোৎপন্ন এই সুরাকে) আমি মঙ্গলপূর্ণ মনে ভক্ষণ করিতেছি। অপিচ, “অভি ত্বা বৃষভা সুতে সুতং সৃজামি পীতয়ে, তৃম্পা ব্যশ্নুহী মদম্”[2]—হে বৃষভ (শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ইন্দ্র), তোমার জন্য ইহা অভিষুত হইয়াছে, তোমার পানের জন্য এই অভিষুত [সোম অর্থাৎ সুরা] তোমাকে দিতেছি; তুমি তৃপ্ত হও ও মদ (আনন্দ) ভোগ কর।

সুরাতে যে সোমপীথ (পেয় সোম) প্রবিষ্ট আছে, ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় এতদ্দ্বারা তাহাই ভক্ষণ করেন, সুরা ভক্ষণ করেন না।[3]

সুরাপানের পর “অপাম সোমং”[4] এবং “শং নো ভব” এই দুই মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করিবে।

প্রিয় পুত্র যেমন পিতাকে দেহাত্যয় পর্য্যন্ত মঙ্গলপূর্ণ সুখ দেয়, প্রিয়া জায়া যেমন পতিকে সুখ দেয়, সেইরূপ

(১) “যদিন্দ্রো অপিবচ্ছচীভিঃ”—যদ্ দ্রব্যং শচীভিঃ কর্ম্মবিশেষৈঃ সংস্কৃতমিন্দ্রোঽপিবৎ। শচীশব্দঃ কর্ম্মনাম। (সায়ণ)

(২) ৮।৪৫।২২।

(৩) অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ঐ রূপে বিধিপূর্ব্বক সুরাপান করিলে তাঁহার সোমপানেরই ফল হয়। সুরা এস্থলে সোমে পরিণত হইয়াছে।

(৪) ৮।৪৮।৩। (৫) ৮।৪৮।৪।

ঐন্দ্র মহাভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়কে, সুরাই হউক বা সোমই হউক বা অন্য অন্নই হউক, উহাও দেহাত্যয় পর্য্যন্ত স্থায়ী মঙ্গলপূর্ণ সুখ দিয়া থাকে।

সপ্তম খণ্ড

মহাভিষেক

এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা তুর কাবষেয়[১] জনমেজয় পারিক্ষিতের অভিষেক করিয়াছিলেন, তাহাতে জনমেজয় পারিক্ষিত সর্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন করিয়াছিলেন ও অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন। সে বিষয়ে এই যজ্ঞগাথা গীত হইয়া থাকে—"জনমেজয় আসন্দীবান্ দেশে[২] ধান্যভোজী রুক্মী (ললাটে শ্বেতচিহ্নধারী) হরিতস্রগ্‌ভূষিত সারঙ্গ (শ্রেষ্ঠযাগযোগ্য) অশ্বকে দেবগণের উদ্দেশে বন্ধন করিয়াছিলেন।"

এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা চ্যবন ভার্গব শার্য্যাত মানবকে[৩] অভিষেক করিয়াছিলেন। তাহাতে শার্য্যাত মানব সর্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন করিয়াছিলেন, অশ্বমেধ

(১) কাবষেয়ঃ=কবষপুত্রঃ। এইরূপ পরে সর্ব্বত্র। যেস্থলে পুত্র না হইয়া পৌত্র বা অন্য বংশধর বুঝাইবে সেখানেই কেবল টীকা দেওয়া যাইবে।

(২) মূলে আছে "আসন্দীবতি"—আসন্দীবানিতি দেশবিশেষস্য নামধেয়ং তস্মিন্ দেশে। (সায়ণ)

(৩) মানব=মনুবংশোৎপন্ন (সায়ণ)।

যাগ করিয়াছিলেন এবং দেবগণের সত্রেও গৃহপতি হইয়াছিলেন।

এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা সোমশুষ্মা বাজরত্নায়ন[৪] শতানীক সাত্রাজিতকে অভিষেক করিয়াছিলেন। তাহাতে শতানীক সাত্রাজিত সর্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন করিয়াছিলেন ও অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন।

এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা পর্ব্বত ও নারদ আম্বাষ্ঠ্যকে অভিষেক করিয়াছিলেন, তাহাতে আম্বাষ্ঠ্য সর্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন ও অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন।

এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা পর্ব্বত ও নারদ যুধাংশ্রৌষ্টি ঔগ্রসৈন্যকে অভিষেক করিয়াছিলেন, তাহাতে যুধাংশ্রৌষ্টি ঔগ্রসৈন্য সর্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন ও অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন।

এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা কশ্যপ, বিশ্বকর্ম্মা ভৌবনকে অভিষেক করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্বকর্ম্মা ভৌবন সর্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন ও অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন। উদাহরণ আছে যে ভূমি-দেবতা এই বিষয়ে এইরূপ [গাথা] গান করিয়াছিলেন [এ পর্য্যন্ত] "কোন মর্ত্ত্য আমাকে দান করিবার যোগ্য হয় নাই ; অহে বিশ্বকর্ম্মা ভৌবন, তুমি আমাকে কশ্যপকে দিতে চাহিতেছ ; আমি সলিলের (সমুদ্রের) মধ্যে নিমগ্ন হইব, তাহা হইলে তোমার এই দান ব্যর্থ হইবে।"

এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা বসিষ্ঠ সুদাস্ পৈজবনকে

(৪) বাজরত্নের পৌত্র (সায়ণ)।

অভিষেক করিয়াছিলেন, তাহাতে সুদাস্ পৈজবন সর্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন ও অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন।

এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা সংবর্ত্ত আঙ্গিরস মরুত্ত আবিক্ষিতকে অভিষেক করিয়াছিলেন, তাহাতে মরুত্ত আবিক্ষিত সর্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন ও অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন। তাহাই উপলক্ষ করিয়া এই শ্লোক গীত হয় যথা "মরুদ্গণ মরুত্তের গৃহে পরিবেষণ কর্ত্তা হইয়া বাস করিতেন, বিশ্বদেবগণ পূর্ণকাম অবিক্ষিৎপুত্রের সভাসদ্ ছিলেন।"

অষ্টম খণ্ড

মহাভিষেক

এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা উদময় আত্রেয় অঙ্গের অভিষেক করিয়াছিলেন, তাহাতেই অঙ্গ সর্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন। সেই অলোপাঙ্গ (সম্পূর্ণাঙ্গ অর্থাৎ সুশ্রী রাজা) [তাঁহার পুরোহিত উদময় আত্রেয়কে] বলিয়াছিলেন—"অহে ব্রাহ্মণ, তুমি [তোমার] এই যজ্ঞে আমাকে আহ্বান করিও, আমি [দক্ষিণার্থ] তোমাকে দশসহস্র নাগ (হস্তী) ও দশসহস্র দাসী দান করিব।" এই বিষয় উপলক্ষে এই শ্লোক কয়টি গীত হয় যথা [প্রথম শ্লোক] "প্রিয়মেধের পুত্রগণ (উদময়ের যজ্ঞে

যাঁহারা ঋত্বিক্ ছিলেন তাঁহারা) যে সমুদয় গাভী লইয়া উদময়ের যাগ করিয়াছিলেন, আত্রেয় (অত্রিপুত্র উদময়) সেই বদ্ব (শতকোটি) গাভীর মধ্যে [প্রতিদিন] মাধ্যন্দিন সবনে[১] দুই দুই সহস্র দান করিতেন। [দ্বিতীয় শ্লোক] "বৈরোচন (বিরোচনের পুত্র অঙ্গরাজা) তাঁহার পুরোহিত (উদময়) যাগে প্রবৃত্ত হইলে আটাশী হাজার পৃষ্ঠবাহনযোগ্য শ্বেত অশ্ব [আপন অশ্বশালা হইতে] খুলিয়া আনিয়া দান করিয়াছিলেন। [তৃতীয় শ্লোক] "[দিগ্বিজয় কালে] এদেশ ওদেশ হইতে আনীত নিষ্ককণ্ঠী আঢ্যদুহিতার মধ্যে দশসহস্রকে[২] আত্রেয় (অঙ্গরাজ-পুরোহিত উদময়) দান করিয়াছিলেন।" [চতুর্থ শ্লোক] "অঙ্গের ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) আত্রেয় (উদময়) অবচৎনুক নামক দেশে দশ সহস্র নাগ (হস্তী) দান করিয়া [স্বয়ং[৩]] ক্লান্ত হইয়া [শেষে] পরিচারকদিগকে [দান করিতে] আদেশ দিয়াছিলেন।" [পঞ্চম শ্লোক] [পরিচারকদিগকে আদেশের সময়] "তুমি একশত দাও, তুমি একশত দাও, এইরূপ আদেশ দিয়াও ক্লান্ত হইয়াছিলেন, পরে 'তুমি সহস্র দাও' এই কথা বলিতে বলিতেও [ক্লান্ত হইয়া তাঁহাকে শ্বাসগ্রহণ করিতে হইয়াছিল।"

(১) মূলে আছে "মধ্যতঃ" সায়ণ অর্থ করেন "মাধ্যন্দিন সবনে"।

(২) নিষ্ক নামক আভরণ যাহাদের কণ্ঠে, তাহারা নিষ্ককণ্ঠী। আঢ্যদুহিতা ধনিকন্যা। অঙ্গরাজা দিগ্বিজয় কালে ইহাদিগকে আনিয়াছিলেন ও তন্মধ্যে দশ সহস্র কন্যা আপন পুরোহিতকে দানার্থ দিয়াছিলেন।

(৩) স্বয়ং ক্লান্ত হইয়া ভৃত্যাদিগকে আদেশ দিলেন তোমরা দান কর।

নবম খণ্ড

ঐন্দ্রমহাভিষেক

এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা দীর্ঘতমা মামতেয় ভরত দৌষ্মন্তিকে অভিষেক করিয়াছিলেন; তাহাতেই ভরত দৌষ্মন্তি সর্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া বহুসংখ্যক অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন। উহা উপলক্ষ করিয়া এই শ্লোকগুলি গীত হইয়া থাকে যথা [প্রথম শ্লোক] "মষ্ণার নামক দেশে ভরত কৃষ্ণবর্ণ শুক্লদন্ত হিরণ্যশোভিত একশত-সাত-বদ্বসংখ্যক মৃগ[1] দান করিয়াছিলেন।" [দ্বিতীয় শ্লোক] "দুষ্মন্তপুত্র ভরত সাচাগুণ নামক দেশে অগ্নিচয়ন করিয়াছিলেন ; সেইখানে সহস্র ব্রাহ্মণের প্রত্যেকে বদ্ব (শতকোটি) সংখ্যক গাভী ভাগে পাইয়াছিলেন।" [তৃতীয় শ্লোক) "দুষ্মন্তের পুত্র ভরত যমুনার নিকটে আটাত্তরটি ও গঙ্গাতীরে বৃত্রঘ্ন নামক স্থানে পঞ্চান্নটি অশ্ব [অশ্বমেধের জন্য] বাঁধিয়াছিলেন।" [চতুর্থ শ্লোক] "এই দুষ্মন্তপুত্র রাজা [ঐরূপে] একশত তেত্রিশটি মেধ্য (যাগযোগ্য) অশ্ব বন্ধনের ফলে [বিপক্ষ] রাজার মায়া (কৌশল) আপনার বলবত্তর মায়াদ্বারা পরাভূত করিয়াছিলেন।" [পঞ্চম শ্লোক] "মর্ত্ত্য (মনুষ্য) যেমন হস্তদ্বারা দ্যুলোক স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ ভরতের কৃত মহাকর্ম্ম পূর্ব্বে বা পরে পঞ্চমানবের মধ্যে[2] কোন জন করিতে পার নাই।"

---

(১) মৃগ=হস্তী। মৃগশব্দেনাত্র গজা বিবক্ষিতাঃ (সায়ণ) বদ্ব=বৃন্দ অর্থাৎ শতকোটি।

(২) পঞ্চমানবা নিষাদপঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণাঃ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও নিষাদ এই পঞ্চ শ্রেণির মনুষ্য। (সায়ণ)

এই ঐন্দ্রমহাভিষেক কথা বৃহদুক্‌থ ঋষি দুর্মুখ পাঞ্চালকে[৩] বলিয়াছিলেন। তাহাতেই দুর্মুখ পাঞ্চাল রাজা হইয়া এই বিদ্যা (জ্ঞান) দ্বারা সর্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

এই ঐন্দ্রমহাভিষেকের কথা বাসিষ্ঠ সাত্যহব্য[৪] অত্যরাতি জানন্তপিকে[৫] বলিয়াছিলেন, তাহাতেই অত্যরাতি জানন্তপি রাজা হইয়া এই বিদ্যাদ্বারা সর্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

সেই বাসিষ্ঠ সাত্যহব্য [অত্যরাতিকে] বলিয়াছিলেন, "তুমি [এই বিদ্যাবলে] সর্ব্বদিকে পৃথিবীর অন্তপর্য্যন্ত জয় করিয়াছ, আমাকে মহত্ত্ব (ঐশ্বর্য্য) প্রাপ্ত করাও"। অত্যরাতি জানন্তপি বলিলেন "অহে ব্রাহ্মণ, আমি যখন উত্তরকুরু জয় করিব, তুমি তখন এই পৃথিবীর রাজা হইবে, আমি তোমার সেনাপতি হইব।" বাসিষ্ঠ সাত্যহব্য বলিলেন, "ঐ দেশ (উত্তরকুরু) দেবক্ষেত্র, মর্ত্ত্য (মনুষ্য) উহা জয় করিবার অযোগ্য ; তুমি আমার দ্রোহ (প্রতারণা) করিলে, তোমার এই [বীর্য্য] আমি অপহরণ করিব।"

তদনন্তর (সাত্যহব্যকর্ত্তৃক অভিশাপের পর) অপহৃতবীর্য্য ও নিঃশুক্র (তেজোরহিত) সেই অত্যরাতি জানন্তপিকে শত্রু-দমন শৈব্য[৬] শুষ্মিণ নামক রাজা বধ করিয়াছিলেন।

(৩) পাঞ্চাল=পঞ্চালদেশস্বামী।

(৪) বাসিষ্ঠ=বসিষ্ঠগোত্রোৎপন্ন, সাত্যহব্য=সত্যহব্যের পুত্র।

(৫) জনন্তপের পুত্র।

(৬) শৈব্যঃ শিবিপুত্রঃ।

সেইজন্য যে ব্রাহ্মণ এই [ঐন্দ্রমহাভিষেকের বিষয়] জানেন ও এই কর্ম্ম করেন, তাঁহার প্রতি ক্ষত্রিয় যেন দ্রোহ না করেন; তাহা হইলেই তাঁহার রাষ্ট্র হইতে ভ্রংশের অথবা প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকিবে না।

চত্বারিংশ অধ্যায়

——০০০——

প্রথম খণ্ড

পুরোহিত নিয়োগ

ক্ষত্রিয়ের মহাভিষেক বর্ণিত হইল। ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাখিয়া থাকেন, সেই পুরোহিত সম্বন্ধে কর্ত্তব্যনিরূপণের পর ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সমাপ্ত হইতেছে। উহাই এই অন্তিম অধ্যায়ের বিষয়।

অনন্তর পুরোধার (পুরোহিতের) বিধান। যে রাজার পুরোহিত নাই, দেবগণ তাঁহার অন্ন ভোজন করেন না; সেইজন্য যে রাজা যাগ করিতে চাহেন,[1] তিনি, দেবগণ আমার অন্ন ভোজন করিবেন, এই উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করিবেন। এই পুরোহিত নিয়োগ দ্বারা রাজা স্বর্গসাধক অগ্নিরই উদ্ধার করিয়া থাকেন। পুরোহিতই তাঁহার আহবনীয়ের, জায়া (পত্নী) গার্হপত্যের ও পুত্র অন্বাহার্য্য-

---

(১) মূলে আছে "রাজা যক্ষ্যমাণঃ"। "রাজাহযক্ষ্যমাণঃ" এই ভিন্ন পাঠও সায়ণ স্বীকার করেন। তাৎপর্য্য যে রাজা যাগ না করিলেও পুরোহিত রাখিবেন।

পচনের (দক্ষিণাগ্নির) তুল্য। পুরোহিত সম্পাদন দ্বারা তিনি আহবনীয়ে হোম করেন, জায়াদ্বারা গার্হপত্যে হোম করেন ও পুত্রদ্বারা অন্বাহার্য্য-পচনে হোম করেন। সেই অগ্নিগণ এইরূপে আহুতি পাইয়া শান্ততনু হইয়া ও তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে স্বর্গলোক ক্ষত্র বল রাষ্ট্র ও প্রজার অভিমুখে[2] লইয়া যান। আহুতি না দিলে তাঁহারা অশান্ত-তনু ও অপ্রীত থাকিয়া তাঁহাকে স্বর্গলোক ক্ষত্র বল রাষ্ট্র ও প্রজা হইতে ভ্রষ্ট করেন।

এই যে পুরোহিত, তিনি পঞ্চমেনিবিশিষ্ট[3] বৈশ্বানর-অগ্নিস্বরূপ; তাঁহার বাক্যে একটি, পদদ্বয়ে একটি, ত্বকে একটি, হৃদয়ে একটি ও উপস্থে একটি মেনি (অগ্নিশিখা) আছে; তিনি সেই জ্বলন্ত দীপ্যমান মেনির সহিত রাজার সমীপে উপস্থিত হন। রাজা যখন বলেন "ভগবান্, আপনি কোথায় ছিলেন? [অহে ভৃত্যগণ, ইঁহার বসিবার জন্য] তৃণ (কুশাসন) আনয়ন কর", তখন তাঁহার বাক্যে যে মেনি ছিল, তাহা শান্ত হয়। যখন তাঁহার পাদ্য (পাদপ্রক্ষালনার্থ) জল আনা হয়, তখন তাঁহার পদদ্বয়ে যে মেনি ছিল, তাহা শান্ত হয়। পরে যখন তাঁহাকে [বস্ত্রগন্ধাদি দ্বারা] অলঙ্কৃত করা হয়, তখন তাঁহার ত্বকের মেনি শান্ত হয়। যখন তাঁহাকে [ধনাদি দ্বারা] তৃপ্ত করা হয়, তখন তাঁহার হৃদয়ের মেনি শান্ত হয়। পরে যখন তাঁহাকে গৃহমধ্যে অবিরোধে বাস করিতে দেওয়া হয়, তখন

(২) এস্থলে প্রজা অর্থে সন্তান নহে। মূলে "বিশ্" শব্দ আছে।

(৩) পরোপদ্রবকারিণী ক্রোধরূপা শক্তিঃ মেনিরিত্যুচ্যতে যথা অগ্নের্জ্বালা তদ্বৎ। (সায়ণ)

তাঁহার উপস্থের যোনি শান্ত হয়। তিনি (সেই অগ্নিস্বরূপ পুরোহিত) এইরূপ আহুতি পাইয়া শান্ততনু ও প্রীত হইয়া তাঁহাকে স্বর্গলোক ক্ষত্র বল রাষ্ট্র ও প্রজার অভিমুখে লইয়া যান, আর ঐরূপ আহুতি না পাইলে অশান্ততনু ও অপ্রীত থাকিয়া তাঁহাকে স্বর্গলোক ক্ষত্র বল রাষ্ট্র ও প্রজা হইতে ভ্রষ্ট করেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

পুরোহিত-প্রশংসা

এই যে পুরোহিত, ইনি পঞ্চযোনিবিশিষ্ট বৈশ্বানর-অগ্নি-স্বরূপ ; সমুদ্র যেমন ভূমিকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ যোনি (শক্তি) দ্বারা রাজাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া থাকেন। যে রাজার পক্ষে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাষ্ট্রগোপ (রাষ্ট্ররক্ষক) পুরোহিত থাকেন, সেই রাজার রাষ্ট্র অস্থির হয় না, আয়ু থাকিতে তাঁহার প্রাণ যায় না, [illegible] পর্য্যন্ত তিনি জীবিত থাকেন, তিনি পূর্ণ আয়ু লাভ করেন ও পুনরায় তাঁহার মৃত্যু হয় না[১]। অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাঁহার রাষ্ট্রগোপ পুরোহিত থাকেন, তিনি ক্ষত্র দ্বারা ক্ষত্র জয় করেন, বল দ্বারা বল লাভ করেন। অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাঁহার রাষ্ট্রগোপ পুরোহিত

---

(১) "ন পুনর্ম্রিয়তে" সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—"সকৃন্মৃত্বা ন পুনর্ম্রিয়তে পুরোহিতমুখেন তত্ত্বজ্ঞানং সম্পাদ্যমুচ্যতে" অর্থাৎ তাঁহার দ্বিতীয় বার মৃত্যু হয় না, তিনি মৃত্যুর পর মুক্তি লাভ করেন।

থাকেন, বৈশ্যগণ (প্রজাগণ) তাঁহার সম্মুখে এক মনে ও এক মতে বর্ত্তমান থাকে।

তৃতীয় খণ্ড

পুরোহিত-প্রশংসা

ঋষিও [১] এ বিষয়ে [এই ঋক্গুলি] বলিয়াছেন যথা— [প্রথম ঋক্] "স ইদ্রাজা প্রতি জন্যানি বিশ্বা, শুষ্মেণ তস্থাবভি বীর্য্যেণ" [২] এই [প্রথম দুই চরণে] "জন্যানি" অর্থে সপত্ন অর্থাৎ দ্বেষকারী শত্রু; তাহাদিগকেই "শুষ্ম" (অধিক) "বীর্য্য" দ্বারা [সেই পুরোহিতযুক্ত "রাজা"] অভিভব করিয়া থাকেন। [তৃতীয় চরণ] "বৃহস্পতিং যঃ সুভৃতং বিভর্ত্তি"—এস্থলে বৃহস্পতিই দেবগণের পুরোহিত, তাঁহার অনুকরণেই মনুষ্যরাজাদিগের অন্যান্য পুরোহিত। "বৃহস্পতিং যঃ সুভৃতং বিভর্ত্তি" এই বাক্যে রাজা পুরোহিতকে সম্যক্ রূপে ভরণ করিয়া পালন করেন, ইহাই বুঝাইতেছে। [চতুর্থ চরণ] "বল্গূয়তি বন্দতে পূর্ব্বভাজম্"—যিনি অন্যের পূর্ব্বে [রাজাকে] ভজনা করেন, সেই পুরোহিতকে রাজা অর্চ্চনা ও বন্দনা করেন—এই স্থলে রাজারই বন্দনযোগ্যতা বুঝাইতেছে।

[দ্বিতীয় ঋক্] "স ইৎ ক্ষেতি সুধিত ওকসি স্বে" [৩] এই

(১) বামদেব ঋষি (২) ৪।৫০।৭।
(৩) ৪।৫০।৮

[প্রথম চরণের] ওকঃ শব্দের অর্থ গৃহ ; উহার অর্থ—সেই রাজা আপন গৃহেই 'সুধিত' (সুপ্রীত) হইয়া বাস করেন। "তস্মা ইড়া পিন্বতে বিশ্বদানীম্" এই [দ্বিতীয় চরণে] ইড়া অর্থে অন্ন ; উহার অর্থ—["বিশ্বদানীং" অর্থাৎ] সর্ব্বদা সেই রাজার অন্ন ঊর্জ্জস্বল (রসযুক্ত) হইয়া থাকে। "তস্মৈ বিশঃ স্বয়মেবানমন্তে" এই [তৃতীয় চরণে] "বিশঃ" পদের অর্থ রাষ্ট্র ; উহার অর্থ—সেই রাজার রাষ্ট্র স্বয়ং (আপনা হইতেই) অবনত (বশীভূত) হয়। "যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব্ব এতি"—ব্রহ্মা যে রাজার পূর্ব্বে গমন করেন—এই [চতুর্থ চরণে "ব্রহ্মা" শব্দে] পুরোহিতকেই বুঝাইতেছে।

[তৃতীয় ঋক্] "অপ্রতীতো জয়তি সং ধনানি"[৪] এই [প্রথম চরণের] অর্থ—সেই [পুরোহিতযুক্ত] রাজা অপ্রতীত (শত্রুকর্তৃক অনাক্রান্ত) হইয়া সম্যক্‌রূপে রাষ্ট্র জয় করেন, কেননা এস্থলে "ধন" শব্দের অর্থ রাষ্ট্র। "প্রতিজন্যান্যুত যা সজন্যা"—প্রতিজন্য (প্রতিপক্ষ) অপিচ যাহা সজন্য (শত্রুসহিত), তাহাকে [জয় করেন]—এই [দ্বিতীয় চরণে] "জন্যানি" পদে সপত্ন অর্থাৎ দ্বেষকারী শত্রু বুঝাইতেছে ; উহার অর্থ—সেই শত্রুদিগকেই তিনি অনাক্রান্ত হইয়া জয় করেন। "অবস্যবে যো বরিবঃ কৃণোতি" এই [তৃতীয় চরণের] অর্থ—যে রাজা অবস্যুকে (বসুহীন বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে) বসুযুক্ত (ধনযুক্ত) করেন। "ব্রহ্মণে রাজা তমবন্তি দেবাঃ—যে রাজা ব্রাহ্মণকে [বসুযুক্ত

(৪) ৪।৫০।৯।

করেন], দেবগণ তাঁহাকে রক্ষা করেন—এই [চতুর্থ চরণে] "ব্রহ্মণে" পদ পুরোহিতকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে।

চতুর্থ খণ্ড

পুরোহিত-নির্ব্বাচন

যিনি [পরবর্ত্তী] তিন পুরোহিতের ও তিন পুরোধাতার (পুরোহিতের নিয়োগকর্ত্তার) বিষয় জানেন, সেই ব্রাহ্মণই পুরোহিত হইবেন। তিনি পৌরোহিত্যের উদ্দেশে বলিবেন—"অগ্নিই পুরোহিত, পৃথিবী [তাঁহার] পুরোধাতা; বায়ুই পুরোহিত, অন্তরিক্ষ পুরোধাতা; আদিত্যই পুরোহিত, দ্যুলোক পুরোধাতা; যিনি ইহা জানেন, তিনিই যথার্থ "পুরোহিত"; আর যিনি ইহা না জানেন, তিনি "তিরোহিত"। যাঁহার ব্রাহ্মণ ইহা জানিয়া রাষ্ট্রগোপ পুরোহিত হয়েন, সেই রাজার পক্ষে [অন্য] রাজা মিত্র হয়েন ও তিনি দ্বেষকারীকে বিনষ্ট করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ ইহা জানিয়া যাঁহার পক্ষে রাষ্ট্রগোপ পুরোহিত হয়েন, তিনি ক্ষত্রদ্বারা ক্ষত্রকে জয় করেন, বল দ্বারা বল লাভ করেন। ব্রাহ্মণ ইহা জানিয়া যাঁহার পক্ষে রাষ্ট্রগোপ পুরোহিত হয়েন, তাঁহার বৈশ্যগণ (প্রজাগণ) সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার সহিত একমত ও একমন হইয়া থাকে।

[তৎপরে পুরোহিতের বরণ মন্ত্র] "ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ" আমি (অর্থাৎ পুরোহিত) অম (দ্যুলোক), তুমি (অর্থাৎ রাজা)

সেই (ভূলোক); তুমি সেই, আমি অম। আমি দ্যৌঃ, তুমি পৃথিবী; আমি সাম, তুমি ঋক্; আমরা উভয়ে ইহ-লোকে একত্র থাকিয়া এই পুর (নগর) সকলের [কার্য্য] নির্ব্বাহ করি; তুমি আমার তনুস্বরূপ; আমার তনু মহাভয় হইতে রক্ষা কর।”

[রাজা তৃণনির্ম্মিত আসন দান করিলে পুরোহিতের পাঠ্য মন্ত্র] “সোম যে ওষধি সকলের রাজা, যে ওষধিসকল বহু সংখ্যক ও শত-[অবয়ব]-বিশিষ্ট, তাহারা এই আসনে [থাকিয়া] আমাকে অচ্ছিদ্র মঙ্গল দান করুক।”

[আসনে উপবেশন মন্ত্র] “সোম যে ওষধিসকলের রাজা, যাহারা এই পৃথিবীতে বিশেষভাবে স্থাপিত আছে, তাহারা এই আসনে [থাকিয়া] আমাকে অচ্ছিদ্র মঙ্গল দান করুক।”

[পাদ্যগ্রহণ মন্ত্র] “অহে জল, আমি এই রাষ্ট্রে শ্রী সম্পা-দন করিতেছি, অতএব দীপ্তিমান্ জলের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছি।”

[পুরোহিতের সেই জলে পাদপ্রক্ষালন মন্ত্র] “দক্ষিণ পদ প্রক্ষালন করিতেছি, তাহাতে এই রাষ্ট্রে ইন্দ্রিয়ের (ধন-সম্পত্তির) স্থাপন করিলাম। বাম পদ প্রক্ষালন করিতেছি, তাহাতে এই রাষ্ট্রে ইন্দ্রিয়ের বর্দ্ধন করিলাম। প্রথমে এক পদ, পরে অন্য পদ এইরূপে উভয় পদ প্রক্ষালন করিতেছি, অহে দেবগণ তাহাতে রাষ্ট্রের রক্ষা ও অভয় হউক। পাদপ্রক্ষালনার্থ এই জল আমার দ্বেষকারীকে নিঃশেষে দগ্ধ করুক।”

পঞ্চম খণ্ড

ব্রহ্ম-পরিমর কর্ম্ম

অনন্তর [শত্রুক্ষয়কামনায়] ব্রহ্ম-পরিমর কর্ম্ম। যে ব্রহ্ম-পরিমর নামক কর্ম্ম জানে, তাহার পার্শ্বে দ্বেষকারী শত্রুগণ মরিয়া যায়। এই যে [বায়ু] সঞ্চরণ করেন, তিনিই ব্রহ্ম। বিদ্যুৎ বৃষ্টি চন্দ্রমা আদিত্য ও অগ্নি এই পাঁচ দেবতা তাঁহার পার্শ্বে মরিয়া থাকেন। বিদ্যুৎ দীপ্তি প্রকাশ করিয়া বৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ করেন ও অন্তর্হিত হয়েন; তাঁহাকে আর দেখা যায় না। যখন কেহ মরে, তখনই সে অন্তর্হিত হয়; তার পর তাহাকে আর কেহ দেখিতে পায় না। [অতএব] এই মন্ত্র বলিবে "বিদ্যুতের মরণের মত আমার দ্বেষকারী মরুক ও অন্তর্হিত হউক, তাহাকে কেহ যেন দেখিতে না পায়।" [অতঃপর] অবিলম্বেই আর কেহ সেই দ্বেষকারীকে দেখিতে পায় না। বৃষ্টি বর্ষণের পর চন্দ্রমাতে অনুপ্রবেশ করেন ও অন্তর্হিত হন, আর তাহাকে দেখা যায় না। যখন কেহ মরে, তখনই সে অন্তর্হিত হয়; তার পর কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। অতএব এই মন্ত্র বলিবে "বৃষ্টির মরণের মত আমার দ্বেষকারী মরুক ও অন্তর্হিত হউক, তাহাকে কেহ যেন দেখিতে না পায়।" অতঃপর অবিলম্বেই আর কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। চন্দ্রমা অমাবস্যাতে আদিত্যে অনুপ্রবেশ করেন ও অন্তর্হিত হন; আর তাঁহাকে দেখা যায় না। যখন কেহ মরে, তখনই সে অন্তর্হিত হয়,

তার পর তাহাকে দেখা যায় না। অতএব এই মন্ত্র বলিবে "চন্দ্রমার মরণের মত আমার দ্বেষকারী মরুক ও অন্তর্হিত হউক, তাহাকে কেহ যেন দেখিতে না পায়।" অতঃপর অবিলম্বেই তাহাকে আর কেহ দেখিতে পায় না। আদিত্য অস্ত গেলে অগ্নিতে অনুপ্রবেশ করেন ও অন্তর্হিত হন; আর তাঁহাকে দেখা যায় না। যখন কেহ মরে, তখনই সে অন্তর্হিত হয়, তার পর তাহাকে আর দেখা যায় না। অতএব এই মন্ত্র বলিবে "আদিত্যের মরণের মত আমার দ্বেষকারী মরুক ও অন্তর্হিত হউক, তাহাকে কেহ যেন দেখিতে না পায়।" অতঃপর অবিলম্বেই তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না। অগ্নি নিবাইলে বায়ুতে অনুপ্রবেশ করেন ও অন্তর্হিত হন; আর তাঁহাকে দেখা যায় না। যখন কেহ মরে, তখনই সে অন্তর্হিত হয়, তার পর আর তাহাকে দেখা যায় না। অতএব এই মন্ত্র বলিবে "অগ্নির মরণের মত আমার দ্বেষকারী মরুক ও অন্তর্হিত হউক, তাহাকে কেহ যেন দেখিতে না পায়।" অতঃপর অবিলম্বেই তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না।

ঐ ঐ দেবতারা ঐ বায়ু হইতেই পুনরায় জন্মলাভ করেন। বায়ু হইতে অগ্নি জন্মেন, প্রাণের বলে মথ্যমান হইয়া অধিক (তেজস্বী) হইয়া জন্মেন। তাঁহাকে (জায়মান অগ্নিকে) দেখিয়া এই মন্ত্র বলিবে "অগ্নি জন্ম লাভ করুন, আমার দ্বেষকারী যেন না জন্মে; সে আমার নিকট হইতে পরাঙ্মুখে দূরে যাউক।" অতঃপর সেই দ্বেষকারী পরাঙ্মুখে দূরে যায়। অগ্নি হইতে আদিত্য জন্মেন। তাঁহাকে দেখিয়া

এই মন্ত্র বলিবে "আদিত্য জন্মলাভ করুন, আমার দ্বেষকারী যেন না জন্মে; সে আমার নিকট হইতে পরাঙ্মুখে দূরে যাউক।" অতঃপর সে পরাঙ্মুখে দূরে যায়। আদিত্য হইতে চন্দ্রমা জন্মেন। তাঁহাকে দেখিয়া এই মন্ত্র বলিবে "চন্দ্রমা জন্মলাভ করুন, আমার দ্বেষকারী যেন না জন্মে; সে আমার নিকট হইতে পরাঙ্মুখে দূরে যাউক।" অতঃপর সে পরাঙ্মুখে দূরে যায়। চন্দ্রমা হইতে বৃষ্টি জন্মে। তাঁহাকে দেখিয়া এই মন্ত্র বলিবে "বৃষ্টি জন্মলাভ করুন, আমার শত্রু যেন না জন্মে; সে আমার নিকট হইতে পরাঙ্মুখে দূরে যাউক।" অতঃপর সে পরাঙ্মুখে দূরে যায়। বৃষ্টি হইতে বিদ্যুৎ জন্মে। তাঁহাকে দেখিয়া এই মন্ত্র বলিবে "বিদ্যুৎ জন্মলাভ করুন; আমার দ্বেষকারী যেন না জন্মে; সে আমার নিকট হইতে পরাঙ্মুখে দূরে যাউক।" অতঃপর সে পরাঙ্মুখে দূরে যায়।

এই কর্ম্মের নাম ব্রহ্ম-পরিমর। এই ব্রহ্ম-পরিমর কর্ম্মের কথা কৌষায়ব[১] মৈত্রেয় (তন্নামক ঋষি) কৈরিশি[২] ভার্গায়ণ[৩] সুত্বা রাজাকে বলিয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্বস্থ [দ্বেষকারী] পাঁচ জন রাজা মরিয়াছিলেন। তাহাতে সুত্বা (তন্নামক রাজা) মহৎ পদ পাইয়াছিলেন।

এই কর্ম্মপক্ষে এই ব্রত (নিয়ম) বিধেয়। দ্বেষকারীর

(১) কৌষায়ব—কুষায়বপুত্র। (সায়ণ)
(২) কৈরিশি—কিরিশপুত্র। (সায়ণ)
(৩) ভার্গায়ণ—ভর্গগোত্রোৎপন্ন। (সায়ণ)

পূর্ব্বে উপবেশন করিবে না ; যদি বোধ কর, সেই দ্বেষকারী দাঁড়াইয়া আছে, তাহা হইলে দাঁড়াইয়া থাকিবে। দ্বেষকারীর পূর্ব্বে শয়ন করিবে না ; যদি বোধ কর সে বসিয়া আছে, তাহা হইলে বসিয়া থাকিবে। দ্বেষকারীর পূর্ব্বে ঘুমাইবে না ; যদি বোধ কর সে জাগিয়া আছে, তাহা হইলে জাগিয়াই থাকিবে। এরূপ করিলে যদি সেই দ্বেষকারীর মাথা পাষাণের মত হয়, তথাপি অবিলম্বেই তাহার বিনাশ ঘটে, অবিলম্বেই তাহার বিনাশ ঘটে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সমাপ্ত

প্রথম পরিশিষ্ট

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

অগ্নিহোত্র—বিবাহান্তে অগ্ন্যাধান অনুষ্ঠানের পর গৃহস্থ কর্ত্তৃক প্রতিদিন সায়ং-কালে ও প্রাতঃকালে সম্পাদ্য নিত্যকর্ম্ম ৪৬৪ গার্হপত্য হইতে আহবনীয় অগ্নির উদ্ধরণ ৪৬৪ দুগ্ধদোহন ও গার্হপত্যে দুগ্ধ পাক ৪৬৫ দুগ্ধদোহনে বিবিধ বৈকল্যের প্রায়শ্চিত্ত ৪৬৬,৫৬৫ শ্রদ্ধাহোম ৪৬৮ অগ্নিহোত্রপ্রশংসা ৪৬৯ হোমকাল ৪৭০-৪৭৫ হোমমন্ত্র ৪৭৫ অন্যান্য বৈকল্যের প্রায়শ্চিত্ত ৫৬৩-৫৮৩ অপত্নীকের অগ্নিহোত্রত্যাগ নিষেধ ৫৭৮,৫৭৯

অগ্নিহোত্রহবণী—অগ্নিহোত্রে হোমদ্রব্য লইবার স্রুক্ বা হাতা ৫৬৮

অগ্নিহোত্রী—যে গাভীর দুগ্ধে অগ্নিহোত্র নিষ্পন্ন হয়; অগ্নিহোত্রীদোহন বৈকল্যে প্রায়শ্চিত্ত ৪৬৬,৫৬৫

অগ্নীৎ—আগ্নীধ্র দেখ।

অগ্নীষোমপ্রণয়ন—অগ্নিষ্টোমে সুত্যার পূর্ব্বদিন অর্থাৎ চতুর্থ দিন ঐষ্টিক বেদির পূর্ব্বে স্থিত আহবনীয় অগ্নিকে সৌমিক বেদিস্থিত আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে লইয়া যাওয়া হয়; পরদিন অর্থাৎ সুত্যাদিন ঐ অগ্নিকে আগ্নীধ্রীয় হইতে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য ধিষ্ণ্য জ্বালাইতে হইবে, এই উদ্দেশ্য। ক্রয়ের পর সোম প্রাচীন বংশশালায় রক্ষিত থাকে; ঐ সোমকেও ঐ সঙ্গে লইয়া হবির্দ্ধান-মণ্ডপে রাখিতে হয়; পরদিন সোমযাগার্থ সেই সোমের অভিষব হইবে, এই উদ্দেশ্য। অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক অগ্নি ও সোমের এই প্রণয়ন অর্থাৎ পূর্ব্বমুখে আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে ও হবির্দ্ধানমণ্ডপে আনয়ন কর্ম্মের নাম অগ্নীষোম প্রণয়ন; প্রণয়ন কালে হোতা তদনুকূল মন্ত্র পাঠ করেন ১০৯-১১৫

অগ্নীষোমীয় পশু—অগ্নি ও সোমের প্রণয়নের পর তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ পশুযাগ বিধেয়; ঐ যাগের উদ্দিষ্ট দেবতা অগ্নি ও সোম; এই যাগের বিবরণ ১১৬-১৫৯ অগ্নীষোমীয় পশু দুই বর্ণের হইবে ও স্থূল হইবে ১২৭ ইহার মাংস ভক্ষণীয় কি না তদ্বিষয়ে বিচার ১২৮; পশুযাগ দেখ।

অগ্ন্যাধান, অগ্ন্যাধেয়—বিবাহের পর গৃহস্থ অগ্নিশালায় দুইখানি ঘর বাঁধিয়া এক ঘরে গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি ও অন্য ঘরে আহবনীয় অগ্নি ও বেদি স্থাপন করেন। এই অগ্নিত্রয়ে সমুদয় শ্রৌত যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, এই জন্য এই অগ্নিত্রয়ের নাম শ্রৌত অগ্নি, নামান্তর বৈতানিক অগ্নি। এতন্মধ্যে গার্হপত্য অগ্নি অজস্র জ্বলিয়া থাকে, কখনও নিবায় না; গার্হপত্য হইতে অগ্নি গ্রহণ বা উদ্ধরণ

প্রস্তুত করা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক প্রধান সমুদয় কর্ম্ম ইনি স্বহস্তে সম্পাদন করেন ; প্রজাপতির ও দেবগণের অধ্বর্য্যু কর্ম্ম ৪৭৭

অনীক— বাণাংশ ৮৮ সেনামুখ ৩০১

অনুচর—শস্ত্রান্তর্গত প্রতিপৎ মন্ত্রের পরবর্ত্তী কতিপয় ঋক্ মন্ত্র ২৫১ শস্ত্র দেখ।

অনুপানীয় মন্ত্র—২৯৮

অনুমতি— চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমা ৫৮০

অনুমন্ত্রণ—ক্রিয়মাণ কর্ম্মের অনুকূল মন্ত্রের উচ্চারণ ২৩৮

অনুযাজ—ইষ্টিযাগাদিতে প্রধান যাগের পরে অনুযাজযাগ সম্পাদ্য। দর্শপূর্ণমাস ইষ্টিতে প্রধান যাগের পর বর্হিঃ নরাশংস ও অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ এই তিন দেবতার উদ্দেশে তিন অনুযাজ যাগ হয়। কোন কোন ইষ্টিতে অনুযাজ বর্জ্জনীয় ; প্রায়ণীয় ইষ্টিতে অনুযাজ বর্জ্জন অনুচিত ৩৯ আতিথ্যেষ্টিতে বর্জ্জনীয় ৬৭ উপসদে বর্জ্জনীয় ৯১ পশুযাগে বিশেষ বিধি অনুসারে এগার দেবতার উদ্দেশে এগার অনুযাজ বিহিত ১৬৮

অনুরূপ—শস্ত্রান্তর্গত স্তোত্রিয় প্রগাথের অনুযায়ী প্রগাথ ২৭০ প্রগাথ দেখ।

অনুবচন—অধ্বর্য্যু কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে হোতার অথবা তাঁহার সহকারীর তদনুকূল মন্ত্র পাঠ। যথা—দীক্ষণীয়েষ্টির অগ্নিসমিন্ধন কর্ম্মে অনুবচন (সামিধেনী মন্ত্র) ৬ সোমপ্রবহণ কর্ম্মে অনুবচন মন্ত্র ৪৫ আতিথ্যেষ্টিতে অগ্নিমন্থন কর্ম্মে ৫৬ অগ্নি-প্রণয়ন কর্ম্মে ৯৫ হবির্দ্ধান প্রবর্ত্তন কর্ম্মে ১০৩ অগ্নীষোম প্রণয়ন কর্ম্মে ১০৯ যূপ-সংস্কার কর্ম্মে ১১৯ পশুর পর্য্যগ্নিকরণ কর্ম্মে ১৩৪ বপাস্তোকাহুতি কর্ম্মে ১৫২ প্রাতরনুবাক কর্ম্মে অনুবচন ১৬০

অনুবষট্‌কার—অধ্বর্য্যু যখন আহুতি দেন, হোতা সেই সময়ে যাজ্যা পাঠ করিয়া বৌষট্ উচ্চারণ করেন, তৎপরে "অগ্নে বীহি"—অগ্নি ভক্ষণ কর—বলিয়া পুনরায় বৌষট্ উচ্চারণ করেন। এই দ্বিতীয়বার বৌষট্ উচ্চারণের নাম অনুবষট্‌কার। ইষ্টিযাগের প্রধান যাগের পর স্বিষ্টকৃৎযাগ হয়, এই যাগে অনুবষট্-কার অবিধেয়। প্রবর্গ্যকর্ম্মে অনুবষট্‌কার বিহিত, উহা স্বিষ্টকৃতের স্থানীয় ৭৯ সোমযজ্ঞে দ্বিদেবত্য গ্রহাহুতি কর্ম্মে ও ঋতুযাজে অনুবষট্‌কার নিষিদ্ধ ১৯৫, ১৯৮, ২৩৫ অন্যত্র বিহিত ২৩৪ যাগ দেখ।

অনুবাক্যা—নামান্তর পুরোঽনুবাক্যা—ইষ্টি যজ্ঞাদির অন্তর্গত প্রধান ও

আলম্ভন—যজ্ঞে পশুবধ ১২৫ শমিতা ও শামিত্র দেখ।

আবপন সূক্ত—৫২০

আবসথ্য—গৃহ্য বা স্মার্ত্ত অগ্নি ৬৪১ গৃহ্য অগ্নি দেখ।

আশ্বযুজ—অন্যতম পাকযজ্ঞ ৩০৩

আশ্বিন গ্রহ—প্রাতঃসবনে বিহিত দ্বিদেবত্যগ্রহ ১৮৯, ১৯৩, ১৯৪ দ্বিদেবত্য গ্রহ দেখ।

আশ্বিন শস্ত্র—অতিরাত্র যজ্ঞে রাত্রি কৃত্যের পর রাত্রিশেষে পাঠ্য শস্ত্র ৩৪১,৩৫২

আশ্রাবণ—অধ্বর্য্যু আহুতি দানের পূর্ব্বে "ও শ্রাবয়"—বলিয়া আহ্বান করেন, ইহার নাম আশ্রাবণ; প্রত্যুত্তরে স্ফ্য-ধারী আগ্নীধ্র "অস্তু শ্রৌষট্"—বলিয়া যাগের উদ্দিষ্ট দেবগণকে হোতৃপাঠ্য যাজ্যামন্ত্র শুনিতে অনুরোধ করেন, ইহা প্রত্যাশ্রাবণ; তৎপরে হোতা অনুবাক্যা ও যাজ্যাপাঠ করিলে অধ্বর্য্যু আহাবনীয়াগ্নিতে আহুতি দেন ১৩,৯২

আসন্দী—বসিবার জন্য কাষ্ঠাসন ৬২৯,৬৩০

আহনস্য মন্ত্র—৫৫৭

আহবনীয়—অগ্ন্যাধানকালে স্থাপিত শ্রৌত অগ্নিত্রয়ের মধ্যে অন্যতম। এই অগ্নিতে অধ্বর্য্যু দেবতার উদ্দেশে হব্য অর্পণ করেন। আহিতাগ্নি গৃহস্থের অগ্ন্যাগারে এই অগ্নির জন্য স্বতন্ত্র কুণ্ড থাকে; প্রতিদিন দুইবেলা গার্হপত্য কুণ্ড হইতে অগ্নি লইয়া আহবনীয় কুণ্ডে অগ্নি জ্বালাইয়া সেই অগ্নিতে অগ্নিহোত্র-হোম করিতে হয়। ৪৬৪ দর্শপূর্ণমাসাদি শ্রৌত কর্ম্মেও এই আহবনীয়েই হব্যদ্রব্য অর্পণ করা হয়; ইষ্টি, পশু বা সোমযাগ প্রভৃতিতে যজ্ঞভূমিতে যথাবিধি আহবনীয় স্থাপন আবশ্যক ৬০,৪৬৪,৬০৫,৬০৬

আহাব—শস্ত্রপাঠের আরম্ভে শস্ত্রপাঠক কর্ত্তৃক "শোংসাবোম্" এইমন্ত্রে অধ্বর্য্যুকে আহ্বান—অধ্বর্য্যু তদুত্তরে "শোংসামো দৈবোম্" বলিয়া প্রতিগর করেন ২০০,২৪৬,২৪৭,২৬৯

আহিতাগ্নি—অগ্ন্যাধান সম্পাদনের পর গৃহস্থ আহিতাগ্নি হন, আহিতাগ্নির কর্ত্তব্য ৫৬৩,৫৮৩

আহুত—পাকযজ্ঞের শ্রেণিভেদ ৩০৩

আহুতি—দেবোদ্দেশে অগ্নিতে দ্রব্য দান; ঐতরেয় মতে আহুতির অর্থ আহুতি বা দেবগণের আহ্বান ৯

ইড়া—ইষ্টিযজ্ঞ পশুযজ্ঞ প্রভৃতিতে প্রধান যাগের পর হবিঃশেষের কিয়দংশ যজমান ও ঋত্বিকেরা ভক্ষণ করেন, এই ভক্ষ্যের নাম ইড়া। ইড়াভক্ষণের সহিতই যজ্ঞের প্রধান অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়, তৎপরে অনুযাজাদি কর্ম্ম আনুষঙ্গিক মাত্র। আতিথ্যেষ্টি ইড়া ভক্ষণে সমাপ্ত ৬৭ সোমযজ্ঞে দ্বিদেবত্য গ্রহের পর সবনীয় পশু-যাগে ইড়া ভক্ষণ ১৯৯; ইড়ার কিয়দংশ হোতা পৃথক্‌ভাবে ভক্ষণ করেন, এই অংশ অবান্তরেড়া।

ইড়াদধ—হবির্যজ্ঞ বিশেষ ৩০৫

ইড়াহ্বান
ইড়োপহ্বান } —ইড়াভক্ষণের পূর্ব্বে ইড়ার উদ্দেশে মন্ত্রপাঠ ১৪৬, ৩০৩

ইধ্ম—নির্দ্দিষ্টসংখ্যক যজ্ঞিয় কাষ্ঠ; ইহার কতিপয় খণ্ড অগ্নিসমিন্ধনের জন্য অর্থাৎ আহবনীয় অগ্নি সমিদ্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় ৪৬৮

ইন্দ্রগাথা—অথর্ব্ববেদসংহিতোক্ত ঋক্ ৫৫০

ইন্দ্রনিহব প্রগাথ—মরুত্বতীয় শাস্ত্রের অন্তর্গত প্রগাথ ২৫৩, প্রগাথ দেখ।

ইষু—বাণ ৮৮

ইষ্ট—শ্রৌতকর্ম্ম ৬০৬

ইষ্টাপূর্ত্ত—ইষ্ট (শ্রৌত) ও পূর্ত্ত (স্মার্ত্ত) কর্ম্ম ৬০২

ইষ্টি—শ্রৌত অগ্নিতে সম্পাদ্য হবির্যজ্ঞ; পূর্ণমাসেষ্টি সমুদয় ইষ্টি যজ্ঞের প্রকৃতি। পূর্ণমাসেষ্টির অনুষ্ঠানক্রম স্থূলতঃ এইরূপ :—পূর্ব্বদিন ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু ও আগ্নীধ্র এই চারিজন ঋত্বিক্‌কে নিমন্ত্রণ ও অগ্নিত্রয়ে সমিদাধান (অন্বাধান), যজমান কর্ত্তৃক কেশশ্মশ্রুবপনপূর্ব্বক সত্যবদনাদি ব্রতগ্রহণ, পরদিন প্রাতে ব্রহ্মার বরণ, প্রণীতা প্রণয়ন, অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক যথাবিধি পুরোডাশ পাক (পুরোডাশ দেখ), অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক সমিৎ প্রক্ষেপ দ্বারা আহবনীয় অগ্নির সমিন্ধন ও হোতা কর্ত্তৃক তদনুকূল মন্ত্র (সামিধেনী) পাঠ; তৎপরে হোতা কর্ত্তৃক যজমানের আর্ষেয় বা প্রবরাগ্নিকে আহ্বান, ও যজ্ঞের উদ্দিষ্ট দেবতাগণের আহ্বান (প্রবরপ্রবরণ ও দেবতাহ্বান) অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক আঘার হোমের পর পুনরায় প্রবর প্রবরণ ও হোতৃবরণ। এই সময়ে দেবতারা যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হন। তৎপরে প্রধান যাগের প্রাসঙ্গিক পঞ্চ দেবতার উদ্দেশে পঞ্চ-প্রযাজ যাগ (প্রযাজ দেখ), অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে আজ্যভাগদান (আজ্যভাগ দেখ), তৎপরে প্রধান যাগ অর্থাৎ যজ্ঞের উদ্দিষ্ট প্রধান দেবতার

উদ্দেশে বিশিষ্ট হব্য (পুরোডাশাদি) দান ; প্রধান যাগের পর স্বিষ্টকৃৎ যাগ ও হবিঃশেষ ভক্ষণ ; এই উপলক্ষে যজমান ও ঋত্বিকেরা ইড়া ভক্ষণ ও হোতা পৃথক্ ভাবে অবান্তরেড়া ভক্ষণ করেন।

তৎপরে প্রধান যাগের আনুষঙ্গিক তিনটি অনুযাজ যাগ (অনুযাজ দেখ), প্রস্তর নামক কুশমুষ্টির দাহন এবং সেই উপলক্ষে হোতাকর্তৃক সূক্তবাক ও শংযুবাক পাঠ। তৎপরে বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে সংস্রব হোমান্তে যজমানের পত্নীর পক্ষে গার্হপত্য অগ্নিতে দেবপত্নীগণের ও অগ্নিগৃহপতির উদ্দেশে যাগ (পত্নীসংযাজ দেখ) ; এই যাগের আনুষঙ্গিক ইড়া ভক্ষণ ও সংস্রব হোম।

তৎপরে পিষ্টলেপাহুতি ও সমিষ্ট যজুর্হোমের পর দেবগণ যজ্ঞভূমি হইতে চলিয়া যান। তৎপরে অন্য কতিপয় অনুষ্ঠানের পর যজমান বিষ্ণুক্রম-প্রক্রমণ অনুষ্ঠান করেন ও অগ্ন্যুপস্থানের পর ব্রত বিসর্জ্জন করেন।

অন্বাহার্য্য নামক অন্ন দক্ষিণাগ্নিতে পক্ব হয়, ঋত্বিকেরা তাহা দক্ষিণাস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞশেষে ভোজন করেন।

অগ্নিষ্টোমের অন্তর্গত ইষ্টিযজ্ঞ এইগুলি :—

দীক্ষণীয় ইষ্টি—দেবতা অগ্নি ও বিষ্ণু, দ্রব্য একাদশ কপালে পক্ব পুরোডাশ অথবা স্থলবিশেষে ঘৃতচরু, অগ্নি সমিন্ধনে সামিধেনী মন্ত্র সতেরটি। [প্রকৃতি যজ্ঞে সামিধেনী সংখ্যা ১৫টি মন্ত্র]

প্রায়ণীয় ইষ্টি—প্রধান দেবতা অদিতি ; তদুদ্দিষ্ট দ্রব্য চরু ; তদ্ব্যতীত পথ্যা-স্বস্তি, অগ্নি, সোম ও সবিতা এই চারি দেবতার উদ্দেশে আজ্যাহুতি ; অনুযাজের পর শংযুবাক সমাপ্তি। পত্নীসংযাজ ও সমিষ্টযজুর্হোম নিষিদ্ধ।

আতিথ্য ইষ্টি—দেবতা বিষ্ণু ; দ্রব্য নবকপাল পুরোডাশ ; প্রধান যাগের পর ইড়া ভক্ষণে সমাপ্তি। অনুযাজাদি নিষিদ্ধ। যাগারম্ভে অগ্নিমন্থন ও মথিত অগ্নির আহবনীয়ে নিক্ষেপ বিধেয়।

উপসৎ—দেবতা অগ্নি সোম বিষ্ণু ; দ্রব্য আজ্য। প্রযাজ ও অনুযাজ নিষিদ্ধ ; সোমযাগের পূর্ব্বে তিন দিন ধরিয়া প্রত্যহ দুইবার—অনুষ্ঠেয়। পূর্ব্বাহ্ণের যাজ্যা মন্ত্র অপরাহ্ণে অনুবাক্যা এবং পূর্ব্বাহ্ণের অনুবাক্যা অপরাহ্ণে যাজ্যারূপে ব্যবহার্য্য।

উদয়নীয়েষ্টি—দেবতা দ্রব্য ইত্যাদি প্রায়ণীয়ের অনুরূপ।

উদবসানীয় ইষ্টি—সোমযজ্ঞ সমাপ্তির পর নূতন আহবনীয় অগ্নি জ্বালিয়া সেই

অগ্নিতে সম্পাদ্য। দেবতা অগ্নি, দ্রব্য পঞ্চকপাল পুরোডাশ ; অন্বাধান হইতে ব্রাহ্মণভোজন পর্য্যন্ত সমুদয় অনুষ্ঠান বিহিত।

উকার—৪৭৬ ওঁ দেখ।

উক্‌থ—প্রশংসা ১৬৫ শস্ত্রের নামান্তর ২১৭,২২৫

উক্‌থ্য ক্রতু—জ্যোতিষ্টোমের অন্যতম সংস্থা, অগ্নিষ্টোমের বিকৃতি ৩২৩, তৃতীয় সবনে অতিরিক্ত শস্ত্র ৩২৫ পোতা ও নেষ্টার কর্ম্ম ৩২৬

উচ্ছ্রয়ণ—উত্তোলন ১২০ যূপ দেখ।

উৎকর—বেদিনির্ম্মাণকালে বেদির উত্তরে মৃত্তিকা স্তূপীকৃত করিয়া উৎকর নির্ম্মিত হয়। ইহা আবর্জ্জনা ফেলিবার স্থান ৪৮৬

উৎক্রোশন—৬৪৬

উত্তর বেদি—সৌমিক বেদি বা মহাবেদির উপরে নির্ম্মিত ক্ষুদ্রাকার বেদি ; ইহার নাভিতে আহবনীয় অগ্নি ঐষ্টিকবেদির নিকট হইতে আনীত হইয়া রক্ষিত হয় এবং সেই আহবনীয় অগ্নিতেই পশুযাগ ও সোমযাগ সম্পাদিত হয় ৯৯

উৎপবন—দর্ভদ্বারা আজ্যাদি দ্রব্যের উৎক্ষেপণ করিয়া সংস্কার বা বিশুদ্ধি সাধন ১৮৩

উৎসাদন—৮১

উদঞ্চন—সোমরস তুলিবার জন্য ছোট পাত্র ৬১৭

উদয়ন—সমাপ্তি ৩১১ প্রণয়ন দেখ।

উদয়নীয় ইষ্টি—সোমযাগের সমাপ্তি সূচক ইষ্টিযজ্ঞ ২৬ ইহা সর্ব্বাংশে প্রায়ণীয়েষ্টির অনুরূপ, প্রায়ণীয়ের নিষ্কাস ও স্থালী উদয়নীয়ে ব্যবহার্য্য ৪০,৪১ একের যাজ্যা অন্যের অনুবাক্যা ৪২ ইষ্টি দেখ।

উদয়—সূর্য্য উদিত বা অস্তমিত হন না ৩১৩

উদর—৫৮৮

উদবসান—সর্ব্বকর্ম্ম সমাপন ৩৮৫ উদবসানান্তে ক্ষত্রিয় যজমানের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্তি ৬০৬

উদবসানীয় ইষ্টি—অগ্নিষ্টোমে সমাপ্তির পর নূতন অন্বাধান করিয়া এই যজ্ঞ সম্পাদ্য, ৬০৫,৬২৯ ইষ্টি দেখ।

উদান—বায়ু ২৩

উডুম্বর—মহাবেদিতে প্রোথিত উডুম্বরশাখা (ঔডুম্বরী) স্পর্শ করিয়া উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারীরা সোমযাগকালে স্তোত্র গান করেন। উডুম্বরের উৎপত্তি ৪৫৯ দ্বাদশাহ যজ্ঞে উডুম্বর শাখা স্পর্শ ৪৫৯ ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্য ৬১৪,৬১৬ পুনরভিষেকে উডুম্বরের ব্যবহার ৬৩২,৬৩৪

উদ্গাতা—সামগায়ী প্রধান ঋত্বিক্‌ ১৮০,৪৫৭

উদ্গীথ—সামগানে উদ্গাতার গেয় অংশ ২৬৯,৪৫৭,৪৭৭

উদ্ধরণ—আহবনীয়াদি অগ্নি জ্বালিবার জন্য গার্হপত্য কুণ্ড হইতে অগ্নিগ্রহণ ৪৬৪ অগ্নিহোত্র দেখ।

উদ্বোধন—৩৬০

উদ্বাসন—৫৮৩

উন্নয়ন—পূতভৃৎ হইতে সোমরস তুলিয়া আহুতির জন্য চমসে গ্রহণ ৪৯৭

উন্নেতা—অন্যতম ঋত্বিক্‌—চমসে সোমরসের উন্নয়ন ইহার প্রধান কর্ম্ম।

উপগাতা—উদ্গাতাদিগের সাহায্যকারী ৫৬১

উপপ্রেষণ—মৈত্রাবরুণ কর্ত্তৃক হোতাকে প্রেষণ বা কর্ম্মার্থে অনুজ্ঞা ১৩৫

উপপ্রৈষ—উপপ্রেষণের মন্ত্র ১৩৫ প্রৈষ দেখ।

উপযমনী—৮২

উপযাজ—পশুযজ্ঞে অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক একাদশ অনুযাজযাগের সমকালে তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা কর্ত্তৃক একাদশ যাগ ১৬৮ পশুযাগ দেখ।

উপবক্তা—মৈত্রাবরুণ ৪৬১

উপবসথ—সোমযাগের পূর্ব্বদিন—এই দিনে যজমানের উপবাস ১৮৫,৩১৬

উপবাস—৫৮০

উপসৎ ইষ্টি—অগ্নিষ্টোমের পূর্ব্বে তিন দিন এই ইষ্টিযজ্ঞ সম্পাদ্য। দুই দিন পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে দুই বার করিয়া এবং তৃতীয় দিনে (উপবসথদিনে) পূর্ব্বাহ্ণেই দুইবার উপসৎ ইষ্টি অনুষ্ঠেয় ৮৩,৯৩ উপসৎ সম্বন্ধে আখ্যায়িকা ৮৫ ব্রতপান ৮৮ সামিধেনীত্রয় ৯০ যাজ্যানুবাক্যা ৯০ প্রযাজানুযাজ নিষেধ ৯১ ইষ্টি দেখ।

উপসর্গ—৩৩৩

উপস্থ—৩৩৩

আপ্রী দেখ। অগ্নিষ্টোমের প্রাসঙ্গিক কোন কোন ইষ্টিযজ্ঞে প্রযাজ অনাবশ্যক; ইষ্টিযজ্ঞ দেখ।

প্রবর—৫০৯,৬০৭ আর্ষেয় দেখ। যজমানের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন, তাঁহাদের অগ্নিকে আহ্বান করিয়া ইষ্টিযজ্ঞাদি আরম্ভ করিতে হয়; ঐ অগ্নির নাম প্রবরাগ্নি ও আহ্বানের নাম প্রবর-প্রবরণ। ইষ্টিযজ্ঞ দেখ।

প্রবর্গ্য—সোমযাগে অধিকারলাভার্থ তৎপূর্ব্বে তিন দিন অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। দুই দিন পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে এবং তৃতীয় দিন পূর্ব্বাহ্ণে দুই বার অনুষ্ঠেয়। উপসদিষ্টির পর প্রবর্গ্য কর্ত্তব্য। ছয় জন ঋত্বিক্ আবশ্যক—ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু, অগ্নীৎ, প্রতিপ্রস্থাতা ও প্রস্তোতা। প্রধান হব্যের নাম ঘর্ম্ম—মহাবীর নামক মৃৎভাণ্ডে গোদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ মিশাইয়া পাক করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়; অধ্বর্য্যু মহাবীর নির্ম্মাণ ও ঘর্ম্মপাক হইতে আহুতিদান পর্য্যন্ত কর্ম্ম করেন; প্রতিপ্রস্থাতা তাঁহার সহকারী; প্রস্তোতা সামগান করেন; হোতা প্রত্যেক কর্ম্মের অনুকূল স্তুতিমন্ত্র বা অভিষ্টব মন্ত্র পাঠ করেন। যাগান্তে সকলে ঘর্ম্মশেষ ভক্ষণ করেন। ৬৮-৮২ ঘর্ম্ম, মহাবীর, অভিষ্টব দেখ।

প্রবহণ—পূর্ব্বমুখে বহন—সোমপ্রবহণ দেখ ৪৩

প্রবহ্লিকা ঋক্—৫৫২

প্রশাস্তা—তন্নামক ঋত্বিক্; নামান্তর মৈত্রাবরুণ ৪৮১

প্রসর্পণ—সোমযাগার্থে অধ্বর্য্যুপ্রমুখ কতিপয় ঋত্বিকের সারি বাঁধিয়া সদঃশালা প্রবেশ ১৮০

প্রস্তর—বেদিতে রক্ষিত কুশমুষ্টি; ইহার উপর জুহূ নামক হাতা (যাহাতে হব্য রাখিয়া আহুতি দেওয়া হয়) রাখিতে হয়। প্রস্তরের উপর হাত দিয়া নিহ্নবানুষ্ঠান হয় ৯৩ নিহ্নব দেখ। ইষ্টিযাগের পর প্রস্তর আহবনীয় অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়—ইষ্টিযজ্ঞ দেখ।

প্রস্তাব—প্রস্তোতার গেয় সামাংশ ২৬৯,৪৫৯

প্রস্তোতা—উদ্গাতার সহকারী সামগায়ী ঋত্বিক্ ৪৫৭,৪৮০

প্রস্থিত যাজ্যা—চমসাহুতিকালে ধিষ্ণ্যস্থ চমসী ঋত্বিক্‌দের পাঠ্য যাজ্যা ৪২৩,৪৯৯

প্রহুত—পাকযজ্ঞ ৩০৩

প্রাগ্‌বংশ—প্রাচীনবংশ—দেবযজনভূমির উপর নির্ম্মিত মণ্ডপ—ইহার ছাদের (চালের) মধ্যস্থিত বাঁশ (বংশ) পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে বিস্তৃত। দীক্ষা হইতে অগ্নীষোমীয় পশুযাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমুদয় কর্ম্ম এই মণ্ডপ মধ্যে নিষ্পন্ন হয়; ইহার মধ্যেই ঐষ্টিক বেদি ও তাহার তিন দিকে তিন অগ্নি এবং পত্নীশালা থাকে ১২

প্রাচ্যগণ—৬৪৮

প্রাণ—বায়ু ২৬ নয়টি ৫৫ মস্তকে সাতটি ৬৬,৬৭,২২৯

প্রাতরনুবাক—সোমযাগের দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হোতার পাঠ্য মন্ত্রসমূহ ১৬০-১৬৯

প্রাতঃসবন—১৭৭-২৩৫,২৭৫ সবন দেখ।

প্রায়ণ—আরম্ভ ৩১১

প্রায়ণীয় ইষ্টি—অগ্নিষ্টোমের আরম্ভসূচক ইষ্টিযজ্ঞ, দীক্ষার পরদিন প্রাতঃকালে সম্পাদ্য ২৫-৪৩ ইষ্টি দেখ।

প্রায়শ্চিত্ত—ঋত্বিক্‌দোষে ৩১৮ অগ্নিহোত্রে ৪৬৬ বিবিধ ৫৬৩-৫৮৩

প্রিয়ঙ্গু—৬৫২

প্রেত—৫৬৪

প্রেষণ—মন্ত্রদ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রেরণ বা অনুজ্ঞা ১৩৫

প্রৈষ মন্ত্র—প্রেষণার্থ অনুজ্ঞামন্ত্র, উচ্চে পাঠ্য, যথা অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক হোতাকে অগ্নিমন্থনে অনুবচনপাঠার্থ প্রৈষ ৫৬ প্রবর্গ্যে অভিষ্টবপাঠার্থ প্রৈষ ৬৯ অগ্নিপ্রণয়নপ্রৈষ ৯৫ প্রাতরনুবাকে ১৬০,১৬২ ইত্যাদি। প্রৈষ নামের তাৎপর্য্য ২৪০,৫০৮-৫০৯

প্লক্ষ—ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্য ৬১৬

ফলক—৬১৭ অধিষবণ ফলক দেখ।

বক্ষঃ—৫৬১

বর্হিঃ—যজ্ঞে ব্যবহার্য্য কুশ ৬, ৮৮

দুগ্ধ দান করেন, তিনি ব্রতদাতা ৫৬২ সোমযাগের দিনে হবিঃশেষ ভিন্ন অন্য পানভোজন নিষিদ্ধ।

শকুন—১৬১,১৪২

শচী—৬১৮

শফ—প্রবর্গ্যে ব্যবহৃত ৮২ খুর ৩৬৩

শমিতা—পশুঘাতক ১৩৬ পশুবধস্থান শামিত্র দেশ; সেইখানে স্থাপিত পশ্বঙ্গ পাকার্থ অগ্নি শামিত্র অগ্নি।

শরভ—১৪৪

শল্য—৮৮

শল্যক—শজারু ২৭৪

শস্ত্র—শংসন অর্থে দেবতার প্রশংসা বা স্তুতি; যে মন্ত্রে শংসন হয় তাহা শস্ত্র; সোমযাগের সবনত্রয়ে হোতা ও হোত্রকত্রয় (মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, অচ্ছাবাক) আপন আপন ধিষ্ণ্যে বসিয়া শস্ত্রপাঠ করেন। প্রতি শস্ত্রের পূর্ব্বে উদ্গাতারা স্তোত্র গান করেন; শস্ত্রান্তে অধ্বর্য্যু আহবনীয় অগ্নিতে সোমরস-গ্রহ আহুতি দেন। ইহাই সোমযাগের মুখ্য কর্ম্ম। অগ্নিষ্টোমে সমুদায় শস্ত্রসংখ্যা বারটি; অন্যান্য বিকৃতিযজ্ঞে শস্ত্রসংখ্যা অধিক। উক্থ্যযাগে পোনের, ষোড়শীতে ষোল, অতিরাত্রে একুশ; ঐতরেয়ব্রাহ্মণে এই সকল শস্ত্র সবিশেষে বিবৃত হইয়াছে। অগ্নিষ্টোমের সবনত্রয়ে বিহিত শস্ত্রের জন্য সবন দেখ।

শস্ত্রপাঠের নানা সূক্ষ্ম নিয়ম আছে; শস্ত্রপাঠক প্রথমে তূষ্ণীংজপ করেন; তৎপরে অধ্বর্য্যুকে আহাবমন্ত্রে আহ্বান করিলে অধ্বর্য্যু প্রত্যুত্তরে প্রতিগর করেন। তখন শস্ত্রপাঠক ধিষ্ণ্যের সম্মুখে বসিয়া মনে মনে তূষ্ণীংশংস জপ করিয়া শস্ত্রপাঠ আরম্ভ করেন। শস্ত্রের মধ্যে কতিপয় ঋক্-সূক্ত থাকে; ঐ সূক্তই শস্ত্রের মুখ্য অংশ। কোন কোন সূক্তের মাঝে নিবিৎ মন্ত্র পাঠ করিতে হয়; যে সূক্তে নিবিৎ বসে, তাহা নিবিদ্ধানীয় সূক্ত। শস্ত্রান্তে শস্ত্রপাঠক উক্থবীর্য্য উচ্চারণ করিয়া দেবতার উদ্দেশে যাজ্যামন্ত্র পড়িয়া বষট্কার করিলে পর আহবনীয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অধ্বর্য্যু গ্রহাহুতি দেন অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পাত্র বা স্থালী হইতে কিঞ্চিৎ সোমরস আহবনীয়ে অর্পণ করেন: যাজ্যাপাঠক 'সোমস্য অগ্নে বীহি' বলিয়া পুনরায় বষট্-কার (অনুবষট্কার) করিলে আর খানিকটা সোমরস অগ্নিতে আহুত হয়।

পরে অধ্বর্য্যু সদঃশালায় আসিয়া শস্ত্রপাঠকের সহিত একযোগে হুতাবশিষ্ট সোমরস পান করেন। এইরূপে সোমযাগ নিষ্পাদিত হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিশদ হইবে। প্রাতঃসবনে হোতৃপাঠ্য প্রথম শস্ত্রের নাম আজ্যশস্ত্র; এই শস্ত্রপাঠের কিছুপূর্ব্বে উদ্গাতারা বহিষ্পবমানস্তোত্র গান করেন। শস্ত্র পাঠারম্ভে স্বকীয় ধিষ্ণ্যের পশ্চিমে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হোতা তূষ্ণীং জপ করেন ১৮৫,২০০,২১৬

তূষ্ণীংজপ ২০০ :—"ভূ মৎ পদ্ বগ্ দে পিতা মাতরিশ্বাচ্ছিদ্রা পদাধাং অচ্ছিদ্রোকৃথাঃ কবয়ঃ শংসন্ সোমো বিশ্ববিন্নীথা নিনেষদ্ বৃহস্পতিরুকৃথা মদানি শংসিষদ্ বাগায়ুর্বিশ্বায়ুর্বিশ্বমায়ুঃ ক ইদং শংসিষ্যতি স ইদং শংসিষ্যতি"।

পরে হোতার অধ্বর্য্যুর প্রতি আহাব :—"শোংসাবোম্" [তদুত্তরে হোতাকে পশ্চাতে রাখিয়া হাতে পায়ে ভর দিয়া উপবিষ্ট ২১৬ অধ্বর্য্যুর প্রতিগর "শংসামো-দৈবোম্"] পরে হোতার তূষ্ণীংশংস জপ ২০৩ :—"ওঁ ভূরগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতি-রগ্নিঃ"। পরে হোতার নিবিৎ পাঠ ২০৬ "অগ্নির্দেবেদ্ধঃ অগ্নির্মন্বিদ্ধঃ অগ্নিঃ সুষমিৎ হোতা দেবব্রতঃ হোতা মনুব্রতঃ প্রণীর্দেবানাং রথীরধ্বরাণাং অতূর্ত্তো হোতা তূর্ণির্হব্যবাট্ আ দেবো দেবান্ বক্ষৎ যক্ষদগ্নির্দেবো দেবান্ সো অধ্বরা করতি জাতবেদাঃ"। তৎপরে হোতার নিম্নোক্তক্রমে সূক্তপাঠ ২০৮

প্র বো দেবায় অগ্নয়ে বর্হিষ্ঠমর্চ্চাস্মৈ।

গমদ্দেবেভিরা স নো যজিষ্ঠো বর্হিরা সদৎ॥ ৩।১৩।১

(তিনবার পাঠ্য)

দীদিবাংসমপূর্ব্ব্যং বস্বীভিরস্য ধীতিভিঃ।

ঋক্বাণো অগ্নিমিন্ধতে হোতারং বিশ্পতিং বিশাম্॥ ৩।১৩।৫

স নঃ শর্ম্মাণি বীতয়েঽগ্নির্যচ্ছতু শন্তমা।

যতো নঃ প্রুষ্ণবদ্বসু দিবি ক্ষিতিভ্যো অপ্স্বা॥ ৩।১৩।৪

উত নো ব্রহ্মন্নবিষ উক্থেষু দেবহূতমঃ।

শং নঃ শোচা মরুদ্বৃধোঽগ্নে সহস্রসাতমঃ॥ ৩।১৩।৬

স যন্তা বিপ্র এষাং স যজ্ঞানামথা হি ষঃ।

অগ্নিং তং বো দুবস্যত দাতা যো বনিতা মঘম্॥ ৩।১৩।২

ঋতাবা যস্য রোদসী দক্ষং সচন্ত ঊতয়ঃ।
হবিষ্মন্তস্তমীড়তে তং সনিষ্যন্তোঽবসে॥ ৩।১৩।২
নূ নো রাস্ব সহস্রবৎ তোকবৎ পুষ্টিমদ্বসু।
দ্যুমদগ্নে সুবীর্য্যং বর্ষিষ্ঠমনুপক্ষিতম্॥ ৩।১৩।৭

(তিনবার পাঠ্য ২১৩)

সূক্তান্তে হোতার উক্থবীর্য্য পাঠঃ—"উক্থং বাচি"। ২৪৬ [তৎপরে অধ্বর্য্যু "ওঁ" উচ্চারণের পর হবির্দ্ধানমণ্ডপ প্রবেশ করেন ও সেখান হইতে ঐন্দ্রাগ্নগ্রহ হস্তে বাহিরে আসিয়া "ও শ্রাবয়" বলিয়া আশ্রাবণ করেন। আগ্নীধ্রকর্তৃক "অস্তু শ্রৌষট্" বলিয়া প্রত্যাশ্রাবণ হইলে পর অধ্বর্য্যু হোতাকে যাজ্যা পাঠে আদেশ দেন "উক্থ শাঃ যজ সোমস্য" ২৪৬—তখন হোতা "যে যজামহে" পূর্ব্বক যাজ্যা মন্ত্র পাঠ করেন ২১৪ঃ—

"অগ্ন ইন্দ্রশ্চ দাশুষো দুরোণে, সুতাবতো যজ্ঞমিহোপ যাতম্। অমর্দ্ধন্তা সোমপেয়ায় দেবা" (৩।২৫।৪)

যাজ্যান্তে হোতা "বৌষট্" উচ্চারণ করিলে দণ্ডায়মান অধ্বর্য্যু আহবনীয় অগ্নিতে ঐন্দ্রাগ্নগ্রহের আহুতি দেন। তৎপরে হোতা "সোমস্য অগ্নে বীহি বৌষট্" বলিয়া অনুবষট্কার করিলে অধ্বর্য্যু ঐন্দ্রাগ্নগ্রহের অপরাংশের আহুতি দিয়া সদঃশালায় আসিয়া হোতার সহিত একযোগে হুতাবশিষ্ট সোমপান করেন। ২০০ হইতে ২২৪ দেখ।

সোমযাগ—অগ্নিষ্টোমাদি যাগ, যাহার মুখ্যকর্ম্ম দেবোদ্দেশে সোমরসপ্রদান। অগ্নিষ্টোম সকল সোমযজ্ঞের প্রকৃতি। ইহা তিন সবনে নিষ্পাদ্য—প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন; সোমের অভিষব সোমাহুতি ও সোমপান প্রত্যেক সবনে মুখ্য কর্ম্ম; তৎসহিত আনুসঙ্গিক পশুযাগ ও পশুযাগের আনুষঙ্গিক সবনীয় পুরোডাশ যাগও বিহিত। অনুষ্ঠানক্রম সংক্ষেপে এইরূপ:—

প্রাতঃসবন

গ্রহ বা চমস	দেবতা	হোমকর্ত্তা	যাজ্যাপাঠক বা বষট্‌কর্ত্তা	সোমপানকর্ত্তা
১ উপাংশু	সূর্য্য	অধ্বর্য্যু	—	—
২ অন্তর্য্যাম	সূর্য্য	অধ্বর্য্যু	—	—

৩ ঐন্দ্রবায়ব	দ্বি ইন্দ্র-বায়ু-	অধ্বর্য্যু	হোতা	অধ্বর্য্যু ও হোতা
৪ মৈত্রাবরুণ	দেবত্য মিত্রা-বরুণ			
৫ আশ্বিন	গ্রহ অশ্বিদ্বয়			
৬ শুক্রগ্রহ	ইন্দ্র	অধ্বর্য্যু	হোতা	হোমকর্ত্তা ও
৭ মন্থিগ্রহ	ইন্দ্র	প্রতিপ্রস্থাতা	হোতা	হোতা
দশ চমস	—	চমসাধ্বর্য্যুগণ	—	—
ছয় চমচ	—	অধ্বর্য্যু	চমসীগণ	হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তা
৮-১৯ দ্বাদশ ঋতুগ্রহ	নানা দেবতা	অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা	ধিষ্ণ্যস্থ ঋত্বিক্‌গণ	হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তা
*২০ ঐন্দ্রাগ্ন	ইন্দ্রাগ্নি	অধ্বর্য্যু	হোতা	অধ্বর্য্যু ও হোতা
*২১ বৈশ্বদেব	বিশ্বদেবগণ	অধ্বর্য্যু	হোতা	অধ্বর্য্যু ও হোতা
*২২ উক্‌থ্য তিন অংশ	১ মিত্রাবরুণ	অধ্বর্য্যু	মৈত্রাবরুণ	হোমকর্ত্তা
	২ ইন্দ্র	প্রতিপ্রস্থাতা	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	ও
	৩ ইন্দ্রাগ্নি	প্রতিপ্রস্থাতা	অচ্ছাবাক	বষট্‌কর্ত্তা

* এই তিনটি গ্রহ সশস্ত্র গ্রহ অর্থাৎ ইহাদের আহুতির পূর্ব্বে বষট্‌কর্ত্তা শস্ত্র পাঠ করেন; তৎপূর্ব্বে উদ্গাতারা স্তোত্রগান করেন। ২০ ও ২১ গ্রহাহুতির পর দশজন চমসাধ্বর্য্যু সোমপূর্ণ চমস আহুতি না দিয়া কাঁপাইয়া দেন ও চমসীরা স্ব স্ব চমসে সোমপান করেন। ২২ গ্রহে তিন আহুতির পরই চমসাধ্বর্য্যুগণ স্ব স্ব চমস আহুতি দেন ও চমসীরা স্ব স্ব চমস পান করেন।

মাধ্যন্দিনসবন

গ্রহ	দেবতা	হোমকর্ত্তা	বষট্‌কর্ত্তা	সোমপানকর্ত্তা
১ শুক্র	ইন্দ্র	অধ্বর্য্যু	হোতা	হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তা
২ মন্থী	ইন্দ্র	প্রতিপ্রস্থাতা	হোতা	ঐ

প্রাতঃসবনের ন্যায় চমসাহুতি ও চমসীদের চমসপান।

৩ মরুত্বতীয় দুই অংশ	ইন্দ্র মরুত্বান্	১ অধ্বর্য্যু	হোতা	হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তা
		*২ অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা	হোতা	

*৪ মাহেন্দ্র	মহেন্দ্র	অধ্বর্য্যু	হোতা	হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তা
		অধ্বর্য্যু	মৈত্রাবরুণ	
*৫ উক্‌থ্য		প্রতিপ্রস্থাতা	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তা
তিন অংশ		প্রতিপ্রস্থাতা	অচ্ছাবাক	

*৩ (দ্বিতীয় অংশ) ৪, ৫ এই তিন গ্রহ সশস্ত্র; ৩ ও ৪ গ্রহাহুতির পর চমসাধ্বর্য্যুদের চমসকম্পন ও চমসীদের সোমপান; ৫ গ্রহাহুতির পর চমসাধ্বর্য্যুদের চমসাহুতি ও চমসীদের সোমপান।

তৃতীয় সবন

গ্রহ	দেবতা	হোমকর্ত্তা	বষট্‌কর্ত্তা	সোমপানকর্ত্তা
১ আদিত্য	অদিতি	অধ্বর্য্যু	হোতা	—
প্রাতঃসবনের ন্যায় চমসাহুতি ও চমসীদের সোমপান				
২ সাবিত্র	সবিতা	অধ্বর্য্যু	হোতা	—
*৩ বৈশ্বদেব	বিশ্বদেবগণ	অধ্বর্য্যু	হোতা	হোতা ও অধ্বর্য্যু
এই সময়ে সৌম্যচরুযাগ।				
৪ পাত্নীবত	অগ্নি পত্নীবান্‌	অধ্বর্য্যু	আগ্নীধ্র	আগ্নীধ্র
এই সময়ে নেষ্টাকর্ত্তৃক যজমানপত্নীর আনয়ন ও পান্নেজনজলে উরুদেশ প্রক্ষালন।				
*৫ আগ্নিমারুত	অগ্নি-মরুৎ	অধ্বর্য্যু	হোতা	অধ্বর্য্যু ও হোতা
৬ হারিযোজন	ইন্দ্র হরিবান্‌	উন্নেতা	হোতা	ঋত্বিক্‌গণ

*৩ এবং ৫ গ্রহ সশস্ত্র; ৩ গ্রহের পর চমসাধ্বর্য্যুদের চমসকম্পন ও চমসীদের চমসপান, ৫ গ্রহাহুতির পর চমসাধ্বর্য্যুদের চমসাহুতি এবং হোতার সহিত চমসীদের চমসপান।

সবনত্রয়ে অভিষবের নিয়ম :—

প্রাতঃসবনে সোমের অর্দ্ধাংশ হইতে ও মাধ্যন্দিন সবনে অপরার্দ্ধ হইতে পাষাণঘাতে সোমরস নিষ্কাশিত হয়; কেবল একখণ্ড সোম তৃতীয় সবনের জন্য রক্ষিত হয়; উহা হইতেই যে অল্প রস পাওয়া যায় তাহা তৃতীয় সবনে গৃহীত হয়। প্রাতঃসবনে উপাংশুসবন নামক পাষাণের আঘাতে রস বাহির করিয়া সেই রসে উপাংশু গ্রহাহুতি। আর চারিখানি পাষাণের আঘাতে

নিষ্কাশিত রস আধবনীয় পাত্রের জলে মিশান হয়। দশাপবিত্রে ছাঁকিয়া ঐ জলের অর্দ্ধাংশ দ্রোণকলশে ও অপরার্দ্ধ পূতভৃতে ঢালা হয়। দ্রোণকলশে ঢালিবার সময় পতন্ত সোমধারা হইতে অন্তর্যাম, ঐন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরুণ, আশ্বিন, শুক্র ও মন্থী এই কয় গ্রহ গৃহীত হয়; উহাদের নাম ধারাগ্রহ; অন্যান্য গ্রহ দ্রোণকলশ অথবা পূতভৃৎ হইতে লওয়া হয়। মাধ্যন্দিনে উপাংশুগ্রহ নাই, চমসপূরণার্থ রস পূতভৃৎ হইতেই লওয়া হয়। শুক্র ও মন্থী ব্যতীত ধারাগ্রহও নাই। তৃতীয় সবনের সোমরস কেবল পূতভৃতেই ঢালা হয়।

সোমযাগের আনুষঙ্গিক পশুযাগ :—

প্রাতঃসবনে পশুযাগের বপাহুতি পর্য্যন্ত হয়; তৎসহিত পুরোডাশ যাগ ও ধানা করম্ভ দধি ও পয়স্যা দেওয়া হয়; মাধ্যন্দিনে পশ্বঙ্গের পাক হয় এবং পুরোডাশ ও ধানাদি যাগ হয়। তৃতীয় সবনে পশ্বঙ্গ যাগ ও পূর্ব্ববৎ পুরোডাশ ও ধানাদি যাগ করিয়া পশুযাগ সমাপ্ত করা হয়।

তৃতীয় সবনের শেষে জলাশয়ে গিয়া অবভৃথ স্নান, বরুণের উদ্দেশে পুরোডাশ দান ও দেবযজনে ফিরিয়া আসিয়া উদয়নীয় ইষ্টি, অনুবন্ধ্যা পশুযাগ ও মন্থনোৎপন্ন নূতন অগ্নিতে উদবসানীয় ইষ্টিযাগের পর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সমাপ্ত হয়।

অগ্নিষ্টোমে সশস্ত্রগ্রহ ১২টি; প্রত্যেকের পূর্ব্বে শস্ত্রপাঠ ও তৎপূর্ব্বে স্তোত্রগান বিহিত। এই স্তোত্র, শস্ত্র ও গ্রহের সম্বন্ধে নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রাতঃসবন

গ্রহ	স্তোত্র	শস্ত্র	শস্ত্রপাঠক ও বষট্‌কর্ত্তা	
১ ঐন্দ্রাগ্ন	বহিষ্পবমান	আজ্য	হোতা	
২ বৈশ্বদেব	আজ্যস্তোত্র	প্রউগ	হোতা	
৩ উক্‌থ্য ১ অংশ	আজ্যস্তোত্র	আজ্যশস্ত্র	মৈত্রাবরুণ	হোত্রক-ত্রয়
৪ ঐ ২ অংশ	ঐ	ঐ	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	
৫ ঐ ৩ অংশ	ঐ	ঐ	অচ্ছাবাক	

মাধ্যন্দিনসবন

৬ মরুত্বতীয়	মাধ্যন্দিন পবমান	মরুত্বতীয়	হোতা

দ্বিতীয়াংশ	পবমান		
৭ মাহেন্দ্র	পৃষ্ঠস্তোত্র	নিষ্কেবল্য	হোতা
৮ উক্‌থ্য প্রথমাংশ	ঐ	ঐ	মৈত্রাবরুণ
৯ ঐ দ্বিতীয়াংশ	ঐ	ঐ	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী
১০ ঐ তৃতীয়াংশ	ঐ	ঐ	অচ্ছাবাক

তৃতীয় সবন

১১ বৈশ্বদেব	আর্ভব পবমান	বৈশ্বদেব	হোতা
১২ ধ্রুব বা আগ্নিমারুত	যজ্ঞাযজ্ঞিয়	আগ্নিমারুত	হোতা

অগ্নিষ্টোমের তৃতীয় সবনে হোত্রকত্রয়ের শস্ত্র নাই। স্তোত্রমধ্যে প্রাতঃসবনে গেয় বহিষ্পবমান স্তোত্র মহাবেদির বাহিরে চাত্বালের নিকট গীত হয়; অন্যান্য স্তোত্র ঔদুম্বরী পার্শ্বে গীত হয়। তিন সবনেই পূতভৃতে সোম ঢালিবার সময় পবমান স্তোত্র গীত হয়।

অগ্নিষ্টোমে ১২ স্তোত্র ১২ শস্ত্র ১ সবনীয় পশু

উক্‌থ্যে ১৫ স্তোত্র ১৫ শস্ত্র ২ সবনীয় পশু

তৃতীয় সবনে হোত্রকত্রয়েরও শস্ত্র থাকায় শস্ত্রসংখ্যা পোনের হয়।

ষোড়শীতে ১৬ স্তোত্র ১৬ শস্ত্র ৩ সবনীয় পশু

উক্‌থ্যের অতিরিক্ত আর একটি ষোড়শশস্ত্র থাকায় শস্ত্রসংখ্যা ষোল।

অতিরাত্রে ২৯ স্তোত্র ২৯ শস্ত্র ৪ সবনীয় পশু

অগ্নিষ্টোম, উক্‌থ্য ও ষোড়শী যজ্ঞ দিবাভাগেই সমাপ্ত হয়। অতিরাত্র যজ্ঞে তদতিরিক্ত রাত্রিকৃত্য থাকে। ষোড়শীর উপর রাত্রিকৃত্য তিন পর্য্যায়ে সোমাহুতি; প্রতি পর্য্যায়ে ৪ শস্ত্র (হোতার এক ও হোত্রকদের তিন) এবং পরদিন প্রত্যুষে ১ শস্ত্র (আশ্বিনশস্ত্র)। আশ্বিনশস্ত্রের পূর্ব্বে গেয় স্তোত্রের নাম সন্ধিস্তোত্র।

স্কন্দ—৫৬২

স্তোক—বিন্দু ১৫২

স্তোত্র—স্তোম—প্রত্যেক শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে সামগায়ী ঋত্বিকেরা স্তোত্র গান করেন; যতগুলি শস্ত্র, স্তোত্রও ততগুলি। তিন সবনে কোন্ শস্ত্রের পূর্ব্বে কোন্ স্তোত্র বিহিত, তজ্জন্য শস্ত্র দেখ। ঋক্‌মন্ত্রে সুর বসাইয়া গান করিলে উহা সামে পরিণত হয়। গাইবার সময় একই ঋক্ সুর দিয়া হয়ত একাধিক বার আওড়াইতে হয়; কাজেই প্রত্যেক আবৃত্তিকে একটি সামমন্ত্র ধরিলে সামমন্ত্রের সংখ্যা এইরূপে বাড়িয়া যায়। এইরূপ কতিপয় সামমন্ত্রের সমষ্টি এক এক স্তোত্র; পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির হেতু শেষ পর্য্যন্ত যতগুলি সামমন্ত্র দাঁড়ায়, তদনুসারে স্তোমের নামকরণ হয়। যথা প্রাতঃসবনে হোতার পাঠ্য প্রউগ শস্ত্রের পূর্ব্বে আজ্যস্তোত্র গীত হয়। সামবেদসংহিতার ২।১০-১২ এই তিন মন্ত্রে সুর দিয়া সামে পরিণত করিয়া তিন বারে বা তিন পর্য্যায়ে গাইতে হয়। তিন মন্ত্র তিন পর্য্যায়ে নয়টি মন্ত্র হয়; কিন্তু কোন কোন মন্ত্র একাধিক বার আবৃত্তি করিয়া উহাকে পোনের মন্ত্রে পরিণত করা যাইতে পরে। মনে কর ক খ গ এই তিন মন্ত্র; উহার কোনটিকে তিন বার, অন্য দুইটি একবার মাত্র আবৃত্তি করিলে উহা পাঁচমন্ত্রে পরিণত হইবে; তিন পর্য্যায়ে পোনের মন্ত্র হইবে। যথা :—

প্রথম পর্য্যায়	ক ক ক	খ	গ	৫
দ্বিতীয় পর্য্যায়	ক	খ খ খ	গ	৫
তৃতীয় পর্য্যায়	ক	খ	গ গ গ	৫
সাকল্যে				১৫

এইরূপে তিন মন্ত্রকে পোনেরতে পরিণত করিয়া যে স্তোত্র নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে পঞ্চদশস্তোম বলা হয়।

তিন মন্ত্রকে পোনের মন্ত্রে পরিণত করার এই এক রীতি; উক্ত রীতি ব্যতীত অন্য রীতিও হইতে পারে। যথা—

প্রথম পর্য্যায়	ক	খ	গ	৩
দ্বিতীয় পর্য্যায়	ক	খ খ খ	গ	৫
তৃতীয় পর্য্যায়	ক ক ক	খ	গ গ গ	৭
সাকল্যে				১৫

এইরূপে পঞ্চদশ স্তোম ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে নিষ্পন্ন হইতে পারে। এইরূপ বিভিন্ন রীতির নাম বিষ্টুতি। উল্লিখিত রীতিদ্বয়ের প্রথম রীতি পঞ্চপঞ্চিনী বিষ্টুতি, দ্বিতীয় রীতি উদ্যতী বিষ্টুতি।

প্রাতঃসবনে হোতার আজ্যশস্ত্রের পূর্ব্বে বহিষ্পবমানস্তোত্র গেয়। সামসংহিতা ২।১-৯ এই নয়টি মন্ত্র তিন ভাগ করিয়া এক এক ভাগে এক এক পর্য্যায় হয়; কোন মন্ত্র একাধিক বার আবৃত্তি হয় না; কাজেই শেষ পর্য্যন্ত নয়টি মন্ত্রই থাকে; নয় মন্ত্র তিন পর্য্যায়ে গীত হইলে উহাকে ত্রিবৃৎস্তোম বলে।

অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে ১২ শস্ত্র ও ১২ স্তোত্র; তন্মধ্যে প্রাতঃসবনে বহিষ্পবমানস্তোত্র ত্রিবৃৎ (৯ মন্ত্রের) স্তোমে, অবশিষ্ট চারিটি আজ্যস্তোত্র পঞ্চদশ (১৫ মন্ত্রের) স্তোমে, মাধ্যন্দিনসবনের মাধ্যন্দিনপবমান স্তোত্র পঞ্চদশস্তোমে ও অবশিষ্ট চারিটি পৃষ্ঠস্তোত্র সপ্তদশ (১৭ মন্ত্রের) স্তোমে গীত হয়। তৃতীয় সবনে আর্ভবপবমান সপ্তদশ স্তোমে ও যজ্ঞাযজ্ঞিয় স্তোত্র একবিংশ (২১ মন্ত্রের) স্তোমে গীত হয়। অগ্নিষ্টোমে এই চারিটি মাত্র স্তোম থাকায় উহা চতুষ্টোমযজ্ঞ। অগ্নিষ্টোম ভিন্ন অন্য যজ্ঞে স্তোমসম্বন্ধে অন্যরূপ বিধি। দ্বাদশাহের অন্তর্গত ষড়হের প্রথম দিন ত্রিবৃৎ, দ্বিতীয় দিন পঞ্চদশ, তৃতীয় দিন সপ্তদশ, চতুর্থ দিন একবিংশ, পঞ্চমাহে ত্রিণব (২৭ মন্ত্রের), ষষ্ঠাহে একত্রিংশ (৩১ মন্ত্রের) স্তোম বিহিত।

পবমানস্তোত্র—অগ্নিষ্টোমে তিন সবনেরই প্রথম স্তোত্রের নাম পবমানস্তোত্র; প্রাতঃসবনে বহিষ্পবমান, মাধ্যন্দিনে মাধ্যন্দিন পবমান ও তৃতীয়ে আর্ভবপবমান। সোমপাত্রে গ্রহগ্রহণের পর আধবনীয়ের সোম পূতভৃতে ছাঁকিয়া (পূত করিয়া) ঢালিবার সময় সেই পবমান (যাহা পূত হইতেছে) সোমের উদ্দেশে গীত হয় বলিয়া এই নাম। বহিষ্পবমানস্তোত্র বেদির বাহিরে চাত্বালে ও অন্য দুই পবমান ঔদুম্বরী পার্শ্বে গীত হয়।

পৃষ্ঠস্তোত্র—মাধ্যন্দিন সবনের মাধ্যন্দিন পবমান ব্যতীত অপর চারিটি স্তোত্রের নাম পৃষ্ঠস্তোত্র; চারিটি পৃষ্ঠস্তোত্রের মধ্যে প্রথমটি (দুই মন্ত্র) রথন্তর সামে, দ্বিতীয়টি (তিন মন্ত্র) বামদেব্য সামে, তৃতীয়টি (দুই মন্ত্র) নৌধসসামে ও চতুর্থটি (দুই মন্ত্র) কালেয় সামে গীত হয়; সমস্তই সপ্তদশ স্তোমে গেয়। দ্বাদশাহের অন্তর্গত পৃষ্ঠ্যষড়হের প্রথমাহে রথন্তর, দ্বিতীয়াহে বৃহৎ, তৃতীয়াহে বৈরূপ, চতুর্থাহে বৈরাজ, পঞ্চমাহে শাক্কর ও ষষ্ঠাহে রৈবত সামে পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পন্ন হয়।

হোতা—ঋগ্বেদী প্রধান ঋত্বিক্—দেবতার আহ্বানকর্ত্তা বলিয়া নাম হোতা ১০ ইনি অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক কর্ম্মের অনুকূল অনুবচন পাঠ ও যাগের পূর্ব্বে যাজ্যাপাঠ করিয়া বষট্‌কার করেন; ইহাই প্রধান কার্য্য। প্রজাপতি ও দেবগণ কর্ত্তৃক হোতার কর্ম্ম সম্পাদন ৪৭৭ ঐতরেয়ব্রাহ্মণে প্রধানতঃ হোতার কর্ম্মই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

হোতৃচমস—হোতার নির্দ্দিষ্ট চমস—উহাতে হোতা চমসাহুতির পর সোমপান করেন। একধনা আনিবার সময় অধ্বর্য্যু হোতৃচমসে করিয়া খানিকটা জল আনেন; ঐ জলে একধনা ও বসতীবরী কিঞ্চিৎ মিশাইলে জলের নাম হয় নিগ্রাভ্য ১ অভিষবের সময় নিগ্রাভ্যজলের ছিটা দিয়া সোম ভিজান হয় ১৭৫

হোতৃজপ—শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে হোতার পাঠ্য জপ ২১৬ শস্ত্র দেখ।

হোতৃষদন—ঐষ্টিক বেদির পার্শ্বে হোতার বসিবার স্থান, যেখানে বসিয়া তিনি যাজ্যাপাঠ করেন ১০১

হোত্র—৫০৬

হোত্রক—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এই তিন ঋত্বিক্; অগ্নিষ্টোমের প্রাতঃসবন ও মাধ্যন্দিনসবনে ইহাঁরা শস্ত্রপাঠ করেন; তৃতীয় সবনে ইহাঁদের শস্ত্র নাই। অগ্নিষ্টোমের বিকৃতি উক্‌থ্যাদি যজ্ঞে তৃতীয় সবনেও শস্ত্র আছে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে ইহাঁদের শস্ত্র বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে ৪৮৮-৩৯৭, ৫০৫-৫৬০

হোত্রাশংসী—ধিষ্ণ্যস্থিত সাতজন ঋত্বিকের মধ্যে এক জন হোতা, মৈত্রাবরুণ অচ্ছাবাক ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এই তিন জন হোত্রক এবং নেষ্টা পোতা ও আগ্নীধ্র এই তিন জন হোত্রাশংসী; হোত্রাশংসীরা শস্ত্রপাঠ করেন না ৫০৮ তবে তাঁহাদের পক্ষ হইতে চমসাহুতির সময় প্রস্থিত যাজ্যা পাঠ করেন ৫০৫-৫১০

হোম—স্বাহাকারান্ত মন্ত্রপাঠের পর উপবিষ্ট হইয়া যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহা হোম—যথা অগ্নিহোত্র হোম ৪৬৭ যাগ দেখ।

হৌশ্রিন বিহৃতি—বিহৃতির প্রকারভেদ ৫৩৯ বিহৃতি দেখ।

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠ	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	টীকা (১১)	ঋষির্দেবে	ঋষির্দেবো
২	ঐ	১।৭।৩১২	১।৩১।১
১৩	২	দীক্ষিতের জন্য নির্ম্মিত	দীক্ষিতবিমিত নামক
১৪	১২	সোমযোগ	সোমযাগ
১৫	৬	অনুবাক্য	অনুবাক্যা
২৫	১	বিচক্ষণবতী	বিচক্ষণ
৩০	৬	পরে	মধ্যে
৩১	১৫	প্রযাজা	প্রযাজ
৪০	৮	পত্নীদের সংযাজ	পত্নীসংযাজ
৪০	৯	যজুর হোম	যজুর্হোম
৫	১৪	ঋক্ বিধান	বিধান
৫৬	১৩	অনুবাক্যা	অনুবচন
৯২	৬	হোতা	অধ্বর্য্য
১১৭	১	গোপন	যোপন
১২৭	১৭	অগ্নিষোমীয়	অগ্নীষোমীয়
১৩৬	১৫	আরম্ভ	
১৪৭	৪	পশ্বাঙ্গ হোম	পশ্বঙ্গ যাগ
১৪৯	৩	পশ্বাঙ্গ	পশ্বঙ্গ
১৭৮	টীকা (১)	মন্থী, আগ্রয়ণ, উক্থ, ধ্রুব	মন্থী
১৭৮	ঐ	ঐন্দ্রাগ্ন ও বৈশ্বদেব	ঐন্দ্রাগ্ন বৈশ্বদেব ও উক্থ্য
১৮৮	১১	করিলাম	করি
১৮৮	১৩	করিয়াছি	করিব
১৮৮	১৫	করিয়াছি	করিব
১৯৬	১৯	মন্থী আগ্রয়ণ উক্থ	মন্থী

পৃষ্ঠ	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১০	টীকা (১)	সাতটি	ছয়টি
২১০	ঐ	অচ্ছাবাক ও আগ্নীধ্র	অচ্ছাবাক
২২৫	টীকা (২)	দশটি গ্রহের	অন্য গ্রহগুলির
২২৬	২	ধারাগ্রহের	গ্রহের
২৫৫	১	ছয়টি	তিনটি
২৮০	৯,১১	বসু	বায়ু
২৮০	টীকা (৬)	বসু	বায়ু
৩০৭	টীকা (৬)	গবাময়ন সত্র	গবাময়নের মধ্যগত অনুষ্ঠান ৩৬৫ পৃষ্ঠ দেখ
৩১১	১৪	সোম	স্তোম
৪৪৭	২	মহা	মহাঁ
৪৭৬	১৮	আকার	অকার
৫২১	৬	মিত্রাবরুণ	মৈত্রাবরুণ
৫২৭	৬	বিমুক্ত	বিমুক্তি
৫৬৭	,১৩	সান্নায্য	সান্নাষ্য
৫৮২	১১	পাচন	পচন
৬৩৩	৯	ভূ	ভূঃ
৬৪৯	৩	সবশ	বশসহিত